ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট সব-রেজিষ্ট্রার

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস প্রণীত

রেজিষ্টারি কার্য্যবিধি।

দ্বাদশ সংস্করণ।

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মূল্য ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা

1929.

সতর্কতা।

স্পেশিয়াল আইনের বিধান মতে "রেজিষ্টারি কার্য্যবিধি" নাম রেজিষ্টারি করা হইল। সুতরাং কেহ এ নাম ব্যবহার করিলে বা এই পুস্তকের কোন অংশ কোন পুস্তকে উদ্ধৃত বা অনুকরণ করিলে, আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

Published by Monoranjan Banurji.
AND
Printed by—N B. Dass.
At The Hitabadi Press.
70, Colootola Street, Calcutta.

প্রচার উদ্দেশ্য।

রেজিষ্টার আফিসের ইংরাজী অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারী এবং যাঁহারা নূতন সব-রেজিষ্ট্রার হইবেন; বা উকীল, মোক্তার ও তাঁহাদিগের মোহরার, যাঁহাদের দলিল লেখাপড়া ও রেজিষ্ট্রী কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদিগকে রেজিষ্টারি কার্য্যপ্রণালী সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

রেজিষ্টারি আইন ও তৎসংক্রান্ত রুল, সার্কুলার এবং অপরাপর আইন যাহা কিছু জানা আবশ্যক, তাহা ইহাতে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইল। শ্রেণীবিভাগ হেতু ইহা যে সাধারণের বিশেষ সুবিধাজনক হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রেজিষ্টারি আইনের নিয়মাবলী বা দলিল লেখা পড়ার জন্য যাঁহার যে কোন বিষয় জানিবার প্রয়োজন, তাহা অনায়াসে দেখিয়া লইবার জন্য এক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিত হইল। যে প্রকারের দলিল লেখাপড়া করিতে হইবে, সূচী দেখিয়া সেই অধ্যায় খুলিলেই সেই দলিল সম্বন্ধে কত ষ্ট্যাম্প ও কত রেজিষ্টারি ফি লাগিবে, কিরূপেই বা সে দলিল লিখিত হইবে, তাহার আদর্শ এবং সেই দলিলে কোন্ কথা লেখা নিতান্ত অনাবশ্যক, কোন্ কোন্ কথা না লিখিলেও চলে, এই সমস্ত বিষয় ও তামাদি আইনের সার কথা এবং বোম্বাই কলিকাতা প্রভৃতি মহামান্য হাইকোর্টের নজির সম্বলিত মতামত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার উপর ডিপার্টমেণ্টের এমন জিনিসটি নাই যাহা ইহাতে পাইবেন না। ফলকথা দলিল সম্বন্ধে সকল অভাবই পূরণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রেজিষ্ট্রী বিভাগের ম্যানুয়েল নাই, খান কয়েক চটা বহি আছে তাহা দেখিয়া নূতন সবরেজিষ্ট্রারদিগকে কার্য্য করিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কোথায় কি আছে তাহা একত্র খুঁজিয়া পাওয়া ভার, তাহার উপর নজির প্রভৃতির পুস্তকাভাব; এই সকল অভাব জন্য নিজে যে কষ্টভোগ করিয়াছিলাম, সেই অভাব বিমোচন করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছি, হয়ত কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছি। এক্ষণে ইহা যাঁহাদের জন্য লিখিত, তাঁহাদের উপকারে আসিলে আহ্লাদিত হইব। ইতি

জাহানাবাদ
২রা পৌষ, ১৩১৪ সাল।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

দ্বাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও সাধারণের আগ্রহে রেজেষ্ট্রী কার্য্যবিধির দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। রেজেষ্ট্রী ও ষ্ট্যাম্প বিষয়ে এক্ষণে যে সকল নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সমস্তই এই পুস্তকে আমরা সন্নিবিষ্ট করিলাম। সাধারণের যাহাতে সহজে বোধগম্য হয় সে বিষয়েও যত্নের ক্রটি করি নাই। যদি কোন ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হয়, আমাদিগকে জানাইলে উহা সংশোধনের ব্যবস্থা করিব।

প্রকাশক।

গ্রন্থকারের বক্তব্য।

রেজিষ্টারি বিভাগের নবীন কর্ম্মচারীদিগের উপদেশ ও হিতার্থ আমি এ পর্য্যন্ত কোন কথা না বলায় অনেকে নানা প্রকার অনুযোগ করিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনার্থ আমায় দুই একটি কথা লিখিতে হইল ঃ

নূতন কর্ম্মচারীরা প্রায়ই বড় কড়া হইয়া থাকেন ; মনে করেন তাহাতে তাঁহাদের পদমর্য্যাদা বুঝি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে তাঁহারা যতই বিনয়ী ও নম্র হইবেন, লোকে ততই তাঁহাদিগকে মান্য করিবে, ততই তাঁহারা গৌরবের উচ্চাসনে আরোহণ করিবেন। সকলের সহিতই ভদ্র ব্যবহার করা উচিত। নিতান্ত দৈন্য-দশাগ্রস্ত লোককেও "তুই" "তোর" না বলিয়া "তুমি" "তোমার" বলা কর্ত্তব্য। অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগে নিজেরই নীচত্ব প্রকাশ পায়।

আমলাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কন্তু সেই সঙ্গে তাঁহাদের কার্য্য-কলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও রাখিতে হইবে। তাঁহারা যাহাতে সাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিতে না পারেন তাহা দেখা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমলারা কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, দুই একবার সতর্ক করা সত্ত্বেও যাঁহারা ঠিক না হইবেন, তাঁহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত কঠোরতা অবলম্বন না করিলে নিজের সুনাম বজায় থাকে না।

জাল জালিয়াতি মফস্বলেই বেশী, সুতরাং যাহাতে তাহা না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। জাল হওয়ার সংবাদ পাইলে, কি করিব, কি হইবে প্রভৃতি চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ জেলার রেজিষ্ট্রারকে সে সংবাদ দিবেন, এ ক্ষেত্রে দয়া দেখাইবেন না। কোন কোন সবরেজিষ্ট্রার স্বয়ং তদন্ত (enquiry) করিয়া তাহার পর চালান দেন, কিন্তু তদন্ত করার আদৌ কোন আবশ্যকতা নাই। অভিযোগ উপস্থিত হইলে উপরওয়ালাকে জানাইলেই যাহা কর্ত্তব্য তিনি তাহা করিয়া থাকেন। উড়ো গুজব শুনিলে গোপন তদন্ত আবশ্যক। যদি ঠিক

বুঝেন যে ঘটনা সত্য এবং প্রমাণও বেশ আছে, তাহা হইলে নিজেই মোকর্দ্দমা রুজু করিতে পারেন, অন্যথা রেজিষ্ট্রার যাহা করেন তাহাই ভাল। জাল জালিয়তি ধরা পড়িলে অনেক ভদ্রলোকে উপরোধ অনুরোধ করিয়া যাহাতে মোকর্দ্দমা রুজু না হয় তাহার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কদাচ ভুলিয়া নিজের সুনামে কলঙ্কারোপের চেষ্টা করিবেন না। আজ কালকার অনেক ভদ্রলোক বিপন্ন লোকের সহায়তা করিতে আসিয়া নিজের উদর পূর্ণ করিবার প্রয়াস পান, সুবিধা পাইলে সবরেজিষ্ট্রারের নাম করিয়াও কিছু গ্রহণ করেন, সুতরাং সবরেজি ার নির্দ্দোষ হইলেও তাঁহার নষ্টচন্দ্রের কলঙ্ক ঘুচে না।

কাজকর্ম্ম ফেলিয়া রাখিবেন না, বেলা ৪টার পর সমস্ত কার্য্য শেষ করিবেন। যে সকল দলিল শেষ হইয়া উঠিবে তাহা কমপ্লীট (complete) করিয়া অন্যান্য সমস্ত খাতা পরীক্ষা করিয়া সহি করিবেন।

আইনগুলি অবসর পাইলেই পাঠ করা কর্ত্তব্য। আমি সব জানি সব বুঝি এ কথা মনে করিবেন না। সকলেরই জানিবার ও বুঝিবার অনেক বাকী আছে। উপরিতন কর্ম্মচারীদের আদেশ সদা পালন করিবেন। ভুল ভ্রান্তি সকলেরই আছে, সুতরাং তাঁহাদের কোন ভুল দেখিলে ভদ্রতার ও নম্রতার সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে নিজে আরও ভুলিতেছেন কি না, তাহা ভাল করিয়া দেখিবেন।

আমি নিজে আইন কানুন লইয়া যত ঘাঁটাঘাটি করি, তত অতি অল্প লোকই করিয়া থাকেন। কিন্তু বলিতে কি আমিও সময় সময় অতি সামান্য বিষয়ে ভুল করিয়া বা ভুল বুঝিয়া থাকি। সুতরাং মনে রাখিবেন যে আমি সব জানি এ কথা কাহারও ভাবিবার উপায় নাই।

উপরিতন কর্ম্মচারীর সহিত মনোবিবাদ করিবেন না। শুধু ভাল কাজকর্ম্ম করিলেই উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয় না, তাহার উপর Submission এবং obedience চাই। যাঁহার এ সকল গুণ নাই, তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয়। হামবড় হইবেন না। সকল স্থানে বিদ্যা প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইবেন না।

আমার নিজের কথা বলিতেছি, আমি বড় ভাল মানুষ ছিলাম না। Dist Sub-Regr'দের দুই একজনের সঙ্গে বেশ বাদ বিসম্বাদ করিয়াছিলাম। Dt. Regr. পর্য্যন্ত বাদ যান নাই, তাহার ফলে এই হইয়াছে যে আমার যেরূপ উন্নতি

হওয়া কর্ত্তব্য ছিল বলিয়া মনে করি, তাহা হয় নাই। আমা হইতেই আপনারা শিক্ষালাভ করুন, সংসারে উন্নতিলাভ করিবার প্রয়াস পান।

দুই একজন নির্জীব ডিষ্ট্রীক্ট সব-রেজিষ্ট্রারকে অপদস্থ বা অমর্য্যাদা করিয়া মনে করিবেন না যে সকলকেই তেমন করা যায়। কাজে অনেক দোষ থাকে, একজন পাকা Dt. Sub-Registrar যদি বদ্ধপরিকর হন তাহা হইলে আপনাকে টিপিয়া রাখিতে বড় বেশী কষ্ট পাইতে হয় না। কতকগুলি Sub-Registrar আছেন যাঁহারা ভাবেন Dist. Sub-Registrar না হয় জেলার সব-রেজিষ্ট্রার আর আমরা মফস্বলের সব-রেজিষ্ট্রার—বিশেষ প্রভেদ কি? এই শ্রেণীর লোক কষ্ট পান। প্রভেদ অনেক তিনি রেজিষ্ট্রারের দক্ষিণ হস্ত, সর্ব্বেসর্ব্বা; তাঁহাতে আপনাতে অনেক প্রভেদ। এই ভাবাপন্ন লোকের ন্যায় বিপদ টানিয়া আনিতে আর দ্বিতীয় নাই।

শিষ্টাচার সকল স্থানেই ভাল, সুতরাং ইহা বজায় রাখিবার চেষ্টা ভদ্রতার অন্তর্গত। তার উপর কতকগুলি কালাপাহাড় এই বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন; তাঁহারা নাকি আমলার সহিত যোগে সাধারণকে উৎপীড়ন করিয়া অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করেন, ইহা অপেক্ষা নিন্দনীয় বিষয় আর নাই। ইহা দ্বারা নিজের পায়ে কুঠার প্রহার করা এবং পরিণামে চাকরী পর্য্যন্ত নষ্ট হয়।

অনেকে আমার নিকট অনেক বিষয় জানিবার জন্য পত্র লেখেন, কিন্তু বলিতে কি আমার সময় এত অল্প যে সে সকল পত্রের উত্তর দিতে পারি না। আরও সময় সময় উত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে হয় না। তবে সকল পত্র একত্র করা থাকে এবং নূতন সংস্করণের সময় সে সকল সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকিলে বলা যায়।

সংক্ষেপ চিহ্ন।

(List of Abbreviations.)

A. Cr.	...	Criminal Appellate Jurisdiction.
All.	...	Allahabad.
Bd.	...	Board of Revenue.
B. L. R.	...	Bengal Law Reports.
Bom. (B)	...	Bombay.
C. O.	...	Circular Orders.
C. L. R	...	Calcutta Law Reports.
Cal. (C)	...	Calcutta.
Cir.	...	Circular of I. G. Regn.
F. B.	...	Full Bench.
I. L. R. (L)	...	Indian Law Reports.
Ind. Jur.	...	Indian Jurist (the current series)
I. G.	...	Inspector General of Registration
L. J.	...	Law Journal.
Mad. (M)	...	Madras.
Mis.	...	Miscellaneous.
Punj. Rec.	...	Punjab Records.
P. C.	...	Privy Council.
W. R.	...	Weekly Reports.
W. N.	...	Weekly Notes.

সূচীপত্র।

বিষয় | পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা

একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়বিংশ

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

একত্রিংশ অধ্যায়।

রেজিষ্টারি সম্বন্ধে উপদেশ।

বিষয় পৃষ্ঠা।

বিষয়		পৃষ্ঠা।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষড়ত্রিংশ অধ্যায়।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

(দলিলের আদর্শ।)

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়।

।		পৃষ্ঠা।
(২০১) ডিক্রি হস্তান্তর পত্র	...	৫৬৩
(২০২) প্রজাই স্বত্বের হস্তান্তর পত্র	...	৫৬৪
(২০৩) ট্রাষ্ট সম্পত্তি অপর ট্রাষ্টির অনুকূলে হস্তান্তর	...	৫৬৫
(২০৪) ট্রাষ্টির ক্ষমতা ট্রাষ্টদাতার অনুকূলে সমর্পণ	...	৫৬৫
অছি নিয়োগপত্র মন্তব্য	...	৫৬৫
(২০৫) বিশ্বাস স্থাপনার স্বীকারপত্র	...	৫৬৬
(২০৬) বিশ্বাস সংস্থাপনের স্বীকারপত্র ও একরারনামা	...	৫৬৭
(২০৭) অছি নিয়োগ পত্র	...	৫৬৮
উইল সম্বন্ধে মন্তব্য	...	৫৭০
(২০৮) উইল	...	৫৭৩
(২০৯) ঐ প্রকারান্তর	...	৫৭৯
(২১০) অসিএতনামা (Will)	...	৫৮১
(২১১) উইলের ক্রোড়পত্র	...	৫৮৩
(২১২) উইল প্রত্যাখ্যান পত্র	...	৫৮৩
(২১৩) ঐ প্রকারান্তর	...	৫৮৪
(২১৪) সাইটেসন বা ইস্তাহার	...	৫৮৪
(২১৫) খোঁয়াড়ের কবুলতি	...	৫৮৫
(২১৬) কাবিলনামা বা দেনমোহর	...	৫৮৭
(২১৭) ঐ প্রকারান্তর	...	৫৮৮
(২১৮) জীবনসত্বে মাসহারা	...	৫৯০
(২১৯) ঐ প্রকারান্তর	...	৫৯০
(২২০) চিরস্থায়ী মাসহারা	...	৫৯১
(২২১) নীল সাট্টা	...	৫৯২
(২২২) ঐ প্রকারান্তর	...	৫৯৫
(২২৩) আদালত খরচার একরার	...	৫৯৫
(২২৪) আদালতের ডিক্রীর জামিননামা	...	৫৯৬
(২২৫) ঐ প্রকারান্তর	...	৫৯৭

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

রেজেষ্টারি কার্য্যবিধি।



প্রথম অধ্যায়।

দলিলাদি রেজিষ্ট্রীর ইতিবৃত্ত।

দলিলাদির রেজেষ্টী বিষয়ক ইতিবৃত্ত উকীল মোক্তারাদি ব্যবহারাজীব, ব্যবহার শাস্ত্রাধ্যায়ী ছাত্র এবং যাঁহারা বিষয়কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলেরই অবগত হওয়া উচিত। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রী বিষয়ক যে সকল রেগুলেশন ও আইন প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের বলে যে সকল দলিল রেজিষ্ট্রী করা হইত, সেই সকলের রেজিষ্ট্রী কার্য্য রেগুলেশন ও আইনের বিধি অনুসারে সমাধা হইয়াছে কি না, তাহা আসল কি জাল ইত্যাদি অনেক বিষয় ঠিক করা যায়।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩৬ নং রেগুলেশন, রেজিষ্ট্রী বিষয়ক সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতম রেগুলেশন। উহার নাম ছিল—"উইল, সম্পত্তির বন্ধকনামা বা হস্তান্তরপত্র রেজিষ্ট্রীকরণ বিষয়ক রেগুলেশন।" কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিলে কি বন্ধক দিলে কিম্বা দানপত্র দ্বারা প্রাপ্ত হইলে বা ইজারা লইলে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহার ভোগাধিকার স্বত্ব গ্রহণ করিলে, তাহাদের স্বত্ব স্বামিত্ব রক্ষা ইত্যাদি করিবার জন্য যতদূর সম্ভব তাহার ব্যবস্থা করাই রেজিষ্ট্রী আইনের উদ্দেশ্য। উহার আরও এক উদ্দেশ্য এই যে উপরোক্ত প্রকারের দলিল দস্তাবেজ যদি হারাইয়া যায় বা নষ্ট হয়, তাহা হইলে দলিলাভাবে সেই সম্পত্তির স্বত্বদখলে কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে না দেওয়া।

এই সময়ে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ সহরে এবং মফস্বলের প্রত্যেক জেলায় দলিল রেজিষ্ট্রীর জন্য রেজিষ্ট্রী আফিস সংস্থাপিত হয়। প্রত্যেক জেলায় দেওয়ানি আদালতের রেজিষ্ট্রার এই সকল আফিসের তত্ত্বাবধান-ভার প্রাপ্ত

হয়েন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক হলফ লইতে হইত। তাঁহাদিগকে রেজিষ্ট্রার আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহারা নিম্নোক্ত দলিল রেজিষ্ট্রী করিতেন,—

১। স্থাবর সম্পত্তির দান বিক্রয়ের দলিল।

২। ঐ সকল সম্পত্তির বন্ধক সম্পর্কীয় দলিল।

৩। ভূসম্পত্তি সম্পর্কীয় ইজারা বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোগানুমতি-পত্র।

৪। উদিতনামা বা উইল।

৫। স্বামীর মৃত্যুর পরে তংকর্ত্তৃক স্ত্রীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্র।

ঐ সকল দলিলের রেজিষ্ট্রী ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাধীন ছিল। রেজিষ্ট্রী না করিলে পক্ষগণের স্বত্বের কোন ব্যাঘাত হইত না। উপরিলিখিত ৩।৮।৫ প্রকরণানুযায়ী দলিল সমূহও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বেচ্ছাধীন রাখা হইয়াছিল।

উপরে যে সকল দান বিক্রয়াদি সম্পর্কীয় দলিলের কথা বলা হইল, সেই সকল ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর পরে সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রী করা হইলে সেই সম্পত্তি সম্বন্ধে অন্য কোন বে-রেজেষ্ট্রী দলিল যদি তংপূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিত, তবে তাহা অকর্ম্মণ্য হইত। বে-রেজিষ্ট্রী দলিল রেজেষ্ট্রী করা দলিলের পূর্ব্বে বা পরে যখনই কেন সম্পাদিত হউক না, রেজিষ্ট্রী করা দলিল আদালতে আদরণীয় হইত। বন্ধকনামা সম্বন্ধেও সেই নিয়ম প্রচলিত ছিল।

পূর্ব্বে সম্পাদিত বে-রেজিষ্ট্রী দলিলের দায়িত্ব স্বত্ব জানিয়া শুনিয়া কোন দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া লইবার প্রতিকূলে একটী প্রকরণ ছিল বটে, কিন্তু তাহা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১ আইন দ্বারা রদ করা হইয়াছে।

যে যে জেলায় যে যে সম্পত্তি থাকিত তাহাদের দলিলং সেই সেই জেলার রেজিষ্ট্রারের দ্বারা রেজিষ্ট্রী করাইতে হইত। এক দলিলে একাধিক জেলার সম্পত্তি থাকিলে তাহা প্রত্যেক জেলায় রেজিষ্ট্রী করিবার নিয়ম ছিল। *

নিম্নোক্ত প্রকারে দলিল রেজিষ্ট্রীর কার্য্য সম্পন্ন হইত :—

এক বা ততোধিক ব্যক্তি বা তাঁহারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিতে হইলে তাঁহাদিগকে দলিল সম্পাদনের একাধিক সাক্ষী সঙ্গে

* Modified by the provisions of Act iv of 1845.

করিয়া রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত হইয়া রেজিষ্ট্রারের নিকট হলফান জবানবন্দী দ্বারা দলিল সম্পাদন সপ্রমাণ করিতে হইত। তাহার পর রেজিষ্ট্রার রেজেষ্ট্রী বহিতে সেই দলিল নকল করাইতেন এবং মূল দলিলের সহিত সাবধানপূর্ব্বক মিলাইয়া আপনি রেজিষ্ট্রী বহির নকলে স্বাক্ষর করিতেন এবং দুইজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর সমক্ষে পক্ষগণকে বা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণকে তাহাতে স্বাক্ষর করাইয়া লইতেন এবং সেই দুইজন সাক্ষীকেও তাহাতে সহি করিতে হইত। এই সকলের পর যে বহির যত পৃষ্ঠায় এবং যে নম্বরে সেই দলিল রেজিষ্ট্রী হইত তাহার উল্লেখ করিয়া যে তারিখের যে সময়ে রেজিষ্ট্রী করা হইল তাহা দলিলের পৃষ্ঠে লিখিয়া রেজিষ্ট্রার তাহাতে স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়া তবে দলিল ফেরত দিতেন।

দলিল রেজিষ্ট্রী সম্বন্ধে উপরি উক্ত সার্টিফিকেটই প্রচুর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত। দরখাস্ত করিলে রেজিষ্ট্রার পক্ষগণকে রেজিষ্ট্রী বহি দেখিতে এবং দলি-লের নকল লইবার অনুমতি দিতেন। আসল দলিল হারাইলে, নষ্ট হইলে বা না পাওয়া যাইলে সেই সকল দলিলের নকলই আদালতে প্রচুর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত।

১৭৯৩ সালের ৩৯ নং রেগুলেশন দ্বারা বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার জন্য এক-জন কাজি-উল্-কাজায়ৎ বা প্রধান কাজি এবং তাঁহার অধীনে নানা জেলায় এক একজন করিয়া কাজি নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং নিম্নোক্ত প্রকারে তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

কাজি সাহেবেরা ঢাকা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান সহরে বা পরগণায় থাকিয়া দলিলাদির রেজিষ্ট্রী ও তৎসম্পর্কীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করি-তেন; মহম্মদীয় আইনানুসারে বিবাহ ও অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য সে সমস্তও সম্পাদন করিতেন, তদতিরিক্ত ক্রোকী সম্পত্তির নিলামের তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ ও ২৪ আইনের ব্যবস্থানুসারে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ও মাসহারার টাকা বিতরণ করিতেন। সচ্চরিত্র ব্যক্তি দেখিয়া কাজি নিযুক্ত করা হইত, তাঁহাদিগের এক একটী শীলমোহর থাকিত। জেলার জজ সাহেব কাজি মনোনীত করিয়া প্রধান কাজির নিকট পাঠাইলে তিনি গবর্ণর জেনারেলের মঞ্জুর জন্য প্রেরণ করিতেন। এই রেগুলেশন দ্বারা কাজিগিরি পুরুষানুক্রমিক

রহিল না। প্রধান কাজি ও অন্যান্য যে সকল কাজি সহরে সহরে বা পরগণায় পরগণায় থাকিতেন তাঁহারা আপনারা যে সকল দলিল দস্তাবেজ রেজিষ্ট্রী করিতেন তাহার নকল ও তালিকা রাখিতেন এবং তাহাতে শীলমোহর স্বাক্ষর করিতেন। কোন কারণে কাজ ছাড়িয়া দিবার সময় তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে সেই সকল কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া তবে অবসর গ্রহণ করিতে পারিতেন। এখন পর্য্যন্ত প্রায় সেই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ১২ আইন অনুসারে তাঁহারা গ্রাম্য সব্‌রেজিষ্ট্রার ও কাজির কাজ একাধারে সম্পাদন করিতেন। বঙ্গের কোন কোন জেলায় তাঁহাদের দ্বারা রক্ষিত কাগজপত্র এখনও পাওয়া যায়। উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত কাজির সমক্ষে রেজিষ্ট্রী হওয়া দলিলের প্রামাণিক মূল্য নাই।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২০ নং রেগুলেশন দ্বারা রেজিষ্ট্রী কার্য্যের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩ নং রেগুলেশনের ৩ প্রকরণানুসারে যে সকল দলিল রেজিষ্ট্রী যোগ্য তদ্রূপ কোন দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে, দলিল সম্পাদক স্বয়ং অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে আসল দলিল এবং তাহার অবিকল নকল একখণ্ড লইয়া রেজিষ্ট্রী আপিসে উপস্থিত হইতে হইত, তাঁহার সঙ্গে দলিল সম্পাদনের একজন সাক্ষীকেও আনিতে হইত, সে সনাক্ত করিত। রেজিষ্ট্রার প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া আসল ও নকল দলিল মিলাইয়া পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত প্রথানুসারে রেজিষ্ট্রী কার্য্য সমাধা করিয়া দিতেন। যদি পক্ষাপক্ষের কোন ভুলভ্রান্তি বা বে-আইনি কাজ দেখিতেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের বিচার সম্পর্কীয় বিভাগের সেক্রেটারীকে তাহা জানাইতেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ নং রেগুলেশনে এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১০ নং রেগুলেশনে যে সকল দলিল রেজিষ্ট্রী যোগ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তদ্ব্যতীত অন্য দলিল রেজিষ্ট্রী করা হইত না। রেজিষ্ট্রী বহিগুলি বিলাতী কাগজে লিখিয়া বাধাই করা হইত।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৪নং রেগুলেশন দ্বারা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩৬নং রেগুলেশনে যে ডিপুটী রেজিষ্ট্রার নিয়োগের কথা ছিল তাহার সংশোধন হইল। * জেলা কোর্টে রেজিষ্ট্রারের ন্যায় একজন চিহ্নিত কর্ম্মচারীকে সেই পদ দিবার ব্যবস্থা

* See Act XI of 1831. The rules are largely modified by th rules prescribed in Sec II. Reg. XX of 1812.

হইল। ডিপুটী বা প্রতিনিধি রেজিষ্ট্রারেরা ফি পাইতেন কিন্তু জজ সাহেব স্বয়ং রেজিষ্ট্রী করিলে সেই ফিএর টাকা গবর্ণমেণ্ট পাইতেন।

১৮৩২ সালের ৭নং রেগুলেশন অনুসারে জজ সাহেব মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরলের সম্মতিক্রমে রেজিষ্ট্রীর ক্ষমতা প্রধান সদর আমিনকে দিতে পারিতেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রেজেষ্ট্রী সম্বন্ধে ৩০নং আইন পাশ হয়। তদ্দ্বারা প্রত্যেক সিভিল ষ্টেশনে অতিরিক্ত রেজেষ্ট্রী আপিশ প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা হয়। তাহার কার্য্যভার এমন কোন কর্ম্মচারীর উপর দেওয়া হয়, যিনি সেই জেলার সদর ষ্টেশনে অবস্থিতি করেন। ফি পূর্ব্ববৎ রহিল কিন্তু ডিপুটী নিয়োগ এবং দলিল রেজেষ্ট্রী কার্য্যের তত্ত্বাবধান ভার আর জজ সাহেবদের উপর রহিল না।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ৩৬নং রেগুলেশনে দলিল রেজেষ্ট্রার এবং নকলের যেরূপ ফি নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার অতিরিক্ত প্রচলিত হার অনুসারে দলিল রেজিষ্ট্রীর এবং কোন ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত দলিলের নকলে ফি লইবার ব্যবস্থা হইল।

জেলার জজ অথবা অন্য কোন কর্ম্মচারী যাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা দিতেন তিনিই অস্থায়িরূপে রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে পারিতেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ৪ আইন পাশ করা হয়, তদ্দ্বারা কোন সম্পত্তির দলিল যে কোন জেলায় রেজেষ্ট্রী হইতে পারিত; কেবল সম্পত্তি বা তাহার অংশ যে যে জেলায় থাকিত সেই সেই জেলায় দলিলের নকল পাঠাইতে হইত। ভিন্ন জেলায় দলিল রেজিষ্ট্রী পথ নূতন আইনে অধিকতর প্রশস্ত হইল।

যে যে জেলায় সম্পত্তি থাকিত সেই সকল বা তাহাদের কোন একটী জেলায় দলিলের নকল রেজেষ্ট্রী হউক বা না হউক, যে আপিশে দলিল দাখিল হইত সেই আপিসেই তাহা নিয়মিতরূপে রেজিষ্ট্রী করা হইল বলিয়া গণ্য হইত। ইহা দ্বারা সকল আপিসেই দলিল রেজিষ্ট্রী করা যাইতে পারিত। সম্পত্তি সেই আপিশের এলাকাধীন স্থানেই থাকুক বা অন্যত্রই থাকুক তাহাতে কোন আপত্তি হইত না। নকলের ফি পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও তাহাই রহিল।

১৮৪৭ সালের ১৮ আইন মতে আদালত বন্ধের দিনে কোন দলিল রেজিষ্ট্রী হইবার পক্ষে কোন আপত্তি রহিল না।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১১ আইনের দ্বারা রেজিষ্ট্রী আপিশের বহিগুলি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিশের সেরেস্তায় রাখিবার ব্যবস্থা হয়। ইহা কেবল বাঙ্গালা দেশের জন্য ; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কালেক্টর সাহেবের সেরেস্তায় রাখা হইল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩৬নং রেগুলেশন জারির পর রেজিষ্ট্রী সম্বন্ধে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ আইন সাধারণ রেজিষ্ট্রী আইন বলিয়া পরিগণিত। এই আইন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৯ আইন দ্বারা সংশোধিত হয়। ইহাতে ৭১টী প্রকরণ ছিল ; ইহা দ্বারা পূর্ব্ব প্রচলিত যাবতীয় রেজিষ্ট্রী বিষয়ক রেগুলেশন ও আইন রদ হইয়া যায়।

এই আইনে ব্রিটিশ শাসিত ভারত, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বৎসর, মাস প্রকরণ (Definition) সংখ্যা ও এই সকল শব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ (ction) করা হয়। ইহার ৫ হইতে ২২ ধারায় রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকদের সম্বন্ধীয় বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

অতঃপর রেজিষ্ট্রার জেনেরল আখ্যায় এক নূতন পদের সৃষ্টি হয়, তাঁহাকে অন্য কার্য্যও করিতে হইত। জেলার সদরে এবং রাজধানীতে ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রারের এবং মহকুমায় ডেপুটী রেজিষ্ট্রার পদের সৃষ্টি হইল।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, সরকারী কর্ম্মচারী বা অপর কোন ব্যক্তিকে ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার ও ডেপুটী রেজিষ্ট্রার করিতে পারিতেন। কেবল রাজধানী (প্রেসিডেন্সি) টাউন ব্যতীত অন্যত্র একই ব্যক্তি ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার ও ডেপুটী রেজিষ্ট্রার এই উভয়বিধ কাজ করিতে পারিতেন না।

এই আইনের ৬২ প্রকরণানুসারে কলিকাতার রেজিষ্ট্রার ডেপুটী রেজিষ্ট্রার-রূপে যে কাজ করিতেন ৯ প্রকরণানুসারে তাহার বিরুদ্ধে কোন আপিল হইত না।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন হইতে এই প্রকরণটী উঠাইয়া দেওয়া বিশেষ ত্রুটী হইয়াছে, কারণ কলিকাতার রেজিষ্ট্রার সব রেজিষ্ট্রাররূপে যে সকল কাজ করিয়া থাকেন তিনিই আপনার হুকুমের বিরুদ্ধে আপনি তাহার আপিল নিষ্পত্তি করেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন দ্বারা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২০ আইন রদ করিয়া ৭৩ ধারাটী সংযোজিত করা হয়। তাহাতে এই ব্যবস্থা করা হয় যে, রেজিষ্ট্রার সব-

রেজিষ্ট্রাররূপে কার্য্য করিতে গিয়া যদি কোন দলিল রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে দরখাস্ত দ্বারা উচ্চতম দেওয়ানী আদালতে স্বত্বসাব্যস্ত করিবার জন্য আপীল করিতে এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন অনুসারে সেই দলিল রেজিষ্ট্রী হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। সেই আইন আবার ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন দ্বারা রদ হয়, কিন্তু এ বিষয়ের কোন কথাই তাহাতে রহিল না, কলিকাতার রেজিষ্ট্রার অদ্যাপি আপনার হুকুমের বিরুদ্ধে আপনি আপীল মীমাংসা করিতেছেন।

বাস্তবিকই এরূপ প্রথা আইন সঙ্গত নহে। ১৮৬৫ সালের ২০ আইন এবং ১৮৭১ সালের ৮ আইনে যে প্রতীকার পাওয়া যাইত তাহা তিরোহিত হওয়ায় কলিকাতার রেজিষ্ট্রার সবরেজিষ্ট্রাররূপে কাজ করিতে গিয়া যদি তিনি তাঁহার সবরেজিষ্ট্রাররূপে কৃতকার্য্য প্রথমতঃ উত্তমরূপে আলোচনা না করিয়া কায়েম রাখেন তাহা হইলে তাঁহার হুকুমের প্রতিকূলে কোন প্রতীকারই নাই।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনের ৭ প্রকরণে যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা কলিকাতার রেজিষ্ট্রারের পক্ষে বর্ত্তে না। রেজিষ্ট্রাররূপে স্বীয় কার্য্যের দোষগুণ বিচারের ভার দেওয়া অপেক্ষা দেওয়ানী আদালতে পক্ষগণকে বিচার প্রার্থী হইতে দেওয়াই সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয়।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনে একটী অদ্ভুত ব্যবস্থা এই ছিল যে এক সব-ডিষ্ট্রীক্ট দুইটী ডিষ্ট্রীক্টের অধীন থাকিতে পারিত। কতক অংশ এক জেলার অধীন, আর কতক অংশ অপর জেলার অধীন। এই সময়েই ডেপুটী রেজিষ্ট্রারেরা সব্‌রেজিষ্ট্রার বলিয়া পরিগণিত হয়েন, অদ্যাপি তাহাই চলিয়া আসিতেছে।

রেজিষ্ট্রার জেনেরল কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিলে ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রারের অনুপস্থিতিকালে জেলার জজই রেজিষ্ট্রারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

এই আইনের ব্যবস্থানুসারে দলিল সম্পাদনকারীরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইলেও চলিত এবং নির্দ্দিষ্ট ফিএর ২০ গুণ ফি দিলে রেজিষ্ট্রী করিয়া লইবার সময় বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারিত। তামাদির সময় গণনায় রবিবার এবং পর্ব্বদিন বাদ যাইত। সব্‌রেজিষ্ট্রারের রেজেষ্ট্রী যোগ্য দলিল সেই জেলার রেজিষ্ট্রার

রেজিষ্ট্রী করিতে পারিতেন, এবং উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্রগুলিও তিনি রেজেষ্ট্রী করিতেন।

কোন মৃত ব্যক্তি কোন দলিল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন এরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ পাইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ তাহা অস্বীকার করিলেও রেজিষ্ট্রার সেই দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে পারিতেন।

রেজিষ্ট্রি অফিসের সমন ও নোটিশাদি রেভিনিউ অফিসারদের দ্বারাই পূর্ব্ববৎ জারি হইবার প্রথাই রহিয়া যায়।

অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বা সংশোধিত আদেশ ঘটিত মন্তব্য যে জেলায় সেই সম্পত্তির দলিল প্রথম রেজিষ্ট্রী হয় সেই থানেই পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তাহার খরচ দেওয়ানী আদালতেই দেওয়া হইত।

নিলামী সার্টিফিকেট রেজিষ্টারির জন্য আদালত কর্তৃক প্রেরিত হয়, অন্যান্য ডিক্রী পক্ষগণ আপনা আপনিই রেজিষ্টারি করিয়া লইয়া থাকেন।

রেজিষ্ট্রীর প্রাধান্য সর্ব্বোপরি বলিয়া গণ্য করা হয় এবং দেনা আদায়ের তামাদির কাল ছয় বৎসরে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

এই আইনে রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকদিগের ক্ষমতা বর্ণিত হইয়াছে এবং সর্ব্ব সমেত ছয় খানি বহি রেজিষ্ট্রী আপিসে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই সকল বিষয় এই গ্রন্থের অন্যত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া এ স্থলে পুনরুক্ত হইল না।

এই আইনের ৮১ ধারানুসারে কোন দলিলেরই রেজিষ্ট্রী বাতিল করিবার আদেশ দেওয়া যাইতে পারিবে না।

রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য করিবার ব্যবস্থা এই আইনেই করা হইয়াছে। যে কারণে রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য করা হয় তাহার নকল এখন যেমন বিনা খরচে দেওয়া হয়, তখন তাহার জন্য ॥০ আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হইত।

এই আইনের ৮৫ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকেরা জ্ঞান বুদ্ধি ও বিশ্বাস মতে যে কোন কার্য্য করেন বা রেজিষ্ট্রী করিতে অস্বীকার করেন, তাহার জন্য তাঁহারা দায়ী হইতে পারেন না।

রেজিষ্ট্রী আইনের সহিত আরও কতকগুলি আইনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, যথা প্রজাস্বত্ব আইন, হস্তান্তর আইন ইত্যাদি। প্রজাস্বত্ব আইনের ১২ ও ১৮ ধারানুসারে রেজিষ্টারি জন্য জমিদারী ফি দিতে হয়। বহুপূর্ব্বে ১০০৲ টাকা মূল্যের বিক্রয় কোবলা বা বন্ধকি পত্র রেজিষ্ট্রী করিতে হইত না। মধ্যে সকল প্রকার বিক্রয় কোবালার রেজিষ্ট্রী অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার পর বন্ধকনামার পক্ষেও তাহাই হইয়াছে। পাট্টা কবুলতিও রেজিষ্ট্রী না হইলে হয় না।

অধুনা রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকদিগের সম্বন্ধেও নানাপ্রকার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাস হইতে সবরেজিষ্ট্রারদিগের কার্য্য পেন্সন যোগ্য করা হইয়াছে।

সব্‌রেজিষ্ট্রারেরা গ্রেড হিসাবে অর্থাৎ ৮০-৬-১৪০ (Efficiency bar) ৬-২০০ অর্থাৎ ৮০-৬-১৪০ (Efficiency bar) ৬০ ২৫০ টাকা হিসাবে ৮০ হইতে ২৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান। শিক্ষানবিশ সবরেজিষ্ট্রারেরা সদরে কার্য্য শিক্ষা কালে মাসিক ৬০৲ টাকা হিসাবে পাইয়া থাকেন। আই, এ, পাশ ভিন্ন কেহ কার্য্যে বাহাল হইতে পারেন না। প্রথমতঃ তাঁহারা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক মনোনীত হন, তাহার পরে বিভাগীয় কমিশনার বাছাই করেন। বাছাই করা নাম গভর্ণমেণ্টে যায়। সেখানে আবার বাছাই হইয়া তাহার অর্দ্ধেক লোক কার্য্য পাইয়া থাকেন। ইনস্পেক্টর জেনারেল বাহাদুরও কতকগুলি লোক বাহাল হইবার জন্য পাঠাইয়া থাকেন।

বিচক্ষণ সব রেজিষ্ট্রার হইতে জেলার সবরেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে স্পেশাল সবরেজিষ্ট্রার বলিত, পরে ডিষ্ট্রীক্ট সবরেজিষ্ট্রার এখন (Sadar Sub Registrar) বলে। তাঁহারা যে গ্রেডের বা শ্রেণীর সবরেজিষ্ট্রার সেই গ্রেডের বেতন বাদে ৭৫৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃত্তি বা ভাতা (allowance) পান। বঙ্গদেশে এখন ১ জন ইন্স্পেক্টর আছেন, সাধারণতঃ সদর সবরেজিষ্ট্রার হইতে তিনি নিযুক্ত হন। বেতন ৩৫০৲ হইতে ৪৫০৲ টাকা। কলিকাতার সবরেজিষ্ট্রারের বেতন ৩০০৲ টাকা হইতে ৪০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। রেজিষ্ট্রারের বেতন ৪৫০৲ হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

এখন সবরেজিষ্ট্রারদের বদ্‌লী করিবার ক্ষমতা ইন্স্পেক্টর জেনারল অফ রেজিষ্ট্রেসনের হাতে ন্যস্ত আছে। সবরেজিষ্ট্রী আফিসের মুহুরীদের বেতন

২৫৲—৩৫৲ কেরাণীর ৩৫৲—৪৫৲ টাকা। জেলার মুহুরিদের বেতন ৩০৲—৪০৲ টাকা। হেড কেরাণীর বেতন ৬০৲ হইতে ৮০৲ টাকা। রেকর্ড কিপারের ও অন্যান্য কেরাণীর বেতন ৪০৲ হইতে ৬০৲ টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১৯০৮ সালে আবার নূতন করিয়া রেজিষ্ট্রী আইন পাশ হইয়াছে, ইহা ১৯০৮ সালের ১৬ আইন। এই আইনে পূর্ব্ব আইনের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রেজিষ্টারি আইন। (১)

(১৯০৮ সালের ১৬ আইন)

THE INDIAN REGISTRAION ACT

১৮৬৪ সালের ১৬ আইন, ১৮৬৬ সালের ২০ আইন, ১৮৭১ সালের ৩ আইন, ১৮৭৭ সালের ৩ আইন অথবা এই আইন যে তারিখে যে প্রদেশে প্রচলিত হইল বা হইবে, সেই তারিখে, বা তাহার পরবর্ত্তী তারিখ হইতে সেই প্রদেশের অন্তর্গত সম্পত্তি বিষয়ক নিম্নলিখিত যে যে দলিল সম্পাদন করা যায় তাহা রেজিষ্টারি করিতেই হইবে।

(ক) স্থাবর সম্পত্তির (২) (দান পত্র।)

(খ) উইল ভিন্ন কোন স্থাবর সম্পত্তির নিদর্শন-পত্র, যদ্দ্বারা বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে একশত টাকা কি তদূর্দ্ধ মূল্যের কোন সম্পত্তির উপর বর্ত্তমান ভোগ্য কি সম্ভাবিত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক কিম্বা দায় সৃষ্ট হয়, অথবা নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা যায়; তদ্রূপ কোন নিদর্শন-পত্র।

(গ) পূর্ব্বোক্ত কোন নিদর্শন পত্রের পণের টাকার রসিদ বা প্রাপ্তি স্বীকার-পত্র। (৩)

---

(১) "রেজিষ্টারি সম্বন্ধে উপদেশ" শীর্ষক অধ্যায়ে রেজিষ্ট্রী সম্বন্ধে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে বলিয়া এখানে সামান্য কয়েকটী ধারার উল্লেখ করা গেল মাত্র। বিশেষ বিবরণ উক্ত অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(২) জমি, বাটী, উত্তরাধিকার ক্রমে প্রাপ্ত কোন মাসহারা ইত্যাদি, পথের, পারঘাটের, মাছ ধরিবার অথবা জমি হইতে উৎপন্ন হয় এমন কোন স্বত্ব, মাটীতে সংলগ্ন বস্তু অথবা কোন বস্তু যাহা মাটীর সহিত সম্বন্ধ, বা তাহাতে স্থায়িরূপে সংলগ্ন এমন বস্তুকে স্থাবর সম্পত্তি কহে। কিন্তু গাছ বর্দ্ধনশীল ফসল বা ঘাস নহে। See Sec 2 of the Registration Act.

(৩) ইহা relates to immoveable Property সুতরাং ১নং বহিতে নকল হইবে।

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তির বৎসরে বৎসরে (from year to year) কি মিয়াদি পাট্টা। (১)

এতদ্ব্যতীত ১৮৭২ সালের প্রথম দিনের পর সম্পাদিত পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতি-পত্র রেজিষ্টারি করিতে হইবে। (২)

নিম্নলিখিত কোন দলিল এই আইন মতে রেজিষ্টারি হইতে পারিবে।

(ক) দানপত্র ও উইল ভিন্ন যে দলিলের অর্থানুসারে কি দান স্বরূপে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে বর্ত্তমান কি ভবিষ্যতে এক শত টাকার ন্যূন মূল্যের বা অস্থাবর

---

(১) এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কতকগুলি দলিল রেজেষ্টারি না করিলেও হইবে বলিয়া এই ধারায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যথা—

১। কম্পোজিসন দলিল (Composition deed) See Indian Stamp Act. schedule I. Art 22. ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যাম্প আইনের ১ম তালিকার ২২ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

২। জয়েণ্টষ্টক কোম্পানির মূলধন স্থাবর সম্পত্তি হইলেও তাহাদিগের শেয়ার সম্বন্ধে কোন দলিল।

৩। যে দলিল দ্বারা স্থাবর সম্পত্তিতে একশত বা তদূর্দ্ধ টাকার কোন স্বত্বাধিকার বা সম্পর্কের সৃষ্টি কি নির্দ্দেশ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ না হইয়া অন্য একখানি দলিল পাইবার অধিকার করে এবং সেই দলিল সম্পাদিত হইলে সেই স্বত্বের কি অধিকারের কিম্বা সম্পর্কের সৃষ্টি বা নির্দ্দেশ বা সঙ্কোচ বা বিলোপ হয়।

এইটি বড়ই জটিল ভাবাপন্ন। বায়না-পত্র উক্ত ভাবের দলিল, বায়নাপত্রে কোন সম্পত্তির অধিকার লোপ হয় না, তবে বায়না-পত্র দ্বারা আর একখানি কোবালা পাওয়া যায় যাহা সম্পাদিত হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির অধিকার হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। See I. L. R. 5 Bom 143. I. L. R. 7 Bom 310. ইহার রেজেষ্ট্রী (optional.) ইচ্ছাধীন।

৪। আদালতের ডিক্রী, আজ্ঞা ও মীমাংসা পত্র।

৫। গবর্ণমেণ্টের স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র। ইত্যাদি।

উল্লিখিত দলিলগুলি রেজেষ্ট্রী না হইলেও রেজেষ্টারি দলিলের ন্যায় কার্য্যকর হয়। তবে রেজেষ্টারি করিবার আবশ্যক আছে। বায়না-পত্র রেজেষ্টারি না হইলেও কোন দোষ হয় না বটে, কিন্তু বায়না-পত্র প্রায়ই রেজেষ্টারি হইয়া থাকে। বায়না করিয়া বিক্রয় কোবালা লিখিত পঠিত না করিয়া দিলে প্রায়ই আদালতের সাহায্য লইতে হয়; তখন প্রতিবাদী বায়নাপত্র সম্পাদন অস্বীকার করিলে সমস্ত প্রমাণভার বাদীর উপর পড়ে এবং মহা ঝঞ্চাটে পড়িতে হয়, এইজন্য বায়না পত্র প্রায়ই রেজিষ্টারি করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

(২) উইলের মধ্যে পোষ্যপুত্র গ্রহণের যে অনুমতি দেওয়া যায়, রেজিষ্টারি না করিলেও চলে। উইলে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিলে ষ্ট্যাম্প লাগে না, কিন্তু স্বতন্ত্র পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্রের ষ্ট্যাম্প ১০ টাকা। ইহা রেজিষ্টারি করিতেই হইবে।

সম্পত্তির (১) কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক সৃষ্ট হয় কিম্বা নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা যায়, সেই নিদর্শন-পত্র।

(খ) উক্ত কোন দলিলের পণের টাকার রসিদ বা প্রাপ্তি স্বীকার পত্র।

(গ) স্থাবর সম্পত্তির ১ বৎসরের অনধিক কেবল কৃষিকার্য্যের পাট্টা।

(ঘ) উইল ভিন্ন যে নিদর্শন পত্রের মর্ম্মানুসারে কি ফল স্বরূপে অস্থাবর সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব অধিকার কি সম্পর্ক সৃষ্ট হয়, কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা যায়।

(ঙ) উইল।

(চ) ১৭ ধারায় আর যে দলিল রেজেষ্টারি করিবার আদেশ না থাকে।

২১ ধারা। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলে সম্পত্তির এমন পরিচয় দিতে হইবে যাহাতে সে সম্পত্তিটা কি তাহা জানা যায়।

বাটী জমি ইত্যাদির চৌহদ্দি দিতে হইবে।

২৩ ধারা। দলিল সম্পাদনের ৪ মাস মধ্যে তাহা রেজেষ্ট্রীর জন্য দাখিল করিতে হইবে।

ডিক্রীর নকল বা হুকুম ডিক্রী ইত্যাদির তারিখ হইতে ৪ মাস মধ্যে রেজেষ্ট্রীর সময়। তাহা আপীল যোগ্য হইলে আপীলের দিন শেষ হইবার ৪ মাস মধ্যে।

২৫ ধারা। যদ্যপি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ কেহ ৪ মাস মধ্যে কোন দলিল রেজেষ্ট্রী জন্য দাখিল করিতে না পারেন তাহা হইলে আর ৪ মাস অতীত হইবার পূর্ব্বে বিলম্বের কারণ প্রদর্শন করিয়া আবেদন করিলে ১০ গুণ পর্য্যন্ত জরিমানা গ্রহণ করিয়া সেই দলিল রেজেষ্টারির জন্য গ্রহণের অনুমতি জেলার রেজিষ্ট্রার দিতে পারেন। দরখাস্ত সবরেজিষ্ট্রারের নিকট করিতে হয় তিনি তাহা জেলার রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইয়া থাকেন।

৩৩ ধারা। যে স্থলে দলিল সম্পাদনকারী স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন না, সেখানে মোক্তার নামার বলে তৎকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। যেখানে বাস

(১) গাছ, বর্দ্ধনশীল ফসল, গাছের ফল বা রস এবং স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত যাবতীয় সম্পত্তিই অস্থাবর সম্পত্তি। See Sec. 2 of the Registration Act. রেজেষ্ট্রী আইনের ২ ধারা।

করা হয় কেবল সেই স্থানের রেজেষ্ট্রী আফিসে মোক্তারনামা তছাদিক করা হইয়া থাকে। মোক্তারনামা শীর্ষক অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইল।

৩৪ ধারা। দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে ৪ মাস মধ্যে দলিল দাখিল করিতে হয় এবং ঐ সময় মধ্যে দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যদ্যপি নিয়মিত সময় মধ্যে দলিল দাখিল না হয়, তাহা হইলে ১ গুণ পর্য্যন্ত জরিমানা দিলে তাহারও সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করা যায়। ইহার দরখাস্ত ইত্যাদি ২৫ ধারার মত।

৪০ ধারা। উইলকারী বা তাঁহার মৃত্যুর পর একজিকিউটার বা যাঁহার অনুকূলে উইল সম্পাদিত হইতেছে তিনি যে কোন রেজিষ্ট্রার বা সাব্ রেজিষ্ট্রারের নিকট উহা দাখিল করিতে পারেন। পোষ্যপুত্র গ্রহণানুমতি পত্র সম্বন্ধেও উক্ত নিয়ম বর্ত্তিবে।

৪১ ধারা। উইল ও অনুমতি পত্রদাতার মৃত্যুর পরও তাহা রেজষ্ট্রী হয়, যদ্যপি রেজিষ্টারিকার্য্যকারক সন্তোষজনক প্রমাণ পান যে

(ক) উইল ও অনুমতি পত্র প্রকৃতই দাতা দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

(খ) সম্পাদনকারীর মৃত্যু হইয়াছে। এবং

(গ) দলিল দাখিল কারীর দলিল দাখিল করিবার ক্ষমতা আছে।

৪৭ ধারা। রেজেষ্টারী করিবার কোন আজ্ঞা না থাকিলে ও দলিল রেজেষ্টারী না হইলে যে সময়াবধি প্রবল হইত, রেজেষ্টারি দলিল সেই সময় অবধি প্রবল হইবে, রেজেষ্টারী করিবার সময় অবধি নয় (১)

৪৮ ধারা। স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কোন নিয়ম কি নির্দ্দেশ বাক্য মুখে উচ্চারিত হইলে ও তৎসময়ে কি তৎপরেই অধিকার না দেওয়া গেলে, ঐ সম্পত্তি বিষয়ক যে দলিল এই আইনমতে রেজেষ্টারী করা যায়, উইল ভিন্ন সেই দলিল ঐ বাচনিক নিয়মের কি নির্দ্দেশ বাক্যের বিপক্ষে সফল করা হইবে।

---

(১) কাহাকেও ঠকাইবার জন্য কোন দলিল রেজিষ্টারি হইলে, তাহার কোন ফল নাই। N. W. P. H. C. Rep 206.

৪৯। ১৭ ধারায় যে যে দলিল রেজিষ্টারী করিবার আজ্ঞা হইয়াছে, তাহা আইনের বিধানমতে রেজিষ্টারী না করা গেলে,

স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে ঐ দলিলের কোন ফল হইবে না,

ও তদ্দ্বারা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না,

ও ঐ দলিল সেই সম্পত্তি কিংবা সেই ক্ষমতা দেওয়া সম্বন্ধে কোন ব্যাপারের প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে না।

৫০ ধারা। ১৭ ধারার (ক) (খ) (গ) ও (ঘ) প্রকরণে ও ১৮ ধারার (ক) ও (ঘ) প্রকরণে যে যে প্রকারের দলিল ব্যক্ত হইয়াছে তাহা নিয়মিত রূপে রেজিষ্টারী করা গেলে, ডিক্রী কিম্বা আজ্ঞা ভিন্ন সেই সম্পত্তি বিষয়ক যে দলিল রেজিষ্টারী হয় নাই, তাহা রেজিষ্টারী দলিলের মুখ্য ভাবের হইলে কি না হইলেও তল্লিখিত সম্পত্তি সম্পর্কে ঐ রেজিষ্টারী দলিল সেই সম্পত্তি বিষয়ক রেজিষ্টারী না করা দলিলের বিপক্ষে বলবৎ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

ষ্ট্যাম্প আইনের ইতিহাস

যে সকল দলিলে ষ্ট্যাম্প লাগে না বলিয়া ষ্ট্যাম্প আইনে উল্লিখিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত সকল দলিলই উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া না করিলে তাহা অসিদ্ধ এবং রেজিষ্ট্রীর যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। কম মূল্যের ষ্ট্যাম্পে কোন দলিল সম্পাদিত হইলে ষ্ট্যাম্প আইনের ৩৩ ধারার বিধান মতে উপযুক্ত জরিমানা আদায় করা হইয়া থাকে। ষ্ট্যাম্প ক্লসুম ফাঁকি দিবার অভিপ্রায় থাকিলে ৬৪ ধারামতে ফৌজদারি সোপরদ্দও হইতে হয়।

ষ্ট্যাম্প কাগজের উপর রাজস্ব আদায় করিবার প্রথা দিনেমাররাই (ডেন-মার্কবাসীরাই) সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহা-দিগের অধিকার মধ্যে ষ্ট্যাম্প কাগজের ব্যবহার দেখিয়া অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্ট আপনাপন অধিকার মধ্যে উহার ব্যবহার আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডে রাজা উইলিয়ম ও মেরীর আমলে ষ্ট্যাম্পকর প্রচলিত হয়।

ভারতে ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে ষ্ট্যাম্প কাগজের ব্যবহার ছিল না। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ৫ নং রেগুলেশন দ্বারা বাঙ্গালাদেশে এবং ১০ নং রেগুলেশন দ্বারা বারা-ণসী অঞ্চলে ষ্ট্যাম্পের ব্যবহার আরম্ভ হয়। গবর্ণমেণ্ট মাদক দ্রব্য ব্যবহারের জন্য তখন যে অনুমতিপত্র প্রদান করিতেন তাহাও ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিবার নিয়ম ছিল। কলিকাতার টাঁকশালায় সর্ব্বপ্রথম ষ্ট্যাম্প কাগজ ছাপা হয় এবং কলিকাতা সহরে ষ্ট্যাম্প সুপারিণ্টেণ্ডের পদের সৃষ্টি হয়, তিনিই সহরে এবং মফস্বলের সর্ব্বত্র ষ্ট্যাম্প সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত হয়েন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাম্প বিষয়ক এক রেগুলেশন পাশ হয়, তদ্দ্বারা তমস্সুক ও অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ লেখাপড়া করিবার হুকুম জারি হয় এবং মফস্বলের কালেক্টরদিগের উপর ষ্ট্যাম্প কাগজ বিক্রয়ের ভার দেওয়া হয়। তাঁহারা কলিকাতার ষ্ট্যাম্প সুপারিণ্টেণ্ডের নিকট হইতে ষ্ট্যাম্প কাগজ লইয়া ভেণ্ডার-দিগের দ্বারা সর্ব্বত্র বিক্রয় করাইতেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যে ৪৩নং রেগুলেশন পাশ হয় তদ্দ্বারা উত্তর পশ্চিমের অযোধ্যা প্রদেশে এবং ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে কটক অঞ্চলে ষ্ট্যাম্প কাগজ ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৩নং রেগুলেশন দ্বারা এই ব্যবস্থা করা হয় যে ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারের লিখিত এণ্ডোর্সমেণ্ট ব্যতীত ষ্ট্যাম্প কাগজ বিক্রয় হইবে না। অতএব এই সময় হইতেই ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারের এণ্ডোর্স করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। এরূপ করায় ষ্ট্যাম্প কাগজ জাল করিবার উপায় কতকটা রহিত হয়। ১৮০৭-১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই আইনের সংশোধন হয়। তাহার পর ১৮২২ সালের ১২নং রেগুলেশন দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, যে খতপত্র, বিক্রয় কোবালা প্রভৃতি সকল দলিলই ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখাপড়া করিতে হইবে, অথবা সাদা কাগজে লেখাপড়া করিলে তাহাতে ৬০ দিনের মধ্যে ষ্ট্যাম্পযুক্ত করিতে হইবে। আবার দুই বৎসর পরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১নং রেগুলেশন প্রস্তুত হয়, তাহাতে অনেক নূতন নিয়ম সন্নিবেশিত হয়। এই বৎসরেই আবার তাহার সংশোধনের প্রয়োজন হইলে ১০নং ও ১৬নং রেগুলেশন জারি হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আবার ১৬নং রেগুলেশন জারি করিয়া তাহার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করা হইল।

পনর বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝা গেল যে ষ্ট্যাম্প আইন অসম্পূর্ণ, অতএব পূর্ব্ব প্রচলিত বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক; কাজেই ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১০নং রেগুলেশন প্রস্তুত হইল। এই নূতন আইনে সর্ব্বত্র ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের এবং কাহারও কোন খরিদ করা ষ্ট্যাম্প অব্যবহার্য্য হইলে তাহা বদলাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। উকীল মোক্তারেরা যে সকল দলিল দস্তাবেজ আদালতে দাখিল করিতেন সেই সকল দলিলে ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে বা অনুপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইলে, তাহার পাঁচ গুণ অর্থদণ্ডের নিয়ম করা হইল। যে আদালতে সেই দলিল দাখিল হইত সেই আদালত জরিমানার টাকা আদায় করিয়া জেলার কালেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। জেলার কালেক্টর উক্ত জরিমানার টাকা আদায় জন্য আদালতকে অনুরোধ করিতে পারিতেন। ১৮১৪ সালের ১নং রেগুলেশনে যে সকল দলিল ষ্ট্যাম্প যোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং দলিলে যত ষ্ট্যাম্প দিবার নিয়ম ছিল তাহাই বলবৎ রহিল।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে পৃথক্ পৃথক্ বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেই সকল বিধি ব্যবস্থার অধিকাংশই এ দেশের ষ্ট্যাম্প বিধির অনুরূপ ছিল।

১৮৬০ সালে বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে ষ্ট্যাম্প বিষয়ক যে সকল বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, ঐ সালের ২৬ আইন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়া একাকার হইয়া যায় এবং ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বলবৎ ও প্রচলিত হয়। এই আইনের বলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল যেরূপ ষ্ট্যাম্প কাগজ প্রস্তুত ও মুদ্রিত হইবে, যে যে জেলায় প্রচলিত হইবে, যে যে জেলায় অপ্রচলিত থাকিবে ইত্যাদি এবং যাবতীয় ষ্ট্যাম্প বিষয়ক নূতন নিয়ম প্রচলিত ও রদ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাম্পের কর সংগ্রহার্থ কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং ষ্ট্যাম্প যোগাইবার ও তাহা বিক্রয় সম্বন্ধে নিয়মাদি বিধিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা পাইলেন। জেলার কালেক্টরেরা কোন অকর্ম্মণ্য ও অব্যবহার্য্য ষ্ট্যাম্পের মূল্য কেহ এক বৎসর মধ্যে ফেরত পাইবার আবেদন করিলে তাহা ফেরৎ দিবার ক্ষমতা পাইলেন। এই বৎসরেই এই আইন দুইবার সংশোধিত হয় এবং দুই বৎসর কাল প্রচলিত থাকে। ১৮৬২ সালের ১০ আইনে গবর্ণর জেনারেলের উপর ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের যে কোন স্থানে ইহার প্রচলন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৬৩ সালের ২৮ আইনে ষ্ট্রেটসেটেলমেণ্ট প্রভৃতি স্থানে ষ্ট্যাম্প আইন প্রচলিত করা হয় এবং ১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের দ্বারা ইহার সংস্কার করা হয়।

এ যাবৎ একই আইনে কোর্ট ফি ও দলিল সম্পর্কীয় ষ্ট্যাম্পের বিষয় লিপিবদ্ধ হওয়ায় সময়ে সময়ে বড়ই গোল হইত বলিয়া ১৮৬৯ সালে দুইখানি পৃথক্ আইন বিধিবদ্ধ হয়, তন্মধ্যে একখানি সাধারণ ষ্ট্যাম্প আইন বলিয়া পরিগণিত হয় এবং মধ্যে মধ্যে তাহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও দশ বৎসর কাল তাহা প্রচলিত ছিল। ১৮৭০ সালে আদালতে আঠাল ষ্ট্যাম্প বিষয়ক যে আইন প্রচলিত হয় তাহার নাম হইল "কোর্ট ফি খরচ বাবদ আইন।"

এইরূপে পুনঃ পুনঃ ষ্ট্যাম্প আইনের পরিবর্ত্তন ও ভিন্ন ভিন্ন ইস্তাহার সার্কুলারাদি প্রচলিত হওয়ায় বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। প্রতারণা প্রবঞ্চনা পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছিল, ধরা পড়িলে সামান্য অর্থদণ্ডকে অনেকেই গ্রাহ্য করিত না কাজেই তদপেক্ষা কঠোর বিধির অনুসরণ করিতে হইল। ইহাতেই ১৮৭৯

সালের ১ আইন বিধিবদ্ধ হইল। এতদ্দ্বারা ষ্ট্যাম্পকরের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে যে হারে ষ্ট্যাম্পকর গ্রহণ করা হইত, এখন তদপেক্ষা কিছু বেশী পরিমাণে তাহা বাড়াইয়া দেওয়া হইল। পূর্ব্বে যে সকল দলিলে ষ্ট্যাম্প দিতে হইত না, সে সকল দলিলকে ষ্ট্যাম্পযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইল। উকীল মোক্তারাদি ব্যবহারাজীবদিগকেও অব্যাহতি দেওয়া হইল না, আদালতে যে সকল দলিল দাখিল হইত তাহাতে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে কি না তাহা সেই আদালতের বিচারকদিগকে পরীক্ষা করিবার ভার দেওয়া হইল। যদি উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না দেওয়া হইয়া থাকে তবে তাহা জব্দ করিবারও ক্ষমতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইল। এই আইনের ব্যবস্থানুসারে দুই প্রকার ষ্ট্যাম্পই প্রচলিত রহিল—এক, কাগজের উপর মোহর করা ষ্ট্যাম্প, দ্বিতীয় আঠাল (Adhesive)। এতদুভয়বিধ ষ্ট্যাম্পের আকার প্রকার ও মূল্যাদি সম্বন্ধে, যে প্রকার বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহার ভার মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গভর্ণরজেনারলের উপর অর্পিত হইল। এই আইন কুড়ি বৎসর কাল বলবৎ থাকে, এই দীর্ঘকাল মধ্যে অন্যূন দশবার তাহার সংস্কার হয়। এরূপ স্থলে ইহার পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন হয়, কাজেই ১৮৯৯ সালের ২ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহার দ্বারা ষ্ট্যাম্প আইনের সমস্ত ত্রুটীই প্রায় নিরাকৃত হয়। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গভর্ণরজেনারল সময়ে সময়ে ষ্ট্যাম্প বিষয়ক যে সকল বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, সে সমস্তই এই নূতন আইনের অঙ্গীভূত হইয়াছে, কিন্তু ইহার পরেও আবার নূতন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, সে সমস্তই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; স্থানান্তরে দেখিতে পাইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ষ্ট্যাম্প কাগজের পরিবর্ত্তন।

ষ্ট্যাম্প কাগজের প্রচলন অবধি এ পর্য্যন্ত উহার আকার বা বর্ণ বৈচিত্র্যের বহুতর বিভিন্নতা সাধিত হইয়াছে। তাহাতে সাধারণের অনেক উপকারও হইয়াছে। কোন্ সালে কি ষ্ট্যাম্প ছিল তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া বহু দুষ্ট লোক জাল দলিল সম্পাদন করিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছে। মহামান্য হাইকোর্টের বিচক্ষণ জজ ফিল্ড সাহেব তাঁহার Law of Evidence in Britsh India (5th Edition) নামক পুস্তকের ৬৫ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, কোন আপীলের বিচারকালে তিনি একখানি জাল দলিল ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেখানি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সম্পাদিত একখানি কোবলা। কোবলাখানি যে ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হয় তাহাতে ইংলণ্ডের রাজকীয় চিহ্ন (Royal Arms V. R.) অক্ষর এবং রাজমুকুট ছিল। এই প্রকারের ষ্ট্যাম্প মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করিলে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচলিত হয়, সুতরাং ১৮৫৫ সালে তাহা কখনই ব্যবহৃত হইতে পারে না। তৎপূর্ব্বে যে ষ্ট্যাম্প কাগজ প্রচলিত ছিল তাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচলিত চিহ্ন (Arms) এবং E. I. C. অক্ষরগুলি সংযুক্ত ছিল। জালিয়াত V. R. অক্ষরদ্বয় এবং রাজমুকুট চাঁচিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু দুইটী চিহ্নের (Arms) সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিভিন্নতা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

উক্ত জজ বাহাদুর ষ্ট্যাম্প কাগজে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে ব্যবহৃত কতকগুলি চিহ্নের বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে আরও কয়েকটী জাল ধরিয়া ফেলেন। আমরা সাধারণের সুবিধার জন্য কোন সালের কোন ষ্ট্যাম্পে কিরূপ চিহ্ন, ছিল, তাহা লিখিয়া দিলাম, আশা করি তদ্দ্বারা সাধারণের জাল দলিল ধরিবার কতকটা সুবিধা হইবে।

১। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন ৬নং রেগুলেশন প্রচলিত হয় তখন কেবল দুই আনা, চারি, আনা, আট আনা ও এক টাকার ষ্ট্যাম্প ছিল। সেই সকল

ষ্ট্যাম্পকে (Law Paper) 'ল, পেপার' বলিত এবং তাহাতে পার্শী, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী ও নাগরী অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল।

২। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ৭নং রেগুলেশনে দুইরূপ ষ্ট্যাম্প প্রচলিত হয়, এক মণি পেপার (Money Paper) ও (Law Paper) 'ল' পেপার। মনি পেপারে কেবলমাত্র হিন্দী ও নাগরী অক্ষরের ব্যবহার হয়। মনিপেপারের মূল্য ছিল দুই আনা হইতে আট টাকা পর্য্যন্ত এবং ল পেপারের মূল্য দুই টাকা। 'ল পেপার' আদালতের কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

৩। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ১নং রেগুলেশনে এক আনা হইতে দেড় শত টাকা পর্য্যন্ত ষ্ট্যাম্পের প্রচলন হয় এবং এই ষ্ট্যাম্পে যে পর্য্যন্ত ট্রেজারীর মোহর না পড়িত সে পর্য্যন্ত তাহা কোন কার্য্যকর হইত না।

৪। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর হইতে দুই প্রকার বর্ণের ষ্ট্যাম্পে কালেক্টরীর লাল ছাপ দেওয়া হয়।

৫। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাম্পের বাদামী ধরণের (Oval) আকার হইয়াছিল। তাহাতে রাণীর মস্তক ছিল এবং ইংরাজী ও একাধিক দেশীয় ভাষায় ষ্ট্যাম্পের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইত এবং অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিটে রসিদের কার্য্য সম্পাদিত হইত।

৬। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দেও ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ খৃষ্টাব্দেই বিলাত হইতে নূতন ষ্ট্যাম্পের আমদানি হয়, তাহাতে লাল জমিতে পূর্ব্ববৎ ষ্ট্যাম্প ছাপা ছিল। নূতন ষ্ট্যাম্প আসার পর হইতে কলিকাতায় ছাপা দুই প্রকার বর্ণের ষ্ট্যাম্পের প্রচলন প্রথা রহিত হয়। কলিকাতা ট্যাকশালে কিছুদিন এক আনার রসিদ ষ্ট্যাম্প ছাপা হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাম্পের রং ছিল লাল ও কাল বর্ণের।

৭। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে এপ্রেল ২৭৭৮ নং নোটীফিকেশনের দ্বারা বিধিবদ্ধ হয় যে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৬নং আইনের বি (B) তপশীলের দলীলে লাল ও কাল বর্ণের ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইবে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দলিলে নীল ও কাল বর্ণের ষ্ট্যাম্প ব্যবহার হইবে।

৮। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ১০৮০ নং নোটিফিকেশনের দ্বারা সকল প্রকার দলিলেই লাল ও কাল রংয়ের ষ্ট্যাম্প ব্যবহার বিধান করেন।

৯। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৪২৬ নং নোটিফিকেশনের দ্বারা আদালতের ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প ছাপা হইতে লাগিল এবং তাহাতে কোর্টফি বলিয়া লেখা হইল।

১০। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৮নং জেনারেল ষ্ট্যাম্প এক্ট প্রচারিত হইবার পর হইতে বিলাতী ছাপা নূতন ধরণের ষ্ট্যাম্পের প্রচলন হয়। তাহার কোন সালের কোন ষ্ট্যাম্পের কি বিভিন্নতা সংসাধিত হইয়াছে, তাহা গভর্ণমেণ্ট সাধারণকে জানান নাই, তবে কোন্ ষ্ট্যাম্প কাগজ কোন্ সালের কোন্ তারিখ হইতে প্রচলিত হইয়াছে তাহা জানিবার আবশ্যক হইলে কলিকাতার ষ্ট্যাম্প সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহা বলিয়া দিতে পারেন।

আজ কাল লেখা পরীক্ষার জন্য একজন গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী আছেন। তিনি অনেকটা ঠিক বলিতে পারেন। কিন্তু হাইকোর্ট দুই এক স্থলে তাঁহার প্রমাণ বিশেষ গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যাম্প আইন।

অর্থাৎ

১৮৯৯ সালের ২ আইন। ইহা Bengal Stamp (Amendment) Act 1922 দ্বারা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অনেকাংশে সংশোধিত হইয়াছে।

ষ্ট্যাম্প আইন বড়ই জটিল, তাহার উপর এক এক খানি দলিল এমন ভাবে লেখা পড়া হয় যে তাহার ষ্ট্যাম্প ঠিক করিতে মাথা ঘুরিয়া যায়। সাধারণে কোন দলিলের ষ্ট্যাম্প ঠিক করিতে না পারিলে স্থানীয় রেজেষ্ট্রী কার্য্যকারকের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন, এবং তিনি যাহা বলিয়া দেন তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া ঠিক করিতে হয়। সত্য বটে বিচক্ষণ সবরেজিষ্ট্রারের উপদেশ অনেক সময় ঠিক হইয়া থাকে কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যাহা বলিয়া দেন তাহা সকল সময় ঠিক হয় না। নূতন সবরেজিষ্ট্রাররা ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে অতি সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন, সুতরাং তাঁহারাই বেশী খুঁটি নাটি করেন, যথা—এইটা এগ্রিমেণ্ট এই কথাটা ইন্‌ডেম্‌নিটী ইত্যাদি, কিন্তু প্রকৃত তাহা নয়। এরূপস্থলে পক্ষকে তাঁহার উপদেশে নির্ভর করিয়া ১০৲ টাকার স্থলে হয়ত ২৫৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। তাহার উপর কতকগুলি সবরেজিষ্ট্রার আছেন যাঁহারা কথায় কথায় বলেন, তোমার দলিল ইম্পাউণ্ড করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছি না, কিন্তু তুমি ষ্ট্যাম্পটী বদলাইয়া দাও। লোকটী তাঁহাকে ধন্য ধন্য করে বটে, কিন্তু বুঝিতে পারে না যে সবরেজিষ্ট্রার স্বয়ং বুঝিতে না পারিয়া এই অন্যায় দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের অতি সহজ উপায় রহিয়াছে।* কাহারও ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তিনি দলিল খানি কার্টি্রজ কাগজে লিখিয়া

* ষ্ট্যাম্প আইনের ৩ ধারা দেখুন। দলিল সম্পাদনকারীকে যে স্বয়ং দরখাস্ত করিতে হয় এমন কোন কথা নাই, যে কেহ দরখাস্ত করিতে পারেন। কালেক্টর সাহেব সার্টিফিকেট দিলে ষ্ট্যাম্প লইলে তাহার সুবিধা অনেক।

কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত সহ দাখিল করিলে তিনি সেই দলিলে যে ষ্ট্যাম্প লাগে তাহা ঠিক করিয়া দেন। ইহার জন্য সামান্য ফি দিতে হয়, সে ফি ।৷০ আনার কম নহে এবং ৫৲ টাকারও বেশী হইবে না। যদি কোন দলিলে ষ্ট্যাম্প নষ্ট হয় এবং তাহা ভ্রম বশতঃ দৈব দুর্ঘটনার দরুণ ৩১ ধারা মতে ৩ মাসের মধ্যে দাখিল না হইয়া ১ বৎসরের মধ্যে কালেক্টার সাহেবের নিকট দাখিল হয় তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত ফি লইয়া সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন এবং উহা ঠিক কাগজে লেখা পড়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

দলিলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না থাকিলে সবরেজিষ্ট্রার সে দলিল ইম্পাউণ্ড করিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। কালেক্টর সাহেব সবরেজিষ্ট্রারের সহিত একমত হইলে জরিমানা করেন, অন্যথা ষ্ট্যাম্প ঠিক আছে বলিয়া তাহা ফেরত দেন। জরিমানা ১০ গুণ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

দলিল ইম্পাউণ্ড হইলে সবরেজিষ্ট্রার তাহার রসিদ দেন, কিন্তু সে দলিল সম্বন্ধে কোন ফি লয়েন না। (১) সে দলিল কালেক্টর সাহেবকে পাঠাইবার সময় যদ্যপি পথে হারাইয়া যায় বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট হয় তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। (২) তবে পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে এবং নকলের ফি দিলে সেই দলিলের সহি মোহর যুক্ত নকল লইতে পারে।

দলিলের নাম দেখিয়া তাহার ষ্ট্যাম্প নির্ণয় হয় না, দলিল কি উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে তাহা দেখিয়া ষ্ট্যাম্প ঠিক করিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট যে সকল দলিল সম্পাদন করেন তাহার জন্য ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। (৩) এবং অন্য লোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত দলিল যাহার ষ্ট্যাম্প গভর্ণমেণ্টকে ষ্ট্যাম্প আইনের ২৯ ধারা মতে দিতে হয়, তাহারও ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। গভর্ণমেণ্ট পাট্টা দিলে তাহার ষ্ট্যাম্প কবুলতিদাতাকে দিতে হয়, সুতরাং কবুলতির ষ্ট্যাম্প গভর্ণমেণ্টের দেয় বলিয়া তাহা বিনা ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হইবে। কোন পুরাতন প্রজা (existing tenant) যদ্যপি নূতন করিয়া পাট্টা লইয়া কবুলতি দেন, তাহা হইলে পাট্টা বা কবুলতি

(১) ৩০ বেঙ্গল রেজিষ্ট্রেশন রুলস দেখুন।

(২) ষ্ট্যাম্প আইনের ৪৬ ধারা দেখুন।

(৩) ষ্ট্যাম্প আইনের তিন ধারা দেখুন।

কোনটিতেই ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না। (৪) মিউনিসিপালিটি বা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটিবে না।

কোন্ দলিলে কত ষ্ট্যাম্প লাগিবে তাহা সিডিউলের উপযুক্ত স্থানে এবং সেই সেই দলিলের আদর্শে দেওয়া গেল; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা গেল না।

কোন ষ্ট্যাম্প ক্রয় করিয়া যদ্যপি তাহাতে দলিল লেখা পড়া না হয় বা কোন কোন স্থলে লেখা পড়ার পরও তাহা কালেক্টারিতে ফেরত দিলে দাম ফেরত পাওয়া যায় (১) কিন্তু ষ্ট্যাম্প খরিদ করিবার ৬ মাস মধ্যে এইরূপ দরখাস্ত করা আবশ্যক। কেহ কোন দলিল সম্পাদনের পর যদ্যপি জানিতে পারেন যে কম মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লেখা হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে উপযুক্ত মূল্যের ষ্ট্যাম্পে আবার নূতন দলিল সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব-সম্পাদিত দলিল খানির ষ্ট্যাম্পের মূল্য কালেক্টরি হইতে ফেরত পাওয়া যায়।

কেহ নিজ ব্যবহারের জন্য ষ্ট্যাম্প কিনিয়া আবশ্যক না হইলে তাহা যদ্যপি অপরকে বিক্রয় করেন তাহা হইলেও ষ্ট্যাম্প আইনের ৬৯ ধারার অপরাধ করা হয়। (২)

কোন ব্যক্তি গভর্ণমেণ্টকে ষ্ট্যাম্প মাশুল হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন দলিলে যে সমস্ত বিষয় লেখা কর্ত্তব্য তাহা না লিখিলে বা লিখিতে ক্রটি করিলে তাহার পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে। (৬৪ ধারা)

কুড়ি টাকার কোন দ্রব্য বা সম্পত্তি পাইয়া ৴০ আনার ডাক টিকিটে তাহার রসিদ না দিলে তাঁহার ১০০৲ এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে। (৩)

(৪) The Stamp Manual of the Board of Revenue. A. B. page 185.

(১) ৫০ ধারা দেখুন। কিন্তু মনে রাখিবেন যে ষ্ট্যাম্পের তামাদি নাই, অর্থাৎ নিজের নামের কেনা ষ্ট্যাম্প যত দিনের হউক না, তাহাতে দলিল লেখা পড়া করা চলে।

(২) ছয় মাস কারাদণ্ড অথবা পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ড হইতে পারে।

(৩) ৬৫ ধারা দেখুন। প্রবঞ্চনার অভিপ্রায়ে ২১ টাকার জন্য যদ্যপি কেহ দুইখানি রসিদ দেন তাহা হইলেও দণ্ড হইবে।

এই ত গেল সাধারণ কথা, তাহার উপর যে কয়েকটী ধারার সহিত সাধারণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহাদের সম্বন্ধে সামান্য মাত্র আলোচনা করিয়া ইহার পরিসমাপ্তি করিব। কার্য্যবিধির মধ্যে ষ্ট্যাম্প আইনের সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ হওয়া অসম্ভব, কেন না পুস্তকখানি একে বৃহদাকারের, তাহার উপর আকার বৃদ্ধি করিলে মূল্য বৃদ্ধি করিতে হয়। তাহা করা আপাততঃ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যাঁহাদের আরও বেশী জানিবার আবশ্যক, তাঁহারা "ষ্ট্যাম্প আইন" পাঠ করিবেন।

৩ ধারা। এই আইনের বিধানাধীনে ও প্রথম তফসীলের লিখিত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন উপযুক্ত মাশুল বলিয়া ঐ তফসিলে যে নিদর্শন পত্রের যত টাকার মাশুল নির্দ্দিষ্ট আছে, নিম্নলিখিত নিদর্শন পত্রগুলি তত টাকার মাশুল যোগ্য হইবে।

কিন্তু নিম্নলিখিত নিদর্শন পত্র সম্বন্ধে কোন মাশুল লওয়া যাইবে না:—

(১) বর্জ্জিত হইবার এই কথা না থাকিলে যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা কিংবা তৎপক্ষে কিম্বা তদনুকূলে সম্পাদিত কোন নিদর্শন পত্রে যোগ্য মাশুল গবর্ণমেণ্টের দিতে হইত সে স্থলে ঐরূপ কোন নিদর্শন পত্র।

মন্তব্য

গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে দলিল হইলে যে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না তাহা নহে। ২৯ ধারায় দেখিতে হইবে সেই ষ্ট্যাম্প কাহার দেয়। যদি গভর্ণমেণ্টের দেয় হয় তবেই তাহাতে ষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

প্রথম তফসীলে যে সকল দলিলের উল্লেখ নাই, তদ্ব্যতীত অপরাপর দলিল বিনা ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া হইবে। উইলও তাহার ক্রোড়পত্রে এই কারণে ষ্ট্যাম্প কুসুম দিতে হয় না।

৪ ধারা। (১) বিক্রয় কি বন্ধকী কি নিরূপণ (Settlement) সম্পর্কীয় কোন ব্যাপার সমাধা করণার্থে ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শন পত্রের ব্যবহার হইলে প্রথম তফসীল মতে ঐ সকল দলিলে যে মাশুল নির্দ্ধারিত আছে, উক্ত নিদর্শন পত্রের মধ্যে যেটি মুখ্য অর্থাৎ মূল, কেবল তাহারাই উপর সেই কুসুম লাগিবে। অন্যান্য নিদর্শনপত্রগুলির প্রত্যেকের জন্য এক টাকা মাশুল লাগিবে।

(২) কোন্ দলিলটী মুখ্য বলিয়া গণ্য হইবে, পক্ষেরা তাহা স্থির করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে নিদর্শনপত্রখানিকে মুখ্য বলিয়া স্থির করা যায় তাহার রুসুম উক্ত নিদর্শনপত্রগুলি সম্বন্ধেও যেটী উচ্চতম তাহাই লাগিবে।

মন্তব্য

এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে উল্লিখিত দলিলগুলির সম্বন্ধেই কেবল উক্ত বিধি প্রযোজ্য কিন্তু ঐ তিনখানি দলিল ব্যতীত অন্য কোন দলিলের মধ্যে অপর দলিলের সর্ত্ত থাকিলে আর ১৲ টাকায় হইবে না প্রত্যেক দলিলে যত টাকার ষ্ট্যাম্প লাগে তাহাই দিতে হইবে।

কোবালা বন্ধকনামা বা সেটেলমেণ্ট পত্র লেখা পড়ার পর তাহাতে যদ্যাপি কোন ভ্রম হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া যে দলিল লেখাপড়া করা হয় তাহার ষ্ট্যাম্প ২৲ টাকা লাগে বটে, কিন্তু যদি সেই লেখাপড়ার মূল দলিলের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা হইলে মূল দলিলে যে দামের ষ্ট্যাম্প লাগিয়াছিল, সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া করিতে হইবে। 20, W. R. 36. অপরাপর দলিলের সংশোধন পত্রে মূল দলিলে যে ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছিল তাহাই দিতে হয়।

৫ ধারা। কোন এক নিদর্শন পত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় থাকিলে কি তাহা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় হইলে, এই আইন মতে সেই সেই বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ নিদর্শন পত্রে যে যে মাশুল লাগিত তাহার মোট মাশুল উক্ত নিদর্শনপত্রে লাগিবে।

৬ ধারা। ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন প্রথম তফশীলভুক্ত দুই কি ততোধিক বর্ণনার মধ্যে ধরা যাইতে পারে কোন নিদর্শন পত্র এমন ভাবে লেখা গেলে এবং সেই বর্ণনার উল্লিখিত মাশুলের পরস্পর বিভিন্নতা থাকিলে, ঐ মাশুলের মধ্যে যাহা অত্যুচ্চ উক্ত নিদর্শনপত্রে তাহাই দেওয়া যাইবে।

কিন্তু যে মাশুলযোগ্য নিদর্শনপত্রে উপযুক্ত মাশুল প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অনুলিপি বা দোকর লিপির উপর এই আইনের কোন কথা দ্বারা এক টাকার অধিক মাশুল লাগিবে না।

১৩ ধারা। ছাপা ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে লিখিত প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে এমন করিয়া লেখা যাইবে যেন নিদর্শনপত্রের উপরিভাগে ষ্ট্যাম্প প্রকাশ থাকে ও অন্য কোন নিদর্শনপত্রে ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

১৪ ধারা। মাশুলযোগ্য কোন নিদর্শনপত্র যে ষ্ট্যাম্প কাগজে ইতিপূর্ব্বে লেখা থাকে, মাশুলযোগ্য দ্বিতীয় কোন নির্শনপত্র সেই কাগজে লেখা যাইবে না।

১৬ ধারা। কোন নিদর্শনপত্র কত মাশুল যোগ্য, অথবা মাশুল হইতে মুক্ত কি না, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে যে স্থলে অন্য কোন নিদর্শন পত্রে প্রকৃতই যে

মাশুল দেওয়া হইয়াছে তাহা জানা আবশুক, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেবের নিকট এতৎপক্ষে লিখিত প্রার্থনা করিয়া উভয় নিদর্শনপত্র উপস্থিত করা গেলে, শেষোক্ত নিদর্শনপত্রে যে মাশুল দেওয়া হইয়াছে কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত পৃষ্ঠলিপিক্রমে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেব বিধি করিয়া অপর কোন প্রকারের নিদ্দেশ করিয়া থাকিলে যে প্রকারে নির্দ্দেশ করেন সেই প্রকারে প্রথমোক্ত নিদর্শনপত্রে সেই মাশুল ব্যক্ত করা যাইবে।

মন্তব্য

পাট্টায় ৫০০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প থাকিলেও কবুলতি ১॥০ টাকার ষ্ট্যাম্পে হইবে কবুলতির একরার বা কোন দলিল পূরা ষ্ট্যাম্প দিয়া লেখা পড়া হইলে কবুলতি ৮০ আনার ষ্ট্যাম্পে ও প্রতিলিপি ১॥০ টাকার ষ্ট্যাম্পে হ'বে। এই সকল স্থলে দরখাস্ত ও পূর্ব্ব সম্পাদিত পূরা মূল্যের ষ্ট্যাম্পযুক্ত দলিল দাখিল করিলে কালেক্টর সাহেব কম মূল্যের ষ্ট্যাম্পযুক্ত দলিলে লিখিয়া দেন যে এই দলিল সম্বন্ধে পূরা ষ্ট্যাম্প মূল দলিলে দেওয়া হইয়াছে। দরখাস্ত না করিলে ও মূল দলিল দাখিল না হইলে দলিল ইম্পাউণ্ড হইতে পারে, কারণ মূল দলিলে যে পূরা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে তাহা জানা যায় না।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৯২১ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখের আদেশানুসারে কালেক্টর সাহেবের ঐ ক্ষমতা সবরেজিষ্ট্রারদিগকে জেলার রেজিষ্ট্রারদিগকে এবং কলিকতার রেজিষ্ট্রারকে দেওয়া হইয়াছে সুতরাং এরূপ দলিল দাখিলের সময় পূর্ব্বমত দরখাস্ত করা আবশ্যক। দরখাস্ত সাদা কাগজেই হইয়া থাকে। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে হইলে তাহাতে ৮০ মূল্যের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া দিতে হইবে। সবরেজিষ্ট্রারর৷ যখন কালেক্টরের হইয়া এই কার্য্য করিয়া থাকেন, আমার বোধ হয়, তখন তাঁহাদের কাছে দরখাস্ত করিতেও ৮০ আনার ষ্ট্যাম্প দেওয়া উচিত।

১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বৃটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে সম্পাদিত যে নিদর্শন পত্র মাশুলযোগ্য, তৎসম্পাদনের পূর্ব্বে বা সময়ে তাহা ষ্ট্যাম্পযুক্ত করা হইবে।

দলিল সম্পাদনের পূর্ব্বে ষ্ট্যাম্প ঠিক না থাকিলে অন্য ষ্ট্যাম্প সংযোগ করিয়া পূরা মূল্য করা যায় কিন্তু সম্পাদনের পর ষ্ট্যাম্প সংযোজিত হইলে তাহা ইম্পাউণ্ড হইয়া থাকে।

২৩ ধারা।০ কোন নিদর্শন পত্রের নিয়মের মধ্যে যদি সুদ দিবার স্পষ্ট বিধান থাকে তবে তাহাতে সুদের কথার উল্লেখ না থাকিলে যত মাশুল লাগিত, সুদের নিয়ম থাকিলেও ঐ নিদর্শন পত্রে তাহার অধিক মাশুল লাগিবে না।

২৪ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে তাঁহার পাওনা টাকার দরুণ কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে, কিম্বা সেই সম্পত্তির উপর চার্জ্জ কি দায় স্বরূপ হউক, বা নাই হউক, কোন টাকা বা ষ্টক নিশ্চিত কি অনিশ্চিত ভাবে দিবার কি হস্তান্তর করিবার নিয়ম সহিত কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে যে মূল্য সম্পর্কে ঐ হস্তান্তর পত্রের মূল্য পরিমিত মাশুল ধরা যাইতে পারে, উক্ত ঋণ কি টাকা কি ষ্টক সেই সমুদায় মূল্য স্বরূপ অথবা স্থলভেদে তাহার কোন অংশস্বরূপ গণ্য হইবে।

২৫ ধারা। কোন নিদর্শনপত্রে বার্ষিক বৃত্তি কিম্বা নিরূপিত সময়ে দেয় কোন টাকা কায়দা করিবার নিমিত্ত সম্পাদিত করা গেলে, কিম্বা বার্ষিক বৃত্তি বা নিরূপিত সময়ে দেয় টাকা সমর্পণ পত্রের উল্লিখিত পণ স্বরূপ হইলে, এই আইনের কার্য্যপক্ষে ঐ নিদর্শন পত্র দ্বারা যে টাকার কায়দা করা হয়, সেই টাকা কিম্বা স্থলভেদে ঐ সমর্পণ পত্রের পণের টাকা দ্বারা,—

(ক) টাকা নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত দেয় হইলে মোট যত টাকা দিতে হইবে (১) তাহা অগ্রিম নির্ণয় করা যাইতে পারিলে উক্ত মোট বুঝাইবে।

(খ) উক্ত টাকা চিরকালের নিমিত্ত দেয় হইলে, অথবা ঐ নিদর্শন পত্রে কি সমর্পণ পত্রের তারিখে বর্ত্তমান কোন ব্যক্তির আয়ুর সহিত শেষ হইবে না, এমন কোন অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত দেয় হইলে, উক্ত নিদর্শন পত্রের কি সমর্পণ পত্রের উল্লিখিত নিয়মানুসারে প্রথমবার টাকা পাওনা হইবার তারিখ হইতে হিসাব করিয়া কুড়ি বৎসরের মধ্যে যে মোট টাকা হইবে, কি হইতে পারিবে তাহাই বুঝাইবে, আর

(১) অর্থাৎ বৃত্তি বার্ষিক বা মাসিক, ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাষিক এইরূপ ভাবে দেয় হইলে এবং যখন বৃত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হয়, তখন সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত টাকা দিতে হয় তাহার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। জীবনের সহিত বৃত্তি শেষ হইলে ১২ বৎসরের টাকার উপর চিরস্থায়ী বৃত্তি হইলে ২০ বৎসরের টাকার সমষ্টির উপর।

অনেকের ধারণা এ ধারায় কেবল কোবালার ষ্ট্যাম্প লইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহা নহে বার্ষিক বৃত্তির পরিবর্ত্তে কোবালা সম্পাদিত হইলে কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে অন্যান্য দলিল হইলে সেই সেই দলিলে যে ষ্ট্যাম্প লাগে তাহাই দেয়।

(গ) ঐ নিদর্শনপত্র সমর্পণপত্র সম্পাদনের তারিখে বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তির আয়ু শেষ হইলে যে বৃত্তিও শেষ হইবে, উক্ত টাকা অনির্দ্দিষ্ট এমন কোন কালের নিমিত্ত দেয় হইলে প্রথমবার টাকা পাওনা হইবার তারিখ হইতে হিসাব করিয়া বার বৎসরের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ যে টাকা পূর্ব্বোক্তমতে দেয় হইবে কি হইতে পারিবে তাহাই বুঝাইবে।

২৭ ধারা। যদি পণ থাকে তাহা এবং অন্য যে সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা দ্বারা কোন নিদর্শন পত্রের মাশুলযোগ্যতা বা মাশুলের পরিমাণ নিরূপিত হয়, সেই সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা সম্পূর্ণ ও প্রকৃতরূপে নিদর্শন পত্রে লিখিত হইবে।

মন্তব্য

দলিল সম্পাদনকারী বা যাঁহার উপর দলিল লেখাপড়ার ভারার্পিত হয় তিনি কোন বিষয় গোপন করিয়া সম্পত্তির মূল্য হ্রাস করিয়া ষ্ট্যাম্প রুসুম ফাঁকি দিলে ৬৪ ধারার অপরাধে দণ্ডিত হন। ইহাতে ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে।

২৯ ধারা। বিপরীত ভাবের (১) কোন চুক্তি না থাকিলে ষ্ট্যাম্পের মূল্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের দিতে হইবে যথা:—

(ক) প্রথম তফসীলের নিম্নলিখিত নম্বরের কোন নিদর্শনপত্র হইলে, অর্থাৎ—

২ নং ধনাধ্যক্ষতার নিবন্ধপত্র (Administration Bond),

৬নং বন্ধক সম্পর্কীয় নিয়মপত্র (Agreement relating to deposit of Title Deed),

১৩ নং বিল অফ এক্সচেঞ্জ (Bill of Exchange &c),

১৫ নং বণ্ড অর্থাৎ নিবন্ধপত্র (Bond.)

১৬ নং বাটমরি বণ্ড (Bottomry Bond.),

---

(১) মনে করুন রাম শ্যামের নিকট একটি সম্পত্তি ৫০০০৲ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন এবং রাম আবার সেই সম্পত্তি নিধিরামকে ৬০০০৲ টাকায় বিক্রয় করেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ যদি এমন হয় যে, নিধিরামকে আবার শ্যামের নিকট হইতে কোবালা সম্পাদিত করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে সেই কোবালার ষ্ট্যাম্প ৫৲ টাকার উর্দ্ধ হইবে না। কম মূল্য হইলে শ্যাম যত টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া করিয়া দিয়াছেন এ স্থলেও সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্পে দ্বিতীয় বারের লিখিত কোবালা সম্পাদিত হইবে।

২৬ নং শুল্ক নিবন্ধপত্র (Custom Bond.)

২৭ নং ডিবেঞ্চার (Debenture.)

৩২ নং আরও দায় বর্ত্তাইবার পত্র (Further Charge.)

৩৪ নং ক্ষতিনিষ্কৃতি পত্র (Indemnity Bond.)

৪০ নং বন্ধক পত্র (Mortgage Deed,)

৪৯ নং প্রমিসরি নোট (Promissory note.)

৫৫ নং মুক্তিপত্র (Release.)

৫৬ নং রেস্পণ্ডেন্সিয়া বণ্ড (Respondentia Bond)

৫৭ নং সিকুরিটী বণ্ড বা বন্ধক পত্র (Security Bond.)

৫৮ নং নিরূপণ পত্র (Settlement.)

৬২ ক নং। কোন করপোরেট করা কোম্পানির বা অপর করপোরেট সমিতির সেয়ারের হস্তান্তর পত্র।

৬২ খ নং। ধারায় যাহার বিধান হইয়াছে তদ্রূপ ডিবেঞ্চার ছাড়া যে ডিবেঞ্চার ক্রেয় বিক্রেয় সিকুরিটী, তাহা মাশুলযোগ্য হউক বা নাই হউক, তাহার হস্তান্তর পত্র।

৬২ গ নং। নিবন্ধ পত্র বন্ধকী পত্র দ্বারা কায়দা করা কোন স্বার্থের হস্তান্তর পত্র হইলে।

(চ) বিক্রয়ের সার্টিফিকেট হইলে—সেই সার্টিফিকেট যে সম্পত্তির উপলক্ষে হইয়াছে সেই সম্পত্তির ক্রেতা দিবেন। এবং

(ছ) বণ্টন পত্র হইলে—বণ্টন করা পুরা সম্পত্তিতে যাঁহাদের যে অংশ থাকে তাঁহারা সেই অংশমত অথবা রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কর্ত্তৃপক্ষের বা কোন দেওয়ানী আদালতের বা কোন সালীসের আদেশক্রমে অংশবিভাগ হইলে উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ বা আদালত বা সালীস যে পরিমাণের আদেশ করেন সেই পরিমাণে দিবেন।

৩০ ধারা। কোন ব্যক্তি কুড়ি টাকার অধিক কোন টাকা পাইলে কিম্বা ঋণ শোধ বা আংশিক শোধ করিলে কুড়ি টাকার অধিক মূল্যের কোন অস্থাবর সম্পত্তি পাইলে, যিনি উক্ত টাকা কি বিল কি চেক কি নোট কি সম্পত্তি দেন, তিনি চাহিলে এক আনার ষ্ট্যাম্পযুক্ত রসিদ দিবেন।

প্রথম তপশীল।

Bengal Stamp (Amendment) Act 1922 দ্বারা অনেকগুলি দলিলের ষ্ট্যাম্প ক্সুম বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সেগুলি নূতন Schedule A অন্তর্গত করা হইয়াছে। ইহাতে প্রকরণ সংখ্যা ঠিক রাখা হইয়াছে।

দলিলাদির ষ্ট্যাম্প ক্সুমের বিষয়।

নং	কি দলিল	ষ্ট্যাম্পের পরিমাণ
১।	ঋণ স্বীকার পত্র (Acknowledgment of debt (১)	এক আনা।
২।	এডমিনিষ্ট্রেশন বণ্ড (Administration Bond) অর্থাৎ ধনাধ্যক্ষতার নিবন্ধ পত্র (২)	
	(ক) পরিমাণ ১০০০্ টাকার অনধিক হইলে ...	ঐ টাকার পরিমাণের ১৫ নং তমস্থকের ন্যায়।
	(খ) অন্য কোন স্থলে ...	১০্ টাকা।
৩।	দত্তক গ্রহণ বা দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র (Adoption-deed উইল ভিন্ন) (৩)	২০ টাকা।
৪।	এফিডেভিট) (Affidavit)	২্ টাকা।

(১) ব্যাঙ্কওয়ালার পাশ বহি ভিন্ন ২্ টাকার অধিক কোন ঋণ স্বীকারের বহি বা খাতাতে ঐ ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। সাধারণতঃ হাত চিঠায় যে ঋণ স্বীকার করা হইয়া থাকে, তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত। সুদের কথা থাকিলে তাহা তমস্থক মধ্যে গণ্য হইবে, ইহাতে সাক্ষী থাকাও চলিবে না তবে I. L. R. 22 Cal 757 মতে সুদের মিমো (memo) থাকিলে ভাবান্তর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) এতদ্বারা উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইনের ২৫৬ ধারা গবর্ণমেণ্ট সেভিং ব্যাঙ্ক বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনের ৬ ধারা, প্রোবেট ও এড্‌মিনিষ্ট্রেশন বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৭৮ ধারা বা উত্তরাধিকারিত্বের সর্টিফিকেট বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ৯ বা ১০ ধারা অনুসারে সম্পাদিত নিবন্ধ পত্র বুঝাইবে।

(৩) স্বামী স্ত্রীকে যে দলিল দ্বারা দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি দেন, তাহারই নাম "দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা পত্র" বুঝাইত, কিন্তু এখন যে সকল নিদর্শন পত্র দত্তক গ্রহণের লিপি স্বরূপ হইবে, তাহাও বুঝাইবে।

৫। একরার নামা বা একরার নামার মর্ম্মাত্মক লিপি (Agreement or Memorandum of an Agreement)

(ক) বিল অফ এক্সচেঞ্জ বিক্রয় ৶০ আনা।

(খ) গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি বা ইনকরপোরেটেড কোম্পানীর অংশ বিক্রয় সম্বন্ধে প্রত্যেক দশ হাজার টাকায় ⁄১০ আনা মোট মাশুল ১৫৲ টাকার উর্দ্ধ হইবে না।

(গ) অন্যান্য একরার সম্বন্ধে (২) ৷৹ আনা।

৬। ইকুইটেবল বন্ধকী নিয়ম পত্র, অর্থাৎ কোন সম্পত্তির দলিল বা মূল্যবান সিকুরিটী গচ্ছিত করিয়া অথবা অস্থাবর সম্পত্তি সদথল বন্ধক রাখিয়া পণ গ্রহণ করা। (Equitable Mortgage)

(ক) যেথানে দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চাহিবামাত্র বা তিন মাসের পর কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধের নিয়ম থাকে	টাকার উপর বিল অব এক্সচেঞ্জ ১৩নং (খ) এর তুল্য মাশুল।
(খ) তিন মাসের মধ্যে পরিশোধের নিয়ম থাকিলে	উপরের লিখিত মাশুলের অর্দ্ধেক।

৭। অছি নিয়োগের ক্ষমতাপত্র (উইল ভিন্ন) (Appointment in execution of a power,) (৩) ... ... ২৫৲ টাকা।

পুত্রের পিতা যদ্যপি লেখা পড়া করিয়া দেন যে, "আমার পুত্রকে তোমায় দত্তক পুত্ররূপে সম্প্রদান করিলাম" ইত্যাদি তাহা হইলে সে দলিলে কোন ষ্টাম্প লাগে না, বোর্ড এই কথা বলেন কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, কেননা বোম্বাই গঠিত নজির (I. L. R. 13. Bom 280) রহিত হওয়ায় উক্ত প্রকারের দলিলে ও adoption record করা হইতেছে, সুতরাং ২০৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া হওয়া উচিত।

(২) বাটী ভাড়ার এগ্রিমেণ্ট বলিয়া লিখিত হইলেও কবুলতির ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার বায়না পত্রেও ৷৹ আনার ষ্টাম্প লাগিয়া থাকে।

(৩) স্বয়ং অছি নিযুক্ত না করিয়া অপরকে অছি নিযুক্ত করিবার যে ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায় তাহাকে কহে। উইলে এই ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে তাহার জন্য ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

৮। মূল্য নির্দ্ধারণ পত্র (Appraisement or Valuation,)

(ক) যে স্থলে মূল্য ১০০০৲ টাকার অনধিক সে স্থলে	১৬নং বাটমারি তমস্থকের ন্যায়
(খ) অন্য কোন স্থানে … …	৭।০ টাকা

৯। শিক্ষানবিশী চুক্তিপত্র (Apprentice-ship deed) … ৭৷৷০

১০। কোম্পানি সমবায়ের নিয়মাবলী Articles of Association of a Company.) … ৫০৲ টাকা

১১। ক্লার্কের নিয়মপত্র অর্থাৎ এটর্ণী স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার অভিপ্রায়ে ক্লার্কের কর্ম্ম করিতে যে চুক্তি করা যায় (Articles of Clerkship) … ২৪০৲ টাকা

১২। সালিসী বা মধ্যস্থের মীমাংসাপত্র (Award) সম্পত্তির মূল্য। (১)

(ক) ১০০০৲ টাকার কম হইলে	১৫ নং তমস্থকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প
(খ) তদতিরিক্তে ৫ হাজার পর্য্যন্ত	৭৷৷০ টাকা।

৫০০০৲ অধিক প্রতি হাজারে ৷৷০ করিয়া উচ্চতম হার ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

১৩। বিল অফ এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ তাহার নিবন্ধ পত্র, ব্যাঙ্ক নোট কি কারেন্সী নোট না হইলে

(ক) টাকা চাহিবামাত্র দেয় হইলে … এক আনা

(খ) চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় বটে, কিন্তু বিলের তারিখের অথবা তাহা দেখিবার পর এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় হইলে	একটী মাত্র সেট।	দুইটী সেট। প্রত্যেক সেটে	তিনটী সেট। প্রত্যেক সেটে

(১) সালিশ (Arbitrator) এবং মধ্যস্থ (Umpire) মত ভেদ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির (Umpire) মতানুসারে মীমাংসা হয়। একরার দ্বারা সালিশ মান্য হয়, ইহার ষ্ট্যাম্প ৷৵০ আনা সালিশ বা সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিলে বণ্টন ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

বিলের কি নোটের টাকা ২০০৲ টাকার অনধিক হইলে	।১০	৶০	/১০
২০০৲ টাকার অধিক ৪০০৲ টাকার অনধিক	॥৵০	।১০	[illegible]
৪০০৲ " ৬০০৲ "	৸৵১০	।৶১০	।১০
৬০০৲ " ৮০০৲ "	১৵০	॥৵০	।৵০
৮০০৲ " ১০০০৲ "	১।৵০	৸০	।৶১০
১০০০৲ " ১২০০৲ "	১॥৶০	৸১০	॥৶০
১২০০৲ " ১৬০০৲ "	২।০	১৵০	৸০
১৬০০৲ " ২৫০০৲ "	৩।৵০	১॥৶০	১৶০
২৫০০৲ " ৫০০০৲ "	৬৸০	৩।৵০	[illegible]
৫০০০৲ " ৭৫০০৲ "	১০৲	৫৵০	৩।৶০
৭৫০০৲ " ১০,০০০৲ "	১৩॥০	৬৸০	৪॥০
১০,০০০৲ " ১৫,০০০৲ "	২০।০	১০৵০	৬৸০
১৫,০০০৲ " ২০,০০০৲ "	২৭৲	১৩॥০	[illegible]
২০,০০০৲ " ২৫,০০০৲ "	৩৩৸০	১৬৸৵০	১১॥০
২৫,০০০৲ " ৩০,০০০৲ "	[illegible]	২০।০	১৩॥০
এবং ৩০০০০৲ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০,০০০৲ টাকা বা তাহার কোন অংশের নিমিত্ত	১৩॥০	৬৸০	৪॥০

(গ) বিলের তারিখের কি তাহা দেখিবার এক বৎসরের অধিক কোন কালে পরিশোধনীয় হইলে — ১৫নং তমস্সুকের তুল্য মাশুল।

১৪। বিল অফ লেডিং (মায় থুরু বিল অফ লেডিং), — ছয় আনা।

১৫। তমস্সুক। (Bond)

টাকার পরিমাণ কি মূল্য ২০৲ টাকার অধিক না হইলে — ৵০ আনা।

টাকার পরিমাণ কি মূল্য ১০৲ টাকার অধিক কিন্তু ৫০৲ টাকার অনধিক হইলে — ।০ আনা।

" " ৫০৲ " ১০০৲ হইলে — ॥০ আনা।

১০০৲ টাকার অধিক ২০০ টাকার অনধিক				১৲
২০০৲ টাকার অধিক ৩০০৲ টাকার অনধিক				১৸৵০
৩০০৲	,,	৪০০৲	,,	২॥০
৪০০৲	,,	৫০০৲	,,	৩৵০
৫০০৲	,,	৬০০৲	,,	৪॥০
৬০০৲	,,	৭০০৲	,,	৫।০
৭০০৲	,,	৮০০৲	,,	৬৲
৮০০৲	,,	৯০০৲	,,	৬৸০
৯০০৲	,,	১০০০৲	,,	৭।০
১০০০৲ অধিক প্রতি ৫০০৲ বা তাহার অংশের জন্য				৩৸০

১৬। বাটমরি বণ্ড (Bottomry Bond)

১০৲ টাকার অনধিক				৶০
১০৲ টাকার অধিক ৫০৲ টাকার অনধিক				।৵০
৫০৲	,,	১০০৲	,,	৸০
১০০৲	,,	২০০৲	,,	১॥০
২০০৲	,,	৩০০৲	,,	২।০
৩০০৲	,,	৪০০৲	,,	৩৲
৪০০৲	,,	৫০০৲	,,	৩৸০
৫০০৲	,,	৬০০৲	,,	৪॥০
৬০০৲	,,	৭০০৲	,,	৫।০
৭০০৲	,,	৮০০৲	,,	৬৲
৮০০৲	,,	৯০০৲	,,	৬৸০
৯০০৲	,,	১০০০৲	,,	৭॥০
১০০০৲ টাকার অধিক প্রতি ৫০০৲ বা তাহার অংশের জন্য				৩৸০

১৭। রহিত করণের নিদর্শনপত্র (Instrument of Cancellation) ৭॥০ টাকা।

১৮। নীলামের সার্টিফিকেট (Certificate of Sale)

স্বতন্ত্র লাট বলিয়া ধরা ও নীলাম করা প্রত্যেক সম্পত্তি সম্বন্ধে

(ক) পণের টাকা ১০৲ টাকার অনধিক হইলে ⁄৴০ আনা।
(খ) পণের টাকা ১০৲ টাকার অধিক কিন্তু ২৫৲ টাকার অনধিক ।৴০ আনা।
(গ) " স্থলান্তরে } খরিদা টাকার উপর ২৩নং কোবালার ষ্ট্যাম্প

১৯। শেয়ার কি ষ্টকের অধিকারিত্বের সার্টিফিকেট ⁄০

২০। চাটর পার্টি ২৲ টাকা।

২১। চেক (Cheque) ⁄০ আনা।

২২। বন্দোবস্ত পত্র (Composition Deed) ১২॥০

২৩। বিক্রয় কোবালা (সমর্পণ পত্র—Conveyance)

সম্পত্তির মূল্য ৫০৲ টাকার অনধিক হইলে				৸০ আনা।
৫০৲ টাকার অধিক		১০০৲ টাকার অনধিক		১।০ টাকা।
১০০৲	"	২০০৲	"	৩৲ টাকা।
২০০৲	"	৩০০৲	"	৪॥০ টাকা।
৩০০৲	"	৪০০৲	"	৬৲ টাকা।
৪০০৲	"	৫০০৲	"	৭॥০ টাকা।
৫০০৲	"	৬০০৲	"	৯৲ টাকা।
৬০০৲	"	৭০০৲	"	১০॥০ টাকা।
৭০০৲	"	৮০০৲	"	১২৲ টাকা।
৮০০৲	"	৯০০৲	"	১৩॥০ টাকা।
৯০০৲	"	১০০০৲	"	১৫৲ টাকা।
১০০০৲ টাকার অধিক প্রতি ৫০০৲ বা তাহার অংশের জন্য				৭॥০ টাকা।

বর্জ্জিত স্থল।

ভারতবর্ষীয় গ্রন্থস্বত্ব বিষয়ক ১৮৪৭ সালের আইনের ৫ ধারা মতে লেখাইয়া গ্রন্থস্বত্ব অর্পণ করণ পত্র।

২৪। প্রতিলিপি অর্থাৎ সহি মোহরযুক্ত দলিলের অবিকল নকল (Copy or Extract)

(ক) মূল দলিলে ষ্ট্যাম্প না থাকিলে বা ষ্ট্যাম্প ১৲ টাকার অনধিক হইলে ৸০ আনা।

(খ) স্থলান্তরে (১) ১॥০ টাকা।

বর্জ্জিত স্থল।

রাজকীয় কোন কার্য্যালয়ের কাগজপত্রের মধ্যে রাখিবার জন্য কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যোপলক্ষে রাজকীয় কোন কর্ম্মচারীর প্রতি আইন মতে যে পত্রাদি নকল করিয়া দিতে স্পষ্ট আদেশ থাকে তাহার নকল।

২৫। অনুলিপি কি দোকর লিপি (২) হইলে (Counterpart or Duplicate)

(ক) আসল দলিলের মাশুল দেড় টাকার অনধিক হইলে	আসল দলিলের তুল্য মাশুল।
(খ) স্থলান্তরে	১॥০ টাকা।

বর্জ্জিত স্থল।

কৃষককে যে ভোগানুমতিপত্র (পাট্টা) দেওয়া যায় তাহার মাশুল না লাগিলে সেই পত্রের অনুলিপি।

২৬। কষ্টমস বণ্ড (শুল্ক নিবন্ধ পত্র)

(ক) পরিমাণ ১০০০৲ টাকার অধিক না হইলে	উক্ত টাকায় ১৬নং বাটমরি বণ্ডের মাশুল।
(খ) বলান্তরে	দশ টাকা।

২৭। ডিবেঞ্চার। (বন্ধকী ডিবেঞ্চার হউক বা না হউক)

উক্ত টাকায় ১৬নঃ বাটমরি বণ্ড পত্রের তুল্য মাশুল।

২৮। মাল সম্পর্কীয় ডিলিবরি অর্ডার	এক আনা।
২৯। বিবাহবন্ধনচ্ছেদ বা তালাক নামা। (Deed of Divorce)	২৲ টাকা।
৩০। হাইকোর্টে উকিল হইবার ফিস	
(ক) এডভোকেট বা ভকিল হইলে	৭৫০৲ টাকা।
(খ) এটর্ণী হইলে	৫০০৲ টাকা।

---

(১) রেজিষ্ট্রী অফিস হইতে কোন দলিলের জাব্দা নকল লইতে হইলে এই হিসাবে ষ্টাম্প দিতে হইবে।

(২) অর্থাৎ কোন দলিলের অবিকল নকল

৩১। বিনিময় পত্র (Instrument of Exchange)	যে সম্পত্তির মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেই মূল্যের উপর ২৩নং কোবালার ন্যায় মাশুল।

৩২। বন্ধকী সম্পত্তিকে পুনর্ব্বার দায় সংযুক্ত করণ পত্র।

(ক) যে স্থলে মূল বন্ধক দলিল (৪০ক) প্রকরণ অনুসারে সম্পাদিত হয়।	দলিলে যত টাকা নূতন ঋণ বলিয়া উল্লিখিত আছে, সেই টাকার (২৩নং) কোবালার তুল্য ষ্ট্যাম্প।
(খ) যে স্থানে প্রথম বন্ধকী পত্র (৪০খ) প্রকরণ অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে	দলিলে যত টাকা নূতন ঋণ বলিয়া উল্লিখিত আছে তাহাতে ১৫নং তমস্সুকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প।
৩৩। দানপত্র বা হেবা-নামা (Gift)	সম্পত্তির মূল্যানুসারে ২৩নং কোবালার তুল্য ষ্ট্যাম্প
৩৪। ক্ষতিনিস্কৃতিপত্র (Indemnity Bond)	উক্ত টাকায় (৫৭নং) জামিনি কবুলতির তুল্য মাশুল।

৩৫। ভোগানুমতি পত্র, অর্থাৎ পাট্টা, বা কবুলতি মার অধীন বা পেটাও পাট্টা বা কবুলতি পত্র, এবং ইজারা কি দর-ইজারা দিবার যে কোন নিয়ম পত্র—(Lease)

(ক) খাজনা নিরূপিত হইলে এবং কোনরূপ সেলামী দেওয়া না গেলে—

(৵০) এক বৎসরের কম মিয়াদ হইলে	যে খাজনা দেওয়া যায় তাহার উপর ১৬নং বাটমরি বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প।
(৶০) মিয়াদ এক বৎসরের কম নয় কিন্তু ৩ বৎসরের অধিকও নয়	গড়ে (১) বার্ষিক খাজনা যত নির্দ্ধারিত হয় তাহার উপর ১৬নং বাটমরি বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প।
(৷৴০) মিয়াদ ৩ বৎসরের অধিক হইলে	গড়ে যে বার্ষিক খাজনা হয় তাহার উপর ২৩নং কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প।
(।০) কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য না হইলে অর্থাৎ বে-মিয়াদ হইলে	প্রথম দশ বৎসরে গড়ে যত বার্ষিক খাজনা হয় তাহার উপর ২৩নং কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প।

(১) "গড়ে" শব্দের অর্থ এই যে যদি প্রতি বৎসরের খাজনা সমান না হয়, অর্থাৎ প্রথম বৎসরের খাজনা যদ্যপি ৫০৲ দ্বিতীয় বৎসরের ১০০৲ এবং তৃতীয় বৎসরের ১২৫৲ এইরূপ হয়, তাহা হইলে ৩ বৎসরের খাজনা একত্র করিয়া বৎসরের যত খাজনা হয়, তাহারই উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। সময় যদ্যপি নির্দ্দিষ্ট না থাকে অর্থাৎ বেমেয়াদি কবুলতিতে যদি এমন লেখা থাকে যে প্রথম পাঁচ বৎসর বার্ষিক খাজনা ৫০৲ দ্বিতীয় পাঁচ বৎসর ১০০৲ তাহার পর প্রতি বৎসরে ১৫০৲ তাহা হইলে ১০ বৎসরের খাজনা যাহা হয় তাহার সমষ্টি করিয়া গড়ে বার্ষিক যত টাকা হয় তাহারই উপর ষ্ট্যাম্প দেয়।

(।/০) চিরকালের নিমিত্ত বলিয়া তন্মধ্যে প্রকাশ থাকিলে। (১)	প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের নিমিত্ত মোট যে খাজনা দেওয়া কি অর্পণ করা হইত, সেই টাকার এক পঞ্চমাংশ টাকার তুল্য মূল্যের (২৩নং সমর্পণ পত্রের অর্থাৎ কোবালার তুল্য মাশুল)
(খ) জরিমানা কি সেলামী লইয়া কিম্বা প্রদত্ত টাকার দরুণ দেওয়া হইলে ও খাজনা নির্দ্ধারিত না হইলে	লিখিত জরিমানা কি সেলামীর কি অগ্রিম প্রদত্ত টাকার তুল্য টাকার কি মূল্যের (২৩নং) সমর্পণ পত্রের তুল্য মাশুল।
(গ) যে খাজনা নির্দ্ধারিত হয় তদতিরিক্ত জরিমানা কি সেলামী লইয়া কিম্বা অগ্রিম প্রদত্ত টাকার দরুণ দেওয়া হইলে (২)	জরিমানা কি সেলামী কি অগ্রিম প্রদত্ত টাকা না দেওয়া গেলে যে পাট্টা বা কবুলতিতে যে মাশুল লাগিত সেই মাশুল এবং তাহার উপর জরিমানা কি সেলামী অগ্রিম প্রদত্ত টাকার নিমিত্ত (২৩নং) সমপণ পত্রের তুল্য মাশুল (৩)

(১) দলিলে মোকররী ইত্যাদি কথা থাকিলেই যে এই ধারা অনুসারে হইবে তাহা নয়, যাহাতে সম্পত্তি চিরদিনের জন্য দেওয়া যাইতেছে বুঝাইবে, তাহাতেই দিতে হইবে। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল ও খাজনার কমিবেশী না হওয়া যে দলিলে লেখা থাকিবে তাহার ষ্ট্যাম্প এই ধারা অনুসারে দিতে হইবে।

(২) যদি মোকররী পাট্টা বা কবুলতি সেলামী বা পণ লইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সেলামীর উপর কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এবং যে পাট্টা বা কবুলতি যে শ্রেণীর সেই শ্রেণীর দলিলে যে ষ্ট্যাম্প লাগে তাহার নিয়মিত মাশুলের উপর সেলামীর জন্য কোবালার ষ্ট্যাম্প লাগিবে; ইহা বেশ স্পষ্টভাবে লেখা আছে সুতরাং মনগড়া কোন নিয়ম খাটাইলে চলিবে না।

(৩) কিন্তু কোন স্থলে পাট্টা বা কবুলতির উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প তৎসম্বন্ধে একরার নামায় দেওয়া হইলে মূল দলিল (অর্থাৎ পাট্টার বা কবুলতি) সম্পাদিত হইতে ৮০ বার আনার অধিক মাশুল লাগিবে না।

খোঁয়াড়ের কবুলতির এই ধারা অনুসারে ষ্ট্যাম্প লওয়া না হইয়া ০১৫ ধারা অনুসারে তমসুকের মত ষ্ট্যাম্প লওয়া হয়। কারণ ষ্ট্যাম্প আইনের ধারামতে স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব যাহাতে নির্দ্দেশ থাকে তাহাই কবুলতি। হাটের তোলার ইজারা প্রভৃতিও কবুলতি। খোঁয়াড়ের কবুলতি যত বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হইবে তত বৎসরের মোট টাকার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। স্থাবর সম্পত্তির কবুলতি হইলে এক বৎসরের আয়ের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হয়

বর্জ্জিত স্থল (Exemption.)

কৃষিকার্য্যের (১) জন্য যে পাট্টা বা কবুলতি দেওয়া যায় তাহার ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

সেলামী ভিন্ন এক বৎসর মিয়াদি যত টাকার কৃষিকার্য্যের পাট্টা বা কবুলতি হউক না তাহা সাদা কাগজে লেখা পড়া হইবে। মিয়াদ থাকিলে বা বে-মিয়াদ কবুলতি হইলে ১০০৲ টাকা খাজনা পর্য্যন্ত সাদা কাগজে হইবে।

এবার কৃষিকার্য্যে কবুলতি লেখা আছে "খাদ্য ও পানীয় উৎপাদনার্থ (Lease for trees for the production of food or drink) ইহাতে কেহ মনে না করে যে জলকর ও ফলকর উভয়ই কৃষকদের জন্য সাদা কাগজে হইবে। বিক্রয়ার্থ নয়, কেবল ফলভোগের জন্য জমা-জমীর সঙ্গে বৃক্ষাদি থাকিলে তাহা সাদা কাগজে হইবে। পানীয় শব্দে এখানে জল নয়, যে সকল বৃক্ষে পানীয় উৎপন্ন হয় তাহা যেমন খেজুর বা তাল গাছ ইত্যাদি।

৩৬। শেয়ারের (Share) নিরূপণ পত্র — এক আনা।

৩৭। লেটার অফ ক্রেডিট — এক আনা।

৩৮। খাতবী অনুমতি পত্র অর্থাৎ মহাজনেরা নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত খাতকের উপর দাওয়া স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে স্বীয় বিবেচনা মতে কর্ম্ম চালাইতে দিবেন, মহাজন ও খাতকের মধ্যে এই মর্ম্মের নিয়মপত্র— ১২॥০ সাড়ে বার টাকা।

৩৯। ভারতবর্ষীয় কোম্পানী বিষয়ক ১৯১৩ সালের আইনের ১৭ ধারামতে সমবায়ের নিয়মাবলী (Memorandum of Association of a Company)

(ক) নিয়মাবলী সঙ্গে দেওয়া গেলে — ত্রিশ টাকা।

(খ) উক্তরূপে সঙ্গে দেওয়া না গেলে — ৮০ আশী টাকা।

৪০। বন্ধক নামা (Deed of mortgage)

---

(১) কৃষক শব্দে যাহারা নিজে, চাকর দ্বারা বা নগদা মুনিস খাটাইয়া চাষ করে তাহাদিগকেই বুঝাইবে।

Lease means a lease of unmoveable property যদি চেয়ার হারমোনিয়াম প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হারে ভাড়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে Lease এর Stamp লাগিবে না Agreement Stamp দিতে হইবে

(ক) বন্ধক দাতা বন্ধকীপত্রের উল্লিখিত সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের দখল দিলে এবং দিবার নিয়ম করিলে (১)	ঋণের উপর (২৩নং) সমর্পণ যে পত্রে মাশুল লাগে তাহা।
(খ) সম্পাদন কালে উক্ত মতে দখল দেওয়া না গেলে কিম্বা নিয়ম করা না হইলে	টাকার উপর (১৫নং) নিদর্শন পত্রে যে মাশুল লাগে তাহা।

ব্যাখ্যা। কোন বন্ধকদাতা বন্ধক গৃহীতাকে বন্ধকী সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের থাজনা আদায় করিবার মোক্তারনামা কিম্বা ঐ সম্পত্তির বা অংশের ভোগানুমতি পত্র (পাট্টা) দিলে তিনি এই দফার অর্থানুসারে দখল দিলেন বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

(গ) এক পর্য্যায়ের বা আনুষঙ্গিক বা অতিরিক্ত বা পরিবর্ত্তিত সিকুরিটী হইলে কিম্বা যে স্থলে উপরোক্ত অভিপ্রায়ে আরও নিশ্চিত করিবার জন্য মুখ্য বা প্রথম সিকুরিটী নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্পযুক্ত হয়, সেই স্থলে (২)

১০০০৲ টাকার অনধিক যত টাকা কায়দা করা হয় তাহার নিমিত্ত ৸৹বার আনা।

এবং ১০০০৲ টাকার অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ১০০০৲ টাকা কি তাহার কোন অংশ কায়দা করা হয় তন্নিমিত্ত ৸৹ বার আনা।

(১) লেখাপড়ার সময় যে সকল সম্পত্তির দখল দেওয়া যায় বা দখল দিতে স্বীকার করা যায়, "স্বীকার" শব্দে তাহাই বুঝাইবে। যথা 'আমি যতদিন না সমস্ত টাকা পরিশোধ করি ততদিন এই সম্পত্তি আপনার দখলে থাকিবেক। "আগামী অমুথ তারিখে আমি এই বন্ধকী সম্পত্তি আপনার দখল দেওয়াইব।" ইত্যাদি

"যদি দলিলের লিখিত সমস্ত টাকা কোন নির্দ্দিষ্ট দিন মধ্যে না দেওয়া যায় তাহা হইলে উহার পর দিন হইতে দখল দিব।" এরূপ সর্ত্তে ৩০ (খ) হইবে। কারণ দলিল সম্পাদনের সময় দখল দেওয়া হইল না, বা সেই সময়ে দখল দিবার স্বীকার করা হইল না। পরে দখল দিব, এরূপ স্বীকার এ স্থলে বুঝাইবে না। I. L. R, 8 Bom 310, I. L. R. 10 Cal, 274

(২) বন্ধক নামায় বন্ধকী সম্পত্তির উপর যে সকল সর্ত্ত থাকে বা থাকা সম্ভব, তদপেক্ষা বেশী কিছু থাকিলে এই ধারা মতে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

৪১। ফসল বন্ধকীপত্র (Mortgage of crops) ফসল বন্ধক দিবার সময় ক্ষেত্রে ফসল থাকুক বা না থাকুক

(ক) ৩ মাস মধ্যে ঋণ পরিশোধের কড়ার থাকিলে

২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ⁄১০ আনা।

তদধিক প্রত্যেক ২০০৲ টাকা বা তাহার অংশ ⁄১০ আনা।

(খ) নিদর্শন পত্রের তারিখ হইতে তিন মাসের অধিক কিন্তু দেড় বৎসরের অনধিক কালে ঋণ পরিশোধনীয় হইলে ১০০৲ টাকার অনধিক যত টাকা কায়দা করা হয়, তন্নিমিত্ত ৶০ তিন আনা।

এবং ১০০৲ টাকার অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ১০০৲ টাকা কি উহার অংশ কায়দা করা হয়, তন্নিমিত্ত ৶০ আনা।

৪২। নোটেরিয়ল আক্ট দুই টাকা।

৪৩। যে নোট কি মর্ম্মাত্মক লিপিতে দালাল কি এজেণ্ট স্বীয় মওকেলের পক্ষে ক্রীত অথবা বিক্রীত কুড়ি টাকার অধিক মূল্যের মালের কি ষ্টকের কি ক্রয় বিক্রয়ে সিকুরিটির সংবাদ লিখিয়া মওক্কেলের নিকট পাঠান তাহা তিন আনা।

৪৪। জাহাজের কাপ্তেনের প্রোটেষ্টর নোট এক টাকা।

৪৫। বণ্টনপত্র। (Partition) (১)  ঐ সম্পত্তির পৃথককৃত অংশ বা অংশ সমূহের মূল্যের টাকার (১৫নং) নিবন্ধ পত্রের তুল্য মাশুল।

---

(১) যে নিদর্শন পত্র ক্রমে কোন সম্পত্তির সহ অধিকারীরা আপনাদের মধ্যে সেই সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাগ করেন কিম্বা করিতে সম্মত হন, "বণ্টনপত্র" শব্দে সেই নিদর্শন পত্র বুঝাইবে রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষের অথবা দেওয়ানী আদালতের বণ্টন করিবার চূড়ান্ত আদেশ এবং বণ্টনের আদেশসূচক কোন সালীশের মীমাংসাপত্রও উক্ত শব্দে বাচ্য।

এটী পরিবর্ত্তিত বিধি। সালীশের মীমাংসা পত্রে পূর্ব্বে ৫৲ টাকার ষ্ট্যাম্পই চূড়ান্ত ছিল, এখন বণ্টন নামার আদেশ থাকিলে তাহাতে বণ্টননামার যেরূপ ষ্ট্যাম্প লাগে তাহাই দিতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখিবার বস্তু।

সম্পত্তি বাঁটওয়ারা হইবার পর উহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে অংশ থাকে তাহা (কিম্বা যদি সমান মূল্যের এবং অপর কোন অংশ অপেক্ষা ছোট নহে এমন দুই বা তদধিক অংশ থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ সমান অংশের মধ্যে একটী) হইতে অন্যান্য অংশ পৃথক করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

৪৬। অংশনামা (Partnership)

(ক) (/০) মূলধন ৫০০৲ টাকার অনধিক হইলে	৫৲ পাঁচ টাকা।
(৵০) স্থলান্তরে	২০৲ কুড়ি টাকা।
(খ) অংশনামা রহিত করণ পত্র	১০৲ দশ টাকা।

৪৭। বিনাপত্র।

৪৮। মোক্তারনামা (Power of attorney)

(ক) একই বিষয় সম্বন্ধে এক কি একাধিক দলিল রেজিষ্টারী করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা ঐরূপ এক বা একাধিক দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য সম্পাদিত হইলে (১)	৸০ বার আনা।
(খ) রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনমত মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রয়োজন হইলে	১৲ এক টাকা।

কিন্তু সকল স্থলেই—

(ক) ভিন্ন ভিন্ন অংশে সম্পত্তি বিভাগ করিবার নিয়মপত্র শুদ্ধ বাটোয়ারার কোন নিদর্শন পত্র (একরারনামা) সম্পাদিত হইলে এবং সেই নিয়মপত্র (একরারনামা) অনুসারে বাঁটওয়ারা কার্য্য সম্পন্ন হইলে, যে নিদর্শন পত্র অনুসারে ঐ বাটোয়ারা কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার উপর দেয় মাশুল হইতে প্রথম নিদর্শন পত্র সম্বন্ধে যত টাকা মাশুল দেওয়া হইয়াছে তাহা বাদ যাইবে; কিন্তু ঐ মাশুল আট আনার কম হইবে না।

(১) রেজিষ্টারিকরণ শব্দে রেজিষ্টারিকরণ বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৯০৮ সালের ১৬ আইনানুসারে রেজিষ্টারিকরণের আনুসঙ্গিক প্রত্যেক কার্য্যও বুঝাইবে। সুতরাং রেজিষ্ট্রী আফিসে দলিল দাখিল ও তাহার সম্পাদন স্বীকার একই বিষয় বুঝিতে হইবে।

একখানি দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্যই ৸০ বার আনা ষ্ট্যাম্প লাগে। এখানে একাধিক শব্দে ভিন্ন প্রকারের দুইখানি দলিল নহে। একখানি দলিলের যদ্যপি পাঁচখানি অনুলিপি অর্থাৎ ডুপ্লিকেট থাকে তাহাও ইহার বলে রেজিষ্ট্রী হইবে। কিন্তু একখানি কোবালার সঙ্গে যদ্যপি সেই বিষয় সম্বন্ধে একটী নাদাবি পত্র রেজিষ্ট্রী হয়, তাহা একই বিষয় সম্বন্ধে একাধিক দলিল বুঝাইবে না।

(গ) (ক) দফার লিখিত স্থল ভিন্ন একই ব্যাপার সম্বন্ধে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে (১)	১॥০ দেড় টাকা।
(ঘ) পাঁচের অনধিক ব্যক্তির প্রতি একাধিক ব্যাপারে কি সাধারণতঃ একত্র বা স্বতন্ত্র কার্য্য করিবার ক্ষমতা দান হইলে (২)	৭॥০ টাকা।
(ঙ) পাঁচের অধিক কিন্তু দশের অনধিক ব্যক্তির প্রতি একাধিক ব্যাপারে কি সাধারণতঃ একত্র বা স্বতন্ত্র কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইলে	১৫৲ টাকা।
(চ) মূল্য লইয়া দেওয়া হইলে ও মোক্তারকে কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা দান হইলে	মূল্যের টাকার (২৩ নং) কোবালার তুল্য মাশুল

(১) দলিল সম্পাদন রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল ও তাহার সম্পাদন স্বীকার ১॥০ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হইবে, ইহাই এডভোকেট জেনারল সাহেবের মত এবং বোর্ড তাহাতে অনুমোদন করিয়াছেন। (Boards Circular No 7 of 1887) (ক) দফার ক্ষমতা একজন লোককে দেওয়া যায় কিন্তু এই দফার ক্ষমতা একাধিক লোককে দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন একটি মোকর্দ্দমা চালাইবার ক্ষমতা দিলে এই বিধান মতে ১॥০ টাকার ষ্ট্যাম্পে খাস মোক্তারনামা সম্পাদন করিতে হইবে। সকল ধারাতেই কয়জন লোক দ্বারা কোন মোক্তারনামা সম্পাদিত হইবে তাহা লেখা আছে কিন্তু (ক) দফায় নাই, সুতরাং (ক) দফায় কয়জন মোক্তার নিযুক্ত হইতে পারেন তাহা তর্ক স্থল। যদি বহুসংখ্যক মোক্তার নিযুক্ত হইতে পারেন এমন অর্থ হইত, তাহা হইলে (খ) দফায় এক বা তদধিক লোক লিখিবার আবশ্যক ছিল না, (ক) দফার মত লিখিলেই হইত। তাহা না থাকায় বুঝা যায় (ক) দফায় একজন মাত্র মোক্তার নিযুক্ত হইতে পারেন।

(২) পাঁচজন যদি ৫ জনকে স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতা দেন, তবে প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র দলিল বলিয়া গণ্য হইবে ও প্রত্যেকটীর দরুণ ৭॥০ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; যথা "আমি শ্যামাচরণ— রামচরণকে মোক্তার নিযুক্ত করিলাম; আমি বামাচরণ,— হরিদাসকে মোক্তার নিযুক্ত করিলাম, ইত্যাদি। এরূপ স্থলে ১৫৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। কিন্তু আমি শ্যামাচরণ ও বামাচরণ আমরা উভয়ে বামাচরণ ও হরিদাসকে মোক্তার নিযুক্ত করিলাম; মোক্তারদের মধ্যে যে কেহ ইত্যাদি সর্ত্ত থাকিলে তাহা ৭॥০ টাকার ষ্ট্যাম্পেই লেখা হইবে।

"একত্র বা স্বতন্ত্র কার্য্য" শব্দে সকল মোক্তারে একযোগে বা আলাহিদা ভাবে বুঝিতে হইবে। মোক্তারদের ক্ষমতার কমবেশী হইতে পারে, কিন্তু তাহার ষ্ট্যাম্প মাশুল স্বতন্ত্রভাবে দিতে হইবে।

(ছ) স্থলান্তরে	প্রাপ্ত প্রত্যেক জন্য ১॥০ দেড় টাকা।

ব্যাখ্যা। এই দফার প্রয়োজনার্থ একাধিক ব্যক্তি একই ফার্ম্মের লোক হইলে তাহাদিগকে এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৪৯। প্রমিসরি নোট [২ (২২) ধারার নির্দ্দিষ্ট অর্থানুযায়িক] (Promissory Note)	চাহিবামাত্র দেয় কিম্বা চাহিবামাত্র দেয় না হইয়া অন্য প্রকারে দেয় সেখানে যেরূপ হয় তদনুসারে (১৩ নং) বিল অফ এক্সচেঞ্জের তুল্য মাশুল
৫০। বিল বা নোটের প্রোটেষ্ট	দুই টাকা।
৫১। জাহাজের অধ্যক্ষের প্রোটেষ্ট	দুই টাকা।
৫২। প্রতিনিধি পত্র অর্থাৎ জিলা বা লোকেল বোর্ডের সভ্যদিগের কিম্বা মিউনিসিপ্যাল কমিশনর দলের কোন একটি নির্ব্বাচন ইত্যাদিতে জানাইবার অনুমতিপত্র	এক আনা।
৫৩। যে টাকা বা অন্য সম্পত্তির পরিমাণ বা মূল্য কুড়ি টাকার অধিক তাহার নিমিত্ত (২) (২৩) ধারার নির্দ্দিষ্ট অর্থানুযায়িক রসিদ (Receipt,)	এক আনা।

৫৪। বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃ সমর্পণ—

(Re-conveyance of Mortgaged Property)

(ক) সম্পত্তিটী যত টাকার নিমিত্ত বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল তাহা ১,০০০৲ টাকার অধিক না হইলে	পুনঃ সমর্পণ পত্রে বর্ণিত মূল্যের (২৩নং) কোবালার তুল্য মাশুল
(খ) স্থলান্তরে	১৫৲ টাকা।

৫৫। মুক্তিপত্র, (Release) অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যে নিদর্শন পত্র দ্বারা অন্য ব্যক্তির উপর কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কোন সম্পত্তির উপর দাওয়া পরিত্যাগ করেন তাহা—

(ক) দাওয়ার টাকা বা মূল্য ১০০০৲ টাকার অধিক হইলে	মুক্তিপত্রের বর্ণিত টাকার বা মূল্যের (১৫নং) তমসুকের তুল্য মাশুল।
(খ) স্থলান্তরে	৭॥০ টাকা।

৫৬। রেস্পণ্ডেন্সিয়া বণ্ড	যত টাকার ঋণ কায়দা করা হয় তত টাকার ১৬নং বাটমরি বণ্ডের তুল্য মাশুল

৫৭। জামিন নামা, (Security Bond) অর্থাৎ প্রতিভূস্বরূপ নিবন্ধ পত্র বা বন্ধকীপত্র অর্থাৎ যথারীতি কোন পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ-করণার্থে কিম্বা ঐ পদের বলে যে টাকা কি অন্য সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহার হিসাব দিবার নিমিত্তে সম্পাদিত কিম্বা উপযুক্ত মতে কোন চুক্তি অনুসারে কার্য্য হইবার জন্য কোন জামিনদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত, প্রতিভূ স্বরূপ নিবন্ধন-পত্র বা বন্ধকীপত্র—

(ক) কায়দা করা টাকা টাকা ১০০০৲ টাকার অনধিক হইলে (১)	কায়দা করা টাকার (১৫নং) তমসুকের তুল্য মাশুল।
(খ) স্থলান্তরে (২)	৭৷৷০ টাকা।
৫৮। নিরূপণপত্র, (মায়,যৌতুক পত্র) (Settlement)	নিরূপণ পত্রে বর্ণিত সম্পত্তির পরিমাণ বা মূল্যের সমান টাকার (১৬নং) বাটমরী বণ্ডের তুল্য মাশুল। কিন্তু যে সকল স্থলে নিরূপণার্থ একরার নামায় নিরূপণ পত্রের উপযুক্ত মাশুল দেওয়া হয় এবং ঐ একরার নামার সর্ত্তানুযায়িক নিরূপণ পত্র পরে সম্পাদিত হয়, সে স্থলে ঐ নিদর্শন পত্রের মাশুল বার আনার অধিক হইবে না।
খ। নিরূপণ পত্রের অন্যথাকরণপত্র (Revocation of Settlement)	যে মূল্য বা পরিমাণ অন্যথা করণের নিদর্শন পত্র লিখিত হয় তৎতুল্য টাকার (১৬নং) বাটমরি বণ্ডের তুল্য মাশুল, কিন্তু পণের টাকার অধিক নহে।
৫৯। ভারতবর্ষীয় কোম্পানী বিষয়ক ১৯১৩ সালের আইন মতে প্রচারিত বাহককে দেয় শেয়ার ওয়ারেণ্ট	ওয়ারেণ্ট লিখিত শেয়ারগুলি নামতঃ যে পরিমাণ টাকার তাহার সমান মূল্যের (২৩নং) সমর্পণ পত্রের উপর যে মাশুল লাগে তাহার দেড়গুণ মাশুল।
৬০। শিপিং অর্ডার	এক আনা।

(১) গোমস্তাগিরির একরার ও জামিননামা এক দলিলে লেখ পড়া হইতে পারে; তাহার জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

(২) গোমস্তার কবুলতি আলাহিদা লেখাপড়া হইলেও জামিনী কবুলতির সমান ষ্ট্যাম্প লাগে।

৬১। ইস্তফানামা (Surrender of lease) (ক) পাট্টার সাড়ে সাত টাকার অধিক মাস্থল না লাগিলে (১)	মূল পাট্টা বা কবুলতি পত্রের উপর যত মাশুল তত।
(খ) স্থলান্তরে	৭॥০ টাকা।

৬২। হস্তান্তর পত্র (Transfer) মূল্য লইয়া দেওয়া হউক বা না লইয়া দেওয়া হউক—

(গ) তমস্থক বন্ধকী পত্র কি বীমাপত্র দ্বারা রক্ষিত কোন স্বার্থের হস্তান্তর পত্র—

(৹) উক্ত কোন দলিলের ষ্ট্যাম্প পাঁচ টাকার অনধিক হইলে	যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইবে তাহার মূল দলিলে যে মাশুল আছে তাহা।
(৴৹) স্থলান্তরে	৭॥০ টাকা।
(ঘ) কোন ট্রাষ্টির নিকট হইতে অন্য ট্রাষ্টিকে বিনা মূল্যে কোন ট্রাষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর হইলে—	৭॥০ টাকা।

বর্জ্জিত স্থল।

পৃষ্ঠলিপিক্রমে (Endorsement) হস্তান্তর পত্র

(ক) বিল অফ এক্সচেঞ্জের, কি চেকের, কি প্রমিসরি নোটের।

(খ) বিল অফ লেডিং, অপণ করিবার আদেশপত্র, মাল প্রাপ্তির ওয়ারেণ্ট কিম্বা মালের অধিকার সূচক অন্য সওদাগরি দলিলের।

(গ) বিমাপত্রের।

(ঘ) ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সিকুরিটির।

(ঙ) সাদা কাগজে লেখা পাট্টা বা কবুলতের হস্তান্তর পত্র।

৬৩। কোবালা বিলির ভাবের না হইয়া পাট্টা বা কবুলতির হস্তান্তর পত্র (২) (Transfer of lease)	হস্তান্তরের মূল্যের সমান মূল্য (২৩ নং) কোবালার তুল্য মাশুল।

(১) পাট্টা বা কবুলতি যদি ৩৲ টাকার ষ্ট্যাম্প লেখা পড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইস্তফাও ৩৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে হইবে। পাট্টার সমস্ত সম্পত্তি ইস্তফা না দিলেও ঐ ৩৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। আংশিক ইস্তফার জন্য কোন স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প বিধান নাই। (মোঃ বোর্ডের মন্তব্য)।

(২) কেহ কোন সম্পত্তি পাট্টা করিয়া লইয়া সেই সম্পত্তিতে তাঁহার যে সর্ত্ত আছে তাহা অন্যকে হস্তান্তর করা বুঝিতে হইবে।

৬৪। ন্যাসের—(Trust) (ক) নির্দ্দেশপত্র—উইল ভিন্ন কোন সম্পত্তির কি তৎসংক্রান্ত ট্রাষ্টের নির্দ্দেশ পত্র।	সম্পত্তির যে পরিমাণ বা মূল্য নিদর্শন পত্রে লিখিত থাকে তত্তুল্য টাকার (১৬ নং) বাটমরি বণ্ডের তুল্য মাশুল, কিন্তু ২২॥০ টাকার অধিক নহে।
(খ) অন্যথাচরণপত্র—উইল ভিন্ন নিদর্শনপত্র ক্রমে কৃত কোন সম্পত্তির বা কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত ন্যাসের অন্যথা করণপত্র। Revocation	সম্পত্তির যে পরিমাণ বা মূল্য নিদর্শনপত্রে লিখিত থাকে—তত্তুল্য টাকায় (১৬ নং) বাটমরি বণ্ডের তুল্য মাশুল কিন্তু ১৫৲ টাকার অধিক নহে।

৬৫। মালের প্রমাণ পত্র (warrant for goods) ৷৵০।

উইল।

উইল সাদা কাগজে সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ষ্ট্যাম্প আইনে যে সকল দলিলে ষ্ট্যাম্প লাগার বিষয় উল্লেখ আছে তদ্ব্যতীত অপরাপর দলিলে ষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

বিক্রয় কোবালা ও তমস্থকের রসুম।

লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত।

টাকার পরিমাণ			কোবালা		তমস্থক।
৫৲	টাকা পর্য্যন্ত	...	৸০	...	৵০
১০	”	...	৸০	...	৵০
২৫	“	...	৸০	...	।০
৫০	”	...	৸০	...	।০
১০০	”	...	১॥০	...	॥০
১৫০	”	...	৩৲	...	১৲
২০০	”	...	৩৲	...	১৲
৩০০	”	...	৪॥০	...	১৸৵০
৪০০	”	...	৬৲	...	২॥০
৫০০	”	...	৭॥০	...	৩৵০
৬০০	”	...	৯৲	...	৪॥০
৭০০	”	...	১ [illegible]	...	৫।০

টাকার পরিমাণ			কোবাল		তমসুক।
৮০০	টাকা পর্য্যন্ত	...	১২৲	...	৬৲
৯০০	”	...	১৩॥০	...	৬৸০
১০০০	”	...	১৫৲	...	৭॥০
১৫০০	”	...	২২॥০	...	১১।০
২০০০	”	...	৩০৲	...	১৫৲
২৫০০	”	...	৩৭॥০	...	১৮৸০
৩০০০	”	...	৪৫৲	...	২২॥০
৩৫০০	”	...	৫২॥০	...	২৬।০
৪০০০	”	...	৬০৲	...	৩০৲
৪৫০০	”	...	৬৭॥০	...	৩৩৸০
৫০০০	”	...	৭৫৲	...	৩৭॥০
৫৫০০	”	...	৮২॥০	...	৪১।০
৬০০০	”	...	৯০৲	...	৪৫৲
৬৫০০	”	...	৯৭॥০	...	৪৮৸০
৭০০০	”	...	১০৫৲	...	৫২॥০
৭৫০০	”	...	১১২॥০	...	৫৬।০
৮০০০	”	...	১২০৲	...	৬০৲
৮৫০০	”	...	১২৭॥০	...	৬৩৸০
৯০০০	”	...	১৩৫৲	...	৬৭॥০
৯৫০০	”	...	১৪২॥০	...	৭১।০
১০,০০০	”	...	১৫০৲	...	৭৫৲
১১,০০০	”	...	১৬৫৲	...	৮২॥০
১২,০০০	”	...	১৮০৲	...	৯০৲
১৩,০০০	”	...	১৯৫৲	...	৯৭॥০
১৪,০০০	”	...	২১০৲	...	১০৫৲
১৫,০০০	”	...	২২৫৲	...	১১২॥০
১৬,০০০	”	...	২৪০৲	...	১২০৲

টাকার পরিমাণ			কোবালা		তমস্থক।
২০,০০০	টাকা পর্য্যন্ত	...	৩০০৲	...	১৫০৲
২৫,০০০	”	...	৩৭৫৲	...	১৮৭॥০
৩০,০০০	”	...	৪৫০৲	...	২২৫৲
৩৫,০০০	”	...	৫২৫৲	...	২৬২॥০
৪০,০০০	”	...	৬০০৲	...	৩০০৲
৪৫,০০০	”	...	৬৭৫৲	...	৩৩৭॥০
৫০,০০০	”	...	৭৫০৲	...	৩৭৫৲
৬০,০০০	”	...	৯০০৲	...	৪৫০৲
৭০,০০০	”	...	১০৫০৲	...	৫২৫৲
৮০,০০০	”	...	১২০০৲		
৯০,০০০	”	...	১৩৫০৲		
১০০,০০০	”	...	১৫০০৲		৭৫০৲

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ বিষয়ক আইন। *

১৮৮২ সালের ৪ আইন।

(TRANSFER OF PROPERTY ACT.)

৫৪। মূল্য পাইয়া বা পাইবার বিনিময়ে, অথবা কতক পাইয়া এবং বাকি পাইবার সর্ত্তে কোন বস্তুর স্বামিত্বের হস্তান্তরকরণকে "বিক্রয়" কহে।

যে কোন মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর রেজিষ্ট্রী করা নিদর্শন পত্র দ্বারা হইতে পারে।

৫৮। ঋণের মাতব্বরিতে কোন স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখার নাম "বন্ধক নামা।"

বন্ধক চারি প্রকার যথা—

(১) যদ্দ্বারা বন্ধকদাতা টাকা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, কিন্তু অনাদায়ে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ হইবে এইরূপ সর্ত্ত থাকে, তাহাকে (Simple Mortgage) "সাধারণ বন্ধকনামা" কহে।

(২) যে দলিল দ্বারা বন্ধকদাতা এই সর্ত্তে বিক্রয় করেন যে অমুক দিনের মধ্যে ঋণের টাকা পরিশোধ না হইলে এই বিক্রয় সিদ্ধ হইবে, অথবা টাকা দিলে এই দলিল অসিদ্ধ হইবে, কিম্বা টাকা দিলে ক্রেতা বিক্রীত সম্পত্তি বিক্রেতাকে পুনঃ সমর্পণ করিবেন—উহাকে "কট কোবালা" (Mortgage by conditional sale) কহে (১)

(৩) বন্ধকদাতা বন্ধকী সম্পত্তির উপস্বত্ব লইতে সুদে বা আসলে, অথবা কতক সুদে ও কতক আসলে যে পর্য্যন্ত সমস্ত টাকা পরিশোধ না হয়,

---

* আইনের ঠিক অনুবাদ না করিয়া যাহাতে সহজে বুঝিতে পারেন, এমনভাবে মর্ম্মানুবাদ করা হইল।

(১) ষ্ট্যাম্প —বিক্রয় কোবালার ন্যায়। এরূপ বন্ধকনামায় ঋণ পরিশোধ কালে রিকনভেয়ন্স লিখিয়া লইতে হইবে। অন্যান্য দখলযুক্ত বন্ধকনামাতেও রিকন্‌ভেয়েন্স লেখাইয়া লওয়া হয়। কলিকাতা আফিসে সাধারণ বন্ধকনামায় না-দাবিপত্র লেখাইয়া লওয়া হয়।

সেই সময় পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার দখলে দিলে, তাহাকে "খাই খালাসি" (Usufructuary mortgage) কহে।

(৪) যদ্দ্বারা বন্ধকদাতা কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে বন্ধকী তমস্থুকের টাকা পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এই সর্ত্তে বিক্রয় করে যে, ঋণের টাকা চুক্তি মত পরিশোধ করিলে বন্ধকগ্রহীতা বিক্রীত সম্পত্তি বন্ধকদাতাকে প্রত্যর্পণ করিবেন, উহা ইংলিশ মর্টগেজ। (English mortgage) (১)

৫৯। সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিতে হইলে বন্ধকদাতার ও অন্ততঃ দুই জন সাক্ষীর দ্বারা স্বাক্ষরিত ও রেজেষ্ট্রী করা দলিল ভিন্ন তাহা সিদ্ধ হইবে না। (২)

কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, করাচী ও রেঙ্গুন প্রদেশে সম্পত্তির দলিল রাখিয়া যে টাকা ধার লওয়া হয় তাহা মর্টগেজ মধ্যে গণ্য। (৩)

১০০। কাহারও টাকার মাতব্বরিতে কেহ দায়িত্ব স্বীকারে আপন সম্পত্তিতে দায় সংযোগ করিলে তাহাকে চার্জ্জ দেওয়া কহে।

ব্যাখ্যা।—রাম আপন সম্পত্তি শ্যামকে বন্ধক দিলেন। অবিনাশ লিখিয়া দিলেন যে উক্ত সম্পত্তি হইতে বন্ধকি টাকা আদায় না হইলে আমি দায়ী রহিলাম এবং আমার অমুক অমুক সম্পত্তি দায়ী রহিল। এই দায়িত্বকে চার্জ্জ দেওয়া কহে।

১০৫। টাকা বা শস্যাদি বা অন্য কোন মূল্যবান বস্তু লইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা চিরদিনের জন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি কাহারও ভোগাধিকারে দেওয়ার নামই ভোগানুমতি পত্র। (Lease)

---

(১) এই সকল কটকোবালার ষ্ট্যাম্প কোবালার ষ্ট্যাম্পের ন্যায়। কারণ ইহাতে সম্পত্তি বন্ধকদাতার দখলে দেওয়া হয়। কিন্তু যদ্যপি বন্ধকনামায় এমন লেখা থাকে যে "আগামী অমুক দিন মধ্যে যদি আসল মায় সুদ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে না পারি তাহা হইলে এই বন্ধকনামা কোবালার ন্যায় গণ্য হইবে এবং আপনি আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইবেন" তাহা হইলে ষ্ট্যাম্প, তমস্থুকের ন্যায়।

(২) সকল প্রকার বন্ধকনামাই এখন রেজিষ্ট্রী করিতে হয়, নতুবা অসিদ্ধ হইবে। ১৯০৪ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা দেখুন।

(৩) যে কোন দেশের সম্পত্তি এরূপভাবে বন্ধক রাখা চলে। উক্ত কোন প্রদেশের সম্পত্তি না থাকিলেও দলিলেরও মাতব্বরিতে টাকা লওয়া যায়। I. L. R 14 All. 238.

১০৭। স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা মেয়াদী বা বেমিয়াদী হইলে, অথবা তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক খাজনা থাকিলে, কেবল মাত্র রেজিষ্ট্রী করা দলিল দ্বারা সম্পন্ন হইবে। (১)

১১৮। যখন দুইজনে আপনাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির অধিকার পরস্পরকে হস্তান্তরিত করেন, তাহাকে বিনিময় পত্র কহে। (Exchange)

মন্তব্য। এই ধারার নিয়মানুসারে বিনিময় পত্র বিক্রয় কোবালার ন্যায় হইলেও তাহাতে জমিদারী ফি দিতে হয় না। ইহা প্রজাস্বত্ব আইনের ১২ বা ১৮ ধারার নিয়মাধীন নহে।

১২২। স্বেচ্ছাক্রমে এবং কোন মূল্য গ্রহণ না করিয়া কোন সম্পত্তির হস্তান্তরকে দানপত্র কহে। দাতা জীবিত থাকা অবস্থায় দান-কৃত সম্পত্তিতে দখল না লইয়া দানপত্র-গ্রহীতা মারা গেলে দানপত্র অসিদ্ধ হয়।

১২৩। স্থাবর সম্পত্তি দান করিতে হইলে দানপত্র রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। দানপত্রে অন্ততঃ দুইজন সাক্ষী থাকিবে এবং দাতা কর্ত্তৃক বা তাঁহার পক্ষে স্বাক্ষরিত হইবে। (২)

অস্থাবর সম্পত্তির দান রেজিষ্ট্রী করা দলিল অথবা সম্পত্তি সমর্পণ দ্বারা হস্তান্তরিত হইতে পারিবে।

বিক্রীত সম্পত্তি যে ভাবে ক্রেতাকে দেওয়া হয়, ইহাও তদ্রূপ ভাবে হস্তান্তরিত হইতে পারিবে।

(১) ১ বৎসরের অধিক কালের পাট্টা বা কবুলতি ইত্যাদি রেজিষ্ট্রী না হইলে আর সিদ্ধ হইবে না। কেবল ১ বৎসরের জন্য কৃষিকার্য্যের কবুলতির রেজিষ্ট্রী না হইলে চলে। (৩ ধারা ১৯০৪ সালের ৬ আইন।)

(২) দানপত্রে এইরূপ সর্ত্তও থাকিতে পারে যথা "তুমি এই সম্পত্তি ভোগ দখল করিবে মাত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না।" "এই দানের জন্য আমাকে মাসে দশ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিবে" ইহার জন্য আর স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

সপ্তম অধ্যায়।

কোর্ট ফি আইন।

(THE COURT FEES ACT.)

১৮৭০ সালের ৭ আইন।

মন্তব্য।

রেজিষ্ট্রী আফিসে দরখাস্ত আদি করিতে কোর্ট ফি দিতে হয় না, কেবল আপীল করিবার সময় অন্যান্য আদালতে কোর্ট ফি দিবার যেরূপ নিয়ম আছে সেইরূপ দিতে হয়। আমরা নিম্নে যে সকল কোর্ট ফির উল্লেখ করিলাম, তাহাতেই রেজিষ্ট্রী সংক্রান্ত সাধারণতঃ সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

কোন কোন দলিলের রেজিষ্ট্রীকালে উকিল বাবুরা ওকালতনামা দাখিল করিয়া দলিলদাতা বা গ্রহীতার পক্ষ সমর্থন করিতে উপস্থিত হন। কলিকাতা, হাওড়া আলীপুর বা শিয়ালদহ আফিসে ব্যারিষ্টার প্রভৃতিও আসেন। রেজিষ্ট্রী আইনে উকিলদের ওকালতনামা দাখিল করিয়া কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা আদৌ নাই। উক্ত আইনের ৩৩ ধারায় যে মোক্তারনামায় উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্য মোক্তার নামা অগ্রাহ্য। (১)

৭ ধারা—ডিক্রীর নকল ...

দাবি ৫০৲ টাকার কম হইলে ... ৷৹

তাহার অধিক হইলে ... ১৲

১০ ধারা—উইল প্রোবেট (দরখাস্তের সহিত উইল সংযুক্ত থাকুক বা না থাকুক) ... সম্পত্তির মূল্যের উপর শতকরা ২৲ টাকা।

---

(১) ৭২ ও ৭৩ ধারার মোকর্দ্দমায় একই রকমের খরচা দিতে হয়।

(সিডিউল ২)

১ ধারা—দরখাস্ত	...	...	...	৴৹
১ (খ) আপীল দায়ের করিবার খরচা			...	॥৹ (১)
১৹ মোক্তার নামা (২)		...	...	॥৹

(1) A Muktearnama or Vakalatnama filed for conducting any case before a Revenue Court, and duly stamped under this article authorises the taking back of any document which has been filed, or for the receipt of money, provided such authortity be given in the Muktearnama or Vakalatnama "Boards Cir" No 4 of May 1882.

(2) A document authorising a pleader to apply for copies of paper from Collector's office is properly stamped with 8 annas and does not require to be stamped as a power of attorney under Art 50 (b) Schedule I, Act I 1879 (I. L. R 9 Mad. 946)

অষ্টম অধ্যায়।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন।

(THE BENGAL TENANCY ACT.)

ইহা ১৮৮৫ সালের ৮ আইন। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কতকগুলি দলিলের এই আইনের নিয়মানুযায়ী কার্য্য না হইলে তাহাদের রেজেষ্ট্রী কার্য্য সম্পাদিত হয় না।

যে কয়েকটি ধারার সহিত রেজিষ্ট্রী বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইয়াছে।

১২ ধারা (১) ডিক্রীজারী ক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা পত্তনি বা অন্য মধ্যস্বত্ব সংক্রান্ত আইন মত নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া কোন কায়েম মধ্যস্বত্বের হস্তান্তর, বিক্রয়, দান বা ভোগ বন্ধকক্রমে (usufructuary mortgage) করিতে হইলে তাহা কেবল রেজিষ্টারী করা নিদর্শন পত্র দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

(২) দলিল রেজিষ্টারী করিবার যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, সেই আইনমত যে কোন ফি দিতে হয়, তদতিরিক্ত রেজিষ্টারীকরণের কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দিষ্ট টাকা পরিমিত পরওয়ানার ফি ও অতঃপর ভূম্যধিকারীর ফি বলিয়া অভিহিত নিম্নলিখিত ফী দেওয়া না গেলে, যে নিদর্শন পত্র দ্বারা বিক্রয়, দান বা বন্ধকক্রমে, চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব (১) হস্তান্তর করা যায় বা করিবার অভিপ্রায় থাকে, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ সেই নিদর্শনপত্র রেজিষ্টারী করিবেন না।

---

(১) পত্তনি তালুক, মৌজা ইত্যাদি যাহা জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয় তাহাই "মধ্যস্বত্ব"। মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া লইলেও তাহা "মধ্যস্বত্ব"। ইহা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করা যায়। চাষ আবাদ জন্য যিনি জমি বন্দোবস্ত লইবেন তিনি "রায়ৎ" কিন্তু ঐ জমি ১০০/ বিঘার বেশী হইলে তাহাও মধ্যস্বত্ব মধ্যে গণ্য। কিন্তু প্রজাবিলির দ্বারা ভোগ দখল করিবার অভিপ্রায়ে ১০০/ বিঘার কম জমি যদ্যপি বন্দোবস্ত লওয়া যায় তাহা হইলে তাহাও মধ্যস্বত্ব মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। ব্রহ্মত্তর ও পীরোত্তর জমি সম্বন্ধেও এই নিয়ম বর্ত্তিবে।

(ক) উক্ত মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে খাজনা দিতে হইলে, উক্ত মধ্যস্বত্বের বার্ষিক খাজনার উপর শতকরা ২৲ দুই টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ ফী ১৲ এক টাকার কম কিম্বা ১০০৲ একশত টাকার অধিক হইবে না। (১)

(খ) উক্ত মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে খাজনা দিতে না হইলে ২৲ দুই টাকা ফী দিতে হইবে। (২)

১৮ ধারা। কোন কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীর যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয় মৌরসী মোকররী রাইয়তী স্বত্বের যোতের হস্তান্তর সম্বন্ধেও সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে। (৩)

(১) খাজনা ৫০৲ টাকার উর্দ্ধ হইলে শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে যাহা দেয় হয় তাহাই দিতে হইবে। হিসাব কালে আনা পর্য্যন্ত ধরা হইবে, পাই বাদ যাইবে অর্থাৎ পাই আছে বলিয়া তাহা বাড়াইয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। (See B. T Rule 5 (2)

(২) খাজনা দিতে হয় না নিষ্করে। নিষ্কর দুই প্রকার। সিদ্ধ নিষ্কর (Revenue free property) এবং সাধারণ নিষ্কর (Rent free property) গভর্ণমেণ্ট হইতে যাহা রাজকর (Revenue) হইতে মুক্ত তাহা এবং ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্টের পূর্ব্বে নবাব বা জমিদার কর্ত্তৃক দান হইয়া থাকিলেও তাহা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য। ইহা কালেক্টরীর B Register ভুক্ত। ১৭৯৩ সালের ১০ আইনের ১৫ ধারা অনুসারে ইহা তায়দাদভুক্ত হয়। রোডশেষ তায়দাদভুক্ত নিষ্কর সে নিষ্কর নহে।

ব্রাহ্মণের ভরণ পোষণ বা দেব সেবার জন্য এতদ্দেশীয় রাজা বা জমিদারেরা অনেক সম্পত্তি নিষ্কর ভাবে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দত্ত নিষ্কর সম্পত্তির হস্তান্তর করণের ফী তাঁহাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু রেজিষ্ট্রী বিভাগের একটী সার্কুলার (Cir 17 of 1899) আছে তাহাতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, পক্ষেরা যদ্যপি কোন ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অবগত না থাকেন তাহা হইলে আর জমিদারী ফি দিতে হয় না। কিন্তু কাল ধর্ম্মের প্রভাবে ইহার দোহাই দিয়া অনেকে নিষ্করে জমিদারী ফি ফাঁকি দিয়া থাকেন।

(৩) রায়ত প্রজাবিলির দ্বারা ভোগ দখল করিলেও এই বিধান খাটিবে। এই ধারা অনুসারে কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীর যে স্বত্ব মোকররী রাইয়তেরও তাই।

বাস্তু ভিটা পুষ্করিণীতে জমিদারী ফি দিতে হয় না, কিন্তু চাষের জন্য জমী লইয়া তাহাতে বাস করিলে বা বাগান প্রস্তুত করিলে বা পুষ্করিণী খনন করিলে তাহার জন্য জমিদারী ফি দিতে হইবে। রাইয়তি জমার অন্তর্ভূক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলে জমিদারী ফি দিতে হয়। ফলের বাগানে জমিদার ফি একেবারেই দিতে হইবে না। কিন্তু কলা বাগান, বেগুন বা মূলা ক্ষেত প্রভৃতিতে জমিদারী ফি জমীদারীর নজরআনা ব্যতীত নোটিশ পাঠাইবার জন্য ॥০ আনা হিসাবে ফি দিতে হয়। যদি

৮৫ ধারা (ক) জমিদারের সম্মতি ভিন্ন রেজিষ্ট্রীযুক্ত পাট্টার দ্বারাও কোন রাইয়তি স্বত্বের জমার কোরফা বন্দোবস্ত কোন কার্য্যকর নহে।

(খ) কোন প্রজা ৯ বৎসরের অধিক মিয়াদ করিয়া কোন কোর্‌ফা বন্দোবস্ত করিলে সে দলিল রেজিষ্ট্রী জন্য গৃহীত হইবে না। (১)

১৭৬ ধারা। প্রজা সম্পত্তিতে দায়সংযুক্ত (encumbrance) করিয়া অর্থাৎ ১৬১ ধারার বিধান মতে স্বীয় স্বত্ব কোন প্রকারে হস্তান্তর ইত্যাদি করিয়া জমিদারকে তৎসংবাদ দিবার জন্য রেজিষ্ট্রী আফিসে উপযুক্ত ফী দিলে আফিস হইতে সেই দলিলের নকল জমিদার বরাবর পাঠান যায় (২)

একাধিক ভূম্যধিকারী থাকেন তাহা হইলে প্রত্যেকের জন্য ॥• আনা হিসাবে নোটিশ খরচা দিতে হয়। টাকা পাঠাইবার মনিঅর্ডার খরচাও পক্ষকে দিতে হয়। একাধিক জমিদারের যদ্যপি ২৮৮ ধারা অনুসারে নিযুক্ত ম্যানেজার থাকেন তাহা হইলে একটী মাত্র নোটিশ সেই ম্যানেজারকে পাঠাইলেই চলে। (See rule 29A)

গবর্ণমেণ্টের খাস মহলের যে সকল সম্পত্তি মোকররী মৌরসী বা নিষ্করে বিলি আছে তাহার জমিদারী ফি গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। (Read Board of Revenue No 414 A of 1888)

বহু জমিদার স্থলে তাঁহাদের অংশমত প্রাপ্য জেলার কালেক্টর সাহেব স্থির করিয়া দেন। কোন সম্পত্তির অংশ বিক্রয় হইলেও সেই হস্তান্তর জন্য ভূম্যধিকারীর ফি দেয়। (Board of Revenue No 114 A of 1888।

১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল কোন জমি ভোগ দখল করিলে ভূম্যধিকারী আর সে প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারেন না। ঐরূপ প্রজার সেই ভূমিতে যে স্বত্ব জন্মায় তাহার নাম "দখলী স্বত্ব।"

(১) ৯ বৎসরের অধিক মিয়াদের পাট্টা বা কবুলতি রেজিষ্ট্রীর জন্য দাখিল হইলে সবরেজিষ্ট্রার তাহার পৃষ্ঠে ইহা রেজিষ্ট্রীর অযোগ্য এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া দলিল দাখিলকারীকে ফেরত দেন। জমিদার ও লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর বা সিদ্ধ নিষ্করভোগী প্রভৃতি ভিন্ন অপর কেহ আপনাপন সম্পত্তি মোকররী মৌরসী বিলি করিতে পারেন না, অর্থাৎ রায়তি স্বত্বের মোকররী বন্দোবস্ত নাই। যাহা tenancy তাহারই মোকররী বিলি হইবে। Vide Calcutta Law Journal Vol. XV Page 144

বে-মেয়াদি কবুলতি রেজিষ্ট্রী হইয়া থাকে। তাহা উক্ত ধারা মতে ফেরত হইতে পারে না। .. G's Cir. 19 of 1873.

(২) ইহার ফি ইত্যাদির জন্য ১৭৬ ধারা ও rule 38 A পাঠ করুন।

নবম অধ্যায়।

তামাদি আইন।

(THE INDIAN LIMITATION ACT.)

১৮৭৭ সালের ১৫ আইন।

১। ইংরাজি মাস ও বৎসর ধরিয়া তামাদির কাল গণনা করিতে হইবে। (১)

২। যে দিবস নালিশের কারণ জন্মায়, তাহার পর হইতে তামাদির কাল গণনা আরম্ভ হইবে। (২)

৩। তামাদির কাল যদি কোন বন্ধের মধ্যে শেষ হয় তাহা হইলে আদালত খুলিবার দিন পর্য্যন্ত তামাদি হয় না। (৩)

৪। কোন দাবি তামাদি হইবার পূর্ব্বে প্রতিপক্ষ যদি তৎসম্বন্ধে লিখিত একরার দিয়া স্বাক্ষর করিয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ একরারের তারিখ হইতে নূতন তামাদির কাল গণনা করিতে হইবে।

---

(১) দলিলে বাঙ্গালা তারিখ ও মাস লেখা থাকিলে দেখিতে হইবে যে সেই দিন ইংরাজী মাসের কোন তারিখ এবং সেই ইংরাজী তারিখ হইতে তামাদির কাল ধরিতে হইবে। চার মাস পরে দেয়, এমন ভাবের কোন দলিলের তামাদির কাল গণনা করিতে হইলে ঐ চার মাস শেষ হইবার পর সেই দলিলের জন্য যে তামাদির সময় আছে তাহা অতীত হওয়া পর্য্যন্ত বুঝাইবে সুতরাং খত বা বন্ধকনামার যে মিয়াদ থাকে তাহা শেষ হইয়া কড়ারের পর হইতে তামাদির সময় গণনা করিতে হইবে।

(২) অর্থাৎ প্রথম দিন বাদ দিতে হইবে। ১লা জানুয়ারি হইতে ১ মাস বলিলে অপর মাসের ১লা তারিখ অর্থাৎ ১লা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত বুঝাইবে। (See Sec. 9 (r) of the General Clauses Act.)

(৩) দলিল রেজিষ্টারির সময় ৪ মাস; সেই চার মাসের শেষ দিন যদি রবিবার বা কোন বন্ধের মধ্যে পড়ে তাহা হইলে যে দিন রেজিষ্ট্রী আফিস খুলিবে, সেই দিন পর্য্যন্ত সে দলিল রেজিষ্টারির দিন আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু আপিলের ৩০ দিন ধরিবার সময় এ নিয়ম খাটিবে না।

নিম্নলিখিত পর্ব্বদিন উপলক্ষে রেজিষ্ট্রী আফিস বন্ধ থাকে।

১।	প্রতি রবিবার				
২।	ইংরাজী বৎসরের প্রথম দিন				
	(১লা জানুয়ারী	…	পৌষ	১	দিন
৩।	শ্রীপঞ্চমী	…	মাঘ	১	"
৪।	দোলযাত্রা	…	ফাল্গুন	১	"
৫।	গুডফ্রাইডে	…	চৈত্র	২	"
৬।	চৈত্র সংক্রান্তি	…	চৈত্র	১	"
৭।	মহারাজার জন্মদিন	…	জুন	১	"
৮।	দশহরা	…	জ্যৈষ্ঠ	১	"
৯।	জন্মাষ্টমী	…	ভাদ্র	১	"
১০।	মহালয়া	…	আশ্বিন	১	"
১১।	দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা	…	আশ্বিন—কার্ত্তিক	১২	"
১২।	কালীপূজা	…	কার্ত্তিক	২	"
১৩।	জগদ্ধাত্রীপূজা	…	কার্ত্তিক	২	"
১৪।	বড়দিন	…	পৌষ	৮	"
১৫।	ইতুল ফিতার	…		১	"
১৬।	ইতুজ্জোহা	…	…	১	"
১৭।	মহরম	…	…	২	"
১৮।	ফতিয়া দুয়াজদহম	…	…	১	"

এতদ্ব্যতীত প্রতি মাসের শেষ শনিবার এবং স্থানীয় ছুটী (Local Holiday) ইত্যাদি উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন জেলার নির্দ্দিষ্ট ছুটি অনুসারে রেজিষ্ট্রী আফিস বন্ধ থাকে।

দশম অধ্যায়।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ।

(THUMB IMPRESSIONS.)

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ অধুনা রেজিষ্ট্রী ও অন্যান্য বিভাগের সনাক্তের প্রধান উপাদান বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

অঙ্গুলীর ছাপের নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা বিশিষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে সনাক্তের এমন সুন্দর প্রমাণ আর নাই। ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া এভিডেনস আইনে (Evidence Act) ৭৩ ধারা মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইবে বলিয়া ১৮৯৯ সালে ৫ আইন জারি করিয়াছেন এবং যাহাদের ছাপ নির্ণয়ের পারদর্শিতা আছে (Expert) তাঁহাদের উক্তি প্রমাণ স্বরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথমে পুলিস ডিপার্টমেণ্টে এই প্রথার প্রচলন হয়, তাহার পর হইয়াছে রেজিষ্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্টে। প্রথমে তর্জ্জনি ও মধ্যমার ছাপ লওয়া হইত, তাহার কিছুদিন পর হইতে বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লওয়া হইতেছে।

দেখা যায় যে ভারতবর্ষে মহিলাদিগের দলিলাদিতে টীপ সহি দিবার প্রথা আছে; এই প্রথা কত দিনের তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে ইহার প্রচলন হইয়াছে মুসলমানদিগের দলিল দস্তাবেজে পাতসাহদিগের পাঞ্জা সহি হইত, তাহা দেখিয়া কোন্ পাঞ্জা কোন্ বাদসাহের, তাহা অনেকে বলিতে পারিতেন। সহি অপেক্ষা ইহা জাল করা সহজ নহে বলিয়া বোধ হয় এই প্রথার প্রচলন হইয়াছিল।

মাননীয় হার্সেল সাহেব যখন বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার ছিলেন, তখন তিনি দেশের জাল জালিয়তীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে কাহারও হাতের লেখার মত ঠিক লেখা বড় কঠিন কাজ নহে, কিছুদিন অভ্যাস করিলে সকলেরই হাতের লেখা দেখিয়া তাহার মত লেখা যাইতে পারে

এবং সেই জন্য এদেশে অনেক জাল জালিয়াতি হইত কিন্তু তাহার প্রতিকার ছিল না। অভাব আবিষ্কারের জনক, কোন বিষয়ের অভাব হইলেই তাহা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা মানুষের মনে আপনা হইতেই আইসে। জাল জালিয়তির প্রতিকার জন্য তিনি এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা এবং পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক নর নারীর বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপের সহিত অন্যের বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ কিছুতেই মিলিবার নহে। তদভিপ্রায়ে তিনি অঙ্গুলির ছাপের পরীক্ষা করিতে থাকেন ও হুগলি জেলার রেজিষ্ট্রী বিভাগে সর্ব্বপ্রথম ইহার প্রচলন করেন এবং অন্যান্য জেলায় ইহার প্রবর্ত্তন মানসে গভর্ণমেণ্টকে অনেক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই, অধিকন্তু তিনি অবসর লইয়া বিলাত গমন করিবার পর হুগলী হইতেও ঐ প্রথা রহিত হইয়া যায়।

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ গ্যাণ্টন সাহেব হার্সেল সাহেবের মতানুবর্ত্তী হইয়া এই প্রথার পরীক্ষা কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ ও আগ্রহের সহিত ব্রতী হইলেন। তিনি প্রায় এক লক্ষ লোকের অঙ্গুলীর ছাপ মিলাইয়া কাহারও সহিত কাহারও মিল দেখিতে পান নাই। তিনি বলেন নবজাত শিশুর অঙ্গুলির ছাপ তাহার বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সমানভাবে থাকে, কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। অধিক কি মনুষ্যের মৃত্যুর পর যে পর্য্যন্ত মাংস গলিত হইয়া না যায় সে পর্য্যন্ত ছাপ ঠিক থাকে। সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ইজিপ্ট দেশীয় লোকের মৃত দেহ মামির (mummies) অঙ্গুলি দৃষ্টে এখনও ছাপ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল পূর্ব্বে মৃত বানর ও বন মানুষের সংরক্ষিত (preserved) মৃত দেহে অঙ্গুলির ছাপ বেশ স্পষ্ট থাকে। *

আমরা নিম্নে অঙ্গুলির ছাপের দ্বারা কি করিয়া একটী ভীষণ হত্যাকাণ্ডের নিরাকরণ হয় তাহার একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম, তদ্দৃষ্টে অঙ্গুলির ছাপের যে কি উপকারিতা তাহা সহজেই সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

জলপাইগুড়ির একটী চা বাগানের জনৈক সাহেব ম্যানেজারকে কে হত্যা করে। পুলিশ যাইয়া দেখেন যে তিনি গলাকাটা অবস্থায় পড়িয়া আছেন

*"Finger prints and the detection of crimes in India" a paper read by Mr. M Galton before the British Association Meeting Dov : 1892.

এবং তাঁহার ক্যাশ বাক্সের কাগজ পত্র ঘাঁটিয়া কে টাকা কড়ি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

প্রথমে বাগানের একটি কুলির উপর সন্দেহ হয়, কারণ তাহার কাপড়ে রক্ত চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। সাহেবটির একটী কুলি রমণীর সহিত অবৈধ প্রণয় থাকায় তাহার আত্মীয় স্বজনের উপরও সন্দেহ হয়; আরও সন্দেহ হইয়াছিল একদল ভ্রমণকারী কাবুলিদের উপর। সাহেব তাঁহার একটী পুরাতন চাকরকে কোন দুষ্কর্ম্মের জন্য জেলে দিয়াছিলেন, তাহার উপরও সন্দেহ হয়। সেই চাকরটা এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পুর্ব্বে জেল হইতে খালাস হইয়াছিল। তদন্তে জানা যায় যে কুলী সাহেবকে হত্যা করে নাই। সাহেবের বাবুর্চ্চী বলে তাহার মুনীবের খাদ্য প্রস্তুত জন্য একটা পায়রা কাটা হইয়াছিল, সেই পায়রার রক্ত কুলীর গায়ে লাগে। রাসায়নিক পরীক্ষক মহাশয়ও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ক্রমে কাবুলী ও সেই রমণীর আত্মীয়গণের উপর যে সন্দেহ হইয়াছিল তাহা বিদূরিত হয়। দৈব ঘটনাক্রমে সাহেবের কাগজ পত্রের একস্থানে দুইটী সামান্য দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাগনিফাযিং গ্লাস সাহায্যে দেখা যায় যে তাহা কোন একটি লোকের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ। বাঙ্গালার পুলিশ বিভাগে কতকগুলি কয়েদির অঙ্গুলের ছাপ রাখা হয়, সেই সকল ছাপের সহিত উক্ত ছাপটা মিলিইয়া দেখা যায় যে সে ছাপ সাহেবের কয়েদ খালাসী সেই পুরাতন চাকরের। তাহার নাম ছিল কাঙ্গালীচরণ। কাঙ্গালীচরণকে বীরভূম জেলায় গ্রেপ্তার করা হয়, তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপের সহিত সেই ছাপও মিলিয়া যায়। রাসায়নিক পরীক্ষকও সেই কাগজের দাগগুলিকে মনুষ্যের রক্ত চিহ্ন বলিয়া স্থির করেন। অতএব দেখা যায় যে এই Thumb Impressionএ রহস্য নির্ণিত না হইলে ইহা কত অন্ধকারে রহিয়া যাইত। এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ সে সমস্ত উল্লিখিত হইবার উপায় নাই।

রেজিষ্ট্রী আফিসে যাঁহারা রেজিষ্ট্রী করিতে আসেন, তাঁহারা রেজিষ্ট্রারের পরিচিত না হইলে, তাঁহাদিগকে বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপ দিতে হয়। টিপ দিতে অস্বীকার করিলে রেজিষ্ট্রী নামঞ্জুর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বিলাতী সাহেব ও মেমদিগের টিপ লইবার প্রথা নাই এবং সবরেজিষ্ট্রার মনে করিলে

কোন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোককেও টিপ দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন। *

রেজিষ্ট্রী বিভাগে বিশেষ সতর্কতার সহিত টিপ লইবার নিয়ম আছে কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইয়া উঠে না। নিয়ম আছে একখানি দলিলের রেজিষ্ট্রী কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তবে আর একখানি দলিলের রেজিষ্ট্রী কার্য্য আরম্ভ হইবে। দলিলে রেজিষ্ট্রী ও সনাক্তকারীর সহি ও রেজিষ্ট্রীকারীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লওয়া শেষ না হইলে আর রেজেষ্ট্রী কার্য্য শেষ হওয়া বলা চলে না। একজন শিক্ষিত রেজিষ্ট্রীকারীর এই সকল কার্য্য শেষ হইতে অন্ততঃ আট দশ মিনিট সময় লাগে। অশিক্ষিত লোকের সময় আরও অনেক বেশী লাগিয়া থাকে। এ অবস্থায় রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক যদ্যপি প্রত্যেকের কার্য্য শেষ হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করেন তাহা হইলে আর তাঁহার কার্য্য করা চলে না, সুতরাং রেজিষ্ট্রী হইয়া যায় এবং যে আমলা টিপ লইবার ভারপ্রাপ্ত তিনি দলিলের লিখিত লোকের নাম ডাকিয়া টিপ লইয়া থাকেন সেই ভিড়ের সময় দুষ্ট লোকে মনে করিলে একজনার পরিবর্ত্তে অপরের টিপ দেওয়াইয়া দিতে পারেন।

তাহার উপর রেজিষ্ট্রী কর্ম্মকারক বা তাঁহার অধীন লোকের অসাবধানতায় কি না হইতে পারে? তাঁহারা যদ্যপি ঠিক লোকের টিপ লওয়া হইল কি না তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখেন তাহা হইলে রামের টিপ শ্যাম দিয়া যাইতে পারে। ইহা কবি-কল্পনা নহে। কিন্তু উপায় নাই। গভর্ণমেণ্ট ইহার কোন প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমলার সংখ্যা বাড়াইয়া দিলে হয়, কিন্তু তাহাও ব্যয়সাপেক্ষ।

১৮৯৭। ৯৮ সালের বর্দ্ধমান বিভাগের এডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে লিখিত হয় যে শিউড়ির সদর আফিসে টিপ লওয়ার বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হইয়াছে। টিপ লওয়ার ভার দপ্তরীর উপর ছিল। সে যার তার টিপ লইয়া টিপের বই পূর্ণ করিত। ঢাকা বিভাগেও ঐরূপ গোলযোগ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক লোকের

* See I. G's Circular No 95 of 1896.

টিপ লওয়া না হইলে ইহার কোন মূল্য নাই এবং আদালতে টিপের যে আদর আছে তাহা আদৌ থাকিতে পারে না। *

কলিকাতার রেজিষ্টী আফিসে একটি পর্দ্দানসিন স্ত্রীলোক একখানি বিক্রয় কোবালা রেজিষ্ট্রী করিতে যান। স্ত্রীলোকটী গাড়ীর মধ্যে ছিলেন, সঙ্গে একটা ঝি ছিল। রেজিষ্ট্রীর পর চাপরাসী যখন টিপ লইতে যায়, তখন বাম হস্তটা বাড়াইয়া দিতে বলে, ঝি না বুঝিয়া তাহার নিজের হাতটা বাড়াইয়া দেয়। কিছু দিন পরে এই সুযোগ পাইয়া রেজিষ্ট্রীকারিণী বলেন যে তিনি রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন নাই, ঐ দলিল জাল। ক্রেতার নামে ফৌজদারি মোকর্দ্দমা রুজু হয়। পরে ক্রেতা দায়ে পড়িয়া বিক্রয়কারিণীকে ৩০০০৲ টাকা দিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া লয়েন। এই সকল দেখিয়া মনে হয় যাহাতে ঠিক লোকের টিপ লওয়া হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাহাদের সাপক্ষে দলিল রেজিষ্ট্রী হয়, তাহাদের দেখা কর্ত্তব্য যে ঠিক লোকের টিপ লওয়া হইল কি না।

বালির উপর স্রোতের জল বহিয়া গেলে তাহাতে যে এক প্রকার রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্যের প্রত্যেক অঙ্গুলির অগ্রভাগে সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গুলে কালি দিয়া ছাপ তুলিলে তাহা সুস্পষ্ট হয়।

যে চিহ্নগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটী উন্নত আর একটী অবনত। অর্থাৎ লাঙ্গল দিলে মাটীর যেমন একভাগ উচ্চ ও আর ভাগ ভাগ নীচু থাকে ইহা ঠিক সেইরূপ। সেই উচ্চ অংশের নাম রিজ (ridge)। অঙ্গুলির ছাপে আর একটী দাগ দেখিতে পাওয়া যায়; অঙ্গুল কাটিয়া গেলে বা রেখার উপর ভাঁজ পড়িলে পরে তাহা দেখা যায়। সেই ভাঁজকে ক্রীজ (crease) কহে। কাটা চিহ্ন সূত্রবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার বিশেষ কোন নাম নাই। কোন দুইটী অঙ্গুলির ছাপ মিলাইতে হইলে কাটা দাগে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার আবশ্যক নাই। তবে রেখা মিলিয়া গিয়া যদ্যপি crease ও কাটা দাগও মিলে তবে আরও ভাল হয়।

---

*Read paragraph 8 of the Government Resolution on the Adminis tration Report of the Burdwan division of the year 1897—98.

ছাপ দুই প্রকারের :—১। সোজা—(plain) অর্থাৎ অঙ্গুলিতে কালি লাগাইয়া তাহা কোন কাগজের উপর ঠিক বসাইয়া দিলে যে ছাপ উঠে তাহাই সোজা ছাপ।

২। ঘোরান—(rolled) এই ঘোরান ছাপই রেজিষ্টারি বিভাগে লওয়া হয়, অতএব তাহার বিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন।

ঘোরান ছাপ লইতে হইলে কালির পাত্রে বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটী উপুড় করিয়া নখের দিকের পাশ হইতে অঙ্গুলী বাঁকাইয়া ঐ নখের অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত কালি মাখাইয়া লইতে হয় এবং সেই অঙ্গুলিটী কাগজে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আস্তে আস্তে বাঁকাইয়া ছাপ তুলিতে হয়। জোর দিলে বা আঙ্গুলে বেশী কালি মাখাইলে ছাপ স্পষ্ট হয় না।

ছাপ তুলিবার সময় নখের দিক সম্মুখ দিকে থাকিবে, তাহার পর অঙ্গুলিটী ঘুরাইয়া ঠিক অপরদিকে না যাইবে এবং অঙ্গুলির অপর দিক যখন সম্মুখ দিকে পুরাভাবে ঘুরিয়া আসিবে তখন অঙ্গুলি তুলিয়া লইলেই ছাপটী তোলা হইবে।

একটী মোটা টীনে বা শ্লেটে, যে কালিতে বই ছাপা হয়, সেই কালি খুব পাতলা করিয়া লাগাইবে, কালি যত পাতলা করিয়া আঙ্গুল বা রুল দিয়া ঘসিয়া লওয়া যায়, ছাপ তত স্পষ্ট হয়। শ্লেট বা টীনে কোন প্রকার ময়লা বা ধূলা যাহাতে লাগিয়া না থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

অঙ্গুলির ছাপগুলিকে সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা:—আর্চ (Arches), লুপ (Loops), হোরল্ (whorls) এবং কম্পোজিট (Composites)

আর্চ (Arches)—আর্চে সূক্ষ্ম রেখাগুলি এক দিক হইতে অপর দিকে ধনুকের মত ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া গিয়াছে, কোন প্রকার ঘোরা ফেরা ভাব নাই। ইহা দেখিতে কতকটা ধনুকের মত বলিয়া সম্ভবতঃ ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

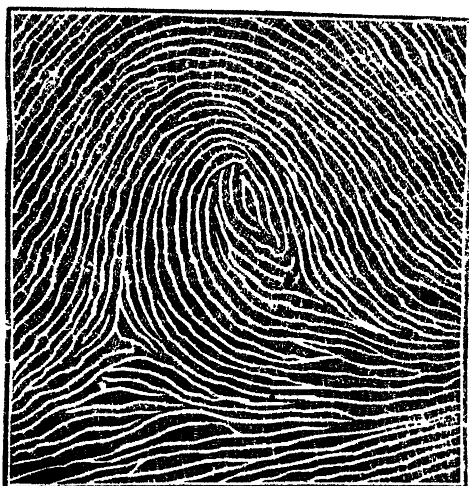
নিম্নের চিত্রে সাধারণ আর্চ্চ দেখান হইয়াছে। আর এক প্রকার আর্চ্চ আছে যাহাকে টেণ্টেড (tented) আর্চ্চ কহে। ইহা দেখিতে তাঁবুর (tent) মত বলিয়া উহার ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে।

চিত্র নং ১



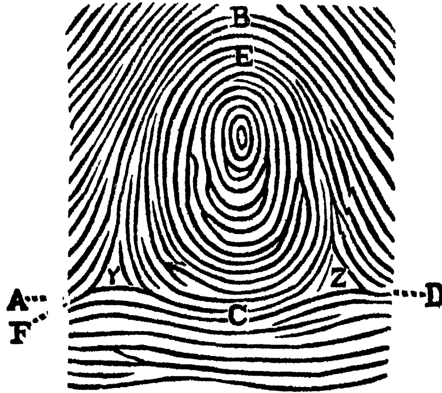
লূপ্ (Loops) লুপে কতকগুলি সূক্ষ্ম রেখা পাশের দিকে ঘুরিয়া আসে। ইহাতে একটী ডেল্‌টা (Delta) "ব"এর আকার আছে।

চিত্র নং ২



হোয়েল (whorls)—ইহাতে রেখাগুলি ঘুরিয়া আসে এবং দুই দিকে দুইটী ডেল্‌টা থাকে।

চিত্র নং ৩



কম্পোজিট (composites) ইহাতে উপরে যে কয় প্রকারের ছাপের নাম উল্লেখ করা গেল, তাহাদের পরস্পরের সংযোগে যে ছাপ হয়, তাহাকে "কম্পোজিট" বলে, অর্থাৎ যেমন খানিকটা লুপ খানিকটা হোরল ইত্যাদি ইহার আবার শ্রেণী বিভাগ আছে, তবে সেরূপের ছাপ বিরল বলিয়া তাহার বিশেষ উল্লেখ করা গেল না।

ডেল্টা (delta or outer terminus) এবং ভিতরের শেষ চিহ্ন (point of core or inner terminus) কি তাহা জানা আবশ্যক। ৩নং চিত্রে দেখান হইয়াছে যে সূক্ষ্ম রেখা Y চিহ্ন হইতে বাঁকিয়া গিয়াছে। এবং Y B নিম্নে নামিবার পূর্ব্বে উপরে উঠিয়াছে এবং Y C দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন দিকে রেখাগুলি গমন জন্য Y চিহ্নিত স্থানে ডেল্টা হইয়াছে। সেইরূপ আবার D রেখা যে স্থানে বাঁকিয়া গিয়াছে, সেই স্থানে আবার একটু উল্টা হইয়াছে। একত্রে দুইটী রেখা দুই দিকে যাইয়াও ডেল্টা হয়। সেই জন্য এই চিত্রের Z স্থলে ডেল্টা হইয়াছে।

চিত্র নং ৪



ডেল্টা বুঝান হইয়াছে। এখন ভিতরের শেষ চিহ্ন কি তাহা জানা আবশ্যক। উপরের চিত্রে O চিহ্নিত স্থানটী ভিতরের চিহ্ন। সেখানে ঐ ভাবের রেখা শেষ হইয়াছে তাহাই শেষ চিহ্ন বলিয়া গণ্য।

কোর (core) পয়েণ্ট অফ কোর (point of core) এবং ইনার টার-মিনাস (Inner terminus) এই গুলি বুঝিয়া রাখা আবশ্যক।

কোর (core) শেষ চিহ্ন—

লুপের শেষ চিহ্ন সম বা অসম রেখা (rod) বিশিষ্ট হইতে পারে। সে রেখাগুলি পরস্পরের সংযুক্ত নহে যথা :—

চিত্র নং ৫



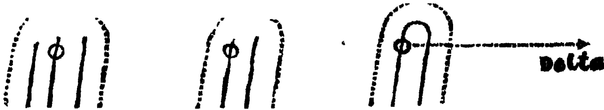
ঊর্দ্ধ রেখাগুলি যেখানে শেষ হইয়াছে তাহাই শেষ চিহ্ন অর্থাৎ (point of core) ঐ সকল রেখা ঊর্দ্ধ দিকে সংযুক্তও হইতে পারে যথা :—

চিত্র নং ৬



ইহাকে ষ্টেপল (staple) বলে। উর্দ্ধ দিকে যেখানে পরস্পরে সম্মিলিত হইয়াছে উহাই শেষ চিহ্ন (point of core) প্রকৃত প্রস্তাবে point of corc আর inner terminus একই বস্তু।

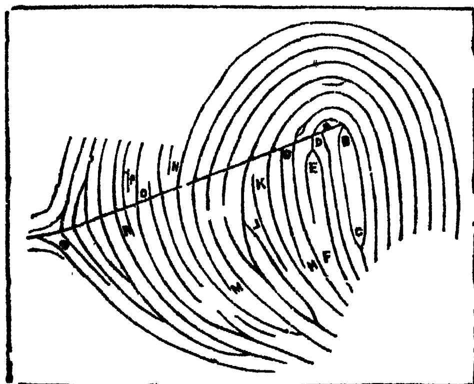
চিত্র নং ৭



যেখানে কোরের সংখ্যা অসম, সেখানে মধ্যের দাঁড়ির উপর পয়েণ্ট-অফ-কোর নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। দাঁড়ি যদ্যপি উর্দ্ধে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে দিক ডেল্টা অর্থাৎ "ব" চিহ্ন হইতে দূরবর্ত্তী, তাহাই শেষ চিহ্ন অর্থাৎ পয়েণ্ট অফ-কোর বলিয়া স্থির করিতে হইবে। যদ্যপি অনেকগুলি দাঁড়ি চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তী দুইটার উর্দ্ধ সংযুক্ত ভাবে আছে বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে যেটী ডেল্টা হইতে দূরবর্ত্তী, তাহাই শেষ চিহ্ন বিবেচনা করিতে হইবে। উপরের চিত্রে ডেল্টা কোন দিকে আছে তাহা দেখান হইল।

রেখা গণনা। একটী আঙ্গুলের ছাপের সহিত সেই জাতীয় আর একটী ছাপ মিলাইতে হইলে তাহার রেখা গণনা করিয়া দেখিতে হয়। আমরা একটী লুপ শ্রেণীর ছাপের রেখা গণনা করিয়া দেখাইলাম।

চিত্র নম্বর ৮



এখানে S এবং B দুইটী শেষ চিহ্ন। B রেখার সংযোগ স্থল, সুতরাং সেই স্থান হইতে B শাখা পর্য্যন্ত একটী দাঁড়ি টানা হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে S হইতে B পর্য্যন্ত কয়টী রেখা, একটী সুচ বা ষ্টিল পেন দিয়া গণিয়া দেখিলে ১৭টী রেখা দেখা যায়। গণনায় শেষ দুটী রেখা বাদ পড়িবে। G চিহ্নিত রেখা উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত নাই বলিয়া সেটীও বাদ দেওয়া হইয়াছে। সুধু চক্ষু দ্বারা গণনা সহজসাধ্য নহে, সেই জন্য ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ব্যবহার কর্ত্তব্য!

একাদশ অধ্যায়।

কণ্ট্রাক্ট আইন।

THE CONTRACT ACT (IX of 1872).

২৫ ধারা। স্বাধ্য হেতু (consideration) ব্যতীত কোন একরার (agreement) ব্যর্থ (void) কিন্তু যদ্যপি কেহ স্বাভাবিক ভালবাসা বা স্নেহ প্রযুক্ত কাহাকেও বিনা consideration এ কোন একরার লিখিয়া তাহা আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ।

(১) ক বিনা হেতু বা কারণে (consideration) খ—কে ১০০০৲ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিতেছেন এ একরারনামা অসিদ্ধ।

(২) ক স্বাভাবিক স্নেহ বা ভালবাসা প্রযুক্ত তাঁহার সন্তান খ—কে ১০০০৲ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া সেই একরারনামা লিখিত পঠিত করিয়া রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলে তাহা ফলপ্রদ। ইহা কণ্ট্রাক্ট মধ্যে গণ্য হইবে। *

* এই আইনের অনেক ধারার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সে সম্বন্ধে অনেক বিষয় "দলিল সম্পাদন কাহাকে বলে" শীর্ষক উপদেশ মধ্যে লিখিত হওয়ায় আর এখানে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইল না। "বিকৃত মানসিক ভাবাপন্ন" ব্যক্তির বিষয় ১২ ধারায় লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ১৫ ও ১৬ ধারা পাঠ করা কর্ত্তব্য। কেন না সেই সকল ধারায় বল প্রকাশে বা ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি দ্বারা কাহাকেও কোন বিষয় করিতে বাধ্য করিলে তাহা অসিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রবঞ্চনা দ্বারা কাহাকেও কোন কার্য্য সম্পাদন করাইলে তাহাও অসিদ্ধ। কোন অশিক্ষিত লোককে বন্ধকনামা বলিয়া কোবালায় সহি করাইলে তাহা প্রবঞ্চনা (Fraud) কোন বিষয় গোপন করিয়া কোন কার্য্য করান প্রবঞ্চনা। সুতরাং দলিল লেখকের সতর্ক হইয়া কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা তাঁহার অনেক রকমে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

SPECIFIC RELIEF ACT (I of 1877).

৪ ধারা ইহাতে কোন্ কোন্ বিষয় সম্বন্ধে প্রতিকার (Relief) পাওয়া যাইবে না তাহা লিখিত হইয়াছে

৩৯ ধারা। যদ্যপি কোন লিখিত দলিল প্রবল থাকিলে তদ্দারা কাহারও কোন অনিষ্ট (injury) হইবে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে দেওয়ানি আদালতে তাহা রহিত করণ জন্য অভিযোগ করা যাইতে পারে এবং আদালত, তাহা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলে তাহা রহিত করণের আদেশ দিতে পারেন।

সে দলিল যদ্যপি রেজিষ্ট্রী হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই আদালত ডিক্রির নকল যে রেজিষ্ট্রী আফিসে সেই দলিল রেজিষ্ট্রী হইয়াছিল তথায় পাঠাইয়া দিবেন এবং রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক সেই দলিল যে বহিতে নকল হইয়াছে তাহার পার্শ্বে সেই রহিতকরণের বিষয় লিখিয়া রাখিবেন।

উদাহরণ।

১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে সম্পাদিত কোন কোবালা-কারক যদ্যপি উল্লেখ করেন যে তিনি যে জমি বিক্রয় করিতেছেন তাহাতে যে প্রজা আছে সে স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ তাহার জমিতে কোন প্রকার সর্ত্ত নাই, অথচ ঐ দলিল সম্পাদনের পর ১৮৭৬ সালের ১লা অক্টোবর মাসে সম্পাদিত হইয়াছে এমন একখানি পাট্টা যদ্যপি রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়া ক্রেতাকে ঠকাইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে সেই ক্রেতা সে দলিল রহিত করণ জন্য এই ধারার বলে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সে পাট্টাখানি রহিত করাইতে পারেন।

---

* Specific Relief Act থাকায় সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছে। কোন বিষয় বিক্রয়ের একরার করিয়া তাহার বলে সম্পত্তি বিক্রয় না করিলে তাহার নামে দস্তুর মত নালিশ করিয়া তাহা সম্পন্ন করা যায়। এক লোক দুই তিন জন লোককে একরারনামা দিলে প্রথম একরার-নামাই প্রবল হয় অর্থাৎ তাহার বলেই রেজিষ্ট্রী করান যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(THE RELIGIOUS SOCIETIES ACT)

(Act I of 1880)

৩ ধারা। ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন সমিতির নূতন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতে হইলে সেই সমিতির অধ্যক্ষকে (chairman) তন্মর্ম্মে দলিল সম্পাদিত করিয়া দিতে হয়। উক্ত আইনে ২ ধারায় নূতন ট্রষ্টী নিয়োগের ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

সেই দলিল কার্য্যকরী সভার অধিবেশনকালে অধ্যক্ষ মহাশয়কে দুইজন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর সম্মুখে সহি ও সম্পাদন করিয়া দিলে তবে তাহা রেজিষ্ট্রী আইনের ১৭ ধারায় রেজিষ্ট্রী-যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে। *

এই আইনের বিধি অনুসারে কোন নূতন ট্রাষ্টী নিযুক্ত করণ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা। তাঁহাদের সম্পাদিত দলিল সম্বন্ধে নহে।

এই আইন ঘটিত দলিলাদি নিতান্ত বিরল বলিয়া এতদসম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না।

---

* ট্রাষ্ট আইনের (II of 1882) সহিত ইহার অতি নিকট সম্বন্ধ। ট্রাষ্টী অনেক কারণে নিযুক্ত হইতে পারেন কিন্তু এই আইন মতে কেবল ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদন জন্য যাঁহারা ট্রষ্টী নিযুক্ত হন তাঁহাদের মাত্র বুঝাইবে। দেব সেবার্থ অর্পণ-নামার ট্রাষ্টিদিগের ক্ষমতা এই আইন বলে সম্পন্ন হইবে। যদি কোন দলিলে একজন মাত্র ট্রাষ্টী থাকেন, তাহা হইলে আর সভার অধিবেশন হয় না। তিনি যাহা করিয়া দিবেন তাহাই চূড়ান্ত। কিন্তু বড় বড় বিষয় সম্বন্ধে দলিল সম্পাদিত হইলে প্রায় ৩ বা ৪জন ট্রাষ্টী থাকেন এবং থাকাও উচিত কেন না তদ্দারা স্বেচ্ছাচারিতা অনেকাংশে প্রশমিত হয়। এই সকল স্থলে সভাধিবেশন আবশ্যক।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিকৃতমনা অর্থাৎ পাগল সম্বন্ধে আইন।

(LAW RELATING TO LUNATICS.)

(Act XXV of 1859.)

নাবালকের গার্জ্জেন ১৮৯০ সালের ৮ আইন অনুসারে আদালতের আদেশ মতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি নাবালকের বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাগল সম্বন্ধে সে বিধি প্রযুজ্য নহে। ১৮৫৯ সালের ৩৫ আইনের ১০ ধারার বিধি অনুসারে পাগলের গার্জ্জেন নিযুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু তিনি পাগলের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যভার প্রাপ্ত না হইয়া কেবল মাত্র শরীর রক্ষার্থ নিয়োজিত হন। বিষয়াদি পর্য্যবেক্ষণের জন্য উক্ত আইনের ৯ ধারা মতে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই সকল নিয়োগ কেবল আদালতের মতে হইয়া থাকে।

ম্যানেজার পাগলের সম্পত্তির আদায় প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারেন বটে, কিন্তু বিষয়াদি বন্ধক, বিক্রয় বা পাঁচ বৎসরের অধিক কালের জন্য ইজারা দিতে পারেন না। ম্যানেজারকে যদ্যপি কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আদালতের আদেশ গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা হস্তান্তর অসিদ্ধ হইয়া থাকে।

দলিলে কেহ যদ্যপি পাগলের অভিভাবক হইয়া স্বাক্ষর করেন, তাহা হইলে তাহার রেজিষ্ট্রী বন্ধ হইবে না, কেন না স্বাক্ষরকারীকে দলিল সম্পাদনকারী বিবেচনা করিয়া তিনিই যেন রেজিষ্ট্রী করিতেছেন, এই ভাবে রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কিন্তু যদ্যপি দলিলে উল্লিখিত হয় যে স্বাক্ষরকারী পাগলের

আদালতকর্ত্তৃক নিযুক্ত ম্যানেজার, তাহা হইলে দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার পূর্ব্বে আদালত হইতে প্রাপ্ত হস্তান্তরের ক্ষমতা দেখিতে হইবে এবং রেজিষ্টারি কার্য্য-কারক এইরূপ লিখিবেন "Manager of lunatic * * * whose right to appear in such capacity has been proved to satisfaction."

আদালত হইতে নিযুক্ত নাবালক সম্বন্ধে উক্তরূপ সার্টিফিকেটও সব-রেজিষ্টারকে দিতে হয়। কারণ Representative শব্দে নাবালকের অভিভাবক ও বিকৃত মনার ম্যানেজারও বুঝাইয়া থাকে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শন পত্র সম্বন্ধে আইন।

(NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT.)

(Act xxvi of 1881.

সর্ব্ববিধ হস্তান্তরই প্রায় লিখিত দলিল দ্বারা সম্পন্ন হয়, কেবল এই আইনের ৪• ধারার ব্যবস্থা মত চেক, একশ্চেঞ্জের বিল, প্রমিসারী নোট, বিল অফ লেডিং, বিমাপত্র, সরকারী কর, গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী প্রভৃতি কতকগুলি দলিলের হস্তান্তর পৃষ্ঠলিপি endorsement দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ সকল দলিলের পৃষ্ঠে Pay to so and so লিখিয়া দিলেই সেই লোকের নামে হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয়।

হ্যাণ্ড নোটে **Pay to order** বা bearer যদ্যপি থাকে, তবেই তাহা পৃষ্ঠলিপি ক্রমে হস্তান্তর হয়, নতুবা নহে।

ইহা যাহার নামে হস্তান্তরিত হয়, তিনি আবার তাহা হস্তান্তর করিতে পারেন। তবে প্রত্যেক স্থলেই "or order." না থাকিলে তাহা হয় না।

প্রমিসরি নোট কাহাকে বলে তাহার নিদর্শন এই আইনের ৪ ধারায় আছে। তাহা এইরূপ :—

(1) I promise to Pay to B or order Rs. 500.

(2) I acknowledge myself to be indebted to B Rs. 100 to be paid on demand for value received.

এ দুটী প্রমিসরি নোট। কিন্তু নিম্নলিখিত দলিলগুলি নহে।

(1) I promise to pay to B Rs. 500 and all other sums which shall be due to him.

(2) I promise to pay to B Rs. 500 seven days after my marriage with C.

ইত্যাদি। প্রমিসরী নোটে unconditional undertaking থাকা আবশ্যক।

"At sight" or " on presentment" শব্দে চাহিবামাত্র on demand বুঝায় (See Sec. 21) "After sight" শব্দে চাহিবার পর বুঝায়।

সুদ দিবার কথা থাকিলে যে হারে দিবার কথা তাহাই দিতে হইবে। (Sec. 79) আর যদি সুদ সুদ্ধ দিব এই কথা থাকে, তাহা হইলে শতকরা ॥• হারে সুদ মাত্র পাওয়া যাইবে। (See Sec. 80)

ষোড়শ অধ্যায়।

ষ্ট্যাম্প আইন সম্বন্ধে উপদেশ।

এবার ষ্ট্যাম্প আইনের অনেক ধারা কার্য্যবিধিতে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং সাধারণের সুবিধার সম্ভাবনা। তাহার উপর আরও কিছু লিখিত হইতেছে।

১। কোবালায় বিক্রীত সম্পত্তি লইয়া কোন গোলযোগ হইলে ক্ষতি খেসারৎ যাহা হইবে তাহা মায় সুদ দিব ইহা লেখা থাকিলে অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

২। আমরা দুই ভ্রাতায় আমাদের পরস্পরের অংশ রকম ৷৷০ আনা আপনাকে ৫০০৲ টাকায় বিক্রয় করিলাম।

৩। আমরা দুই ভাই আমাদের পরস্পরের অংশ রকম ৷৷০ আনা ৫০০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া এবং ঐ পণের টাকা হইতে আমি "ক" ২৫০৲ ও আমি "খ" ২৫০৲ টাকা আমাদের তুল্যাংশ লইলাম। ইহা দুইখানি দলিল।

৪। আমি "নিম্নলিখিত সম্পত্তির মধ্যে রকম ৷/০ আনা বাবু বামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ২৫০৲ টাকায় ও বাবু কামদাচরণ মুখোপাধ্যায়কে রকম ৷৷৶০ আনা ৫৫০৲ টাকায় অর্থাৎ মোট সম্পত্তি ৮০০৲ টাকায় বিক্রয় করিলাম। ইহা দুইখানি দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। বন্ধকনামায় যদি লেখা থাকে যে "ঋণের টাকা যদি অমুক সালের অমুক মাসে পরিশোধ করিতে না পারি, তাহা হইলে এই বন্ধকনামাই বিক্রয় কোবালার ন্যায় গণ্য হইবে এবং বন্ধকী সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্ব বা স্বামিত্ব ছিল তাহা রহিত হইয়া আপনাকে বর্ত্তিবে" তাহা হইলে সে বন্ধকনামায় কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প না হইয়া তমসুকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প হইবে।

৬। দলিলে একরারের সর্ত্ত নির্ণয় করিবার সময় দেখিতে হইবে যে কে সর্ত্তে বাধ্য হইতেছেন। দলিল সম্পাদনকারী যদ্যপি দলিল-গ্রহীতার সম্বন্ধে

একরারের মত কোন কথা উল্লেখ করেন, তাহা আইনসঙ্গত না হইলে তাহা একরার হইবে না। সম্পাদনকারী যদ্দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে বাধ্য হন, তাহাই একরার। অনেক কথা এমন আছে যাহা হয় ত দলিল-গ্রহীতা করিতে বাধ্য, সুতরাং তাহা একরার নহে।

৭। বিষয় বিভাগ করিয়া লইবার অঙ্গীকারে একরার-নামার ষ্ট্যাম্প না হইয়া "বণ্টন নামার" ষ্ট্যাম্প হইবে (I. L. R. 12 Mad. 198.)

৮। "এই কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারিলে ৫০০০৲ খেসারত দিব।" ইহা একরার ইহাতে ॥০ আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবে। পাঁচ হাজার টাকার কথা উল্লেখ থাকিলেও শতকরা ॥০ আনা হিসাবে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।

৯। হ্যাণ্ডনোটে সাক্ষী থাকিলে তাহাতে তমস্সুকের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। তবে যদি বাহককে (bearer) দিবার ও তাহার আদেশ মতে (order) অনুমতি থাকে, তাহা হইলে সে সকল হ্যাণ্ডনোটে সাক্ষী থাকিলে ৴০ আনার ষ্টাম্পে সম্পাদিত হইতে পারে। (I. L. R. 8 Mad. 87 198.)

১০। দানপত্রদাতাকে ভরণপোষণ করিবার সর্ত্ত থাকিলে তাহাতে দান-পত্রের ষ্ট্যাম্প দিলেই হইবে। অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না (I. L. R, 12 Mad 86.)

১১। রেল বা ষ্টিমার কোম্পানীর মালের রসিদ হারাইয়া গেলে মাল লইবার জন্য ইনডেমনিটী বণ্ড দেওয়া যায় তাহার রুসুম ॥০ আনার বেশী দিতে হয় না ; ইহা একরার মধ্যে গণ্য। (I. L. R. 5 Bom 478.)

১২। ১৯৫৭৲ টাকার মৌরশী মোকররি পাট্টায় লেখা ছিল যে, আমায় বৎসরে ৪০০৲ টাকা দিবেন এবং বাকি রাজস্ব স্বরূপ দিবেন। ১৯৫৭৲ টাকাই রাজস্ব স্বরূপ ধরিয়া তাহার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (I. L. R. 7 Mad. 155.)

১৩। অগ্রিম খাজনা আদায় দিলে তাহা পাট্টার সেলামী স্বরূপ গণ্য হইবে না। (I. L. R. 7 Mad. 293.)

১৪। বন্ধকনামায় লেখা ছিল বন্ধকদাতা আসল ও সুদ পরিশোধের জন্য সম্পত্তি মহাজনের দখলে দিলেন। মহাজন জমির উৎপন্ন ফসল ভোগ করিবেন লাভ লোকসান তাঁহার কেবল খাজনা স্বরূপ বার্ষিক ৬৫৲ টাকা বন্ধকদাতাকে

দিবেন। ইহা সেলামী সম্বলিত পাট্টার ন্যায় গণ্য হইবে এবং তদ্রূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (I. L. R, 7 Mad 223.)

১৫। "ক"র ২ লক্ষ টাকা "খ"র নিকট ঋণ ছিল, আরও ২,৫৯০০০৲ টাকা "খ"র নিকট লইয়া কতকগুলি মৌজা বাৎসরিক ১৪০,০০০৲ টাকা খাজনার জন্য দেওয়া হয়। ঐ খাজনা হইতে বৎসর বৎসর কতক টাকা "ক"র ঋণ পরিশোধ জন্য ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বাদ যাইবার কথা থাকে। পাট্টার আর আর সমস্ত সর্ত্ত যেমন সাধারণতঃ থাকে তাহাও ছিল। ইহা দখলযুক্ত বন্ধক-নামা (I. L. R. 8 Cal. 154.)

১৬। বন্ধকনামায় যদি লেখা থাকে যে, "সরিকানদিগের সহিত যদি কোন মোকর্দ্দমা করিয়া আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা হইলে সেই সমস্ত আমি দিব।" ইহার জন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। কারণ এরূপ মোকদ্দমার খরচ বন্ধকদাতা বন্ধকী আইনমতে দিতে বাধ্য। (I.L. R. 9 Bom 435.) (See also Fisher on Mortgage 3rd Erd. Vol. T, p947)

দলিল সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় দলিলের আদর্শের মন্তব্যে লিখিত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে ষ্ট্যাম্প রুসুমের পরিমাণ যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা পুরাতন ভারতবর্ষীয় আইন (Indian stamp Act II 1899) অনুসারে বুঝিতে হইবে। এক্ষণে রুসুম বৃদ্ধি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে এই পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে ষ্ট্যাম্প রুসুমের পরিমাণ দেখ।

ইম্পাউণ্ড হওয়া দলিল !

আমি যে সকল দলিল ইম্পাউণ্ড করিয়া জরিমানা করাইয়াছি, তাহার কতকগুলির বিষয় নিম্নে উল্লিখিত হইল। ইহাতে সাধারণেরও নবীন রেজিষ্টারী কার্য্যকারকদিগের উপক র দর্শিবে বলিয়া মনে করি।

(১)

না দাবি। মূল্য ২৫৲ টাকা। ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া হইয়াছিল।

দলিলের সর্ত্ত।

উক্ত সমস্ত জমীর মধ্যে আপনার নিজ খরিদা বাদে বক্রি নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত উক্ত মৌজাহারে আমার অংশ রকম।০ আনায় ৫।২৸০ বিঘা জমী যাহার মূল্য ১৭৫৲ টাকা উহা আমার দখল করণের অসুবিধা এবং আপনি উক্ত জমির রোডশেষ ও কালেক্টরি খাজনা দিয়া আসিতেছেন। উক্ত দেনা ও আমার প্রথম ববির দেন মোহরের দেনা পরিশোধ জন্য আপনার নিকট ১৫৲ টাকা লইলাম। খাজনা ও রোডশেষের দেনা ২৫৲ টাকা। একুনে উভয় দেনা ১৭৫৲ টাকা পরিশোধ জন্য উপরোক্ত আয়মা ও নিষ্কর মজুরাত্ত আমার রঃ ।০ আনা অংশে ৫।২৸০ আনা জমিতে আমার যে কিছু স্বত্ব সংস্রব ছিল তাহা সমস্ত আমি উক্ত দেনা পরিশোধ জন্য আপনাকে পরিত্যাগ করিলাম, আপনি অদ্যকার তারিখ হইতে আমার স্বত্ব রহিতে এই না-দাবি একরার স্বত্বে স্বত্ববান ও দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী মালিক হইয়া নিজ বা প্রজা বিলি মতে পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিবেন।

(মন্তব্য ।)

ইহা না দাবি নহে, কোবালা ; কেন না ১৭৫৲ টাকার জন্য হস্তান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার জরিমানা হয়।

(২)

এক আনার ষ্ট্যাম্পে নিম্নলিখিত হ্যাণ্ডনোটখানি লিখিত হয়।

আমি শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাত্র, পিতা ৺গোপালচন্দ্র পাত্র, জাতি তিওর সাং সাপসীট পং মণ্ডলঘাট এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে মণ্ডলঘাট পং সামীল সাপসীট সাকিমের শ্রীসেখ * * হোসেনের নিকট ১৩৲ টাকা কর্জ্জ লইলাম ঐ টাকা মাসিক ফিঃ টাকায় ৵০ আনার হিসাবে সুদসহ চাহিবামাত্র আদায় দিব। ইতি সন ১৩১০ সাল ৬ই মাঘ।

লেখক শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ মোং উলুবেড়ে

(মন্তব্য।)

ইহাতে Payable to "oder" or "bearer" অর্থাৎ বাহক বা তাঁহার আদিষ্ট লোককে দিবার ক্ষমতা নাই অথচ সাক্ষী আছে। অতএব ইহাতে তমসুকের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে (I. L. R. J. Mad, P. 87) সেই অনুসারে জরিমানা হয়।

(৩)

আর একখানি না-দাবি পত্র আট আনার ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া হয়, কিন্তু মূল্যের উল্লেখ না থাকায় জরিমানা আদায় হয়। মূল্যের উল্লেখ না থাকিলে ৭॥০ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। রেজিষ্ট্রী খরচ ২০৲ টাকা লাগিয়া থাকে, কেন না সাধারণ না দাবি মাত্রেই এখন "A" ফি দেয়। কিন্তু বন্ধকি দলীলের না দাবি বা Reconveyanceএর ফি মাত্র ২৲ টাকা।

(৪)

একখানি একরার-নামা ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া হয়। সর্ত্ত ছিল এইরূপ :—

গ্রামস্থ পঞ্চজনা ভদ্রলোক শালিস হইয়া আপোষে এইরূপ নিস্পত্তি করিয়া দিলেন যে উক্ত মৃত স্বামী মহাশয়ের মহাজনী কারবার মোট ২৫২৸০ টাকার খাতকগণের মধ্যে (a) খাতক * ও * লিখিয়া দেওয়া খৎ আপনাকে দিলাম,

বাকী অন্যান্য খাতকের নিকট হইতে আমরা উভয়ে নালিশের দ্বারা টাকা আদায় করিয়া লইব এবং উক্ত মৃত * কৃত দেনা ও মহাজন শ্রীশেখ * ও * পাওনা টাকা যাহা বাকী আছে (b) তাহা অর্থাৎ ঐ সকল ঋণ আমরা পরিশোধ করিব এবং ঐ দেনার জন্য আপনার কোন সম্পত্তি ক্রোক নীলাম হয়, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তির ক্ষতির দায়িক আমরা হইব। এতদ্ব্যতীত পিত্তল কাঁসার তৈজসপত্র ও কাষ্ঠময় অন্যান্য অস্থাবর (c) সম্পত্তি সালিশ মহাশয়গণ যাহা অংশ করিয়া দিলেন তাহা পরস্পরে বুঝিয়া পাইলাম ও পাইলেন, আর উপরোক্ত স্বামী মহাশয়ের নিজ নামিত (d) মৌজে চাকাচরা গ্রামে বাস্তডাঙ্গা দিং নিম্নের তপশীল চৌহদ্দীস্থিত ২ বন্দ ৮০ কাঠা সর্ব্ব একুনে ১।২/১০ বিঘা জমির মধ্যে আমার ও আমার কন্যা রহিমন নেশা বিবির অংশ বাদে আপনার অংশ রকম ।৶০ আনায় কাত ॥০।১।০ আপনাকে বুঝাইয়া আমার ৺স্বামী মহাশয়ের ঋণ থাকায় শালিস মহাশয়গণ আপনাকে যে ১০৲ টাকা দিতে আদেশ করিলেন তাহা আমি বুঝিয়া পাইলাম।

(মন্তব্য)

ইহা কেবলমাত্র এগ্রিমেণ্ট নহে (a) চিহ্নিত স্থান না-দাবি। (b) ক্ষতি নিষ্কৃতি পত্র (c) ও (d) বণ্টন-নামা। সেই হিসাবে জরিমানা আদায় হয়।

(৫)

বিক্রয় কোবালা, ষ্ট্যাম্প ছিল ৩৲ টাকার। মূল্য ৩০০৲ টাকা। দলিলখানি এইভাবে লেখাপড়া হইয়াছিল :—

এখনকার সময়ের উচিৎ মূল্য ৩০০৲ তিন শত টাকা পোন ধার্য্য করিয়া মহাশয়গণকে বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হইলাম। আর উক্ত জমি জমার উপর চৌকী উলুবেড়িয়ার মুনসেফী আদালতে আমার নামে জমিদার ২৪৩৪ নম্বর যে একটী মোকদ্দমা যাহা সন ১৩০৯ সাল পর্য্যন্ত বাকি খাজনার জন্য দায়ের করিয়াছেন ঐ মোকদ্দমার দাবি মায় খরচার দায়িক আপনারা থাকিবেন আর উক্ত বিক্রীত জমির উপর আমার নামে ১৩০৯ সাল পর্য্যন্ত যে ড্রেনেজ খরচা ধার্য্য হইয়াছে এবং যাহা আমার দেনা আছে ঐ সমুদয় ড্রেনেজ খরচা আপনারা মায় সুদাভিরিক্ত ক্রমে দিতে থাকিবেন।

(মন্তব্য)

ইহাতে দেখা যায় ড্রেনেজ খরচা ৫০৲ টাকা। বাকী খাজনা ও ১৬০৲ টাকার দাবীতে দেওয়ানি আদালতে যে মোকর্দ্দমা দায়ের আছে তাহা দিতে ক্রেতা বাধ্য। সুতরাং সে টাকাও পণের অন্তর্গত এবং তাহার ষ্ট্যাম্প ক্সুম্ম দিতে হইবে: জরিমানা সেই অনুসারে হয়।

(৬)

১০০৲ টাকা মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয় হয়। ষ্ট্যাম্প ছিল ১৲ টাকার, কিন্তু দলিলের শেষে লেখা ছিল :—

আর উক্ত জমীর * * খাজনার টাকা বাকী আছে তাহা আদায় দিবার জন্য মহাশয়কে বরাত দিলাম।

(মন্তব্য)

খাজনায় ১৫৲ টাকা বাকী ছিল সুতরাং তাহার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; সুতরাং জরিমানা হইয়াছিল।

(৭)

বিক্রয় কোবালা। মূল্য ৯৫৲ টাকা। ষ্ট্যাম্প ছিল ১৲ টাকার। তাহার সর্ত্ত ছিল রাজাপুর ড্রেণেজ খরচা ১০৲ টাকা যাহা ড্রেণেজ আফিসে কিস্তিবন্দি করিয়াছি তাহা আপনি দিবেন।

ষ্ট্যাম্প আইনের ২৪ ধারা মতে এই খরচা মূল্য স্বরূপ গণ্য হইবে। সুতরাং দণ্ড হইয়াছিল।

(৮)

না দাবি। মূল্য ৬০৲ টাকা। ১ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হইয়াছিল। দলিলখানি এইরূপ :—

মহাশয়ের ও আমার একযোগে ১০/।০ বিঘা নিম্নের লিখিত চৌহদ্দি বিম-র্জ্জিন দখলিকার আছেন ও আমিও দখলিকার আছি, তাহাতে আমার নিজ অংশ ৫/১॥৶০ পাঁচ বিঘা এক কাঠা দশ ছটাক পাওয়া যাইতেছে। আমি স্বেচ্ছাধীনে আপন ভরণপোষণ জন্য ৬০৲ বাইট টাকা নগদ গ্রহণে অত্র না-দাবি একরার লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত সম্পত্তির দাবী ত্যাগ করিলাম, উক্ত সম্পত্তির উপর দাবি রহিল না। আমার ৺স্বামী মহাশয়ের ২৫০৲ দুই শত পঞ্চাশ টাকা

যাহা ঋণ আছে তাহা সমস্তই আপনি দিবেন, তাহাতে আমি দায়ী থাকিব না। আর তৈজসপত্র ঘর বাড়ী ইত্যাদিতে আমার দাওয়া দাবী রহিল না।

(মন্তব্য)

ইহা কোবালা। স্বামীর ঋণও মূল্যস্বরূপ ধরিতে হইবে। সেই জন্য ইম্পাউণ্ড হইয়া জরিমানা আদায় হয়।

(৯)

না দাবি। ষ্ট্যাম্প ॥০ আনার। মূল্য ৫০৲ টাকা। দলিলখানি এইভাবে লেখা ছিল :—

উক্ত জমী শালীয়ানা ॥০ আনা ধার্য্যতায় ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পোণ গ্রহণে সন ১৩১০ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মহাশয় আমাকে মোকররি পাট্টা লিখিত পঠিত করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তৎকালীন মহাশয় আমাকে উক্ত পোণের টাকা ও সুদ আদায় দিলে আমি তপশীলের লিখিত সম্পত্তি মহাশয়কে ফেরৎ দিব বাচনিক স্বীকার করিয়াছিলাম, এক্ষণে সুদ আসলে টাকা মহাশয় আমাকে দেওয়ায় আমি উক্ত ৫০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি মহাশয়কে খালাস দিয়া অত্র না-দাবি একরারনামা লিখিয়া দিলাম।

(মন্তব্য)

ইহা না দাবি পত্র নহে। ভোগানুমতি পত্রের হস্তান্তর পত্র (Transfer of Lea e) সুদের কথা আছে কিন্তু তাহার উল্লেখ নাই। কিছু যে আদায় হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, সুতরাং ষ্ট্যাম্প রুসুম ঠিক হয় নাই। উপযুক্ত জরিমানা আদায় হইয়াছিল।

(১০)

একরার-নামা। ৪০০৲ টাকার জন্য। ষ্ট্যাম্প ছিল ॥০ আট আনা। দলিল খানি এইরূপ :—

আর্শা পরগণার মৌজে কাশমূল গ্রামে আমার তৃতীয় পুত্র ও কনিষ্ঠপুত্রদিগের নামীত বেনাম জমী যাহা আপনাকে সন ১৩১০ সাল ১লা অগ্রহায়ণ তারিখ সাফ্ কওলায় দ্বারা বিক্রয় করিলাম, উক্ত কওলার লিখিত জমী জমা কাহার নিকট দায়-সংযুক্ত কি কোন রকমে বন্দক বা হস্তান্তর করি নাই, যদি ভবিষ্যতে কোন উপরোক্ত জমাতে আপনার স্বত্বের হানি হয় তাহা হইলে আমি তাহা

নিজ ব্যয়ে খালাস করিয়া দিব, যত্তপি খালাস করিয়া দিতে না পারি তবে আপনার খরিদা কোবালায় লিখিত পনের টাকার সুদ শতকরা মাসিক ১৲ এক টাকার হিসাবে আদায় কালতক দিব ; এই করারে সাক্ষীগণের সমক্ষে অত্র একরার-পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি—

(মন্তব্য।)

ইহা একরার নহে, ক্ষতি নিষ্কৃতিপত্র, সুতরাং তাহারই ষ্ট্যাম্পের উপর জরিমানা আদায় হইয়াছিল।

(১১)

বিক্রয় কোবালা। মূল্য ৪৬৲ টাকা। ষ্ট্যাম্প ছিল ॥০ আনার। দলিলে এইরূপ লেখা ছিল :—

আমার সাংসারিক খরচা ও ঋণ পরিশোধ টাকার অনাটন বিধায় উক্ত জমি আদি বিক্রয় করা আবশুক ; ঐ জমী ইত্যাদির সময়ের উচিত মূল্য মোট চৃক্তি প্রচলিত কোম্পানীর ৪৬৲ টাকা পণ ধার্য্যতায় বিক্রয় করিলাম, উক্ত টাকার মধ্যে ৵ দেবসেবার পালা ও অপরাপর পার্ব্বনী খরচপত্র আমার অংশ অর্দ্ধেক টাকা বাদে বক্রী ছচল্লিশ টাকা সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া অত্য তারিখ হইতে উক্ত বিক্রীত জমি ও ঘর মায় সাজ ইত্যাদি বিক্রয় করিলাম।

(মন্তব্য।)

দলিলে প্রকাশ, বিক্রেতা দেব দেবীর জন্য কিছু টাকা দিয়াছেন। তদন্তে জানিলাম ১০৲ টাকা। সুতরাং ৫৬৲ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয়।

(১২)

একরার-নামা। ষ্ট্যাম্প ॥০ আনা। দলিলখানি এইরূপ :—

কস্য সালিসী একরার-নামা পত্র * আমি শেখ বজলে রহমন সেখ আতাহার রহমন এবং সেখ আহাম্মদ আলি এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে, ১২/৬ সম্বন্ধে সালিশগণ যাহা বিভাগ করিয়া দিবেন তাহাতে আমাদের কোন ওজর আপত্তি নাই এবং আরও প্রকাশ থাকে যে আমি বজলে রহমন ও সেখ কাজি মহম্মদ আমাদের ৩/ বিঘা জমি সম্বন্ধে সালিশগণ, যেরূপ বণ্টন করিয়া দিবেন তাহা আমাদের মঞ্জুর।

(মন্তব্য)

ইহাতে দুই পক্ষের দুইটী একরার থাকায় ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া হওয়া উচিত ছিল এবং সেই জন্য জরিমানা হয়।

(১৩)

বিক্রয় কোবালা মূল্য ৩০৲ টাকা।

দলিলে লেখা ছিল "আমি শ্রী * * * আমার অংশ ॥০ আনায় মূল্য ২৫৲ টাকা ও আমি শ্রীমতী * * * আমার ॥০ আনা অংশের মূল্য ১৫৲ টাকা মোট ৩০৲ টাকা আমাদের অংশ মত বুঝিয়া পাইয়া এই বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিলাম।

(মন্তব্য)

ইহা ৫ ধারা মতে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ যুক্ত দলিল বলিয়া স্থির হয়।

(১৪)

খোঁয়াড়ের কবুলতি দুই বৎসরের জন্য। বার্ষিক খাজনা ৪০৲ টাকা। ষ্ট্যাম্প ছিল ।০ আনার।

আজকাল অনেকে বুঝিয়াছেন যে ইহা তমস্সুক কিন্তু আমি যখন ইম্পাউণ্ড করি তখন হাওড়ার স্পেশাল সবরেজিষ্ট্রার কুমার রমেন্দ্রলাল মিত্র B. A. ইহা lease বলিয়া রেজিষ্ট্রী করেন। সুতরাং একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। পক্ষেরা অনেকে দলিল দাখিল করিয়া কম মূল্যের ষ্ট্যাম্পে রেজেষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে তাহা কালেক্টর সাহেবকে দেখান। কালেক্টর সাহেব আরও কয়েকটী নিকটবর্ত্তী জেলায় তদন্ত করিয়া জানিতে পারেন যে সর্ব্বত্রই সমান ব্যবস্থা। তাহার পর নূতন করিয়া সার্কুলার বাহির হয়। আমি এ সম্বন্ধে যে নোট দিয়াছিলাম তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

I know that these documents are registered as leases at sudder, but I entertain great doubt about its legality for the following reasons:—

By this bond the Pound keeper obliges himself to pay Rs. 80 for 1903-1904 and Rs. 40 for 1905-1906.

Kobuliat does not necessarily mean a lease or its counterpart. It is derived from the Persian word "Kabul" which means consent, and therefore it should not be taken for a lease and stamp certificate under art 35 be given on these documents as is done in many offices.

These documents are obligations as per definition of Sec. (15a) of the Stamp Act, but not a lease as described in clause 16 of that Section. Lease means a lease of immoveable property and the fines realized on cattles are not the income of any immoveable property (I. G'.s Cir. No. 5 of 1902) Moreover the Government of Bengal in its Cir. No. 9 J of 1884 have ruled that such deeds are to be treated as bonds, and if they are treated as bonds they cannot be stamped as leases.

FIRST—Because in lease, stamp duty is charged on one year's rent but in bond, stamp duty should be charged on the amount secured.

SECONDLY—Bond stamp cannot exceed annas eight per every hundred rupees but a lease exceeding 3 year's terms must be stamped as a conveyance and that would not be in contravention with the Government orders.

In the present case the Local Board secures the payment of 2 years revenue from the pound farmer and therefore the document ought to be stamped as bond for the amount secured and therefore the document is impounded.

(১৫)

বিক্রয় কোবালা, মূল্য ৯৫৲ টাকা। ষ্ট্যাম্প ১৲ দলিল খানি এইরূপ ছিল:—

আর প্রকাশ করিতেছি যে আমার পিতার উল্লিখিত খরিদা কোবলার উক্ত ভূম্যাদি যোল নানা রকম লেখা আছে কিন্তু তাহা উপরের লিখিত বিবরণ

/৬॥= অংশ খরিদ সাব্যস্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে আমি আপনাকে উক্ত রঃ ।৶৬॥= আনা অংশ বিক্রয় করিলাম অবশিষ্ট রঃ ॥৶১৩।—আনা অংশ আমার পিতার বা আমার কখন কোন প্রকার স্বত্ব বা দখল ছিল নাই। অতএব উক্ত রঃ ॥৶১৩।—আনা অংশে আমার বা আমার উত্তরাধিকারিগণের কোন দাবি দাওয়া রহিল না, ভবিষ্যতে দাবি দাওয়া করে কিম্বা করি তাহা সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইবে। আর প্রকাশ থাকে যে উক্ত জমার খাজনার টাকা জমিদার সরকারে যাহা বাকী আছে, ঐ বাকী খাজনার টাকা আপনি পরিশোধ করিয়া দিবেন।

(মন্তব্য)

ইহা বিক্রয় কোবালাও না-দাবি, সুতরাং সেই ভাবে জরিমানা আদায় হয়।

(১৬)

কবুলতি-খাজনা ৭॥০ টাকা। (ষ্ট্যাম্প ॥০ আনা) দলিলের আদর্শঃ—

কস্য বাস্ত ডাঙ্গায় কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে * * পঞ্চজনা লোক থাকিয়া ৭॥০ সাড়ে সাত টাকা জমা ধার্য্যতায় জমা করিয়া লইলাম। মাল-গুজারির টাকা সন সন কিস্তি ২ আপনার নিকট সরবরাহ করিয়া রীতিমত দাখিলা লইব। কিস্তী খেলাপ করিলে মাসিক ফি টাকায় ‹১০ অৰ্দ্ধ আনার হিসাবে সুদ দিব, ভূমিতে সাবেক বৃক্ষাদি যাহা আছে বা ভবিষ্যতে যাহা রোপণ করিব, কেবল তাহার ফল ভোগ করিব, আর আপনার বিনানুমতিতে ছেদন করিতে পারিব না, আগাছা বৃক্ষ ছেদন করিতে পারিব। কস্মিনকালে আপনি আমার বাস উচ্ছেদ করিতে পারিবেন নাই।

(মন্তব্য)

ইহা চিরস্থায়ী কবুলতি বলিয়া স্থির হওয়ায় তদনুরূপ জরিমানা হয়।

(১৭)

স্পেশ্যাল পাওয়ার (Special power of attorney) ষ্ট্যাম্প ।৹ আনা। দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার ক্ষমতা দুইজন মোক্তারকে দেওয়া ছিল।

(মন্তব্য)

ইহাতে দুইজন মোক্তার থাকিতে পারে না। থাকিলে ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

(১৮)

আমমোক্তার নামা। (General power of Attorney) মোক্তার নামায় এইরূপ লেখা ছিল। ষ্ট্যাম্প ৫৲ টাকা।

পাঁচজন মোক্তারের মধ্যে কেবল ১নং মোক্তার শ্রী * * * কে দলিল রেজেষ্ট্রীর ক্ষমতা দিলাম।

(মন্তব্য)

ইহাতে ৫ ধারা মতে বিভিন্ন ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ১০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(১৯)

আমমোক্তার নামা (General power of Attorney) ষ্ট্যাম্প ছিল ৫৲ টাকার। দুইজন দাতা ছিলেন এবং মোক্তার নামায় লেখা ছিল মোক্তারগণের মধ্যে যে কেহ আমাদের উভয়ের বা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে যে কোন দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে পারিবেন।

(মন্তব্য)

ইহাও ভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন, সুতরাং ১০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প আবশ্যক।

(২০)

দলিল সংশোধন পত্র। (Rectification of a deed of partition) ষ্ট্যাম্প ছিল ১৲ টাকার। কিন্তু ষ্ট্যাম্প আইনের ৪ ধারা মতে এরূপ দলিলে পার্টিশন দলিলের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে বলিয়া জরিমানা হয়।

(২১)

ক্ষতি নিষ্কৃতি পত্র (Indemnity Bond) ষ্ট্যাম্প ছিল ১৲ টাকার, কিন্তু দলিলে এইরূপ লেখা ছিলঃ—

আমি আপনাকে যে সম্পত্তি * * সালের * * তারিখে ২০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছি তাহাতে যদ্যপি আপনি দখলচ্যুত হয়েন তাহা হইলে পণের

টাকা মায় ১৲ টাকা হারে সুদ ও সমস্ত ক্ষতির খেসারত দিতে আমি স্থলাভিষিক্ত ও ওয়ারিশান ক্রমে বাধ্য রহিলাম।

(মন্তব্য)

এ স্থলে দলিলদাতা পণের দরুণ ২০০৲ টাকার ক্ষতি পূরণ না করিয়া সুদ ও ক্ষতি খেসারত দিতে বাধ্য হইতেছেন, সেই জন্য ইহাতে ৪৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

(THE TRUSTS ACT) II of 1882

ট্রাষ্টি নিয়োগ সম্বন্ধে আইন।

উইলের বলে যে ট্রাষ্টি নিয়োগ করা হয় তদ্ব্যতীত অন্য কোন দলিল দ্বারা ট্রাষ্টি নিয়োগ করিতে হইলে যিনি দলিল সম্পাদন করেন (author of the trust) তাঁহাকে দলিল সম্পাদন করিয়া তাহা আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করিয়া দিতে হইবে। ইহা স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কথা।

কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন দলিল সম্পাদন করিলে সম্পত্তি ট্রাষ্টিদিগের হস্তে সমর্পণ করা বিধেয়, অন্যথা তাহা ফলপ্রদ হইবে না। *

ট্রাষ্টি যথাযথ হিসাব রাখিতে ও beneficiary দিগের আবশ্যক মত তাহা দাখিল করিতে হয়। See Sec 19 of Trust Act. †

ট্রাষ্টি ট্রাষ্ট সম্পত্তির দলিলাদি পাইবার হকদার। (Sec 31)

---

* কিন্তু দেখা যায় যে ইহার ৩ ধারায় ট্রাষ্টি মহাশয়ের তৎকার্য্যে রাজি হওয়া আবশ্যক, এ অবস্থায় উভয়ে দলিলে সহি করাই ভাল। তদ্ব্যতীত একাধিক ট্রাষ্টি থাকিলে তাঁহাদিগকে সহি করিতে হইবে (Sec 48) যিনি দলিল সম্পাদন করেন তাঁহাদিগকে "Author of trust কহে;

যাঁহার কর্ত্তৃত্বভার থাকে, তিনিই Trustee,

যাঁহাদের হিতার্থে দলিল সম্পাদিত হয়, তাঁহাদিগকে Beneficiary বলে।

সম্পত্তিকে Trust property বলে।

† ট্রাষ্টি নিয়োগপত্র অর্থাৎ ট্রাষ্টি নিয়োগ সম্বন্ধে দলিলের আদর্শে বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে বলিয়া আর এখানে অধিক লিখিত হইবে না। পাঠক সেগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।

ট্রাষ্টি হইলে আদালতের আদেশ ব্যতীত তাহা ত্যাগ করা চলে না। (Sec 46) নিজের ক্ষমতা অপরকে সমর্পণ করাও চলে না। (Sec 47)

মৃত্যু ঘটিলে ট্রাষ্টির আফিসের কার্য্য কাল শেষ হইল, অন্যথা ৭১ ধারায় যে সকল ব্যবস্থা আছে তদনুসারে তাঁহার কার্য্য কাল শেষ হইতে পারে। অথবা ৭৭ ধারা মত তাঁহার উপর ভারার্পিত কার্য্যের শেষ হইবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

রেজেষ্ট্রী আইন সম্বন্ধে উপদেশ।

স্থাবর সম্পত্তি। (IMMOVEABLE PROPERTY.)

Growing crops বর্দ্ধনশীল শস্য অস্থাবর সম্পত্তি কিন্তু ভবিষ্যতে যে শস্য উৎপন্ন হইবে তাহা স্থাবর সম্পত্তি। (5 C. P. L. R. 6)

গাছের ফল (Fruit upon trees) অস্থাবর সম্পত্তি কিন্তু ভবিষ্যতে যে যে ফল উৎপন্ন হইবে (under section 25 General Clauses Act) তাহা স্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য (66, P. R. 1900.)

গাছ অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া মনে করা ঠিক নহে। Standing timber যাহা চিরিয়া কড়ি বরগা ইত্যাদি হয় তাহাই অস্থাবর সম্পত্তি, কিন্তু সকল গাছ নহে। এ সকল স্থলে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হয় অর্থাৎ গাছ কাটিয়া লওয়া যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অস্থাবর সম্পত্তি মধ্যে গণ্য কিন্তু যদি ফল-ভোগ করা উদ্দেশ্যে তাহা হস্তান্তরিত হয়, তাহা হইলে তাহা স্থাবর সম্পত্তি মধ্যে গণ্য (9 C. P. L. R. 3, referring to 6. M. H. C 71, See also 10 A 20). ৫ বৎসর ধরিয়া গাছ কাটিয়া লইবার সর্ত্ত অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইতে পারে। (6 M. H. C. 4).

গাছ হইতে গালা (lac) সংগ্রহের অধিকার অস্থাবর সম্পত্তি মধ্যে গণ্য (5 N. L R. 21).

অস্থাবর সম্পত্তি। MOVEABLE PROPERTY.

বন্ধকনামার সম্পত্তির ডিক্রি বিক্রয় অস্থাবর সম্পত্তি মধ্যে গণ্য (9 A 108) 13 A 89, 10 A W N 186, compare 6 C. W. N. 5.

আম গাছ (fruit bearing tree) মধ্যে গণ্য হইলেও যে দেশে বাড়ীঘরের কার্য্যে তাহার তক্তা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় সেখানে ইহা standing timber মধ্যে গণ্য। (24 B 31, 1, B. L. R 485.)

ভবিষ্যতে গাছের যে ফল উৎপন্ন হইবে তাহা অস্থাবর সম্পত্তি। গাছ বিক্রয় হইলে তাহার ফলভোগ এক কথা আর তাহার ফলের অধিকার

অন্য কথা। গাছ benifits arise out of land হইলেও তাহার ফল তাহা নহে।

গাছ কাটিয়া লওয়া অস্থাবর সম্পত্তির বিষয় কিন্তু তলস্থ জমি নষ্ট না হয় এমন কথা থাকিলে তাহা স্থাবর সম্পত্তির বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে। (7 C. L. T. 152).

১৭ ধারা—অস্থাবর সম্পত্তির সমস্ত দানপত্র রেজিষ্ট্রী করিতেই হইবে 2 B. L. R. 46; 8 C L. R. 441, 21 B 387)

একটী থান কাপড় বা অঙ্গুরি লইয়া কোন স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করা, বিনিময় বা বিক্রয় কোবালা নহে, তাহা দান পত্র (8 C. L. R. 441)

দানপত্র রেজিষ্ট্রী না করিয়া দাতার মৃত্যু হইলে এবং তাহার উত্তরাধিকারী তাহার সম্পাদন স্বীকার করিলে একই ফল। অর্থাৎ তাহার প্রবল এবং স্বয়ং দাতা রেজিষ্ট্রী করিলে যেরূপ হইত তদ্রূপ হইবে। (10 Bom. 506) গ্রহীতাই যদি একমাত্র উত্তরাধিকারী হয় তাহা হইলে সে সম্পাদন স্বীকার করিলে রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

দানপত্র-দাতা, দানপত্র রেজিষ্ট্রী না করিলে তাহা অকর্ম্মণ্য। রেজিষ্ট্রার তাহা অন্যান্য দলিলের ন্যায় রেজিষ্ট্রী করিবার আদেশ দিতে পারেন না, দিলেও তাহা অগ্রাহ্য, কেননা দান স্বেচ্ছাধীন কার্য্য, জোর করিয়া করান চলে না। (6 M. L. J. 207).

কোন দলিলে যদি লেখা থাকে যে আমি অমুককে এত সম্পত্তি পূর্ব্বে দিয়াছি এবং এখন বা ভবিষ্যতে তাহাতে আমার কোন দাবি দাওয়া নাই, তাহা হইলে তদ্বারা creating or extinguishing any interest হইবে না। তাহা কেবল মাত্র statement of facts. (20 B 592).

Right title or interest প্রভৃতি যাহা এই ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দলিল সম্পাদন মাত্র যে right ইত্যাদি হয় তাহাই বুঝাইবে। ভবিষ্যতে right ইত্যাদি বুঝাইবে না। (16 P. R. 1895 F B) সুতরাং তেমন কোন কথার জন্য ষ্ট্যাম্প লওয়া অন্যায়।

১৮ ধারা—(Sec 18 cl. f)

ইহাতে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এই উভয়বিধ সম্পত্তির হস্তান্তর সম্ভবে।

২১ ধারা—স্থাবর সম্পত্তির এমন বিবরণ দেওয়া আবশ্যক যাহাতে সে সম্পত্তিটী চিনিয়া লওয়া যায়। এরূপ পরিচয় ভিন্ন যে কেবল তাহা রেজেষ্ট্রীর অযোগ্য তাহা নহে, সে হস্তান্তর অসিদ্ধ (18 M. 364, 18 C. 556 F B. ; ৬ Q. B. D. 392).

অন্য এলেকার সম্পত্তি উল্লেখ না করিয়া দলিল রেজিষ্ট্রী করিলেও তাহা অসিদ্ধ।

২৩ ধারা।—সবরেজিষ্টারের ভ্রমবশতঃ যদ্যপি কোন দলিল সময় গতে রেজিষ্ট্রী হয় তাহা অসিদ্ধ। 93 P. R. 1883, 10 B. H. C. 58.

২৫ ধারা।—রেজিষ্ট্রার যদ্যপি দলিল রেজিষ্ট্রীর অনুমতি না দেন তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলিবে ন

২৮ ধারা।—রেজিষ্ট্রী আফিস ব্যতীত অন্যত্র দলিল রেজিষ্ট্রী হইলে তাহা বলবৎ হইবে না। Shall কথাটী থাকায় অবশ্যকর্ত্তব্যতা বুঝায়। রেজিষ্ট্রী-কারীরও এ দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। 7. N. W. P. 1. 19.

৩১ ধারা।—বিশেষ কারণ দর্শাইলে পক্ষগণের বাটী হইতে দলিল দাখিল লওয়া হয়। সে কারণ ন্যায় বা অন্যায় তাহা নির্ণয়ভার রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দেওয়ানি আদালত তাহার বিচার করিতে পারে না। 2 B 96; 14 C 458 (P. C.)

৩২ ধারা।—দলিল দাখিল করিয়া দাতা তাহা রেজিষ্ট্রীর পূর্ব্বে ফেরত লইতে পারেন না। হয় তাহা রেজিষ্ট্রী হইয়া ফেরত হইবে, না হয় তাহার রেজিষ্ট্রী না মঞ্জুরের পর ফেরত হইবে। (3 C. P. L. R. 17).

মোক্তার দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহার বিশিষ্ট ক্ষমতা আবশ্যক। যাহার আপীল দায়ের করিবার ক্ষমতা নাই, তিনি কেবল মাত্র মোক্তার বলিয়া আপীল দায়ের করিলে তাহা অসিদ্ধ। (11 A. 319. 6. O. C. 9).

মোক্তারনামা—দাতার মৃত্যুর পর সে মোক্তারনামার বলে রেজিষ্ট্রীকার্য্য সম্পন্ন হইবে না। (3 B. L. 1 14).

৩৩ ধারা।—পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক বা অশিক্ষিত লোক কোন মোক্তারনামা রেজিষ্ট্রীর জন্য উপস্থিত করিলে তাহারা সে দলিলখানি কি তাহা জানে কিনা তাহা দেখা কর্ত্তব্য। কেবল সহি করিলেই সকল কার্য্য শেষ হইল বলিয়া মনে করা অকর্ত্তব্য। (18 W. R. 238).

৩৪ ধারা।—দলিলের ষ্ট্যাম্প পুরা মূল্যের না থাকিলেও তাহার দাখিল অসিদ্ধ নহে। (11 C 750)

এই ধারামতে কার্য্যকালে রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক আদালত (Court) নহেন। (11 M 3, 12 M 201, 4 M L J 189)

৩৫ ধারা।—পিতা নাবালকের পক্ষে দলিল সম্পাদন করিলে তাঁহার উপস্থিতি ও তাঁহারই সম্পাদন স্বীকার আবশ্যক। নাবালকের পক্ষে স্বীকার করার আবশ্যক নাই। 21 A. 281.

রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের সমন পাইয়াও পক্ষ উপস্থিত না হইলে তাহার রেজেষ্ট্রী না মঞ্জুর হইবে। 25 C 93 11 B 69 5, C. 445.

সম্পত্তির মূল্য পায় নাই বলিয়া তাহার রেজিষ্ট্রী না-মঞ্জুর হইবে না। (4 M H C 101)

স্ত্রীর নামে সম্পত্তি দান পত্র করিয়া দাতার মৃত্যু হইলে এবং সেই স্ত্রী মৃত স্বামীর ওয়ারিশ (Representative) হইলে তাহার দ্বারাই রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হইবে। (10 C. W. N: 717, 33 C, 584)

কোন দান পত্র রেজিষ্ট্রীর পূর্ব্বে দাতার মৃত্যু হইলে, তাহার উত্তরাধিকারীকে তাহার রেজিষ্ট্রী কার্য্যে বাধা করা যায় না। (1৫ M L J 303)

রেজেষ্ট্রী কার্য্যকারক দলিল সম্পাদন কারীকে দলিল পাঠ করিয়া শুনাইতে বাধ্য নহেন। (25 A ৫ 58, 23 A W N 70, 6, W, R, 131)

দলিলদাতা সহি স্বীকার করিয়া দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে ইচ্ছা না করিলে তাহা রেজিষ্ট্রী করিতে সবরেজিষ্ট্রারের ক্ষমতা আছে (6 C, W, N, 529)

৩৯ ধারা।—কোন পক্ষের উপর সমন ইসু করা উচিত কিনা তাহা বিবেচনা করিবার ক্ষমতা রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের আছে। (4 M, H, C, 91)

৪০ ধারা —কোন উইল রেজিষ্ট্রীর জন্ত দাখিল হইলে উইল দাতা নাবালক বা পাগল ছিল ইত্যাদি অনুসন্ধান করা সবরেজিষ্ট্রারের অনাবশ্যক। ৩৫ ধারার ক্ষমতা ৪০ ধারায় পরিচালন করা যাইবে না (20 M, 245)

৪১ ধারা।—উপরের লিখিত ৪০ ধারার প্রচলিত নজির এই ধারাতেও বর্ত্তিবে। এই ধারার কার্য্যকালে সবরেজিষ্ট্রার আদালত (Court under Sec 195 G P, Code) বলিয়া গণ্য। (19 M 154 M, 15 138)

৪৭ ধারা।—দলিলের তারিখ হইতে সর্ত্ত নির্ণীত হইবে, দলিল রেজিষ্ট্রীর তারিখ হইতে নহে। (6 B 185)

দান পত্র রেজিষ্ট্রীর পর যাহাকে দান করা যায়, তিনি তাহার দখল না লইলে সে দানপত্র অসিদ্ধ এবং দাতা সে সম্পত্তি আবার বিক্রয় প্রভৃতি করিতে পারেন। (20 C 464) (4 B H C 31)

Declaration ও agreementএর বিভিন্নতা।

৪৮ ধারা।—Declarationএ সম্পাদনকারীর ইচ্ছা বা উক্তি মাত্র প্রকাশিত হয়, কিন্তু Agreement দ্বারা দাতা বাধ্য হইয়া থাকেন। সুতরাং Declaration থাকিলেই তাহার জন্য ফি দিবার আবশ্যক নাই; কেবল Agreement থাকিলে অতিরিক্ত ।৷০ আনার ষ্ট্যাম্প দিবেন (12 W R, 217; 3 B L R 321),

৬১ ধারা।—শেষ সার্টিফিকেটে সবরেজিষ্ট্রারের সহি না থাকিলে সে দলিল অগ্রাহ্য (6 C P, L, R, 125)

৭১ ধারা।—সব-রেজিষ্ট্রার রেজিষ্টারি অগ্রাহ্য করিলে প্রথমতঃ জেলার রেজিষ্ট্রারের নিকট আপীল করিতে হইবে। একায়েক দেওয়ানি আদালতে আপিল করা চলিবে না। (25 A 402; 3 A 397)

৭৩ ধারা।—এই ধারার কার্য্যকালে জেলার রেজিষ্ট্রারও কোর্ট নহেন। (15 A 411, 10 M 154, 15 M 138)

৩০ দিনের মধ্যে—ইহার অর্থ সবরেজিষ্ট্রার যে দিন রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য করেন, সেই দিন হইতে ৩০ দিন বুঝিতে হইবে। না-মঞ্জুর হুকুমের নকল পাইবার ৩০ দিন মধ্যে নহে। 24 A 402, কিন্তু পক্ষ যদ্যপি রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্যের বিষয় অবগত না থাকেন তাহা হইলে, যে দিন অবগত করা যায় সেই দিন হইতে ৩০ দিন সময় পাইবেন (18, M, D, 99 F. B, 30 bal 532-35)

বিংশতি অধ্যায়।

জমিদারী ও জমিজমার ইতিবৃত্ত

(১)

মুসলমান আমলে প্রজাই জমির প্রকৃত মালিক ছিলেন, রাজা উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ পাইতেন; এই রাজভাগের নামই "কর।" আধুনিক জমিদারী সমূহের সৃষ্টি ইংরাজ রাজত্বেই হইয়াছে। ইংরাজ জমীদারদিগকেই ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী করিয়াছেন, প্রজার স্বত্ব অতি সামান্য। মুসলমানেরা যে কর আদায় করিতেন, তাহার নাম "খেরাজ", আর যাহার খাজনা নাই, তাহা "লা-খেরাজ।" পূর্ব্বে খাজনার কোন বিশেষ বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল না। বাদসা আকবর সাহের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল রাজস্ব আদায় করিবার বহুবিধ প্রণালী প্রচলন করেন, সেই পর্য্যন্ত একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে জমির উৎপাদিকা শক্তির অবস্থানুসারে চারি প্রকারের খাজনা নির্দ্ধারিত হয় এবং খাজনা আদারের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত হয়। এই ইজারাদারই জমিদার বলিয়া অভিহিত হইতে থাকেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কোন বিশেষ স্বত্ব ছিল না। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মুর্শিদকুলিখাঁ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশকে ত্রয়োদশটি চাকলায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক চাকলার খেরাজ আদায় করিবার জন্য তহশিলদার নিযুক্ত করেন, তাঁহাদিগকে চাকলাদার বলা হইত। খাজনা আদায়ের নিপুণতা হিন্দুরই অধিক ছিল বলিয়া, অধিকাংশ হিন্দু চাকলাদার নিযুক্ত হন এবং কালক্রমে তাঁহারাই ক্ষমতাশালী জমিদাররূপে পরিণত হয়েন।

১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে ভারতভূমিতে উপনীত হইয়া বোম্বাই নগরীর সন্নিহিত সুরাটে কুঠি সংস্থাপন করিয়া দিল্লীর তদানীন্তন বাদশাহ সাহজানের অনুমতিক্রমে ভারতে বাণিজ্য বিস্তার করেন। ক্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী যতই প্রসন্ন হইতে লাগিলেন, তাঁহারা ততই ভারতের দিগ্‌দিগন্তে কুঠি স্থাপনা করিতে লাগিলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কুঠিয়াল জন চার্ণক

সুতানুটিতে কুঠি স্থাপনা করিয়া কলিকাতা মহানগরী প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন ; বাণিজ্য সূত্রে ক্রমে ইংরাজের সহিত নবাবের মনোমালিন্য হইতে আরম্ভ হয়, তদুপলক্ষে গভর্ণর ড্রেক সাহেবের সহিত নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার বিলক্ষণ মনান্তর হয় এবং তাহারই পরিণামে কর্ণেল ক্লাইভ ২৩শে জুন তারিখে পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করিয়া ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট বাদশাহ দ্বিতীয় সাহআলম কোম্পানীর হস্তে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। এই সময় হইতেই ইংরাজ আমাদের রাজা। কোম্পানী জন্য আবশ্যক মত সৈন্য নিযুক্ত করিতেন, দেওয়ানী মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তির ভারও তাঁহাদের ছিল। কিছুদিন পরে তাহারা ২৬ লক্ষ টাকা কর দিয়া নিজামত অর্থাৎ ফৌজদারির ভারও প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট হীনবল হওয়ায় কোম্পানী কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন এবং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ বাদশাহের দেওয়ানরূপে প্রথম পুণ্যাহ করিয়া রাজস্ব আদায় করেন।

প্রথম রাজত্ব সময়ে ইংরাজরাজের রাজস্ব আদায় কার্য্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে। জেলায় জেলায় কালেক্টর নিযুক্ত হওয়াতে ভালরূপ কর আদায় না হওয়ায় ইজারা বিলি করাই সুবিধাজনক বোধে ১৭৭২ অব্দে পাঁচ বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত হয়। ইহাতে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় জমিদারদিগের সহিত সন সন নূতন বন্দোবস্ত করিতে থাকেন, কিন্তু ইহাতে জমিদারগণ প্রজাদিগের উপর উৎপীড়ন করিয়া খাজনা আদায় করিতে থাকায় তাহা নিবারণ করিবার জন্য জমিদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে প্রথমতঃ দশ সন মিয়াদে বন্দোবস্ত করেন এবং ১৭৯৩ অব্দে ঐ দশশালা বন্দোবস্তই ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের অনুমত্যানুসারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। এই প্রকারে বাঙ্গালার বর্ত্তমান জমিদারীসমূহের সৃষ্টি। গভর্ণমেণ্ট ভাবিলেন, প্রজার মঙ্গলই জমিদারের মঙ্গল, সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজার মঙ্গল হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। প্রজা বিপন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, অথচ এই সময়ের পর যে কয়েকটী আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে জমিদারদিগের হস্তে কতকগুলি অন্যায় ও অসঙ্গত ক্ষমতা দেওয়ায় প্রজাদিগের দুঃখের সীমা রহিল না।

তাহার পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১০ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় প্রজাদিগের দুরবস্থার কথঞ্চিৎ অপনয়ন হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে হয় না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের উল্লিখিত ১০ আইন সংশোধনপূর্ব্বক ১৮৬৯ সালের ৮৪ আইন পুনঃ প্রকাশিত হয়। এই আইন প্রচারিত হইলে জমিদার ও প্রজার সর্ত্ত নির্ণয়ার্থ ঘোরতর বাদানুবাদ হইতে লাগিলবলিয়া ১৮৮৫ সালের ১০ মার্চ্চ প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হয়, ইহাই ১৮৮৫ সালের ৮ আইন। এই আইনটী জারি হওয়ায় প্রজার অনেক সুবিধা হইয়াছে।

২)

জমি জমার নাম।

জমিদারী কাহাকে বলে ?...১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্ত দ্বারা প্রাপ্ত ভূসম্পত্তিই জমিদারী। ইহার মালগুজারি কালেক্টরীতে দিতে হয়। তাহাদের জন্ত কালেক্টরীতে রেজেষ্ট্রী আছে—তাহাকে তৌজি কহে।... ...

তালুক কাহাকে বলে ?...গবর্ণমেণ্ট বা কোন জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া সম্পত্তির সাধারণ নাম তালুক। তালুক নানাবিধ, তন্মধ্যে (১) হুজুরী বা খারিজ * (২) সিকিমি বা মুফস্বলী † এবং (৩) পত্তনি ‡ এই কয়টী প্রধান।

খাস মহাল ... ... গবর্ণমেণ্টের যে মহালের কর খাস তহশীলে আদায় হয় তাহাকে খাস মহাল কহে।

দরপত্তনি ... ... পত্তনিদারের অধীনে পত্তনি। (১)

সে-পত্তনি ... ... দরপত্তনির অধীনে পত্তনি।

---

* ইহার রাজস্ব একাবারেক কালেক্টরীতে দাখিল হয়।

† ইহার খাজনা কালেক্টরীতে দাখিল হয় না, জমিদারকে দিতে হয়।

‡ বর্দ্ধমানের মহারাজ ইহার প্রবর্ত্তক। ১৭৯৩ অব্দের পর যে সকল অধীন তালুক সৃষ্টি হইয়াছে সে সমুদয়ই পত্তনির অন্তর্ভুক্ত।

(১) পত্তনি স্বত্ব নিলাম হইলে দরপত্তনি স্বত্ব লোপ পায়।

দাহারাম পত্তনি ...	সে-পত্তনিদারের অধীন পত্তনি।
ইস্তমুরারী মোকররী তালুক...	ইহার খাজনার হার ও বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী। বাকী রাজস্বের নিলামে জমিদারী বিক্রয় হইলেও মোকররীদার বজায় থাকেন।
মৌরশী	কুল ক্রমাগত।
কটকিনা	এক বৎসরের জন্য ইজারা।
মোকররী	যাহার খাজনার কমি বেশী হয় না।
ঘাটোয়ালি স্বত্ব ...	মহারাষ্ট্রীয় দস্যুদিগের অত্যাচার সময়ে পর্ব্বতের পথ অর্থাৎ ঘার রক্ষার পরিবর্ত্তে অল্প খাজনা লইয়া যে জমি বিলি হইত, তাহাই ঘাটোয়ালী স্বত্ব, ইহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।
মধ্যস্বত্ব	(Permanent tenure) এমন প্রজাইস্বত্ব (tenure অর্থাৎ রাইয়তি স্বত্ব নহে) যাহা চিরস্থায়ী এবং ওয়ারীশ সূত্রে ভোগ দখল করা যায়। (*)
চাক্‌রাণ	কোন কার্য্যের বেতনের পরিবর্ত্তে অল্প বা বিনা খাজনায় জমি দেওয়াকে চাক্‌রাণ কহে। বসতি না থাকিলে বে-ছপ্পর কহে।
মহাল	ইহাও কালেক্টরিভুক্ত সম্পত্তি।
মৌজা	গ্রামকে মৌজা কহে।
ডিহি	কয়েকটী মৌজা লইয়া ডিহি হয়। মৌজায় বসতি থাকিলে তাহাকে বস্তি বা ছপ্পর কহে।
পরগণা	এক অধিকারের মৌজা সমূহকে পরগণা কহে। (†)
তরফ	এক গোমস্তার অধীন অংশকে তরফ কহে।
হুজুরী বা খারিজা তালুক...	ইহার মালগুজারী অর্থাৎ রাজস্ব একাএক কালেক্টরীতে দাখিল করিতে হয়।
মজকুরী তালুক ...	যাহার রাজস্ব একায়েক গবর্ণমেণ্ট সরকারে দাখিল হয় না, মালিক উপরিস্থ জমিদারের দ্বারা দাখিল করেন।

(*) See Sec 5 (1) and 3 (8) of The Bengal Tenancy Act.

(†) পূর্ব্বে ১০০ গ্রাম এক জমার অধীন হইলে তাহাকে পরগণা কহিত।

ইজারা ... ... কোন মৌজা ডিহি, বা গ্রামাদির উপস্বত্ব কোন নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিবার কড়ারে কোন ভূম্যধিকারীর নিকট নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া লওয়াকে কহে। (*)

দর-ইজারা ... ... ইজারাদের নিকট ইজারা লইলে উহাকে দর-ইজারা কহে।

চাকলা ... ... কতকগুলি পরগণার সমষ্টিকে চাকলা কহে। (†)

পিত্তলগোলা... ... অর্থাৎ অপর জমিদারের অধিকারস্থিত জমি।

(৩)

প্রজার শ্রেণী বিভাগ।

প্রজা—যে ব্যক্তি খাজনা দিয়া অথবা কোন বিশেষ কারণে খাজানামুক্ত হইয়া অন্যের অধীনে জমি ভোগ করেন, তাঁহার নাম প্রজা। সুতরাং অধীন তালুকদার হইতে সামান্য কোর্ফা রায়ত পর্য্যন্ত সকলেই প্রজা।

খুদকস্তা রাইয়ত—যে প্রজা নিজ বাসগ্রামের জমি চাষ করে।

পাইকস্তা রাইয়ত—যাহারা এক জমিদারের অধিকারে চাস আবাদ করে, কিন্তু অন্যের অধিকারে বাস করে।

প্রজা নানাবিধ। ১৮৮৫ অব্দের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের মর্ম্মানুসারে প্রজাগণ নিম্নলিখিত কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) মধ্যস্বত্বাধিকারী, (২) রাইয়ত; (৩) কোর্ফা রাইয়ত।

মধ্যস্বত্বাধিকারী ‡— যে ব্যক্তি খাজনা আদায় করিবার বা প্রজা বসাইয়া ভূমি আবাদ করাইবার উদ্দেশ্যে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব কোন জমিদার অথবা

(*) ইজারাদারের জমিতে দখলিস্বত্ব জন্মে না।

(†) বাঙ্গালার অন্যতম নবাব জাফর খাঁ (মুর্শিদ কুলি খাঁ) ১৭২১ অব্দে সুবে বাঙ্গালাকে অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৩টী চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন।

(‡) মধ্যস্বত্বাধিকারী তাঁহার সম্পত্তি মোকররী মৌরশী অর্থাৎ চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করিতে পারেন, কিন্তু মোকররী মৌরশী স্বত্বের রাইয়ত তাঁহার সম্পত্তি holding পুনর্ব্বার মোকররী মৌরশী বিলি করিতে পারেন না। করিলেও তাহা অসিদ্ধ। 6. C. W. N. 926. মধ্যস্বত্বে বা perpetualএ মোকররী মৌরশী ও পুত্রাপৌত্রাদি ক্রমে দখলের সর্ত্ত থাকা আবশ্যক (I. L. R. 12 Cal. 107).

অপর কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে বা তাঁহার ওয়ারিশাণ ও উত্তরাধিকারীকে বুঝায়।

রাইয়ত—যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করিবার উদ্দেশে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব পাইয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে ও তাঁহার উত্তরাধিকারীকে বুঝাইবে।

কোর্ফা রাইয়ত—যে প্রজা সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে রাইয়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে, তাহার নাম কোর্ফা রাইয়ত।

রাইয়ত আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) মোকররী রাইয়ত; (২) দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত; (৩) দখলিস্বত্বশূন্য রাইয়ত।

মোকররী রাইয়ত *—চিরকালের জন্য মোকররী অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিয়া ভূমি ভোগ করাকে বলে।

দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত—যাহাদের ভোগাধীন ভূমিতে দখলি স্বত্ব আছে, তাহারাই দখলিস্বত্ববান রাইয়ত।

দখলিস্বত্বশূন্য রাইয়ত—যে সকল রাইয়তের উক্তপ্রকার দখলিস্বত্ব নাই, তাহারাই দখলিস্বত্বশূন্য রাইয়ত।

ফেরারী প্রজা—পলাতক প্রজাকে কহে।

সাত্তান প্রজা—সঙ্গতিপন্ন প্রজা।

নাত্তান প্রজা—দুঃস্থ প্রজা।

* মোকররী রাইয়ত মোকররী বিলি করিতে পারিবেন না (See Sec 85 (2 B. T. Act.) যেখানে চাষ আবাদ জন্য জমি লওয়া হয় সেখানে প্রজা রাইত পদবাচ্য। তবে যেখানে ইমারতাদি প্রস্তুত দ্বারা বসবাস জন্য জমি লইয়া থাকেন, তখন tenure অর্থাৎ মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজা অর্থাৎ tenure holder. বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১৭৯ ধারায় যে মোকররী মৌরশী বিলির কথা আছে তাহা ১৮ ধারার মোকররী মৌরশী রাইয়তের প্রতি বর্ত্তিবে না। এরূপ রাইয়ত স্বীয় জোত বিক্রয় করিতে পারিবেন, কিন্তু মোকররী বিলি করিতে পারিবেন না। সম্পত্তি কি উদ্দেশ্যে হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখিলে প্রজা রাইয়ত বা মধ্যস্বত্বাধিকারী তাহা জানা যায় না।

(৪)

জমির নাম ও লক্ষণ।

জমা বা জোত।—রাইয়তের অধিকৃত ভূমি। (*)

খামার পতিত। যে জমির আবাদ নাই, এবং যাহাতে কোন কর ধার্য্য হয় নাই।

মাঠান জমি। যে জমিতে চাষ দিয়া ফসল উৎপন্ন করা যায়, তাহাকে মাঠান জমি কহে। মাঠান জমি দুই প্রকার—শালি ও সুনা।

শালি ও সুনা জমি আবার উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য অনুসারে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) আউওল (২) দুরেম (৩) সুইরেম (৪) চাহারাম

আউওল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমি যাহাতে সকল প্রকার শস্যই পুরা অর্থাৎ ষোল আনা রকম জন্মে, তাহার নাম আউয়লি জমি।

দুয়েম জমি,। যাহাতে বারো আনা রকম ফসল জন্মে তাহার নাম দুয়েম জমি।

সুয়েম (বা ছেয়ম) জমি। যাহাতে অৰ্দ্ধেক অর্থাৎ আট আনা রকম ফসল জন্মে, তাহাকে সুয়েম জমি কহে।

চাহারাম জমি। যাহাতে সিকি অর্থাৎ চারি আনা রকম ফসল জন্মে।

দো জমি। যে জমিতে বৎসরের মধ্যে দুইবার ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম দো-জমি।

পতিত জমি। যে জমিতে চাষ নাই, অর্থাৎ যাহাতে ফসল উৎপন্ন হইতেছে না।

লায়েক জমি। যাহাতে আবাদ করিলে ফসল জন্মিতে পারে।

গরলায়েক জমি। যে জমিতে ফসল উৎপন্ন হইতে পারে না তাহা।

হাসিল জমি। যে জমিতে উপস্থিত ফসল জন্মিতেছে।

(*) কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জেলার রাইয়তের জমা বা হোল্ডিং ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। রাইয়তের জমাকে রংপুর অঞ্চলে জোত ২৪ পরগণায় ও যশোহরে গাঁতি বা ঠিকা; চট্টগ্রামে এটমান ও টাপা, বিহার প্রদেশে গুজস্তা প্রভৃতি কহে। রংপুরের জোত, ২৪পরগণার গাঁতি, বিহারের গুজস্তা এই গুলি চিরস্থায়ী। ১৮৮৫ অব্দের ৮ আইনের বিধানমত কোন রাইয়ত স্বতন্ত্র প্রজাস্বত্বের বিষয়ীভূত যে যে ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, জোত শব্দে তাহাই বুঝায়। জোত শব্দে দখলি স্বত্বও বুঝায়।

খিল জমি। যে জমি আপাততঃ পড়িয়া আছে, কিন্তু আবাদ করিলে তাহাতে ফসল জন্মিতে পারে।

উঠবন্দী রাইয়ত ও উঠবন্দী প্রণালী। নদীয়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় এক শ্রেণীর রাইয়ত আছে, যাহারা প্রতিবৎসর একই জমি চাস করে না, ভিন্ন ভিন্ন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন জমি চাষ করিয়া থাকে; ইহাদিগকে উঠবন্দী রাইয়ত কহে। উঠবন্দী প্রণালী অনুসারে চাস করিলে কোন জমিতেই দখলিস্বত্ব জন্মে না।

উঠিত পতিত জমি। যে জমিতে কোন বৎসর আবাদ হয় এবং কোন বৎসর হয় না।

জলকর। যে জমিতে নদী পুষ্করিণী বিল খাল প্রভৃতির জল থাকে, তাহাকে ও তাহা হইতে উৎপন্ন আয়কে জলকর কহে।

ভাগাড়; যে জমির উপর গো মহিষাদির মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হয়।

গোচর বা পশুচর। যে জমিতে গো ছাগ মহিষাদি পশু চরিয়া বেড়ায়।

শীকস্তি। নদ্যাদির স্রোতে ভাঙ্গিয়া জমির পরিমাণ কমিলে তাহাকে শীকস্তি কহে।

পৈয়স্তি (পয়স্তি)। বন্যার পর পলি পড়িলে অথবা নদীর স্রোত সরিয়া যাওয়াতে চড়া পড়িলে সে জমি আবাদের উপযুক্ত হয়।

ভরাটী। নদ্যাদির কোন অংশ চড়া পড়িয়া ভরাট হইলে যে জমি বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম ভরাটী জমি।

গুজস্তা জমি। যে জমিতে প্রজাবিলি আছে।

পোত জমি। জমা আছে, কিন্তু যাহার জমির নির্ণয় নাই।

ফেরারি জমি। যে জমির প্রজা পলায়ন করিয়াছে।

বাস্তু। যে জমির উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করা যায়।

উদ্বাস্তু। বাস্তুর পার্শ্ববর্ত্তী জমি।

খাসখামার। যে জমি ভূম্যধিকারীর খাসে থাকে।

সুনাজমি। যাহাতে আউস ধান্য ইক্ষু রবিখন্দ তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

বাগাৎ। যাহাতে ফল বা পুষ্পাদির বাগান আছে।

কিতা। পৃথক পৃথক চৌহদ্দিভুক্ত এক এক খণ্ড জমি।

হালহাসিলী। ইহা প্রতি সনের জন্য বিলি হয় এবং যত জমি আবাদ হয় তাহার উপর খাজনা আদায় হয়।

মৌরসী জমা। যে জমা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করা যায়।

মোকররি জমা। যাহা নির্দ্দিষ্ট খাজনায় ভোগদখল করা যায়।

লাখেরাজ। যাহার খাজনা নাই।

দেবোত্তর। দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পিত নিষ্কর ভূমি।

ব্রহ্মোত্তর। ব্রাহ্মণের ভোগার্থ নিষ্কর ভূমি।

পীরোত্তর। পীরের উদ্দেশে মুসলমানদিগের প্রদত্ত নম্বর ভূমি

মাহাত্তান বা মহাত্রাণ। শূদ্রের ভোগার্থ প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি।

পঞ্চকী জমি: রাজা বা জমিদার আপন মালিকানার চিহ্ন স্বরূপ অত্যল্প কর লইয়া অপরকে যে জমি দেন তাহা।

জঙ্গলবুড়ী। জঙ্গল কাটিয়া সামান্য করে যে জমি বন্দোবস্ত করা হয় তাহা। (*)

আয়মা। মুসলমান মৌলবিরা কোন সৎকার্য্যের উদ্দেশে সম্রাটদিগের নিকট বৃত্তিস্বরূপে যে জমি পাইয়াছেন তাহা।

জাইগীর। সৈন্যদিগের ব্যবহারার্থ সেনাপতিকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি।

(৫)

রাজকর ও খাজনা।

রাজকর ... ... কোন সম্পত্তি ভোগ দখল জন্য যে রাজস্ব দেওয়া হয় তাহাকে "কর" বা "রাজকর" কহে। ফারসী "খিরাজ" শব্দে তাহাই বুঝায়। ইহাকে ইংরাজীতে Revenue বলে। †

(*) এ প্রকার জমি বাখরগঞ্জে চাওলা নামে অভিহিত।

† কালেক্টরিতে কতকগুলি (Register) অর্থাৎ খাতা আছে: বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির বিভিন্ন প্রকার খাতা নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সেই রেজেষ্টীভুক্ত সম্পত্তি সমূহই রাজকরভুক্ত (Revenue Paying) ভূসম্পত্তি। বঙ্গদেশে ঐরূপ যে সকল সম্পত্তি ও তাহার রেজেষ্টী বহি আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১৮৭৬ সালের ৭ আইন মতে বঙ্গের সমস্ত কালেক্টরিতে ইহা রাখিতে হয় যথা:—

(১) A ... রাজস্ব দেয় জমি।

(২) B ... রাজকর শূন্য জমি যথা সিদ্ধ নিষ্কর।

(৩) C ... মৌজাহারে রেজেষ্টী বহি। ইহাতে অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির তালিকা আছে।

(৪) D ... ইহাতে হস্তান্তর লিপিবদ্ধ হয়।

খাজনা ... ... জমিদার বা অন্য কেহ প্রজার নিকট হইতে কোন ভূসম্পত্তি ভোগ দখলের জন্য যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাই খাজনা।

(৬)

বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান তালুকের নাম।

১। জাইগীর। (১)
২। আলতমঘা (ইহার রাজকর নাই।)
৩। সিদ্ধ নিষ্কর।
৪। মাদাম আস। (২)
৫। খারিজা বা হুজারি তালুক।
৬। ঘাটোয়ালি তালুক। (৩)
৭। মুকাদ্দমি স্বত্ব। (৪)
৮। খাস মহল।
৯। যাবতীয় কালেক্টরি মহাল।
১০। পত্তনি তালুক (৫)

(৮)

মধ্যস্বত্ব নির্ণয়।

জমিদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে যে জমি জমা পত্তন প্রভৃতি দ্বারা যথেচ্ছ ভোগদখল করা যায় তাহা। ১০০ বিঘার অধিক জমির ভোগাধিকারীকে মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া গণ্য করা যায়।

---

(১) মুসলমান বাদশাহের দেয়। বঙ্গে ইহা অতি সামান্যই আছে। বিহার প্রদেশে বাদশাহ সাহ আলম অনেক জায়গীর দিয়া গিয়াছেন।

(২) এই সকল বাদসাহী সম্পত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে এবং ইহার স্বত্বাধিকারী পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন।

(৩) ইহা বীরভূম অঞ্চলেই বেশী।

(৪) ভাগলপুর ও কটক অঞ্চলে ইহা বেশী।

(৫) কোন জমিদারের নিকট ইহা স্থায়িভাবে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয়। খাজনা না দিলে অষ্টমে ইহা নীলাম হইয়া যায়। ইহার প্রবর্ত্তনা বর্দ্ধমান রাজষ্টেট হইতে হইয়াছে (See Preamble to Regulation VIII of 1889.)

তদ্ব্যতীত এই গুলি মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট সম্পত্তি।

১। নিষ্কর সম্পত্তি।

(ক) ব্রহ্মত্তর। *
(খ) দেবোত্তর (দেবত্র)
(গ) পীরত্তর।
(ঘ) মহাত্রাণ।

এগুলি estate মধ্যে গণ্য করা যায়। প্রজাস্বত্ব আইনের ৫ ধারার সহিত এ গুলির সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়।

আরও কতকগুলি স-কর জমি আছে যাহা tenure যথা সিকমি, মৌজকুরি, সামিলি ও যে সকল কায়েমি জমা যাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গ্রহণ করা যায়।

(৮)

প্রজার খাজনা বৃদ্ধির নিয়ম ।

মোকররি রায়তের খাজনা বা খাজনার হার চিরকালের নিমিত্ত স্থির। দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়তের কর ১৫ বৎসরের মধ্যে একবার বৃদ্ধি হইতে পারে; বৃদ্ধি হইলেও টাকায় ৵০ দুই আনার অধিক হইবে না।

দখলী-স্বত্ব-শূন্য রায়তের খাজনা ১৫ বৎসরের মধ্যে একাধিকবার বৃদ্ধি হইতে পারিবে। টাকায় কত বৃদ্ধি হইবে তাহার সীমা নাই এবং নিম্নলিখিত কারণে ভূমি হইতে উচ্ছেদ হইতে পারে :—

১। বকেয়া খাজনা না দিতে পারিলে;

২। যে কার্য্যের জন্য ভূমি লইয়াছে, ভূমিকে তাহার অযোগ্য করিলে;

৩। পাট্টার মিয়াদ গত হইলে;

৪। আইনমত অবধারিত ন্যায্য কর প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে।

(৯)

বঙ্গদেশের বর্ষ সংখ্যা ।

আমাদের দেশে সাতটি প্রচলন আছে যথা :—

১। ফসলী বা আমলি। ১লা আশ্বিন হইতে ইহার আরম্ভ।

---

* ১০০ বিঘার কম হইলে এবং ব্রাহ্মণ চাষ আবাদ দ্বারা ভোগ দখল করিলে তাহা রাইয়তি স্বত্ব অন্যথা মধ্যস্বত্ব অর্থাৎ tenure (I G's Cir, No, of 1894) কিন্তু ব্রহ্মোত্তর জমিতে প্রায়ই প্রজাবিলি হইয়া থাকে সুতরাং তাহা tenure, তাহার উপর ইহার পরবর্ত্তী সার্কুলার (24 of 1898) পড়িয়া মনে হয় সকল প্রকার tenure ভূমি নিষ্কর বলিয়া গণ্য।

২। বঙ্গাব্দ বা সাল। ১লা বৈশাখ হইতে ইহার আরম্ভ।

৩। ভিলায়তি। ইহা প্রায়ই ভাদ্র মাস হইতে আরম্ভ হয়।

৪। মাঘি। ১লা বৈশাখ হইতে ইহার আরম্ভ।

৫। সম্বৎ বা হিন্দি। ইহা চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ হয়।

৭। শকাব্দা। ইহাও ১লা বৈশাখ আরম্ভ হয়।

উপরের লিখিত বর্ষ সমূহ ইংরাজি মাস ও বর্ষের যে সময়ে আরম্ভ হইয়াছে তাহাও লিখিত হইল যথা ঃ—

১।	ফসলি	...	৫৯২	খৃষ্টাব্দে,	সেপ্টেম্বর মাস।
২।	সাল	...	৫৯৩	ঐ	এপ্রেল মাস।
৩।	ভিলায়তি	...	৫৯৩	ঐ	আগষ্ট মাস।
৪।	মাঘি	...	৬৯৩	ঐ	এপ্রেল মাস।
৫।	সম্বৎ	...	৫৭	(খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব)	এপ্রেল মাস।
৬।	হিজরী	...	৬২২	খৃষ্টাব্দ	জুলাই মাস।
৭।	শকাব্দা	...	৭৮	খৃষ্টাব্দ	এপ্রেল মাস।

এতদ্দৃষ্টে বুঝা যায় যে সম্বৎ বহু পুরাতন বর্ষ তাহার পর খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ইংরাজদিগের বর্ষ প্রচলিত হইয়াছে।

(১০)

জমির মাপ ও পরিমাণ।

১ বর্গহাতে (Square cubit) (*)	...	...	১ গণ্ডা।
২০ গণ্ডায়	...	...	১ ছটাক।
৪ ছটাকে	...	...	/০ এক পোয়া।
১৬ ছটাকে	...	...	/১ কাঠা।
২০ কাঠায়	...	...	১/ বিঘা।

(১) সাধারণতঃ ১৮ ইঞ্চিতে ১ হাত হয়, ১২ ইঞ্চিতে ১ ফুট, ৩ ফুটে ১ গজ বা দুই হাত ১ পয়সার মাপ এক ইঞ্চি।

১ বিঘা (*)	=	১৬০০ বর্গ গজ (Sq. yard)
৩ বিঘা (প্রায়)	=	১ একার
১৯৩৮ বিঘা	=	১ Sq. mile (মাইল)

(১১)

(জমির পরিমাণ সম্বন্ধে চিহ্ন) †

১ বিঘা	=	১৴০						
১ কাঠা	=	⁄১	২ কাঠা	=	⁄২	৫ কাঠা	=	।০
১ ছটাক	=	⁄০	২ ছটাক	=	৶০	৫ ছটাক	=	৷৴০
১ পোয়া	=	⁄।০	২ পোয়া	=	⁄৷।০	৫ পোয়া	=	⁄১।০
১ গণ্ডা	=	৻১	২ গণ্ডা	=	৻২	২০ গণ্ডা	=	⁄০ ছটাক
১ কড়া	=	৻।০	২ কড়া	=	৻৷।০	৫ কড়া	=	৻৻।০
১ ক্রান্তি	=	—	২ ক্রান্তি	=	=	৩ ক্রান্তি	=	৻।০

(*) বিঘার মাপ সকল দেশে সমান নয়; বঙ্গদেশে ১৬০৭ বর্গ হাতে এক বিঘা হয়। ইহা এক একারের (acre) এক তৃতীয়াংশের কিছু কম। কটকে ১ বিঘা এক একারের সমান অর্থাৎ বঙ্গদেশের তিন বিঘার সামান্য বেশী। বেহারে এক বিঘা এক একারের এক তৃতীয়াংশ হইতে ১॥০ একার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

(†) সহর অঞ্চলের লোকের বুঝিবার সুবিধার জন্য এ গুলি দেওয়া গেল।

একবিংশ অধ্যায়।

পারিভাষিক শব্দ। *

শব্দ		অর্থ
চৌহদ্দি (Boundary)	...	হদ্দি অর্থে সীমা। চৌহদ্দি অর্থে চতুঃ-সীমা নক্সা (Plan or map) জরিপের যে চিত্র প্রস্তুত হয় তাহা।
জরিপ (Survey)	...	জমিতে দৈর্ঘ্য প্রস্থ সারা প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয়।
বয়নামা (Sale certificate)	...	প্রকাশ্য নিলামে ভূম্যাদি বিক্রয় হইলে যে বিক্রয়-পত্র প্রদত্ত হয়, তাহাকে কহে।
বায়া	...	বিক্রেতা।
দাখিলা	...	খাজনার রসিদ।
দস্তখৎ	...	নাম স্বাক্ষর করা।
বকলম দস্তখৎ	...	যে লিখিতে জানেনা তাহার হইয়া অপরে যে সহি করিয়া দেয় তাহা।
মবলগ	...	অর্থাৎ একুন বা মোট।
মওয়াজি	...	ইহাতে "কমবেশী" বুঝায় (Less or more)
বিমজ্জিম	...	অর্থাৎ "অমুক হিসাব।"

* পুরাতন দলিলে অনেক উর্দ্দু ও পারসিক শব্দ ব্যবহার হইত, সেই সকল দলিলের অর্থবোধের সাহায্য জন্য এইগুলি সন্নিবিষ্ট হইল।

শব্দ।	অর্থ।
মজকুর	উল্লিখিত।
মোকাম	ঠিকানা।
সাকিন	বাসস্থান।
ওগায়রহ	প্রভৃতি।
মাত্তব্বরি	প্রতিভূ, জামিন।
নিশানদিহি	পরিচয় করণ।
সনাক্ত (Identify) ...	চেনা।
ওরফে (Alias) ...	নামান্তর।
আইনদা বা আয়েন্দা ..	ভবিষ্যৎ।
আবওয়াব	অতিরিক্ত কর।
আমানত	গচ্ছিত।
আমুল জামুল	পূর্ব্বাপর প্রচলিত প্রথা
এওয়াজ	বিনিময়।
একরার	অঙ্গীকার।
এজমাল	অবিভক্ত, সাধারণ।
ইজাফা	বৃদ্ধি।
ইবরহিনামা	মুক্তি পত্র।
ইবরারি জিম্মা	দায়মুক্তি।
ইস্তফা	পরিত্যাগ।
ইস্তমুরার	চিরস্থায়ী।
কবুল	স্বীকার।
ওয়াশীল	উশুল।
কাদামি	পুরুষানুক্রমে দখলা।
কারপরদাজ	কর্ম্মচারী।
কুৎ	আনুমানিক নির্দ্ধারণ
গুজস্তা	সাবেক।
তামিল	সম্পাদন।

শব্দ।	অর্থ।
তৌজি ...	... রাজকর প্রদাতৃগণের নামের হিসাব সংযুক্ত খাতা।
জেরি পেশগী ...	... অগ্রিম টাকা লইয়া পাট্টা দেওয়া।
পরতাল ...	... পুনর্ব্বার জরিপ করা।
বেজাবিদা ..	... অনিয়ম।
মামুল ..	... দস্তুর।
সরিক ...	... অংশীদার।
সুবা ...	... সন্দেহ।
সরথৎনামা ...	... অংশী।
বেন্তে (Daughter)	... অমুকের কন্যা।
ওয়ালদে (Son of)	... অমুকের পুত্র।
এবনে (Son of)	... ঐ পুত্র।
জওজে (Wife of	... ঐ স্ত্রী।
পেছেরে (Son of)	... ঐ পুত্র।
দোক্তারে (Daughter of)	... ঐ কন্যা।
মরহুম (Deceased)	... মৃত।
পারতক্ত (Jurisdiction)	... অধিকার।
ওয়ালেদ (Father)	... পিতা।
ওয়ালেদা (Mother)	.. মাতা।
ওয়ালেদান (Parents)	... পিতামাতা।
হিস্যা (Share)	... অংশ।
হেবা (Gift) ...	... দানপত্র।
হেবা-বিল এওজ	... কোন দ্রব্যের পরিবর্ত্তে দান।
মোয়াজ্জাল ...	... ক্রমে ক্রমে পরিশোধনীয়।
মুয়াজ্জেল ...	... চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় (On demand)
ওসিয়াৎ নামা ...	... (Settlement) নিরূপণ পত্র।
তওলিয়ৎ নামা ...	... (Wakf) ওয়াকফনামা।

শব্দ।		অর্থ।
রাহি	...	... পথিক।
মোসাফের	...	... ফকির।
কারসাজি	...	... প্রবঞ্চনা।
মাফিক	...	.. অনুযায়ী।
সহরদ্দে	...	... সীমানায়।
এত্তালা	...	... সংবাদ।
আরমশিরে	...	... Before the beginning of th new year.

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

দায়াধিকার।

(Inheritance.)

কাহারও মৃত্যুর পর কে সম্পত্তির অধিকারী হইবেন তাহা স্থির করিতে না পারিলে ক্রয় বিক্রয়ের গোল হইয়া থাকে এবং দলিল লেখককে বিপন্ন হইতে হয়, সেই জন্য আমরা এই অধ্যায়ে দায়ভাগ মতে মৃত ধনীর সম্পত্তির ওয়ারিশের ক্রম উল্লেখ করিলাম। * অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় হিন্দু "ল"তে লিখিত হইল। সুবিজ্ঞ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত দায়ভাগের মত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহম্মদীয় আইনানুসারে মুসলমানদিগের দায়বিভাগের বিষয় লিখিত হইল। †

১। পুত্র।

২। পৌত্র।

৩। প্রপৌত্র।

৪। বিধবা স্ত্রী।

৫। অবিবাহিতা কন্যা।

৬। বিবাহিতা পুত্রবতী ও পুত্র সম্ভাবিতা কন্যা।

৭। দৌহিত্র।

৮। পিতা।

৯। মাতা।

১০। একান্নভুক্ত সহোদর ভ্রাতা।

---

* সম্পত্তির নামই "ধন"। ধন দুই প্রকার—পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত যাঁহার ধন তিনিই "ধনস্বামী" বলিয়া উল্লিখিত হন।

† 13 W. R. 49 (F B).

১১। পৃথকান্ন সহোদর ভ্রাতা ও একান্নভুক্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার যুগপৎ অধিকার।

১২। অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

১৩। ভ্রাতুষ্পুত্র সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট সম্বন্ধে ভ্রাতার ন্যায়)

১৪। ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র ঐ।

১৫। ভগিনীর পুত্র (সোদর বা অসোদর) অর্থাৎ ভাগিনেয়।

১৬। পুত্রের দৌহিত্র।

এসম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে বলিয়া তাহা এই স্থানে উল্লিখিত হইল :—

(ক) বহু পুত্র থাকিলে বিধবা মাতা পুত্রদের সহিত সমান ভাবে একাংশ পাইয়া থাকেন। মাতার মৃত্যুর পর সেই অংশ আবার পুত্রগণ পাইয়া থাকেন।

(খ) জীবিত সন্তানের পুত্রের পিতামহের সম্পত্তিতে অধিকার বর্ত্তেনা। মৃত সন্তানের পুত্র ও পৌত্র অধিকারী হইয়া থাকে। পৌত্রেরা তাঁহাদের পিতার যাহা প্রাপ্য, তাহারই অধীকারী হইয়া থাকেন। যথা :—রামের দুই পুত্র বিমলা ও বগলা, বিমলার ৩টী পুত্র এবং বগলার ১টী পুত্র। এস্থলে বিমলার ৩টী পুত্র অৰ্দ্ধেক এবং বগলার ১ পুত্র অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি পাইবেন।

(গ) পুত্র পৌত্র, ও প্রপৌত্র অবর্ত্তমানে স্ত্রী সম্পত্তি পাইয়া থাকেন। একাধিক স্ত্রী থাকিলে সকলে সমান অংশের অধিকারিণী। একের মৃত্যুতে সেই সম্পত্তি আবার অন্য স্ত্রী পাইবেন। শাশুড়ী জীবিতা থাকিলে তাঁহার সম্পত্তিতে অধিকার বৰ্ত্তিবে না। খোরাকী মাত্র পাইবেন। যে দেশ মাতৃভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ, সেই দেশের মাতার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা দেখুন! বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন। বিধবা বিষয় ভোগ করিবেন কিন্তু নষ্ট করিতে পারিবেন না।

(ঘ) নিঃসন্তান বিধবা কন্যা বিষয় পাইবেন না। একাধিক অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে তাঁহারা সমান অংশে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। একের মৃত্যুতে অপরাপর ভগিনীদের তাহাতে অধিকার জন্মে। বিবাহিতা কন্যার পক্ষেও ঐ নিয়ম। যত দিন একটী মাত্র কন্যা জীবিতা থাকেন, ততদিন দৌহিত্র বিষয় পাইবে না।

(ঙ) দৌহিত্রগণ তুল্যাংশে বিষয় পাইবে। যথা অবিনাশের তিন কন্যা রাধারাণী, বিনোদিনী, ও নবনলিনী। রাধারাণীর একপুত্র, বিনোদিনীর দুইটী পুত্র এবং কনিষ্ঠার তিন পুত্র। অবিনাশের মৃত্যুর পর ছয়টী দৌহিত্র সমান অংশে সম্পত্তি পাইবে।

(চ) বিধবা স্ত্রী বা পুত্রবতী কন্যা বিশেষ ও বৈধ কারণ ব্যতীত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ ওয়ারিশানগণের সম্মতি লইয়া হস্তান্তর অনেক স্থলে সিদ্ধ হয়।

(ছ) বিধবা বিনা আইন-সঙ্গত কারণে সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে, ক্রেতা বিধবার জীবন কালাবধি তাহাতে অধিকারী থাকিবে। 6 W. R. 36.

(জ) সপত্নী পুত্র তাহার বিমাতার স্ত্রীধনে অধিকারী হইবে। কিন্তু বিমাতা সপত্নী পুত্রের ধনের অধিকারী হইবে না। বঙ্গদেশে ভগিনী তাহার ভ্রাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না। (5 W. R. 215.)

(ঝ) পুরুষ ও স্ত্রী উত্তরাধিকারীদিগের উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ আছে। পুরুষ উত্তরাধিকারীদের নিব্যূঢ় স্বত্ব থাকে, স্ত্রীলোকদিগের নাই। ইহার ফল এই যে, একজন পুরুষ উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হইলে তাহার অংশ ঐ পুরুষের উত্তরাধিকারী পাইবে। কিন্তু স্ত্রীলোক উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হইলে পর মূল ধনীর উত্তরাধিকারী পাইবে। পুরুষগণ যথেচ্ছ বিষয় ভোগ করিতে পারিবে। স্ত্রীলোকেরা বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগ করিবে; এবং শাস্ত্রসম্মত প্রয়োজন না থাকিলে বিষয় হস্তান্তর করিতে পারিবে না। স্ত্রীলোক উত্তরাধিকারী অসতী হইলে বিষয় পাইবে না।

অপরাপর বিষয়ের জন্য "দলিল লেখকের কর্ত্তব্য" শীর্ষক অধ্যায় ও হিন্দু আইন" দেখুন।

১৭। ভ্রাতৃ দৌহিত্র।

১৮। পৌত্রের দৌহিত্র।

১৯। ভ্রাতুষ্পুত্রের দৌহিত্র (সোদর বা অসোদর ভ্রাতা)।

২০। পিতামহ।

২১। পিতামহী।

২২। পিতার সোদর ভ্রাতা।

পিতার অসোদর ভ্রাতা।

২৪। পিতার সোদর ভ্রাতার পুত্র।

২ পিতার অসোদর ভ্রাতার পুত্র।

২৬। পিতার সোদর ভ্রাতার পৌত্র।

২৭। পিতার অসোদর ভ্রাতার পৌত্র।

২৮। পিতামহ-কন্যার (পিসির) পুত্র, পিতার সোদর বা অসোদর ভগিনী।

২৯। পিতার ভ্রাতার (খুল্লতাত বা জ্যেষ্ঠতাত) কন্যার পুত্র, ঐ ভ্রাতা সোদর বা অসোদর।

৩০। ভ্রাতার (খুল্লতাত বা জ্যেষ্ঠতাত) পুত্রের কন্যার পুত্র (ভ্রাতা সোদর বা অসোদর)

৩১। প্রপিতামহ।

৩২। প্রপিতামহী।

৩৩। পিতামহের সোদর ভ্রাতা।

৩৪। পিতামহের অসোদর ভ্রাতা।

৩৫। পিতামহের সোদর ভ্রাতার পুত্র।

৩৬। পিতামহের অসোদর ভ্রাতার পুত্র।

৩৭। পিতামহের সোদর ভ্রাতার পৌত্র।

৩৮। ঐ অসোদর ভ্রাতার পৌত্র।

৩৯। ঐ ভগিনীর পুত্র (ভগিনী সোদর বা অসোদর)

৪০। ঐ ভ্রাতার দৌহিত্র (ঐ ভ্রাতা সোদর বা অসোদর)

৪১। ঐ ভ্রাতার পুত্রের দৌহিত্র (ঐ ভ্রাতা ঐ)

৪২। মাতামহ।

৪৩। মাতার ভ্রাতা (সোদর বা অসোদর) মাতুল।

৪৪। মাতুল পুত্র।

৪৫। মাতুলের পৌত্র।

৪৬। মাতার ভগিনী (মাসির) পুত্র (ঐ ভগিনী সোদর বা অসোদর)

৪৭। মাতুলের কন্তার পুত্র (ঐ ভ্রাতা সোদর বা অসোদর)

৪৮। মাতুলের পুত্রের দৌহিত্র (ঐ)

৪৯। প্রমাতামহ ।

৫০। মাতামহের ভ্রাতা (সোদর বা অসোদর)

৫১। মাতামহের ভ্রাতার পুত্র (ঐ)

৫২। মাতামহের ভ্রাতার পৌত্র (ঐ ভ্রাতা ঐ)

৫৩। মাতামহের ভগিনীর পুত্র (ভগিনী ঐ)

৫৪। মাতামহের ভ্রাতার দৌহিত্র।

৫৫। মাতামহের ভ্রাতার পুত্রের দৌহিত্র।

৫৬। বৃদ্ধ প্রমাতামহ।

৫৭। প্রমাতামহের ভ্রাতা (সোদর বা অসোদর)

৫৮। ঐ পুত্র (সোদর বা অসোদর)

৫৯। ঐ পৌত্র (ঐ)

৬০। ঐ ভগিনীর পুত্র (সোদর বা অসোদর)

৬১। ঐ দৌহিত্র।

৬২। ঐ পুত্র দৌহিত্র

তাহার পর সাকুল্য ৬ পুরুষ উর্দ্ধ ও অধঃ।

৬৩। প্রপৌত্রের পুত্র।

৬৪। প্রপৌত্রের পৌত্র।

৬৫। ঐ প্রপৌত্র।

৬৬। বৃদ্ধ প্রপিতামহ।

৬৭। বৃদ্ধ প্রপিতামহের নিম্নে ৬ পুরুষ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহের নিম্নস্থ কন্যা-দিগকে যাহারা পিণ্ড দেয়।

৬৮। অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের ঐ ৬৭ নং মত।

৬৯। অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতা ঐ ৬৭ নং মত।

তাহার পর সমান উদক।

৭০। মৃত ধনীর সপ্তমপুরুষ অর্থাৎ তাহার পিতাকে প্রথম ধরিতে হইবে ও তাহার নিম্নস্থ পুত্র কন্যাদি।

(২)

মিতাক্ষরা।

মিতাক্ষরা আইনের অধীন অনেক লোক আছেন বলিয়া মূলধনীর মৃত্যু হইলে মিতাক্ষরাতে তাহার উত্তরাধিকারী কে হইতে পারে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল।

১। পুত্র।

২। পৌত্র।

৩। প্রপৌত্র।

৪। বিধবা স্ত্রী। (স্বামীর জীবদ্দশায় তাহার প্রাপ্য সম্পত্তি বিভাগ হইয়া থাকিলে, বিধবা স্ত্রী অধিকারিণী হইবেন। কিন্তু সম্পত্তি এজমালি অবস্থায় রাখিয়া স্বামীর মৃত্যু হইলে, পিতা কি খুল্লতাত, কি সহোদর ভ্রাতা, কি খুল্লতাতের পুত্র, কি একান্নবর্ত্তী অন্য কোন সগোত্র উত্তরাধিকারী হইবেন। এ অবস্থায় বিধবা স্ত্রী অধিকারিণী হইবেন না)।

৫। কুমারী কন্যা (বিধবা স্ত্রী অধিকারিণী হইবার পর কুমারী কন্যা)

৬। বিবাহিতা দরিদ্রা কন্যা।

৭। বিবাহিতা ধনশালিনী কন্যা।

৮। মাতা।

৯। পিতা।

১০। সহোদর ভ্রাতা।

১১। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

১২। ভ্রাতুষ্পুত্র।

১৩। পিতামহী (পিতামহীকে প্রধান গোত্রজা কহে।)

১৪। পিতামহ।

১৫। খুল্ল পিতামহ।

১৬। খুল্ল পিতামহ পুত্র।

১৭। প্রপিতামহী।

১৮। প্রপিতামহ।

১৯। এইরূপে সপিণ্ডগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারী হইবেন

২০। সপিণ্ডের পর সমানোদক।

২১। সমানোদকের পর বান্ধব * স্বসম্পর্কীয়।

(১) উত্তরাধিকার সম্বন্ধে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার প্রপৌত্র পর্য্যন্ত একই নিয়ম; তৎপরে বিধবা স্ত্রী হইতে পার্থক্য দেখা যায়; কারণ, দায়ভাগমতে, প্রপৌত্রের পর বিধবা স্ত্রী সকল সময়েই অধিকারিণী হইয়া থাকে, কিন্তু মিতাক্ষরা মতে, কেবল স্বামীর জীবদ্দশায় সম্পত্তি বিভাগ না হইলে হইতে পারেন।

(২) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি দুই প্রকার। (১) অপ্রতিবন্ধক (Unobstructed) (২) সপ্রতিবন্ধক (Obstructed)। পুত্র, পৌত্র প্রপৌত্র-প্রভৃতি অপ্রতিবন্ধক উত্তরাধিকারী। ভ্রাতুষ্পুত্র, খুল্লতাতের পুত্র প্রভৃতি সপ্রতিবন্ধক উত্তরাধিকারী।

(৩) পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতার পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার জন্মে। পিতা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি দ্বারা অর্জ্জিত ধনে দুই ভাগ মাত্র পাইতে পারেন।

(৪) বিবাহ দ্বারা অর্জ্জিত স্ত্রীধন, বিদ্যা দ্বারা অর্জ্জিত ধন, পরিধেয় বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য বিভাগ হইতে পারে না।

(৫) এজমাল সম্পত্তি হইলে কোন ব্যক্তি, নিজ অংশ বলিয়া সম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক দিতে পারেন না; কিন্তু পুত্রের বিবাহ, পিতামহীর শ্রাদ্ধ, কি অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য আইন সঙ্গত প্রয়োজন (legal necessity) জন্য পারেন।

(৬) পিতা বেআইনী বা অন্যায়রূপে দেনা করিলে পুত্রগণ তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য নহেন। ন্যায় ও আইন সঙ্গত দেনা পুত্রগণ পরিশোধ করিতে বাধ্য।

(৭) স্ত্রী, স্বামীর পৈত্রিক, কি স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি হইতে এবং পুত্র পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন।

(৮) সকল বিধবাই পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে এবং পুত্রবধূ শ্বশুরের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারিবেন।

(৯) দায়ভাগের ন্যায় মিতাক্ষরা মতেও স্ত্রীলোক সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও তাহাতে তাঁহার নিব্যূঢ় স্বত্ব জন্মে না, এবং তিনি আইনসঙ্গত

* পিষতুতো ভ্রাতা, মাসতুতোভ্রাতা, এবং মামাতোভ্রাতা, (২) পিতার সম্পর্কীয় যথা :— পিতার পিতৃব্যপত্নীর পুত্রেরা (৩) মাতারসম্পর্কীয়া

(Legal necessity) কারণ ভিন্ন সম্পত্তি দানবিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারেন না।

(১০) পতিত, ক্লীব, উন্মাদ, জন্মান্ধ, জড়, খঞ্জ অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ বা তাহাদের পুত্রেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না।

অপরাপর বিষয় "দলিল লেখকের কর্ত্তব্য" শীর্ষক অধ্যায়ে দেখুন।

(৩)

মুসলমানদিগের উত্তরাধিকার।

মুসলমানদিগের মধ্যে ধনীর মৃত্যু হইলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি যে সকল ওয়ারিশগণের মধ্যে বর্ত্তিয়া থাকে, তাহাদিগকে সাধারণতঃ (১) অংশভাগী (Sharer) (২) অবশিষ্টের অংশভাগী residuaries বলিয়া কথিত আছে।

স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র এবং কন্যা ইহারা সকল ক্ষেত্রেই প্রথমতঃ এককালীন মৃত ধনীর ওয়ারিস হইয়া থাকে। পিতামহ, পিতামহী পিতা ও মাতার পরিবর্ত্তে অংশ লইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অন্যান্য (৩) দূর সম্বন্ধ অর্থাৎ distant kindred যাহারা সম্পত্তির ওয়ারিস হয়, তাহারা উপরি উক্ত ব্যক্তিগণ থাকিতে ওয়ারিস গণ্য হইতে পারে না।

১। (ক) স্বামী সকল সময়েই স্ত্রীর চারি আনা রকম সম্পত্তির ওয়ারিস হয় যখন স্ত্রীর পুত্র ও কন্যা বা স্ত্রীর পুত্রের পুত্র কন্যা থাকে তখন স্বামিও ১/৪ অংশ রকম স্ত্রীর সম্পত্তি হইতে পাইয়া থাকে।

(খ) আট আনা রকম অংশ পুত্র কন্যা বা স্ত্রীর পুত্রের কেহ না থাকিলে পায়।

(গ) স্ত্রীর ষোল আনা রকম অংশ যখন (১) অংশ ভাগী (২) অবশিষ্টের অংশ ভাগী (৩) দূর সম্পর্কীয় কেহই থাকে না।

২। স্ত্রী সকল ক্ষেত্রেই স্বামীর ওয়ারিস।

(ক) ৴৹ রকম অংশভাগী যখন নিজের পুত্র কন্যা বা পুত্রের বা তাহার নিম্নস্থ পুত্র কন্যা থাকে।

(খ) ।৹ রকম অংশভাগী যখন কেবল ঐ সকল ওয়ারিস থাকে না।

মৃত ধনীর মৃত্যুকালীন যে কয়জন স্ত্রী থাকে, তাহারা সকলেই একত্রে ধনীর অংশ পাইয়া থাকে। ঐ অংশ একত্রে পাইয়া তাহাদিগের সংখ্যানুসারে তাহারা

ভাগ করিয়া লইতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ অর্থাৎ ডাইভোর্স না করিলে বা স্ত্রী স্বামীকে মারিয়া না ফেলিলে ওয়ারিস হইয়া থাকে।

(গ) ষোল আনা রকম অংশ, যথন অংশ-ভাগী (Sharer) অবশিষ্ট অংশভাগী Res duaries, দূর সম্বন্ধীয় (d stant kindred) কেহই থাকে না।

৩। মাতা সকল ক্ষেত্রেই মৃত পুত্রের ওয়ারিশ হইয়া থাকে।

(ক) ৵১৩৷—রকম অংশভাগী, যথন এক পুত্র বা কন্যা বা পুত্রের এক পুত্র বা কন্যা অথবা মৃত ধনীর দুই জনের অধিক সোদর বা অসোদর ভ্রাতা বা ভগিনী থাকে।

(খ) ।৵৬॥= অবশিষ্টের অংশের (Residue), যথন পিতা এবং স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকে। কিন্তু (ক)এর লিখিত ব্যক্তিগণ জীবিত থাকিবে না। এক্ষণে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ অগ্রে ষোল আনা রকম অংশ হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত মতে দিতে হইবে। বক্রী যাহা থাকিবে তাহা হইতে মাতার অংশ ।৵৬॥= রকম পাইবে, বক্রী পিতা থাকিলে পাইবে।

(গ) ।৵৬॥ = রকম ষোল আনা সম্পত্তির যখন পূর্ব্বোক্ত (ক) ও (খ) লিখিত ওয়ারিসগণ ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগণ থাকিবে, বা কেহই থাকে না।

"মাতা" বলিতে "বিমাতা" বুঝায় না। মুসলমান আইনে "বিমাতা" "মাতা" নহেন, "পিতার স্ত্রী" বুঝায়। মাতা থাকিতে পিতামহী বা মাতামহী পায় না।

পিতার মাতা বা মায়ের মাতা, মা থাকিতে অংশ পায় না। পিতামহী পিতা থাকিতে অংশ পায় না। পিতামহী মাতামহীর অংশ ৵১৩৷—নিকট সম্বন্ধ থাকিতে তদ্দূরবর্ত্তী ঐ জাতীয় ব্যক্তি বিষয়ের অংশ পায় না। পিতামহী ও মাতামহী একের অধিক থাকিলে ঐরূপ অংশ একত্রে পায় ও ইহা সমান ভাগ করিয়া লইতে পারে।

৫। পিতা সর্ব্বদাই মৃত পুত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সূত্রে অংশ পায়।

(ক) ৵১৩৷—রকম অংশ, যখন মৃত ধনীর পুত্র বা পৌত্রাদি থাকে।

(খ) ৵১৩৷—রকম অংশ (legal share) ও অবশিষ্টের অংশ residuary portion; যখন মৃতধনীর নিজের কন্যা বা পুত্রের কন্যা বা ঐরূপ নিম্নস্থ জীবিত থাকে, এরূপ স্থলে কন্যা এক হইলে ॥• বহু হইলে একত্রে ॥৵১৩৷—পায় ও এক

কন্যার সহিত পুত্রের কন্যা ৵১৩৷—পায়, পিতা তাহার নিজ অংশ ৵১৩— ব্যতীত ঐরূপ অংশ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা পাইয়া থাকে।

(গ) পিতা অবশিষ্টের অংশ (Residuary)—যখন কেহই থাকে না তখন পিতা সমস্ত পায়, কিন্তু যখন মৃত ধনীর নিজের পুত্রের পুত্র বা কন্যা ব্যতীত অপর ব্যক্তির অংশী (Sharer) থাকে, তখন ঐ অংশীর প্রাপ্য অংশ দিয়া যাহা থাকে ঐ অবশিষ্ট অংশ পাইয়া থাকে।

৬। পিতামহ পিতা থাকিতে অংশ পায় না, পিতা না থাকিলে পিতামহ পিতার অংশ পায় কিন্তু নিম্নের লিখিত বিশেষ কারণে পায় না।

(ক) 'পিতার মা' পিতা থাকিতে মৃতধনীর ওয়ারিস নহেন। কিন্তু পিতামহ ও পিতামহী উভয়ে মৃতধনীর মৃত্যুকালীন জীবিত থাকিলে পিতামহের সহিত একত্রে উত্তরাধিকারী হয়।

(খ) মৃত ধনীর পিতা ও মাতা এবং স্ত্রী বা স্বামীর একজন থাকিলে, মাতা স্ত্রী বা স্বামীকে দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার ।/৷৷=; কিন্তু পিতা না থাকিয়া পিতামহ জীবিত থাকিলে মাতা সমস্ত সম্পত্তির ।৵৬৷৷=রকম পায়।

(গ) একই পিতা বা একই পিতামাতা হইতে জন্মিত ভ্রাতাগণ বা ভগিনী-গণ পিতা থাকিতে সম্পতি পায় না, কিন্তু পিতামহ থাকিতে তাহারা সম্পত্তি পাইয়া থাকে।

৭। কন্যা—পুত্র বা পুত্রগণ না থাকিলে কন্যাবিষয় অংশ-ভাগী (Sharer) পুত্র থাকিলে অবশিষ্টের অংশভাগী (residuary), কেবল কন্যা থাকিলে ৷৷০ রকম অংশ পায়। ২।৩ জন কন্যা থাকিলে একত্রে ৷৷৵১৩৷—পায়, কিন্তু পুত্র থাকিলে কন্যা পুত্রের অর্দ্ধাংশ পায়।

৮। পুত্রের কন্যা পুত্র কিম্বা একের অধিক কন্যা থাকিলে পুত্রের কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না। মৃতধনীর একটী কন্যা মাত্র থাকিলে পুত্রের কন্যা ৵১৩৷—রকম অংশ প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি একটী পুত্রের' পুত্র অর্থাৎ একটী পৌত্র থাকে তবে মৃতধনীর পুত্রের কন্যার ও পৌত্রের অংশের অর্দ্ধাংশের ভাগী হয়।

মৃতধনীর এক পুত্রের কেবলমাত্র একটী মাত্র কন্যা থাকিলে ৷৷০ রকমে মোট সম্পত্তির অধিকারী হয়। দুই বা তিন পুত্রের কন্যা থাকিলে ।৵১—রকমে

মোট সম্পত্তির অধিকারী হয়, কিন্তু মৃতধনীর পুত্র; কন্যা বা পৌত্র থাকিলে ঐরূপ অংশ পাইবে না।

৯। অন্য পিতার ঔরসজাত এক মাতার গর্ভে ভ্রাতাগণ ও ভগিণীগণ সম্বন্ধে ধনাধিকার।—এক পুত্র বা কন্যা কিম্বা পুত্রের এক পুত্র বা কন্যা কিম্বা পিতা বা পিতামহ থাকিতে পূর্ব্বোক্ত মত ভ্রাতাগণ বা ভগিনীগণ সম্পত্তির অংশীদার আদৌ হয় না। উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই জীবিত না থাকিলে উহারা সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে ও তৎকালীন উহাদিগের একজন মাত্র থাকিলে তাহার অংশ ৵১৩—রকম, ততোধিক থাকিলে অবশিষ্ট অংশের ।৴৬৷৷=ঐ ভ্রাতাগণ ভগিনীগণের মধ্যে পায়। স্ত্রী বা পুরুষ সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম নাই। একত্রে বিষয়ের অংশীদার হয়।

১০। ভগিনীর অধিকার সম্বন্ধে মূলধনীর পিতা, পিতামহ কিম্বা মূলধনীর নিজের বা পুত্রের সন্তানাদি না থাকিলে একমাত্র সোদর, এক পিতার ঔরসজাত ভগিনী থাকিলে ৷৷৹ রকম সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। দুই বা ততোধিক ভগিনী থাকিলে একত্রে ৷৷৵১৩৷—রকম সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। কিন্তু সোদর ও এক পিতার ঔরসজাত ভ্রাতা বা ভ্রাতাগণ থাকিলে উপরোক্তরূপ ভগিনীগণ যে অংশ পায় তাহার অর্দ্ধাংশরূপ অংশ পাইয়া থাকে। এক বা বহু ভগিনী মাতৃধনীর নিজের বা পুত্রের কন্যা বা কন্যাগণ থাকিলে কেবল অবশিষ্টের অংশ (Residuarv) পায়, অর্থাৎ ঐ ভগিনী বা ভগিনীগণ নির্দ্দিষ্ট অংশ (Share) পায় না, কারণ মৃতধনীর নিজের বা পুত্রের কন্যা অংশ (Share) পাইয়া যাহা বাকি থাকে তাহাই পায়।

১১। বৈমাত্রেয় ভগিনী—(এক পিতার ঔরসজাত ও বিমাতার গর্ভজাত) এক পিতার ঔরসজাত সোদরা ভগিনী না থাকিলে বৈমাত্রেয় ভগিনী মৃতধনীর সম্পত্তির অংশ পায়। একজন থাকিলে ৷৷৹ দুই বা ততোধিক থাকিলে ৷৷৵১৩৷— কিন্তু মৃতধনীর নিজের বা পুত্রের কন্যা থাকিলে তাহারা উহাদিগের অংশ বাদে বক্রী অংশ হইতে পাইয়া থাকে। এক পিতার ঔরসজাত সোদরা ভগিনী একজন মাত্র থাকিলে তাহারা ৷৷৹ অংশ পায়, ভগিনীর সম্বন্ধে ৷৷৵১৩৷—হইতে ৷৷৹ বাদ দিলে বক্রী ৵১৩৷—রকম বৈমাত্রেয় ভগিনী পায়—কিন্তু দুই বা ততোধিক ভগিনী থাকিলে বৈমাত্রেয় ভগিনী কিছুই পায় না। তবে বৈমাত্রেয় ভাই

থাকিলে সেই ভাইয়ের যেরূপ অংশ তাহার অর্দ্ধাংশ মত বৈমাত্রেয় ভগিনী পায়। মৃত ধনীর সোদর এক পিতার ঔরসজাত ভাই ভগিনী থাকিলে বৈমাত্রেয় ভগিনী অংশ পায় না, কিন্তু কন্যা বা পুত্রের কন্যার সহিত বক্রী অংশ (Residuary) হইতে কিছু ভাগ পাইতে পারে। পুত্র, পৌত্র, পিতা বা পিতামহ জীবিত থাকিতে বৈমাত্রেয় ভগিনী মৃত ধনীর সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় না।

Residuaries বা অবশিষ্টের অংশ সম্বন্ধে।—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত ও শোণিত আবার তিন ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ নিকট সম্বন্ধীয় ব্যক্তি অগ্রে, তাহার পর ক্রমশঃ নিম্ন দুই পুরুষ যথা পুত্র, পিতা ও পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সোদর ও অসোদর এইরূপ ক্রমে নিম্ন দু-পুরুষ (Residuary) পায়।

মূলধনীর কন্যা, পুত্রের কন্যা, ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ইহারা (Sharer) অংশ ভাগী, কিন্তু ইহাদিগের সমান বা নিম্ন সম্বন্ধীয় পুরুষ জীবিত থাকিলে ইহার অবশিষ্ট ভাগীদার (Residuary) হয়।

মূলধনীর কন্যা বা পুত্রের কন্যা জীবিত থাকিতে ভগিনী বা বিমাতার ভগিনী একত্রে যে অংশ পায় তাহা আর এক প্রকার residuary.

অংশভাগী (sharer) ও অবশিষ্টের অংশ (residuary) না থাকিলে দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তি সম্পত্তির অংশ পাইয়া থাকে, ইহারা সাধারণতঃ মূলধনীর নিজের ও পুত্রের দৌহিত্র ও তাহাদিগের পুত্র ও কন্যাগণ। আর আর যে সমস্ত আছে তাহা জটিল ও সাধারণ বোধগম্য নহে বলিয়া সে সমস্ত দেওয়া অনাবশ্যক।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হিন্দু আইন।

(HINDU LAW)

আমরা 'দায়াধিকার" অধ্যায়ে কাহার মৃত্যুতে কে উত্তরাধিকারী হইবে, তাহার ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছি, এইবার তাহার বুঝিবার সুবিধার জন্য আরও কিছু বিস্তারিত ভাবে লিখিতেছি।

পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র। ধনাধিকারীর মৃত্যুর পর পুত্র অভাবে পৌত্র, তদভাবে প্রপৌত্র স্বত্বাধিকারী। সকল পুত্র সমান অংশ পাইয়া থাকেন। একাধিক স্ত্রী থাকিলে স্ত্রীর সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বিভিন্ন মাতৃগর্ভজাত সন্তানগণ তাঁহাদের সংখ্যানুসারে সমান অংশ পাইয়া থাকেন। পিতামহের মৃত্যুতে পুত্র বা পুত্রের পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে পুত্রের পুত্র পৌত্রগণ সম্পত্তির অধিকারী।

পত্নী। পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র না থাকিলে পত্নী উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকেন। একাধিক পত্নী থাকিলে সকলে তুল্যাংশে সম্পত্তি পাইবেন। একের মৃত্যুতে অপরে তাহার অধিকারিণী হইবেন। সকল স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে সম্পত্তিতে অন্যের উত্তরাধিকারিত্ব বর্ত্তিবে।

কন্যা। পত্নীর মৃত্যুতে সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার। প্রথমতঃ অবিবাহিতা কন্যা তাহার পর পুত্রসম্ভাবিতা কন্যা বা পুত্রবতী কন্যা। বন্ধ্যা বা পুত্রহীনা বিধবা কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন না। পিতা বর্ত্তমানে কন্যা ব্যভিচারিণী হইলে তিনি সম্পত্তি পাইবেন না, তবে উত্তরাধিকারিণী হইবার পরে অসতী হইলে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হইবেন না।

একাধিক দুহিতা থাকিলে সকলে সমান অংশে বিষয় বিভাগ করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু একের মৃত্যুতে অপরে, যাঁহারা জীবিতা থাকেন তাঁহারা অধিকারিণী হইবেন। একজনার তিন কন্যা, দুইটী বিবাহিতা আর একটী অবিবাহিতা। এ স্থলে অবিবাহিতা কন্যা সমস্ত সম্পত্তি পাইবেন। ঐ কন্যা বন্ধ্যা

পুত্র রাখিয়া মারা যান তাহা হইলে সে পুত্র বিষয় না পাইয়া মৃতার অপর ভগিনীদ্বয় বিষয় পাইবেন। *

দৌহিত্র। দুহিতার অভাবে দৌহিত্র অধিকারী হয়। দৌহিত্রগণ সমানাংশে মাতামহের সম্পত্তি পাইয়া থাকেন। †

পিতা মাতা। দৌহিত্র না থাকলে সম্পত্তি পিতার হইয়া থাকে তৎপরে মাতার (বিমাতা নহে)। ব্যভিচারিণী মাতা উত্তরাধিকারিণী হইবেন না, কিন্তু সম্পত্তির অধিকারিণী হইবার পর অসতী হইলে আর কোন বাধা হয় না।

ভ্রাতা। ঐ সকলের অভাবে ভ্রাতা (সহোদর)। সহোদর ভ্রাতাদিগের মধ্যে একান্নবর্ত্তী ভ্রাতা থাকিলে পৃথকান্নভুক্ত ভ্রাতা উত্তরাধিকারী হইবেন না। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অধিকার ইহার নীচে।

ভ্রাতুষ্পুত্র। পিতৃব্য সম্পত্তিতে ইহাদের সমান অংশে অধিকার জন্মে ভ্রাতাদের মধ্যে যেমন বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বিভিন্নতা ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য। পুরুষ নিব্যূঢ় স্বত্ব লাভ করিয়া থাকেন কিন্তু স্ত্রীলোকেরা কেবল জীবন কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকেন।

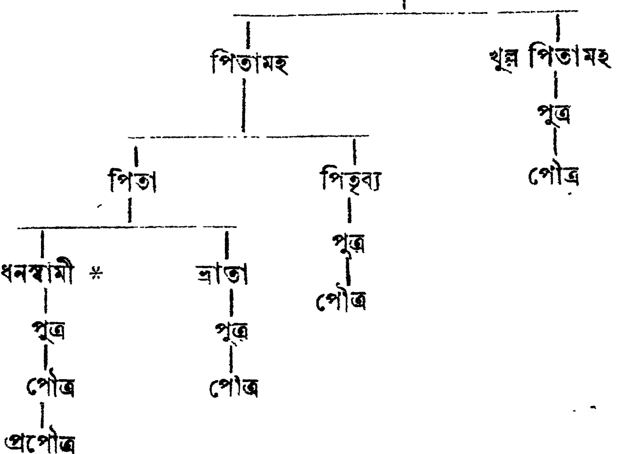
বুঝিবার সুবিধার জন্য পর পৃষ্ঠায় টেবল দেওয়া গেল। তদ্দৃষ্টে কাহার পর কে উত্তরাধিকারী হইবেন তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে।

অন্যান্য বিষয় একবিংশ অধ্যায় ও দলিল লেখকের কর্ত্তব্য শীর্ষক অধ্যায়ে দেখুন। অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সেই সেই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আর এ স্থলে পুনরুক্ত হইল না।

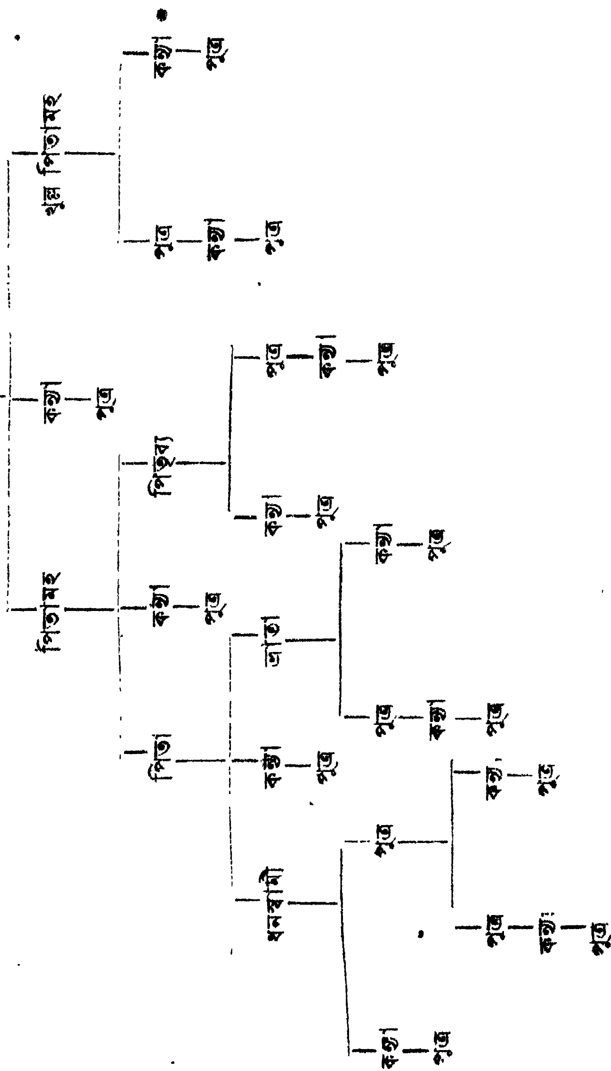
* কন্যার মৃত্যু মাত্র সম্পত্তি উর্দ্ধগামী হইয়া পূর্ব্ব ধনস্বামীতে বর্ত্তিয়া থাকে এবং ঐ সময়ে তাহার যে সকল উত্তরাধিকারী থাকেন তাহারা তাহার অধিকারী হন। ধনস্বামীর দৌহিত্র অপেক্ষা দুহিতা প্রিয়পাত্রী বলিয়াই তাঁহারাই অগ্রগণ্য। এই হিসাবে বিধবা কন্যাও মৃতা কন্যা অপেক্ষা আদরণীয়া বলিয়া সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া থাকেন।

† মাতামহ এক মৃতা কন্যার দুই পুত্র এবং একটী কন্যা ও তাহার দুই পুত্র রাখিয়া মারা গেলে, কন্যা সমস্ত সম্পত্তি পাইয়া থাকেন, কিন্তু সেই কন্যার মৃত্যুতে সকল দৌহিত্রই ত্যক্ত সম্পত্তি সমান অংশে পাইবেন।

১। সগোত্র সপিণ্ডগণ



* স্থাবর অস্থাবর উভয় সম্পত্তির নামই "ধন"। ধন দুই প্রকার—পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত। যিনি ধন প্রাপ্ত হন বা উপার্জ্জন করেন তাঁহাকে ধনস্বামী কয়


৪। পিতৃপক্ষীয় ভিন্ন গোত্রজ সপিণ্ডগণ।
প্রপিতামহ
বৃদ্ধ প্রপিতামহ
পিতামহ
পিতৃব্য
পিতা
ভ্রাতা
স্বত্বাধিকারী
কন্যা
পুত্র

স্ত্রীধন।

মনুর মতে স্ত্রীধন ছয় প্রকার যথা—

১। অধ্যাগ্নি (বিবাহ সময়ে হোমাগ্নি সম্মুখে প্রদত্ত)।

২। অধ্যাবাহনিক (বিবাহান্তে স্বামী গৃহে গমনকালে প্রদত্ত)।

৩। প্রীতিদত্ত। ৪। ভ্রাতৃদত্ত। ৫। পিতৃদত্ত। ৬। মাতৃদত্ত। *

স্ত্রীলোকেরা এই সকল স্ত্রীধনের যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু স্বামী প্রদত্ত অস্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা নাই, এমন কি স্বামী প্রদত্ত অলঙ্কারাদি স্বামী বর্ত্তমানে বিক্রীত হইতে পারে না। তবে স্ত্রীধনে কোন স্ত্রীলোক কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিলে তাহা বিক্রয় করিবার অধিকার আছে। অভাব জন্য স্বামী স্ত্রীধন ব্যবহার করিতে পারিলেও, তাঁহার দেনার জন্য তাহা ক্রোক বিক্রয় হয় না।

দায়ভাগ মতে স্ত্রীধন তিন প্রকার। যথা—

১। যৌতুক (বিবাহকালে প্রাপ্ত)।

২। পিতৃদত্ত সম্পত্তি।

৩। অযৌতুক (শিল্প কার্য্যাদি দ্বারা অর্জ্জিত ধন)।

স্ত্রীধনে উত্তরাধিকার পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ—

১। অবাগদত্তা কন্যা—বাগদত্তা কন্যা—পুত্রবতী বা পুত্র সম্ভাবিতা কন্যা—বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যা—পুত্র—পৌত্র—সপত্নীপুত্র—সপত্নীপৌত্র—ও প্রপৌত্র।

* অন্যান্য শাস্ত্রকারকদিগের এ সম্বন্ধে মতের ঐক্য নাই।

৩। মাতৃপক্ষীয় ভিন্ন গোত্রজ সপিণ্ডগণ।

- বৃদ্ধ প্রমাতামহ
  - পিতামহ
    - মাতামহ
      - কন্যা
        - পুত্র
      - পুত্র
        - পৌত্র
          - প্রপৌত্র
          - কন্যা
            - পুত্র
        - কন্যা
          - পুত্র
      - কন্যা
        - ধনস্বামী
    - কন্যা
      - পুত্র
    - (unlabelled branch)
      - পৌত্র
        - কন্যা
          - পুত্র
        - প্রপৌত্র
      - কন্যা
        - পুত্র
  - কন্যা
    - পুত্র
  - পুত্র
    - পৌত্র
      - কন্যা
        - পুত্র
      - প্রপৌত্র
    - কন্যা
      - পুত্র

উপরোক্ত ব্যক্তিদের অভাবে—স্বামী—ভ্রাতা—মাতা ও পিতা। যৌতুক ভিন্ন অন্যান্য স্ত্রীধনে সহোদর ভ্রাতা—মাতা—পিতা—স্বামী। এই সকলের অভাবে—দেবর—স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র—ভগিনীপুত্র—স্বামীর ভগিনী পুত্র ইত্যাদি।

অবিবাহিতার স্ত্রীধনে অধিকার যথাক্রমে—সহোদর ভ্রাতা—মাতা—পিতা বা পিতার জ্ঞাতি।

কোন স্ত্রীলোক স্ত্রীধন লাভ করিলেও জীবন স্বত্ব মাত্র লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সে সকল যথাক্রমে অপরে পাইয়া থাকেন। পুরুষের বিব্যূঢ় স্বত্ব জন্মে। *

---

* হিন্দু আইন সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লিখিত হইয়াছে বলিয়া তাহার আর পুনরুল্লেখ করা গেল না। দায়ভাগ মিতাক্ষরা বা মহম্মদীয় আইন সহজে বুঝান যায় না বলিয়া সে সকলের অবতারণা করিয়া এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। রেজিষ্টারী সম্বন্ধে ঐ গুলির যতটুকু জানা আবশ্যক তাহা "দলিল লেখকের কর্ত্তব্য" শীর্ষক অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

কাজিদিগের আইন।

Act I of 1876

(মুসলমানদিগের বিবাহ ও তালাক সম্বন্ধে।)

১৮৭৬ সালের ১ আইনের বিধান মতে মুসলমানদিগের বিবাহ ও তালাক ইত্যাদি কাজিরা রেজিষ্ট্রী করিয়া থাকেন। উক্ত আইনের ১৮ ও ২৪ ধারা মতে যে সকল বিধি (Rule) আছে, তাহার সারাংশ মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

২৪। কোন পুরুষ ও স্ত্রীর বিবাহ হইবার বিষয় জ্ঞাত করিলে কাজি সাহেব স্বীয় হৃদ্বোধ জন্য তাহাদিগকে বিবাহ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিবেন। কেহ নাবালক * বা পর্দ্দানশিন হইলে তাহার মোক্তারকে উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন এবং বিবাহ সময়ে উপস্থিত ছিলেন এমন দুইজন সাক্ষীকেও উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন।

২৫। খুলা ব্যতীত অন্য তালাক হইলে তালাকদাতাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

২৬। খুলা তালাকে ২৪ ধারা মতে জিজ্ঞাসাবাদ উভয় পক্ষকে করিতে হয়।

২৭। সাক্ষীদিগের পরিচয় জন্য অন্ততঃ একজন সনাক্তকারীর আবশ্যক।

৩৩। নিম্নলিখিত কারণে রেজিষ্ট্রী না মঞ্জুর হয় :—

(১) কাজির এলাখা মধ্যে বিবাহ না হইলে।

(২) প্রকৃত ব্যক্তিরা যদি দরখাস্ত না করিয়া থাকেন।

(৩) বিবাহ বা তালাক হইবার একমাস পরে দরখাস্ত হইলে।

(৪) খাতায় দস্তখৎ করিবার জন্য যাহারা বাধ্য তাহারা মিয়াদ মধ্যে হাজির না হইলে।

---

* ১৮ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মুসলমান মহিলারা বিবাহ চুক্তি করিতে পারেন। রজস্বলা হইয়াছে এইরূপ জানিতে পারিলেই তাহার রেজেষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

(৫) বিবাহ বা তালাক সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে।

(৬) আবেদনকারীদিগের উপযুক্ত সনাক্ত না হইলে।

(৭) মোক্তার আইন সঙ্গতরূপে বাহাল না হইলে।

(৮) বিবাহকারীদিগের মধ্যে কেহ বা তালাকদাতা পাগল হইলে।

৩৪। বিবাহ বা তালাক সম্পন্ন হইবার একমাস অতীত হইলে না-মঞ্জুরের হুকুম হইবে।

কাজিদিগের বহি তল্লাসী ফি ।০ আনা, নকল পাইবার ফি ১৲ টাকা।

বিবাহ বা তালাক রেজিষ্ট্রী ফি ১৲ টাকা।

কমিসন ফি ৩৲ টাকা। বারবরদারী খরচা মাইল প্রতি ৵০ আনা হিসাবে দেয়।

বিবাহ সময়ে ফি ছাড়া অতিরিক্ত কিছু দিলে কাজিরা তাহা লইতে পারেন।

সাধারণ রেজিষ্ট্রী আফিসে মুসলমানদিগের বিবাহ রেজিষ্ট্রী হয় না। কিন্তু তালাক রেজিষ্ট্রী হইয়া থাকে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট।

(SURVEY AND SETTLEMENT.)

১৮৮৫ সালের ৮ আইন অর্থাৎ প্রজাস্বত্ব আইন এবং ১৯২৮ সালের (বঙ্গদেশের) ৪ আইন দ্বারা কৃষি প্রজার স্বত্বাধিকার বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট, কৃষিপ্রজার হিতার্থ, তাহাদিগকে অনেক স্বত্বাধিকার প্রদান করিয়াছেন। উক্ত আইনে রাইট অব-রেকর্ড অর্থাৎ স্বত্বের খতিয়ান প্রস্তুতের ব্যবস্থা থাকায় গভর্ণমেণ্ট জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে জরীপ জমাবন্দি করিতেছেন। যে সকল স্থলে সেটেলমেণ্ট হইয়াছে তথাকার সম্পত্তি রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে খতিয়ানের লিখিত সমস্ত বিবরণ না দিলে সে সকল দলিলের রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হয় না। সেই খতিয়ানে ভূম্যধিকারী ও প্রজার নাম, কে কোন্ শ্রেণীর স্বত্ববিশিষ্ট, প্রজার দখলী জমীর ঠিকানা, চৌহদ্দি, পরিমাণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয় লিখিত থাকে।

ইহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই উপকার। কেহ কাহাকেও ঠকাইতে পারেন না।

জরিপ শেষ হইলে নিম্নলিখিত কাগজাদি প্রস্তুত হয় যথা—

খসড়া ফরম—এই ফরমে ক্রমিক দাগের নম্বর চৌহদ্দি ও ফসলের বিবরণ ইত্যাদি লিখিত হয়।

পর্চ্চা—ইহায় একখণ্ড ভূম্যধিকারী ও একখণ্ড প্রজা পাইয়া থাকেন।

খেবত—ইহা ইন্স্পেক্টর পূরণ করেন। ইহাতে জমিদারের বা মধ্য-স্বত্বাধিকারিগণের মালিকীস্বত্ব লিখিত হয়। ইহা ৩ ভাগে বিভক্ত।

১ম ভাগে—যে সকল ভূম্যধিকারী গবর্ণমেণ্টের সদরে রাজস্ব দেন, তাঁহাদের নাম, মহালের নাম, তৌজী নম্বর, পরগণা, জিলা, থানা, হিস্সা ও সদর রাজস্বের পরিমাণ লিখিত থাকে। ইহা কালেক্টরী "এ" রেজেষ্ট্রী ভুক্ত।

২য় ভাগে—গবর্ণমেণ্টের জানিত লাখেরাজদের নাম, ধাম এবং ঐ লাখেরাজ কোন্ মহালের অন্তর্গত এবং হিস্যা লিখিত থাকে। ইহা 'বি' রেজেষ্ট্রী ভুক্ত।

৩য় ভাগে—ক্ষুদ্র নিষ্কর (১০০/ বিঘার কম) ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর প্রভৃতি তৌজির মালীকের অধীন বলিয়া ইহা খেবটের ৩য় ভাগে লিখিত হয়। সর্ব্বপ্রকার মধ্যস্বত্বাধিকারীদিগের সম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত থাকে। ইহাতে তাঁহাদের নাম, ধাম, হিস্যা, কে কাহাকে খাজনা দেয়, ইত্যাদি লিখিত থাকে।

খতিয়ান। ইহার সম্মুখ ভাগে এই সকল বিষয় লিখিত থাকে :—

১। মৌজার নাম ও নম্বর,

২। মহালের নাম ও তৌজির নম্বর,

৩। থানা ও জেলা,

৪। মালিকের নাম ও তাঁহার খেবটের ক্রমিক নম্বর,

৫। খাজনা-প্রাপকের নাম ও তাঁহার খেবটের ক্রমিক নম্বর,

৬। যাহার খতিয়ান তাহার নাম, ধাম ও পিতার নাম,

৭। স্বত্ব,

৮। খাজনা,

{ প্রজার কহত-মত
মালীকের কহত-মত
যাহা ধার্য্য হয় }

অপর পৃষ্ঠায়——

১। দাগের নম্বর

২। চৌহদ্দী

৩। ভুমির বিবরণ

৪। ভুমির পরিমাণ

৫। মন্তব্য

ষড়বিংশ অধ্যায়।

জন্মমৃত্যু রেজিষ্ট্রী।

Act. VI of 1886.

জেলার প্রত্যেক সদর সবরেজিষ্ট্ররের নিকটে জন্ম মৃত্যু রেজিষ্ট্রী হয়, তদ্ব্যতীত দুই চারিটী মফস্বলের সবরেজিষ্ট্রারের উপরও এই ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। রেজিষ্ট্রী হইলে তাঁহারা শীলমোহর যুক্ত সার্টিফিকেট দেন, তাহা উক্ত কার্য্যাদির বিশিষ্ট প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। সাহেবেরাই সাধারণতঃ এই সমস্ত রেজিষ্ট্রী করিয়া থাকেন। রেজিষ্ট্রী বহিতে এই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হয় এবং উপযুক্ত ফি দিলে যে কেহ তাহার নকল পাইতে পারেন।

১৯ ধারা মতে যে কেহ কোন জন্ম বা মৃত্যু রেজিষ্ট্রী করিবার আবেদন করেন, তাঁহাকে রেজিষ্ট্রী বহিতে সহি করিতে হইবে। জন্ম রেজিষ্ট্রী করিতে পিতার আবেদন গ্রাহ্য। জারজ সন্তানের জন্ম রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে পিতা ও মাতা উভয়কেই আবেদন করিতে হয়। (২২ ধারা দেখুন) আবেদন করিবার জন্য রেজিষ্ট্রী আফিসে যে ফরম পাওয়া যায় তাহা পূরণ করিতে হয়।

সন্তানের জন্ম গ্রহণের ৬ মাস মধ্যে জন্ম রেজিষ্ট্রী করিতে হয়। সময় গত হইলে রেজিষ্ট্রার-জেনারেলের অনুমতি ভিন্ন রেজিষ্ট্রী হয় না।

কেহ জন্ম মৃত্যু রেজিষ্ট্রী কালে কোন মিথ্যা বর্ণনা করিলে তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে।

ঔরসজাত সন্তানের রেজিষ্ট্রী জন্য কেহ যদ্যপি রেজিষ্ট্রী আপিসে উপস্থিত হইতে না পারেন তাহা হইলে D সিডিউলের লিখিত ফারম পূরণ করিয়া রেজিষ্ট্রী আফিসে পাঠাইয়া দিলে তাহা রেজিষ্ট্রী হইয়া থাকে।

পিতা মাতা বা অপর যে কেহ সন্তান প্রসব কালে উপস্থিত থাকে বা অভিভাবক বা চিকিৎসক যিনি চিকিৎসা করিয়াছেন তিনি রেজিষ্ট্রীর জন্য আবেদন করিতে পারেন। (Sec 20) মৃত্যু রেজিষ্ট্রীও ২১ ধারা অনুসারে

মৃতের জ্ঞাতি বা ২০ ধারার লিখিত মত লোকদিগের দ্বারা রেজিষ্ট্রী হয়। মনে করুন কাহারও মৃত্যুর পর উইল রেজিষ্ট্রী হইবে বা কাহারও মৃত্যু সপ্রমাণ করিয়া কাহারও উইলের নকল লইতে হইবে সে সকল স্থলে এই সার্টিফিকেট দাখিল করিলে আর কোন আপত্তি হইবে না। মৃত্যু রেজিষ্ট্রীও জন্ম রেজিষ্ট্রীর ন্যায় সম্পন্ন হয়। সংবাদদাতা স্বয়ং আফিসে উপস্থিত না হইয়াও তাহা রেজিষ্ট্রী করাইতে পারেন। B ও C সিডিউল অনুসারে তাহার ফরম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই সকল ফরম যদ্যপি এমন লোক পূরণ করেন যাঁহার স্বাক্ষর রেজিষ্ট্রার চেনেন তাহা হইলে কোন কথাই নাই। নতুবা তাঁহাকে কোন ভদ্রলোকের সম্মুখে সহি করিয়া তাঁহার সার্টিফিকেট সহ পাঠাইতে হয়।

ফরমগুলিতে অনেক কথা লিখিতে হয় এবং ছাপান ফরম পূরণ না করিলে চলিবে না। ফরম বিনামূল্যে রেজিষ্ট্রী আফিসে প্রাপ্তব্য।

রেজিষ্ট্রার যদ্যপি কাহারও উক্তি বা আবেদন মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি রেজিষ্ট্রী করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। সে স্থলে জেলার জজ সাহেবের আদেশ ব্যতীত আর তাহা রেজিষ্ট্রী হইবে না।

প্রত্যেক জন্ম বা মৃত্যু রেজিষ্ট্রার সার্টিফিকেটের নকলের জন্য ফি ১৲ টাকা।

রেজিষ্ট্রী বহি তল্লাস করিবার জন্য প্রথম বর্ষের জন্য ১৲ টাকা ফি দিতে হয়। তাহার পর প্রতি বৎসর ৷৷০ আনা হিসাবে দেয়, কিন্তু এবম্বিধ ফি ২০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইবে না। ইনডেক্স (Index) বহি তল্লাসের ফিও ঐরূপ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

রেজিষ্ট্রী আফিস ও অফিসার।

সব্‌রেজিষ্ট্রার দুই শ্রেণীর। সদর সব্‌রেজিষ্ট্রার ও সব্‌রেজিষ্ট্রার। জেলার সদরে যাঁহারা কার্য্য করেন তাঁহারাই সদর সব্‌রেজিষ্ট্রার এবং অন্যান্য সকলে সব্‌রেজিষ্ট্রার। সদর সব্‌রেজিষ্ট্রারদিগকে পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্ট সব্‌রেজিষ্ট্রার বলিত। সব্‌ডেপুটী প্রভৃতিরা যে শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার সদর সব্‌রেজিষ্ট্রাররাও সেইরূপ। অন্যান্য সব্‌রেজিষ্ট্রাররা এখন আর গেজেটেড অফিসার নহেন। তাঁহারা এবং সদর সব্‌রেজিষ্ট্রাররা সকলেই এখন "সাবর্ডিনেট সারভিস্" ভুক্ত।

সব্‌রেজিষ্ট্রাররা রেজেষ্ট্রী কার্য্য ছাড়া আরও কতক সরকারি কার্য্য করিয়া থাকেন। সদর সব্‌রেজিষ্ট্রারদিগের উপর সব্‌রেজিষ্ট্রারদিগের আফিস পরিদর্শনের ভার, তাঁহাদের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শোনা—এবং রেজিষ্ট্রারের হইয়া প্রায় সমস্ত কার্য্যই করিতে হয়। কাজিদিগের আফিসও পরিদর্শন করিতে হয়।

প্রত্যেক সদর সবরেজিষ্ট্রার ১৮৪৫ সালের ৬ আইন মতে জন্ম মৃত্যু রেজেষ্ট্রী, ১৮৭২ সালের ৩ আইন আনুসারে বিবাহ রেজিষ্ট্রী করিয়া থাকেন এবং স্বীয় এলাকাধীন সমস্ত ব্রাহ্মদিগের বিবাহ রেজিষ্ট্রী তাঁহাদের নিকটই হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ইমিগ্রেশন আইন মতে যে সকল কুলি বিদেশে প্রেরিত হয় তাহাদের কণ্ট্রাক্ট রেজিষ্ট্রী করিয়া থাকেন।

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটই জেলার রেজিষ্ট্রার। তাঁহার অনেক ক্ষমতা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সদর সবরেজিষ্ট্রারদিগের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন।

বঙ্গেশ্বরের শাসনাধীনে পাঁচটী ডিভিসান আছে। যথা—বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজসাহী। প্রত্যেক ডিভিসনে একজন করিয়া

কমিশনার আছেন। তাঁহাদের অধীনে কতকগুলি জেলা থাকে, সেই সকল জেলার কর্ত্তৃত্বভার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর ন্যস্ত হয়।

থানা ও পুলিশ ষ্টেশন স্বতন্ত্র জিনিস। পুলিশ ষ্টেশন অর্থে সেই এলাকার পুলিশের ভার যেখানে আছে তাহাই বুঝিতে হইবে। থানায় পুলিশ অফিস ত আছেই তাহার উপর তাহা রাজস্ব বিভাগের কেন্দ্র (Revenue unit) বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বঙ্গদেশে যে কয়টী বিভাগ আছে তাহার প্রত্যেক বিভাগ এক একটী কমিশনারের অধীন। তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া রেজিষ্ট্রার আছেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বিবাহ সম্বন্ধে আইন।

(THE SPECIAL MARRIAGE Act III of 1872.)

প্রত্যেক জেলার সদর সবরেজিষ্ট্রার এই আইন অনুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। ইহাতে মোট ২১টী ধারা আছে। তাহার কতকগুলি নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

১। ইহা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল।

২। যে সকল লোক খৃষ্টান, ইহুদি (Jewish) হিন্দু, মুসলমান, পার্শী বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী নহেন, কেবলমাত্র তাঁহাদের বিবাহ এই আইনানুসারে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে সম্পন্ন হইবে।

(১) বিবাহ সময়ে কোন পক্ষের স্বামী বা স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিবে না।

(২) পুরুষের বয়ঃক্রম ১৮ এবং স্ত্রীর বয়ঃক্রম ১৪ ইংরাজি সাল অনুসারে পূর্ণ হইয়াছে।

(৩) উভয়ের মধ্যে কাহার বয়ঃক্রম ২১ বৎসর পূর্ণ না হইলে তাহার পিতার বা অন্য অভিভাবকের সম্মতি গৃহীত হইয়াছে।

(৪) উভয়ে যে আইনের অধীন তাহাতে শোণিত সম্পর্কে বা জন্মঘটিত সম্পর্কে বিবাহে আইন ঘটিত বাধা জন্মে না। *

৪। গভর্ণমেণ্ট বিবাহ রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিবেন।

৫। বিবাহ প্রার্থী কোন স্থানে অন্ততঃ চতুর্দ্দশ দিবস বাসের পর আবেদন করিতে পারিবেন।

---

* আচার ব্যবহার বা আইনে বিবাহে বাধা জন্মিবে না যদি শোণিত বা জন্মঘটিত সম্পর্ক না থাকে। জন্ম ও শোণিত সম্পর্ক জন্য বিবাহে বাধা জন্মিবে না, যদি পাত্র বা পাত্রী মধ্যে অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ বা অতি বৃদ্ধা প্রমাতামহী এক বলিয়া নির্ণয় করা না যায়। অথবা একজন একবংশীয় বা কোন পূর্ব্বপুরুষের ভ্রাতা ভগিনী সম্পর্কীয় না হন।

৬। ঐ আবেদন প্রাপ্তির চতুর্দ্দশ দিবস পরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ২ ধারার ১।২।৩।৪ উপধারা মতে বাধা থাকিলে যে কেহ এই বিবাহে আপত্তি উথাপন করিতে পারিবেন।

৭। আপত্তি উথাপিত হইলে আর ১৪ দিন বিবাহ স্থগিত থাকিবে। ঐ সময় মধ্যে আপত্তিকারীকে কোন উপযুক্ত আদালতে এই বিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ হইবে তন্মর্ম্মে মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে।

৮। এই আদালত আপত্তিকারীকে মোকর্দ্দমা রুজু সম্বন্ধে একটী সার্টি-ফিকেট দিবেন। সেই সার্টিফিকেট আপত্তি করণের ১৪ দিন মধ্যে বিবাহ রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত করিলে সেই মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি এবং তাহার আপীলের সময় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবেন। তাহার পর বিচার ফল দেখিয়া বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

৯। আপত্তিকারীর আপত্তি যদি আদালত কর্ত্তৃক অসঙ্গত বা অবৈধ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং সেই টাকা বা তাহার কোন অংশ বিবাহ প্রার্থীগণকে আদালত দিতে পারিবেন।

১০। বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে পক্ষগণ ও তিনজন সাক্ষীকে রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে একটী প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

১২। আফিসে বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বিবাহ কার্য্য সমাহিত হইবে।

১৫। কাহার পূর্ব্ববিবাহ গোপন করিয়া এই আইনানুসারে বিবাহ করিলে পেনাল কোডের ৪৯৪ ও ৪৯৫ ধারা অনুসারে অপরাধ করা হইবে।

১৬। এই আইনানুসারে বিবাহ করিয়া আবার বিবাহ করিলে তিনিও উপরোক্ত ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৭। এই বিবাহে ডাইভোর্স আইনের বিধি ব্যবস্থা থাকিবে।

২১। যে কেহ এই বিবাহ সম্বন্ধীয় কার্য্যে কোন জ্ঞানকৃত কোন তঞ্চকতা-পূর্ণ উক্তি বা স্বাক্ষর বা অন্য কোন কার্য্য করিবেন তিনি দণ্ডবিধি আইনের ১৯৯ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে পারিবেন।

ফিস্ সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

	টাকা	আনা।
(১) ৪ ধারা অনুসারে বিবাহ নোটীশ গ্রহণ করিবার জন্য	"	॥০
(২) ৬ ধারা অনুসারে আপত্তি গ্রহণ জন্য	"	॥০
(৩) ডিক্লারেশন গ্রহণ এবং আফিসে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন	১৲	"
(৪) বিবাহ সার্টিফিকেটের কাপি দিবার জন্য।	"	॥০
(৫) দিবা ১০টা হইতে ৫টার মধ্যে না হইয়া অন্য সময়ে বিবাহ রেজিষ্ট্রী আফিসে সম্পাদিত হইলে	২৲	

আফিসে না হইয়া অন্য কোথাও বিবাহ দিতে হইলে বিবাহের স্থান যদ্যপি সদর্ হইতে পাঁচ মাইলের অধিক না হয় তাহা হইলে ৪৲ টাকা ফি দিতে হইবে। তদূর্দ্ধে প্রত্যেক মাইলের জন্য ।০ হিসাবে দেয়।

বিবাহ সম্বন্ধে নোটীশ ইত্যাদি ইংরাজিতে দিতে হয় বলিয়া সেগুলি ইংরাজিতে ছাপা হইল।

---

(১) বিবাহ নোটীশ বিবাহের পূর্ব্বেই দিতে হয়। নোটীশ কিরূপভাবে দিতে হয় তাহা ইহার পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বর ও কন্যা উভয়কেই স্বাক্ষর করিতে হয়। স্বাক্ষর করিতে না জানিলে চিহ্ন সংযুক্ত বকলম সহি গ্রাহ্য হইবে।

(২) বাচনিক আপত্তিও করা চলে। ইহা রেজিষ্ট্রার রেজিষ্ট্রী বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন আপত্তিকারী তাহাতে সহি করিবেন।

(৩) আফিসে বিবাহকার্য্য সম্পাদনের সময় ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

(৪) আফিসে বা অন্যত্র যেখানেই বিবাহ হউক না কাপি দিবার ফি সকল স্থানেই ॥০ আনা মাত্র।

(৫) এই বিবাহ কেবল আফিসে বিবাহ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অন্যত্র বিবাহের ফি ৪৲ বা দুরত্ব হিসাবে বেশী।

FIRST SCHEDULE.

(See Section 4.)

NOTICE OF MARKIAGE.

To The Registrar of Marriages under Act. III of 1872 for the District.

I hereby give you notice that a marriage under Act III of 1872 is intended to be had, within three calendar months from the date hereof, between me and the other party herein named and described (that is to say) :—

Names.	Condition.	Rank or profession	Age.	Dwelling place	Length of residence.
B	*Unmarried Widower*	*Landowner,*	*Of full age*	....	*23 days.*
C D	*Spinster*	....	*Minor*	....	....

Witness my hand. this day of

187

(Signed) *A, B,*

SECOND SCHEDULE.

(See Section 10)

Declaration to be made by the Bridegroom.

I, A. B. hereby declare as follows :—

1. I am at the present time unmarried.

2. I do not profess the Christian, Jewish, Hindu, Mohammaden, Parsi, Buddhist, Sikh or Jaina religion.

3. I have completed my age of eighteen years.

4. I am not related to *C D (the bride)* in any degree of consanguinity or affinity which would, according to the law to which I am subject, or to which the said *C. D* is subject, and subject to the provisoes of clause (4) of section 2 of Act III of 1872, render a marriage between us illegal.

And when the bridegroom has not completed his age of twenty one years ;

5. The consent of my father (or guardian, as the case *may be*) has been given to a marriage between myself and *C D*, and has not been revoked)

6. I am aware that, if any statement in this declaration is false, and if in making such statement I either know or believe it to be false, or do not believe it to be true, I am liable to imprisonment, and also to fine.

(Signed) A B [the bridegroom]

Declaration to be made by the Bride :—

I. *C D*, hereby declare as follows:—

1. I am at the present time unmarried :

2. I do not profess the Christian, Jewish, Hindu, Mhammaden, Parsi, Buddhist, Sikh or Jaina religion ;

3. I have completed my age of fourteen years :

4. I am not related to *A B* [*the bridegroom*] in any degree of consanguinity or affinitv which would, according to the law to which I am subject, or to which the said *A B* is subject, and subject to the provisoes of clause (4) of section 2 of Act III of 1872, render a marriage between us illegal :

(And when the bride has not completed her age of twenty-one years, unless she is a widow :

5. The consent of *M N* my father [*or* guardian, *as the case my be*], has been given to a marriage between myself and *A B*, and has not been revoked.

6. I am aware that, if any statement in this declaration is false, and if in making such statement I either know or believe it to be false, or do not believe it to be true, I am liable to imprisonment, and also to fine.

(Signed) C D [*the bride*]

Signed in our presence by the above.named *A B* and *C D* ;

G. H.
I. J.
K, L. } *(three witnesses).*

(And when the bridegroom or bride has aot completed the age *of twenty one years, except in the case of a widow.)*

Signed in my presence and with my consent by the abovenamed *A B* and *C D.*

M N, the father [*or* Guardian]
of the above named *A B* (*or C D*
as the case may be)

(*Countersigned) E F,*

Registrar of Marriages under Act III of 1872 for the District of

Dated the day of 18

THIRD SCHEDULE.

(See Section 13)

Registrar's Certificate.

I *E F* certify that on the of 18 appeared before me *A B* and *C D* each of whom in my presence and the presence of three credible witnesses, whose names are signed hereunder made the declarations required by Act. III of 1872, and that a marriage under the said Act. was solemnized between them in my presence

(Signed) *E. F.*

Registrar of Marriages under Act III of 1872 for the District of

(Signed) *A. B.*

C. D.

G H.
I. J. } *(three witnesses)*
K. L.

Dated the day 18

উনত্রিংশ অধ্যায়।

রুসুমের তালিকা *

১। নিয়মিত ফি।

(A)—(1)—নিম্নলিখিত দলিল রেজিষ্টারি করিবার ফি; যে স্বত্ব অধিকার ও স্বার্থ সম্বন্ধে ঐ দলিল হয় সেই স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থের মূল্য অনুসারে নিম্নলিখিত প্রকারে হিসাব করা যাইবে। যথা—

মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে	।৷০
মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক কিন্তু ১০০৲ টাকার অধিক না হইলে ...	৸০
মূল্য ১০০৲ টাকার অধিক কিন্তু ২৫০৲ টাকার অধিক না হইলে ...	১৲
মূল্য ২৫০৲ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০৲ টাকার অধিক না হইলে ...	৩৲
মূল্য ৫০০৲ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০৲ টাকার অধিক না হইলে ...	৪৲
হাজার টাকার অধিক এবং এক হাজার টাকার বা তাহার কোন অংশের জন্য	২৲

দলিলের বিবরণ।

হস্তান্তরপত্র ও কোবালা, দানপত্র বা যৌতুক পত্র, নিরূপণ পত্র (settlement) বণ্টন পত্র, বা কবুলতি, তমস্থক কি বন্ধকী পত্র বা তদ্দ্বারা রক্ষিত কোন স্বার্থের হস্তান্তর পত্র, † বা বিমাপত্র, হুণ্ডী ও প্রমিসরী নোট এবং সাধারণতঃ এতৎপূর্ব্বে প্রকাশিত ভাবের অন্য সকল দলিল, কিন্তু

---

* এতদ্বারা কোন দলিলে কত ফি লাগিবে তাহা স্থির করা যায় এই সংশোধিত তালিকা ইংরাজি ১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে আমলে আসিয়াছে।

১৯০৮ সালের ভারতবর্ষীয় রেজিষ্ট্রেশন আইনের বিধানানুসারে যে ফি অর্থাৎ যে রসুম ধার্য্য আছে উহা কেবল নিম্নলিখিত স্থল ব্যতীত ১৯২৫ সালের ১লা জুন হইতে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। যথা:—

(১) A (1) দলীল আড়াইশত টাকার অনধিক হইলে সাবেক ফি বহাল থাকিবে

J (2) ও K (2) রেজেষ্টারী করিবার জন্য কাহারও বাড়ী যাইতে হইলে যিনি রেজেষ্টারি করিতে যাইবেন তাঁহাকে সাবেক হার অর্থাৎ প্রতি মাইল।০ চারি আনা হিসাবে রাহা খরচ দিতে হইবে।

K (1) (a) যাঁহারা শারীরিক পীড়ার জন্য, অথবা যাঁহারা জেলখানায় আবদ্ধ কিম্বা আইনের বিধানানুসারে যে সকল পর্দ্দানসীন মহিলার আদালতে উপস্থিতি মাফ আছে তাঁহাদের জন্য সাবেক হার অনুসারে ৫৲ টাকা দিতে হইবে:—

† নিম্নলিখিত দলিলগুলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

An acknowledgment, or an ordinary receipt for money received. certificate of sale, Releases, whereby a person renounces a claim

(2)—দলিলে কোন মূল্য, খাজনা বা অন্য মূল্য প্রকাশ না থাকিলে (‡) } ২০৲ টাকা ফি দিতে হইবে

ব্যাখ্যা বা অভিপ্রায়।

(1)—বিক্রয় কোবালা প্রভৃতির যে স্থলে কোন মূল্য প্রকাশ থাকে, সেই স্থলে সেই মূল্য এবং যে স্থলে নিয়মিত সময়ান্তরে অন্য টাকা দিতে হয়, সেই স্থলে প্রতিবারে যত টাকা দিতে হয় তাহা ও তদতিরিক্ত কোন জরিমানা বা ধরাট এবং নিবন্ধ পত্র হইলে যত টাকা রক্ষিত হয় এবং দানপত্রে যৌতুক পত্রে সম্পত্তি বিলিবন্দোবস্ত পত্রে সম্পত্তির মূল্য এবং খতে বা বন্ধকি তমস্থকে বা অতিরিক্ত দায়সংযুক্ত দলিলে যত টাকা নির্দ্ধারিত বা প্রকাশ থাকে তাহাই দলিল সম্বন্ধীয় স্বত্ব, অধিকার বা স্বার্থের মূল্য বলিয়া ধরিতে হইবে। (১)

(2)—পাট্টা বা কবুলতির যাহার ফি যেরূপ লইতে হইবে তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

ভোগানুমতি পত্রের শ্রেণী বিভাগ।	যে মূল্য ধরিয়া ফি লইতে হইবে।
(*a*) যে স্থলে খাজনা নির্দ্দিষ্ট থাকে কিন্তু কোন অগ্রিম টাকা বা সেলামী দেওয়া হয় না—	

---

against any specified property, not being the subject of a previous registered encumbrance (এ স্থলে registered encumbrance কেবল মাত্র বন্ধকী দলিলের টাকা পাইয়া যে না-দাবি পত্র লিখিত হয় তাহাই বুঝাইবে। সুতরাং এইরূপ মুক্তি পত্র ব্যতীত সর্ব্বত্র A fee লইতে হইবে।) award directing a partition, declaration of Trust of the nature of settlement, deeds of exchange of property, transfer of lease for a consideration, assignment by a partner of his share and interest to his co-partners on the disolution of partnership for a consideration vide Inspector General of Regn's cir No. 9 for 1915. dated 25th Feby, 1915

(‡) পূর্ব্বে ক্ষতি নিষ্কৃতি পত্রে ইহার ব্যবহার ছিল, এখন একমাত্র নাদাবি পত্র যেখানে A fee লওয়া যায় কিন্তু দাবির পরিমাণ উল্লিখিত না হয় সেইখানে ২০৲ টাকা লওয়া হইবে। তদ্ব্যতীত হস্তান্তর পত্রের ষ্ট্যাম্প রুসুম ৭॥০ টাকার উর্দ্ধ নাই, সুতরাং দাবীর পরিমাণ না লিখিলেও ক্ষতি নাই। এরূপ স্থলে A fee ২০৲ টাকা লইতে হইবে।

(১) মাসহারা বন্দোবস্তপত্রে এক বৎসরের টাকার উপর ফি পূর্ব্বে ধরিতে হইত। এখন প্রত্যেক বারে বা ক্ষেপে যাহা দেয় হইবে তাহার উপর ফি লইতে হইবে। ইংরাজীতে মাসহারা পত্র নাই; তাহার নাম Annuity Bond সুতরাং তাহার টাকা বৎসর হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে; এইজন্য বৎসরের দেয় টাকার উপর ফি লওয়াই বৈধ কিন্তু ভি টেবিলে periodical payment কথা সংযুক্ত হওয়ায় আর তাহা বলা চলে না।

(i) এইরূপ ভোগানুমতিপত্র এক বৎসরের বা তাহার কম সময়ের জন্য দেওয়া হইলে	মোট যে টাকা দেওয়া হয় তাহার উপর।
(ii) এক বৎসর বা তদূর্দ্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়, কিন্তু ১০ বৎসরের উর্দ্ধ নহে—	এক বৎসরের গড়পড়তা খাজনার উপর।
(iii) সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে অর্থাৎ বে-মেয়াদি হইলে ... ... (iv) দশ বৎসরের উর্দ্ধ সময়ের জন্য হইলে বা— (v) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে	দুই বৎসরের টাকার উপর; (১)
(b) যাহাতে পণ বা সেলামী আছে কিন্তু কোন খাজনা নাই	দেয় মোট টাকার উপর। (২)
(c) খাজনা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে এবং তাহার সেলামী বা পণ লওয়া হইলে	মোট যে টাকা পণ বা সেলামী স্বরূপ লওয়া হয় তাহা এবং সে দলিলে পণ বা সেলামী না

(১) ষ্ট্যাম্প আইনে সময়ের বা খাজনা ইত্যাদির বিভিন্নতায় যেমন ষ্ট্যাম্পের তারতম্য হইয়াছে অধুনা রেজিষ্ট্রী ফি সম্বন্ধেও তদ্রূপ হইল। ফি বহিতে দুই বৎসরের টাকা যদ্যপি ৬০৲ টাকা হয় তাহা হইলে লিখিতে হইবে ৩০ × ২ এবং ফি ॥০ না হইয়া ৸০ হইবে (See General letter No. 10203 of 1914).

ক্রম বর্দ্ধমান খাজনা দিবার ভোগানুমতি পত্রের দুই বৎসরের টাকার উপর হিসাব—

ক। বে-মেয়াদি কবুলতি লইলে প্রথম ১০ বৎসরের খাজনার একের পাঁচ অংশ।

খ। দশ বৎসরের উর্দ্ধ সময়ের জন্য হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মোট যাহা দেয় তাহার অর্দ্ধেক।

গ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে প্রথম ৫০ বৎসরের খাজনাকে ২৫ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা হইবে তাহার উপর। 1 Gs Circular No. 2 for 1915.

(২) পণ লইয়া কোন সম্পত্তি নিষ্কর দেওয়া হইলে তাহার এইরূপ ফি হইবে।

থাকিলে তাহা যে শ্রেণীর তোগানু-
মতি পত্র বলিয়া গণ্য হইত
তাহার যে দেয় ফি তাহা (৩)

(3) বণ্টন নামায় বিভিন্ন কৃত অংশের উপর যে ভাবে ষ্ট্যাম্প আইনের (article 45 Schedule I) নিয়মে ষ্ট্যাম্প কন্মুম আদায় হয় তাহার উপর রেজিষ্ট্রী ফি লইতে হইবে। (১)

(a)—কোন রায়তকে পাট্টা দেওয়া গেলে এবং ঐ রায়তের সম্পাদিত সেই কবুলতিতে রেজিষ্টারি করণার্থ এক সময়ে আনা গেলে ঐ দুই দলিল সম্বন্ধে যে ফি লইতে হইবে, তাহা কেবল পাট্টার উপর যাহা লওয়া যাইত তদপেক্ষা অধিক হইবে না। অর্থাৎ অর্দ্ধেক পাট্টার ও অর্দ্ধেক কবুলতির জন্য ফি দিতে হইবে। (২)

(b)—কোন দলিল যদি এমন ভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, যে যে প্রকারের দলিলের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা তাহার দুই কি ততোধিক প্রকারের মধ্যে পড়ে, তাহা হইলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন দলিল সম্পর্কে আদায়যোগ্য ফি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার স্থলে ঐ সকল ফির মধ্যে যে ফিটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐ দলিলের উপর সেই ফি আদায় করিতে হইবে। (৩)

---

(৩) এক বৎসর মেয়াদি কবুলতিতে যদ্যপি সেলামী থাকে তাহার ফি এক বৎসরের টাকা ও সেলামীর উপর। খাজনা ৩০৲ এবং পণ ৬০৲ টাকা হইলে ৩০৲ টাকার জন্য ॥০ ও ৬০৲ টাকার জন্য ৸০ না হইয়া ৩০ + ৬০ = ৯০৲ টাকার উপর ৸০ ফি লইতে হইবে। কিন্তু ৩০৲ টাকা যদ্যপি বে-মিয়াদি কবুলতির খাজনা হয় তাহা হইলে ৩০ × ২ = ৬০৲ ও পণ ৬০৲ মোট ১২০৲ টাকার উপর ১৲ ফি লইতে হইবে।

(১) কোন বণ্টন নামার প্রতি অংশের মূল্য ২০০০৲ টাকা হইলে ফি ৬৲ টাকা হইবে, কেননা মোট মূল্য ৪ হাজার টাকার উপর হইবে না। মূল্য ১০০০৲ ও ৫০০৲ হইলে ৫ শতের উপর ফি দিতে হইবে। মূল্য ৪০০০৲, ২৯০০৲ ও ১০০০৲ এইরূপ ৩ অংশ হইলে প্রধান অংশ অর্থাৎ ৪০০০৲ টাকা বাদ দিয়া ৩৯০০৲ টাকার উপর ফি লইতে হইবে।

(২) অন্যান্য ফি যথা কমিশন ফি, ভিন্ন এলাকার সম্পত্তি থাকিবার ফি "N" পাত ফি, এ সমস্ত পাট্টায় যেমন লাগে কবুলতিতেও তেমনি লাগিবে। কেবলমাত্র "এ" ফি দুইবার করিয়া দিতে হয় না। কৃষিকার্য্যের কবুলতির জন্যই কেবল এই ব্যবস্থা।

(৩) এইটী বড় কঠিন এবং বুঝনাও কষ্টসাধ্য। যেখানে কোন দলিল হওয়া উচিত এই বিষয়ে সন্দেহ হয় সে স্থলে বেশীর দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্পষ্ট বিভিন্নতার জন্য নিম্নে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(c)—দলিলে যদি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় থাকে কিম্বা যে দলিল কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কীয় হয়, তাহার উপর যে ফি লইতে হইবে তাহা ঐরূপ একটী একটি বিষয়াত্মক বা বিষয় সম্পর্কীয় একখানি স্বতন্ত্র দলিলের উপর যে যে ফি লওয়া যাইতে পারে সেই ফির সমষ্টি হইবে। (১)

(d)—কোন দলিলে অনেকগুলি সম্পাদনকারী থাকিলে এবং তাহার কতক লোক সেই দলিল স্বাক্ষর করিয়া ও উপযুক্ত ফি দিয়া রেজেষ্ট্রী করিয়া গেলে বাকী লোকেরা সেই দলিল নকল হইয়া রেজিষ্ট্রী কার্য্যের শেষ এণ্ডর্সমেণ্ট (৬৬ ধারা) যে পর্য্যন্ত সবরেজিষ্টার কর্ত্তৃক লিখিত না হয়, সে পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া সেই দলিলে স্বাক্ষর করিয়া তাহার রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পাদন করিলে তাহার জন্য আর নূতন করিয়া ফি দিতে হয় না। কিন্তু উক্ত ভাবে তাহার রেজিষ্ট্রী কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, সে দলিল রেজেষ্ট্রী আফিস হইতে ফেরত হইয়া আবার তাহা স্বাক্ষর করিয়া নূতন করিয়া দাখিল করিতে হইবে এবং পূর্ব্বে যে সমস্ত ফি দেওয়া হইয়াছে তাহা দিতে হইবে। (২)

(e) ষ্ট্যাপ আইনের ৪০ ধারায় সম্পাদিত কোন দলিল যদ্দ্বারা কোন বন্ধক নামায় আনুষঙ্গিক বা অতিরিক্ত বা পরিবার্ত্তিত সিকুউরিটি দেওয়া হয়, সেই দলিল রেজেষ্ট্রী জন্য উপস্থিত করিলে ও মূল দলিল রেজিষ্ট্রী হইয়াছে এ বিষয় রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক সন্তোষজনক প্রমাণ দ্বারা পরিজ্ঞাত হইলে সেই মূল দলিলের রেজিষ্ট্রীর ফির অনুরূপ ফি লইতে হইবে কিন্তু তাহা ৪৲ চারি টাকার অতিরিক্ত হইবে না। (৩)

---

(১) ১৯০০ সালের ২১ নং সারকুলার মতে ২টী "এ" ফি স্বতন্ত্র ভাবে কোন দলিলে আদায় না করিয়া মোট টাকার উপর ফি আদায় হইবে। কিন্তু এই নূতন বিধান হওয়ায় তাহা না হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে ফি লওয়াই কর্ত্তব্য। ফি বহিতে "ই" ও "এ" ফি স্বতন্ত্র ভাবে দেখাইতে হয়।

(২) সকলে স্বাক্ষর করিয়া দলিল দাখিল করিলে দলিল পেণ্ডিং থাকে এবং ৪ মাস মধ্যে অপর পক্ষ উপস্থিত হইয়া রেজিষ্ট্রী কার্য্য স্বীকার বা অস্বীকার করিতে পারেন এবং এস্থলে আংশিক স্বাক্ষরিত দলিল রেজিষ্ট্রী হইয়া যায়। কোবালা হইলে জমীদারী ফি দুবার করিয়া লওয়া উচিত কি না, তাহা ভাবিবার কথা। কিন্তু স্পষ্ট নিষেধ আদেশ না থাকায় লওয়াই কর্ত্তব্য।

(৩) এ স্থলে রেজিষ্ট্রী করা মূল দলিলখানি সব-রেজিষ্টারকে না দেখাইলে তিনি এ ভাবের দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে পারেন না। কেননা আইন কারকের তজ্জন্য অভিপ্রায় থাকিলে এই অধ্যায় স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইত।

(B) কোন কোবালার বা বন্ধকী পত্রের দরুণ মূল্য কিম্বা পাট্টার হিসাবে খাজনা কিম্বা কোন দলিলে-প্রকাশিত অন্য মূল্যের নিমিত্ত টাকা দেওয়া বা পাওয়া গেলে তাহার স্বতন্ত্র স্বীকার পত্র রেজিষ্টারী করিবার ফি যত টাকা পাওয়া গেল তাহার উপর উপরোক্ত হারে হিসাব করিতে হইবে। কিন্তু সেই কার্য্যোপলক্ষে কোন দলিল পূর্ব্বে রেজিষ্টারী করা গিয়া থাকিলে।	চার টাকার অধিক ফি দিতে হইবে না। (১)

(C)—উইল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত ফি দেয়—

(i)—শীলমোহর করা খামের মধ্যে উইল গচ্ছিত বা প্রতিগ্রহণ জন্য	৪৲ টাকা ফি দিতে হইবে।

(ii) ঐ খাম খুলিবার নিমিত্ত, (তদ্ভিন্ন সহী মোহর যুক্ত নকল দিবার জন্য এই টেবিলের লিখিত হার (G) অনুসারে দলিল নকল করিবার খরচ লওয়া যাইবে।) ... টাকা

(iii) উইল অথবা দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা পত্র রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত খোলা দাখিল করা গেলে (২) ... ৮৲ টাকা

(D)—চাকরী করিবার এগ্রিমেণ্ট বা করারপত্র রেজিষ্টারী করিবার (২) ফি ... ... ১৲ টাকা

(১) সাধারণ রসিদ রেজিষ্ট্রী হইলে "এ" ফি দিতে হইবে, কিন্তু যাহার রসিদ রেজিষ্ট্রী হইয়াছে, সেই সম্পত্তি সম্বন্ধে যদ্যপি কোন দলিল পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রী হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে রেজিষ্ট্রী ফি ২৲ টাকার অধিক হইবে না। যেমন একটা ১০ হাজার টাকার কোবালা রেজিষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে আবার তাহার টাকা প্রাপ্তি স্বীকার জন্য রসিদ রেজিষ্ট্রী হইতেছে, এ স্থলে তাহার ফি ২২৲ টাকা না হইয়া ৪৲ টাকা হইবে।

(২) কিম্বা উইল রদ পত্র (revocation or cancellation of a will) Vide I. G. Register Cir. No. 19 dated 11th August. 1915

(৩) কোন লোক কাহারও চাষে বা কোনকারখানায় মাসিক বা বার্ষিক বেতন চুক্তিতে যে কর্ম্ম করিতে স্বীকার করে, তাহার দরুণ এই ফি দিতে হয়। গোমস্তাগিরি বা অন্য কোন কার্য্যের জন্য হইলে "E" ফি লাগিবে।

(E)—উপরে যে দলিলের বিবরণ লেখা নাই এমন দলিল রেজিষ্টারি করিবার (১) ফি ... ... ২৲ টাকা

মন্তব্য। A আর্টিকেলের (c) ও (d), B, D, এবং E আর্টিকেলেও প্রযোজ্য (৩)

(F)—তল্লাসী ফি যত দিতে হইবে, তাহা এই—

যে যে বৎসরের রেজিষ্টারির সূচীপত্রের তল্লাস করা যায়

(i) তাহার প্রথম বৎসরের ... ... ১৲
কোন এক ব্যক্তির নাম বা সম্পত্তির জন্য

(ii) অন্য প্রত্যেক বৎসরের ... ... ৷৹

(iii) কোন নির্দ্দিষ্ট বৎসরের ১নং ২নং ৩নং বা ৪নং রেজিষ্টারি বহিতে প্রত্যেক দলিলের নকল দেখিবার বা অন্য কোন বহি বা কোন দলিল বা কোন ফাইলের কাগজ পত্র দেখিবার জন্য ... ... ১৲

(a) কিন্তু কোন একটী আফিসের কোন এক ব্যক্তির বা সম্পত্তির সূচী পত্রের তল্লাসী ফি ২০৲ টাকার অধিক হইবে না।

(b) কিন্তু এই তল্লাসী ফি দিতে হইবে না যদ্যপি আবেদনকারী নকল লইবার দরখাস্তের সঙ্গে মূল রেজেষ্টারি করা দলিল বা তাহার সহি মোহরযুক্ত নকল দাখিল করেন।

---

(১) নিম্নলিখিত দলিলগুলিতে E ফি লওয়া হইবে।

Releases whereby the property which had previously been the subject of a registered mortgaze is restored, surrender of lesae, Revocation of Trust and settlement deeds of Partnership and Reconveyance. Dissolution of Partnership and deed of cancellation (other than cancellation of will) See. I G's cir No. 9 for 1915.

(২) লিল রেজিষ্টারী করিবার সময় ভিন্ন অন্ত সময়ে সহী মোহরযুক্ত নকল পাইবার প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে উপরোক্ত হারে সূচীপত্র তল্লাস করিবার প্রয়োজনীয় ফি দিতে হইবে। (১)

(G) (a) রেজিষ্টারি করিবা পূর্ব্বে বা সময়ে বা পরে হেতু লেখক বা দলিলের নকল করিবার ফি দিবার নিমিত্ত	দেশীয় অক্ষরে একএক শত শব্দের জন্য ৵০ আনা হারে এবং ইংরাজী অক্ষরের এক এক শত শব্দের জন্য ।০ আনা হারে ফি লওয়া যাইবে।
(b) প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করিবার দিনেই দলিলের নকল চাহিলে	২৲ টাকা (কিম্বা যদি নকল ৩০০ শব্দের চারি পৃষ্ঠার অধিক হয় তাহা হইলে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আট আনা উক্তরূপে নকল দেওনের খরচ লওয়া যাইবে।

২। অতিরিক্ত ফি।

(H)—কোন দলিল কলিকাতার রেজিষ্টার ভিন্ন অন্ত কোন রেজিষ্টারের দ্বারা ৩০ (ক) ধারামতে রেজেষ্টারী করা গেলে।	নিয়মিত ফির তুল্য অতিরিক্ত ফি কিম্বা ১০৲ টাকা অর্থাৎ দুইয়ের মধ্যে যাহা কম হয়, তাহাই যাইবে।

(১) তল্লাসী ফি দুই প্রকার, ইণ্ডেক্স তল্লাসী ও বহি তল্লাসী। ইণ্ডেক্স তল্লাসী ফি ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাগিবে। এখানে বহি অর্থে প্রত্যেক বহির দলিল বিশেষ বুঝিতে হইবে। দরখাস্ত করিবার ৩০ দিন মধ্যে তল্লাস করা আবশ্যক। ৩০ দিন সময় অতীত হইয়া গেলে আবার নূতন করিয়া ফি দিতে হয়। দলিল রেজিষ্টারীর সঙ্গে সঙ্গে নকলের দরখাস্ত করিলে তল্লাসী ফি দিতে হইবে না। কোন রেজিষ্টারিকৃত দলিলে ছাপান বা টাইপ করা নকল দাখিল করিয়া উহা সহি মোহরযুক্ত করিয়া লইতে প্রার্থনা করিলে কেবল মোকাবিলার জন্য ইহার অর্দ্ধেক হারে ফি লওয়া হইবে।

(I)—কলিকাতার রেজিষ্ট্রারের ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে সম্পত্তির কোন অংশ না থাকিলে এবং তাঁহার দ্বারা দলিল রেজিষ্টারি করাইতে হইলে ... ... ২০৲ টাকা।

(J)—কোন একখানা দলিল বা উইল বা পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা-পত্রের রেজিষ্টারি জন্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ৩১ ধারা অনুসারে ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে যাইবার নিমিত্ত (১) ... ... ২০৲ টাকা।

(K)—৩৩ (৩) ধারামতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মোক্তারনামা সম্পাদন করণের সাক্ষ্য লইবার জন্য অথবা ৩৮ (২) ধারামতে কোন ব্যক্তির পরীক্ষা করিবার জন্য রেজিষ্টারী কার্য্যকারক বা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং কোন বাড়ীতে বা জেলে গমনের জন্য বা আদালতে উপস্থিত হইবার দায় হইতে মুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিম্নলিখিত ফি দিতে হইবে (২)

(a)—শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ মুক্ত আছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির কিম্বা জেলে আবদ্ধ থাকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এবং আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইতে মুক্ত এমন পরদানশীন ভদ্র মহিলা। (১) ... ... ৫৲ টাকা।

(b) আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার দায় হইতে আইন মতে মুক্ত পরদানশীন মহিলা ভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত হইলে ... ... ২০৲ টাকা।

---

(১) রেজিষ্টারী কার্য্যকারক কি ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা যাহার নামে কমিশন দেওয়া যায়, তিনি রেজিষ্টারী অফিস হইতে এক মাইলের অধিক দূরে গেলে তাঁহাকে এতদতিরিক্ত যাতায়াতের খরচ মাইল প্রতি।০ চারি আনা হিসাবে এবং তাঁহার পিয়নকে ৵০ এক আনা হিসাবে দিতে হইবে। কিন্তু একই দলিল সম্পাদনকারী দুই বা তদধিক ব্যক্তি একত্র বাস করিলে ঐ ঐ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কেবল একটী বারবরদারি ফি লওয়া যাইবে। কিম্বা সহরে অর্থাৎ যেখানে ভাড়াটিয়া গাড়ী আছে সেখানে এক বা একাধিক মাইল হইলেও গাড়ীর ২ ঘণ্টার ভাড়া লওয়া যাইবে এবং কলিকাতায় রেজিষ্ট্রার বা সবরেজিষ্ট্রারের আফিসে দূরত্ব অনুসারে ট্যাক্সি ভাড়া লাগিবে।

(২) এই ফি দিয়া ৩১ ধারানুযায়ী বাটীতে দলিল দাখিল করা যাইতে পারে না। যদ্যপি কমিশনে কোন পরদানশীন স্ত্রীলোক সবরেজিষ্টারের সম্মুখে টীপ দিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে আর অতিরিক্ত ৫৲ টাকা জমা দিলে রেজিষ্টারকার্য্যকারক একটি স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যাইবেন এবং তিনিই টীপ লইবেন। See G. letter No. 9078 for 1913

H, I, J এবং K ফি সম্বন্ধে মন্তব্য।

(i) একই পক্ষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত কোন দলিলের দুই বা ততোধিক নকল একই সময় রেজিষ্টারি করিবার জন্য উপস্থিত করা গেলে, প্রত্যেক নকলের নিয়মিত ফি দিতে হইবে, কিন্তু H, I, J বা K প্রকরণ মতে অতিরিক্ত যে কি দেওয়া হয় তাহা আর দিতে হইবে না। (১)

(ii) কোন রেজিষ্ট্রার, সব-রেজিষ্ট্রার স্বরূপ কর্ম্ম করণ সূত্রে অথবা ২৮ ধারা মতে যে সবরেজিষ্ট্রার দলিল রেজিষ্টারি করিবেন, তিনি উক্ত দলিল সম্পর্কীয় কার্য্যে স্বার্থ বিশিষ্ট এক পক্ষ প্রযুক্ত দলিল রেজিষ্ট্রী করিলে ঐ অতিরিক্ত ফি দিতে হইবে না।

(iii) যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন একটী দলিল বা সেই বিষয় সংক্রান্ত (relating to the same transaction) (২) একাধিক দলিল দাখিল করা হয় বা ৩১ ধারা মতে বাটীতে দাখিল করিবার আবশ্যক হয় তাহা হইলে পক্ষগণ যদ্যপি একই সময় রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন তাহা হইলে লোক যতই থাকুন J কি K ফি একটী মাত্র হইবে। (৩)

(১) এখানে নকল শব্দে duplicate বুঝিবে। H, I, J, K ফি নকলে দিতে হইবে বলায় মনে হইত যেন G ফি দিতে হয়, কিন্তু তাহা নহে। আমি জলপাইগুড়ি অবস্থান কালে এ সংম্বন্ধে মাননীয় ইন্‌স্পেক্টর জেনারল সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং তিনি আমার সহিত একমত হইয়াছিলেন। সুখের বিষয় যে নূতন রূপে G ফি দিতে হইবে না তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে।

(২) কোবালার সহিত indemnity bond ইত্যাদি দাখিল হইলে, তাহা relating to the same transaction বুঝাইবে।

(৩) এ ভাবের বেশী দলিল দাখিল হইলে রেজিষ্ট্রী জন্য বারবরদারী ১টী মাত্র হইবে। যদ্যপি এক জনের অনেক দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কমিশন ফি ভিন্ন ভিন্ন হইলে বারবরদারী খরচা একবারের মাত্র দিতে হইবে।

(L) মোক্তারনামা সম্পাদন প্রমাণীকৃত বা তজদিক করণের ফি এইরূপ (১)

অর্থাৎ—

খাসমোক্তারনামা হইলে	...	...	২৲
আমমোক্তারনামা হইলে	...	...	৪৲

(M) ৬৪, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭ ধারা মতে দলিলের নকল (copy) মর্ম্মাত্মক পত্র (memorandum) অন্য আফিসে যাইতে হইলে A, B, বা E দাবী মতে যত ফি দেওয়া গিয়াছে, তত্তুল্য অতিরিক্ত ফি দিতে হইবে, কিন্তু নকলের ফি ২০৲ টাকার অধিক হইবে না এবং মর্ম্মাত্মক পত্রের ফি ২৲ টাকার অধিক দিতে হইবে না। (ক)

(N) যে দলিল এত দীর্ঘ যে রেজিষ্টারি বাহির দুই পৃষ্ঠায় ধরে না, তাহার জন্য প্রথম দুই পৃষ্ঠার অতিরিক্ত প্রত্যেক পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার অংশ প্রতি এই টেবিলের (A) (B) (C) (D) ও (E) দফামতে দেয় ফি ভিন্ন আট আনা অতিরিক্ত নকলের ফি দিতে হইবে। দলিলে যত শব্দ থাকে, তাহা গণিয়া তিন শত শব্দে এক পৃষ্ঠা ধরিয়া ফি হিসাব করা যাইবে, কিম্বা পক্ষেরা যদি তদ্রূপ হিসাব না করিয়া দেন, তাহা হইলে যত পৃষ্ঠার জন্য এই প্রকারে চার্জ্জ হওয়া সম্ভব রেজিষ্টারি কর্ম্মচারী অনুমান করিয়া তাহার সংখ্যা নিরূপন করিবেন। কিন্তু প্রত্যেক স্থলে দলিল উপস্থিত করিবার

---

(১) প্রত্যেক মোক্তার নামায় স্বাক্ষরকারী যতগুলি হউক যদ্যপি সকলে একসঙ্গে রেজেষ্টারী আফিসে উপস্থিত হন তাহা হইলে উহার তজদিক করণের জন্য একটী মাত্র ফি লাগিবে। নতুবা প্রত্যেক ক্ষেপে বা দফায় ফি লাগিবে। অর্থাৎ যদি কোন মোক্তার নামায় ১০ জন স্বাক্ষরকারী থাকেন এবং সকলে একসঙ্গে উপস্থিত হন তাহা হইলে একবার মাত্র ফি লাগিবে। কিন্তু যদি একদিন কতকগুলি আর একদিন আর কতকগুলি এবং বাকি সকলে অন্য আর দিন আসেন তাহা হইলে প্রত্যেক দিন ঐ ফি দিতে হইবে। অর্থাৎ তিন বার ফি লাগিবে।

মোক্তার নামায় যতগুলি নকল (duplicate or triplicate) তজদিগের জন্য দাখিল হইবে ততগুলিতে পৃথক পৃথক ফি লাগিবে এবং উহার প্রত্যেক খানি স্বতন্ত্র মোক্তার নামা বলিয়া গণ্য হইবে।

(ক) এই নকল (copy) ফি কে m a এবং মর্ম্মাত্মক পত্র (Memoranda) M (b) ফি বলে।

সময়ে ঐ ফি দিতে হইবে এবং গণিবার ভুল বশতঃ ফি যত কম হয়, তাহা না দিলে দলিল ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। (১)

উদাহরণ।— রেজিষ্টারি করণার্থ উপস্থিত করা হস্তান্তর করণ-পত্রে ১৩৫০টী শব্দ আছে। পক্ষগণ যদি উক্তসংখ্যক শব্দ আছে বলিয়া সার্টিফিকেট দেন, তাহা হইলে রেজিষ্টারিকর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ তিন পৃষ্ঠার ফি চার্জ্জ করিবেন (১৩৫০—৬০০= ৭৫০) অর্থাৎ ১॥৹ আনা। যদি শব্দের সংখ্যা জানা না যায় তাহা হইলে রেজিষ্টারি কর্ম্মচারী হয়ত অতিরিক্ত দুই পৃষ্ঠার জন্য অর্থাৎ ১ আনা মাত্র চার্জ্জ করিবেন ও দলিল ফিরাইয়া দিবার পূর্ব্বে কমতি আট আনা লইতে হইবে। (২)

(J) রেজিষ্টারিকরণ সমাপ্ত হইবার পর এক মাসের অধিক কাল কোন দলিল দাওয়া না করা গেলে, রেজিষ্টারিকরণ সমাপ্ত হইবার প্রথম মাসের পর প্রতি মাসের বা মাসের কোন অংশের নিমিত্ত চারি আনা ফি লওয়া যাইবে। এই ফি ১০৲ টাকার অধিক হইবে না।

(K) রেজিষ্টারি করিতে অস্বীকার করিবার পর এক মাসের অধিক কাল দলিল দাওয়া করা না গেলে, রেজিষ্টারি করিতে অস্বীকার করিবার প্রথম মাসের পর প্রতি মাসের বা মাসের কোন অংশের নিমিত্ত আট আনা ফি লওয়া যাইবে। কিন্তু ঐ ফি কোন স্থলেই ১০৲ টাকার অধিক হইবে না।

(১) এই ফি যদি বেশী লওয়া হয় তাহা হইলে তাহা ফেরৎ পাইবেন। দলিলের শেষ এণ্ডর্সমেণ্ট অর্থাৎ যেখানে (Registered "in Book &c") ইত্যাদি লেখা থাকে, সেখানে সেই দলিলখানি কোন বহির কত পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত নকল হইয়াছে তাহা লেখা থাকে। যদি দলিলে "এন" ফি না লওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা দুই পৃষ্ঠায় নকল হইবে। দুই পৃষ্ঠার অধিক প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ৷৹ আনা লাগে। পৃষ্ঠাঙ্ক দেখিয়া "এন ফি" কত লাগিয়াছে, তাহা জানা যায়।

(২) এস্থলে একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কথা গণনা দ্বারাই যে ফি (N. fee) ঠিক করা যায় তাহা নহে। যদ্যপি দলিল ফাঁক দিয়া লেখা হয় এবং পাঠের সুবিধার জন্য যদ্যাপি সেইরূপ ফাঁক দিয়া দলিল নকল করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই ফি বেশী লাগিয়া যায়।

মন্তব্য।—কোন স্থলে O বা P ফি লইলে অন্যায় করা হইবে বা কষ্ট দেওয়া হইবে বোধ করিলে জেলার রেজিষ্ট্রার সাহেব সেই ফি ক্ষমা করিতে পারিবেন।

বর্জ্জিত বিধান অর্থাৎ ফি যে স্থানে লইতে হইবে না।

(১) গভর্ণমেণ্ট কোন দলিল সম্পাদন করিলে বা কেহ গভর্ণমেণ্টের হইয়া বা অনুকূলে কোন দলিল সম্পাদন করিলে (ষ্ট্যাম্প আইন ৩ ধারা মতে যেখানে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়) তাহা

(২) গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে জামিননামা দাতা বা তাহাদের কোন জামিনদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত কোন জামিননামা।

(৩) কোন নন্-গেজেটেড কর্ম্মচারী বা সামান্য বেতনভোগী লোকে তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন জন্য যে জামিননামা সম্পাদিত করে তাহা বা তাহাদের জামিনদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত কোন দলিল।

(৪) গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য অগ্রিম টাকা লইয়া রাজকর্ম্মচারীরা গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে যে বন্ধকনামা সম্পাদন করিয়া দেন তাহা।

(৫) উপরোক্ত (৪) দফায় লিখিত গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য বন্ধক নামার দেনা শোধ হইলে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজকর্ম্মচারীর অনুকূলে ঐ বন্ধকি সম্পত্তির পুনঃ সমর্পণ পত্র।

(৬) Agriculturists Loans Act 1844 মতে কৃষকরা যে তাকাবি টাকা লইয়া থাকে তাহা প্রতিদানার্থে গ্রহীতা বা তাহার জামিনদার কর্ত্তৃক জামিন স্বরূপ যে দলিল সম্পাদিত হয় তাহা।

(৭) রাজকর্ম্মচারীকর্ত্তৃক প্রকৃত সরকারী কার্য্যের জন্য কোন ম্যাপ, দলিল বা অন্য কোন লিখনের নকল। (১)

(১) Co-operative credit society কর্ত্তৃক সম্পাদিত কোন তমসুক রেজিষ্ট্রী হইলে তাহা বিনা ফি তে রেজিষ্ট্রী হইবে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের Notification No. 376 dated 24th April 1920 মতে উক্ত সমিতির বরাবর সম্পাদিত দলিলে ফি লাগে না কিন্তু কমিশনের রাহাখরচ খরচা, ২৫ (১) ও ৩৪ (১) ধারার জরিমানা এবং ৩৬ ধারা অনুসারে সমন করিবার খরচা ও সাক্ষীর খরচা দিতে হয়।

(৮) কলিকাতা করপোরেশন বা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এবং উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী কলিকাতা এবং ২৪ পরগণা রেজিষ্ট্রারের আপিসে সংরক্ষিত এই দুই এলাকাভুক্ত সম্পত্তি সমুহের সূচী তল্লাস ও ১নং রেজেষ্টারী বহি দেখিতে বা তল্লাস করিতে পারিবেন। ইহার জন্য কোন তল্লাস ফি লাগিবে না।

(৯) মোটর গাড়ি বা বোট বা সাইকেল বা ঘোড়া কিনিবার জন্য অগ্রিম টাকা লইয়া রাজকর্ম্মচারীরা যে বন্ধকনামা সম্পাদন করিয়া দেন তাহা।

. যে সকল ফি দিতে হয় না তাহা নিম্নে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইল :—

(A) All fees payable by or on behalf of any Co-operative Society for the time being registered under the Act, and

(B) All fees payable in respect of any instrument executed by any officer or member of such a society and relating to the business thereof.

এতদ্ব্যতীত ফেরিঘাটের কবুলতি যাহা State Secretaryবরাবর সম্পাদিত হয় তাহাও দেখা যায় যে Bengal Govt Cro, No 5, T, M, of 1884 অনুসারে ষ্ট্যাম্প রসুম ও রেজিষ্টারি খরচা হইতে মুক্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য সম্বন্ধে আইন।

৬৮ ধারা। আইনানুসারে যদি দলিলে সাক্ষীদিগের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক হয়, তবে স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে ন্যূন কল্পে একজন সাক্ষী জীবিত থাকিলে এবং আদালতের এলাকা মধ্যে থাকিলে ও সাক্ষ্য দানে সক্ষম হইলে, সেই সাক্ষীকে ঐ পত্র সম্পাদন হইবার প্রমাণ দিবার জন্য আহ্বান না করা গেলে, তাহা সাক্ষ্যস্বরূপে ব্যবহার হইবে না।

৬৯ ধারা। স্বাক্ষরকারী কোন সাক্ষীর উদ্দেশ না পাওয়া গেলে, কিম্বা সংযুক্ত রাজ্যের মধ্যে দলিল সম্পাদিত হইল বলিয়া দেখা গেলে, স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ন্যূনকল্পে একজন সাক্ষীর স্বাক্ষর তাঁহার নিজ হস্তের লেখা ও যে ব্যক্তি ঐ পত্র সম্পাদন করেন, তাঁহার স্বাক্ষর ও তাঁহার নিজ হস্তের লেখা ইত্যাদি বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে।

৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি সাক্ষীদিগের স্বাক্ষরিত দলিল সম্পাদন করিলাম বলিয়া স্বীকার করিলে, সেই দলিলে সাক্ষীদিগের স্বাক্ষর করা আবশ্যক হইলেও, সেই স্বীকারবাক্য উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ হইবে।

কতকগুলি দলিলে ন্যূনকল্পে কতগুলি সাক্ষী থাকা আবশ্যক, তাহারও একটী বাধাবাঁধি নিয়ম আছে, আমরা "রেজিষ্ট্রী সম্বন্ধে উপদেশ" শীর্ষক অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আর এ স্থলে পুনর্ব্বার উল্লিখিত হইল না।

একত্রিংশ অধ্যায়।

রেজিষ্টারি সম্বন্ধে উপদেশ।*

(১)

রেজিষ্টারির আবশ্যকতা।

দলিল রেজিষ্ট্রীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে দেশের জাল জালিয়াতের প্রশমন জন্য প্রধানতঃ রেজিষ্ট্রী আইনের সৃষ্টি; কিন্তু কতকগুলি দলিলের রেজিষ্ট্রী করিতেই হইবে বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে (১৭ ধারা) এবং কতকগুলির রেজিষ্ট্রী না করিলেও চলে। (১৮ ধারা); সাধারণ প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াই এই ব্যবস্থা। বস্তুতঃ এই দুইটি রেজিষ্ট্রী আইনের প্রধান ধারা।

(২)

১৭ ধারার প্রবর্ত্তন।

১০০৲ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি অর্থাৎ মূল্যবান সম্পত্তির পাকা দলিল দস্তাবেজ থাকা আবশ্যক এবং সেই জন্য ইহার সৃষ্টি। এই ধারায় যে সকল দলিলের উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলির রেজিষ্ট্রী করিতেই হইবে। যদি না করা হয় তাহা হইলে ৪৯ ধারার বিধান মতে সেই সকল স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর জন্য কোন ফল হইবে না।* দলিল সম্পাদিত হইলেই কাজ হয় না, তাহার রেজিষ্ট্রী করা আবশ্যক। সেই আবশ্যকতা ১৭ ধারার দ্বারা ৪৯ ধারায় সংযোগে জ্ঞাপিত হইয়াছে; তবে এ ধারাতেও আবার কতকগুলি দলিলের রেজিষ্ট্রী না করিলেও চলে, কিন্তু সেগুলির দিকে লক্ষ্য না আছে সাধারণের না আছে অধিকাংশ সব-রেজিষ্ট্রারের।

---

* এই অধ্যায়ে কেবল রেজিষ্ট্রী আইনের অনুবাদ না দিয়া রেজিষ্ট্রেশন আইন, মেনুয়েল, রুল, সার্কুলার ও সাধারণ কার্য্যপ্রণালীর সার মর্ম্ম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে লিখিত হইল। সংক্ষেপে সাধারণের রেজিষ্ট্রেশন সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার, তাহা ইহাতে বিস্তৃতভাবে লেখা গিয়াছে। যাহার যে কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক, তাহা সেই সেই শিরোনাম "হেডিং" অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন।

* "It should lose all validity. Sir Arther Hobhouse's speech on the bill of 1877."

(৩)

১৮ ধারার আবশ্যকতা।

এই ধারার দলিলগুলি রেজিষ্ট্রী হইতে পারে (may be registered) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু হস্তান্তর আইনের জন্ত ইহার কতকগুলি রেজিষ্ট্রী অবশ্য করিতে হইবে। († shall be registered) যথা বিক্রয় কোবালা, বন্ধকনামা, কবুলতি ইত্যাদি।

১৭ ধারার সঙ্গে ৪৯ ধারার যেমন সংযোগ আছে, ১৮ ধারার সহিত তেমনি ৫০ ধারার সংযোজনা আছে। ৫০ ধারার বলে রেজিষ্ট্রী না করিলে দলিল অকর্ম্মণ্য হয় না সত্য, কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী দলিল রেজিষ্ট্রী হইলে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী বে-রেজিষ্ট্রী দলিলের উপর বলিয়া গণ্য হইবে অর্থাৎ বেরেজেষ্টারী দলিল কার্য্যকরি হইবে না কিন্তু রেজেষ্টারি পরবর্ত্তী হইলেও দলিল বলবৎ হইবে। (Registered documents shall take effect against evey unregistered document relating to the same property)

এই ধারার (f) উপধারা কিছু গোলমেলে। প্রধানতঃ ইহাতে অস্থাবর সম্পত্তির রেজিষ্ট্রীর কথা বলে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা নহে। নজির ইহা বিশিষ্ট ভাবে সমর্থন করে না। আর এমন কোন রেজিষ্ট্রী আইন দেখিলাম না যেখানে এই (f) সংক্রান্ত কোন কথা লিখিত হইয়াছে। আমাদের দৃষ্টি পথে একটী মাত্র নজির পতিত হইয়াছে। (I. L. R. 2 Bom 281) তাহাতে বলে "The effect of its provision is that *all* documents either *must* or *may* be registered" ইহাতে অনুমিত হয় যে এই "f" উপধারা স্থাবর ও অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তির রেজিষ্ট্রীর কথা ব'ল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অনেক সবরেজিষ্ট্রার আবার ইহার আবশ্যকতা ঠিক বুঝিতে পারেন না।

---

† আইনের shall অর্থে must বুঝিতে হইবে।

‡ ইহাতে বুঝিবেন না যে আইন কারক প্রকারান্তরে লোককে রেজিষ্ট্রী করিতে বাধ্য করিতেছেন যখন কোবালা প্রভৃতি দলিলের রেজিষ্ট্রীর আবশ্যকতা ছিল না, তখন এই ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল। এখন আবার কিছু পরিবর্ত্তন চলে। তমসুক বা হ্যাণ্ডনোট রেজিষ্ট্রী না করিলে এ ধারায় প্রকারান্তরে রেজিষ্ট্রী করিতে বলে না। প্রমান দ্বারা ঐ রকল দলিলের পাওনার ডিক্রী হয়। ডিক্রীর পর তাহার কার্য্য কারিতা সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রভেদ থাকে না।

(৪)

১৭ ও ১৮ এই উভয় ধারার দলিল।

পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতেন ১৮ ধারার লিখিত দলিলের সঙ্গে ১৭ ধারার দলিলের সংযোগে ১৮ ধারার বিধানই প্রবল থাকে, কিন্তু তাহা নহে। সেরূপ দলিলে উভয় ধারার বিধান প্রবল হইবে। কম্পোজিসন দলিল রেজিষ্ট্রী না করা চলে, কিন্তু তাহার সঙ্গে ১০০৲ টাকার স্থাবর সম্পত্তির দানের কথা থাকিলে সেরূপ দলিলের রেজিষ্ট্রী অবশ্য কর্ত্তব্য। * জজ West J ইহার পোষকতা করিয়াছেন (B 67) ১৮ ধারার উইলের রেজিষ্ট্রীর আবশ্যকতা নাই, কিন্তু অযোধ্যা অঞ্চলে কতকগুলি উইল (Oudh Act I of 1869) অযোধ্যা অঞ্চলের উইল ঘটিত আইনের ১৩ ধারার ১ এবং ২ উপধারার ও ২০ ধারার বলে রেজিষ্ট্রী অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন অযোধ্যাবাসী যদি বঙ্গদেশে সেরূপ দলিল সম্পাদন করেন তবে তাহার রেজিষ্ট্রী করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য।

(৫)

দলিল কাহাকে বলে ?

উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে নিয়মানুযায়ী লিখিত কোন নিদর্শন পত্রের নামই দলিল। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প অর্থে যে ষ্ট্যাম্পে দলিল পত্র লেখা হয় তাহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ ষ্ট্যাম্পকে nonjudicial ষ্ট্যাম্প কহে। কেহ কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্পে কোন দলিল লিখিলে তাহা অসিদ্ধ। ভুলরূপে লিখিত ঐরূপ দলিল রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল হইলে তাহা ইম্পাউণ্ড হইয়া থাকে। তবে ভেণ্ডারের কোন সার্টিফিকেটের দোষে দলিল অসিদ্ধ হয় না। অধিক কি কেহ ভুল ক্রমে ৩৲ টাকার ষ্ট্যাম্প কিনিয়া যদি দেখেন যে তাঁহার ৪৲ টাকার ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি যে কোন ভেণ্ডারের নিকট হইতে আর ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্প কিনিয়া তাহাতে দলিল লেখাপড়া করিলে তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ এবং রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক তাহা রেজিষ্ট্রী করিতে অস্বীকার করিতে পারেন না।

* Read Sir Arther Hobhouse's Speech on the bill of 14th February 1877.

(৬)

ভিন্ন ভেণ্ডারের স্বাক্ষরিত ষ্ট্যাম্প অসিদ্ধ নয় কেন ?

রেজিষ্ট্রী কার্য্যের জন্য কেবলমাত্র ষ্ট্যাম্প পুরা মূল্যের আছে কি-না দেখিতে হইবে। ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডার ঠিক সার্টিফিকেট দিয়াছে কি না তাহা দেখিবার অধিকার সব রেজিষ্ট্রারের নাই। অনর্থক ও বে-আইনি খুঁটী নাটী করিয়া পক্ষকে কষ্ট দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায়।

ভেণ্ডারের সার্টিফিকেটের দোষের জন্য ভেণ্ডার দায়ী। সবরেজিষ্ট্রার ইচ্ছা করিলে তাহার যে ত্রুটি হইয়াছে তাহা কালেক্টর সাহেবের গোচরে আনিতে পারেন, কিন্তু তাহার দোষের জন্য রেজিষ্ট্রী বন্ধ থাকিতে পারে না। এ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিত হইল "ষ্ট্যাম্পে ষ্ট্যাম্প যোগ করিয়া মূল্য পুরণ করা" অধ্যায়ে। পাঠক সেটীও পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারিবেন।

(৭)

অপরের নামে কেনা ষ্ট্যাপ ব্যবহার করা চলে কিনা ?

অনেকের ধারণা যে যাঁহার নামে ষ্ট্যাম্প কেনা হইয়াছে তিনিই মাত্র তাহা ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু তাহা নহে। যে কেহ তাহা ব্যবহার করিতে পারেন এবং সেরূপ ষ্ট্যাম্পে দলিল লেখাপড়া হইলে তাহার রেজিষ্ট্রী কার্য্য বন্ধ থাকিতে পারে না।

ষ্ট্যাম্প আইনের ৬৯ ধারায় লিখিত আছে যে, ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডার ভিন্ন অপরে ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হইবে। এবং বোর্ডের ম্যানুয়েলে Select Committeeর রিপোর্ট নং ২৭২—৭৩ যা ১ ইং ১৮৭৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রচারিত হয় তাহাতে লিখিত হইয়াছে স্বীয় ব্যবহার জন্য ষ্টাম্প ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিলে ৬৯ ধারার অপরাধে দণ্ডনীয় হইবে। দণ্ড হইবে ষ্টাম্প বিক্রেতার কিন্তু রেজিষ্ট্রী প্রার্থীর রেজিষ্ট্রী না হইবে কেন ? যদি কেহ কাহাকেও একটী নিজের প্রয়োজনে ক্রীত ষ্টাম্প দান করে তাহার ত কোন অপরাধ হইতে পারে না; অতএব ইহার জন্য দলিল রেজিষ্ট্রী হইবে না বলিয়া অনেক সবরেজিষ্ট্রার তাহা ফেরৎ দিয়া পক্ষদের অযথা কষ্ট দেন। তাঁহারা নিজে আইন বুঝেন না

বলিয়া লজ্জিত না হইয়া বরং আত্মম্ভরিতার বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। তবে এরূপ বিক্রিত ষ্ট্যাম্পে দলিল লেখাপড়া হইয়াছে এমন প্রমাণ পাইলে দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার পর তিনি তদ্বিষয় কালেক্টর সাহেবকে জানাইতে পারেন।

কলিকাতা অঞ্চলে এটর্নীরা নিজ নামে ষ্ট্যাম্প খরিদ করিয়া মক্কেলের দলি লিখিয়া থাকেন, আমি কলিকাতা অবস্থান কালে তেমন অনেক দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছি। সুতরাং ইহাতে কোন দোষ নাই।

এত গেল আমার কথা। আমার কথ টা কি সকলের কানে ভাল লাগিবে? বিশেষতঃ যাঁহারা সব জান্তা। তাই কিছু প্রমাণ প্রয়োগও দিতেছি। বোম্বাই প্রদেশের কথা একটু শুনুন :—

In 1884 the question was referred to the Remembrancer of Legal Affairs of Bombay and he has given his opinion that the writing of the name of the purchaser and other particulars on the back of Stamps is required in the case of impressed Stamps by the rules for the sale of Stamps. There is no provision of the Act or of any rule made under them that a stamp so endorsed may only be used by or on behalf of the person whose name is so endorsed. The purpose of the rules requiring the endorsement seems to be merely the provision of means of ascertaining when where and by whom a stamp has been purchased, but there is nothing to prevent an impressed stamp purchased by one, being used by some other person. Impressed stamps under the General stamp Act can legally be purchased other than those whose names they bear as purchasers (Bombay Government Resolution. Revenue Department No 7199 dated 9th September 1884.) In accordance with this ruling the registering officers in Bombay Presidency accept documents for registration though the stamps on which they are written bear the names o.

persons other than the claimants or executants. Section 69 Clause (b) of Stamp Act absolutely prohibits the sale of Stamps by unlicensed persons but it does not prohibit a bonafide gift of a Stamp by one who does not repuire it any longer, to another.

এত গেল বোম্বাইয়ের কথা। এখন Eastern Bengal and Assam হইতে ১৯০৮ সালের ৮ই মে তারিখে যে ১নং সার্কুলার তথাকার ইনস্পেক্টর জেনারেল অভ রেজিষ্ট্রেশন সাহেব প্রচারিত করেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল, পাঠ করুন তাহা হইলে আর বোধ হয় ধোঁকা থাকিবে না।

A question having arisen as to whether a person other than the person whose name has been endorsed on the back of a document by the stamp vendor who sold it, is entitled to use such document. The matter was referred to the Legal Remembrancer. That officer has given it as his opinion that the fact that the name of the presentant or executant of a document does not appear in the stamp vendor's certificate, does not justify the presumption that the stamp was unlawfully obtained or that the document, therefore, is not duly stamped. It accordingly follows that the provisions of section 35 of the Stamp Act do not debar registering officers from accepting such documents for registration.

(৮)

লিখিত দলিল আদালতে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার বিষয়।

দলিল আইনমত ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত না হইলে, আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। যে দলিল আইনমত রেজিষ্টারি হওয়া আবশ্যক, তাহা রেজিষ্টারি না হইলে আদালতে অগ্রাহ্য হয়। যে সমস্ত দলিলে আইনানুসারে সাক্ষীর প্রয়োজন, তাহাতে সাক্ষীর নাম লিখিত না থাকিলে, তাহাও আদালতে

গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব দেখা যায় যে অনেকগুলি আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান ভিন্ন দলিল পাকা বা সিদ্ধ হয় না।

(৯)

কোন্ দলিলে কয়জন সাক্ষীর প্রয়োজন।

যে দলিলে যতগুলি সাক্ষী থাকা আবশ্যক তাহা না থাকিলে তাহা অসিদ্ধ হইয়া থাকে ; সেই জন্য কোন দলিলে ন্যূন কল্পে কয়জন সাক্ষী থাকা আবশ্যক তাহা লিখিত হইল। ইহা দলিল গ্রহীতার পক্ষে আবশ্যক, কিন্তু তাই বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সাক্ষী না থাকিলে সে দলিলের রেজিষ্ট্রী কার্য্যে কোন বাধা জন্মিতে পারে না।

১।	কোবালায়	...	দুইজন সাক্ষীর	প্রয়োজন।
২।	বন্ধকনামায়	...	ঐ	ঐ
৩।	দান পত্রে	...	ঐ	ঐ
৪।	উইলে	...	ঐ	ঐ
৫।	তমস্সুকে	...	একজন।	

(১০)

রেজিষ্ট্রীর আবশ্যকতা।

রেজিষ্ট্রী একটী সাক্ষী মাত্র, তাহাকে রাজসাক্ষী বলা যায়। চীন দেশীয় পরিব্রাজক বেরিনিয়ার বহুশতাব্দি পূর্ব্বে ভারতে দলিলাদির অসদ্ভাব দৃষ্টে বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আর সে বিস্ময়ের কারণ নাই।

সাক্ষী ছাড়া রেজিষ্ট্রীর উদ্দেশ্য, বিজ্ঞাপন। কাহার কি হস্তান্তর হইল তাহা সাধারণকে জানাইয়া দেওয়াও রেজিষ্ট্রীর অন্যতম উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আজ বহুতর রেজেষ্ট্রী কার্য্যকারকের অভ্যুদয় হইয়াছে। হইয়া ভালই হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্র যে কার্য্য ভাল হইতেছে তাহা মনে হয় না। পূর্ব্বে যে ধারণা ছিল, জেলার কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া আর সে ধারণা নাই। কেন নাই তাহা পরে বলিতেছি।

(১১)

ভ্রান্ত রেজেষ্ট্রী।

দলিলে লালকালি চড়াইতে পারিলেই রেজিষ্ট্রী হইল, ইহাই সাধারণের ও লাল কালির হাকিমদিগের ধারণা। তাঁহাদিগের অনেক ভ্রম প্রমাদ রেজেষ্ট্রি আইনের ৮৭ ধারায় মার্জ্জনীয়, কিন্তু মার্জ্জনাপ্রার্থী হওয়া লজ্জাজনক। অনেকে কোন্ দলিল রেজেষ্ট্রী আইনের কোন্ ধারা মতে রেজেষ্ট্রী হইল তাহা বলিতে পারেন না। এমনটী কেন হয়? হইবার প্রধান কারণ তাঁহারা আইন পাঠ করেন না, বা পাঠ করিলেও পড়িবার মত পড়েন না। Indemnity Bond বা Agreement to sale কোন ধারার কোন বিধান মতে রেজিষ্ট্রী করিতে হয় আজ কাল দেখিতেছি তাহা অনেকে বলিতে পারেন না। কোন প্রবীন সবরেজিষ্ট্রার বলিয়াছেন "পুত্রের হস্তান্তর ৪নং বহিতে রেজিষ্ট্রী হয়, কেননা পুত্র অস্থাবর সম্পত্তি। আর অস্থাবর সম্পত্তি কেন না a child can walk এরূপ দুর্নাম আর রেজিষ্ট্রী বিভাগে না থাকে ইহাই আমার ভিক্ষা। "আমার বক্তব্য" শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(১২)

কে দলিল লেখাপড়া করিতে পারে।

১। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই দলিল লেখাপড়া করিবার ও তাহা করিয়া দিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

২। নাবালক (১) পাগল ও বুঝিবার ক্ষমতাবিহীন ব্যক্তির লেখা পড়া করিবার বা তাহা রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবার ক্ষমতা নাই।

---

(১) কোন লোক প্রকৃত নাবালক কিনা তাহা সবরেজিষ্ট্রারের নিকট কোষ্ঠি বা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করিয়া প্রমাণ করিবার কোন আবশ্যক নাই। কারণ ঐ প্রমাণ গ্রহণ করিয়া রেজিষ্ট্রী করিবার তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই। তাঁহার চক্ষে উপস্থিত ব্যক্তি যদ্যপি নাবালক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তিনি দলিল রেজিষ্ট্রী করিবেন অন্যথা করিবেন না। এই ক্ষমতার অপব্যবহার জন্য কোন স্পেশাল সবরেজিষ্ট্রারের জেল যাইবার অন্যতম কারণ হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রায়ে আমার কোন পুস্তকের মত সঙ্গত (Notes on the Registration Act.) বলে উদ্ধৃত করিয়া দেন।

৩। কালা, বোবা বা অন্ধের পক্ষে উইল (বা অপরাপর দলিলাদি) সম্পাদনের দোষ নাই, যদ্যপি তাহারা তদ্দারা কি করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারে।

৪। যে-সকল পাগল মধ্যে মধ্যে ভাল হয়, তাহারা সেই ভাল অবস্থায় দলিল লেখা পড়া করিতে পারে।

৫। পানদোষ বা পীড়া কর্তৃক লোকের যদি এমন মানসিক বিকৃতি জন্মে যে সে কি করিতেছে তাহা নিজে বুঝিতে পারে না, তাহা হইলে সেই উইলাদি সম্পাদনে অনুপযুক্ত।

৬। সাবালক ভিন্ন অপরের উইল সম্পাদনের ক্ষমতা নাই। (১) অন্য দলিলাদি ত নয়ই।

(১৩)

দলিল রেজিষ্ট্রীর বিষয়।

দলিল রেজিষ্ট্রী কিরূপে হয় তাহা অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু সবরেজিষ্ট্রার লাল কালিতে পূর্ব্ব লিপি (endorsement) লিখিয়া দিলেই যে তাহা পাকা হইল, তাহা নহে। পক্ষকেও আপনার দলিল ঠিক আইন সঙ্গত ভাবে রেজিষ্ট্রী হইল কিনা তাহা জানা কর্ত্তব্য, নতুবা বিপদের সম্ভাবনা। সবরেজিষ্ট্রারদিগের রেজিষ্ট্রী কার্য্যে কোন ত্রুটী হইলে তাহা সিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা ৮৭ ধারায় হইয়াছে, কিন্তু মনে রাখিবেন যে তাহা "In good faith persuant to the Act" হওয়া আবশ্যক। Good faith থাকিলেও সকল স্থলে চলিবে না pursuant to the Act হওয়া আবশ্যক। আমরা সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

(১৪)

৮৭ ধারায় কোন্ ত্রুটী সংশোধনীয়।

Defects curable under Section 87

১। ৬০ ধারার সার্টিফিকেট ভুল করিয়া না দেওয়া। (6 C 25—5 C. L. R. 194)

(১) প্রোবেট আইন দেখুন।

২। সম্পত্তির বিবরণ দলিলের ভিতর না লিখিয়া ফুটনোটে লেখা। (17 B. 94)

৩। ত্রুটী বিশিষ্ট মোক্তারনামার বলে রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হওয়া। (4. A. 384)

৪। তিনজন representative মধ্যে একজন কর্ত্তৃক দানপত্র রেজিষ্ট্রী করণ। (23 M. 580)

৫। ঠিক ৩২ ও ৩৫ ধারা মতে ক্ষমতাবান নন, এমন লোক কর্ত্তৃক দলিল দাখিল হওয়া। (11 A. 319 F. B.)

৬। সবরেজিষ্ট্রার ঠিক আইনের নির্দ্দেশ মত কার্য্য সম্পাদনে ত্রুটি করিয়া রেজিষ্ট্রী করিলে। (15 B. L. R. (P. C.) 228; 21 A 210; 5 N. W. P. 91; 1 A. 465 (P. C.).

৭। নাবালককে সাবালক ভাবিয়া রেজিষ্ট্রী করা। (21 C. 881)

৮। ৫৮ ধারা cl. c মতে সম্পাদনকারী রেজিষ্ট্রীর অন্তে endorsementএ সহি করিতে ভুলিলে। (4 A 40)

৯। রেজিষ্ট্রী আফিসের মোহর (Seal) দিতে ভুল হইলে। (6. C. W. N. 528)

১০। রেজিষ্ট্রী আফিসে না হইয়া অন্যত্র দলিল গ্রহণ করিয়া রেজিষ্ট্রী করা। (7. N. W. P. 119) *

---

* যে স্থলে সিদ্ধ হইয়াছিল তাহা এইরূপ "A Sub registrar was held to be wrong in having received a document presented not at a public office but in a place where he was engaged as a revenue officer, but such wrong procedure was held to be cured as no other person had been appointed in his stead and as he had acted in good faith,

অতএব ভাবিয়া দেখুন আফিসে না গিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া রেজিষ্ট্রী করিলে কি ক্ষতি হয়। পক্ষ আপত্তি তুলিলে সে রেজিষ্ট্রী সিদ্ধ হইবে না। সবরেজিষ্ট্রার বাবুরা আপনাদের দায়িত্বের কথা মনে রাখিবেন।

১১। ২৮ ধারায় নিষিদ্ধ অপর এলাকার সম্পত্তি ভুলক্রমে রেজিষ্ট্রী করা। পক্ষের কর্ত্তব্য ইহা প্রদর্শন করা; সেইজন্য সে রেজিষ্ট্রী টিকিয়া যায়। (4 A. 14, 6 C. 29 7 C. L. R. 229.) †

১২। রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের ভ্রম প্রমাদ যেমন ৮৭ ধারায় সিদ্ধ তেমনি তাহা পক্ষগণের ভ্রম বশতঃ কোন কার্য্য সম্পাদিত হইলেও (curable) সিদ্ধ হইতে পারিবে। (13 C. W. N. 722, 23 A, 69, 93 M. 580.)

(১৫)

৮৭ ধারার অসংশোধনীয় ক্রটি।

নিম্নলিখিত ক্রটিগুলি হইলে সে দলিলের রেজিষ্ট্রী অসিদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া গণ্য হয়, অতএব রেজিষ্ট্রীকারকগণ তদ্বিষয় লক্ষ্য রাখিবেন।

১। দলিলে সম্পত্তির পরিচয় অসম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ এমন ভাবে থাকিলে যাহাতে সেটী কোন সম্পত্তি তাহা নিদর্শন করা না যায়। (18C. 556.)

২। যে দলিল যে বহিতে রেজিষ্ট্রী হওয়া উচিত তাহা না হইলে। (18. M. 364)

৩। দলিল সম্পাদনকারী উপস্থিত না হওয়া সত্বে দলিল রেজিষ্ট্রী হইলে। (5 N. W. P. 91)

৪। সম্পাদনকারীর মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পাদিত মোক্তারনামার বলে দলিল রেজিষ্ট্রী হইলে। (23. A 233; 11 M. L. J 58)

৫। ৭৫ ধারার বলে রেজিষ্ট্রী হইবার আদেশের ৩০ দিন পরে দলিল রেজিষ্ট্রী হইলে। (5 C. L. J. 188)

৬। অন্য এলাকাভুক্ত সম্পত্তি অন্য এলাকায় রেজিষ্ট্রী হইলে। (18 C,556)*

৭। রেজিষ্ট্রী আইনে যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অতীত হওয়ার পর রেজিষ্ট্রী হইলে। (10 B. H. C 69)

---

† এই নজিরের পোষকতায় এইবারের Rule 75 প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পাঠ করিলে এরূপ ভ্রম প্রমাদের বিধি ব্যবস্থা কি তাহা বুঝিতে পারিবেন।

* ভ্রম বশতঃ হইলে তাহার প্রতিকার জন্য তৎক্ষণাৎ রেজিষ্ট্রারের গোচর করা কর্ত্তব্য। (Rule 75)

(১৬)

দলিল রেজিষ্ট্রী হইবার সময়।

বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত রাজকীয় আফিস আদালতের কাজ কর্ম্মের সময়। কিন্তু রেজিষ্ট্রী কার্য্য সদর আফিসে ২টা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং মফস্বল আফিসে ৩টা পর্য্যন্ত। সদরের জয়েণ্ট আফিসেও ৩টা পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রী হইয়া থাকে।

সময় মধ্যে রেজিষ্ট্রী আফিসে দলিল উপস্থিত করিলেই যে তাহা রেজিষ্ট্রী হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। সবরেজিষ্ট্রার একখানি দলিলের রেজিষ্ট্রী, শেষ করিয়া তবে আর একখানি দলিল গ্রহণ করিয়া থাকেন, এই ভাবে রেজিষ্ট্রী করিতে সময় মধ্যে যতগুলি দলিলের রেজিষ্ট্রী হইয়া উঠে, তাহাই তিনি করিবেন ; বাকি দলিল গুলি ফেরত হয়। তৎপর দিন সেই সমস্ত ফেরত দলিলের রেজিষ্ট্রী সর্ব্বাগ্রে হইয়া থাকে। (See rule 118)

(১৭)

কে দলিল দাখিল করিতে পারে ?

রেজিষ্ট্রী আইনের ৩২ ধারা মতে কেবলমাত্র দাতা ও গ্রহীতার দলিল দাখিল করিবার ক্ষমতা আছে।

আদালতের হুকুম বা শেল সার্টিফিকেট ইত্যাদি রেজিষ্ট্রীর জন্য গ্রহীতাকে দাখিল করিতে হয়। (১)

সকল দলিলই দলিলদাতা বা গ্রহীতাকে রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিতে হয়। অপর কাহারও দলিল দাখিলের ক্ষমতা নাই (২)। যে সকল দলিল সম্পাদনকারীর বাটীতে দাখিল করা হয়, তাহার জন্য একটী দরখাস্ত করিতে

---

(১) রেজিষ্টারি আইন ২৯ (১) ধারা দেখুন।

(২) স্ত্রী বা পুত্রের যদ্যপি দলিল হয়, তাহা হইলে স্বামী বা পিতারও সে দলিল দাখিল করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু যদি তাঁহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক হন, তবে অভিভাবক স্বরূপে তাহা দাখিল করিতে পারেন। তবে রেজিষ্টারি আফিসে দলিলদাতা উপস্থিত আছেন, কিন্তু অন্য লোক দলিল হাতে করিয়া রেজেষ্টারি কার্য্যকারককে দিয়াছে বলিয়া তাহার রেজিষ্টারি নামঞ্জুর করা অবিধি।

হয়। সেইরূপ দলিল বা উইল কমিশন দ্বারা রেজিষ্ট্রী হয় এবং তাহার জন্য ২০৲ ফি দিতে হয়। (১)

৩১ ধারায় মোক্তারনামা দাখিল হওয়া অবিধি। মোক্তারনামা যে কোন লোক কমিশন জন্য রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিতে পারেন।

দাতার মৃত্যু হইলে তাহার প্রতিনিধি দলিল দাখিল করিতে পারেন। মোক্তারনামার বলেও দলিল দাখিল হয়, কিন্তু উইল মোক্তার দ্বারা দাখিল হয় না (২)। উইলকারীর মৃত্যুর পর যে উইল রেজিষ্ট্রী হয় তাহাও মোক্তার দ্বারা দাখিল হয় না। (৩) কেবল শীলমোহর করা (Sealed cover) উইল মোক্তার দ্বারা রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল হয়। (৪)

রেজিষ্ট্রী ঘটিত আপীল আদালতেও উইল দাখিল সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা। (৫)

(১৮)

কাহার নিকট দাখিল করিতে হয় ও কে দলিল ফেরৎ দেন।

সব রেজিষ্ট্রার বরাবর দলিল দাখিল করিতে হয়। আমলা বা অপর কাহারও নিকট দলিল দাখিল করা আইনবিরুদ্ধ। সেই সকল দলিলের রেজিষ্ট্রী কার্য্য সমাপ্ত হইলে সব রেজিষ্ট্রার তাহা স্বয়ং ফেরৎ দিয়া থাকেন।

এই নিয়মের তাৎপর্য্য এই যে আমলারা যেন এই সকল কার্য্য করিয়া কোন প্রকার অবৈধ অর্থ সংগ্রহ না করেন। সব রেজিষ্ট্রারের পার্শ্বে বসিয়া কোন আমলা তাঁহার আদেশ মত তাঁহার সম্মুখে দলিল ফেরত দিলে কোন দোষ হয় না।

---

(১) রেজিষ্টারি আইন ৩১ ধারা দেখুন।

(২) রেজিষ্টারি আইন ৪০ ধারা দেখুন

(৩) রেজিষ্টারি আইন ৪১ ধারা দেখুন

(৪) রেজিষ্টারি আইন ৪২ ধারা দেখুন।

(৫) I L R 18 Mad. 109

(১৯)

নাবালক দলিল দাখিল করিতে পারে কি না?

নাবালক দলিল সম্পাদন বা তাহার রেজিষ্ট্রী কার্য্য স্বীকার করিলে রেজিষ্ট্রী আইনের ৩৫ ধারা মতে তাহার রেজিষ্ট্রী নামঞ্জুর হয়, কিন্তু রেজিষ্ট্রী আইনে এমন বিধি ব্যবস্থা নাই যাহাতে নাবালকের দলিল দাখিলে বাধা জন্মে। কিন্তু মান্দ্রাজ হাইকোর্টের নজির অনুসারে তাহার সে ক্ষমতা নাই বলিয়াই সাব্যস্ত হইয়াছে। (১)

Presentation by a claimant who is a minor is neither contemplated nor sanctioned by clause (a) of of sec 32 of the Indian Registration Act. A minor is in the same category as an idot or a lunatic for purposes of presentation. Presentation must be made by the guardian of a minor who is his 'representative' I. G 's cir No 1 of 1917,

(২০)

দলিল পরীক্ষা করিবার কথা।

রেজিষ্টারী আফিসে দলিল দাখিল করিবার পূর্ব্বে দেখিবেন যে তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে কি না। অন্যথা সে দলিল রেজিষ্ট্রীর যোগ্য নহে। (Read rule 22)

(ক) যে রেজিষ্ট্রী আফিসে দলিল দাখিল হইতেছে তাহার অধীনে কোন স্থাবর সম্পত্তি আছে কি না। কিছু সম্পত্তি না থাকিলে সে আফিসে রেজিষ্ট্রী হইবে না। (Sections 28, 29 and 30) (২)

(১) Mr M, Ayanger. J, says- "When a document is executed in favour of a minor, his legal guardian is taken to represent him for the purpose of registering it, (See I, L, R, 18 Mad, III,)

(২) সেরূপ দলিল দাখিল হইলে রেজিষ্টারি কার্য্যকারক তাহাতে "Returned for presentation at the proper office" এইরূপ লিখিয়া দাখিলকারীকে ফেরৎ দিবেন। ২নং বহিতে উক্ত ফেরৎ সম্বন্ধে লিখিত হইবে না।

(খ) দলিলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে কি না (১) বা উহা ষ্ট্যাম্প শুল্ক দায় মুক্ত কি না।

(গ) কাটকূটের কৈফিয়ত দেওয়া হইয়াছে কি না (২)

(ঘ) দলিলে যে স্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার চৌহদ্দি ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে কি না এবং তাহা কোন্ থানার এলাকাধীন সম্পত্তি, তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে কি না। (৩) তমসুক প্রভৃতি দলিল অর্থাৎ যাহাতে স্থাবর সম্পত্তি নাই তাহা সকল আফিসেই রেজিষ্ট্রী হয়।

(ঙ) দলিলে তারিখ আছে কি না, এবং উহা যদি উইল না হয় তবে ৪ মাস মধ্যে দাখিল হইতেছে কি না। (৪)

---

(১) ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে সাধারণ উপদেশ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। দলিলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না থাকিলে সবরেজিষ্ট্রার তাহা ১৮৯৯ সালের ষ্ট্যাম্প আইনের ৩৩ ধারা অনুসারে আটক করিয়া কালেক্টার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। (Rule 28) এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ "দলিল ইম্পাউণ্ড হইবার কথায়" দেখুন। এরূপ আটক করা দলিলে রেজেষ্ট্রী ফী আদায় করা হইবে না।

(২) দলিল সম্পাদনকারী উপস্থিত থাকিলে তাঁহার দ্বারা কাটকুটের কৈফিয়ৎ বা সংক্ষেপ স্বাক্ষর করিয়া লইতে হইবে। (Rule 28) যদ্যপি মোক্তার বা প্রতিনিধি দ্বারা দলিল দাখিল হয় এবং কাটকুট যদ্যপি বিশেষ আবশ্যকীয় না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা কৈফিয়ৎ বা সংক্ষেপ স্বাক্ষর (initial) দেওয়াইয়া লইবেন। এতদ্ব্যতীত "দলিলে কাটকুট থাকার বিষয়" শীর্ষক অধ্যায় পাঠ করুন।

(৩) রেজিষ্টারি আইনের ২১ ধারা দেখুন। আজকাল পরগণা ইত্যাদি লিখিবার বিশেষ আবশ্যক নাই।

(৪) দলিল লেখাপড়ার তারিখ হইতে ৪ মাস মধ্যে রেজিষ্টারি জন্য দলিল দাখিল করিতে হয়। এই তারিখ ইংরাজি মাস ও বৎসর ধরিয়া গণনা করিতে হইবে। মনে করুন একখানি দলিল ইংরাজি ১৮৯৫ সালের ১লা জানুয়ারী লেখাপড়া হইয়াছে। তাহা হইলে ১লা মে ৪ মাস হইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে "দলিল তামাদির সময় নির্ণয়" উদাহরণে দেখুন।

দলিলের দাখিল করিবার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (অর্থাৎ ৪ মাস) তাহার শেষ দিন যদি রেজিষ্টারী আফিস বন্ধ থাকে, তাহা হইলে যে দিন আফিস পুনর্ব্বার খুলিবে সেই দিন ঐ মিয়াদের শেষ দিন বলিয়া গণ্য হইবে। (Sec, 26 of the Indian Registration Act) সময় গত হইলে রেজিষ্টারি আইনের ২৫ ধারা অনুসারে তাহা জরিমানা দিয়া দাখিল হইতে পারে। "সময় গতে রেজিষ্টারী করণ" শীর্ষক অধ্যায় পাঠ করুন।

(চ) ইহা এমন লোক দ্বারা দাখিল হইয়াছে কি না, যাঁহার দলিল দখিল করিবার ক্ষমতা আছে। (১)

(ছ) দলিলের উপরে অন্ততঃ চারি অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান ফাঁক রাখিয়া দলিল লেখা আরম্ভ হইয়াছে কি না। (২)

(জ) দলিলদাতা ও গ্রহীতার পিতার নাম, নিবাস, জাতি ও পেসা থাকা আবশ্যক, সেগুলি আছে কি না দেখিয়া লইবেন। ইনডেক্স প্রভৃতি কার্য্যে সেগুলি আবশ্যক হয় বলিয়া দলিলে ঐ সকলের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। রেজিষ্ট্রী আইনেও দাতা গ্রহীতার জাতি পেসা ইত্যাদি (addition) উল্লেখের নিয়ম আছে। (৩) ইংরাজ সম্বন্ধে পিতার নাম না দিলেও চলে। মোক্তার-নামায় দাতা ও মোক্তারগণের পিতার নাম, বাসস্থান, জাতি, পেসা দিতেই হইবে, তদন্যথায় তাহা তছদিক করা হইবে না। উইলে একজিকিউটারের পিতার নাম ও জাতি পেসা লিখিতে হয়।

(ঝ) চলিত ভাষায় দলিল লিখিত হইয়াছে কি না। যদি না হইয়া থাকে অবিকল অনুবাদ দাখিল হইয়াছে কি না। (Sec. 19)

(ঞ) দলিলে ম্যাপ বা প্ল্যান থাকিলে আবশ্যক মত অতিরিক্ত সংখ্যক ম্যাপ বা প্ল্যান দাখিল হইয়াছে কি না। (Sec. 21 (4))

(ট) যে সকল স্থানের বাটী বা অন্য সম্পত্তিতে নম্বর দেওয়া আছে সেই সকল নম্বর দলিলে লিখিত হইয়াছে কি না। (Sec 22 (1))

(১) কেবলমাত্র দাতা ও গ্রহীতার রেজিষ্টারী আফিসে দলিল দাখিল করিবার ক্ষমতা আছে। তদ্ব্যতীত দাতা ও গ্রহীতার খাস বা আমমোক্তারগণ দলিল দাখিল করিতে পারেন। নাবালকের পক্ষে পিতা মাতার দলিল দাখিলের ক্ষমতা আছে। দলিলদাতার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিনিধি বা এসাইনি দ্বারাও দলিল দাখিল হইতে পারে; কিন্তু অভিভাবক যদি নিজে দলিলে সহি করেন তাহা হইলে সবরেজিষ্ট্রার তাঁহার উক্ত দলিল সম্পাদনের ক্ষমতা আছে কি না তাহা না দেখিয়া রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবেন। No 5 of 1904 তাহা ১৯১৪ সালের ৫নং সার্কুলার)

(২) ঐ স্থানে ষ্ট্যাম্প সার্টিফিকেট লিখিতে হয় সুতরাং তথায় স্থান ফাঁক না রাখিলে সব্-রেজেষ্ট্রার সেই অছিলায় দলিল রেজিষ্টারির জন্য গ্রহণ না করিলেও করিতে পারেন।

(৩) রেজিষ্ট্রেশন আইন ২ (১) ধারা দেখুন।

(ঠ) দলিল প্রজাস্বত্ব আইনের অন্তর্গত হইলে তাহার ফি নিয়ম মত দেওয়া হইয়াছে কিনা। (১)

(২১)

কৈফিয়ৎ বা সংক্ষেপ স্বাক্ষরের (Initial) কথা।

আইনে কৈফিয়ৎ বলিয়া কোন কথা নাই, তবে তাহার প্রচলন আছে। ইংরাজি দলিলেরও memorandum লিখিয়া কোন্ পৃষ্ঠায় কি ভুল আছে তাহা দেখান হয়। সংক্ষেপে স্বাক্ষর (initial) অপেক্ষা কৈফিয়তের আমরা পক্ষপাতী, কেন না কৈফিয়ৎ থাকায় সুবিধা অনেক। মনে করুন একখানি দলিলের এক লাইনে লেখা আছে "আমি যদ্যপি ৩ বৎসর খাজনা না দিই তাহা হইলেও জোত হইতে উচ্ছেদ হইব হইব না।" এখন দলিলে দুইটী "হইব" লিখিত থাকায় একটী "হইব" কাটা আবশ্যক। দলিলদাতা শেষ হইবটি কাটিয়া দলিলের পার্শ্বে স্বাক্ষর করিলেন, কিন্তু দলিল দাখিল হইবার সময় কেহ যদ্যপি "না" শব্দটীও কাটিয়া দেন, তাহা আর ধরিবার উপায় নাই। কিন্তু কৈফিয়ৎ দিলে পরে সেরূপ হয় না। সংক্ষেপ স্বাক্ষর কাটা শব্দের উপর বা কাটার বা তাহার পার্শ্বস্থ স্থানে হইয়া থাকে। কৈফিয়ৎ এইরূপে লিখিত হয়। যথা:—

"এই দলিলের ১ম পৃষ্ঠার ১২ ছত্রে "কথা" শব্দের পর 'আমার' শব্দ কাটা আছে, ২য় পৃষ্ঠার ১৫ ছত্রে "আমার" শব্দের পর "তাহার" শব্দ পোঁছার উপর লেখা আছে, ৩য় পৃষ্ঠার ১ম ছত্রে "তাহাতে হইতে দিবার" শব্দ পর্য্যন্ত কাটা আছে।"

(২২).

অভিভাবক কাহাকে বলে ?

নাবালকের শরীর বা বিষয় রক্ষার জন্য যিনি আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন তিনিই অভিভাবক। পিতা মাতা নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবক। (guardian *ad litem*) নাবালকের অভিভাবক দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের বলে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু পাগলের অভিভাবক ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩৫ আইন বলে নিযুক্ত হন। (Act XXXV of 1858) নাবালকের পক্ষে বিক্রয় জন্য সকল স্থলে আদালতের আবশ্যক হয় না।

---

(১) ভূম্যধিকারীর ফির বিষয় দেখুন।

পিতৃ-মাতৃহীন নাবালকের পক্ষে কোন নিকট আত্মীয় আদালত কর্ত্তৃক অভিভাবক নিযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নাবালকের কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইলে, আদালতের অনুমতি ব্যতীত তাহা সাধারণতঃ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। পিতার অবর্ত্তমানে পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতার অবর্ত্তমানে মাতামহী বা প্রমাতামহী স্বাভাবিক অভিভাবক বলিয়া গণ্য; কিন্তু কে কাহার উপযুক্ত অভিভাবক তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা সবরেজিষ্ট্রারের অকর্ত্তব্য।

কোন অভিভাবক যদ্যপি নিজে সহি করেন, তাহা হইলে সবরেজিষ্ট্রার তাহার বিক্রয়ের ক্ষমতা আছে কি না, তাহা দেখিয়া অভিভাবক যেন বিক্রয় করিতেছেন, সেই ভাবে রেজিষ্ট্রি করিয়া দিবেন। কেন না প্রকৃত পক্ষে নাবালক ত দলিল সম্পাদন করিতেছেন না, করিতেছেন অভিভাবক; সুতরাং অভিভাবকের পক্ষে রেজিষ্ট্রী হইবে এবং যাঁহারা ক্রয় করিবেন তাঁহাদের দায়িত্বে তাঁহারা ক্রয় করিবেন। আদালতের অনুমতি লওয়া না লওয়া ক্রেতার ইচ্ছা, কিন্তু রেজিষ্ট্রী কার্য্য বন্ধ হইবে না। *

নাবালক শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পক্ষে গার্জ্জেন,
শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত।

এবম্বিধ সহি থাকিলে নিবারণ দত্ত সম্পাদনকারী বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু যদ্যপি সহি থাকে যথা—

নাবালক শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পক্ষে আদালত
কর্ত্তৃক নিযুক্ত গার্জ্জেন শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত।

তাহা হইলে সবরেজিষ্ট্রারকে গার্জ্জেন নিযুক্তির সার্টিফিকেট ও আদালত কর্ত্তৃক নাবালকের সম্পত্তি হস্তান্তর করণের আদেশ না দেখাইলে তিনি তাহা রেজিষ্ট্রী করিবেন না।

---

* 16 W. R, 180

(২৩)

পাগল বা বিকৃতমনার অভিভাবক।

নাবালকের অভিভাবক ও পাগলের অভিভাবকে একটু পার্থক্য আছে। নাবালকের অভিভাবক আইন সঙ্গত প্রয়োজন থাকিলে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন, কিন্তু পাগলের অভিভাবক তাহা পারেন না।

যিনি নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত হন, তিনিই তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, কিন্তু পাগলের অভিভাবক তাহার শরীর রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হন এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হয় ম্যানেজারের উপর। ১৮৫৮ সালের ৩৫ আইনের ১০ ধারা মতে উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং ১৩ ধারায় অভিভাবক নিযুক্তির বিষয় লিখিত হইয়াছে।

আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত পাগলের ম্যানেজার বলিয়া স্বাক্ষরিত কোন দলিল দাখিল হইলে সব্‌রেজিষ্ট্রার আদালতের আদেশ না দেখিলে তাহা রেজিষ্ট্রী করিবেন না। কিন্তু যগুপি আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত হওয়ার বিষয় দলিলে লিখিত না থাকে তাহা হইলে স্বাক্ষরকারীই সম্পাদনকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবেন এবং তাঁহার পক্ষেই রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ভবিষ্যতে কোন আপত্তি উঠিলে দলিল গ্রহীতা দায়ী হইবেন।

(২৪)

দলিল দাখিল লওয়া।

উপরোক্ত অধ্যায়ে যে সকল বিষয় লিখিত হইল তাহা ঠিক থাকিলে রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক দলিল খানি রেজিষ্ট্রীর জন্য গ্রহণ করেন (Rule 23) দলিল গ্রহণ করা হইবামাত্র তাহাতে আফিসের মোহর দেওয়া হয়, তাহার পর তাহাতে admissibility সার্টিফিকেট লেখা হয় :—

"Admissible under rule 21 (*also under Section——of The Bengal Tenancy Act*) duly stamped *(or exempt from stamp duty)* under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule 1No—"or under the Bengal Stamp (Amendment) Act. 1922 Schedule 1A No.—

তাহার পর সেই দলিলের যে ফি লওয়া হয় তাহা লেখা হয় ও সবরেজিষ্ট্রার স্বাক্ষর করেন। এইরূপ :—

Fee paid

The············19 Registering officer.

এই এণ্ডর্সমেণ্ট লেথার পর যিনি দলিল দাখিল করেন তাঁহার নাম ধাম ইত্যাদি সম্বলিত নিম্নলিখিত এণ্ডর্সমেণ্ট লিখিত হয়, যথা :—

"Presented for registration at—A. M. (or P. M.) on the day of 19 . at the sub-registry offic (*or at*——) by A B·········*executant or claimant or attorney for*········· *one of the claimants* under a power of attorney No.········· for 19······executed * in the presence of or authenticated by the Sub Registrar of ········

পার্টির সহি।

সব্‌রেজিষ্ট্রারের সহি।

(২৫)

কোন্ স্থানে দলিল দাখিল লওয়া কর্ত্তব্য।

কোন সব্‌রেজিষ্ট্রার নিজ আফিস হইতে অন্য স্থানে রেভিনিউ কার্য্যে ব্রতী থাকার সময় সেই স্থানে দলিল দাখিল লইয়া রেজিষ্ট্রী করেন। হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইহা সম্পূর্ণ অবৈধ ‡। আফিস ভিন্ন অন্যত্র রেজিষ্ট্রীর জন্য দলিল দাখিল লওয়া চলে না। কেবল মাত্র ৩১ ধারা অনুসারে পক্ষের বাটীতে দলিল লওয়া হইতে পারে।

---

* সকল মোক্তারনামা সব্‌রেজিষ্টারের সম্মুখে সহি হয় না। যে সকল মোক্তারনামা কমিশন দ্বারা রেজিষ্ট্রী হয় তাহা সহি করিয়া দাখিল করিতে হয়, সুতরাং সে সকল মোক্তারনামার বলে যে সকল দলিল হয় তাহাকে "executed in the presence of the Sub Registrar of ···"লিখিলে ভুল লেখা হয়। ঐ সকল দলিলে 'Authenticated by the Sub Registrar of—লিখিতে হইবে।

‡ 7 N. W. P. 1

(২৬)

রেজিষ্ট্রী সংক্রান্ত কথা।

সব্ রেজিষ্ট্রার পক্ষকে দলিলের মর্ম্ম অবগত করিতে বা পাঠ করিয়া শুনাইতে বাধ্য নহেন। (25 A, 353. 6 W. R. Mis. 131) তিনি, দলিলখানি কি তুমি ইহা লিখিয়া দিতেছ কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন এবং পক্ষকে সমস্ত বলিতে হইবে। দলিলের লিখিত টাকা না পাইলেও রেজিষ্ট্রী হইবে, তাহা দলিল নামঞ্জুরের কারণ হইতে পারে না। (1 B. L. R, (O. C.) 47 ; 2 N. W. P. 254) বহুপূর্ব্বে যখন কাজিরা রেজিষ্ট্রী করিতেন তখন টাকা প্রাপ্তির কথা লিপিবদ্ধ করিতেন, কিন্তু হস্তান্তর আইনের ৫৪ ধারার জন্য টাকা না পাইলেও বিক্রয় সিদ্ধ। এই সকল নানা কারণে টাকার প্রাপ্তি আর কাজের কথা বলিয়া গণ্য হয় না। সহি স্বীকার করিয়া সম্পাদন অস্বীকার করিলে রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক মনে করিলে তাহা রেজিষ্ট্রী করিতে পারেন। (6 C. W, N 3129) সম্পাদন স্বীকার করিয়া endorsement সহি করিতে না চাহিলে রেজিষ্ট্রী নামঞ্জুর হইবে এই ব্যবস্থা পূর্ব্বে ছিল (3 B. L. R. 60 ; 12 W. R. 386) কিন্তু এখন তাহা না হইয়া সব রেজিষ্ট্রার সেই মর্ম্মে note করিবেন Sec 58 (2) দলিলে সম্পাদনকারীর স্বত্বাধিকার আছে কি না তাহা রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক দেখিতে পারেন না। (1 Ind. jur, N. S. 240) যদি ষ্ট্যাম্প কাগজের উল্টা দিকে কেহ ভুল ক্রমে দলিল লেখে, তাহাও রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। (I. L. R. 5 Bom 194. I. L. R. 7 med. 196)

(২৭)

দলিলের সম্পাদন স্বীকার।

দলিল দাখিল হওয়ার পর দলিলদাতা দলিল সম্পাদন করিয়াছেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি সম্পাদন স্বীকার করিলে সব্ রেজিষ্ট্রার তাহা লিপিবদ্ধ করেন। তাহার পর সনাক্তকারির নাম ধাম ইত্যাদি লেখা হয়, যথা:—

Execution is admitted by A B·········son of······of Thana —District·········by caste············by profession·········

পার্টির সহি।

Identified by·········son of·········Thana District·········by caste·········by profession·········

সনাক্তকারীর সহি।

The·········19 . সবরেজিষ্ট্রারের সহি।

কোন মোক্তার দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিলে লেখা হয় ঃ—

Agent for······under a power of attorney (No·········for 19···) executed in the presence of or authenticated by Sub Registrar of··· ····

কোন মোক্তার তাঁহার প্রিন্সিপ্যালের (principal) হইয়া যদি দলিল সম্পাদন করেন (যেরূপ কলিকাতা আফিসে প্রায় হইয়া থাকে) তাহা হইলে এইরূপে endrosement লিখিতে হইবে —

Execution by·········son of ····Thana District····· by caste·········by profession as constituted attorney for·········is admitted by him"

প্রতিনিধির দ্বারা রেজিষ্ট্রী হইলে লিখিত হয়,—

Representative for·········whose right to appear in such capacity has been proved to my satisfaction. *

পার্টির সহি।

সব্‌রেজিষ্ট্রারের সহি।

কোন আদালত বা অফিসার সরকারী কার্য্যের জন্য যে সকল দলিল সম্পাদন করেন তাহা গ্রহীতাকে বা অপর কোন লোক দ্বারা চিঠি লিখিয়া বা ডাকে চিঠি দ্বারা দাখিল করিতে হয়, কিন্তু তাহার সম্পাদন কার্য্য স্বীকার জন্য জজ বা অন্য কোন অফিসারকে রেজিষ্ট্রী আফিসে উপস্থিত হইতে হয় না। সব্‌রেজিষ্ট্রার এইরূপ লিখিয়া রেজিষ্ট্রী কার্য্য শেষ করেন,—

যখন পত্রবাহক দাখিল করে তখন এইরূপ :—

Presented for registration at…etc, by…(name and designation of office) through…(name of messenger) as per his letter No.— dated…… পত্র বাহকের সহি।

সবরেজিষ্ট্রারের সহি।

যখন ডাকে চিঠির সহিত দাখিল হয় তখন এইরূপ :—

Forwarded for registration etc……by (name and designation of office) as per his letter No—dated—

সবরেজিষ্ট্রারের সহি।

তাহার পর সম্পাদন স্বীকার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য (endorsement) লেখা হয়—

Execution by………who is exempt from personal appearance in this offiice, under section 88, Act XVI of 1908 is (on reference to him) † proved by his seal and signature.

আপীলের পর রেজিষ্ট্রীর জন্য দলিল দাখিল হইলে presentation endorsement পর এইরূপ লিখিতে হয়,— $

Admitted to registration under Section 72, 75 (or Section 77) Act XVI of 1908 by order of the Registrar or Munsiff or Sub Judge of………dated………in case No………of 19………

উইলকারী বা পোষ্যপুত্রের অনুমতি দাতার মৃত্যুর পর যে রেজিষ্ট্রী হয় তাহা executor বা একজিকিউটি্ক্সের দাখিল করিবার পর নিম্নলিখিত রূপ এণ্ডর্সমেণ্ট লিখিয়া রেজিষ্ট্রী কার্য্য শেষ করিতে হয়,—

---

* দলিলদাতার মৃত্যুর পর রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে গ্রহীতা দলিল দাখিল করেন এবং রেজিষ্ট্রীর জন্য এই এণ্ডর্সমেণ্ট লিখিত হয়। "Representative" শব্দে নাবালক বা পাগলের অভিভাবকও বুঝায় (Cir No. 10 for 1897).

† সন্দেহ ভিন্ন (reference) করা অনাবশ্যক। সেল সার্টিফিকেট (Sale certificate) রেজিষ্ট্রী হইলেও এই এণ্ডর্সমেণ্ট লিখিত হয়।

$ আপিলের পর রেজিষ্ট্রীর জন্য আবার উপযুক্ত পার্টি দ্বারা দলিল দাখিল করা অনাবশ্যক।

From the evidence of (1)······son of······of······thana—District ······&c······ (2)······son of ·····of·········&c &c ; I am satisfied (1) that this Will (or authority to adopt) was executed by······ son of······of······thana······district······by caste······ by profession······the testator (or donor) ; (2) that the said testator (or donor) is dead ; and (3) that······son of·········the presentant is entitled to present it under Sec 40 Act XVI of 1908 and I accordingly admit it to registration under Sec 41 of the Act.

দাখিলকারির সহি। সবরেজিষ্ট্রারের সহি।

(২৮)

২৮ ধারার ব্যতিক্রমের জন্য কোন আফিসে দলিল রেজিষ্ট্রী হইলে তাহার সংশোধনের বিষয়

যদি ভুলক্রমে এক এলাকার স্থাবর সম্পত্তির দলিল অন্য কোন এলাকার সবরেজিষ্ট্রী আফিসে রেজিষ্ট্রী হয়, তাহা হইলে সব-রেজিষ্ট্রার ঐ সংবাদদাতা বা গ্রহীতাকে জানাইবেন এবং ৬৮ ধারা মতে ঠিক আফিসে পুনঃ রেজিষ্ট্রীকরণের জন্য সেই স্থানের রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট হুকুম আনাইতে বলিবেন।

যে আফিসে পুনঃ রেজিষ্ট্রী জন্য দলিল দাখিল হইবে, তথাকার সবরেজিষ্ট্রার বিনা ফিস গ্রহণে তাহার রেজিষ্ট্রী করিবেন এবং Presentation endorsement এ Registrar এর হুকুম উল্লেখ করিবেন।

যে আফিসে দলিল প্রথম রেজিষ্ট্রী হইয়াছিল তথাকার সব রেজিষ্ট্রার বিনা ফিস গ্রহণে ৬৪ ও ৬৬ ধারা মতে দলিলের মিমো অথবা Copy অপর সব-রেজিষ্ট্রারকে পাঠাইবেন এবং তিনি উহা তাহার ১নং ফাইল বহিতে গাঁথিয়া রাখিবেন।

(২৯)

দলিল সম্পাদন কাহাকে বলে ?

ষ্ট্যাম্প আইনের ২ (১২) ধারায় সম্পাদন শব্দে সহি করা বুঝায়, কিন্তু রেজিষ্টারি আইনের দলিল সম্পাদন কাহাকে বলে তাহা নাই। রেজিষ্ট্রীর সময়

কেহ যদি বলেন যে "আমি দলিল সহি করিয়াছি বটে কিন্তু সম্পাদন করি নাই" তাহা হইলে সবরেজিষ্ট্রার তাহা রেজিষ্ট্রী করিতে পারেন।

ষ্ট্যাম্প আইনের উক্ত ধারা ইংরাজি আইন ভিক্টোরিয়া চ্যাপটার ১২৩ * ধারা অনুসারে হইয়াছে। ইহাতে দলিল সহি করা ষ্ট্যাম্প আইন মতে সম্পাদন করা বুঝায়, কিন্তু রেজিষ্ট্রী আইন সংক্রান্ত সম্পাদন বুঝায় না। সম্পাদন অর্থে "voluntary execution" † ইংলণ্ড ও এমেরিকার রেজিষ্ট্রেশন আইন মতে সম্পাদন অর্থে স্বেচ্ছাগত স্বাক্ষর, মোহর এবং সমর্পণ বুঝায়। অর্থাৎ Seal, signature and delivery. ‡ শ্যামা বেওয়া সদয় বাবুর নামে দলিল সম্পাদন করিলেন, কিন্তু টাকা পাইলেন না। কথা রহিল রেজিষ্ট্রী আফিসে টাকা দেওয়া হইবে; দলিলখানি রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিলে তাহার ডাক হইল, সে ক্রেতাকে বলিল "টাকা কৈ ?" কিন্তু টাকা আর দেওয়া হইল না। সে রেজিষ্ট্রী করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু আমরা লাল কালির হাকিম সে কথা শুনিব কেন ? বলিলাম "দলিলের টীপ সহি তোমার কি ?" সে জড় সড় হইয়া উত্তর করিল "হাঁ"। আর দলিল খানি রেজেষ্টারি হইয়া গেল। বিনা মূল্যে শ্যামার বিষয় সদয়ের হইয়া গেল। এ সকল সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষার উপায় কি ? সহি করা দলিল পাইলে, ক্রেতা তাহা রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিয়া বিক্রেতার নামে শমন করিতে পারেন। শমনে হাজির হইয়া সহি স্বীকার করিলে রেজিষ্ট্রী হইয়া গেল। অস্বীকার করিলে ফৌজদারি পর্য্যন্ত গড়াইয়া থাকে (See Circular No 11 for 1880.) আপীলে দলিলের স্বাক্ষীর কথাই মাতব্বর সাক্ষী, সুতরাং যিনি বিশ্বাস করিয়া পণের টাকা না পাইয়াও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাঁহার উপায় কি ? ইহার প্রতিকার দেওয়ানি আদালতে হইতে পারে। টাকা কড়ি পাইয়া সকল গোল মিটিলে তবে দলিল অপরের হাতে দিলে আর এরূপ হইতে পারে না।

* 1 C, L, R, 126 ; 18 Cal. 556 ; 6 W. R, 131.

† হাইকোর্টে নিষ্পন্ন হইয়াছে—' Execution must, we think, mean voluntary execution, the signing of the document of the executant's free will"

‡ Delivery অর্থে possession দেওয়া বুঝায় 17 Mad, 146.

কেহ প্রলোভন দিয়া বা বল প্রকাশে কাহাকেও কোন দলিল সম্পাদন করাইলে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পাদন নহে।

আমাদের দেশে দলিলাদিতে "স্বজ্ঞানে সুস্থ শরীরে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই দলিল সম্পাদিত হইল" এইরূপ লিখিবার প্রথা ছিল। ইহা অর্থহীন বাক্যাবলি নহে। অধিকাংশ দলিলাদি কণ্ট্রাক্ট আইনের বিধান মতে সম্পাদিত হয়, সুতরাং কণ্ট্রাক্ট আইনের নিয়ম প্রতিপালিত না হইলে সে সম্পাদন কোন কার্য্যকর নহে।

যাহার মন বিকৃত ভাবাপন্ন তাহার কোন বিষয়ে কণ্ট্রাক্ট করিবার অধিকার নাই (১)। প্ররোচনা (২) (undue influence) অথবা বল বা ভয় প্রকাশে (coercion) বা প্রবঞ্চনা (fraud) দ্বারা কোন দলিল স্বাক্ষর করাইলে তাহা সম্পাদন করা বলা যায় না।

ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টার (বোম্বাই) ১৯ ভলুম ৬৭৫ পৃষ্ঠায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে "সম্পাদন অর্থে শেষ কার্য্য সমূহ যদ্দারা দলিল সম্পাদন সম্পূর্ণ হয় তাহাই বুঝাইবে। নিগোসিয়েবল্ ইন্সট্রুমেণ্ট (Negotiable Instrument) মতে

(১) A person is said to be of unsound mind for the purpose of making a contract if, at the time when he makes it, he is incapable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interests (Sec 12 of the Indian Contract Act.)

(২) Undue influence is said to be employed in the following cases :—
(1) When a person in whom confidence is reposed by another, or who holds a real or apparent authority over that other, makes use of such confidence or authority for the purpose of obtaining an advantage over that other, which, but for such confidence or authority, he could not have obtained.

(2) When a person whose mind is enfeebled by old age, illness or mental or bodily distress, is so treated as to make him consent to that, to which, but for such treatment, he would not have consented ; although such treatment may not amount to coercion. (Sec 16 of the Indian Contract Act).

কোন একরার সমর্পণ না হওয়া পর্য্যন্ত অসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যায় দলিল সম্পাদনকারী স্বয়ং রেজিষ্ট্রী আফিসে দলিল দাখিল না করিলে নানা আপত্তি উঠিতে পারে এবং সে সমস্তের মীমাংসা করা আইন সঙ্গত। কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করা অকর্ত্তব্য।

নিজে দলিল দাখিলেরও একটী গোল আছে। দলিলদাতা স্বয়ং দলিল দাখিল করিয়া যদি কোন কারণ বশতঃ রেজিষ্ট্রী না করিয়া বলেন যে আজ দলিল দাখিল করিয়া গেলাম মাত্র, কিন্তু আমাদের যে সকল গোলমাল আছে তাহা মিটিয়া গেলে তবে সম্পাদন স্বীকার করিব—এ অবস্থায় সবরেজিষ্ট্রার তাঁহাকে সম্পাদন সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না বা করিলেও তিনি তাহার কোন উত্তর না দিতে পারেন। তাহার পর সম্পাদনকারী যদি সম্পাদন স্বীকার করিতে আর আদৌ না আসেন তাহা হইলে তাঁহার নামে শমন ইস্থ হইতে পারে। কেন না আইনে বলে যে presenting party বা

বল প্রকাশে বা ভয় প্রদর্শনে—"Coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. (Sec 15 of the Indian Contract Act.)

প্রবঞ্চনা—"Fraud" means and includes any of the following acts committed by a party to a contract, or with his connivance, or by his agent, with intent to deceive another party there to or his agent or to induce him to enter into a contract :—

(1) The suggestion, as a fact, of that which is not true, by one who does not believe it to be true.

(2) The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact ;

(3) A promise made without any intention of performing it ;

(4) Any other act fitted to deceive ;

(5) Any such act or commission as the law specially declares to be fraudulent.

claimant সমনের জন্য দরখাস্ত করিতে পারে। সুতরাং এ স্থলে আইন্-সঙ্গতরূপে claimant ও দরখাস্ত করিতে পারে।

কোন দানপত্র-দাতা যদ্যপি দলিল সম্পাদন করিয়া রেজিষ্ট্রী করিয়া না দেন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে শমন ইস্থ হইবে না, কারণ দানপত্র রেজিষ্ট্রী না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কার্য্যকর নহে, সুতরাং রেজিষ্ট্রীর পূর্ব্বে তাহা প্রত্যাখ্যান করা দানপত্র-দাতার ইচ্ছাধীন। *

যাহাই হউক এই বিষয়ের মীমাংসা উদ্দেশে ১৯১৫ সালে ১৩নং সার্কুলার প্রচারিত হইয়াছে। তাহার অর্থ কেহ ভুল বুঝাইয়া কাহাকেও কোন দলিল সম্পাদন করাইলে তাহা সম্পাদন বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ভয় প্রদর্শন করিয়া সহি করাইলে তাহা সম্পাদন নহে। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য সেই মূল্যবান সার্কুলার খানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

It has come to my notice that a certain amount of diversity of opinion and practice exists with regard to the enquiry under Section 34 3) (a regarding the *execution* of a document. The scope of the enquiry is limited to asking the alleged executant whether he admits execution. The question naturally arises what the word "execution" means. "Execution" under the Stamp Act means "signature," Vide Section 2 (12) of the Indian Stamp Act 1899. The term "execution" has not been defined in the Indian Registration Act. and I think advisedly for purposes of leavying the stamp duty, when a document has been signed it is held to be executed, when such a document is brought before a registering officer, it has been ruled by the High Courts that the registering officer is not competent to go into the question whether consideration has been paid, whether it has, since it was executed, been

* I. L. R 19 Mad 433.

cancelled, whether it has been signed under a misapprehension or misrepresentaion, and other similar question affecting its validity.. He is of course, premitted to examine any witnesses as to the *factum* of execution and is not to assume the functions of a Court of Justice.

In the case of Chandra Kishore Munshi versus Dinendra Nath Sanyal, reported in the Calcutta Law Journal, Volume 1, 1905, it was however, clearly laid down by the Calcutta High Court, that execution of a document means the signing of the document *of the executant's free will.* Where the signature to the document is obtained by duress (constraint.) there is no execution. If for example, a person forced a pen into the executant's hand, held it there and by force guided the hand to write the signature, such signing would not be execution. The point which a registering office should bear in mind is whether at the time of signing, the executant signed voluntarily, though it may be that he had been doing so under a misapprehension. Such signature would, however be execution for purposes of the Registration Act. The executant's remedy for having signed under misapprehension would be in a Civil Court. But if he was *compelled* to sign, his signature was an involuntary act and was no execution at all.

(৩০)

ঢেরা সহি সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

ঢেরা সহিই আমরা অশিক্ষিত লোকের সহি বলিয়া গণ্য করি। ঢেরা অনেক সময় লেখকই স্বয়ং দিয়া থাকে।

Rule 48 বলে "ঢেরা সহি" বা "কলম ছোঁয়া"। সুতরাং ঢেরাবিহীন কেবল মাত্র কলম ছোঁয়া ব-কলম স্বাক্ষরিত সহিও আইন সঙ্গত।

কিন্তু একটী চিহ্ন থাকাই কর্ত্তব্য। আদালতে নাম লিখিয়া ঢেরা না দিলে চলে, ব-কলম সহিকারীরও আবশ্যক নাই। ব-কলম অর্থই by the pen of সুতরাং বুঝা গেল নামটা অমুকের লেখা কিন্তু সেই সঙ্গে যাহার নাম লেখা হইল তাঁহার সম্মতিজ্ঞাপক চিহ্ন থাকা আবশ্যক। এইরূপ স্থলে thumb impression টিপ সহি (যেরূপ আপিসে রেজেষ্টারির সময় লওয়া হয়) লইবার ব্যবস্থা করিলে সকল অভাব বিমোচিত হয়।

(৩১)

সহি করিবার প্রথা।

দলিল লেখা পড়া শেষ হইলে তবে তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হয়। স্বাক্ষর অর্থে সহি করা এবং যাঁহারা লিখিতে না জানেন তাঁহাদের চিহ্ন দেওয়া। সিভিল প্রসিডিওর কোড (Act XIV of 1882) ২ ধারা ও জেনারেল ক্লজেস এক্ট (Act X of 1797) ৩ (৫২) ধারা মতে মোহরও স্বাক্ষর বলিয়া গণ্য হয়। রেজিষ্টী আইনের রুলের মতে অশিক্ষিত লোকের চিহ্ন বা কলম ছুইয়া দিতে হইলে একজনকে তাহার নাম লিখিতে হয় এবং যিনি সেই নাম লিখিয়া দেন তাঁহাকেও "ব-কলম" সহি করিতে হয়। অথবা লিখিতে হয় "দলিল দাতা কলম ছুইয়া দিলেন বা আমার সাক্ষাতে নিশান সহি করিলেন।" কিন্তু এরূপ না করিলেও তাহা স্বাক্ষর বলিয়া গণ্য হইবে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা ওকালতনামা বা আর্জ্জিতে সহি করেন না, তাঁহার মোহর সংযুক্ত হয়। দাওয়ানি কার্য্যবিধি মতে আর্জ্জিতে সহি বা সহি ও মোহর সংযুক্ত করিতে হয়, কেবল মাত্র মোহর দিলে চলে এমন কোন নিয়ম নাই কিন্তু General Clauses Act মতে আছে।

মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বতন বেগম সাহেবারও সোণার মোহর ছিল। তাহাই ব্যবহৃত হইত স্বাক্ষর করিতেন না। এ নিয়ম অপর কেহ প্রবর্ত্তন করিলে চলিবে না তাহা নহে। অশিক্ষিত মহিলাদিগের পক্ষে এরূপ মোহর ব্যবহার করা ভাল বলিয়াই মনে হয়।

নিজে লিখিতে জানিলে কেবল নামটি লিখিবেন। লিখিতে না জানিলে যিনি সহি করিবেন তিনি এইরূপে ব-কলম দিবেন এবং সম্পাদনকারী ঢেরা সহি করিবেন। যথা—

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
বঃ শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
বা শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
লেখক শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমমোক্তায় এইরূপে সহি করিবেন—

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
বঃ শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আম মোক্তার। (১)

মাতা অলি অছি হইলে এইরূপে স্বাক্ষর করিতে হইবে,—

নাবালক শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে
অলিমাতা শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দেবী

লিখিতে না জানিলে—

নাবালক শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় পক্ষে
অলিমাতা শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দেবী ×(ঢেরা) বা ● (টিপ)
বঃ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। (২)

মাতার আমমোক্তার থাকিলে এইরূপে—

নাবালক শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় পক্ষে
অলিমাতা শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দেবী
বঃ শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
আমমোক্তার।

(১) এই ভাবে সহি করিলে সবরেজিষ্ট্রার মোক্তারনামা দেখিবেন না। স্বাক্ষরকারী যেন স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন (Sec 32) এই ভাবে রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

(২) এ সকল স্থলে যিনি সহি করিবেন তিনি দলিলদাতাকে দলিলের সমস্ত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন এবং সহি করিবেন। যথা—"দলিলদাতাকে দলিলের সমস্ত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলাম। শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত গার্জ্জেন হইলে এইরূপ—

নাবালক শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
পক্ষে আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত গার্জ্জেন
শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। (১)

(৩২)

দলিলের কোন স্থানে সহি করা কর্ত্তব্য।

এমন কোনরূপ সার্কুলার বা নজির নাই যাহা দ্বারা দলিলের কোন স্থানে সহি করিতে হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালা দলিলে সাধারণতঃ কানে সহি করা হয় এবং ইংরাজি দলিলের শেষে। তাহা হইলেও সহির কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই * দলিলের এক পৃষ্ঠায় সহি করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম এখন আর নাই, তবে প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করা ভাল, নতুবা কোন একটি পৃষ্ঠা বদলাইয়া দেওয়া দুষ্ট লোকের ইচ্ছা ক্রমে অনায়াসে হইতে পারে।

সাক্ষীদের শেষ পৃষ্ঠায় সহি করিতে হয় তবে কেহ যদ্যপি কোন দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় সাক্ষীদের সহি করান তাহাতে দোষ নাই।

উইল সহি করিবার বিধি ঐরূপ। উহার প্রতি পৃষ্ঠায় সাক্ষীর সহি করা না করা পক্ষগণের ইচ্ছা।

(১) সম্পাদনকারীকে বিক্রয় করিবার আদালতের অনুমতি দেখাইতে হইবে এবং সবরেজিষ্ট্রার ইচ্ছা করিলে উহা Endrosement লিখিবার সময় উল্লেখ করিতে পারেন।

Mode of signing documents in English

The signatures are to be made thus :—

1 Akshay Kumar Chatterjee × his mark
By the pen of Hem Chandra Banerjee

When an agent signs the name of an executant he shall sign thus :—

2 Akshay Kumar Chatterjee
By the pen of (or per pro বা P. P.) Hem Chandra Banerjee
His constituted attorney

or simply "by his constituted attorney Hem Chandra Banerjee"

(*) Mathura Das Vs. Babu Lal I L. R 1. All. 688,

(৩৩)

দলিল রেজিষ্ট্রী হওয়া কাহাকে বলে।

দলিল দাখিল করিয়া টীপ দেওয়া হইলেই দলিল রেজিষ্ট্রী হইল না, বা দলিলের সম্পাদন মাত্র স্বীকারেও তাহা হয় না। যতক্ষণ কোন দলিল নকল না হইতেছে এবং সবরেজিষ্ট্রার তাহাতে নিম্নলিখিত এণ্ডর্সমেণ্ট লিখিয়া সহি মোহর ও তারিখ সংযুক্ত না করিতেছেন ততক্ষণ তাহা রেজিষ্ট্রী হয় নাই বলিয়া মনে করিতে হইবে। যথা—Registered in Book No··· · ···Vol········· Pages······to······being No······for" হাইকোর্ট হইতে এতৎসম্বন্ধে অনেক নজির প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিম্নলিখিত নজির গুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। * I L R 9 Bom 401, I L R 17 cal. 903, I L R Mad 364, I L R 16 Cal 408, 5 Madras Law Journal 221 বিলাতী ও আমেরিকার রেজিষ্ট্রী আইনেও এইরূপ নিয়ম আছে (See *Robinson v Chassey* J Hannay (N B) 50)

(৩৪)

দলিলের অনুলিপি (DUPLICATE) দাখলের বিষয়।

অনেক দলিলের অনুলিপি দাখিল হইয়া থাকে। এক দলিলে অনেক সম্পাদনকারী থাকিলে এবং প্রত্যেকে এক এক খণ্ড দলিল রাখিতে ইচ্ছুক হইলে এবং মূল দলিলের সঙ্গে তাহার অবিকল নকল রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিলে তাহারও রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং সেই অনুলিপি আদালতে গ্রাহ্য। (১)

---

* See Sec 61 of the Registration Act. খাতায় নকল হওয়া রেজিষ্টারি হওয়া নয়। আইন এইরূপ যে রেজিষ্টারি কার্য্যকারক উক্ত সার্টিফিকেটটী মোহর করিয়া সহি করিবেন ও তারিখ দিবেন, তাহার পর সে গুলি রেজিষ্ট্রী বহির মার্জ্জিনে নকল হইবে। I A 473

(১) এই সকল নকলের ষ্ট্যাম্প দলিলের অনুরূপ, কিন্তু ১॥ টাকার অধিক নহে। যথার্থ অনুলিপির (duplicate) ষ্ট্যাম্প কোন স্থলে ১॥০ টাকার উর্দ্ধ হইতে পারে না। মূল দলিলের ষ্ট্যাম্প যত টাকার হউক না, অনুলিপি ১॥০ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হইবে। (See Stamp Act. art No 25) কবুলতি, বিনিময়-পত্র বণ্টননামা প্রভৃতির প্রায়ই ডুপ্লিকেট দাখিল হয়।

সাদা কাগজে লেখা কবুলতির অনুলিপি সাদা কাগজে হইবে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না। অনুলিপির নকল রেজিষ্ট্রী আফিসের পুস্তকে লিখিত হয় না, তবে ষ্ট্যাম্প সার্টিফিকেট ভেণ্ডারের সার্টিফিকেট এবং শেষ এণ্ডর্সমেণ্ট মাত্র নকল হইবে। বহিতে কতগুলি ডুপ্লিকেট থাকে তাহার নম্বর দিতে হইবে।

মূল দলিল সময় গতে দাখিল হইলে তাহারই জরিমানা দিতে হয়, অনুলিপির সে হিসাবে জরিমানা নাই। এবং অনুলিপির যে ষ্ট্যাম্প দেয় তাহার কম হইলে অবশ্য জরিমানা দিতে হয়। ডুপ্লিকেটে অপর এলাকার সম্পত্তি থাকার জন্য ফি দিতে হয় না।

মূল দলিল রেজিষ্ট্রীর যে খরচ অনুলিপিরও সেই খরচ লাগে: অর্থাৎ মূল দলিল রেজিষ্ট্রীর ফি (যথা "এ" কিম্বা "এফ" ফি) মাত্র দিতে হয়, তদ্ব্যতীত বড় দলিল রেজিষ্ট্রীর ফি "আর" ফি বা কমিশন ফি ইত্যাদি যাহা মূল দলিলে দিতে হয় তাহার কিছুই অনুলিপিতে দিতে হয় না। একটী কমিশন ফি মাত্র দিলে তাহারই বলে সমস্ত অনুলিপি কমিশনে রেজিষ্টী হয়। অনুলিপির সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থাৎ রেজিষ্ট্রী বহিতে আটিয়া রাখিবার জন্য আর নূতন করিয়া ম্যাপ বা প্ল্যান দিবার আবশ্যক নাই। মূল দলিলের সঙ্গে দিলেই হয়। মোক্তারনামার duplicate ও তছদিক (authentication) হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক স্থানির জন্য স্বতন্ত্র ফি দিতে হয় এবং এক একখানি স্বতন্ত্র power বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩৫)

পুনর্ব্বার রেজিষ্টারিকরণে RE-REGISTRATION) বিষয়

এক দলিলে যদি ৪ জন সম্পাদনকারী থাকেন এবং দলিলের মথনে যগুদি সকলের নাম থাকে, কিন্তু দলিলের কাণে এক বা দুই জন মাত্র লোক স্বাক্ষর করিয়া দাখিল করেন, তাহা হইলে স্বাক্ষরকারীদিগের পক্ষে রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হয়। (১)

---

(১) দলিলের কাণে সকল সম্পাদনকারীর সহি থাকিলে, সে দলিল পুনর্ব্বার রেজিষ্টারি হয় না, একেবারেই রেজিষ্টারি করিতে হয়। এক সঙ্গে সকল সম্পাদনকারী উপস্থিত না হইলে যাঁহারা উপস্থিত হন, তাঁহাদের রেজিষ্টারি হইয়া বাকি লোকের অনুপস্থিতি হেতু দলিল পেণ্ডিং (pending) থাকে। (দলিল পেণ্ডিং থাকায় বিষয় দেখুন) কিন্তু কাণে সহি না থাকিলে কেবল মাত্র স্বাক্ষর কারীদিগের পক্ষে রেজিষ্ট্রী হয় এবং অপরাপর দাতাগণ তাহাতে পুনর্ব্বার সহি করিয়া রেজিষ্ট্রারির জন্য দাখিল করিতে পারেন। পেণ্ডিং দলিলের অপরাপর দাতারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া দলিলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করিলেও আর স্বতন্ত্র ফি দিতে হয় না, কিন্তু যে দলিল পুনর্ব্বার রেজিষ্টারি হয়, তাহা যতবার রেজিষ্টারি হইবে, ততবারই নূতন করিয়া ফি দিতে হইবে পেণ্ডিং দলিল রেজিষ্ট্রী ও দলিল পুনর্ব্বার রেজিষ্টারির এই পার্থক্য স্মরণ রাখিবেন। কিন্তু re-egistration এ যদি দেখা যায় যে পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রী করা দলিলের রেজিষ্ট্রী কার্য্য শেষ হয় নাই অর্থাৎ নকল ইত্যাদি হয় নাই তাহা হইলে পার্টিরা বিনা ফিসে তাহা স্বাক্ষর করিয়া রেজিষ্ট্রী করিতে পারিবেন (Table of fee (3) d দেখুন) দফায় দফায় সহি করিয়া মোক্তারনামাও তছদিক করান যায়।

রেজিষ্টারির পর সেই দলিল রেজিষ্ট্রী আফিস হইতে ফেরত লইয়া তাহাতে আবার বাকী সম্পাদনকারীগণ স্বাক্ষর করিয়া এবং তারিখ দিয়া রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিলে আবার তাঁহাদের পক্ষে রেজিষ্ট্রী হইবে।

এই সকল দলিলে যদি ম্যাপ বা নক্সা থাকে তাহা হইলে পুনর্ব্বার রেজিষ্ট্রীর সময় আর নূতন ম্যাপ বা নক্সা দাখিল করিতে হইবে না। সবরেজিষ্ট্রার নকল বহিতে নোট করিয়া দিবেন যে মূল দলিলে যে ম্যাপ বা প্ল্যান ছিল ইহা তাহাই। (Rule 66)।

রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাস মধ্যে দলিল দাখিল করিতে হইবে, কিন্তু পুনর্ব্বার দাখিল সময়ে এ নিয়ম চলিবে না। অপরাপর সম্পাদনকারীগণ যে তারিখে সহি করিবে, সেই তারিখ হইতে ৪ মাস মধ্যে রেজিষ্ট্রী হইবে। (১)

দলিল পুনঃ রেজিষ্ট্রী করণের জন্য দাখিল হইলে তাহাকে সর্ব্বাংশে নূতন দলিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইহাকে নরায় রেজিষ্ট্রী বহিতে আগাগোড়া নকল করিতে হইবে এবং পুরো রেজিষ্ট্রী ফিস লইতে হইবে। যদি দলিলের অপর পৃষ্ঠে Endorsement লিখিবার স্থান না থাকে তাহা হইলে সাদা কাগজে উহা লিখিত হইবে এবং ঐ কাগজ দলিলের সঙ্গে জুড়িয়া ফি লইতে হইবে। পূর্ব্বকার endorsement নকল বহির ভিতরে লিখিত হইবে এবং নূতন endorsement নকল বহির বামভাগে লিখিত হইবে।

(১) প্রথম স্বাক্ষরিত সম্পাদনকারী ব্যতীত অপরাপর সম্পাদনকারীগণ স্বাক্ষর কালে আপনাপন নামের নীচে যে তারিখে স্বাক্ষর করিবেন তাহা লিখিয়া দিবেন। সেই তারিখ হইতে ৪ মাস মধ্যে রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। সময় অতীত হইয়া গেলে, অসাবধানতা ক্রমেও রেজিষ্টারি কার্য্যকারকের সে দলিল রেজিষ্টারি করা অতীব গর্হিত কার্য্য (I. L. R. 40 Bom. 98. and Punj Rec. No. 83 of 1883,) পেণ্ডিং দলিলে সকলকেই দলিল লেখাপড়ার ৪ মাস মধ্যে সম্পাদন স্বীকার করিতে হইবে।

(৩৬)

ম্যাপ ও প্ল্যান (নক্সা) দাখিলের বিষয়।

কোন দলিলে যদ্যপি ম্যাপ ও প্ল্যান (২) থাকে, তাহা হইলে রেজিষ্টারি আফিসে সেই দলিল দাখিলের সময় ম্যাপ ও প্ল্যানের অবিকল নকল দিতে হইবে। যদ্যপি সম্পত্তি ভিন্ন জেলার অধীনে থাকে, তাহা হইলে সেই সকল জেলায় পাঠাইবার জন্য এক খানি অবিকল নকল দিতে হইবে (See 21 (4) of Regn. Act) অন্যথায় সে দলিল রেজিষ্টারির জন্য গৃহীত হইবে না।

ম্যাপ ও প্ল্যানের নকলে সকল সম্পাদনকারী বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আম-মোক্তারকে স্বাক্ষর করিতে হইবে। সবরেজিষ্ট্রার আবার তাহাতে স্বীয় স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিবেন। (Rule 65)

কোন দলিল পুনর্ব্বার রেজিষ্ট্রী করণ কালে (৩) আর নূতন করিয়া ম্যাপ বা প্ল্যানের নকল দাখিল করিতে হয় না। (Rule 66) (৪)

(৩৭)

আইনের ২৩ক ধারা।

এই ধারা ১৯১৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে Governor General in Council কর্ত্তৃক অনুমোদত হইয়াছে।

---

(২) মনে করুন, একখানি বণ্টননামা লেখাপড়া হইয়াছে। তাহাতে সম্পত্তির জায় দিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশীদারের অংশ চিহ্নিত হইয়াছে, বা বসতবাটীর একটী নক্সা দিয়া কাহার অংশ কি ভাবে চিহ্নিত হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল চিত্র বা নক্সা স্বতন্ত্র কাগজে করিতে হয়।

যদ্যপি হুগলি জেলার এমন একখানি ম্যাপ বা প্ল্যান বিশিষ্ট দলিল রেজিষ্টারি হয় যাহার সম্পত্তি হাবড়া বর্দ্ধমান ও বীরভুমে আছে, তাহা হইলে হুগলির যে আফিসে রেজিষ্টারি হইবে, সেখানকার জন্য ম্যাপ বা প্ল্যানের একখানি অবিকল নকল ব্যতীত হাবড়া বর্দ্ধমান ও বীরভুমের জন্য আরও তিনখানি নকল দিতে হইবে।

(৩) দলিল পুনর্ব্বার রেজিষ্টারিকরণ অধ্যায় দেখুন।

(৪) ইচ্ছা করিয়া যদ্যপি ম্যাপ ও প্ল্যানের অবিকল নকল না দিয়া মিথ্যা নকল দাখিল করেন তাহা হইলে তিনি রেজিষ্টারি আইনের ৮২ (খ) ধারা মতে ফৌজদারি সোপরদ্দ হন। সাজা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা বা উভয়ই হইতে পারে।

৩২ ধারামতে সকল দলিলই দাতা বা গ্রহীতার দ্বারা, কিম্বা তাহাদের representative বা assign দ্বারা, কিম্বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারনামার বলে কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা দাখিল হইবে। যদি তাহা না হয় এবং সেই দলিল যদি রেজিষ্ট্রার কিম্বা সবরেজিষ্ট্রারের দ্বারা রেজিষ্ট্রী হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা বাতিল হইবে, এবং বাতিল হওয়া সংবাদ অবগতির ৪ মাস মধ্যে ঐ দলিলের গ্রহীতা স্বয়ং কিম্বা উপরোক্ত কোন লোকের দ্বারা জেলার রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট পুনঃ রেজিষ্ট্রীকরণের জন্য দাখিল করিবেন। যদি রেজিষ্ট্রার বাহাদুর সেই বিষয়ের সন্তোষজনক প্রমাণ পান এবং বুঝিতে পারেন যে ঐ দলিলখানি ঠিক লোকের দ্বারা দাখিল হয় নাই, তাহা হইলে তিনি পুনঃ রেজিষ্ট্রীকরণের হুকুম দিবেন এবং পুনর্ব্বার রেজিষ্ট্রীর জন্য দাখিল হইলে তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে এবং রেজিষ্ট্রী আইনের সমুদয় নিয়ম কানুন এই পুনঃ রেজিষ্ট্রী করণের উপর বর্ত্তিবে। যদি এই ধারার বিধান মতে রেজিষ্ট্রী হয় তাহা হইলে সেই দলিল পূর্ব্ববৎ বলবৎ থাকিবে।

(৩৮)

পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র রেজিষ্ট্রীর বিষয়।

উইলের ন্যায় ইহারও রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হয়। উইলে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিলে তাহার জন্য আর ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না, অন্যথা ২০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

পোষ্য পুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্রের দাতার মৃত্যুর পর রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার নিয়মাদি ও বিধি ব্যবস্থা ঠিক উইলের ন্যায়। উইলের যে সকল ধারায় উইল রেজিষ্ট্রীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল ধারাতেই পোষ্য পুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্র রেজিষ্ট্রীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ৩নং বহিতে নকল হইবে। (১)

---

(১) রেজিষ্টারি আইন ৪১ ধারা দেখুন। ইহার রেজিষ্ট্রী Compulsory,

(৩৯)

অপর এলাকায় সম্পত্তি থাকিবার বিষয়।

যে রেজিষ্টারি আফিসে দলিল রেজিষ্টারি হইবে, সেই আফিস ব্যতীত যদ্যপি অন্য কোন জেলার কোন রেজিষ্টারি আফিসের অধীনে কোন সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে দলিল রেজিষ্টারি খরচা ব্যতীত দলিলের নকল পাঠাইবার ফি ও তাহার অধীন সবরেজিষ্টারি আফিসে মিমো পাঠাইবার ফি দিতে হইবে। (১)

যে জেলার কোন সবরেজিষ্টারি আফিসে দলিল রেজিষ্টারি হইবে, সেই জেলার অপর কোন সব্‌রেজিষ্টারি আফিসের অধীনে সম্পত্তি থাকিলে জেলায় কাপি পাঠাইবার ফি দিতে হইবে না, কেবলমাত্র মিমো ফি দিলেই হইবে।

অপর জেলার এলাকাধীন একাধিক সব্‌রেজিষ্টারি আফিসের এলাকায় সম্পত্তি থাকিলেও জেলায় কাপি পাঠাইবার জন্য এক্‌টী মাত্র ফি দিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেক সব্‌রেজিষ্টারি আফিসের জন্য স্বতন্ত্র মিমো ফি দিতে হইবে। (২) কেবলমাত্র জয়েণ্ট আফিসে মিমো পাঠাইতে হয় না। বোম্বাই লাহোর প্রভৃতি স্থানের সম্পত্তি বিক্রয় হইলেও তথাকার জন্য এই ফি দিতে হইবে।

---

(১) কাপি পাঠাইবার ফিও দলিলের সমান, তবে ২০৲ টাকার অধিক নয় এবং মিমো-পাঠাইবার ফিও দলিলের অনুরূপ, কিন্তু ২৲ টাকার অধিক নহে। দলিল রেজিষ্টারির অতিরিক্ত ফি যথা "জমীদারের ফি" বা "এন ফি" ইহার মধ্যে গণ্য হইবে না। রুলসের তালিকায় "M" ফি দেখুন। মনে করুন একখানি দশ হাজার টাকার দলিল হুগলি জেলার শ্রীরামপুর আফিসে রেজিষ্টারি হইয়াছে, সেই দলিলে শ্রীরামপুর সব্‌রেজিষ্টারি আফিস ব্যতীত ঐ জেলার হরিপাল সব্‌রেজিষ্টারি আফিস ও বর্দ্ধমান জেলার মেমারি ও মঙ্গলকোট সব্‌রেজিষ্টারি আফিস এবং বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটী সব্‌রেজিষ্টারি আফিসের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি আছে, সুতরাং দলিলের রেজিষ্ট্রী খরচা ব্যতীত ইহার কাপি পাঠাইবার ফি বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার জন্য লাগিবে ২০৲ হিঃ ৪০৲ টাকা এবং মিমো ফি হরিপাল ২৲ টাকা, মেমারি, মঙ্গলকোট ও গঙ্গাজলঘাটী প্রত্যেক আফিসের জন্য ২৲ টাকা হিসাবে ৬৲ টাকা, মোট ৪৮৲ দিতে হইবে। "A" ও "E" দুই প্রকার ফি থাকিলে ½ fee লইবার সময় ঐ দুই প্রকার ফি ধরিতে হইবে; কেবল "A" ফি নহে।

(২) উইলের অপর জেলার অধীন সম্পত্তি থাকিলেও কাপি বা মিমো ফি দিতে হয় না। রেজিষ্টারি আইনের ৬৪ ও ৬৫ ধারা দেখুন।

যে রেজিষ্টারি আফিসে দলিল দাখিল হইবে দাখিল হইবার সময় যদি জানা যায় যে দলিলের তপশীল বর্ণিত গ্রাম বা মৌজা অন্য সব-রেজিষ্ট্রারের এলাকাভুক্ত হইয় ছে সব-রেজিষ্ট্রার তাহা হইলে তাহ র রেজিষ্ট্রী করিবেন এবং রেজিষ্ট্রী শেষ হইলে ঐ সম্পত্তির মিমো, যে রেজিষ্টারি আফিসের এলাকামধ্যে উহা নিবিষ্ট হইয়াছে তথাকার সব্‌রেজিষ্ট্রারকে বিনা খরচায় পাঠাইয়া দিবেন।

সব্‌রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক দলিল নামঞ্জুর হইবার পর যদি ঐ গ্রাম বা মৌজা অন্য সব্‌রেজিষ্ট্রী আফিসের এলাকাভুক্ত হয় এবং ঐ দলিল, রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট আপিলের জন্য কিম্বা দেওয়ানী আদালতে কোন মোকর্দ্দমার জন্য দাখিল হয়, রেজিষ্ট্রার সাহেব কিম্বা দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক দলিল রেজিষ্টারির হুকুম হইলে যে সব্‌রেজিষ্ট্রারের এলাকায় ঐ সম্পত্তি অন্তর্গত হইয়াছে, তথাকার সব্‌রেজিষ্ট্রারকে দাখিল করিতে হইবে।

মান্দ্রাজ বিভাগের কোন সব্‌রেজিষ্ট্রারকে ৬৪।৬৫ ধারানুযায়ী মিমো ও কাপি পাঠাইতে হইলে ফুলস্কেপ সাইজের ফারমে পাঠাইতে হইবে। (I. G. R. Cir No. 3 for 1916)

(৪০)

অনুলিপি (COUNTERPART) কাহকে বলে?

পাট্টার অনুলিপি কবুলতি, কেননা পাট্টাদাতা যে সকল সর্ত্তের উল্লেখ করেন কবুলতিদাতা অনুলিপিতে তাহাই স্বীকার করেন। মূল দলিলে যে উক্তি থাকে অনুলিপিতে ঠিক তাহার স্বীকার উক্তি থাকা কর্ত্তব্য। যথা :—

মূল দলিল।

"প্রতি বৎসর ১২৲ টাকা হিসাবে খাজনা আদায় দিবে এবং সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া নিম্ন চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে ভোগ দখল করিবে।"

অনুলিপি।

"প্রতি বৎসর ১২৲ টাকা হিসাবে খাজনা আদায় দিয়া এবং সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া নিম্ন চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে ভোগ দখল করিবে।"

সমস্ত সর্ত্তই এইরূপ হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা ১৷৷০ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া হয় না। পাট্টা ও কবুলতি ষ্ট্যাম্পে কমিবেশী থাকিলে পক্ষকে ষ্ট্যাম্প আইনের ১৬ ধারা মতে দরখাস্ত করিতে হয় এবং সেই দরখাস্তের বলে রেজিষ্টারি কার্য্য-কারক ষ্ট্যাম্প সার্টিফিকেট দিয়া থাকেন। এই সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা কালেক্টর সাহেবের আছে, তবে ষ্ট্যাম্প সংক্রান্ত বিধির ৩ ধারায় সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৯২১ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখের আদেশানুসারে কালেক্টর সাহেবের ঐ ক্ষমতা সবরেজিষ্ট্রারদিগের উপর এই সার্টিফিকেট দিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন। জেলার রেজিষ্ট্রারদিগকে ও কলিকাতার রেজিষ্ট্রারকেও দেওয়া হইয়াছে (১)। ইহাতে সাধারণের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। দোকর লিপিতে (duplicate) ১৬ ধারা মতে দরখাস্ত দিয়া ষ্ট্যাম্প ঠিক থাকার নিদর্শন কালেক্টর সাহেব বা সব্‌রেজিষ্ট্র-র দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়া লওয়া হয়।

১৬ ধার মতে দরখাস্তের নমুনা।

মহামহিম * * ইত্যাদি

দরখাস্তকারী শ্রী * * নিবেদন এই যে আমি যে কবুলতি সম্পাদন করিয়াছি তাহা ১৲ মূল্যের ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হইলেও ইহার পাট্টায় পুরা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে, অতএব প্রার্থনা যে ষ্ট্যাম্প আইনের ১৬ ধারা মতে সার্টিফিকেট দিয়া ইহার রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পাদন করা হয় নিবেদন ইতি—

(৪১)

দলিলের তামাদির সময় নির্ণয়।

তামাদির আইন মতে দলিলের তামাদি না ধরিয়া General Clauses Act Section 9 (1), from শব্দের মর্ম্মানুসারে দলিল যে তারিখে লেখা পড়া হয় তাহা তামাদির কাল গণনার জন্য বাদ দিতে হইবে।

মাস শব্দে British Calender মতে মাস ধরিতে হইবে (article 18 of the Civil Service Regulations) সেই হিসাবে যদি ১লা কোন মাস

(১) See Section v Miscellaneous (para 3) Part III of the Stamp Act.

আরম্ভ হয় তাহা হইলে সেই মাসে শেষ দিনে তাহা শেষ হইবে। কিন্তু তামাদি গণনার সময় ২রা মাস আরম্ভ হইলে পরবর্ত্তী মাসের ২রা তারিখে মাস হইবে, সেই হিসাবে ৩রা হইতে মাস ধরিলে পরবর্ত্তী মাসের ৩রা তারিখে তাহা পূর্ণ হইবে ইহাতে যে তারিখে দলিল সম্পাদিত হইয়াছে তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

উদাহরণ।

দলিল সম্পাদনের তারিখ।	যে তারিখে ৪ মাস শেষ হইবে
২৭শে ফেব্রুয়ারি	২৭শে জুন
২৮শে বা ২৯শে ঐ (অর্থাৎ শেষ দিন)	৩০শে জুন
৩১শে মার্চ্চ	২৯শে জুলাই
২৯শে আগষ্ট	২৯শে ডিসেম্বর
২৯, ৩০, ৩১ অক্টোবর	২৮শে ফেব্রুয়ারি বা Leap year হইলে ২৯শে ফেব্রুয়ারি।

(৪২)

অনুলিপি (COUNTERPART) স্বতন্ত্র দাখিল হয় কি না ?

পাট্টা ও কবুলতি একত্রে দাখিল করা নিয়ম, কিন্তু সে দাখিল করা রেজেষ্ট্রী কার্য্যের জন্য নহে, কেবল সার্টিফকেটের জন্য। সুতরাং পাট্টা ও কবুলতি ভিন্ন ভিন্ন রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল ও রেজিষ্ট্রী হইবার বাধা নাই।

মনে করুন পাট্টাখানি বর্দ্ধমান সদর রেজেষ্ট্রী আফিসে পাট্টাদাতার সুবিধার জন্য দাখিল হইল, কিন্তু কবুলতিদাতা স্ত্রীলোক এবং পাট্টার লিখিত সম্পত্তি মানকর সব্ রেজিষ্ট্রী আফিসের এলাকায়। এ স্থলে কবুলতি-দাত্রী যদ্যপি স্বীয় দলিল রেজিষ্ট্রীর সময় পাট্টাখানি দাখিল করেন তাহা হইলে রেজিষ্ট্রী কার্য্য-কারকের তাহাতে কোন আপত্তি করিবার বৈধ কারণ নাই। দলিলের প্রতিলিপি (duplicate) সম্বন্ধেও ইহা খাটিবে।

(৪৩)

স্থাবর সম্পত্তি কাহাকে বলে।

জমি, বাটী বংশ-পরম্পরাগত বৃত্ত (hereditary allowance) পথের (ways) অধিকার, আলোক, মৎস্য ধরিবার অধিকার এবং জমি হইতে উৎপন্ন

কোন বস্তুর অধিকার, জমিতে সম্বন্ধ কোন পদার্থ বা তাহাতে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ কোন বস্তুর অধিকারকে স্থাবর সম্পত্তি কহে। কিন্তু গাছ, ঘাস বা ফসল নহে। (Sec 2 (6) of Regn. Act.) *

(৪৪)

অস্থাবর সম্পত্তি কাহাকে বলে।

তলস্থ জমি বিক্রয় না হইয়া একটী খোলার ঘর বিক্রয় হইলেও তাহা স্থাবর সম্পত্তি, কিন্তু ভাঙ্গা বাটীর ইট বা কাঠ বিক্রয় হইলে তাহা অস্থাবর সম্পত্তি। গাছ অস্থাবর সম্পত্তি এবং তাহা ৪নং বহিতে নকল হয়, কিন্তু অন্যান্য আইনে গাছ স্থাবর সম্পত্তি মধ্যে গণ্য (১) আদালত কর্ত্তৃক গাছ বিক্রীত হইলে তাহা স্থাবর সম্পত্তি মধ্যে গণ্য এবং তাহার সেল সার্টিফিকেট ১নং বহিতে সংলগ্ন হয়। (২)

(৪৫)

অতিরিক্ত বা পরবর্ত্তী দলিল।

কোন দলিলে ভুলভ্রান্তি থাকিলে অতিরিক্ত বা পরবর্ত্তী দলিল সম্পাদিত হয়। মূল দলিলের নকল বহির পার্শ্বে এই দলিলের কথা লিপিবদ্ধ হয়। (৩)

ষ্ট্যাম্প আইনের ৪ ধারা অনুসারে এই সকল দলিল ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে লিখিত হয়, কিন্তু কোন অতিরিক্ত দলিল দ্বারা যদি মূল দলিলের কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহা হইলে আর তাহা ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে হইবে না। ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে কেবলমাত্র বিক্রয় কোবালা, বন্ধকনামা ও সেটেলমেণ্ট পত্রের সংশোধন

(*) Rent being a benefit arriving out of land should be classified under "Immovable property" Rent receipt to be entered in Book I. (I. G, Circular No. 1 for 1911.)

(১) 3 Agra 57.

(২) বিস্তৃত বিবরণ রেজিষ্ট্রী আইন সম্বন্ধে বক্তব্য পাঠ করিয়া দেখুন।

(৩) (Rule 76) এইরূপ :—This document has been rectified by document No :—of 19... Vol—page —of—(name of office) যদি রেজেষ্টারি বহি সদরে পাঠান হইয়া থাকে তাহা হইলে সদর সবরেজিষ্ট্রারকে এইরূপ নোট করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে এবং তিনিও সেই বহিতে মূল দলিলের পার্শ্বে এইরূপ লিখিয়া সহি করিবেন।

কার্য্য সম্পাদিত হয়, অন্য দলিলের নহে। অন্য দলিল হইলে পুরা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(৪৬)

দলিল রেজিষ্টারির সময়।

রেজিষ্ট্রী আইনের ২৪, ২৬ এবং ২৮ ধারা মতে উইল ব্যতীত সমস্ত দলিলই সম্পাদনের তারিখ হইতে ৪ মাস মধ্যে রেজিষ্ট্রী করার জন্য দাখিল করিতে হয়। আদালতের ডিক্রী বা আদেশ হইলে ডিক্রীর তারিখ হইতে ৪ মাস মধ্যে। ঐ সকল ডিক্রী বা আদেশ আপিলযোগ্য হইলে আপীল হইবার সময়ের পর ৪ মাস মধ্যে এবং আপীল final হইবার তারিখ হইতে ৪ মাস মধ্যে।

উইল রেজিষ্ট্রীর জন্য দাখিল বা ৪২ ধারা মতে ডিপজিট করিবার জন্য সময়ের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই।

যদি কোন দলিল একাধিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক সম্পাদনের তারিখ হইতে ৪ মাস মধ্যে রেজিষ্ট্রীর সময় গণনা করিতে হইবে। আপীলের সময়ও সেই হিসাবে প্রত্যেকের সহি করিবার ৪ মাস মধ্যে হইবে।

(৪৭)

ডিক্রি ইত্যাদি রেজিষ্ট্রী বিষয়।

স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রি হইলে যে রেজিষ্ট্রীর এলাকাভুক্ত দেওয়ানি আদালতে তাহা নিষ্পত্তি হয় সেই রেজিষ্ট্রী আফিসে রেজিষ্ট্রীর জন্য দলিল দাখিল করিতে হয়। অন্যান্য ডিক্রি বা আদেশ পত্র যে কোন রেজিষ্ট্রী আফিসে রেজিষ্ট্রী হইবে। (১)

যাঁহার স্বপক্ষে ডিক্রি বা আদেশ হয় তাঁহাকে স্বয়ং বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা দাখিল করিতে হইবে। তাহার পর রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক তাহাতে রেজিষ্ট্রীর অনুমতি লিপিবদ্ধ করিবেন।

(১) রেজিষ্ট্রী আইন ২৯ ধারা দেখুন।

(৪৮)

সেল সার্টিফিকেট রেজিষ্ট্রীর বিষয়।

বেশী মূল্যের নিলাম খরিদা সম্পত্তি হইলে সেই নিলামের সার্টিফিকেট প্রায়ই রেজিষ্ট্রী হইয়া থাকে। ইহা রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে ক্রেতাকে বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারকে ইহা যে রেজিষ্ট্রী আফিসের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি সেখানে উপস্থিত করিলে রেজিষ্ট্রী হইবে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন জেলার সম্পত্তি থাকিলে সে সকল জেলায় ইহার নকল বা মিমো পাঠাইতে হইবে। (১)

ইহাতে Presentation endorsement লিপিবদ্ধ হইবার পর রেজিষ্টারির আদেশ লিখিতে হইবে।

(৪৯)

সরকারী লোকের দ্বারা রেজিষ্ট্রী।

অনেক দলিল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, চিফ সেক্রেটারী প্রভৃতি দ্বারা, রেজেষ্ট্রী হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে যদ্যপি তাঁহারা পত্র (letter) মধ্যে সেই দলিল কোন রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারককে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে সবরেজিষ্ট্রার উহা রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবেন এবং ফী লইবার প্রয়োজন হইলে ফীও লইবেন। ৮৮ ধারায় যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাতে বুঝিতে হইবে যে সরকারী লোকের দ্বারা কোন দলিল রেজিষ্ট্রীর প্রয়োজন হইলে অপর পক্ষকে রেজিষ্ট্রী আফিসে দলিল দাখিল করিতে হইবে কিন্তু তাঁহাদিগকে যদ্যপি নিজের প্রয়োজন বা আবশ্যকের জন্য (private capacity) কোন দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে হয় তাঁহাদিগকে আফিসে আসিয়া দাখিল করিতে হইবে এবং সাধারণের জন্য যেরূপ এণ্ডর্সমেণ্ট লিখিতে হয় সেইরূপ লিখিতে হইবে এবং ফীও লইতে হইবে। ৩২ ধারায় ৩১ ও ৮৯ ধারাকে বর্জ্জিত করিয়াছে কিন্তু ৮৮ ধারাকে বর্জ্জিত করে নাই—ইহাতে বুঝায় যে কালেক্টর প্রভৃতি অফিসারদিগকেও রেজিষ্ট্রী আফিসে আসিয়া দলিল দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু ৮৮

(১) See Sec 29 of The Registration Act.

ধারায় "Nothing herein contained" clause এ সব গোলমাল বাধাইয়াছে।

এখন সরকারী লোকের দ্বারা কোন দলিল, পত্র মধ্যে রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের নিকট প্রেরিত হইলে কিম্বা পত্র সহ কোন লোক মারফত রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল হইলে নিম্নলিখিতরূপ এণ্ডর্সমেণ্ট লিখিতে হইবে।

Presented for registration by········the collector of·· ··· through his messenger·········as per his letter no······dated······

or

Forwarded for registration by the collector of·········in his letter no·········dated·········

প্রেজেনটেসন endorsement লিখিত হইবার পর এইরূপ লিখিত হইবে যথা—

Execution by······who is exempt from personal appearance in this office under section 88, Act XVI of 1908 is (on a reference to him) proved by his seal and signature (১)

এরূপ দলিলের ফী লইবার সময় আবার অনেকে গোলমাল করিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে কিম্বা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দলিল সম্পাদিত হইলে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না, তাহা নহে। ২৯ ধারায় দেখিতে হইবে, সেই ষ্ট্যাম্প কাহার দেয়। যদি গভর্ণমেণ্টের হয় তবেই ষ্ট্যাম্প লাগিবে না। রেজিষ্ট্রী ফীস সম্বন্ধেও সেইরূপ ধরিতে হইবে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ সাহেব বা অন্যান্য অফিসারগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট মোটর গাড়ী কিনিবার জন্য টাকা ধার করিয়া থাকেন এবং তদুপলক্ষে গভর্ণমেণ্টের বরাবর যে দলিল (তমসুক) লিখিয়া দেন তাহার রেজিষ্ট্রী জন্য ফীস লাগে না গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে বিশেষ বিজ্ঞাপনের (special notification) দ্বারা উহা বর্জ্জিত করিয়াছেন।

---

(১) ব্র্যাকেটের মধ্যে কথাগুলি (on a refernce to him) কাটিয়া দিতে হইবে যখন ঐরূপ reference সন্ধান দরকার হয় না বা না করা হয়।

(৫০)

উইল দাখিলের সময়।

রেজিষ্ট্রী আইনের ২৭ ধারায় লিখিত আছে উইল যে কোন সময় দাখিল করা যায়। উহাতে কোন কোন রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক মনে করেন উইল দিন বা রাত্রি যে কোন সময়ে রেজেষ্ট্রী জন্য গৃহীত হইতে পারে, বস্তুতঃ ইহার অর্থ তাহা নহে। ইহার অর্থ অন্যান্য দলিলের ন্যায় ৪ মাস মধ্যেই যে উইল দাখিল করিতে হইবে তাহা নহে, অর্থাৎ ৪ মাসের পর দাখিল করা যায়। এই জন্যই সাধারণ দলিলের ন্যায় ৩ বৎসর পরে উইল পুড়াইয়া ফেলা হয় না। অন্যান্য দলিল যে সময়ে ও যে ভাবে দাখিল হয় উইলও ঠিক সেই সময়ে ও সেই ভাবে দাখিল হইয়া থাকে। Authority to adopt সম্পাদন হইবার ৪ মাস মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(৫১)

হলফ কিরূপে দিতে হয়।

যখন কোন উক্তি সম্বন্ধে সবরেজিষ্ট্রারের সন্দেহ হইবে তখন তিনি ৬৩ ধারা অনুসারে হলফ দিয়া সেই উক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

জেনারেল ক্লজেস আইনের ৩ (৬৩) ধারা অনুসারে হলফ (oath) এবং প্রতিজ্ঞা (affirmation ও declaration) দেওয়া হয়।

হলফের উক্তি দলিলে লিখিতে হয় না, স্বতন্ত্র কাগজে লিখিয়া হলফ যে দেওয়া হইয়াছিল তাহারই উল্লেখ মাত্র দলিলে করিতে হইবে। (১)

হলফ (oath)

I swear that the evidence which I shall give in this case shall be true, that I will conceal nothing and that no part of my evidence shall be false, so help me God.

---

(১) Rule 62

বাঙ্গালা হলফ।

আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মতঃ শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি যে এই মোকর্দ্দমায় যাহা বলিব তাহা সত্য, কোন অংশ গোপন করিব না এবং আমার জোবানবন্দির কোন অংশ মিথ্যা হইবে না। (১)

ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন লোক শপথ করিতে বাধ্য নহেন। প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য। তাহা এইরূপ:—

প্রতিজ্ঞা Affirmation

I solemnly declare that the evidence which I shall give in this case shall be true, that I will conceal nothing and that no part of my evidence shall be false so.

বাঙ্গালা প্রতিজ্ঞা।

আমি প্রতিজ্ঞাপুর্ব্বক কহিতেছি যে এই মোকদ্দমায় যে সাক্ষ্য দিব তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইবে, কোন অংশ গোপন করিব না বা আমার সাক্ষ্যের কোন অংশ মিথ্যা হইবে না।

মন্তব্য। যে জবানবন্দী হলফান গৃহীত হয় তাহা সাক্ষীকে পড়িয়া শুনাইতে হয়। সাক্ষী জানেন না এমন ভাষায় তাহা লিখিত হইলে তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাইতে হয়। সাক্ষী তাহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া জানাইলে রেজিষ্টারি কার্য্যকারক তাহাতে সহি করিবেন। এবং সেই উক্তি আদালতে প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইবে, (Sec 63 Registration Act.) অনেকে Read over and admitted to be correct লিখিয়া সহি করেন এবং সাক্ষীকে সহি করান, ইহাই ভাল।

(৫২)

কাহারও বাটীতে দলিল দাখিলের বিষয়।

সাধারণতঃ সকল দলিলই নির্দ্দিষ্ট আফিসে রেজিষ্ট্রীর জন্য দাখিল করিতে হয়, কিন্তু বিশেষ কারণ দেখাইলে এবং রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক যদ্যপি সেই

(১) Rule 65

কারণ সন্তোষজনক বিবেচনা করেন তাহা হইলে দলিলদাতার বাটীতে স্বয়ং যাইয়া কোন দলিল বা উইল রেজিষ্ট্রী বা ডিপজিট জন্য গ্রহণ করিতে পারেন। (১)

এরূপ দলিল গ্রহণ জন্য সাধারণ ফি ব্যতীত ২০৲ টাকা কমিশন ফি দিতে হয় (২)। সবরেজিষ্ট্রারকে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দলিল দাখিল লইতে হয় আমলা দ্বারা এ কার্য্য হয় না। এই নিয়মানুসারে অর্থাৎ ৩১ ধারা অনুসারে কোন মোক্তারনামা মোক্তারনামা-দাতার বাটী হইতে দলিল লওয়া বে-আইনি কার্য্য। কাহারও বাটীতে যাইয়া কোন দলিল লওয়া না লওয়া রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের ইচ্ছাধীন। সবরেজিষ্ট্রার কোন লোকের বাটীতে যাইয়া দলিল লইলে তিনি ৩১ ধারার প্রদর্শিত কারণে সন্তুষ্ট হইয়া যে কার্য্য করিতেছেন, তাহা ঠিক কিনা তাহা দেখিবার ক্ষমতা দেওয়ানি আদালতের নাই। (৩) অধুনা মোক্তার-নামাও দাতার বাটীতে লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৫৩)

দলিলে কাটকুটের বিষয়।

দলিলে কাটা বা মোছা ইত্যাদি থাকিলে সম্পাদনকারীকে তাহার পার্শ্বে সহি করিয়া বা কৈফিয়তে তাহা লিখিয়া দিতে হয়। মোক্তার দ্বারাও এ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। কাটকুট ইত্যাদিতে সহি না থাকিলে সবরেজিষ্ট্রার সে দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। তবে যদি রেজিষ্ট্রী করেন তাহা হইলে তদ্বিষয় নকল বহির দক্ষিণ পার্শ্বে লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন। (৪) কেবল কাটকুটে সহি হয় নাই বলিয়া রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য করা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া হাইকোর্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, (৫) কিন্তু তাহা হইলেও প্রয়োজনীয় বিষয় কাটা থাকিলে সে দলিল রেজিষ্ট্রী করা অনুচিত।

(১) রেজিষ্ট্রী আইনের ৩১ ধারা।

(২) এই ফি ছাড়া গাড়ীভাড়ার খরচ দিতে হয়।

(৩) Ishak Mohamed vs Khatija I. L. R. Bombay Page 96.

(৪) see sec 20 of the Registration Act.

(৫) I. L. R. 4 Mad. 107.

(৫৪)

একাধিক পৃষ্ঠার দলিল।

ষ্ট্যাম্পে যদি দলিল লেখা শেষ না হয়, তাহা হইলে ডেমি কাগজ যোগ করিতে হয়। দলিলের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সহি করাই ভাল। যদি কোন দলিলে একাধিক ষ্টাম্প থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক ষ্ট্যাম্পের উপর দলিলের আবশ্যকীয় অংশ লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। দলিল ডেমি কাগজে লিখিয়া এবং কেবলমাত্র দাতা গ্রহীতার নাম ষ্ট্যাম্পে লিখিয়া দলিল সম্পাদন করিলে তাহা রেজিষ্ট্রীর জন্য গৃহীত হয় না। (১)

(৫৫)

হলফ দিবার ক্ষমতার কথা।

রেজিষ্ট্রী আইনের ৬৩ ধারা মতে রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের হলফ দিবার ক্ষমতা আছে। যেখানে কাহারও কোন কথা অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় সেই খানেই হলফ দিবার নিয়ম। কোন নাবালকের রেজিষ্ট্রীর সময় তাহার বয়স সম্বন্ধে হলফ দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ, কেননা কেহ যদি নাবালক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে দলিলের রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য করা যায়। ডাক্তারের সার্টিফিকেট বা কোষ্ঠী দেখিবারও নিয়ম নাই। এক স্থলে কোন নাবালক স্বীয় নাবালকের কথা গোপন করিয়া একটী দলিল রেজিষ্ট্রীর জন্য উপস্থিত করিলে রেজিষ্ট্রীকার্য্যকারক তাহাকে সাবালক বিবেচনা করিয়া রেজিষ্ট্রী করেন। দেওয়ানি আদালতে নাবালকের কথা উঠে, কিন্তু রেজিষ্ট্রী বাতিল হয় না। সবরেজিষ্ট্রার কাহাকেও নাবালক বিবেচনা করিলে তৎক্ষণাৎ রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য করিবেন, ইহাই নিয়ম।

(৫৬)

দলিল ইম্পাউণ্ড হইবার কথা।

দলিল রেজিষ্ট্রীর পূর্ব্বে কেহ যদ্যপি কোন দলিল কোন রেজিষ্ট্রারকে ষ্ট্যাম্প ঠিক আছে কিনা তাহা দেখিতে দেন, তাহা হইলে তিনি তাহা দেখিয়া

(১) দলিলের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সবরেজিষ্ট্রার সহি করেন এবং তাঁহার মোহর সংযুক্ত হয়। কেবল শেষ পৃষ্ঠায় দুইটি মোহর পড়ে।

দিবেন, এবং ষ্ট্যাম্প যদ্যপি ঠিক না থাকে তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবেন, কিন্তু ইম্পাউণ্ড অর্থাৎ আটক রাখিয়া কালেক্টরিতে জরিমানার জন্য পাঠাইবেন না।

যদ্যপি কেহ উপদেশ না চাহিয়া রেজিষ্টারি করিবার জন্য দলিল দাখিল করেন, তাহা হইলে তাহাতে ষ্ট্যাম্প কুসুম কম থাকিলে সবরেজিষ্ট্রার তাহা ইম্পাউণ্ড করিয়া কালেক্টরিতে পাঠাইয়া দিবেন। এবং তাহাতে লিখিবেন Impounded and forwarded to the Collector under section 38 sub-section (2) of the Indian Stamp Act 1899"

সাধারণতঃ রেজিষ্টারির এণ্ডর্সমেণ্ট প্রভৃতি দলিলে লেখা সম্পাদনকারীদিগের সহি ও টিপ ইত্যাদি লইয়া তাহা কালেক্টরিতে পাঠান হয়; ইহাতে রেজিষ্টারি করিবার ফি লওয়া হয় না। পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে দলিলের সহিমোহরযুক্ত নকলও পাইতে পারেন। (১)

দলিলের জরিমানা হইলে কালেক্টর সাহেব পক্ষগণের যে টাকা জরিমানা করেন তাহার জন্য নোটীশ পাঠাইয়া থাকেন। সেই নোটীশ পাইলে মণিঅর্ডার দ্বারা টাকা পাঠাইলেও চলে। যদি দলিল ইম্পাউণ্ড যোগ্য হয় তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব সেই মর্ম্মের সার্টিফিকেট দিয়া তাহা সবরেজিষ্ট্রারের নিকট ফেরত দেন।

যদ্যপি দলিল দৃষ্টে জানা যায় যে পক্ষগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক ষ্ট্যাম্প ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে কম মাশুল দিয়াছেন, তাহা হইলে জরিমানা ত আদায় হইবেই, তাহার উপর আবার ষ্ট্যাম্প আইনের ৬৮ ধারা মতে ফৌজদারি সোপরদ্দ হইবারও ব্যবস্থা আছে।

ষ্ট্যাম্প কুসুম কম হইলে যত টাকা কম থাকে তাহা ত দিতেই হইবে, তাহার উপর সেই কম টাকার ১০ গুণ পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে। ইম্পাউণ্ড দলিলের রসিদ দেওয়া হয়। ইম্পাউণ্ড হওয়া দলিল ফেরত আসিলে রেজিষ্ট্রী আফিস হইতে তৎসংবাদ পক্ষকে দেওয়া হয়। পুরা জরিমানা অনেক কালেক্টর সাহেব করেন না। (২)

---

(১) ষ্ট্যাম্প আইন ৪৩ ধারা দেখুন।

(২) মনে করুন কোন দলিলে ৩৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে কিন্তু ভুল ক্রমে ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে, এস্থলে ঐ ২৲ টাকা এবং জরিমানা ঊর্দ্ধ সংখ্যা ২০৲ টাকা, মোট ২২৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

(৫৭)

ইম্পাউণ্ড দলিল কালেক্টরী হইতে ফিরিয়া আসিলে কি করিতে হয়।

কালেক্টরি হইতে দলিল ফেরত আসিলে সবরেজিষ্ট্রার দলিল দাখিলকারীকে একটী নোটীশ পাঠাইয়া দিবেন। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হইবে। (Rule 29)

(১) নোটীশের লিখিত তারিখে বা তৎপূর্ব্বে দলিল দাখিলের সময় যে রসিদ পাইয়াছেন তৎসহ উপস্থিত হইবে।

(২) নির্দ্দিষ্ট দিনে বা তৎপূর্ব্বে ন্যায্য ফি দাখিল করিতে। (১)

(৩) দলিলের সম্পাদন স্বীকার প্রভৃতি যদ্যপি লিপিবদ্ধ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান করিতে। (২)

---

(১) নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত না হইলে বা উক্ত সময় মধ্যে ফী দাখিল না করিলে দলিলের রেজিষ্ট্রী না-মঞ্জুর হইবে। আইনে আছে "Registration may be refused", (Rule 29 (4) এখানে "may" শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য যে পক্ষ যদি বলে আজ ফী আনি নাই বা ফী দাখিলের জন্য সময় দিন তাহা হইলে তাহাকে সময় দিতে পারেন কিন্তু সে সময় দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের অধিক হইবে না।

এই ফী দলিল দাখিলকারী স্বয়ং বা রসিদে যে কোন লোককে লিখিত ক্ষমতা দিয়া পাঠাইয়া দিলে তাহার নিকটও গ্রহণ করা যাইবে।

(২) যে স্থলে দলিলের দাখিল মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে কিন্তু সম্পাদন স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ হয় নাই, সেখানে ফী দাখিলের পর পক্ষকে সম্পাদনকারীকে রেজিষ্ট্রী আফিসে হাজির করিবার জন্য যে সকল বৈধ উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাকে স্বয়ং লইয়া যাইতে অপারগ হইলে ৩৬ ধারা মতে সমন প্রভৃতির দ্বারা উপস্থিত করাইতে হইবে। তাহাতে ত্রুটী করিলে রেজিষ্ট্রী অন্যান্য দলিলের ন্যায় নামঞ্জুর হইবে।

দলিল ইম্পাউণ্ড হইলে পক্ষের নাম ও ঠিকানা ইম্পাউণ্ড বহিতে লিখিতে হইবে।

(৫৮)

রেজিষ্ট্রী আফিসে টাকা দিবার কথা।

কোন দলিলের পণের টাকা রেজিষ্টারি কার্য্যকারকের সম্মুখে দিলে তিনি দলিলের পৃষ্ঠে তাহা লিখিয়া দেন। (১) কিন্তু সকল সময়েই টাকাটা গণনা করিয়া তবে লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন কোন স্থলে দেখা গিয়াছে, একই টাকা ৫ খানি দলিলের পণ স্বরূপ দেওয়া হইতেছে। রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

(৫৯)

দলিল সম্পাদনকারীর মৃত্যুর পর রেজিষ্ট্রী।

দলিল সম্পাদনকারীর মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী (representative) দ্বারা রেজিষ্ট্রী হইয়া থাকে। যদি একজনের একাধিক উত্তরাধিকারী ইত্যাদি থাকে এবং তাঁহাদের কতক লোক সম্পাদন স্বীকার করেন এবং অপরে অস্বীকার করেন তাহা হইলে সকলের পক্ষে দলিল রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য হইবে। (Rule 51) যদি কেহ তাঁহার স্ত্রীকে দানপত্র লিখিয়া দিয়া একমাত্র উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া রেজিষ্ট্রীর পূর্ব্বে মারা যান, তাহা হইলে সেই স্ত্রী গ্রহীতা রূপে দলিল দাখিল করিতে পারিবেন এবং তাঁহার মৃত স্বামীর-স্ত্রী স্বরূপে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিতে পারিবেন।

এরূপ স্থলে দলিলদাতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া দরখাস্ত করিয়া উত্তরাধিকার দ্বারা দলিল দাখিল করিতে হয়। রেজিষ্ট্রীকার্য্যকারক সম্পাদনকারীর মৃত্যুর সম্বন্ধে

---

(১) এইভাবে টাকা দেওয়ার কথা লেখা হয় যথা—

The receipt of rupees——as consideration is admitted by the above A B.

The sum of rupees——paid in my presence to the executant as consideration money.

The sum of Rs——as balance of consideration paid to the executant in my presence.

প্রমাণ গ্রহণ করিয়া তবে রেজিষ্ট্রী করেন, পুলিশ ষ্টেশনে যে জন্ম মৃত্যুর তালিকা বহি থাকে তাহার নকল বা মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকাভুক্ত স্থানে মিউনিসিপ্যাল আফিসের সহি মোহর করা সার্টিফিকেট এবং সাক্ষী প্রয়োগ করিতে হয়। সবরেজিষ্ট্রার সাক্ষীগণের উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া তবে রেজিষ্টারির আদেশ দেন।

উইলদাতার মৃত্যুর পর উইল রেজিষ্ট্রী হওয়া সম্ভব এবং রেজিষ্ট্রী আদির নিয়মও উক্তবিধ।

(৬০)

ইম্পাউণ্ড দলিল রেজিষ্ট্রীর বিষয়।

ইম্পাউণ্ড দলিল কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে ফেরত পাইলে দলিল দাখিলকারীকে সবরেজিষ্ট্রার একখানি নোটিশ পাঠাইয়া দিবেন; তাহাতে লেখা থাকিবে—

(ক) দলিল দাখিলের সময় যে রসিদ দেওয়া হইয়াছে তৎসহ উপস্থিত হইবে।

(খ) আবশ্যকীয় ফি দিবে, এবং

(গ) যদ্যপি ইম্পাউণ্ড হইবার পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার ব্যবস্থা করিবে।

এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইলে সে দলিলের রেজিষ্ট্রী কার্য্য শেষ হইবে।

দলিল দাখিলকারী স্বয়ং রেজিষ্ট্রী ফি দিলে ত কথাই নাই, অন্যথা রসিদের পৃষ্ঠে যে ব্যক্তি ফি দিবেন তাঁহার নাম লিখিয়া দিতে হইবে। সব-রেজিষ্ট্রার সেই রসিদ প্রাপ্ত হইলে তাহার অপরাপর অংশ পূরণ করিয়া দিবেন এবং ফি বহিতে প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিবেন। তদনন্তর সাধারণ দলিলের যে ভাবে রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহাও তদ্রূপ হইবে।

যদ্যপি দাখিলকারী নির্দ্দিষ্ট দিনে আফিসে হাজির না হন বা উপযুক্ত লোক মারফত রেজিষ্ট্রী ফি জমা না দেন, তাহা হইলে তাহার রেজিষ্ট্রী না-মঞ্জুর হইবে। ইম্পাউণ্ড দলিল (যাহার সম্পাদন স্বীকার কার্য্য শেষ হইয়াছে) রেজিষ্ট্রী হইবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। যদি সম্পাদন কার্য্য শেষ হইয়া থাকে তাহা হইলে ৪ মাস গত হইলে ৩৪ ধারামত জরিমানা লাগে না।

(৬১)

দলিলের নম্বর ভুল সংশোধনের সহজ উপায়।

বেশী রেজিষ্ট্রীর সময় দলিলের নম্বর ভুল হইলে ফি বহি ও রসিদ প্রভৃতি কাটিতে হয়। দুই একদিন পরে ভুল ধরা পড়িলে বড়ই অসুবিধা ঘটে। ফি বহি কাটা হোক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু রসিদ বিলি হইয়া গেলে দলিল ফেরতের সময় গোল বাধে। হয়ত এক দলিলের পরিবর্ত্তে অন্য দলিল বিলি হইয়া যায়, এরূপ স্থলে নম্বর না কাটিয়া এইরূপ ব্যবস্থা প্রশস্ত।

মনে করুন একখানি ৪নং বহির দলিলের নম্বর ভুল হইয়াছে, তাহার Serial Number ১৬০০ এবং দলিল নম্বর ১৫০০ কিন্তু তাহার নম্বর হওয়া উচিত ছিল ২০০ ইহার পর ১০০ দলিল রেজিষ্ট্রী হইয়াছে। অদ্যকার Serial Nnmber ১৭০০ ও ১নং বহির দলিল নম্বর ১৫৭৫ এবং ৪নং বহির নম্বর ২২৫, এখন করিতে হইবে এইরূপ যে দলিলের নম্বর ভুল হইয়াছে তাহার নম্বর দিন ২২৬; একখানি pending দলিল যাহা admit হইবে বা তদ্রূপ দলিল না থাকিলে একখানি দলিল পেণ্ডিং করিয়া admit করিয়া লইয়া তাহার নম্বর দিন ১৫০০। ফি বহিতে ২২৫ নম্বরের পর ২২৭ নং হইবে, সুতরাং তাহার remark columnএ লিখুন যে To rectify an omission of a number in book iv, no 226 has been given to deed no 1600.

বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইহাতে খাতা কাটাকাটী করিতে হয় না, অথচ ক্রমিক নম্বর ঠিক থাকে।

(৬২

দলিল গ্রহণের পর কখন তাহা ফেরত হইবে।

দলিল দাখিল হইবামাত্র—তাহাতে আফিসের মোহর (Seal) দেওয়া হয়। তাহার পর তাহাতে Presentaion endorsement ইত্যাদি লেখা হয়।

দলিলের সম্পাদন স্বীকার করা গেলে তাহা নকল ইত্যাদি লইয়া যথাসময়ে তাহা দলিলদাতা ফেরত পাইয়া থাকেন। কিন্তু Presentation endorsement লেখার পর যদ্যপি তখনি কেহ সে দলিল বাচনিক বা দরখাস্ত করিয়া ফেরত চাহেন তাহা হইলে তাহা দেওয়া যায় না। চার মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা

করিতে হইবে তাহার পর refused হইলে তাহা যথানিয়মে ফেরত হইবে অন্যথা নহে।

(৬৩)

ভূম্যধিকারীর বিষয়।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১২ ও ১৮ ধারার লিখিত সম্পত্তি মধ্যস্বত্ব অর্থাৎ যাহার কায়েমী বা নির্দ্দিষ্ট হারের খাজনা আছে, বা নিষ্কর ও মোকররী স্বত্বের সম্পত্তির বিক্রয় কোবালা দখলযুক্ত বন্ধকনামা বা দানপত্র রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে সাধারণতঃ দলিল রেজিষ্ট্রীর যে খরচা লাগে তদ্ব্যতীত ভূম্যধিকারীর ফি ও নোটীশের মিয়াদ ইত্যাদি না দিলে সে সকল দলিল রেজিষ্টারির জন্য গৃহীত হয় না। (১)

কোন সম্পত্তির পূর্ণ অংশ অর্থাৎ রকম ষোল আনা, বা খণ্ড অংশ বিক্রয় হইলেও তাহার জন্য জমিদারী ফি দিতে হয়। যদ্যপি জমীদার স্বয়ং ক্রেতা হয়েন তাহা হইলেও জমিদারের ফি দিতে হইবে।

এক সম্পত্তির একাধিক জমিদার হইলে তাঁহাদের সকলেই ফি পাইবেন, তবে প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র ফি দিতে হইবে না। মোট ফি হইতে তাঁহাদের

---

(১) ভূম্যধিকারীর ফি খাজনার উপর শতকরা ২০৲ কুড়ি টাকা কিন্তু ঐ ফি ১৲ টাকার কম বা ১০০৲ টাকার উর্দ্ধ হইবে না।

(২) প্রজাস্বত্ব আইনের ১২ ধারায় লেখা আছে— যে মধ্যস্বত্বের খাজনা নাই তাহার ফি ২৲ টাকা। এখন কথা হইতেছে যে এই সকল মধ্যস্বত্ব কি? রেজিষ্টারি আফিসে ১৮৯৪ সালে ১৯নং সার্কুলারে বুঝা যায় মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মোত্তর ভূমি উহার অন্তর্গত এবং ১০০ বিঘার অধিক বা প্রজা বিলির দ্বারা ভোগ দখলের জন্য সম্পত্তি গৃহীত হইলে তাহা মধ্যস্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে এবং জমিদারের ফি লইতে হইবে, নতুবা নহে, কিন্তু সেই ব্রহ্মোত্তর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি বিক্রয় করিলে তাহার ফি দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ স্বয়ং বা চাকর দ্বারা চাস আবাদ করিলেও ফি দিতে হইবে না। কিন্তু যেখানে tenancy বুঝায় সেখানে ফি লইতে হইবে। অনেক লাখরাজ tenure আর যাহা tenure নয় তাহাই holding লাখরাজ প্রজা বিলির দ্বারা বা মৌরশী মোকররী বিলি করিয়া ভোগ দখল করা যায়, এবং tenancyর অংশও tenure বলিয়া গণ্য হইবে। (See also circular No. 28 for 1898.) লাখরাজ কোথাও holding কোথায় tenure হইতে পারে এ বিষয়ের নির্ণয়ভার রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের উপর।

পরস্পরের সম্পত্তিতে যে অংশ আছে সেই হিসাব মত টাকা পাইবেন। কাহার কত পাওনা তাহা কালেক্টর সাহেব স্থির করিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে যদ্যপি নিষ্কর সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক সম্পত্তির জন্য ফি দিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের যদি এক জমিদার না হন, তাহা হইলেও নোটীশ ফি স্বতন্ত্রভাবে দিতে হইবে। স্বতন্ত্র জমিদার হইলে স্বতন্ত্র ফিত দিতেই হইবে।

প্রত্যেক মোকররী জমার জন্যও স্বতন্ত্র ফি দিতে হইবে। একাধিক মোকররী জমার যদ্যপি একই জমিদার হন, তাহা হইলেও প্রত্যেক জমার জন্য জমিদারী ফি দিতে হইবে।

জমিদারের নিবাস যদ্যপি যে জেলায় দলিল রেজিষ্টারি হইতেছে সে জেলায় না হইয়া অন্য জেলায় হয়, তাহা হইলে জমিদারের ফি ও নোটীশ সাধারণতঃ যে ট্রেজারিতে পাঠান হয়, সেইখানেই পাঠাইতে হইবে। সরিকি সম্পত্তি হইলে প্রত্যেক মূল নোটীশে সকল সরিকের নাম লিখিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেককে একখানি স্বতন্ত্র নোটীশ দিতে হইবে। এ স্থলে টেনেন্সী ফি বহিতে কেবল মূল নোটীশের নম্বর পড়িবে। একটী সম্পত্তির একটী জমিদার হইলে তাহার ফি লইতে হইবে এইরূপ—জমিদারের ফি যত হয় তদ্ব্যতীত পরোয়াণা জারির ফি ৷৷০ আনা এবং টাকা পাঠাইবার মণি অর্ডার খরচা লইতে হইবে। এই সমস্ত ফি স্থানীয় কালেক্টরীতে পাঠাইতে হয়।

জমিদার যদ্যপি ২।৩টি থাকেন তাহা হইবে পরোয়াণার জন্য ৷৷০ আনা এবং প্রত্যেক নোটীশের জন্য ৷৷০ হিসাবে ফি আদায় হইবে। একাধিক জমিদার থাকিলে আর মণি অর্ডার কমিশন দিতে হইবে না। কিন্তু যত জমিদার থাকিবেন সেই হিসাবে প্রত্যেকের জন্য ৷৷০ হিসাবে নোটীশ ফি দিতে হইবে।

যদি এক দলিলে দুটি সম্পত্তির দুইটী জমিদার হন তাহা হইলে প্রত্যেক পরোয়াণা জারির জন্য ৷৷০ হিসাবে ১৲ টাকা এবং স্বতন্ত্র মণি অর্ডার কমিশন আদায় হইবে।

জমিদারী ফারম যেরূপভাবে পূরণ করিতে হয় তাহা অতি সহজ বলিয়া আর তাহার আদর্শ দেখান হইল না।

দরখাস্তের নমুনা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত খানাকুলের সবরেজিষ্ট্রার মহাশয়

বরাবরেষু

ষ্টাম্প স্থান

জাহানাবাদ থানার অন্তর্গত বৃন্দাবনপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযদুনাথ রায়ের নিবেদন এই যে, জাহানাবাদ থানার হরিণখোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জোয়াদালি সরকার জমিদার মহাশয়ের জমিদারীর অধীন হুগলী জেলার বায়ড়া পরগণার অন্তর্গত কানপুর গ্রামে ৫৲ জমায় ৫/৪ বিঘা জমী আমার নামে মোকররী হারে বিলি আছে; উক্ত জমি আমি জাহানাবাদ থানার ডিহিবায়ড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ঘোষকে বিক্রয় করিলাম, অতএব জমিদার মহাশয়ের সেরেস্তায় আমার নাম খারিজ দিয়া উক্ত খরিদ্দারের নাম পত্তনের জন্য নজরআনা ১৲ টাকা ও অন্যান্য খরচ নিয়ের জায় মত অত্র সহ দাখিল করিলাম। তারিখ———মাস ১৩—সাল।

(৬৪)

নিষ্করে কোন্ স্থলে জমিদারি ফি দিতে হইবে, বা হইবে না।

এই বিষয়টী বড়ই কঠিন ও গুরুতর। কোনও আফিসে ইহা ঠিকভাবে লওয়া হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তাহার কারণ এই যে এ সম্বন্ধে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। প্রজাস্বত্ব আইনের ১২ ধারা মতে এই ফি গৃহীত হয়।

মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট—(Permanent tenure) সম্পত্তি সম্বন্ধে ইহাই প্রযোজ্য। (১) ইহাতে পত্তনি তালুক বুঝায় না (I. L. R. 17 Cal. 162) কিন্তু দরপত্তনি তালুক বুঝায় (I. L. R. 18 Cal. 360) এই ধারার (খ) উপধারায় লিখিত আছে যে, যে সম্পত্তির খাজনা দিতে হয় না, তাহার জন্য জমিদারি ফি মাত্র ২৲ টাকা। এখানে খাজনা অর্থে রাজকর (Revenue) নহে rent বুঝাইবে। সুতরাং সিদ্ধ নিষ্কর (B Register) ভুক্ত সম্পত্তি বুঝাইবে ক্ষুদ্র নিষ্কর বুঝাইবে না। সে

(১) "Permanent tenure" meansa tenure which is heritable and which is not held for a limited time. See 3 (8).

ক্ষুদ্র নিষ্কর কি? ১৯২ ধারার বিধান মতে সেই সমস্ত সম্পত্তি বুঝিতে হইবে। (২) অনেক স্থলে জমিদার ব্রাহ্মণকে এরূপ সম্পত্তি দান করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সে সম্পত্তির কর জমিদার দিয়া থাকেন। ইহার জমিদারী ফী উক্ত জমিদারের প্রাপ্য। holding সম্বন্ধে জমিদারি ফি নাই। কিন্তু অতি সামান্য মাত্র নিষ্কর holding হইতে পারে; ইহার বেশী ভাগই মধ্যস্বত্ব (tenure.) হোল্ডিং শব্দে রাইয়ত চাষ আবাদ জন্য যে সম্পত্তি লইয়া থাকেন তাহাই বুঝায়। আর রাইয়ত চাষ আবাদ ভিন্ন প্রজাবিলির দ্বারা সম্পত্তি উপভোগ করিতে পারেন না। (Sec 4 (2) of the B, T, Act) কিন্তু অধিকাংশ ব্রহ্মোত্তর ভোগী প্রজা বিলি করিতে পারেন। ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি যখন চিরস্থায়ী ভাবে মোকররী মৌরসী বিলি করা যায়, তখন তাহা holding না হইয়া tenure মধ্যে গণ্য হওয়াই কর্ত্তব্য। মহাত্রাণ, পীরোত্তর ও দেবোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তিও মধ্যস্বত্ব মধ্যে গণ্য

সিদ্ধ নিষ্কর সম্পত্তি tenure নহে Estate (২) এই এষ্টেট B register ভুক্ত হইতে পারে এবং না হইতেও পারে (not entered in any register) এবং তাহা হয় বলিয়া সিদ্ধ বলিয়া থাকিলে তাহার জমিদারী ফি না লওয়াই কর্ত্তব্য (See Cir No. 17 of 1899) কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র নিষ্করকে লোক সিদ্ধ নিষ্কর উল্লেখে জমিদারী ফি ফাকী দিয়া থাকে।

খাস মহাল tenure নহে estate, সুতরাং খাস মহাল ভুক্ত কোন সম্পত্তি টাকা দিয়া নিষ্কর করিয়া লইলে তাহা B regieter তুক্ত সম্পত্তি নহে, কিন্তু estater, সুতরাং এস্থলেও জমিদারী ফি লওয়া আবশ্যক।

হুগলি জেলার কলেক্টর সাহেব সকল রেজিষ্ট্রী আফিসে একখানি করিয়া B, register ভুক্ত সম্পত্তির তালিকা দিয়াছেন, সেই তালিকা মধ্যে যাহাদের সম্পত্তি নাই তাহাদিগকে ফি দিতে হয়, কিন্তু ইহা সকল স্থলে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

---

(১) When a landlord grants a lease or makes any other contract, purporting to entitle the tenant of land * * to hold that land tree of rent &c,

(৩) Read Sec, 3 (1) of the B, T, Act,

(৬৫)

মোকররী মৌরশী সম্পত্তি সম্বন্ধে জমিদারী ফী লইবার ব্যবস্থা।

১৮ ধারায় যে জমিদারী ফি আদায় হয় তাহা রাইয়তি হোল্ডিং সম্বন্ধে, কিন্তু যে স্থলে সম্পত্তি রায়তি স্বত্বের নহে সেখানে ১৮ ধারা খাটে কি? তখন দেখিতে হইবে সম্পত্তিটী কি? tenure হইলে ১২ ধারা অনুসারে ফী আদায় হইবে।

তাহার উপর যে সম্পত্তি রায়তি স্বত্ব বলিয়া বিক্রয় হয়, সে সম্পত্তি মোকররী বিলি হইবার অনুপযুক্ত, কেননা ৮৫ ধারায় সেরূপ রেজিষ্ট্রী অসিদ্ধ। কিন্তু ইহা দেখিবার লোক অতি অল্প,আর দেখিতে গিয়া অকারণ সাধারণের বিরক্তিভাজন হইতে হয়, কিন্তু কর্ত্তব্য পালন না করাও ত অন্যায় কার্য্য, তাই বলি এ সকল বিষয়ে রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

(৬৬)

সমন জারীর বিষয়।

কোন দলিল সম্পাদনকারী বা সাক্ষী রেজিষ্টারি আফিসে স্বেচ্ছাক্রমে উপস্থিত না হইলে প্রতিপক্ষ সমন জারি দ্বারা তাঁহাকে উপস্থিত করাইতে পারেন। ফৌজদারী আদালতে সমন জারির যে খরচা লাগে রেজিষ্টারি আফিসেও সেই খরচা। সাধারণতঃ ৷৵০ আনা।

যদ্যপি কোন দলিল সম্পাদনকারীর উপর সমন হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার দ্বারা হাজির হইতে পারেন কিন্তু যদ্যপি কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যক হয় তাহা হইলে তাঁহাকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে। (১)

দানপত্র সম্পাদনকারীর উপর সমন জারি হওয়া আইনসঙ্গত নহে, কারণ যতক্ষণ দানপত্র রেজিষ্টারি না হয় সে পর্য্যন্ত তাহা কোন কার্য্যকর হয় না। দান করা স্বেচ্ছাধীন; সুতরাং যতক্ষণ রেজিষ্টারি না হয় ততক্ষণ দানপত্রের পূর্ণ সম্পাদন হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে (Sec. 123 Act IV. of 1882.) তাহা রেজিষ্টারি করা না করা দাতার ইচ্ছা, সুতরাং উহার উপর জোর চলে না।

(১) রেজিষ্টারি আফিসে হাজির হইবার জন্য সমন পাইয়া কেহ উপস্থিত না হইলে তিনি সমন অন্যান্য হেতু দণ্ডবিধি আইনের ১৭৪ ধারা মতে দণ্ডনীয় হইতে পারেন।

(I. L. R. 19 Mad. 423) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সমন জারির দরখাস্ত হইতে পারে না। এই সকল লোকের জন্য কমিশনের প্রার্থনা করিতে হয়। যথা :— পরদানসিন স্ত্রীলোক, জেল কয়েদি, পীড়িত ব্যক্তি এবং সম্ভ্রান্ত পদবীর লোক (যাহাদের আদালতে হাজির হইতে হয় না)

সাক্ষীকে হাজির করিবার জন্য সমনের প্রার্থনা করিলে সমন বাহির করিবার খরচা ব্যতীত যাতায়াত প্রভৃতির খরচা দিতে হববে। দলিল সম্পাদনকারীর নামে সমন বাহির করিবার জন্য পিয়ন ফি ছাড়া অন্য খরচা জমা 'দতে হয় না। (Rule 106) (১)

দলিল সম্পাদনকারী যগুপি সমন পাইয়াও রেজিষ্ট্রী আফিসে উপস্থিত না হন তাহা হইলে তিনি দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করিতেছেন বুঝিয়া লইয়া রেজিষ্ট্রী নামঞ্জুর হইয়া থাকে। (I. L. R. 11 Bom. 691)

সমনে হাজির না হইলে ওয়ারেণ্ট বা সম্পত্তি ক্রোক প্রভৃতি যে সমস্ত বিধান আছে, সে সমস্ত রেজিষ্টারি আফিস হইতে হইয়া থাকে। সবরেজিষ্ট্রারকে রেজিষ্ট্রারের আদেশ লইয়া সে সকল কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়। (Rule 199)

সমনের আবশুক হইলে রেজিষ্টারি কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিতরূপ দরখাস্তের সহিত ৩ খানি সমন লিখিয়া দিতে হয় এবং দরখাস্তের উপর পিয়াদার মিয়াদস্বরূপ ৸৹ আনার (২) কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প অাঁটিয়া দিতে হয়।

---

(১) এবারকার রুলে দেখা যায় প্রত্যেক সমনের প্রার্থনা সহ বারবরদারী খরচ দিতে হইবে, কিন্তু এ ব্যবস্থা কতদূর সঙ্গত তাহা বলা যায় না। কারণ দাওয়ানি কার্য্যবিধির ৫ ও ১৬নং আদেশ অনুসারে রেজিষ্টারি আফিসের সমন ইস্থ হয় (Rule 106) ৫নং আদেশ (order V of the Code of Givil Procedure) এবং ১৬নং আদেশ দুইটী স্বতন্ত্র বিষয়। একটী (order V) বাদীর নামে, অপরটী (order XVI) সাক্ষীর নামে সমন ইস্থ হইবার ব্যবস্থা। বাদীর নামের সমন যখন ইস্থ হয়, দলিল সম্পাদনকারীর নামেও সেই নিয়মানুসারে সমন পাঠান কর্তব্য। দাওয়ানি কার্য্যবিধিতে বাদীর নামে সমন পাঠাইতে হইলে (order V) খরচ দিতে হয় না, কেবল সাক্ষীর সমন (order XVI) খরচা দিতে হয়; সুতরাং দলিল সম্পাদনকারীর নামে সমন ইস্থ জন্য বারবরদারী দিতে হয় না। কেবল সমন জারীর জন্য পিয়নের ফি দিতে হয়।

(২) যে সকল রেজিষ্টারি আফিসে মুনসফি আদালতের নিয়মানুসারে পেয়াদার মিয়াদ লওয়া যায় সেখানে সেইরূপ খরচা দিতে হইবে।

বাঙ্গালা ভাষা যে দেশের প্রচলিত ভাষা নহে সে দেশে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সমন না পাঠাইয়া ইংরাজি ভাষায় লিখিত সমন পাঠাইতে হয়। (Rule 107) বা তাহার সহিত ইংরাজির একখানি তরজমা পাঠাইতে হয়।

দলিল রেজিষ্ট্রীর জন্য সম্পাদনকারী বা সনাক্তদার বা মৃত ব্যক্তির উইল রেজিষ্ট্রী করণ জন্য সাক্ষীর নামে সমন প্রভৃতি রেজিষ্ট্রী আইনের ৩৬ ধারা মতে সম্পন্ন হয়। কিন্তু অন্য কোন কারণে সাক্ষীর উপস্থিতি আবশ্যক হইলে ৩৬ ধারার বলে না হইয়া ৩৯ ধারার বিধান অনুযায়ী সমন হইয়া থাকে।

দরখাস্তের নমুনা।

চারিআনার ষ্টাম্প।

মহামহিম শ্রীযুক্ত শ্রীরামপুরের সবরেজিষ্ট্রার মহাশয়

সমীপেষু-

দরখাস্তকারী অম্বিকাচরণ গুপ্তের নিবেদন এই যে বিগত ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে চাতরা নিবাসী শ্রীজ্ঞানদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নিকট ২০০০৲ টাকা লইয়া ষ্টেশন শ্রীরামপুরের অধীন বিরামপুর গ্রামস্থিত ২৫৲ বিঘা নিষ্কর ভূমি বিক্রয় করিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত রেজিষ্টারি অফিসে উপস্থিত হইয়া দলিলের রেজিষ্টারি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া না দেওয়ায় সেই দলিল দাখিল করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে উপযুক্ত খরচাদি লইয়া উক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে সমন জারি করিবার আদেশ হয়। ১৮৯৬ সাল ৩রা মার্চ্চ।

সমন।

Board's Miscellaneous No. 208.

REVENUE PROCESS.

SUMMONS TO EXECUTANTS.

জেলা হাবড়া উলুবেড়িয়া কালেক্টরি কাছারি।

সমন

বনাম শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং সিজবেড়ে, থানা উলুবেড়িয়া প্রতি।

বাগনান থানার অন্তর্গত হারোপ গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধাবিনোদ কর এক খণ্ড দরখাস্ত করিয়াছেন যে তুমি তাহার নাম বরাবর ১ কেতা ১০০০৲ টাকার বন্ধকনামা দলিল লিখিয়া দিয়াছ কিন্তু রেজিষ্টারি করিয়া দিতেছ না, এ কারণ এই সমন দ্বারা তোমাকে তাগিদ হুকুম হইতেছে যে তুমি স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার দ্বারা সন ১৩০৩ সালের (১) আগষ্ট তারিখে বেলা ১১ ঘটিকার সময় মোকাম উলুবেড়িয়ার শ্রীযুক্ত সবরেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইবে, তদন্যথায় মাফিক আইন আমলে আসিবে।

---

(১) তারিখের স্থান ফাঁক রাখিবেন, রেজিষ্টারি কার্য্যকারক দিন ধার্য্য করিয়া দিবেন। এইরূপ ছাপান ফরম গভর্ণমেণ্ট হইতে পাওয়া যায়। রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকগণ ইণ্ডেণ্ট করিলেই পাইতে পারিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই সমন ফরমের অস্তিত্বের বিষয় অনেক সবরেজিষ্ট্রার অনবগত

ইংরাজি সমনের নমুনা।

SUMMONS NO.

To

of

Take Notice that you are hereby required to appear before the Sub Registrar of Calcutta (either persaoally or by duly authorized agent) on ______ ______ the ______

19 at e'even o'clock A. M. at his office for the purpose of admitting the execution of a certain deed of. ______________________, bearing pending No. __________ or alleged to have been executed by you in favor of

HEREIN FAIL NOT

Given under my hand and seal this the

Collector of Calcutta.

(৬৭)

গ্রেপ্তারী বা সম্পত্তি ক্রোকের বিষয়।

সমন পাইয়াছে এরূপ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে দলিল সম্পাদনকারী উপস্থিত হইতেছেন না, তখন বুঝিতে হইবে দলিলের সম্পাদন স্বীকার করা তাঁহার ইচ্ছা নহে। এরূপ স্থলে তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট ইস্যু না হইয়া দলিলের রেজিষ্ট্রী মাত্র নামঞ্জুর হইবে। (I. L. R. 5 Cal. 145)

মৃত ব্যক্তির উইল রেজিষ্ট্রীর জন্য যদ্যপি সাক্ষীদিগের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক হয় এবং তাঁহারা সমনে হাজির না হইলে ওয়ারেণ্ট (১) বা সম্পত্তি

ক্রোক (১) প্রভৃতি যে সকল বিধান আছে তাহা জেলার রেজিষ্ট্রারের অনুমতি ক্রমে করা যাইতে পারে।

ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করিবার পর কত টাকার জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে সবরেজিষ্ট্রার তাহা উল্লেখ করিয়া রেজিষ্ট্রার সমীপে সেইরূপ ওয়ারেণ্ট পাঠাইয়া দিবেন। রেজিষ্ট্রার সেই পরওয়ানা নাজিরকে জারি করিবার জন্য দিবেন, অথবা কোন সবডিভিজনের নাজিরের নিকট জারির আদেশ সহ পাঠাইয়া দিবেন।

(৬৮)

ভিজিট ও কমিশনের বিষয়।

রেজিষ্টারি আইনের ৩১ ধারা মতে সবরেজিষ্ট্রার স্বয়ং দলিলদাতার বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া যে সকল দলিল বা দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র দাখিল লয়েন বা দাখিল লইয়া রেজিষ্টারি কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহাকেই "ভিজিট" কহে। (২)

রেজিষ্টারি আইনের ৩৩ ও ৩৮ ধারা মতে যে সকল দলিল রেজিষ্টারি আফিসে দাখিল হয় ও যাহার রেজিষ্টারির জন্য সবরেজিষ্ট্রার স্বয়ং বা তাঁহার আমলা সম্পাদনকারীর বাসস্থানে উপস্থিত হন তাহার নান "কমিসন।" (৩) ৩১ ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে রেজিষ্ট্রীযোগ্য দলিল ও উইল মাত্র দাখিল হইবে সুতরাং এই ধারায় মোক্তারনামা তছদিক হইতে পারে না।

পরদানসীন স্ত্রীলোক, (৪) পীড়িত ব্যক্তি বা কেহ জেলে থাকিলে সেই সকল লোকের জন্য কমিশন ইস্যু হয়। তদ্ব্যতীত যাঁহারা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদালতে উপস্থিত হইবার নিয়ম হইতে মুক্ত হইয়াছেন (৫) তাঁহাদের পক্ষেও কমিশন হইয়া থাকে। পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোককে সমনে হাজির করা যায় না।

---

(১) Order xvi No, 10 of The Code of Civil Procedure,

(২) ভিজিটের খরচা (J. fee) ২০৲ টাকা। বিশেষ কারণ ব্যতীত দলিল দাতার বাটিতে দলিল দাখিল হয় না। ইহা লওয়া না লওয়া সবরেজিষ্ট্রারের ইচ্ছাধীন। ইহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন আপত্তি চলে না। দলিল দাখিল করিয়া কমিশনের প্রার্থনা করাই নিয়ম। মোক্তারনামা ৩১ ধারা মতে দাখিল করা আইন সঙ্গত নহে। উহা ৩৩ ধারা মতে হইয়া থাকে।

(৩) কমিশনের খরচা (K. fee) ৫৲ টাকা।

(৪) দেওয়ানি কার্য্যবিধির ১৩২ ধারা দেখুন।

(৫) দেওয়ানি কার্য্যবিধির ১৩৩ ধারা দেখুন।

List of persons exempted by Government from personal attendance in Civil Courts under the provisions of Section 22 of Act VIII of 1859. Section 641 of Act X of 1877, Section 641 of Act.XIV of 1882 and Section 133 of Act V of 1908. Corrected up to 31st Decembar 1924.

Names of Persons	Residence.
1. Maharaja Bhupendra Chandra Singh of Susang	Susang Mymensingh
2. Maharaja Sashi Kanta Acharyya Chaudhuri of Muktagacha	Muktagcha Mymensingh
3. Maharaja Rao Jogendra Narayan Roy C. I E. of Lalgola	Lalgola Murshidabad
4. Raja Pramatha Bhusan Deb Roy Bahadur	Naldanga, Jessore
5. Maharaja Jagadis Nath Rai	Dinajpur
6. Moharaja Sir Manindra Chandra Nandi K. C. I. E.	Kasimbazar Murshidabad
7. Sir Bijay Chand Mahtab K. C. S. I. G. C. I. E. I. O. M. Moharaja Adhiraj Bahadur of Burdwan †	Burdwan
8. Raja Bhuban Mohan Rai (Chakma Chief)	Chittagong Hill Tracts
9. The Hon'ble Ihtisham-ul-Mulk, Raisud Daula, Amir-ul-umara, Nowab Sir Asif Kdar Saiyid Wasif Ali Mirza Khan Bahadur, Mahabat Jang K. C. S. I., K. C. V. O., Nawab Bahadur of Murshidabad. †	Murshidabad *
10. Moharaja Sir Prodyot Kumar Tagore Bahadur Kt, †	Calcutta
11. Nowab Khwaja Habibulla of Dacoa.	Dacca

* Son of the late Nawab Nazim

† The previlege enjoyed by these Chiefs and Noblemen is hereditary

কমিশন প্রার্থনা করিবার সময় সেই স্থানে যাতায়াতের খরচা, মাইল প্রতি ।০ আনা হিসাবে জমা দিতে হইবে। (১)

এক ব্যক্তির যদ্যপি ৫ খানি দলিল কমিসনে রেজিষ্টারি করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ৫ খানিরই কমিশন খরচা দিতে হইবে; অর্থাৎ প্রত্যেক দলিলের জন্য স্বতন্ত্র কমিশন ফি দিতে হয়। তবে প্রতিলিপি (dnplicate) ইত্যাদি দাখিল হইলে তাহাও কমিশনে রেজিষ্টারি হইয়া থাকে, কিন্তু তজ্জন্য আর স্বতন্ত্র কমিশন ফি দিতে হয় না।

এক দলিলে যদ্যপি ৫ জন সম্পাদনকারী থাকেন তাহা হইলে একই কমিশন ফি দ্বারা তাঁহাদের রেজিষ্ট্রী হইবে, প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র ফি দিতে হইবে না। এক দলিলে যদি ৫টি স্ত্রীলোক কমিসন দ্বারা রেজিষ্ট্রী করেন এবং প্রত্যেকের নিবাস যদি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে হয়, আর যদি সবরেজিষ্ট্রারকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে যাইয়া রেজিষ্ট্রী করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র ফি দিতে হইবে। এক গ্রামের ভিন্ন বাটীতে হইলেও স্বতন্ত্র ফি, কিন্তু তাঁহারা যদ্যপি সকলে এক গ্রামের এক গৃহে উপস্থিত হন, তাহা হইলে আর স্বতন্ত্র ফি দিতে হইবে না, এক ফিতেই হইবে।

কমিশন হইবার উপযুক্ত কোন দলিলের সম্পাদনকারী যদি অন্য সবরেজিষ্টারির এলাকায় বাস করেন এবং সে এলাকায় যদ্যপি কোন সম্পত্তি না থাকে তাহা হইলে যে এলাকায় সম্পত্তি আছে সেখানে দলিল দাখিল করিলে অন্য এলাকা হইতেও কমিশন দ্বারা রেজিষ্টারি হইয়া থাকে।

রেজিষ্ট্রী আইনের ৩টী ধারা অনুসারে কমিশন হইয়া থাকে, যথা;—

৩১ ধারা। দাতার বাটী হইতে দলিল গ্রহণ ও রেজিষ্ট্রী সম্পাদন।

৩৩ ধারা। মোক্তারনামা তছদিক জন্য কমিশন।

৩৮ ধারা। সাধারণ কমিশন।

৩১ ধারায় ভিজিট বিশেষ কারণ ভিন্ন মঞ্জুর হয় না। যেমন দুই পক্ষ স্ত্রীলোক এ অবস্থায় গ্রহীতার দাখিলের সুবিধা না থাকায় সম্পাদনকারীর বাটীতে দলিল

---

(১) ইহা মাইল প্রতি ।০ আনা করিয়া লাগে। মনে করুন একটি গ্রাম রেজিষ্টারি আফিস হইতে ৫ মাইল; সেখান হইতে যাতায়াতের খরচা ২।০ টাকা দিতে হইবে।

দাখিল হইতে পারে। কেহ মরণাপন্ন পীড়িত, অথচ তাহার উইল রেজিষ্ট্রী করা আবশ্যক; এ অবস্থায় উইলকারীর বাটীতে উইল দাখিল হইতে পারে, কিন্তু পীড়া সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে হয়। ৩১ ধারার ভিজিট সবরেজিষ্ট্রারকে স্বয়ং সম্পাদন করিতে হয়, আমলার দ্বারা হয় না। ইহার ফি ২০৲ টাকার কম হয় না।

৩৩ ধারার কমিশনের দরখাস্তের সঙ্গে মোক্তারনামা দাখিল করিতে হয়। কোন একজন মোক্তার বা অপরের দ্বারাও মোক্তারনামা দাখিল হইয়া থাকে। অধুনা মোক্তারনামার বাটীতেও দাখিল হইতে পারে।

কোন আমমোক্তার আপন বাটীতে দলিল দাখিল করিবার জন্য ৩১ ধারা অনুসারে দরখাস্ত করিতে পারেন না। মোক্তারনামা ৩১ ধারা অনুসারে দাখিল করা যায় না, কারণ মোক্তারনামা রেজিষ্ট্রী হয় না, তছদিক হয়। তবে যে সকল মোক্তারনামা রেজিষ্ট্রী হয়, তাহা ৩১ ধারার বিধানানুযায়ী দরখাস্তকারীর আবাস হইতে গৃহীত হইয়া রেজিষ্ট্রী হইতে পারে।

দরখাস্তের নমুনা।

(৩১ ধারার দরখাস্ত)

মহামহিম শ্রীযুক্ত গোঘাটের সবরেজিষ্ট্রার মহাশয়

বরাবরেষু।

শ্রীবরদাপ্রসাদ মিত্র

লিখিতং শ্রীবরদাপ্রসাদ মিত্র নিবেদন এই যে, বালি নিবাসী শ্রীযুক্ত কামদাপ্রসাদ মিত্রের পত্নী শ্রীমতী সুরবালা দাসী ঐ গ্রাম নিবাসী ৺কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নী শ্রীমতী কনকবালা দেবীর নামে একখানি ৫০০৲ টাকার বিক্রয় কোবালা সম্পাদন করিয়াছেন; এক্ষণে উক্ত শ্রীমতী সুরবালা দাসীর বাটি হইতে তাঁহার নিকট দলিলখানি দাখিল লইয়া রেজিষ্টারি কার্য্য সম্পন্ন করিবার আদেশ হয়। দলিল সম্পাদনকারিণী পরদানসীন স্ত্রীলোক। কমিশন ও বারবরদারী খরচা অত্র সহ দাখিল করিলাম, নিবেদন ইতি। তারিখ*

(৩৩ ধারার দরখাস্ত)

লিখিতং শ্রী * * নিবেদন এই যে, শ্রীমতী কনকবালা দেবী একখানি মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি পরদানসীন স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহার সম্পাদন স্বীকার উক্তি কমিশন দ্বারা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য উক্ত মোক্তার-নামা দাখিলপূর্ব্বক প্রার্থনা যে উপযুক্ত ফি কমিশন ও বারবরদারী গ্রহণে মথুরাবাটী গ্রামে সম্পাদনকারিণীর বাটীতে কমিসন হইবার আদেশ হয়। ইতি

(৩৮ ধারার দরখাস্ত)

লিখিতং শ্রী * * নিবেদন এই যে, মথুরাবাটী নিবাসিনী পরদানসীন্ স্ত্রীলোক শ্রীমতী কনকবালা দেবী আমার নামে একখানি কোবালা সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। আমি তাহা রেজিষ্টারির জন্য দাখিল করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার নিকট কমিশন ফি ও বারবরদারী গ্রহণে তাঁহার রেজি-ষ্টারি কার্য্য কমিশন দ্বারা সম্পন্ন করা হয়।

(প্রকারান্তর)

লিখিতং শ্রী * * নিবেদন এই যে আমার মাতা ও আমি এ কোবালা সম্পাদন করিয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা—আমার রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পাদনান্তর কমিসন ফি ও বারবরদারী লইয়া পরদানসীন স্ত্রীলোক আমার মাতাঠাকুরাণীর রেজিষ্ট্রী কার্য্য মথুরাপুর গ্রামে আমার বাটিতে সম্পন্ন করিবার আদেশ হয়। ইতি।

(৬৯)

ভিন্ন ভাষায় দলিল লিখিত হইবার বিষয়।

যদ্যপি এমন কোন দলিল দাখিল হয়, যাহার ভাষা রেজিষ্টারি কার্য্যকারক অবগত নহেন এবং যাহা সাধারণতঃ তৎপ্রদেশে ব্যবহৃত হয় না, তাহা হইলে সেই দলিলের একখানি অবিকল নকল ও চলিত ভাষায় তাহার একখানি সঠিক অনুবাদ (১) দাখিল না করিলে তাহা রেজিষ্টারির জন্য গৃহীত হইবে না।

---

(১) Read Sec 19 of The Registration Act মিথ্যা অনুবাদ একটি গুরুতর অপরাধ। "অপরাধ ও দণ্ড" শীর্ষক পরিচ্ছেদে দেখুন।

ম্যানুয়েলে কোন্ ভাষা কোন্ কোন্ স্থান সমূহে প্রচলিত ও সাধারণতঃ প্রচলিত ভাষা বলিয়া গণ্য হইবে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কোন কাজের নহে। রেজিষ্টারি আইনের ১৯ ধারার আদেশই প্রতিপালিত হয় অর্থাৎ রেজিষ্টারি কার্য্যকারক যে ভাষা অনবগত, তিনি সে ভাষায় লিখিত দলিলের অনুবাদ ইত্যাদি দাখিল না করিলে তাহা রেজিষ্ট্রী করেন না। বাঙ্গালা ও ইংরাজি দলিলে উর্দ্দু নাগরী, গুজরাটী প্রভৃতি নানা ভাষায় সাক্ষীর সহি থাকে, কলিকাতা প্রভৃতি স্থলে ষেই স্বাক্ষরের নিম্নে ইংরাজী অক্ষরে কি লিখিত আছে তাহা পক্ষগণকে পেন্সিলে লিখিয়া দিতে হয়। রেজিষ্টারি বহিতে আমলারা পেন্সিলে তাহার নকল করিয়া থাকে। ১৯ ধারায় কেবল ভিন্ন ভাষায় লিখিত দলিলে রেজিষ্ট্রীর কথা আছে, সুতরাং ভিন্ন ভাষায় লিখিত মোক্তারনামা তছদিক হইবে না।

দার্জ্জিলিং	... ইংরাজী, হিন্দুস্থানী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা।
বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ।	... ইংরাজী, বাঙ্গালা ও উর্দ্দু

রেজিষ্ট্রী আফিসে এক প্রকার কাগজ (১) বিক্রয় হয়, তাহাতেই এই সকল অনুবাদ লিখিতে হয়। এই কাগজে লম্বা দিকে লিখিতে লয়। কাগজের বামদিকে ৫।৬ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান রাখিয়া একটি রুল টান এবং দক্ষিণ দিকে ২ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান রাখিয়া আর একটি রুল টান, এই রুলের মধ্যস্থলে দলিলের অনুবাদ লিপিবদ্ধ হইবে। এক পৃষ্ঠায় নকল শেষ না হয়, অন্য পৃষ্ঠায় ঐরূপ রুল টানিয়া লিখিতে হইবে। যে পৃষ্ঠায় লেখা হইবে তাহার অপর পৃষ্ঠায় ফাঁক দিবার আবশ্যক নাই। লেখা বেশ ফাঁক ফাঁক ও পরিষ্কার হইবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ২০ ছত্রের অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। প্রতি ছত্রে ১৫টা শব্দের বেশী লেখারও আবশ্যক নাই। (২)

(১) Cartridge paper ইহা রেজিষ্ট্রী আফিসে বিক্রয় হয় মূল্য প্রত্যেকটি অর্দ্ধ আনা।

(২) এই অনুবাদ রেজিষ্ট্রী আফিসের বহিতে নকল হয় আর নকলটি রেজিষ্ট্রী আইনের ৬২ (১) ধারা অনুসারে দাখিল। এই নকলে সকল ইণ্ডর্সমেণ্ট নকল করিতে হয়। কোন আফিসে কপি পাঠাইতে হইলে অনুবাদের কপি যায়। (Sec. 62 (2) Regn Act) এবং রুলে যে সকল Fi'e book রাখিতে হয় তাহা লিখিত হইয়াছে কিন্তু এই ফাইলের কোন কথা হয় নাই সে যাহা হউক বৎসরান্তে উক্ত ফাইল সদর আফিসে পাঠাইয়া দিতে হইবে

কোন দলিলের ষ্ট্যাম্পের ইণ্ডর্সমেন্ট যদি ভিন্ন ভাষায় লিখিত হয় যাহা সে জেলায় সাধারণতঃ ব্যবহার হয় না এবং সবরেজিষ্ট্রার বুঝেন না তাহা হইলে তাহারও অনুবাদ দিতে হইবে, এবং উহা সঠিক অনুবাদ বলিয়া দাখিল করিলে Certify করিয়া ও সহি করিয়া দিতে হইবে। (Read Rule 30) ভিন্ন ভাষায় লিখিত মোক্তারনামা সম্বন্ধে এই নিয়ম অর্থাৎ অনুবাদ দাখিল করিতে হইবে। (Rule 95)

(৭০)

রেজিষ্টারি অগ্রাহ্য হইবার বিষয়।

নিম্নলিখিত কারণে দলিলের রেজিষ্টারি অগ্রাহ্য হইয়া থাকে ;—

১। উপযুক্ত আফিসে, অর্থাৎ যাহার এলাকায় স্থাবর সম্পত্তি আছে, তথায় দলিল দাখিল না হইলে তাহা ফেরত দেওয়া হয়। (২৮, ২৯ ও ৩০ ধারা।)

২। যদি দলিল দেশের প্রচলিত ভাষায় লিখিত না হয়, বা প্রচলিত ভাষায় উহার অনুবাদ ও উহার আর একখানি সঠিক নকল ঐ দলিলের সঙ্গে না দাখিল করা হয়। (১৯ ধারা)

৩। আবশ্যকীয় তোলা পাঠ বা কাটকুটে যগুপি কৈফিয়ত না থাকে। (২০ ধারা)

৪। স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ চৌহদ্দি ইত্যাদি না থাকিলে। ২১ এবং ২২ ধারা (১)

৫। যদি উপযুক্ত সময় মধ্যে (অর্থাৎ দলিল লেখা পড়ার ৪ মাস মধ্যে) দলিল দাখিল না হয় যদি কোন তারিখে দলিল সম্পাদন হইয়াছে তাহা দলিলে না দেওয়া থাকে বা না ঠিক করা যায়। (২৩ হইতে ২৬ ধারা)

---

(১) Nothing shall disentitle a document to be registered if the description of the property to which relates is sufficient to identify that property. কিন্তু যেখানে Cadaytral stamp সেখানে দরখাস্ত না দিলে দলিল অগ্রাহ্য হইবে।

৬। এমন লোকের দ্বারা দলিল দাখিল হয়, যাহার দাখিল করিবার ক্ষমতা নাই। (৩২ বা ৪০ ধারা)

৭। রেজিষ্ট্রী খরচা দিতে অস্বীকার করিলে।

৮। যদি মাপের বা প্লানের অতিরিক্ত কোন দাখিল না করিলে। (২১ (খ) ধারা)

রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য হইলে রেজিষ্টারি কার্য্যকারক ২নং বহিতে সেই আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন। (৩)

যদি দলিল দাখিলকারী প্রার্থনা করেন যে উল্লিখিত দোষ সমূহ সংশোধন করিয়া দিবেন, তাহা হইলে আর নামঞ্জুর হইতে পারে না। কিন্তু সময় মধ্যে (২৩, ২৪, ২৫ অথবা ২৮ ধারা মতে) সে কার্য্য সম্পাদিত না হইলে রেজিষ্টারি অগ্রাহ্য হইবে।

সমনে হাজির হইয়া দলিলের সম্পাদন কার্য্য অস্বীকার কলিলে ফৌজদারির হাঙ্গামা আছে, অর্থাৎ দলিল জাল বা দাতা সম্পাদন কার্য্য অস্বীকার করিয়া মিথ্যা কথা কহিয়াছেন তাহার তদন্ত হইয়া থাকে, এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলে ফৌজদারি সোপরদ্দ হইয়া থাকে। কিন্তু সমন পাইয়া হাজির না হইলে বা হাজির হইতে তাচ্ছিল্য করিলে সেই বিষয় রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের নিকট প্রমাণিত হইবামাত্র রেজিষ্ট্রী কার্য্য অগ্রাহ্য হয়। অথবা প্রমাণ না হইলে রেজিষ্ট্রীর সময় গত হইবামাত্র রেজিষ্ট্রী না-মঞ্জুর হইয়া থাকে। (১) কিন্তু সামনে হাজির না হইলে সমন অমান্য জন্য দণ্ডবিধি আইনের ১৭৪ ধারা মতে দণ্ড হইতে পারে না।

---

(২) যদ্যপি উহা উইল ভিন্ন অন্য দলিল হয়।

(৩) দলিল দাখিলকারী বা গ্রহিতা দরখাস্ত করিলে সাদা কাগজে ইহার নকল পাইবেন ও খরচা লাগিবে না। কিন্তু ১৯২২ সালের Royal stamp (Amendment) Act no ২৪ আর্টিকেলে IA বিধান অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। এবং দ্বিতীয় বার নকল লইতে হইলে Act F & C অনুসারে নকল ফি দিতে হইবে। কিন্তু রেজিষ্ট্রারের হুকুমের নকল লইতে হইলে ৫০৲ টাকার বা উহার কম মূল্যের সম্পত্তি হইলে ।৵০ আনা তদতিরিক্তে ৸০ আনার কোর্ট ফি দিতে হইবে উহার মূল্য না থাকিলে ৸০ আনা জমা লাগিবে এবং Act অনুসারে নকল ফিও লাগিবে।

(১) I. L. R. 3. Cal. 445. and I. L. R 11 Bom. 691.

নিম্নলিখিত কারণেও রেজেষ্টারি না-মঞ্জুর হইবে ; যথা—

১। দলিল সম্পাদনকারী সম্পাদন কার্য্য অস্বীকার করিলে। (৩৫ ধারা)

২। সম্পাদনকারী সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করিতে নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে উপস্থিত না হইতে পারিলে। (৩৪ ধারা)

৩। সম্পাদনকারী মৃত হইলে ও তাঁহার প্রতিনিধি বা এসাইনি দলিল সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিলে। (৩৫ ধারা) (২)

৪। দলিল সম্পাদনকারী নাবালক, (৩) জড়প্রকৃতি বা উন্মাদ বলিয়া বিবেচিত হইলে। (৩৫ ধারা)

৫। দলিল সম্পাদনকারী প্রকৃত সেই ব্যক্তি কি না, তদ্বিষয়ে রেজিষ্টারি কার্য্যকারকের সন্দেহ হইলে। (৩৫ ধারা)

৬। দলিল সম্পাদনকারীর মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা রেজিষ্টারি কার্য্যকারকের অবিশ্বাস হইলে (৩৪ ধারা)

৭। যদি কোন আমমোক্তারকে কোন দলিলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করিতে হয় এবং যদি তাঁহার আমমোক্তারনামা আইনসঙ্গত না হইয়া থাকে, অথবা দলিল সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি (Representative) বা এসাইনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আপনাদিগকে প্রতিনিধি বা এসাইনি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে। (৩৫ ধারা)

৮। উইল বা দত্তক পুত্র গ্রহণের ক্ষমতা সম্বন্ধে দাতার মৃত্যুর পর উহা দাখিল হইলে রেজেষ্টারি কার্য্যকারকের নিকট উহার সম্পাদন সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমান না দিতে পারিলে। (৪১ ধারা)

---

(২) কেহ যদ্যপি কাহারও স্ত্রীর নামে কোন সম্পত্তি সত্তান্তর করিয়া মার। যান এবং সেই স্ত্রীই যদ্যপি তাঁহার প্রতিনিধি হন, তাহা হইলে আপনার নামের দলিল সেই স্ত্রী স্বয়ং সম্পাদন স্বীকার দ্বারা রেজিষ্ট্রী করিবেন। 10 C. W. N, 717 ; 33 C 584.

যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক প্রতিনিধি থাকে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ স্বীকার করে এবং কেহ অস্বীকার করে তাহা হইলে সকলের পক্ষেই রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য হইবে। (Cir. No. 7 for 1903.)

(৩) সবরেজিষ্ট্রার সাবালক সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার মতে নাবালক বলিয়া ধারণা হইলেই হইল। এরূপ না-মঞ্জুর হইলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে হয় সেখানে প্রমাণাদি গৃহীত হইয়া থাকে। অপীলের মেয়াদ রেজিষ্ট্রী না-মঞ্জুর হইবার ৩০ দিন মধ্যে।

৯। নির্দ্ধারিত ফি বা জরিমানা না দিলে। (২৫ ৩৪ এবং ৮০ ধারা)

একের অধিক ব্যক্তি একযোগে একখানি দলিল সম্পাদন করিয়া দিলে, পক্ষগণের মধ্যে যদি এক বা ততোধিক ব্যক্তি সম্পাদন কার্য্য অস্বীকার করে বা তাহাদের মধ্যে এক বা ততোধিক ব্যক্তি নাবালক, জড়প্রকৃতি বা উন্মাদ হয়, তাহা হইলে উক্ত পক্ষগণের মধ্যে যাহারা দলিলের সম্পাদনকার্য্য স্বীকার করিবে ও নাবালক, জড়প্রকৃতি বা উন্মাদ না হইবে, তাহার বা তাহাদের পক্ষে দলিল রেজিষ্টারি হইবে ও অন্য সকলের পক্ষে অগ্রাহ্য হইবে।

. কোন দলিলের উদ্দেশ্য বা বিষয় অসৎ বা বে-আইনি হইলে, উক্ত দলিলের রেজিষ্টারি কার্য্য অগ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু যদি কোন দলিলে কোন বেশ্যাকে বা বেশ্যা জাতীয় কাহাকেও কোন বালিকা হস্তান্তরের কথা লেখা থাকে, কিম্বা কোন ব্যক্তির উপর কোন বে-আইনি কাজ করা বা কোন বে-আইনি চুক্তির কথা থাকে, তাহা হইলে সবরেজিষ্ট্রার সেই বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রারকে জানাইতে পারিবেন এবং তিনি সন্দেহসূচক বিবেচনা করিলে ঐ বিষয়ে তদন্ত করিবেন, অথবা আবশ্যক বোধে ফৌজদারি সোপরদ্দ করিবেন।

(৭১)

রেজিষ্ট্রী গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্যের সংক্ষিপ্ত বিধি।

১। যদ্যপি সমস্ত সম্পাদনকারী উপস্থিত হইয়া দলিলের সম্পাদন স্বীকার করেন তাহা হইলে সকলের সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রী হইবে।

২। যদ্যপি কেহ উপস্থিত হইয়া সম্পাদন স্বীকার করেন এবং কেহ অস্বীকার করেন তাহা হইলে যিনি বা যাঁহারা স্বীকার করিবেন, তিনি বা তাঁহাদের পক্ষে রেজিষ্ট্রী হইবে এবং অস্বীকারকারীদিগের রেজিষ্ট্রী না-মঞ্জুর হইবে। (Rule 55)

৩। যদ্যপি কতক লোক স্বীকার করেন এবং সমনজারী সত্ত্বেও বাকী লোক হাজির না হন তাহা হইলে স্বীকারকারীদিগের পক্ষে রেজিষ্ট্রী হইয়া অনুপস্থিত পক্ষগণের রেজিষ্ট্রী না-মঞ্জুর হইবে।

৪। যদ্যপি কতক লোক উপস্থিত হইয়া সম্পাদন স্বীকার করেন এবং যাঁহারা উপস্থিত না হন, তাঁহাদের নামে সমনজারি না হয়, তাহা হইলে ৪ মাস

সময় গত হইবার পর অনুপস্থিত পক্ষগণের পক্ষে রেজিষ্ট্রী না-মঞ্জুর হইবে এবং সম্পাদন স্বীকারকারী দিগের পক্ষে রেজিষ্ট্রী হইবে। যাহাদের পক্ষে না মঞ্জুর হইবে তাহাদের নাম উল্লেখ করিতে হইবে যথা refused in respect of A &c &c

৫। কতকগুলি প্রতিনিধি সম্পাদন স্বীকার করেন এবং বাকি সকলে করেন না ; এ স্থলে সকলের পক্ষেই রেজিষ্ট্রী না-মঞ্জুর হইবে। (১)

(৭২)

নাবালক ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা।

নাবালকের (অর্থাৎ যাহার ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হয় নাই) তাহার দলিল সম্পাদনের ক্ষমতা নাই। তবে পিতা যদ্যপি নাবালক হন তাহা হইলে তাঁহার উইল দ্বারা শিশু সন্তানের অভিভাবক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা আছে। (২) কিন্তু পুত্রবান ব্যক্তি নাবালক বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি উইল দ্বারা সম্পত্তি অর্পণ করিতে পারিবেন না। (৩)

নাবালকের সম্পত্তি তাঁহার অভিভাবক বেচিতে পারেন, কিন্তু পিতা বা মাতা যদ্যপি সেই অভিভাবকের কার্য্য করেন তাহা হইলে রেজিষ্ট্রী সম্বন্ধে কোন বাধা হয় না, অপরে অভিভাবক হইয়া বিক্রয় করিলেও সেই নিয়ম, তবে আদালতের নিযুক্ত অভিভাবক হইলে সম্পত্তি বিক্রয় কালে আদালতের অনুমতি পত্র রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিতে হয়। মাতা বা পিতা নাবালক পুত্রের আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত অলি অছি স্বরূপ সম্পত্তি বিক্রয় করিলে তাঁহাদেরও আদালতের আদেশ পত্র দাখিল করিতে হইবে।

পাগলের পিতা মাতা বা অপর কেহ তাহার অভিভাবক হইয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন। পাগল সম্বন্ধে আইনের বলে যাহারা তাহার অভিভাবক

---

(১) এইখানে সাধারণ নিয়মের অন্যথাচরণ হইয়াছে। ৩৫ ধারায় বিশেষ কিছু না থাকায় এইরূপ না মঞ্জুর হওয়াই আইন সঙ্গত।

(২) See Sec 47 of the Indian Succession Act

(৩) Sec 46 of the I. S. Act, ১৮৬৮ সালের ১ আইনের "পিতা" "পুত্রের" উদাহরণ স্থলে দেখা যায় যে পোষ্যপুত্রের পিতাও পিতা পদবাচ্য, কিন্তু সেইরূপ নাবালক পিতা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কারণ সাবালক না হইলে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা চলিবে না এবং সাবালক ভিন্ন উইল দ্বারাও সে ক্ষমতা প্রদত্ত হইতে পারিবে না।

বা তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হন, তাঁহারা আদালতের অনুমতি ক্রমে কেবল মাত্র পাগলের সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন। তবে কেহ কেবল মাত্র "পাগল অমুকের অভিভাবক" বা "নাবালক অমুকের গার্জ্জেন" বলিয়া সহি করিলে স্বাক্ষরকারী সম্পাদনকারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহার পক্ষে রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কেন না কেহ আমমোক্তার বলিয়া সহি করিলে যিনি সহিকারক তিনি দলিল সম্পাদনকারী বলিয়া গণ্য হন, তখন অভিভাবক বা গার্জ্জেনই বা না হইবেন কেন? (১)

(৭৩)

উইল রেজিষ্ট্রীর বিষয়।

সকল দলিলাদির ন্যায় উইলও রেজিষ্ট্রী হয়। রেজিষ্টারি আইনের ৪০ ধারা মতে উইল রেজিষ্টারির জন্য উইলকারী ভিন্ন অপর কেহ তাহা রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিতে পারে না (১) আমমোক্তারের উইল দাখিলের ক্ষমতা নাই কিন্তু উইলকারীর মৃত্যু হইলে উইলের এক্সিকিউটার বা উইলকৃত সম্পত্তিতে যাঁহাদের দাবী আছে, তাঁহারা দাখিল করিয়া রেজিষ্টারি করাইতে পারেন। উইল কোন রেজিষ্টারি আফিসে ডাকে পাঠাইলে তাহা বেয়ারিং ডাকে ফেরত দেওয়া হয়। (২)

---

(১) "Hindus attain their majority at the beginning of the 18th year according to the Bengal School, aud at the end of the 16th year according to other school ; Mahommedans at the end of the 16th year, unless the sooner they arrive at puberty" Cowell's Hindu Law. H. 173. 81

By English law majorty is attained at 21 years and under the Indian Succession Act at 18.

A minor under the Court of Wards, or of whose person or property a guardian has been or shall be appointed by any court of justice, shall attain majorty when he has completed his age of 21 years. See sec 3. of the Indian Majority Act IX of 1875.

When a guardian has once been appointed the disability of infancy will last till the age of 21 whether the original guardian continue to act or not.

(১) রেজিষ্টারি আইনের ৪০ (১) ধারা

(২) Read rule 97

উইলকারী পীড়িত হইলে রেজিষ্টারি আফিসে উইল দাখিল করিয়া কমিশনের প্রার্থনা আদৌ হয় না, এরূপ স্থলে ৩১ ধারা অনুসারে উইলদাতার বাটীতে উইল দাখিল হইবে বলিয়া প্রার্থনা করা ভিন্ন উপায় নাই। কলিকাতার রেজিষ্টারি আফিসে ও অন্যান্য আফিসে পীড়ার জন্য কমিশন ইস্যু করাইতে হইলে দরখাস্তের সঙ্গে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হয়।

উইলকারী স্বয়ং বা আমমোক্তার দ্বারা উইল মোড়ক মধ্যে রাখিয়া শীল মোহর করিয়া তাহা সদর রেজিষ্টারি আফিসে জমা রাখিতে পারেন। (১)

উইলকারী ইচ্ছা করিলে যে উইল জমা রাখিয়াছেন তাহা আবার সেই রেজিষ্টারি আফিস হইতে স্বয়ং বা আমমোক্তারদ্বারা ফেরত লইতে পারেন। উহা জমা রাখিবার বা ফেরত দিবার সময় তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে পরিচিত (সনাক্ত) করিয়া দিবার লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।

উইলকারীর মৃত্যুর পর কেহ আবেদন করিলে এবং রেজিষ্ট্রার যদ্যপি প্রমাণ পান যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তাহা হইলে তিনি সেই আবেদনকারীর সাক্ষাতে সেই মোড়ক খুলিবেন এবং তাঁহারই ব্যয়ে তাহা উপযুক্ত বহিতে নকল করাইবেন। নকল হইবার পর সে দলিল আবার রেজিষ্টারি আফিসে জমা থাকিবে, তাহা কাহাকেও ফেরত দেওয়া হয় না। তবে সেই উইলের নকল যে কেহ পাইতে পারেন। (২)

---

(১) রেজিষ্টারি আইনের ৪২ ধারা।

(২) মোড়ক খুলিবার ফি (C) (f) ৪৲ টাকা এবং দলিল নকল লইবার ফি আবেদা নকল লইবার খরচা হিসাবে দিতে হইবে।

উইল রেজিষ্টারি খরচা (C) (e) ৮৲ টাকা তদ্ব্যতীত বড় উইল হইলে রেজিষ্টারি আফিসের বহির যত পৃষ্ঠা হইবে, সেই হিসাবে পৃষ্ঠার প্রতি ॥৹ আনা করিয়া (N) পাত ফি দিতে হয়। উইলে ভিন্ন এলাকার সম্পত্তি থাকিলে তজ্জন্য কোন ফী দিতে হয় না। উইলে সম্পত্তির চৌহদ্দি না থাকিলেও রেজিষ্টারির পক্ষে কোন বাধা হয় না।

সব রেজিষ্টারি আফিসে মোড়ক করা উইল জমা হয় না। কেবল মাত্র জেলার রেজিষ্টারি আফিসে হয়। জমা রাখিবার ফি (C) (a) ফি ৪৲ টাকা। সাধারণ রসিদে তাহার রসিদ দেওয়া হয় এবং সেই রসিদে ৪২ ধারামতে উইল জমা গ্রহণ করা হইল এই মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করেন। এইরূপ উইল দাখিল গ্রহণের সময় রেজিষ্ট্রার বলিয়া দিবেন যে উইলকারীর মৃত্যু সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কোন তথ্য লইবেন না বা উইলে যাঁহাদের স্বার্থ আছে তাঁহাদিগকে উইলদাতার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিবেন না। Rule 97 (3)

(৭৪)

উইল সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম।

উইল ৪৫ ধারা অনুসারে খোলা হইলে তন্মর্ম্ম ৫নং বহিতে লিপিবদ্ধ হয়। (Rule 100.) যদি আদালতের আদেশে উইল খোলা হয় তাহা হইলেও সে বিষয় লিপিবদ্ধ হয় যদ্যপি ৪৬ ধারা অনুসারে কোন উইল কোন আদালতে দাখিল করিতে হয়, তাহা হইলে সেই উইল খোলার ও তাহা নকল করিবার খরচা রেজিষ্ট্রার বরাবর পাঠাইবার অনুরোধ লিপি সেই আদালতকে পাঠাইতে হয়। (Rule 101) উইল রহিতকরণ পত্রের জন্য Cancellation or revocation) কোন ষ্ট্যাম্প লাগে না এবং উহা ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা রহিতকরণপত্র ৩নং বহিতে নকল হইবে (Rule 103)।

যে সমস্ত উইল রেজিষ্ট্রী ও নামঞ্জুর হইয়াছে তাহা নষ্ট করা হইবে না। তাহাদিগকে দুইটি পৃথক বাণ্ডিলে রাখিতে হইবে এবং দুই বৎসর পর সদর আফিসে পাঠাইতে হইবে। I. G's. Circular No. 12 of 1915.

(৭৫)

উইল লেখার ভ্রম।

উইল লিখিতে লোকে বড় গোল করিয়া থাকেন। উইলে হয়ত কেহ লেখেন যে "আমি তোমায় সম্পত্তি উইল করিয়া দিলাম, তুমি আমায় যাবজ্জীবন ভরণ পোষণ করিয়া আমার সম্পত্তি ভোগদখল করিবে" ইত্যাদি। ইহা উইল নহে, ভরণপোষণের চুক্তিযুক্ত দানপত্র। উইলকৃত সম্পত্তিতে কেহ উইলকারীর জীবনকালে দখলকার হইতে পারে না। উইলকারীর মৃত্যুর পর উইলকৃত সম্পত্তিতে দখল পাইয়া থাকেন। "আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পত্তিসমূহ নিম্নলিখিত প্রকারে বিভক্ত হইবে" বা "অমুক এত, অমুক এত, এই হিসাবে পাইবে" ইহা স্পষ্টরূপে উইলে লেখা আবশ্যক। দানপত্র সম্পাদনের পরই গ্রহীতা সম্পত্তির দখল পান, কিন্তু উইলে তাহা হয় না; উইলকারীর মৃত্যুর পর দখল পাইয়া থাকেন, সুতরাং দানপত্র ও উইল বুঝিতে গোলযোগ হওয়া অন্যায়। তবে আর এক প্রকার দানপত্র আছে (Sec. 178 of The Indian Succession Act) যাহা উইল বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। তাহাতে পীড়িত অবস্থায় অস্থাবর

সম্পত্তি দান করা হয় এবং সম্পাদনকারীর মৃত্যু হইলে সেই সমস্ত সম্পত্তি গ্রহীতা পাইয়া থাকেন; রোগ মুক্ত হইলে সে দানপত্রের বলে যাঁহাকে দান করা যায় তিনি সে সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন না। এরূপ স্থলে অস্থাবর সম্পত্তি দখলে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহা নাম মাত্র। দাতা আরোগ্য হইলে তাহা আবার ফেরত পাইয়া থাকেন।

(৭৬)

সব্‌রেজিষ্ট্রারকে সাক্ষ্য মান্য করা।

অনেকে দেওয়ানি মোকদ্দমায় সব্‌রেজিষ্ট্রারকে সাক্ষ্য মান্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে নিয়ম করিয়াছিলেন যে সব্‌রেজিষ্ট্রার যেথানে আছেন, সেইখানের কোন আদালতে যদ্যপি তাঁহাকে সাক্ষ্য মান্য করা হয়, তাহা হইলে আর তাঁহার বেতন জমা দিতে হইবে না। (১) কিন্তু তাহাতে অনেকে অকারণ সাক্ষ্য মান্য করে দেখিয়া পরে নিয়ম হইয়াছিল যে সবরেজিষ্ট্রার যেখানেই সাক্ষ্য দিন না, পক্ষকে তাঁহার বেতন ও বারবরদারি দিতে হইবে। সবরেজিষ্ট্রার সাক্ষ্য দিতে যাইবার সময় যদ্যপি ছুটী (casual leave) লইয়া যান, তাহা হইলে বেতন তিনি নিজে (১) লইলে উহা তাঁহার বেতন হইতে বাদ পড়িবে বা উহা সমস্তই গভর্ণমেণ্টে জমা দিতে হইবে। এখন সবরেজিষ্ট্রার সকলেই প্রায় গভর্ণমেণ্ট বেতনভোগী সেজন্য আইন অনুসারে বারবরদারী বা travelling allownce পাইতে পারেন। এরূপ স্থলে আদালতের certificate of attendance সহিত বিল করিতে হয়। (Vide subsidiary Rule 150 and 151 under Fundamental Rule 44.)

কমিশন সবরেজিষ্ট্রার নিম্নলিখিত হারে ভাতা (allownce) পাইবেন—

(১) যাহাদের আফিসে বৎসরে ১ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত দলিল দাখিল হয় তাঁহাদের রোজ ১৲ টাকা হারে।

(২) ১০০০ উপর ২৫০০ পর্য্যন্ত ২৲ হারে।

(৩) ২৫০০ উপর ৩৲ টাকা হারে।

---

(১) Government order No. 1054 j—D, dated the 18th October 1882

সাক্ষ্য দিতে যাইবার পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে দলিল দাখিলের সার্টিফিকেট লইয়া কোর্টে দাখিল করিতে হইবে।

(৭৭)

আদালতে রেজিষ্ট্রী বহি দাখিল।

কাহারও কোন আদালতে কোন রেজিষ্টার বহি হাজির করিবার আবশুক হইলে সবরেজিষ্ট্রারের নামে তন্মর্ম্মে শমন দিতে হইবে। শমন পাইয়া সবরেজিষ্ট্রার তাঁহার কোন কর্ম্মচারী দ্বারা তাহা উপযুক্ত আদালতে পাঠাইয়া দিবেন।

আমলা তাহার বারবরদারী ও অন্যান্য খরচপত্র পাইবেন। (১) তদ্ব্যতীত রেজিষ্টারি বহি প্রদর্শন জন্য Searching ফি আদায় করিয়া লইয়া রেজিষ্ট্রী আফিসে জমা দিতে হইবে। আমলা যত দিন যাইবেন তিনি তত দিনের বেতন ও খরচা পাইবেন। তবে register বহি দাখিলের Searching fee যে দিন বহি দাখিল হইবে সেই দিন মাত্র পাইবেন। ৪নং বহি আদালতে পাঠান হয় না। (Rule 111 & 112)

(৭৮)

উইল দাতার মৃত্যুর পর রেজিষ্ট্রী।

উইল বা পোষ্যপুত্রের অনুমতি দাতার মৃত্যু হইলে রেজিষ্ট্রী আইনের ৪১ (২) ধারা মতে তাহার রেজিষ্ট্রী কার্য্য হইয়া থাকে।

যাহারা এই সকল রেজিষ্ট্রীপ্রার্থী তাঁহাদিগকে দাতার মৃত্যু হইয়াছে তদ্বিষয়ের প্রমাণ সহ উইল ও যিনি তাহা দাখিল করিতে আইনসঙ্গত অধিকারী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রেজিষ্ট্রী আফিসে যাইতে হয়।

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি হইতে মৃত্যুর প্রমাণ পত্র (death certificate) দাখিল করিতে হয়। মফস্বলে মৃত্যুর রেজিষ্টারী বহির প্রমাণীকৃত নকল (certified copy) বা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর প্রমাণ দিতে হয়।

---

(১) বারবরদারী পাইবার দরখাস্ত জেলার রেজিষ্ট্রারকে করিতে হইবে। বেতন গভর্ণমেণ্টে জমা দিতে হয়।

(২) Bengal Government Circular No. 6 j—D. dated Darjeeling the 11th September 1885.

উইলকৃত সম্পত্তিতে যাঁহার অধিকার বা স্বত্ব আছে (legatee বা beneficiary) তিনি বা উইলের একজিকিউটার (executor) এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্র লইলে যাহাকে অনুমতি দেওয়া যায় তিনি বা পোষ্যপুত্র, দলিল দাতার মৃত্যুর পর তাহা রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিতে পারেন।

রেজিষ্ট্রী আইনের যে সকল কার্য্য মোক্তার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, সেই সকল ধারায় মোক্তারের কথা লেখা আছে কিন্তু এ ধারায় মোক্তার সম্বন্ধে কোন কথা না থাকায়, মোক্তার কোন কার্য্য করিতে পারেন না বলিয়া বুঝিতে হয়।

এ সকল দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে রেজিষ্ট্রীকার্য্যকারককে রেজিষ্ট্রী আইনের ৪১ ধারামতে নিম্নলিখিত বিষয়ে সন্তুষ্ট হইতে হয়, যথা :—

(ক) উইল বা পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতাপত্র দলিলদাতা কর্তৃক প্রকৃতই সম্পাদিত হইয়াছিল। (১)

(খ) দলিলদাতার মৃত্যু হইয়াছে, এবং

(গ) যে লোক সেই সকল দলিল উপস্থিত করিয়াছে, তাহার রেজিষ্ট্রী আফিসে সেই দলিল দাখিল করিবার ক্ষমতা আছে।

এই সকল দলিল রেজিষ্ট্রী কালে, দলিল দাখিল হইলে পর যে এণ্ডর্শমেণ্ট লিখিতে হয়, তাহা লিখিতে হইবে, তাহার পর এরূপে লিখিয়া কার্য্য শেষ করিতে হয় :—

Erom the evidence of (1)…………, son of………of………Thana…………district…………by caste…………by profession………… (2) …………son of…………of………etc. etc. I am satisfied (1) that this will (or authority to adopt), (2) was executed by……… son of………of……, the testator (or donor) (2) that the said testater (or donor) is dead, and (3) that……son of……of……&c. &c. the presentant is entitled to present it under section 40 Act XVI of 1908, and

---

(১) এই প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইলে রেজিষ্ট্রীকার্য্যকারককে উইলের সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করিয়া বুঝিতে হয় যে প্রকৃতই দলিলখানি সম্পাদিত হইয়াছিল কি না।

I accordingly admit it to registration under section 41 of the Act.

ট্রেড মার্ক রেজিষ্ট্রী বিষয়।

(৭৯)

ব্যবসা উপলক্ষে ইহার প্রচলন। কেহ কোন ঔষধ বা অন্য কোন দ্রব্য পেটেণ্ট করিবার অভিপ্রায়ে "ট্রেড মার্ক" (trade mark) বা ব্যবসায় চিহ্ন প্রস্তুত করেন তাহা রেজিষ্ট্রী হইয়া থাকে। উহা রেজিষ্ট্রী করিবার পূর্ব্বে একটী trade mark প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার পর trade mark declaration লিখিয়া সেই trade markএর একখানি সেই দলিলে সংলগ্ন করিতে হয় এবং আর একখানি রেজিষ্ট্রী আফিসের রেজিষ্ট্রী বহিতে সংলগ্ন করিবার জন্য স্বাক্ষর করিয়া দাখিল করিতে হয়। কোন দলিলের ম্যাপ ও প্ল্যান দাখিল করিলে যেরূপ ভাবে তাহার রেজিষ্ট্রী কার্য্য হইয়া থাকে ইহাও সেই ভাবে হইয়া থাকে। এইরূপ রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হইলে অপর কেহ সেইরূপ trade mark নকল করিতে পারেন না, করিলে (Indian Merchandise and Marks Act XV of 1889) অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

ইহা ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম সিডিউলের ৪ আর্টিকেল (Article 4) অনুসারে ২৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে লিখিত হয় এবং ২৲ টাকা (E fee) ফি দিতে হয়। যে কোন রেজিষ্ট্রী আফিসে ৪নং বহিতে ইহা রেজিষ্ট্রী হইয়া থাকে। দলিলের আদর্শে ইহার আদর্শ প্রদত্ত হইল, তদ্দৃষ্টে ইহা কি ভাবে লেখাপড়া করিতে হয় তাহা জানা যাইবে।

(৮০)

মোক্তারনামার বিষয়।

মোক্তারনামা দুই প্রকার।

(ক) খাসমোক্তারনামা।

(খ) আমমোক্তারনামা।

আমমোক্তারনামায় সকল প্রকার ক্ষমতা থাকিতে পারে। রেজিষ্টারি সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য মোক্তারনামা দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু উইল দাখিল বা

উইলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করা যায় না। (১) অছি নিয়োগ পত্রেও সম্পাদনকারীকে স্বয়ং কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, মোক্তারনামার বলে হয় না।

রেজেষ্ট্রী আইনের ৩৩ ধারা মতে যে রেজেষ্ট্রী আফিসের অধীনে মোক্তারনামা-দাতা বাস করেন, কেবল মাত্র সেই রেজেষ্ট্রী আফিসে বা সেই জেলার হেড আফিসে তাহা তছদিক হইয়া থাকে, অন্যত্র নহে। যে সকল মোক্তারনামা রেজেষ্ট্রী হয় অর্থাৎ যে মোক্তারনামায় মোক্তারকে রেজেষ্ট্রী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, তাহা যে কোন রেজেষ্ট্রী আফিস হইতে রেজেষ্ট্রী হইতে পারে।

খাস মোক্তারনামার দ্বারা কোন একখানি দলিল রেজেষ্ট্রী আফিসে দাখিল ও তাহার সম্পাদন স্বীকার বা তদ্ব্যতীত অন্য একটী মাত্র কার্য্যভার পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। রেজিষ্ট্রী কার্য্য ছাড়া দলিল সম্পাদন করা একটী মাত্র কার্য্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। (Art 48 c)

উক্ত রূপ একটী কার্য্যের ভার ব্যতীত সকল মোক্তারনামাই আমমোক্তার-নামা।

যে সকল মোক্তারনামায় রেজিষ্টারির ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাই কেবল তছদিক (২) হইয়া থাকে, অপরাপর মোক্তারনামা রেজিষ্টারি (৩) হয়।

কোন রেজিষ্টারি করা মোক্তারনামায় যদি রেজিষ্টারির ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে তাহাতে রেজিষ্টারি ক্ষমতা লিখিয়া আবার তাহা তছদিক (৪) করান যাইতে পারে।

মোক্তারনামায় দাতা ও মোক্তারের নাম, পিতার নাম, জাতি পেশা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক, নতুবা তাহা তছদিক করা হয় না।

মোক্তারনামায় পূর্ব্ব মোক্তারনামা রদ করা যাইতে পারে।

---

(১) মোড়ক করা উইল রেজেষ্টারি আফিসে দাখিল করিবার ক্ষমতা আমমোক্তারের আছে।

(২) আমমোক্তারনামা তছদিকের (I.) ফি ৪৲ টাকা, খাসমোক্তারনামা ২৲ টাকা।

(৩) রেজিষ্টারির খরচ ২৲ টাকা। বড় দলিলে পাত (N) ফি দিতে হয়।

(৪) তছদিক হইবার উপযোগী কোন মোক্তারনামা ইচ্ছা করিলে তছদিক ও রেজিষ্টারি উভয়ই করান যাইতে পারে। রেজিষ্টারি ফি ২৲ দিতে হয়। তছদিক করা মোক্তারনামার নকল থাকে না, কিন্তু রেজিষ্টারি করাইলে নকল থাকে।

মোক্তারনামায় সাক্ষী থাকিবার আবশ্যক নাই। দাতাকে সবরেজিষ্ট্রারের সাক্ষাতে মোক্তারনামায় সহি করিতে হয় তবে যে সকল মোক্তারনামা কমিশন দ্বারা তছদিক হয়, তাহা সহি করিয়া রেজিষ্টারি আফিসে কোন মোক্তার বা অপর ব্যক্তি দ্বারা উপস্থিত করিতে হইবে। অথবা বাটীতে দাখিল করাও চলে কিন্তু সম্মুখে সহি করিবার ব্যবস্থা নাই।

(৮১)

মোক্তারনামা রহিত করণ।

কেহ মোক্তারনামা রহিত করিয়া সেই সংবাদ যে রেজিষ্টারি আফিসে মোক্তারনামা তছদিক হইয়াছিল তথাকার সবরেজিষ্ট্রারকে দরখাস্ত দ্বারা জানাইলে তিনি সেই মোক্তারনামা রহিত হইবার নোটীশ সেই জেলার সমস্ত আফিসে পাঠাইবেন এবং ইচ্ছা করিলে অপর যে কোন জেলার সদর আফিসে পাঠান যাইতে পারে। প্রত্যেক নোটিশের জন্য ৴০ হিসাবে ডাক মাশুল দিতে হইবে। মোক্তারনামা হারাইয়া না গেলে তাহা যদি সব্‌রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে তিনি তাহার উপর আড়ভাবে লাল কালিতে পৃষ্ঠলিপি করিয়া উহা বাতিল করিয়া থাকেন। মোক্তারনামার রেজিষ্টারি বহিতে ঐ রহিত করিবার কথা লিখিয়া রাখা হয়।(১)

দরখাস্তের নমুনা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রতুয়ার সবরেজিষ্ট্রার মহাশয়
সমীপেষু।

দরখাস্তকারিণী শ্রীমতী রহিমন্নেছা বিবি স্বামীর নাম * নিবাস * নিবেদন এই যে আমি সন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে একখানি মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া এই রেজিষ্ট্রী আফিসে তছদিক জন্য উপস্থিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে উক্ত মোক্তারনামাটি অকর্ম্মণ্য (cancel) করা আমরা অভিপ্রায় বিধায় দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা যে উহা রহিত করিতে আজ্ঞা হয়। মোক্তারনামা খানি আমার নিকট না থাকায় দাখিল করিতে পারিলাম না। জেলা মালদহের সমস্ত

(১) Power revoked, see page...... of the file of revocation powers. এই কথাগুলি বহিতে এবং মূল মোক্তারনামা দলিলে লিখিয়া সবরেজেষ্ট্রার সহি করিবেন ও তারিখ দিবেন।

রেজিষ্ট্রী আফিস ব্যতীত * * রেজিষ্ট্রী আফিসে নোটীশ জারি করা আবশ্যক। প্রত্যেক আফিসে নোটিশ পাঠাইবার জন্য এক আনা হিসাবে ডাক ষ্ট্যাম্প দাখিল করিলাম, ইতি।

(৮২)

রেজিষ্ট্রী আফিসে কোন্ কোন্ বহি আছে।

সাধারণতঃ রেজিষ্ট্রী আফিসে ৫ খানি বহি আছে ; যথা—

১নং বহি ... ইহাতে যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির দলিল নকল হয়।

২নং বহি ... ইহাতে রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য হইবার কারণ লিখিত হয়।

৩নং বহি ... ইহাতে উইল ও দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্রের নকল হয়।

৪নং বহি ... স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত সমস্ত দলিল ইত্যাদির নকল হয়।

৫নং বহি ... ইহা কেবল সদর আফিসে থাকে। ইহাতে মোড়ক করা উইলের বিষয় লেখা থাকে। (১)

১নং ইন্‌ডেক্স বহিতে যে সকল দলিল ১নং বহিতে নকল হয়, সেই সকল দলিলের দাতা ও গ্রহীতার নাম, পিতার নাম, বাসস্থান, জাতি, পেসা ইত্যাদি থাকে।

২নং ইন্‌ডেক্স বহিতে স্থাবর সম্পত্তির বিষয় লিখিত হয়।

৩নং ইন্‌ডেক্স বহিতে উইল ও দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র যাঁহারা সম্পাদন করেন তাঁহাদের নাম, পিতার নাম ও উহাঁর দ্বারা নিযুক্ত একজিকিউটারদের নাম বাসস্থান, জাতি, পেসা ইত্যাদি লিখিত হয় এবং সম্পাদনকারীর মৃত্যুর পর যাঁহাদের নামে উইল বা দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র করা হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ধাম ইত্যাদি লাল কালিতে লিখিত হয়।

৪নং বহিতে যে সকল দলিল নকল হয়, ৪নং ইন্‌ডেক্স বহিতে তাহার দাতা ও গ্রহীতার নাম ধাম ইত্যাদি লিখিত হয়। (২)

---

(১) রেজিষ্ট্রী আইনের ৫১ ধারা। ৫নং বহিতে লিখিত বিষয়ের নকল পাওয়া যায় না।

(২) ঐ ঐ ৫৫ ধারা।

(৮৩)

তল্লাস ও নকলের বিষয়।

উপযুক্ত ফি দিলে যে কেহ ১নং বহি ও তাহার ইন্‌ডেক্স দেখিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে তাহাতে লিখিত দলিলের নকল এবং ইন্‌ডেক্সের নকলও পাইতে পারেন।

৩নং বহিতে লিখিত দলিলের নকল ও তাহার ইন্‌ডেক্সের নকল কেবলমাত্র দলিলদাতা বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের লইবার ক্ষমতা আছে। মোক্তারের মোক্তার পারেন না। কিন্তু দলিলদাতার মৃত্যুর পর (পূর্ব্বে নহে) যে কেহ তাহার নকল পাইতে পারেন। ইহার তল্লাস স্বয়ং রেজিষ্টারিকার্য্যকারক করিবেন।

৪নং বহিতে লিখিত দলিলের নকল ও তাহার ইন্‌ডেক্সের নকল কেবলমাত্র দলিলদাতা ও গ্রহীতা বা তাঁহাদের আমমোক্তারের পাইবার অধিকার আছে, সাধারণ লোকের নহে। এই তল্লাসীও সব্‌রেজিষ্ট্রারকে স্বয়ং করিতে হয়।

১নং বহির ন্যায় ২নং বহি যে কেহ দেখিতে ও উহাতে লিখিত দলিলের নকল লইতে পারেন। (১)

একমাত্র জেলার আফিসে সকল প্রকার বহি ও ইন্‌ডেক্স থাকে, অপর সব-রেজিষ্টারি আফিসে কেবলমাত্র ১নং বহির সমস্ত ইন্‌ডেক্স থাকে, তদ্ব্যতীত অপর বহি থাকে না। যে ইংরাজী বৎসর চলিতেছে কেবলমাত্র তাহারই দলিলের নকল ও উইলের বহি থাকে, অন্য কোন সনের নকল বহি সব্‌রেজিষ্টারি আফিসে থাকে না। কিন্তু সবরেজিষ্ট্রার ইচ্ছা করিলে যে কোন দলিলের নকল সদর হইতে আনাইয়া দিতে পারেন। এরূপ স্থলে নকল আনিবার খরচা পক্ষকে দিতে হয়।

দলিল রেজিষ্টারির সঙ্গে সঙ্গে যদ্যপি নকল লইবার দরখাস্ত করা যায়, তাহা হইলে আর ইণ্ডেক্স তল্লাসী বা বহি দেখিবার ফি দিতে হয় না।

যে দলিল পেণ্ডিং আছে তাহারও নকল পাওয়া যায়। এরূপ দলিলের নকল লইবার জন্য ইণ্ডেক্স তল্লাসী ফি দিতে হয় না। কেবলমাত্র পেণ্ডিং বহি তল্লাসী ফি দিতে হইবে।

যে দলিল ইম্পাউণ্ড হয়, তাহারও নকল দেওয়া যাইবে। এরূপ নকল লইবার জন্য ইণ্ডেক্স তল্লাসী ফি দিতে হইবে না, কেবলমাত্র ইম্পাউণ্ড বহি তল্লাসী ফিঃ ও নকল ফি দিতে হইবে।

নকল লইতে হইলে ষ্ট্যাম্প ও কাট্রিজ কাগজ দাখিল করিতে হয়। যে সকল রেজিষ্টারি আফিসে ফলিওতে (folio) নকল দিবার নিয়ম হইয়াছে, সেখানে নকলের জন্য যে ষ্ট্যাম্প লাগে তাহা ত দিতেই হইবে, তাহার উপর ফলিও (folio) দিতে হয়।

মোক্তারনামার মর্ম্ম, দরখাস্ত বা অন্য কোন কাগজ পত্রের নকল লইতে হইলে তাহাও পাওয়া যাইতে পারে। তন্মধ্যে কোনগুলির নকল দেওয়া উচিত বা অনুচিত তাহা রেজিষ্টারি কার্য্যকারক বিবেচনা করিয়া থাকেন।

রেজিষ্ট্রী নামঞ্জুর নকল বিনা খরচায় দেওয়া হয়, কিন্তু দাতা গ্রহীতা ভিন্ন অন্য কেহ লইলে পুরা ফি আদায় হইবে এবং দ্বিতীয় বার নকল লইতে হইলে দাতা গ্রহীতাকেও সমস্ত ফি অর্থাৎ F & G ফি দিতে হইবে।

তল্লাস বা নকলের প্রার্থনা ছাপান ফারমে করিতে হইবে। রেজিষ্টারি আফিসে চাহিলেই সে ফারম পাওয়া যায়। (১) সেই ফারম নিয়ম মত পূরণ করা হইলে তাহার কানে দরখাস্তকারী সহি করিয়া রেজিষ্টারি কার্য্যকারকের নিকট দাখিল করিবেন। ইহা পূরণ করা নিতান্ত সহজ বলিয়া তাহা আর দেখান গেল না।

(৮৪)

কিরূপে ইনডেক্স দেখিতে হয়।

ইনডেক্স ইংরাজীতে করা হয়, সুতরাং ইংরাজী জানা লোককে ইনডেক্স দেখিতে হয়। ইংরাজি নামের প্রথম অক্ষর ও প্রথম স্বরবর্ণানুসারে ইনডেক্স হয় সুতরাং ইনডেক্স খুঁজিতে হইলে বহির যে পৃষ্ঠায় তাহা আছে তাহা খুঁজিলেই চলে। প্রত্যেক নাম প্রথম স্বরবর্ণানুসারে নিম্নলিখিতরূপে লেখা হয় এবং প্রত্যেক অক্ষরের এই কয়টি বিভাগ আছে যথা—Aa, Ae, Ai, Ao, Au, ইহাতে A অক্ষরের পর যে প্রথম স্বরবর্ণ পাওয়া যায় সেই ঘরে সে নাম ইনডেক্স হইবে। মনে করুন, আপনাকে Amar, Ambika, Aloka আর Apurva এই কয়টী নাম দেখিতে হইবে। এখন দেখুন কোন বিভাগে কোন নাম পড়ে। Amar নামে প্রথম স্বরবর্ণ (Vowel) "a" সুতরাং ইহা পাওয়া যাইবে Aa

(১) নকলের ষ্ট্যাম্পের বিষয় এই পুস্তকের ষ্ট্যাম্প আইনের ২২ প্রকরণ দেখুন।

বিভাগে; এই হিসাবে Ambika Ai, Aloka Ao এবং Apurva Au এই বিভাগে আছে। সকল অক্ষরই ঐ ভাবে সাজান। ইংরাজি নাম Surname ধরিয়া ইনডেক্স হয়; যথা A. E. Hutchison নাম Hu বিভাগে পাওয়া যাইবে। (Rule 86) কোন কোম্পানির নাম হইলে যেমন নাম তেমনি ভাবে ইনডেক্স করা হয় যথা Land Mortgage Bank of India; ইহা La বিভাগে ইনডেক্স করা হয়। Ganges Steam Navigation Co Ltd Gaতে পাওয়া যাইবে।

নাবালকের গার্জ্জেন রেজিষ্ট্রী করিলে নাবালক ও পার্টি উভয় নাম এবং আমমোক্তার হইলে আমমোক্তার এবং পার্টি উভয় নামই ইনডেক্স হয়। * উইলের শীল কভার হইলে যিনি কভার জমা দেন তাঁহার নাম কাল কালিতে ইনডেক্স নং III বহিতে লেখা হয়। অপরাপর লোকের নাম উইলদাতার মৃত্যুর পর কাল কালিতে লেখা হয়। (Rule 88) অন্যান্য উইল সম্বন্ধেও এই নিয়ম। কাপি, মেমো বা শেল সার্টিফিকেট লাল কালিতে ইনডেক্স হয়, দাতার বা গ্রহীতার দলিলে কি সম্বন্ধ তাহা ইনডেক্স বহির তৃতীয় কলমে লেখা হয়। দলিল ভেদে তাহা এইরূপ হইয়া থাকে ঃ—

পাট্টায়—দাতা lessor গ্রহীতা lessee কবুলতিতে দাতা Lessee গ্রহীতা lessor অর্থাৎ পাট্টাই হউক আর কবুলতিই হউক যিনি জমি খাজনা করিয়া লইবেন তিনিই lessee পাট্টা বা কবুলতির বিভিন্নতা নির্ণয় P আর K এই দুই অক্ষর Lessor বা lessee শব্দের পূর্ব্বে সংযুক্ত হয়। কবুলতির lessee K পাট্টায় lessee P. The preixcs P (perpe tual), I (indefinite) and T (term) ব্যবহার হইয়া থাকে।

বিক্রয়ে—বিক্রেতা Vendor ক্রেতা Vendee.

বন্ধকনামায়—বন্ধকদাতা Mortgagor গ্রহীতা Mortgagee, সদখল বন্ধকনামায় "U mortgagor বা U mortgagee" লেখা হয়।

দানপত্রে—দাতা Donor গ্রহীতা donee.

---

(1) Abhay Charan Ghose guardian of minor Ram Kumar Ghose.

(2) Ram Kumar Ghose minor by his guardian Abhoy Charan Ghose.

সেটেলমেণ্টে—দাতা Donor of settlement গ্রহীতা donee of settlement.

অংশনামায়—Partitioner.

এসাইনমেণ্টে—দাতা Assignor গ্রহীতা assignee,

ডিক্রী এবং সেল সার্টিফিকেটে—ডিক্রীদার—Decreeholder, খাতক Judgment debtor এবং ক্রেতা auction purchaser.

গার্জ্জনে বা রেপ্রেসেনটেটিভ থাকিলে Guardian কিম্বা representative of lessor or donor এইরূপ।

উইলে—উইলদাতা testator উইলদাত্রী testatrix উইল দাখিলকারী depositor এবং একজিকিউটার executor এই সমস্ত কাল কালিতে লেখা হইবে।

Claimant or legatee অর্থাৎ যাহাদের অনুকূলে উইল করা হয়, তাঁহাদের নাম উইলদাতার মৃত্যুর পর লাল কালিতে লেখা হয়।

পোষ্যপুত্র গ্রহণ অনুমতি পত্রে—দাতা donor, যাঁহার অনুকূলে লিখিত হয় তিনি donee.

তমসুকে—দাতা obligor গ্রহীতা obligee, কিস্তিবন্দি তমসুকেও তাহাই।

রসিদ পত্রে—দাতা Debtor গ্রহীতা creditor, বীমাপত্রে দাতা insurer গ্রহীতা insured.

বিল অব এক্সচেঞ্জে—যিনি লিখিয়া দেন তিনি drawer যাঁহার অনুকূলে লেখা হয় তিনি drawee, তিনি আবার অপরের নামে লিখিয়া দিলে endorser.

চাকরীর একরারে—লেখক servant অপরে ma ter.

ইস্তফায়—দাতা surrenderer, গ্রহীতা surrenderee.

নাদাবী পত্রে—Releasor—Releasee.

Awards (সালিসীদিগের নিষ্পত্তি) "arbitration" and "pa'ty to the award"

Adoption deed (দত্তক গ্রহণ পত্র) "Adopter and Adopted"

Deeds of divorce (তালাক) "Divorcer" and Divorcee"

(৮৫)

দেশীয় নামের ইংরাজী করণ (TRANSLITERATION.)

হাণ্টার সাহেব বাঙ্গালা বর্ণমালাকে যে ভাবে ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করিয়াছেন সেই ভাবে রেজিষ্টারি বিভাগের নামাদি লেখা হয়, সুতরাং সে গুলি জানা না থাকিলে কোন নাম কোথায় লেখা আছে তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইয়া থাকে, তাহা নিবারণ জন্য নিম্নে বিস্তৃত আদর্শ দেওয়া হইল।

স্বরবর্ণ।

অ—a, আ—a, ই—i, ঈ—í, উ—u, ঊ—u, ঋ—ri, ৠ—ri,
ঌ—li, ৡ—li, এ—e, ঐ···ai, ও—o, ঔ—ou,

ব্যঞ্জনবর্ণ।

ক—k,	খ—kh,	গ—g,	ঘ—gh,	ঙ—n,
চ—ch,	ছ—chh,	জ—j,	ঝ—jh,	ঞ—n,
ট—t,	ঠ—th,	ড—d,	ঢ—dh,	ণ—n,
ত—t,	থ—th,	দ—d,	ধ—dh,	ন—n,
প—p,	ফ—ph,	ব—b,	ভ—bh,	ম--m,
য—y,	র—r,	ল—l,	ব—w,	শ--s,
ষ—sh,	স—s,	হ—h,	ড়—r,	ঢ়—dh,
য়—ya,	ং—n,	ঃ—h,		

যৌগিকবর্ণ।

কা—ka,	কি—ki,	কু—ku,	কে—ke,	কৈ—kai,
কো—ko,	কৌ—kau	কৃ—kri,	ক্রী—kri,	খৃ—khri,
চাঁ—chan,	ঞ্জ—nj,	জ্ঞ—jn	চ্ছ—chchh,	ট্য—tya,
ত্ব—twa,	স্ত—sta,	থ্ব—thwa,	প্র—pra,	ভ্যু—bhyu,
ক্ত—kta,	ল্ল—lla,	ব্ব—bba,	ম্ব—mba,	ন্দ্র—ndra,
ধ্রু—dhru	স্ত—sta,	দ্ব—dwa,	হৃ—hri,	ন্দ্য—ndya,
শ্ব—sw,	স্ব—sw,	শু—su,	ক্ষ—Ksha,	দ্দ—dda,
ফ্ব—fwa				

তদ্ব্যতীত এই গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। নামের শেষে "অ" যদি উচ্চারিত না হয় তাহা হইলে নামে শেষে "a" হইবে না। "হৃদয়" শব্দে "অ" উচ্চারিত হয় সেই জন্য Hriday না হইয়া Hridaya হইবে। সেই হিসাবে রাম লিখিত হইলে Ram লিখিতে হইবে, Rama নহে। কেন না "রাম" বলিলে "অ" উচ্চারণ নাই; কিন্তু "রমা" লিখিতে হইলে Roma হইবে।

২। "য" যখন কোন শব্দের প্রথমে থাকে তখন "j" হইবে, অন্যথা "y" হইবে। সুতরাং যদু লিখিতে হইলে Jadu হইবে Yadu নহে। "বন্দ্যো" লিখিতে "y" ব্যবহার হয়। "উপাধ্যায় লিখিতে হইতে "Upadhyay" এখানে "ধ্যা" হইল dhy এবং "য়" হইল "y"।

৩। "ব" শব্দ প্রথমে থাকিবে "B" হইবে, অন্যথা, "w"। কোন শব্দে "ব" ফলা যোগ হইলে "w" হইবে সুতরাং "শ্ব" হইবে sw "বিশ্বাস" লিখিতে Biswas হইবে।

৪। ইংরাজী স্বরবর্ণ a c i o u ইহাদের স্থানে অ এ ই ও উ ব্যবহার হয়।

৫। "আ" অক্ষরের ব্যবহারে a, father শব্দে a "আ"র ন্যায় উচ্চারণ হয় বলিয়া "a" অক্ষরের উপর উচ্চারণ সৌকার্য্যার্থ (-) এইরূপ লিখিতে হয়।

৬। "ই"র উচ্চারণ i যেমন notice শব্দের (i)

৭। "উ"র উচ্চারণ u যেমন Boot শব্দের "oo" দ্বয়।

৮। "ঐর" উচ্চারণ ai "ঐরাবত লিখিতে হইলে Airabat হইবে।

৯। "ঔ"র উচ্চারণ au "ঔষধ" লিখিতে হইবে aushadha ইত্যাদি।

(৮৬)

মুসলমানদিগের নামের ইংরাজি নাম।

উর্দ্দূ আলেফ, বে, পে, তে, টে, ইত্যাদির ইংরাজি করা যায়, কিন্তু তাহা করা না করা সমান। সুতরাং বাঙ্গলা হিসাবে তাহা transliterate হয়। বাঙ্গালা নাম ফকিরচন্দ্র লিখিতে হইলে Fakir chandra এবং ফকির মহাম্মদের সময় Fakir Mohammod হইত। এখন উভয়ই "F" হইয়া থাকে। উর্দ্দ না জানিলে মুসলমানদিগের নাম transliterate করা অসম্ভব, তবে রেজিষ্ট্রী বিভাগে যে সকল translitrate করা নাম আছে, তদ্দৃষ্টে অনেকটা হয় বটে

কিন্তু তাহার কোন ফল নাই, কেননা সার্কুলার আছে, যেভাবে স্বাক্ষর করা হইবে সেই ভাবে transliterate হইবে। সুতরাং বসিরুদ্দিন লিখিলে তাহা Basiruddin হইবে, আবার বছিরুদ্দিন লিখিত হইলে Bochiruddin বা Bochhiruddin হইবে, তবে আর এত বাঁধাবাঁধি কেন? আর তল্লাসকারীর পক্ষে এমন ভাবে তল্লাস করাও সহজ নহে। যদু Jadu হয় কিন্তু কেহ Yadu সহি করিলে Yaduতে সে নাম index হইবে। তাই বলি বজ্র বাঁধুনি সত্ত্বেও গ্রন্থি ফসকা হইয়া গিয়াছে।

দলিল পেণ্ডিং থাকিবার বিষয়।

(৮৭)

যদ্যপি বিশেষ কারণ বশতঃ (১) দলিল সম্পাদনকারীরা এককালে রেজিষ্ট্রী আফিসে উপস্থিত হইয়া দলিলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে যাঁহারা উপস্থিত হইতে না পারেন, তাঁহাদের জন্য দলিল পেণ্ডিং থাকে। দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাস মধ্যে সম্পাদনকারীরা এক সঙ্গে বা স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত হইয়া দলিলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করিতে পারেন। চারি মাস মধ্যে উপস্থিত হইতে না পারিলে সেই দলিলের রেজিষ্টারি কার্য্য অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

পেণ্ডিং দলিলের সম্পাদন কার্য্য একত্র বা স্বতন্ত্র ভাবে স্বীকার করিলেও আর স্বতন্ত্র ফি দিতে হয় না, তবে রেজিষ্টারি অগ্রাহ্যের পর আপীলের আদেশ মত রেজিষ্টারি কার্য্য সম্পাদন কালে যদ্যপি পূর্ব্বপ্রদত্ত ফি "রিফাণ্ড" অর্থাৎ ফেরত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নূতন করিয়া রেজিষ্টারি ফি দিতে হয়।

কোন মোক্তারনামা পেণ্ডিং থাকিলে তাহা পেণ্ডিং বহিতে লেখা অবিধেয়।

(১) বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও অনেকে দলিল পেণ্ডিং রাখিবার জন্য আবদার করিয়া থাকেন, এ সকল স্থলে সবরেজিষ্ট্রার দলিল পেণ্ডিং না রাখিতে পারেন। কাহারও নামে সমন করিলে বা কমিশন জন্য দলিল পেণ্ডিং থাকাই বৈধ কারণ; নতুবা ইচ্ছামত আজ একজন কাল একজন যাইয়া দলিল রেজিষ্ট্রী করিবে ইহা ঠিক নহে।

(৮৮)

চার মাস পরে দলিল দাখিল।

সময় গতে অর্থাৎ দলিল সম্পাদনের ৪ মাস পরে ২৫ ধারামতে দলিল দাখিল হইলে দলিল দাখিলকারীকে কি জন্য এ পর্য্যন্ত দলিল দাখিল করা হয় নাই তাহার সন্তোষজনক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দরখাস্ত সহ দলিল দাখিল করিতে হইবে; সব্‌রেজিষ্ট্রার সেই দলিল দাখিল করণের এণ্ডর্সমেণ্ট লিখিয়া দলিল খানিকে স্বীয় মন্তব্য সহ জেলার রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। (১) এবং তিনি রেজিষ্ট্রীর অনুমতি দিলে উপযুক্ত জরিমানা লইয়া সম্পাদন স্বীকার ও সনাক্তের বিষয় লিখিয়া তাহা রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবেন।

সময় মধ্যে দাখিল হইয়া সম্পাদন স্বীকার পরে হইলেও (৩৪ ধারা) সম্পাদনকারী কেন সময় মধ্যে উপস্থিত হন নাই তাহার সন্তোষজনক কারণ সহ দরখাস্ত করিতে হইবে এবং সেই দরখাস্ত জেলার রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইতে হয়। তিনি রেজিষ্টারি করিবার আদেশ দিলে তবে সে দলিল উপযুক্ত জরিমানা লইয়া রেজিষ্ট্রী হয়। (২)

(৮৯)

সময়গত রেজিষ্ট্রী করণের বিষয়।

উইল ব্যতীত সকল দলিলই সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাস মধ্যে রেজিষ্টারি করিতে হয়। আদালতের ডিক্রী বা আদেশ হুকুম হইবার তারিখ হইতে এবং তাহা আপীলযোগ্য হইলে আপীলের তারিখ শেষ হইবার চারিমাস মধ্যে রেজিষ্টারি করিতে হইবে। (৩)

যদ্যপি কোন বিশেষ আবশ্যক বা অপরিহার্য্য কারণবশতঃ কোন দলিল সময় মধ্যে দাখিল না হয়, তাহা হইলে নিয়ম মত জরিমানা দিলে তাহাও রেজিষ্ট্রীর জন্য গৃহীত হইয়া থাকে। (৪)

(১) See Cir No 4 of 1898.

(২) সময় গতে রেজিষ্ট্রী করণের বিষয় দেখুন।

(৩) রেজিষ্টারি আইন ২৩ ধারা দেখুন।

(৪) পুনরুদ্ধার রেজিষ্টারিকরণ বিষয় শীর্ষক অধ্যায় দেখুন।

দলিল দাখিল (১) ও সম্পাদন স্বীকার (২) এই দুইটি স্বতন্ত্র কার্য্য। সম্পাদনের তারিখ হইতে ৪ মাস মধ্যে দলিল দাখিল হইল, কিন্তু সম্পাদন স্বীকার হইল না, সুতরাং ৪ মাস গত হইবামাত্র দলিলের রেজিষ্টারি অগ্রাহ্য হইবে, কিন্তু যদ্যপি সম্পাদনকারীকে উপস্থিত করিবার জন্য সমনের প্রার্থনা করা যায়, তাহা হইলে ৪ মাস গত হওয়ার পর হইতে আর ৪ মাস সময় পাওয়া যায়। ঐ চারি মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করিয়া উপযুক্ত জরিমানা দিলে সেই দলিলের রেজিষ্টারি কার্য্য সম্পাদিত হইবে, কিন্তু ঐ চারি মাস মধ্যে যদ্যপি দলিল-দাতা সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করিতে ত্রুটী করেন, তাহা হইলে সে দলিলের রেজিষ্টারি অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

নির্দ্দিষ্ট চারি মাস মধ্যে যদ্যপি দলিল দাখিল না হইয়া উঠে, তাহা হইলে সময় শেষ হইবার পর চারি মাস মধ্যে পূর্ব্বমত দরখাস্ত করিয়া ২৫ ধারা অনুসারে জরিমানা দিলে দলিল দাখিল হইয়া থাকে এবং ঐ ৪ মাস মধ্যে যে কোন সময়ে সম্পাদনকারী উপস্থিত হইলে রেজিষ্টারি কার্য্যও সম্পন্ন হয়; কিন্তু যদ্যপি সেই ৪ মাস মধ্যে তিনি উপস্থিত না হন, তাহা হইলে সময় মধ্যে তাহার উপর সমন জারির প্রার্থনা করিলে আরও ৪ মাস সময় পাওয়া যায়। (৩) সেই চারি মাস মধ্যে সম্পাদনকারী উপস্থিত হইলে রেজিষ্ট্রী সম্পন্ন হইবে কিন্তু ৩৪ ধারামতে জরিমানা আবার দিতে হইবে। সুতরাং স্মরণ রাখিতে হইবে যে দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে ৮ মাস পরে আর সে দলিল কোন প্রকারেই রেজিষ্টারির জন্য দাখিল হয় না, এবং ৮ মাসের মধ্যে দলিল দাখিল হইলে ১ বৎসর পর্য্যন্ত

(১) রেজিষ্টারি আইন ২৩ ধারা।

(২) ঐ ৩৫ ধারা।

(৩ See Rule 53.

সম্পাদন স্বীকারের সময় পাওয়া যায়। ১২ মাস অতীত হইলে আর সম্পাদন স্বীকারের কোন উপায় থাকে না। (১)

রেজিষ্টারি আইনে ২৩ ধারামতে দলিল দাখিল ও ৩৪ ধারামতে সম্পাদন স্বীকার হইয়া থাকে, এবং দলিল দাখিলের জন্য ২৫ ধারামতে এবং সম্পাদন স্বীকারের জন্য ৩ ধারামতে জরিমানা লওয়া হইয়া থাকে। (২)

এই কার্য্যের জন্য দরখাস্ত নানা প্রকারের হইয়া থাকে। গ্রহীতা কর্ত্তৃক দলিল দাখিল, দাতা কর্ত্তৃক সম্পাদন স্বীকার ইত্যাদি ; সে সকল বিবেচনা মত লিখিয়া দিলেই হইবে। আমরা নমুনাস্বরূপ একটি মাত্র আদর্শ দিলাম। দরখাস্ত রেজিষ্ট্রারের বরাবর দাখিল করিলে, সবরেজিষ্ট্রার তাহা পাঠাইয়া দিবেন। সবরেজিষ্ট্রার সেই দরখাস্তে ইচ্ছামত মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। দরখাস্তে ষ্ট্যাম্প দিবার আবশ্যক নাই।

(৯০)

সময় গতে রেজিষ্ট্রীর জন্য দরখাস্ত।

মহামহিম জেলা হুগলীর শ্রীযুক্ত ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার সাহেব

বাহাদুর বরাবরেষু।

শ্রীহারাধন দত্ত।

দরখাস্তকারী শ্রীহারাধন দত্তের বিনীত নিবেদন এই যে, ১৮৯৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে বসন্তপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ সরকার মহাশয়ের নামে ১০০০৲ টাকার একখানি বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিয়াছি, কিন্তু কঠিন

(১) See Rule 53 (৩) (এ)

(২) ২৫ ধারামতে জরিমানা দিলে সেই জরিমানার বলে সম্পাদন স্বীকার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ৫ ধারায় রেজিষ্টীর যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে অর্থাৎ ৮ মাস মধ্যে সম্পাদন স্বীকার না করিলে তাহার পর ৩৪ ধারার ফিও দিতে হইবে। ৮ মাস মধ্যে দলিল দাখিল না হইলে ১২ মাস পর্য্যন্ত সময় পাওয়া যায় না।

পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় নিয়মিত সময় মধ্যে দলিল দাখিল করিয়া সম্পাদন স্বীকার করিতে পারি নাই। এক্ষণে প্রার্থনা যে, উপযুক্ত জরিমানা গ্রহণে দলিলখানি রেজিষ্টারি করিবার অনুমতি দিবার আদেশ হয়। ইতি তারিখ

৫২ ও ৫৩ রুলে লিখিত হইয়াছে যে দলিল সম্পাদনকারীর অনুপস্থিতির সন্তোষজনক কারণসহ দরখাস্ত দিতে হয়। তাহার পর রেজিষ্ট্রারের হুকুম আসিলে সেই দলিলের রেজিষ্ট্রী হয়।

(৯১)

রসিদের বিষয়।

দলিল রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল হওয়ার পর রসিদ পাওয়া যায়। রসিদে গ্রহীতার নাম, দলিলের নম্বর, ফিসের সংখ্যা ও রেজিষ্টারি আফিসের মোহর ও সব্‌রেজিষ্ট্রারের স্বাক্ষর থাকে। দলিল ইম্পাউণ্ড হইলেও তাহার রসিদ দেওয়া হয়। সে রসিদে রেজিষ্টারি কার্য্যকারক "Impounded Document" ইহা লাল কালিতে লিখিয়া দেন (Rule 28) ৪২ ধারা মতে উইল ডিপজিট হইলেও তাহার রসিদ পাওয়া যায়। (Rule 97) ৩১ ধারা মতে কমিশন ফী ও বারবরদারি জমা দিলে তাহার স্বতন্ত্র রসিদ পাওয়া যায় (Rule 34)

প্রত্যেক দলিলের ২ খানি রসিদ তৈয়ার হয়, একখানি রেজিষ্টারি আফিসে থাকে ও অপর খানি যিনি দাখিল করেন তিনি পাইয়া থাকেন, সেই খানি রেজিষ্টারি আফিসে দিয়া দলিল ফেরত লইতে হয়। (১)

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ফেরিঘাটের বা খোঁয়াড়ের কবুলতির রসিদ লইলে রসিদে এণ্ডর্স করিয়া লইতে হয় এবং তাহা হইলে আর দলিল ফেরৎ লইবার অসুবিধা হয় না। সেই রসিদ বোর্ডে পাঠাইয়া দিতে হয়। (See General Letter No. 4634 of 1903)

দলিল রেজিষ্টারির অন্তে দাখিলকারী যে রসিদ প্রাপ্ত হন, তাহার যে দুই পৃষ্ঠার সহিত সাধারণের সম্বন্ধ আছে তাহা অপর পৃষ্ঠায় দেখান হইল। দলিল ফেরত পাইবার জন্য তাহা কি ভাবে পূরণ করিয়া দিতে হয়, তাহাও নিম্নে লিখিত হইল।

---

(১) রেজিষ্টারি আইন ৫২ (১) (খ) ধারা দেখুন।

৫২ (খ) ধারানুসারে রসিদ।

[৭, ২৫(খ), ২৮(খ) ৪৫(খ), ৯৭(খ) নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য]

নম্বর·········বাবদ·········

ক্রমিক নম্বর·········

দলিল নম্বর·········

বহি নম্বর········· ··

দাখিলকারীর নাম·········

দলিলদাতার নাম·········

দলিল গ্রহীতার নাম ·······

দলিলের রকম·········

মূল্য············ ····

আর্টিকেল হিসাব

ফি··················

কোন তারিখ আং দলিল ফেরত হইবে,

বিশেষ দ্রষ্টব্য —দলিল সম্পাদনের পরে উহা রেজেষ্টারী হইয়া যাওয়ার তারিখ হইতে যদি এক মাসের মধ্যে উক্ত দলিল কেহ দাবী না করেন, তাহা হইলে উক্ত মাসান্তে প্রত্যেক মাসের জন্য বা অপূর্ণ মাসের জন্য আট আনা হিসাবে অতিরিক্ত ফি লাগিবে ; কিন্তু এই 'ফি'র সীমা দশ টাকার উর্দ্ধে যাইবে না।

তারিখ রেজিষ্টারিং অফিসার

৫২ (খ) ধারানুসারে রসিদ।

[৭, ২৫(খ), ২৮(খ), ৪৫(খ), ৯৭(খ) নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য]

নম্বর ···· ···বাবদ·········

ক্রমিক নম্বর·········

দলিল নম্বর·········

বহি নম্বর············

দাখিলকারীর নাম·········

দলিলদাতার নাম·········

দলিল গ্রহীতার নাম·········

দলিলের রকম·········

মূল্য············ ·····

আর্টিকেল হিসাব

ফি·················

কোন তারিখ আং দলিল ফেরত হইবে

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দলিল সম্পাদনের পরে উহা রেজেষ্টারী হইয়া যাওয়ার তারিখ হইতে যদি এক মাসের মধ্যে উক্ত দলিল কেহ দাবী না করেন, তাহা হইলে উক্ত মাসান্তে প্রত্যেক মাসের জন্য বা অপূর্ণ মাসের জন্য আট আনা হিসাবে অতিরিক্ত ফি লাগিবে ; কিন্তু এই 'ফি'র সীমা দশ টাকার উর্দ্ধে যাইবে না।

তারিখ রেজিষ্টারিং অফিসার

দলিল দাখিলকারী স্বয়ং দলিল ফেরত না লইয়া যদি অপর কাহাকেও দলিল আনিতে পাঠান তাহা হইলে তিনি "Please deliver to" পর যাঁহাকে পাঠাইবেন তাঁহার নাম লিখিয়া দিয়া "signature of presentant" উপর নিজ নাম সহি করিবেন। যিনি দলিল ফেরত লইবেন তিনি নিজের নাম "signature of recipient" উপর সহি করিবার স্থানে সহি করিবেন এবং তারিখ ও সন লিখিয়া দিবেন।

দলিল-দাতা স্বয়ং ফেরত লইলে কেবলমাত্র "Signature of receipt" উপর সহি করিয়া এবং তারিখ দিয়া দাখিল করিলেই হইবে।

(৯২)

সনাক্তের বিষয়।

দলিল সম্পাদনকারী সব্‌রেজিষ্ট্রারের পরিচিত লোক না হইলে তাঁহাকে সনাক্ত করিবার উপযুক্ত লোক সঙ্গে করিয়া রেজিষ্টারি আফিসে যাইতে হয়। যে লোক সনাক্ত করিবেন তিনি যদ্যপি সবরেজিষ্ট্রারের পরিচিত হন তাহা হইলে ভালই, নতুবা স্বগ্রামবাসী ভদ্রলোক সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। ভিন্ন গ্রামস্থ লোকের সনাক্ত প্রায়ই লওয়া হয় না।

সকল দলিল সম্পাদনকারীকেই আপনার নামের পার্শ্বে বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর ছাপ দিতে হয়। যদি কোন কারণ বশতঃ বাম বৃদ্ধাঙ্গুলী বিকল হয় তাহা হইলে ডাইন বৃদ্ধাঙ্গুলীর ছাপ বা অন্য কোন অঙ্গুলীর ছাপ লইতে হইবে এবং সে বিষয় বহিতে এবং দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে। কোন সংক্রামক ব্যাধি-গ্রস্ত লোকের অঙ্গুলীর ছাপ একেবারেই না লওয়া হইলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে। যাঁহারা সবরেজিষ্ট্রারের পরিচিত তাঁহাদিগকে আর ছাপ দিতে হয় না। সবরেজিষ্ট্রারের পরিচিত না হইলেও তিনি সম্ভ্রান্ত এবং পদস্থ লোকের অঙ্গুলির ছাপ না লইতে পারেন। বাঙ্গালির স্ত্রীলোকদিগকে ছাপ দিতেই হইবে। কমিশনে যদ্যপি দলিল রেজিষ্টারি হয়, তাহা হইলেও সবরেজিষ্ট্রার বা যে আমলা কমিশনে যান তাঁহায় সম্মুখে ছাপ দিতে হইবে। বিশ্বস্ত সনাক্তকারী হইলে সবরেজিষ্ট্রার তাঁহার দ্বারাও টীপ লওয়াইতে পারেন। সনাক্তকারী অশিক্ষিত হইলে তাহাদেরও অঙ্গুলির ছাপ দিতে হইবে।

সনাক্তকারী প্রকৃত দলিল সম্পাদনকারীকে চেনেন কি না সবরেজিষ্ট্রার তদ্বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখেন, সুতরাং সনাক্তকারী যেন বিশেষ জানা শুনা লোক হয়, নতুবা ফেরাফিরির কর্ম্মভোগ আছে।

যদি কোন ব্যক্তির সনাক্ত আবশ্যক হয় এবং তিনি সহজে রেজিষ্টারি আফিসে হাজির না হন, তাহা হইলে তাঁহার নামে সমন ইত্যাদি করা যাইতে পারে। (Sec 36)

(৯৩)

রসিদ নষ্ট হইবার বিষয়।

যে রসিদ রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিয়া দলিল ফেরৎ লইতে হয়, তাহা নষ্ট হইলে বা হারাইয়া গেলে দলিল দাখিলকারীকে রেজিষ্ট্রী আফিসে রসিদ খোওয়া যাওয়ার বিষয় জ্ঞাত করিয়া দরখাস্ত করিতে হয়। সে সময়ে সেই দলিলের রেজিষ্ট্রী কার্য্য শেষ না হইয়া থাকিলে একখানি নূতন রসিদ পাইবেন অথবা দলিল ফেরৎ পাইবেন। (১)

দলিল দাখিলকারী ভিন্ন অন্য কাহাকেও দ্বিতীয়বার রসিদ বা দলিল ফেরৎ দেওয়া হয় না। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে দলিল দাখিলকারী কি না তাহা প্রমাণ জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে পরিচিত করিয়া দিতে পারে এমন লোক সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। এবং রসিদ প্রকৃত হারাইয়া গিয়াছে কি না তাহার প্রমাণ দিতে হয়। যদি দলিল দাখিলকারী উহার স্বত্তাধিকারী না হন তবে দরখাস্তকারীর খরচায় ঐ দলিলের স্বত্তাধিকারীকে হাজির হইবার জন্য ডাকে সংবাদ পাঠাইতে হইবে। কারণ দলিল খোয়া যাওয়া সম্বন্ধে তাঁহার জবানবন্দির আবশ্যক। দলিল দাখিলকারী ভিন্ন অপরে রসিদ পান না। দরখাস্তকারী সবরেজিষ্ট্রারের পরিচিত লোক না হইলে তাঁহার টীপ দলিলের টীপের সহিত মিলাইয়া দেখা হয়। যদ্যপি সবরেজিষ্ট্রার বুঝিতে পারেন যে, কোন প্রকার প্রবঞ্চনা নাই এবং দলিলের গ্রহীতা দলিল ফেরৎ পাইবার অধিকারী তাহা হইলে তিনি তাঁহাকেও দলিল ফেরৎ দিতে পারেন এবং হারাইয়া যাওয়া রসিদের পরিবর্ত্তে

---

(১) প্রত্যেক রসিদ হারাইবার জন্য খরচা স্বরূপ তল্লাসী ফি ১৲ টাকা দিতে হয়।

এক খণ্ড সাদা কাগজে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া ঐ কাগজখানি আফিসে কাউনটার ফয়েল রসিদের সঙ্গে আঁটিয়া রাখিতে হইবে ঃ—

"Certified that the loss of the original receipt was proved before me, the presentant duly identified and the document returned as per signature of the recipient on the reverse"

Dated········· SubRegistra

কোন আদালত যগুপি কাহাকে রসিদ বা দলিল ফেরৎ দিতে বলেন তাহা হইলে সেই আদেশ অগ্রগণ্য হইয়া থাকে।

দরখাস্তের নমুনা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত খানাকুলের সবরেজিষ্ট্রার

মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রীবিমলাচরণ দত্ত।

দরখাস্তকারী বিমলাচরণ দত্তের নিবেদন এই যে, আমি সন ১৮৯৬ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে খানাকুল নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিসাধন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামে ১২০০৲ টাকা মূল্যের একখানি কোবালা দাখিল ও রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। আমাকে যে রসিদ দেওয়া হইয়াছিল, দৈব ঘটনা প্রযুক্ত তাহা হারাইয়া ফেলায় অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থিত যে, আমার নিকট উপযুক্ত ফি গ্রহণে উক্ত দলিলের ডুপ্লিকেট রসিদ বা দলিল ফেরৎ দিবার আজ্ঞা হয়। ইতি তাং

(৯৪)

রিফাণ্ড অর্থাৎ রুসুম ফেরত দিবার বিষয়।

দলিল রেজিষ্টারি কার্য্য অগ্রাহ্য হইলে সেই দলিলের যে রেজিষ্টারি খরচা লওয়া হইয়াছিল, তাহা দলিল দাখিলকারীকে ফেরত দেওয়া যায়। ভূম্যধিকারীর ফি ও পেয়াদার মিয়াদ মণি অর্ডার কমিশন প্রভৃতি যাহা লওয়া যায়, তাহাও ফেরত দেওয়া হইয়া থাকে।

কমিশনে যাইবার পূর্ব্বে দরখাস্ত করিলে কমিশন ফি ও বারবরদারী ফেরত পাওয়া যাইতে পারে।

যে দলিল রেজিষ্ট্রী হইয়াছে তাহার পাত (N) ফি বা অন্য ফি সবরেজিষ্ট্রারের ভ্রমবশতঃ বেশী লওয়া হইলে তাহাও ফেরত পাওয়া যায়। যিনি দলিল ফেরৎ লইতে আসেন তাঁহাকে ইহা ফেরত দিবার ব্যবস্থা আছে।

ইনডেক্স কিম্বা বহি তল্লাসী ফিও ফেরত পাওয়া যায় যদ্যপি ৩০ দিনের মধ্যে উহার দরখাস্ত ফেরত লওয়া হয় কিন্তু যদি ঐ ইনডেক্স কিম্বা রেজিষ্টার বহি দরখাস্তকারীকে দেওয়া হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে আর ফি ফেরত হয় না।

নকল 'ফি'ও ফেরত দেওয়া হয় যদি নকল কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উহার দরখাস্ত ফেরত লওয়া হয়।

রেজিষ্ট্রেশন ফি বাদে ২৫ বা ৩৪ ধারা অনুসারে রুল ৩৯ অনুযায়ী দলিলের উপর যে জরিমানা আদায় হয় ঐ দলিলের রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য হইলে তাহা আর ফেরত হয় না।

কিন্তু যদি ঐ জরিমানা ইনস্পেক্টার জেনারল ৭০ ধারা অনুসারে মকুব করেন তাহা হইলে উহা ফেরত হইতে পারে। রিফাণ্ড বহিতে উহা লিখিয়া রাখিতে হয়।

দলিল দাখিল হইবার ৩ বৎসর পরে তাহার দরুণ যে ফি দেওয়া হইয়াছিল তাহা তামাদি হইয়া যায়। রেজিষ্টারি আফিস হইতে দলিল ফেরৎ না লইলে সে দলিল দুই বৎসর পরে ৮৫ ধারানুসারে পোড়াইয়া দেওয়া হয়। দলিল পোড়ান হইলে আর তাহার দরুণ কোন ফি ফেরত দেওয়া হয় না।

দলিলের রেজিষ্টারি অগ্রাহ্য হইলে সেই দলিল যদ্যপি সেই অগ্রাহ্য হইবার দিন হইতে ১ মাস মধ্যে ফেরত লওয়া না যায়, তাহা হইলে সেই দলিল রেজিষ্টারি আফিসে থাকার জন্য প্রতি মাসে ॥০ আনা হিসাবে ফি দিতে হয়। দলিলের ফি ফেরত দিবার সময় সেই ফি পাওনা ফি হইতে কাটিয়া লওয়া হয়।

দলিল দাখিলের সময় যে রসিদ ৫২ ধারা অনুযায়ী দেওয়া হয় সেই রসিদ দাখিল করিলে রেজিষ্টারিং অফিসার তাঁহার Permanent Advance এর টাকা হইতে ঐ সকল ফি ফেরত দিবেন এবং যে টাকা ফেরত দিবেন তাহার রসিদ লইবেন। এবং ফি বহিতে বা ভিজিট, কমিশন, রেজিষ্টারি বা তল্লাসি রেজিষ্টারি বহিতে যথাস্থানে ঐ প্রত্যর্পণ নোট করিয়া দস্তখত ও তারিখ দিবেন।

(৯৫)

আপীলের বিষয়।

সব-রেজিষ্ট্রার দলিলের রেজিষ্টারি অগ্রাহ্য করিলে তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রারের নিকট আপীল করা যাইতে পারে। ৭২ ধারার আপীল রেজিষ্ট্রার শোনেন ৭৩ ধারার আপীল দরখাস্ত ডিষ্ট্রীক্ট সবরেজিষ্ট্রার শোনেন।

৭২ ধারা অনুসারে আপীলের মূল দরখাস্তে ১৮৭০ সালের কোর্ট ফি আইনে Art. II sch II (যাহা ১৯২২ সালের বেঙ্গল কোর্ট ফি [Amendment] আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে) অনুসারে ৸০ আনার কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। কিন্তু ৭৩ ধারা অনুসারে দরখাস্ত সাদা কাগজে হয়।

আপীল করিতে হইলে সব-রেজিষ্ট্রারের দলিল রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য করিবার কারণের নকল লইতে হয়। দাতা বা গ্রহীতা দরখাস্ত করিলে ঐ নকল সাদা কাগজে ও বিনা খরচায় পাওয়া যায়।

রেজিষ্ট্রী আইনের আপীলের কার্য্য ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রারকে স্বয়ং করিতে হয়, অপরের উপর ভারার্পণ করা চলে না। অর্থাৎ ডিষ্ট্রীক্ট সবরেজিষ্ট্রার ভিন্ন কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর ভারার্পণ করা চলে না। (Weekly Notes Page C. C. LXXIII VOL 1) রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য হইবার দিন হইতে ৩০ দিন মধ্যে আপীল রুজু করিতে হয়। আপীল আদালত যদ্যপি সেই দলিল সম্পাদিত হওয়ার প্রমাণ পান, তাহা হইলে তাহা রেজিষ্টারি করিবার আদেশ দেন।

রেজিষ্ট্রারের আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানি আদালতে আপীল করিবার আবশ্যক হইলে রেজিষ্ট্রারের দলিল রেজিষ্ট্রী না হইবার যে কারণ ২নং বহিতে লিপিবদ্ধ হয়, তাহার নকল লইয়া (১) রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য করিবার তারিখ হইতে ৩০ দিন মধ্যে দেওয়ানি আদালতে আপীল রুজু করিতে হয়। আপীলে

---

(১) সবরেজিষ্ট্রারের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল সম্বন্ধেও এই নিয়ম। হুকুমের নকল প্রাপ্তির ৩০ দিন মধ্যে নহে দলিলের রেজিষ্ট্রী নামঞ্জুর হইবার ৩০ দিন মধ্যে (I. L. R. 30 Cal. 582) রেজিষ্ট্রী নামঞ্জুর সংবাদ যদ্যপি পক্ষগণকে সেইদিন না দেওয়া হয় তাহা হইলে যে দিন সংবাদ দেওয়া হয় সেই দিন হইতে ৩০ দিন গণ্য হইবে। I. L. R. 28 Bom. 8 See Cir No 9 of 1906.

জয়লাভ হইলে হুকুমের তারিখ হইতে ৩০ দিন মধ্যে তাহা রেজিষ্টারির জন্য সব্-রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত করিলে, তাহার রেজিষ্টারি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ৩০ দিন অতীত হইয়া গেলে সে হুকুমে আর কোন ফল দর্শে না। সময় অতীতে হুকুমের নকল দাখিল করিলে সব-রেজিষ্ট্রার সে আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিবেন এবং সে অস্বীকার করিবার বিরুদ্ধে আর আপীল চলিবে না।

৮ মাস অতীত হইয়া গেলেও নিয়মিত দিন মধ্যে আপীল করিতে পারিলে তামাদি দোষ ঘটিবে না। কেননা ৩৪ ধারা ৭৭ ধারার অধীন ও অনুবর্ত্তী (I, L. R. 11 Cal. 75 I. L. R. 16 Cal. 189.)

(৯৬)

আপীলের পর রেজিষ্ট্রী।

আপীল আদালত যদ্যপি দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার আদেশ দেন, তাহা হইলে সেই আপীলের আদেশ সহ দলিলখানি সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট ৩০ দিন মধ্যে উপস্থিত করিলে তাহার রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হইবে। তখন আবার নূতন করিয়া ফি দিতে হইবে।

সব-রেজিষ্ট্রার সেই দলিলখানি পুনর্ব্বার দাখিল গ্রহণ করিয়া তাহাতে এই মর্ম্মে আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন। যথাঃ—

Admitted to registration underation section 72, 75 or 77 Act XVI, of 1908 by order of the Registrar or Munsif or the Sub-Judge of dated in case No of 19 *

(৯৭)

বিনা ফিসে রেজিষ্ট্রীকরণ।

কোন সরকারী কর্ম্মচারীর জামিন-নামার রেজিষ্ট্রীর জন্য কোন প্রকার ফি দিতে হয় না। জেলার, সহকারী জেলার, জেল-ওয়ার্ডার, কনেষ্টবল, ঝাড়ূদার

* পূর্ব্বে ইহা পূর্ব্ব প্রদত্ত ফীর বলে রেজিষ্ট্রী হইত, এখন যে ফি ফেরত লইতে হইবে এবং রেজিষ্ট্রীর সময় তাহা দাখিল করিতে হইবে।

পেয়াদা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারীর জামিন নামার রেজিষ্ট্রী জন্য ফি দিতে হয় না। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট বা অপর ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারী সম্বন্ধেও তাই। এতদ্ব্যতীত যে সকল কর্ম্মচারী বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য সরকার হইতে টাকা ধার করেন, তাঁহাদিগের বন্ধকনামা লেখা পড়া করিতে ষ্ট্যাম্পও রেজিষ্ট্রী ফি দিতে হয় না। *

(৯৮)

দলিল নকল হইবার বিষয়।

রেজিষ্ট্রী কার্য্য শেষ হইলে অর্থাৎ টীপ ও সহি প্রভৃতি হইয়া গেলে দলিল নকল হইবার জন্য মোহরারদিগের নিকট যায়। তাঁহারা দলিলের নম্বর অনুযায়ী পর পর নির্দ্দিষ্ট খাতায় অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তির দলিল ১নং বহিতে অস্থাবর সম্পত্তির দলিল ৪নং বহিতে এবং উইল ও পোষ্যপুত্রের অনুমতি পত্র ৩নং বহিতে নকল করেন। দলিলের ক্রমিক নম্বর অর্থাৎ যে নম্বর দলিলের বামভাগে পেন্সিলে লেখা থাকে, সেই নম্বরানুযায়ী দলিল নকল হইয়া থাকে, একটী ফেলিয়া আর একটী নকল করা নিষিদ্ধ।

নকলের পাতায় রুল টানা আছে এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৩০০টী শব্দ ধরে। প্রত্যেক মোহরারকে প্রত্যহ সেইরূপ ১২ পৃষ্ঠা নকল করিতে হয়। দলিল কাল কালিতে নকল হয়, পৃষ্ঠলিপি অর্থাৎ রেজিষ্টারি কার্য্যকারক যাহা লিখিবেন তাহা খাতার বামদিকে লাল কালিতে নকল হয় এবং ভেণ্ডারের সার্টিফিকেট, দলিল যেখানে শেষ হয় সেইখানেই লাল কালিতে লেখা হইয়া থাকে। খাতার কোন লেখা মোছা বা ছুরি বা রবার দিয়া ঘসিয়া তুলিয়া ফেলা চলে না। ভুল হইলে সেটী কালি দিয়া কাটিয়া তাহার উপর ভিন্ন কালিতে (অর্থাৎ কাল কালিতে লেখা থাকিলে লাল কালিতে এবং লাল কালিতে লেখা থাকিলে কাল কালিতে) কাটিয়া লিখিতে হইবে। সবরেজিষ্ট্রার দ্বারা সেই নকলের কাটকুটের পার্শ্বে সহি করাইয়া লইতে হয়।

* Declaration bonds of Assistant. Surgeon and Civil Hospital Assistant and security bonds of medical students are exempt from the payments of stamp duty but not of registration fee Cir. No. 9 for 1902,

দলিলের অবিকল নকল হইলে পার্টির যতগুলি দস্তখৎ থাকে তাহাও নকল করিতে হয়; সাক্ষী এবং দলিল লেখক সম্বন্ধেও তাই। অনুলিপির (Duplicate) নকল করা অনাবশ্যক, তবে যতগুলি অনুলিপি থাকে, তাহার নম্বরগুলি বহিতে লিখিয়া অনুলিপির যে যে স্থানে মূল দলিলের সহিত বিভিন্নতা আছে, অর্থাৎ ভেণ্ডারের সার্টিফিকেট, প্রথম ইণ্ডর্সমেণ্ট ইত্যাদি তাহা নকল করা আবশ্যক।

কোন দলিলে কোন ভুল থাকিলে এবং তাহার জন্য যদ্যপি ভ্রমসংশোধন পত্র রেজিষ্ট্রী হয়, তাহা হইলে যে নকল বহিতে মূল দলিল নকল হইয়াছে সেই বহির পার্শ্বে ভ্রম সংশোধন পত্রের বিষয় লিখিয়া রাখিতে হয়। দলিলে ম্যাপ বা প্ল্যান থাকিলে তাহা যে বহিতে নকল হয়, তাহাতে আটা দিয়া আঁটিয়া রাখিতে হয়। দলিলের পুনর্ব্বার রেজিষ্ট্রী (re-registration) হইলে ম্যাপ বা প্ল্যান একবার ভিন্ন দিতে হয় না, সে স্থলে নকল বহির দক্ষিণ দিকে লিখিয়া রাখিতে হয় যে "Certified that the map or plan attached to the document is the same that which was attached to it on its first presentation."

ভিন্ন এলাকায় কাপি, মিমো পাঠাইয়া নকল বহির দক্ষিণ দিকে লিখিয়া রাখিতে হয় যে, কোন্ স্থলে কোন্ তারিখে কাপি বা মিমো পাঠান হইল। সব-রেজিষ্টার দ্বারা তাহার নীচে সহি করাইয়া লইতে হয়।

দলিল নকল হইলে তাহা মূল দলিলের সহিত মোকাবিলা করিতে হয় এবং মোকাবিলাকারী, লেখক ও পাঠক প্রভৃতি সকলকেই সহি করিতে হয়। এইটা বিশেষ প্রয়োজনীয়। সব্‌রেজিষ্ট্রার এতৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

কোন খাতা খুলিবার সময় তাহাতে যত পৃষ্ঠা আছে, তাহা লিখিয়া রেজিষ্টারিকার্য্যকারকের সহি করাইয়া লইতে হয় এবং খাতা শেষ হইলে বহির কত পৃষ্ঠা লেখা হইল এবং কোনখানে লেখা শেষ হইল তাহারও সার্টিফিকেট লিখিয়া সবরেজিষ্ট্রারের সহি করাইতে হয়।

দৈনিক কার্য্য শেষ হইলে যে সকল দলিলের নকল ও মোকাবিলা শেষ হয়, তাহা সবরেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত করিয়া দলিল ও খাতাতে তাঁহার সহি করাইয়া লইতে হয়।

(৯৯)

অন্য আইনের আদেশ বলে ষ্ট্যাম্প রুসুম বর্জ্জন।

ফেরিঘাটের কবুলতি যাহা ষ্টেট সেক্রেটারী বরাবর লিখিত হয় তাহার ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয় না। (Bengal Govt. Cir. No. 5 T. M. of the 12th May 1884.) যথা :—

"As the Kabuliats in the case of the farming of ferries are executed in favour of Govt. no duty is required to be laid on them under clause 18 Schedule II of the Stamp Act, and as no document is given in exchange for the kabuliats, there is nothing which the farmers are bound to stamp *

এই হিসাবে এ সকল দলিলের রেজিষ্ট্রী ফিও দিতে হইবে না।

(১০০)

বিনা ষ্ট্যাম্প ও ফী লইয়া রেজিষ্ট্রী করণ।

যেখানে ষ্ট্যাম্প আইনের ৩ ধারা মতে সরকারী পক্ষ হইতে ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয় না, রুসুমের তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে সেই স্থলে রেজিষ্ট্রী খরচাও দিতে হয় না। এটী অনেক সব্‌রেজিষ্ট্রার ঠিক বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা ভাবেন গবর্ণমেণ্টের নামে দলিল সম্পাদিত হইলেই যেন রুসুম দিতে হয় না কিন্তু উদ্দেশ্য তাহা নহে। যেখানে ষ্ট্যাম্প আইনের ২৯ ধারার বিধান মতে ৩ ধারার নিয়ম না থাকিলে গভর্ণমেণ্টকে ষ্ট্যাম্প দিতে হইত, সেই স্থলে ষ্ট্যাম্প রুসুম ও রেজিষ্ট্রী খরচার বর্জ্জন বিধি আছে। কেননা তাহা না হইলে ঐ খরচার জন্য গভর্ণমেণ্ট দায়ী হন। কিন্তু দেখা যায় গভর্ণমেণ্ট আরও দুই এক স্থলে ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রী খরচা বর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু রেজিষ্টারি কর্ম্মচারীদের অনেকে

---

* Read Sec, of Bengal Ferries Act. at page 385 of Colliears Local Self-Government Hand Book (4th Edn.) by H. Le Mesurier.

তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ (১)। ২৫, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৬ এবং ৩৮ ধারা অনুসারে দরখাস্তে ষ্ট্যাম্প লাগে না।

কাবিন নামার মধ্যে কোন মূল্যবান গহনা বা রত্নরাজি দানের উল্লেখ থাকিলে বা জমিজমা দানের বিষয় বা মাসোহারার বিষয় উল্লেখ থাকিলে তাহার জন্য ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না Ancient Monument Preservation Act (Act VII of 1904) এর ৫ ধারা অনুসারে কোন একরারে (agreements) ষ্ট্যাম্প লাগে না।

(১০১)

এণ্ডর্সমেণ্টের ব্যবহার বিধি।

সবরেজিষ্ট্রাররা দলিলের পৃষ্ঠে লাল কালিতে যে সকল এণ্ডর্সমেণ্ট লিখিয়া দেন তাহার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। তবে কেহ বা above না লিখিয়া aforesaid লিখিলেন, কিন্তু মূলের ব্যতিক্রম করিবার উপায় নাই। কোন সবরেজিষ্ট্রার এণ্ডর্সমেণ্ট লিখিতে কোন ভুল করিলে আমলারা তাহা সংশোধন করাইয়া লয়েন, আমলারা অকর্ম্মণ্য হইলে ভুল থাকিয়া যায়। পক্ষগণ কোন ভ্রম দেখিলে সবরেজিষ্ট্রারকে তাহা দেখাইয়া দিলে তিনি আহ্লাদ সহকারে তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। এণ্ডর্সমেণ্ট সমূহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখান হইয়াছে বলিয়া আর এখানে সন্নিবিষ্ট হইল না।

(১০২)

অপরাধ ও দণ্ড।

যে কেহ নিম্নলিখিত অপরাধ করিবে, তাহার ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস অথবা জরিমানা বা উভয়ই হইতে পারে। (২)

---

(১) এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ রুস্থমের তালিকা অধ্যায়ের শেষ অংশে "বর্জ্জিত বিধান" দেখুন।

(২) রেজিষ্টারি আইনের ৮২ ধারা দেখুন।

(ক) রেজিষ্টারি আইন সংক্রান্ত, কোন কার্য্য সম্পাদন, কোন বিষয়ের অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসাবাদ কালে শপথপূর্ব্বক বা বিনা শপথে ইচ্ছা করিয়া কোন মিথ্যা কথা কহিলে। (১)

(খ) রেজিষ্টারিকার্য্যকারকের নিকট কোন দলিলের বা কোন ম্যাপ বা প্ল্যানের মিথ্যা নকল দাখিল করিলে।

(গ) আপনাকে অন্য লোক প্রতিপন্ন করিয়া কোন দলিল দাখিল, কোন সম্পাদন স্বীকার বা কোন সময় বা কমিশন ইস্থ বা এই আইনঘটিত কোন অনুসন্ধান বা কার্য্যকালে কোন প্রকার কার্য্য করিলে। (২)

(ঘ) উক্ত সকল কার্য্যের সহায়তাকারীদিগেরও রেজিষ্টারি বা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনানুসারে অপরাধ হইয়া থাকে। (৩)

দলিলের সময় অতীত হওয়ায় তাহার তারিখ বদলাইয়া দলিলকে পুনরায় রেজিষ্টারির উপযোগী করণও একটী গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধে দণ্ডবিধি আইনের ১৯২ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। (৪)

জাল দলিল করণও গুরুতর অপরাধ। ইহাতে দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৪ ধারা এবং জাল দলিল ব্যবহার জন্য ৪৭১ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

---

(১) কেহ কোন দলিলের সম্পাদন কার্য্য অস্বীকার করিলে উপযুক্ত আদালত দ্বারা অনুসন্ধান করা হয় যে, সম্পাদনকারী দলিলের সম্পাদনকার্য্য অস্বীকার করিয়া রেজিষ্টারি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছে কি দলিলখানি জাল।

যাঁহার বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ হয়, তিনি ফৌজদারি সোপরদ্দ হইতে পারেন; দলিল জাল প্রমাণ হওয়া বড়ই কঠিন। তথাপি এরূপ তদন্ত হইলে লোকের মনে ভয় থাকে।

I. L. R. 19 Cal. Pages 604 এবং 1047 মিথ্যা কথা সম্বন্ধে দুইটী নজির আছে, যাহাতে আসামী মুক্তি পাইয়াছিলেন।

(২) ইহা অতি গুরুতর অপরাধ। রাম আপনাকে শ্যাম বলিয়া রেজিষ্টারি করিয়া দিতেছে। ইহাতে রামের সে কার্য্য করিবার অভিপ্রায় কি তাহা বিচার কালে দেখিবার আবশ্যক নাই, শ্যাম বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া রেজিষ্টারি করিয়া দিয়াছে কিনা তাহাই বিচার্য্য। দণ্ডবিধি আইনে কু-অভিপ্রায় না থাকিলে দণ্ড হয় না, কিন্তু রেজিষ্ট্রী আইনে তাহা হয়।

(৩) সহায়তাকারীর অপরাধ অপরাধকারীর তুল্য। সহায়তাকারী রেজিষ্ট্রী আইনের ৮২ ধারামতে এবং আবশ্যক মত দণ্ডবিধি আইনের ১০৭ বা ১৪০ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয়।

(৪) See I, L. R. 6 Cal, 485.

এতদ্ব্যতীত সমন বা নোটীশ অমান্য (১), রেজিষ্টারিকার্য্যকারককে অপমান সূচক বাক্য প্রয়োগ বা কার্য্যকালে তাঁহাকে বিরক্ত করা বা কার্য্যে বাধা দেওয়া ইত্যাদিতে অপরাধ হইয়া থাকে। (২)

রেজিষ্টারি আইন ঘটিত কোন অপরাধ হইলে সবরেজিষ্ট্রার পক্ষগণের জবানবন্দী লইয়া তাহাতে সহি করাইয়া লইতে পারেন, এই সকল উপর আদালতে প্রমাণ স্বরূপ গণ্য না হইলেও বিচারকের ঘটনা সত্য বলিয়া ধারণা হয়।

সবরেজিষ্ট্রার একাম্বেক অথবা জেলার রেজিষ্ট্রারের অনুমতি লইয়া ফৌজদারি সোপরদ্দ করিতে পারেন।

রেজিষ্টারি আইনের কোনওখানে সবরেজিষ্ট্রারের অপরাধ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ক্ষমতার কথা দেখা যায় না, কিন্তু অনুসন্ধান ভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহ কি করিয়া হয়, তাহাও বুঝা যায় না।

আমি একটী মোকর্দ্দমা বিনা তদন্তে চালান দিয়াছিলাম। সেসন জজ তজ্জন্য আমাকে এরূপ ভাবে চালান দিতে নিষেধ করিয়া সকল স্থলেই তদন্ত করিতে বলেন, কিন্তু হাবড়ার রেজিষ্ট্রার একবার আমায় তদন্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আইনের তর্কে রেজিষ্ট্রী অপরাধীর স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ হয় না, কারণ ফৌজদারী কার্য্যবিধি (Criminal Procedure Code) মতে কেবল মাত্র পুলিশ চালানি মোকদ্দমার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু দেখা যায় আবগারী মোকর্দ্দমায় এরূপ স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা আছে, তখন রেজিষ্ট্রী মোকর্দ্দমায় না হইবে কেন? এ সকল লইয়া প্রায়ই বিপক্ষের উকীল জেরা করিয়া থাকেন।

রেজিষ্টারি কর্ম্মচারী বা তাঁহার আমলারা বেঠিক ভাবে নকল ইত্যাদি করিয়া কাহারও কোন অনিষ্ট (injury) * সাধন করিলে তাহারও ৮১ ধারার অনুযায়ী সাজা হইয়া থাকে।

---

(১) দণ্ডবিধি আইনের ১৭৮ ধারা দেখুন।

(২) দণ্ডবিধি আইনের ২২৮ ধারা দেখুন।

* The word "injury" denotes any harm illegally caused to any person in body, mind, reputation, property Sec. 44 of the I. P. Code.

সমন অমান্য জন্য পক্ষদিগকে ১৭৪ ধারা (I. P. C.) অনুসারে ফৌজদারি সোপরদ্দ করা হইয়া থাকে।

(১০৩)

রেজিষ্ট্রী অপরাধজনিত মোকর্দ্দমা।

রেজিষ্ট্রী আইন সংক্রান্ত কোন অপরাধের সংবাদ প্রাপ্ত হইলে সবরেজিষ্ট্রার অপরাধীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা রুজু করিবেন। রেজিষ্ট্রী আইনের ৮৩ ধারা মতে তিনি স্বয়ং মোকর্দ্দমা রুজু করিতে পারেন অথবা ইনস্পেক্টর জেনারল বা রেজিষ্ট্রারের অনুমতি লইয়া মোকর্দ্দমা রুজু করিতে পারেন।

ফৌজদারি কার্য্যবিধির বিধান অনুসারে কোন মোকদ্দমা রুজু হইবার পূর্ব্বে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মোকর্দ্দমার সত্যতা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তবে সমন ইস্যু করিয়া থাকেন, কিন্তু রেজিষ্ট্রী আইন ঘটিত মোকদ্দমায় সেরূপ কোন তদন্ত করার আবশ্যক নাই। সবরেজিষ্ট্রার কাহারও স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া পরম পুলকিত হয়েন, মনে করেন আর যায় কোথায়? কিন্তু তাহা কিছুই নহে, অপরাধী উপযুক্ত আদালতে সে উক্তি সহজে প্রত্যাহার করিতে পারে। সব্‌রেজিষ্ট্রার যদি বুঝিতে পারেন যে ঘটনা সত্য এবং আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে মোকর্দ্দমা রুজু করিতে পারেন। (I. L. R. Mad, Vol II, page 570)

পক্ষেরা সব্‌রেজিষ্ট্রারের অনুমতির (Sanction) দরখাস্ত করিয়া নিজে মোকর্দ্দমা চালাইবার চেষ্টা পাইবেন না, কেন না তাহা অনাবশ্যক এবং রেজিষ্ট্রী আইনের ৩৪ ধারার কার্য্য কালে সব্‌রেজিষ্ট্রার কোর্ট নহেন। (I. L. R. 7. Mad. 347, XII Mad. 5.)

রেজিষ্ট্রী আইনের কোন অপরাধ ঘটিলে এবং প্রতিপক্ষ সে সংবাদ সব্‌রেজিষ্ট্রারকে দিলে, তিনি অপরাধীকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিবেন। যদি তিনি কোন ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে পক্ষগণ জেলার রেজিষ্ট্রারকে জানাইতে পারেন, অথবা এক সময়েই দুই জনকে সংবাদ দিতে পারেন। কোন একটী মোকর্দ্দমা অন্যায় রূপে নষ্ট করায় একজন রেজিষ্ট্রী কর্ম্মচারী গভর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন (I. G's Circular No 10. of 1879)

অনেক সময় দেখা যায় রেজিষ্ট্রী অপরাধ হইলে কি করা কর্ত্তব্য কি করিয়া ঠিক ভাবে রিপোর্ট লিখিতে হয় তাহা অনেক সব্ রেজিষ্ট্রার জানেন না, সেই-জন্য একটী নূতন অধ্যায় (৩৬) ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল।

(১০৪)

ষ্ট্যাম্পে ষ্ট্যাম্প যোগ করিয়া মূল্য পূরণ করা।

১৯১২ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ইন্স্পেক্টর জেনারেল সাহেবের ৪৭৫নং general letterএ লিখিত আছে যে কম মূল্যের ষ্ট্যাম্পে অন্য একখানি ষ্ট্যাম্প কিনিয়া তাহা পূরণ করা যায়। পরবর্ত্তী ষ্ট্যাম্প যে কোন ভেণ্ডারের নিকট যে কোন তারিখে ক্রয় করা যাইতে পারে এবং তাহাতে ভেণ্ডারের মূল্য পূরণ করিয়া দেওয়ার সার্টিফিকেট না থাকিলেও তাহা চলিবে।

এই সার্কুলারের বলে অনেকে সেই দলিলে আর একখানি ষ্ট্যাম্প জুড়িয়া দিয়া থাকেন। কোন কোন সবরেজিষ্ট্রারও নাকি আবার একখানি নূতন ষ্ট্যাম্পে পূর্ব্বলিখিত দলিলের একটি পৃষ্ঠা বদলাইয়া এবং নূতন করিয়া স্বাক্ষর করিয়া দাখিল করিতে বলেন। কিন্তু এটি ভুল। দলিল সম্পাদনের পূর্ব্বে পক্ষেরা একটি ষ্ট্যাম্পের সহিত আর একটি ষ্ট্যাম্প সংযোজিত করিয়া দলিল সম্পাদন করিতে পারেন, কিন্তু সম্পাদনের পর ওরূপ ষ্ট্যাম্প সংযোজনার জন্য দলিল ইম্পাউণ্ড হইবে। ষ্ট্যাম্প আইনের ৩১ ধারার Sub section 2 দেখুন। এ সম্বন্ধে ১৮৭৮ সালের Select Committeeর Report এইরূপ :—

"All that a public officer is bound to do under Sec, 30 is to examine such an instrument with a view to ascertaining whether it bears a stamp of the proper value and description. if however, it should happen that the instrument was not duly stamped owing to some circumstance which did not appear on the face of it, as *e g.* if a stamp had been illegally affixed after execution and this fact should appear incidentally in the course of some proceeding before the officer, it would of course be his duty to impound it and proceed in regard to it in the manner prescribed by the Act.

১৭ ধারা মতে সম্পাদনের পূর্ব্বে বা সময়ে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয়, সুতরাং পরে দেওয়া চলে না। আমি কোন সব রেজিষ্ট্রারের inspection Reportএ এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি। মহামান্য ইন্স্পেক্টর জেনারেল আমার সহিত এক-মত হইয়াছিলেন।

The levy of penalty implies a punishment for neglect in failing to affix the proper stamp at the time of *execution* Narayan Chetty. vs Karrappathan (3. Mad 253.)

কতকগুলি ষ্ট্যাম্প একখানি ৫০৲ টাকার অধিক মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হইলে সব রেজিষ্ট্রার জেলার কালেক্টরের নিকট এ বিষয় রিপোর্ট করিবেন (Letter No 1536-S R dated the 7th August 1923)

(১০৫)

২৫ ও ৩৪ ধারার জরিমানার বিষয়।

এই জরিমানা লইবার সময় ৩৯ রুল উল্লেখ করিতে হইবে। জরিমানা কি হিসাবে আদায় হইবে তাহা দেখুন যথা ;—

(ক) বিলম্ব ৭ দিনের বেশী না হইলে নির্দ্ধারিত রেজিষ্ট্রেশন ফি'র দ্বিগুণ জরিমানা।

(খ) বিলম্ব ১ মাসের বেশী নয়··যত টাকা রেজিষ্ট্রী ফি হয় তাহার ৪ গুণ।

(গ) বিলম্ব ৪ মাসের বেশী নয়···যত টাকা রেজিষ্ট্রী ফি হয় তাহার ১০ গুণ। (১) ঐ জরিমানা রেজিষ্ট্রী ফি বাদে ধরিতে হইবে। (Vide Rule 39)

এক সম্পাদনকারী দ্বারা একই সময়ে সম্পাদিত এক দলিলের একাধিক নকল দলিল দাখিল হইলে মূল দলিলে কেবল উক্ত জরিমানা গৃহীত হইবে। রেজিষ্টারি আইনে ৭০ ধারা মতে ইন্স্পেক্টার জেনারেলের এই জরিমানা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা আছে। কেহ উক্ত ভাবে আবেদন করিয়া সব রেজিষ্ট্রারের নিকট দরখাস্ত করিলে তিনি তাহাতে স্বীয় মতামত লিখিয়া

(১) ১ মাস অর্থাৎ ৩০ দিন। The said fines shall be in addition to the proper registration fees.

পাঠাইয়া দিবেন কিন্তু জরিমানা দিবার (১) পূর্ব্বে এরূপ দরখাস্ত করিলে তিনি তাহা পাঠাইয়া দিবেন না। সাধারণ রেজিষ্ট্রী ফি জরিমানার মধ্যে ধরা হইবে না।

রেজিষ্ট্রী আইনে ২৪ ধারায় একই দলিলের ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন তারিখে সম্পাদনের বিষয় বলা হইয়াছে। যদি প্রত্যেক সম্পাদনকারী দলিল সম্পাদনের ৪ মাস পরে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে রেজিষ্ট্রী আফিসে উপস্থিত হন, তাহা হইলে জরিমানাও দুই কিম্বা ততোধিকবার আদায় হইবে। শেষ দলিল সম্পাদনকারী যে তারিখে উপস্থিত হইবেন, সেই তারিখ ধরিয়া ৩৪ ধারার জরিমানা আদায় হইবে এবং দুই কিম্বা ততোধিক সম্পাদনকারী ভিন্ন ভিন্ন তারিখে উপস্থিত হইলে, দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বারের জরিমানা প্রথমবারে যাহা আদায় হইয়াছে এবং শেষ কয়বারে যাহা আদায় হইবে তাহার পার্থক্যানুসারে গৃহীত হইবে। কিন্তু Registration manualএ এই নিয়মে যে সময়ের কথা বলা হইয়াছে সেই সময়ের মধ্যে সম্পাদনকারীরা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে উপস্থিত হইলে সেই একটা জরিমানাই লাগিবে।

A. B. and C. are three executants who appeared after the expiry of 4 months from the date of execution but within one week, one month and 4 months from the Expiry of this period of 4 months Then if the registration fee on the document was Re 1, the fine leviable on the appearance of A. B. and C. should not be Re 1, Rs. 3 and Rs. 9 respectively, but Rs. 2. (Rs.) 4-2 and Rs 6 (Rs 10-4) i e, the total of fines will be regulated by the time when the last man appeared.

(১) See Rule 42.

A. and B. executed a deed on the 1st of August and C. the claimant presented it for registration on the 1st of Septr. 1913 i e within 4 months from the date of execution. Now if A appears on the 3rd of December and B on the 4th of December 1913, i e both within a week of the expiry of four months, only one fine will be levied on the appearance of A and no fine will be charjed on the appearance of B.

(১০৬)

রিফিউজ দলিলের ফি লওয়া।

পক্ষকে পূর্ব্বে দলিল Refuse হইলে দলিল ও ফি ফেরত দেওয়া হয়। যদ্যপি সে দলিলের আপীল হয় এবং আপীলে রেজেষ্টারির হুকুম হয় তাহা হইলে আপীলের হুকুম সহ কেহ দলিল পুনর্ব্বার রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি আবার পূর্ব্বের ন্যায় নূতন করিয়া ফি লইবেন।

(১০৭)

কলিকাতার সম্পত্তি বিক্রয় ইত্যাদি।

সকল দেশের সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য শতকরা ১॥০ টাকা ষ্ট্যাম্প দিতে হয়, কিন্তু কলিকাতার কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, দান বা সদখল বন্ধক দিতে শতকরা ৩॥০ টাকা হারে ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হইবে। তবে তাহার হারের কিছু বিভিন্নতা আছে। যথা—১১০০৲ টাকার সাধারণ সম্পত্তি বিক্রয়ের রুসুম ২২॥০ টাকা কিন্তু কলিকাতার সম্পত্তির ৪৪॥০ টাকা অর্থাৎ ১১০০৲ টাকার ২২॥০ এবং ১১০০ টাকার ২২ টাকা ইমপ্রুভমেণ্ট ডিউটী।

কেহ মফঃস্বল সম্পত্তির সহিত কলিকাতার সম্পত্তি বিক্রয় করিলে মফঃস্বলের সম্পত্তির দামের উপর শতকরা ১॥০ টাকা ষ্ট্যাম্প দিবেন। কিন্তু কলিকাতার সম্পত্তির উপর শতকরা ৩॥০ টাকা হিসাবে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাক্ট ১৯১১এর ৮২ ধারায় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকাতার উন্নতি জন্য এই ডিউটী লওয়া হয় এই অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প রুসুমের টাকাটা কলিকাতার ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট পাইয়া থাকেন। এই সকল দলিল নকলের জন্য আলাহিদা ১নং বহি থাকে যাহাতে কেবল মাত্র এই দলিলগুলিই নকল হয় অন্য দলিল নকল হয় না।

এখন আরও একটু ভাবিবার কথা হইয়াছে। অনেক settlementও দান-পত্রের কার্য্য করে বলিয়া উক্ত প্রকার দলিলেও অতিরিক্ত ডিউটী গ্রহণ করিতে হইবে। see I. G's Cir. No. 9 of 1917. কোন আফিসে এরূপ হস্তান্তর হইলে সব্‌রেজিষ্ট্রার উপযুক্ত ফরম পুরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ I, Generalকে পাঠাইয়া দিবেন এবং মাস কাবারে তৎসংবাদ জেলার রেজিষ্ট্রারকে দিবেন।

(১০৮)

কোন্ কোন্ রেকর্ড স্থায়ীভাবে থাকে।

সদর আফিসে নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি স্থায়ীভাবে থাকে।

(১) ক্যাটালগ।

(২) কাজির রেকর্ড।

(৩) রেজিষ্টারি বহি ও তাহার ইণ্ডেক্স (২নং বহি ব্যতীত) এবং ১৯ ও ৬২ ধারা অনুসারে যে সকল অনুবাদ ও মূল নকল দাখিল হয়।

(৪) রেজিষ্টারি বহি ১৮৬৪ সালের ১৬ আইন পাশ হইবার পূর্ব্বের।

(৫) রেকর্ডাদি দগ্ধ হইবার তালিকা ও বিবরণী।

ভিন্ন জেলা হইতে সমাগত কাপি সার্টিফিকেট ইত্যাদি এবং মফঃস্বল সব-রেজিষ্টারি আফিস হইতে প্রাপ্ত উইল রেজিষ্টারি বহি (*) অন্যান্য রেজিষ্ট্রী আফিসে নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি স্থায়ীভাবে থাকিবে।

(*) Rule 11

১। ক্যাটালগ

২। রেকর্ডাদি যাহা নষ্ট করা হইয়াছে তাহার তালিকা।

৩। ইণ্ডেক্স বহি ১ ও ২ নং যাহার সদর আফিসে পাঠাইতে হয়।

(১০৯)

রেজিষ্টারি বহি হেড ও অধীনস্থ অফিসে থাকিবার কথা।

প্রত্যেক জেলার সদর আফিসে সেই জেলার অধীনস্থ সমস্ত রেজিষ্টারি আফিসের রেজিষ্টারি বহি এবং যে সকল বহি ধ্বংস হয় না তাহা থাকে। (*) মূল ইণ্ডেক্স স্থানীয় রেজিষ্ট্রী আফিসে থাকে। প্রত্যেক রেজিষ্টারি আফিসে এক বৎসরকাল রেজিষ্টারি বহি ইত্যাদি থাকে। তাহার পরবর্ত্তী জানুয়ারি মাসে নিম্নলিখিত বহিগুলি হেড আফিসে পাঠাইতে হয়। (†) তবে যে সকল আফিস খড়ুয়া ঘরে স্থাপিত আছে, তথাকার বহি প্রতি তিন মাস অন্তর সদরে পাঠান যাইতে পারে। ঃ—

(ক) সমাপ্ত ১নং বহি ও মেমোরেণ্ডা ও কপি যাহা ৬৪, ৬৫, ৬৬ এবং ৮৯ ধারা অনুসারে ফাইল করা হইয়াছে।

(খ) সমাপ্ত ৪নং বহি এবং তাহার (৪নং) ইনডেক্স এবং ১, ২ ও ৩ নং ইনডেক্সের নকল।

(গ) ৬২ ধারা অনুসারে ফাইল করা অনুবাদ এবং মূল নকল।

(ঘ) সমাপ্ত টিপের বহি (completed thumb impression registers.)

(১১০)

রেজিষ্ট্রী আফিসের শিল মোহর।

রেজিষ্ট্রী আইনের ১৫ ধারায় যে সিলমোহরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট থাকিবে এবং তাঁহার নিজ ব্যবহারের জন্য বিহিত হইয়াছে।

যে আফিস একেবারে বন্ধ হইয়াছে, অথবা যে আফিসের শিলমোহর একবারে নষ্ট হইয়াছে এবং তাহার স্থানে নূতন একসেট দেওয়া হইয়াছে, সেই সমস্ত-

(*) Rule 9

(†) Rule 10

আফিসের শিলমোহর সদর সব রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে নষ্ট করা যাইবে এবং সদর সব্ রেজিষ্ট্রার ঐ নষ্ট করণের কথা তাঁহার stock book of furnitureএ লিপিবদ্ধ করিবেন।

যদি সব-রেজিষ্ট্রারের শিলমোহর পাইতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে রেজিষ্ট্রী কার্য্য বন্ধ থাকিবে না—যথাযথ ভাবে চলিতে থাকিবে এবং ঐ দলিলের নকলাদি রেজিষ্ট্রী বহিতে হইতে থাকিবে ; কিন্তু সব রেজিষ্ট্রার যতদিন পর্য্যন্ত শিলমোহর না পান ততদিন পর্য্যন্ত ঐ দলিল নিজের নিকট রাখিবেন এবং শিলমোহর আসিলে দলিলে শিলমোহরের ছাপ দিয়া রেজিষ্ট্রী কার্য্য শেষ করিবেন।

(১১১)

কোন্ কোন্ রেকর্ড নষ্ট হয়

নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি নিম্নলিখিত নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রী আফিসে থাকিবে এবং তাহার পর উহা নষ্ট করিয়া ফেলা হইবে :—

১।	মোক্তার নামা তছদিক করণের বহি	৫০ বৎসর।
২।	টিপের বহি	

১।	অ্যাকুইট্যান্স বহি।	৩৫ বৎসর
২।	কর্ম্মচারিবৃন্দের অধোনতি, কর্ম্মচ্যুতি বা সস্‌পেণ্ডের বিরুদ্ধে আপীলের কাগজাদি।	
	কর্ম্মচারীবৃন্দের আফিসে নিয়োগ সম্বন্ধীয় কাগজাদি	
	আফিসের কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত কাগজাদি	
	স্থায়ী এষ্ট্যাব্লিসমেণ্ট (আফিসের) সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ	
৬।	জবানবন্দীর ফাইল	
৭।	কর্ম্মচারীগণের সস্‌পেন্সন	

১। ইমারতাদি নির্ম্মাণের জন্য সাময়িক সাহায্য করণ।
২। সাধারণ প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে উক্ত ফণ্ডে চাঁদা দানকারীগণকে সাময়িক সাহায্যের টাকার হিসাব।
৩। জেলাসমূহের বাৎসরিক রিপোর্ট।
৪। শিক্ষানবীশগণকে নিয়োগ করা সম্বন্ধে কাগজাদি।
৫। বিল বহি।
৬। বই বাঁধান সম্বন্ধীয় কাগজাদি।
৭। ভারতবর্ষীয় রেজেষ্টারী আইন সংক্রান্ত ২নং বহি।
৮। ইমারত মেরামতী ব্যাপারের কাগজাদি।
৯। বজেট ফাইল
১০। ক্যাস বহি।
১১। কন্টিনজেণ্ট রেজেষ্টারী বহি।
১২। ডিস্মিস্ সংক্রান্ত বহি।
১৩। ফি বহির রেজিষ্টার।
১৪। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংক্রান্ত ফি বহি।
১৫। ক্ষমতা প্রত্যাহার সম্বন্ধীয় ফাইল।
১৬। আসবাব আদি (সাপ্লাই) সংক্রান্ত কাগজাদি।
১৭। ইনসপেক্সন রিপোর্ট।

} ১২ বৎসর

১৮	কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ষ্ট্যাম্প ডিউটী বাবদ মাসিক রিপোর্ট।	১২ বৎসর।
১৯	বদলীর বিজ্ঞাপন।	
২০।	র‍্যাক্ কেস সমূহ।	
২১।	রেকর্ড কিপারের ইস্যু রেজিষ্টার।	
২২।	রেজেষ্টারী আইনের ৭২।৭৩ ধারার রেকর্ড। (ক) বর্ণনা পত্র। (খ) সাক্ষীর জবানবন্দী।	
২৩।	প্রাপ্ত পত্রাদির রেজিষ্টার।	
২৪।	প্রেরিত পত্রাদির রেজিষ্টার।	
২৫।	রেজেষ্টারী আইনের ৭২ ধারানুসারে আপিলের রেজিষ্টার।	
২৬।	রেজেষ্টারী আইনের ৭৩ ধারানুসারে দরখাস্তের রেজিষ্টার।	
২৭।	অতিরিক্ত এস্ট্যাব্লিস্মেণ্ট রেজিষ্টার।	
২৮।	কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের (ডি) রেজিষ্টার	
২৯।	" " " (ই) "	
৩০।	কর্ম্মত্যাগের দরখাস্তের কাগজাদি।	
৩১।	কর্ম্মচারীগণের সিকিউরিটী বণ্ড কাগজাদি।	
৩২।	চুরীর মোকদ্দমার কাগজাদি।	
৩৩।	রেকর্ড ট্রান্সফার সংক্রান্ত কাগজাদি।	

১। পেন্সন সংক্রান্ত কাগজাদি। ... .৬ বৎসর।

১। রুটিন সংক্রান্ত হিসাবের ব্যাপার।
২। প্রয়োজনীয় কাগজাদি প্রাপ্তির স্বীকারপত্র।
৩। সরকারী ডাক ষ্ট্যাম্পের হিসাব।
৪। অ্যাক্ট সাপ্লাই বহি।
৫। ইংরাজী অথবা বাঙ্গালার সাধারণ পত্রাদি।
৬। তল্লাস ও নকলের দরখাস্ত বহি।
৭। কমিশনের দরখাস্ত।
৮। সবরেজিষ্ট্রার পদের জন্য দরখাস্ত।
৯। সদর আফিসের সাবরেজিষ্ট্রার পদের জন্য দরখাস্ত।
১০। কেরাণীর বা অন্য পদের জন্য দরখাস্ত।
১১। অস্থায়ী ও অতিরিক্ত এষ্টাব্লিসমেণ্টের দরখাস্ত।
১২। রেজেষ্টারি আইনের ৫৭ ধারানুযায়ী দলিলের সার্টিফায়েড কপির জন্য পক্ষ ছাড়া অন্যের দরখাস্ত। — ৩ বৎসর
১৩। চালান বহি।
১৪। কমিশন কেস সমূহ।
১৫। কমিশন বিল।
১৬। কণ্টিনজেণ্ট খরচ সংক্রান্ত কেস্।
১৭। নকল সাপ্লাই বহি।
১৮। কলিকাতার ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ষ্টাম্প ডিউটি সম্বন্ধে দৈনিক রিপোর্ট।
১৯। কর্ম্মচারীবৃন্দের মৃত্যু রিপোর্ট।
২০। রেজেষ্টারী আপিসের জন্য ডিফেক্ট (Defect) রেজিষ্টার।
২১। সবরেজিষ্ট্রারদিগের ডায়েরী।

২২। অতিরিক্ত (extra) এষ্টাব্লিস্‌মেণ্ট কেস্‌।

২৩। অস্থায়ী ,, ,,

২৪। ফরম্‌ সাপ্লাই বহি।

২৫। সবরেজিষ্ট্রারদিগকে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিয়োগপত্র।

২৬। ষ্টেশনারীর জন্য ফরম্‌ ইণ্ডেণ্ট।

২৭। ছুটী সংক্রান্ত কেস্‌।

২৮। যে টাকা ফেরত দিতে হইবে তাহার হিসাব বহি।

২৯। ম্যাপ সংক্রান্ত পত্রাদি বা উহার সাপ্লাই বহি।

৩০। মিস্‌লেনিয়াস্‌ অনাবশ্যক কেস্‌।

৩১। খবরের কাগজ সম্পর্কীয় পত্রাদি বা উহার সাপ্লাই বহি। — ৩ বৎসর

৩২। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১২।১৩ ধারানুযায়ী নোটীশের আফিস কপি।

৩৩। পিয়ন বহি।

৩৪। ফৌজদারী সোপর্দ্দ কেস্‌।

৩৫। পাঞ্চ সাপ্লাই খাতা।

৩৬। ভারতীয় রেজেষ্টারী আইনের ৫২ ধারানুযায়ী রসিদ বহি।

৩৭। অন্য আফিসে কাগজ বা মেমো পাঠানর রসিদ বহি।

৩৮। বাজে রসিদ বহি।

৩৯। তল্লাস, দর্শন ও নকলের বাবদ ফিসের রসিদ বহি।

৪০। ভারতীয় রেজেষ্টারী আইনের ৭২।৭৩ ধারানুযায়ী রেকর্ড।

(ক) ওকালতনামা,

*(খ) মেয়াদের দরখাস্ত,

(গ) সাক্ষীর তালিকা,

(ঘ) অন্যান্য অনাবশ্যকীয় কাগজাদি,

৪১। রিফাণ্ড কেস্।

৪২। শিক্ষানবীশের রেজিষ্টার (অধুনা অব্যবহৃত)

৪৩। হাজিরা বহি।

৪৪। ক্যাসুয়েল ছুটীর রেজেষ্টারী।

৪৫। তল্লাস ও নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী।

৪৬। অন্যান্য আফিসে কপি ও মেমো পাঠান রেজেষ্টারী।

৪৭। কপি, মেমো ও বয়নামা প্রাপ্তির রেজেষ্টারী।

৪৮। রেজেষ্টারি হইবার পূর্ব্বে দলিল রেজিষ্টারী করিবার বহি।

৪৯। ইম্পাউণ্ড দলিলের রেজেষ্টারী।

৫০। অতিরিক্ত (extra) এষ্টাব্লিস্‌মেণ্ট বিলের রেজেষ্টারী।

৫১। ভারতীয় রেজেষ্টারী আইনের ৩৬।৭৫ ধারানুযায়ী মেয়াদ রেজেষ্টারী।

৫২। রিফাণ্ড রেজেষ্টারী।

৫৩। ষ্টেশনারী হিসাব বাবদ রেজেষ্টারী।

৫৪। ছাপা ফরমের প্রাপ্তি ও বাহিরে চালানের রেজেষ্টারী।

৫৫। ভিজিট ও কমিশন সংক্রান্ত রেজেষ্টারী।

} ৩ বৎসর

৫৬। ভারতীয় রেজেষ্টারী আইনের ২৫।৩৪ ধারানুযায়ী জরিমানার রেজেষ্টারী।		
৫৭। রিটার্ণের উপর মন্তব্য।		
৫৮। বাৎসরিক রিপোর্টের উপর মন্তব্য।		
৫৯। স্মারক লিপি (রিমাইণ্ডার)।		
৬০। বাৎসরিক ভিন্ন অন্য রিটার্ণ এবং বিবরণ।		
৬১। বিবরণের মুসাবিদা।		
৬২। রবার ষ্ট্যাম্প সাপ্লাই বহি।		
৬৩। বর্ণনা যাহাতে ফৌজদারী সোপর্দ্দের ফল দর্শিত হইয়াছে।	}	৩ বৎসর
৬৪। সব ভাউচার বহি।		
৬৫। পাথেয় সম্বন্ধে বিল।		
৬৬। ফিসের টেবল্ সাপ্লাই বহি।		
৬৭। পাথেয় সংক্রান্ত কেস্।		
৬৮। যে সমস্ত বদলীর দরখাস্তে গভর্ণমেণ্ট হইতে কোনও হুকুম হয় নাই।		
১। দৈনিক নোটীশ।		
২। সর্ট নোটস্।	}	বৎসর।
এবং অন্যান্য কাগজপত্র যাহা স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে ইনস্পেক্টর জেনারল কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে নির্দ্দিষ্ট হইবে।		

[Notification No. 2220—Regn, dated the 31st August, 1927]

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

জাল জালিয়াত।

রেজিষ্টারি কার্য্য-কারকদিগের কেবলমাত্র তাড়াতাড়ি রেজিষ্ট্রী শেষ করিতে পারিলেই স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালিত হইল, এ কথা যেন মনে করা না হয়। তাঁহাকে রেজিষ্ট্রী কার্য্য ব্যতীত অনেক কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়, যথা—আমলারা যেন লোকের উপর জুলুম বা অত্যাচার না করে, জাল জালিয়াতি করিয়া কেহ যেন রেজিষ্ট্রী করিয়া না যায় ইত্যাদি।

রেজিষ্ট্রী করিবার সময় রেজিষ্টারিকারক ও সনাক্তকারীর মুখের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিত থাকা অনুচিত। একটু লক্ষ্য থাকিলে অনেক সময় অনেক জাল ধরা যায়। আমি নিম্নে তাহার গুটীকতক দৃষ্টান্ত দিলাম।

(১)

হরি দাসী নাম্নী একটী বিধবা গোপকন্যা আমার নিকট ৪৫৲ ফি ৫০৲ টাকার একটী বিক্রয় কোবালা রেজিষ্ট্রী করে, তাহার পরদিন একজন লোক বলিল "হরিদাসী দাসী জাল স্ত্রীলোক।" তদন্তে জানিলাম হরিদাসী একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, বয়স ৮০ বা ৮৫ বৎসরের কম নয়। তাহার একটী বিধবা পুত্রবধূ আছে তাহার নাম—(এখন মনে নাই), পুত্রবধূর চরিত্র খারাপ, গ্রামস্থ একটী গোয়ালার সঙ্গে তাহার প্রসক্তি আছে, সেই গোয়ালা বৃদ্ধার বিষয় সম্পত্তি তাহার পুত্রবধূকে জাল হরিদাসী সাজাইয়া বিক্রয় কোবালা সম্পাদন করিয়া লইয়াছে। মনে হইল যে রেজিষ্ট্রী করিয়াছিল তাহার বয়স কম, সুতরাং মোকদ্দমা রুজু করিলাম।

মোকর্দ্দমায় হরিদাসীর জেল হইল ৯ মাস। সনাক্তকারী ও ক্রেতা খালাস পাইল, কেননা তাহাদের বিপক্ষে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা গেল না। Charge ছিল false personation.

(২)

একদিন একটী লোক একখানি দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করে, তাহার অল্পক্ষণ পরে সেই লোকই আবার আসিয়া বলে, আমি দলিল লিখিয়া দিয়াছি। লোকটী মিথ্যা কথা বলার জন্য ফৌজদারি সোপরদ্দ হয়, বিচারে তাহার তিন মাসের জন্য সপরিশ্রম কারাদণ্ড হয়।

(৩)

আরামবাগে আবার একটী জালের false personation মোকর্দ্দমা হয়। এবার শাকম্বরী দাসী নাম্নী একটী বিধবা তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী কুসুমকুমারী দাসী সাজিয়া একখানি বিক্রয় কোবালা রেজিষ্ট্রী করে। সম্পত্তির ক্রেতা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পরিচয়কারী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক ৭৫৲ টাকা।

শাকম্বরীর বয়স ৩০।৩৫ বৎসর, বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ স্ত্রীলোক। আমার টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যখন সে রেজিষ্ট্রী করে তখন তাহার হৃৎপিণ্ডের দূর্ দূর্ শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। মনে হইল এমন হয় কেন? তাহার সঙ্গী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম "স্ত্রীলোকটীর কোন পীড়া আছে নাকি?" উত্তরে বুঝিলাম কোন ব্যাধি নাই, তখন বড় সন্দেহ হইল। স্ত্রীলোকটীর রেজিষ্ট্রী বন্ধ করিয়া তাহাকে নিকটে বসাইয়া অন্য কাজ করিতে লাগিলাম। ক্রমে বুকের দূর্ দূর্ শব্দ কমিয়া গেল, আবার যখন রেজিষ্ট্রীর জন্য দাঁড়াইতে বলিলাম দেখিলাম আবার সেইরূপ শব্দ হইতেছে। রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলাম বটে, কিন্তু সেই দিনই বৈকালে অনুসন্ধান জন্য লোক পাঠাইলাম। জানিলাম জাল হইয়াছে।

কুসুম আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর মাত্র। সে একটী বাগ্দী যুবকের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অভিপ্রায়ে এই জালের সৃষ্টি। দলিলের লেখক, ক্রেতা, সনাক্তকারী ও শাকম্বরীর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হলে। শাকম্বরী ফেরার হইল, বাকী ৩ জনের ডেপুটির কোর্টে মোকর্দ্দমা চলিল। দলিল লেখক দলিলে কুসুমকুমারীর নাম সহি না করায় খালাস পাইল, বাকী সকলে সেসন সোপরদ্দ হইল। বিচারে আসামীদ্বয়ের ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

(৪)

আরামবাগে থাকার কালে একদিন একটী লোক উইলকারীর মৃত্যুর পর রেজিষ্ট্রীর জন্য উইল দাখিল করিতে আসে। সে লোকটীর স্ত্রীর সাপক্ষে উইল সম্পাদিত হওয়ায় তাহার উইল দাখিলের কোন ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং তাহার স্ত্রীর দ্বারা উইল দাখিল করিতে বলা হয়। তাহার প্রায় এক ঘণ্টা পরে লোকটা পাল্কী করিয়া তাহার স্ত্রীকে আনিয়া দলিল দাখিল করে। আমি যখন স্ত্রীলোকটীকে উইল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করি, তখন সে তাহার ভ্রাতা জীবিতাবস্থায় তাহার নামে উইল করিয়াছিলেন এ কথাটী অযাচিতভাবে বলায় আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হয় এবং সেইজন্য আমি তাহাকে বলি যে "তুমি বলিতেছ তোমার ভ্রাতা জীবিতাবস্থায় তোমার নামে উইল করিয়া দিয়া যায়, কিন্তু জানিতে পারিয়াছি যে সে কথা মিথ্যা, তাহার মৃত্যুর পর এই উইল লেখাপড়া হইয়াছে। এই কথা বলিবামাত্র তাহার স্বামী এবং আরও কয়েকজন লোক যাহারা তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা যে যেখানে পাইল পলায়ন করিল, অবশেষে তাহারা সমস্ত কথা স্বীকার করায় তাহাদিগকে চালান দিলাম। মোকদ্দমা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট হইতে সেসনে গেল। সেসনে জালের বিশেষ প্রমাণ না থাকায় এবং আইনের তর্কে সকলে অব্যাহতি পাইয়াছিল।

(৫)

অতি তুচ্ছ কার্য্যের জন্যও যে লোক জাল করে, তাহার প্রমাণস্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। একদিন একখানি বে-মিয়াদি চাষের কবুলতি রেজিষ্ট্রী হয়। খাজনা অতি সামান্য। যাহার নামে দলিল লেখাপড়া হয় সে লোকটী আমার পরিচিত। দলিলখানি যাহাতে শীঘ্র করিয়া রেজিষ্ট্রী হইয়া যায়, দেখিলাম তাহার জন্য সকলে ব্যস্ত। যাহাই হউক রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলাম কিন্তু দেখিলাম বেলা তিনটার সময় তাহারা দলিল ফেরৎ লইতে আসিয়াছে, এদিকে দলিলও প্রস্তুত হইয়াছে; তত শীঘ্র দলিলখানি নকল হইবার কথা নয়, বুঝিলাম আমলারা যে কারণেই হউক তাহাদের প্রতি অনুগ্রহবান, কিন্তু এতটা ভাল লাগিল না, মনের মধ্যে কেমন একটা খটকা বাধিল। যাহার নামে দলিল লেখাপড়া হইয়াছে তাহাকে বলিলাম, "ব্যাপারখানা কি? দলিল যে জাল হইয়াছে।" লোকটা থতমত খাইয়া বলিল "সে কি, আমি আপনার পরিচিত

লোক, আমার দ্বারা এ কার্য্য কি সম্ভবে ?" যে যাহাই বলুন আমি কিন্তু দলিল ফেরৎ না দিয়া গোপনে অনুসন্ধান লইলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম দলিল জাল বটে। সম্পাদনকারী আসে নাই, তাহার পরিবর্ত্তে অন্য লোক আসিয়াছিল। সনাক্তকারী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দলিল গ্রহীতার নামে ওয়ারেন্ট হইল, কিন্তু জাল লোক ও সনাক্তকারী ফেরার হইল। মোকর্দ্দমা সেসনে গিয়া আসামীর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

(৬)

ডোমজুড়ে থাকিবার সময় একটী জাল দলিল রেজিষ্ট্রী হয়। খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট মোকর্দ্দমা হইল। তাহার ভগিনী প্রথম দিন সত্য এজাহার দিল, কিন্তু তাহার পর বলিল "কেহ জাল করে নাই, আমি নিজে যাইয়া রেজিষ্ট্রী করিয়াছিলাম।" সে কথায় কোন ফল হইল না, আসামীরা সাজা পাইল, অধিকন্তু সেই স্ত্রীলোকটীর আদালতে মিথ্যা কথা বলার জন্য তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

(৭)

উলুবেড়িয়ায় একদিন সাতটী স্ত্রীলোক ও তিনজন পুরুষে একখানি বিক্রয় কোবালা রেজিষ্ট্রী করিতে আসে। সনাক্তকারীর মুখের ভাব দেখিয়া মনে সহসা সন্দেহের উদয় হইল। লোকদিগকে স্পষ্ট বলিলাম "আমি তোমাদের ছাড়িব না, যে পর্য্যন্ত গ্রামের পঞ্চায়েৎকে আনিয়া সকলকে আবার সনাক্ত করিয়া না দাও সে পর্য্যন্ত সকলে আটক থাকিবে।" সাতখানি পাল্কীই আটক করিলাম। তাহারা অনেক কাকুতি মিনতি করিল, শেষে রাগও করিতে লাগিল ; কিন্তু আমি ছাড়িলাম না। অগত্যা পুরুষেরা পঞ্চায়েৎ ডাকিতে গেল।

বেলা তিনটা বাজিয়া গেল, চারিটা বাজে এমন সময় দেখি সনাক্তদার আসিতেছে। সে আসিয়াই বলিল "হুজুর যদি আমায় বাঁচান তাহা হইলে সকল কথা বলিব। এই বলিয়া বলিল "একটী স্ত্রীলোক আসে নাই, তাহার পরিবর্ত্তে তাহার মা আসিয়াছে।" মোকর্দ্দমায় আসামীরা সাজা পায়।

ব-কলম দস্তখৎ লইয়াও অনেক সময় অনেক প্রকার গোলমাল হইয়া থাকে। উলুবেড়িয়ায় একদিন একজন রসিদ দিয়া দলিল ফেরৎ লইতে আসিলে দেখা গেল রসিদে টীপ সই নাই, সুতরাং টীপ সই করাইবার জন্য রসিদখানি ফেরৎ দেওয়া

গেল। মিনিট দশ পরে দেখিলাম টীপ সহি করা রসিদ লইয়া আসিল। বলিলাম "স্ত্রীলোকটীর টীপ সহি কোথায় পাইলে?" লোকটী বলিল "স্ত্রীলোক ষ্টীমার হইতে এইমাত্র নামিয়াছে, আমি একটী দোকান হইতে কালি লইয়া তাহার টীপ সহি করিয়া আনিয়াছি। কথাটায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া জনৈক কর্ম্মচারীকে তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া বলিলাম "কোন্ দোকানে স্ত্রীলোকটী টীপ দিয়াছে দেখিয়া এস ত?" লোকটী আসিয়া বলিল "লোকটী আপনি টীপ দিয়াছে, কোন স্ত্রীলোক আসে নাই।" দোকানদার ও সেই কর্ম্মচারীকে সাক্ষী করিয়া তাহাকে ফৌজদারী সোপরন্দ করা হয় লোকটা রসিদে যে ব-কলম সহি করিয়াছিল সে লেখাও তাহার নয় এবং সে রেজিষ্ট্রী আফিসে আদৌ আসে নাই বলিয়া জবাব দিল। সুতরাং কলিকাতা হইতে হস্তাক্ষর পরীক্ষককে সাক্ষী মানা হয়। তিনি আসামীর লেখা ও রসিদের লেখা এক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করায় এবং আনুসঙ্গিক প্রমানাদি গ্রহণে আসামীর সাজা হয়।

(৯)

শিয়ালদহে আর একটী বিশিষ্ট ধরণের মোকর্দ্দমা হয়। কয়েকটী জমিদার একটী পাট্টা রেজিষ্ট্রী করিতে আসেন, তাঁহাদিগকে সনাক্ত করিতে আসেন তাঁহাদের একটী কর্ম্মচারী। কর্ম্মচারী মহাশয় একটী নাম বলিয়া সনাক্ত করেন কিন্তু তাহার এক ঘণ্টা পরে আর একটী লোককে সনাক্ত করিবার জন্য নিজের আর একটী নাম বলিয়া পরিচয় দেন। সে দিন খুব ভিড় সুতরাং মনে করিয়াছিল ইহা আর ধরা পড়িবে না। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসেই নড়িল। লোকটী ধরা পড়িয়া ফৌজদারী সোপরন্দ হইল।

* * * * *

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

দলিলাদি সম্বন্ধে বক্তব্য।

দলিল শব্দে নিদর্শন বুঝায়। নবাব কাহাকেও একটী সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয়ক দিলেন তাহা কোন লোক বিশেষকে দেখাইবামাত্র ১০ হাজার টাকা পাইলেন, এ স্থলে সেই অঙ্গুরীটীই দলিল। এইরূপ বহুবিধ অস্থায়ী দলিলের অনেক কথা শুনা যায়।

মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে আমাদের দেশে কোন দলিল দেখা যায় না। বোধ হয় ছিল না। গঙ্গা এবং শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থে এখনও যাত্রীদের ধার দেয়, কিন্তু পাকাপাকি দলিল নাই। পূর্ব্বে ধর্ম্মের বন্ধন প্রবল থাকায় সম্ভবতঃ পাকাপাকির দিকে নজর ছিল না।

মুসলমানদিগের ফার্ম্মান প্রভৃতি দলিল ঈশ্বরের স্তুতিবাদ ও পারলৌকিক ভাবে পূর্ণ, তাহার পর কাজের কথা দুই একটী। ইংরাজি দলিলে বাজে কথাই বেশী। এক একখানি দলিল এক একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক বিশেষ। আমার বিশ্বাস বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত দলিল যেমন সহজবোধ্য তেমনি পাকা। ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।" ইহার টিপ্পনি করিতে হইলে বলিতে হইবে যে "মিছা" শব্দের অর্থ বাজে কথা। সেই বাজে কথায় ইংরাজি দলিল ভরা। বাঙ্গালায় যে দলিল তিনছত্রে লেখা যায় ইংরাজীতে তাহা ২৬ ছত্রে শেষ হয় না।

ইংরাজি দলিলের নমুনার ছাপা কাগজ পাওয়া যায়, এটর্ণী মহাশয়েরা তাহাতে আবশ্যক মত কথাবার্ত্তা লিখিয়া নকল করান। নকল হইলেই মুসাবিদা (Draft) প্রস্তুত হইল। তাহার পর মঞ্জুর (approve) হইলে পাকা কাগজে টাইপ করা হয়। কোন একটী বিচক্ষণ এটর্ণী লক্ষাধিক টাকা দিয়া একটী প্রাসাদ সম অট্টালিকা ক্রয় করেন। কিন্তু ইংরাজি দলিলের পাকাপাকিতে তলস্থ জমির কথা আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। সুযোগ পাইয়া কিছুদিন পরে বিক্রেতা বাটী

ভাঙ্গিয়া লইতে বলিলেন, আদালতে মোকর্দ্দমা গড়াইল। এটর্ণী বাবুকে বাটী ভাঙ্গিয়া লইতে হইল। তলস্থ জমি, বিক্রেতা আবার প্রায় ১ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন।

রাণী ভবানীর আমলের দলিল আমরা দেখিয়াছি, তাহারও পুরাতন দুই এক-খানা দলিল দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহার ভাষা আধুনিক দলিলাদি হইতে বিশেষ বিভিন্ন বলিয়া মনে হয় না। তবে তখন দলিল সংক্ষেপে লিখিত হইত কিন্তু এখন তাহা হয় না।

ইংরাজদিগেরও বহু ক্ষুদ্র দলিলের কথা শুনিয়াছি। দুই ছত্রের দলিল, তিন ছত্রের দলিল এইরূপ ; কিন্তু সে সমস্তই উইল।

সমরক্ষেত্রে নররক্ত লিখিত উইল পাওয়া গিয়াছে। আরও বহুবিধ বিচিত্র ধরণের ইংরাজি দলিলের কথা শুনিয়াছি কিন্তু বাঙ্গালায় তাহা নাই।

এক উইল লেখাতেই বিলাতে কত কাণ্ড হইয়া যায়। কাহারও উপর জাতক্রোধ থাকিলে তাহাকে উইল মধ্যে গালি দিবার বড় সুবিধা, ইহাকে Spiteful wills বলে। সকল উইলই লেখকের মৃত্যুর পর প্রবেট লওয়া হয়, সুতরাং মানহানি defamation করিবার উপায় নাই। এইরূপ উইলের প্রবেট দেওয়ার সময় বিলাতের কোন প্রধান কৌন্সলি বিলাতের Daily Maill পত্রে (১৮১৩ খৃষ্টাব্দে) এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

The warning given by the probate Judge to testators not to indulge in slanderous and libellous statements in their wills throws a sidelight on one aspect of human nature. Posthumous spite about living persons, once the will has been admitted to probate, can be read by the whole world. The only protection the libelled person has is the chance that the defamatory portion of the will may not pass the eye of the Registrar, or will be struck out by the Judge, as was done by Mr. Justice Bargrave Deane.

দয়া দেখাইয়াও অনেক উইল লিখিত হয়, তাহাতে হেঁয়ালীরও আভাস পাওয়া যায়। কোন ইংরাজ মহিলা তাঁহার বিপুল সম্পত্তি ব্রাইটন দেশবাসী-গণকে দিয়া যান, তাঁহার উইলখানি এইরূপ :—

'I leave my love, to my fellow-townspeople of Brighton, especially my poorer friends, and I ask the richer ones to remember the following quaint but solemn words ;

That I spent I had ;
That I Give I have ;
That I left I lost.

উইমবোরণ (Lord Wimborne) যে উইল করিয়া যান তাহার শেষাংশ শিক্ষিত ইংরাজদিগের মধ্যেও একটী রত্নবিশেষ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা এইরূপ :—

"I thank God that He has given me a wife so sweet, so loving, and so capable."

এই প্রশংসা বড় মধুর বলিয়া লোকে গণ্য করেন এবং হৃদয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া লোকের ধারণা। লর্ড সাফিল্ডও (Lord Suffield) কয়েকটী ছত্র লিখিয়া বড়ই বাহবা লইয়াছেন। তাহা এইরূপ :—

"Earnest hope that my wife may be suitably provided for after my death, she having done her utmost to help me in my difficulties and to make my life as happy as it could be."

তাহার পর আর এক প্রকার উইল আছে যাহাতে অহঙ্কার (Impulse of vanity) থাকে ; তৎসম্বন্ধে ইংরাজ লেখক এইরূপ বলেন :—

It is hard not to detect in some wills the voice of vanity, little as one would wish to speak ill about the dead. Otherwise how explain the testamentary disposition of a Frenchman who some years ago, proposed to leave some £500 to a hospital on condition that the whole building was named after him ? and it must be vanity which inspires a testator to leave £5 per annum to his old school in order to found an annual prize

in some subject which he was certainly not an adept in to be called after his name. This sort of thing has been done not infrequently, and the scho ls are put to the disagreable duty of having to refuse a dead man's wish. Testators so minded will be well advised to make it a gift *inter vivos*, when the suggestion of the name as an addition to the prize may be respectfully rejected.

এই সকল উপদেশ মূল্যবান। বঙ্গদেশ ইহার মূল্য বুঝিবে কি?

আমরা অনেক অনুসন্ধানে দুই একটী কবিতাময় দলিল পাইয়াছি। নিম্নে তাহার একখানির নমুনা দিলাম, কিন্তু ইহা বহু পূরাতন নহে। ইহা যে সময়ের সে সময়ে বাঙ্গালার বাবুরা বিলাসিনীদের প্রবল করতলগত।

একরার।

শ্রীযুক্ত * * * বাবু খ্যাতি উপাধ্যায়,
অধিনীর নিবেদন এই তব পায়।
দশটি হাজার টাকা লইলাম গুণে,
দাসী হয়ে রব চির এ গুলির গুণে!
মাসহারা প্রতি মাসে দিবে পাঁচ শত,
বসন ভূষণ আদি তব ইচ্ছা মত।
এই সব বিনিময়ে এই অঙ্গীকার,
তোমা ছাড়া অন্য জনে ভজিব না আর।
আমা ছাড়া অন্যে তুমি রত হও যদি,
অঙ্গীকার সুনিশ্চিত ভঙ্গ তদবধি।
টাকার সুদের কথা রহিল নিশ্চিত,
বঞ্চিত না করে দিতে হইবে কিঞ্চিত।
সে কিঞ্চিত কিছু নয়, কুলনারী প্রায়,
থাকে যদি মতিগতি তব ছুটি পায়।
ইচ্ছা করে ছাড়ি যদি দাবি হবে স্থির,
দশটী হাজার টাকা সুদ কোম্পানির।

তোমার ইচ্ছায় যদি আমি ছেড়ে যাই,
টাকাতে বঞ্চিত সব, আরও কিছু চাই।
যে কিছুর পরিমাণ, পরিমাণ মত,
যা নিলাম অতি তুচ্ছ দিবে আর তত
শ্রীমতী চঞ্চলা দেবী করে অঙ্গীকার,
সোনাগাছি অবস্থিতি জাতি গণিকার,
সালেতে হইল আজ তের শত দশ,
দ্বাদশ হইল দিন, ফাল্গুন সরস। *

---

* আমরা কোন উকীলের নিকট হইতে এইটা পাইয়াছি। শুনিয়াছি যুবক উপাধ্যায় মহাশয় বিবাহ করায় শ্রীমতী চুক্তিভঙ্গের অছিলায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আরও সুবিধাজনক উপপত্যন্তর গ্রহণ করেন। ড্যামেজ দিবার ভয়ে উপাধ্যায় মহাশয় উকীলের পরামর্শ মত চুপ করিয়া যান।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

দলিল লেখকের কর্ত্তব্য।

ভাষার উন্নতির সহিত দলিল লিখিবার ধারা ও প্রকরণের যে দিন দিন উন্নতি হইতেছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু দলিলের ভাষা ভাল হইলেই যে দলিল ঠিক হইল, তাহা নহে। ভাষার সঙ্গে ষ্ট্যাম্পের পরিমাণ এবং দলিলের লিখিত সর্ত্ত সকল আইন সঙ্গত হওয়া আবশ্যক।

দলিল লেখককে যেমন ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তেমনি অপরাপর বিষয় দেখিতে হইবে। প্রথমে দেখিতে হইবে যিনি হস্তান্তর করিতেছেন তাঁহার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আছে কিনা, তাহার পর টাইটেল দেখিতে হইবে অর্থাৎ তিনি কিরূপে সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্পত্তি কি প্রকারে হস্তান্তরকারীর হস্তগত হইয়াছে সে সমস্ত বিষয় দলিলে উল্লেখ করা একান্ত কর্ত্তব্য। দলিল লেখকদিগের সুবিধার জন্য এবার আমরা দায়াধিকার (inheritance) সম্বন্ধে একটী অধ্যায় এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাহার পর আরও অনেক বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে দলিল লেখা পাকা হয় না। হস্তান্তর সিদ্ধ হইল কি না দেখিতে হইলে রেজিষ্টারি আইন ও কার্য্যবিধি ব্যতীত "হস্তান্তর আইন" "প্রজাস্বত্ব আইন" ও "তামাদি আইন" প্রভৃতি কতকগুলি আইনের সার মর্ম্ম জানা আবশ্যক। হস্তান্তর আইনই সে গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তদ্ব্যতীত দায়ভাগ মিতাক্ষরা ও মহম্মদীয় আইন সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য।

হস্তান্তর আইনের ৬ ধারা মতে কতকগুলি হস্তান্তর সিদ্ধ নহে, তদ্ব্যতীত সমস্ত হস্তান্তরই সিদ্ধ। যে সম্পত্তির স্থায়িত্ব নাই তাহার হস্তান্তরও হইতে পারে না। ১২৪ ধারা মতে ভবিষ্যৎ সম্পত্তির দান অসিদ্ধ।

সেবাইত, মাতোয়ালি ও নাবালকের অভিভাবক প্রভৃতিরও হস্তান্তরের ক্ষমতা আছে, (১) হনুমান প্রসাদ পাঁড়ের মোকর্দ্দমায় মহামান্য প্রিভি-কৌন্সি-

---

(১) See Sec, 7 of the Transfer o' Property Act. "Authorized to dispose of transferrable property not his own include guardians of minors, Sebaits of idols and Mutwalis, নাবালকের হস্তান্তরের ক্ষমতা নাই।

লের বিচারে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, নাবালকের অভিভাবক কেবলমাত্র সম্পত্তির রক্ষা বা উন্নতি সাধনের জন্য নাবালকের সম্পত্তিতে দায় সংযোগ করিতে পারেন, অন্য কারণে নহে। মহাজনের বিবেচনার সহিত এ সকল স্থলে ঋণ দান করা কর্ত্তব্য এবং সেই সকল টাকা প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পত্তির উন্নতি বা রক্ষা কল্পে ব্যয়িত হইল কি না তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। কারণ টাকা আদায়ের জন্য আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইলে সেই টাকা কি উদ্দেশ্যে ও কিসে ব্যয় হইয়াছে তাহা দেখান প্রয়োজন হইতে পারে। তবে যদি এখন দেখা যায় যে মহাজন ভাল উদ্দেশ্যেই টাকা দিয়াছেন, কিন্তু কার্য্য অন্যরূপ হইয়াছে, তাহা হইলে মহাজনের কোন ক্ষতি হয় না।

আদালতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত গার্জ্জেনদিগের ক্ষমতা বড়ই নির্দ্দিষ্ট। তাঁহাদের আদালতের আদেশ ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক দিবার অথবা ৫ বৎসরের অধিক কালের জন্য কোন পাট্টা দিবার ক্ষমতা নাই। (১)

এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে সকল বিক্রয় বা বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল তাহার কোনটীও সিদ্ধ হয় নাই। (২) ১৮৮৬ সালের ৩৫ আইন মতে অপ্রকৃতিস্থ লোকদিগের বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ জন্য যে সকল ম্যানেজার নিযুক্ত হন, তাঁহাদের আদালতের আদেশ ব্যতীত কোন সম্পত্তি পাঁচ বৎসরের অধিক কালের জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা নাই।

কোন ধর্ম্ম বা দাতব্য সংক্রান্ত নিবন্ধন পত্রের সর্ত্তে যাঁহাদের উপর কোন স্থাবর সম্পত্তি, নগদ টাকা বা জহরতাদি তত্ত্বাবধানের ভার থাকে তাঁহারা আপনাপন কার্য্যের জন্য দায়ী হইয়া থাকেন। (৩) স্বকীয় সম্পত্তি সাধারণতঃ লোকে যেরূপ বিজ্ঞতা ও পরিণাম দর্শিতার সহিত পরিচালনা করেন সেবাইতগণও তদ্রূপ দেবসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে বাধ্য। কোন সম্পত্তিতে লভ্য না থাকিলে বা লোকসান হইলে সে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অন্য সম্পত্তি ক্রয়ের তাঁহাদের ক্ষমতা আছে। সাধারণতঃ তাঁহারা দেবসম্পত্তির হিতকর সমস্ত কার্য্যই করিতে পারেন। (৪) নাবালকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অভিভাবক যে সকল কার্য্য

(১) See Act 40 of 1858 and Act 8 of 1890.

(২) See I. L. R. 2 Cal. 283, 14 Cal. 40 ; I. L. R. 3 All 852.

(৩) See I. L. R. 12 Bom. 247.

(৪) See Section 13. 15. 16 and 36 of the Indian Trust Act. 1882.

সম্পাদনে ক্ষমতাবান, দেব সেবাইতও সেই সমস্ত কার্য্য আইন সঙ্গতরূপে করিতে পারেন।

দেনা করিয়া দেবসেবা বা দেবমন্দির আদি সংস্কারকরণ প্রভৃতি বৈধ-ক্রিয়া। তবে তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন কি না, আদালত দেখিয়া থাকেন। কেননা অনেকে মিথ্যা করিয়া এরূপ কথা লিখিয়া থাকেন। (১)

ওয়াকৃফ সম্পত্তির উপর দায় সংযোগও দেবোত্তর সম্পত্তির ন্যায় হইবে। পুরুষ বা স্ত্রীলোক উভয়েই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতে সক্ষম। কিন্তু সে ক্ষমতা পরিবর্ত্তনযোগ্য নহে। মাতোয়ালি মনে করিলে স্বীয় কার্য্যভার অপরকে দিতে বা কার্য্য সম্পাদন জন্য অপরের নামে হস্তান্তর করিতে পারেন না। (২) কিন্তু দাতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ না হইলে হিন্দুরা দেব-সম্পত্তির সেবার ভারসহ অপরকে বিক্রয় করিতে পারেন। মাতোয়ালিকে ওয়াকৃফ নামার দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে তাহাতে যদ্যপি বিক্রয় ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে বিক্রয়ে বাধা নাই। তিনি বিক্রয় করিয়া ভাল বা মন্দ করিতেছেন ক্রেতার তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। (৩) মহম্মদীয় আইন মতে ওয়াকৃফ সম্পত্তি নির্দ্ধারিত খাজনায় স্থায়ী বন্দোবস্ত করা যায় না। (৪) যে স্থলে দেবকার্য্যে সমস্ত সম্পত্তির আয় খরচ না হইয়া অন্যান্য কার্য্য যথা সন্ন্যাসীদিগের কবর সংস্কার ইত্যাদি বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, কেবল মাত্র সেই সকল স্থলেই সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ নামার বলে হস্তান্তরযোগ্য, অন্যত্র নহে। (৫)

বিধবা স্বামীত্যক্ত যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। (৬) মৃতব্যক্তির মাতা বা দুহিতারও উক্তবিধ ক্ষমতা আছে। (৭)

---

(১) See I. L. R. 2 Cal. 34; 34 B. L. R. 450; 15 W. 228. 11 B. L. R. 17 and 15 B. L. R. 176.

(২) See I. L. R. 8 Cal. 732; 10 C. L. R. 529.

(৩) See W. R. 242. (৪) See 5 W. R. 158.

(৫) See 10 W. R. 299. (৬) See I. L. R. I. Bom 229.

(৭) See I. L. R. 7 Bom 1516.

সন্তান-বিহীনা বিধবার স্থাবর সম্পত্তি বৈধ কারণ ভিন্ন বিক্রয় বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু সম্পত্তির আয় নষ্ট করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। (১) ওয়ারিশের সম্মতি সহ সম্পত্তি হস্তান্তর সম্ভবে, কিন্তু নিকট ওয়ারিশের সম্মতিতে দূর ওয়ারিশ বাধ্য হয় না। (২) একটী ওয়ারিশ কোন বিধবার সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রধান উদ্যোগী ছিল এবং দলিলেও সাক্ষী হয়, সাব্যস্ত হয় তাহার কৃতকার্য্যের জন্য বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে তাহার ক্ষমতা নাই। (৪) কিন্তু সাক্ষী থাকিলেই যে দলিলে তাহার সম্মতি দেওয়া হইল এমন সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র সম্ভবে না।

হিন্দুশাস্ত্র মতে বিধবা স্বামীকৃত ঋণ পরিশোধের জন্য সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে। সে দেনা তামাদি হইলেও স্ত্রীর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সেই দেনা পরিশোধের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। সেই বিক্রয় সম্বন্ধে তাঁহার স্বামীর ওয়ারিশানের কোন আপত্তি বৈধ নহে। (৪)

স্বামীর পারমার্থিক উন্নতির জন্য বিধবা সম্পত্তি হস্তান্তরে অধিকারিণী। কিন্তু সেই প্রকার স্বীয় কার্য্যের জন্য তাঁহার স্বামী ত্যজ্য সম্পত্তি বিক্রয়ের বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা নাই। (৫) কোন বিধবা যদ্যপি বৈধ কারণে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করে এবং তাহার তৎকালীন প্রধান ওয়ারিশ যদ্যপি তাহাতে সম্মতি দেয় তাহা হইলে যিনি বিধবার মৃত্যুর পর প্রকৃত ওয়ারিশ হইবেন তিনি পূর্ব্ব দলিলে সম্মতি না দেওয়া সত্বেও কোন আপত্তি উথাপন করিতে পারিবেন না। (৬)

মিতাক্ষরা।—পিতা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। মনে করিলে এক পুত্রকে সমস্ত দিয়া অপর পুত্রকে বঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু পৈতামহ সম্পত্তিতে তদ্রূপ করিবার অধিকার নাই। (৭) সে সম্পত্তি পিতা পুত্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কাহাকেও দান করিতে পারেন না।

---

(১) See I, L, R, 10 Cal 392.
(২) See I, L, R, 6 All, 119,
(৩) See I, L, R, 3 All, 362,
(৪) Sec I, L, R, 14 All, 385
(৫) See I, L, R, 10 Cal, 1182,
(৬) I, L, R, 5 Bom 48,
(৭) I, L, R, 8 Mad 80, 2 All, 635,

পিতা বিনা কারণে বা আবশ্যক জন্য নগদ টাকা লইয়া (১) পৈতামহ সম্পত্তি বিক্রয় করিলে সেই বিক্রয় অসিদ্ধ হইয়া থাকে।

পত্নী প্রভৃতির ব্যবহৃত অলঙ্কার এবং শিল্পলব্ধ ধন স্ত্রীধন বলিয়া অনুমান হয়। (৩) সকল প্রকার স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ দান বিক্রয়ের অধিকার আছে। পতিদত্ত স্থাবর সম্পত্তিতে ভোগাধিকার মাত্র থাকে। বিধবা স্ত্রীলোকের স্ত্রীধনোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তিতে দান বিক্রয়ের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। (৪)

পতি দানপত্র বা উইল দ্বারা যদ্যপি স্ত্রীকে সম্পত্তি দান বা বিক্রয়ের ক্ষমতা দিয়া থাকেন তাহা হইলে স্ত্রী দান বিক্রয় করিতে পারেন। (৫) হিন্দু স্ত্রীলোক স্ত্রীধন উইল করিতে পারে। (৬)

পুত্র থাকিলেও পিতা স্বার্জ্জিত সম্পত্তি যে কোন ব্যক্তিকে উইল করিয়া দিতে পারেন, (৭) কিন্তু পৈতামহ সম্পত্তিতে পুত্রকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। (৮)

দায়ভাগ।—পত্নী স্বীয় জীবনাবধি পতির সম্পত্তির আয় ভোগ প্রভৃতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু দান বিক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই। ভাবী উত্তরাধিকারী না থাকিলেও দান বিক্রয় সিদ্ধ হইতে পারে না। (৯)

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী অসচ্চরিত্রা হইলেও তাহার স্বত্ব লোপ পায় না। (১০) দুহিতাও পত্নীর ন্যায় পিতৃধনের অধিকারিণী হইয়া থাকেন, কিন্তু বঙ্গ-দেশে দুহিতা অসতী হইলে পিতৃ ধনের অধিকারিণী হইবে না। মাতার স্বত্বও পত্নীর ন্যায়। মাতা অসতী হইলে পুত্রের ধনাধিকারিণী হইতে পারে না। (১১)

---

(১) এ স্থলে এই বুঝা যায় কোন সম্পত্তির বিনিময়ে হস্তান্তর দূষণীয় নহে।
(২) I, L, R, 10 Cal 529,
(৩) I, L, R, 6 All 279,
(৪) I, L, R, 5 All 310,
(৫) I, L, R, 10 All, 495, 7 Bom 491,
(৬) I, L, R, 12 Mad 333,
(৭) I, B, R, 10 Mad, 251,
(৮) I, L, R, 1 Bom, 561, I, L, R, 5 Bom 48,
(৯) 1, Sutherlands privy Council judgments 476
(১০) I, L, R, 5 Cal. 779,
(১১) I, L, R, 4 Cal, 550,

নিম্নলিখিত প্রয়োজন বশতঃ পত্নী পতি-ত্যক্ত সম্পতি বিক্রয় বা দায় সংযোগ করিতে পারেন :—

১। স্বকীয় ভরণ পোষণ (১)

২। স্বামীর অবশ্য প্রতিপাল্য ব্যক্তিগণের ভরণ পোষণ।

৩। স্বামীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া।

৪। গয়ায় পিণ্ডদান।

৫। মৃত স্বামীর মাতার শ্রাদ্ধ।

৬। স্বামীর ঋণ পরিশোধ। (২)

৭। দুহিতা, পৌত্রী প্রভৃতির বিবাহ। (৩)

৮। সম্পত্তির রাজস্ব দেওয়া। (৪)

৯। পুরাতন গৃহাদির সংস্কার কার্য্য। (৫)

১০। বিশেষ আবশ্যকীয় মোকর্দ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ। (৬)

১১। স্বামীর আদিষ্ট কোন কার্য্য নির্ব্বাহ। (৭) ইত্যাদি।

স্বামীত্যজ্য সম্পপত্তির আয় হইতে কোন বিষয় করিলে তাহা স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হয় না। (৮) বিধবার সম্পত্তি ক্রয় কালে ক্রেতার দেখা কর্ত্তব্য যে বিক্রয়ের আইন সঙ্গত কোন কারণ আছে কি না। (৯) ক্রেতা সরল ভাবে সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে বাধ্য। আইন সঙ্গত প্রয়োজন থাকা প্রমাণ না হইলে ক্রেতা বিধবার জীবন স্বত্ব মাত্র পাইয়া থাকেন। যে টাকার প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক টাকায় সম্পত্তি বিক্রীত হইলে সকল স্থলে বিক্রয় সিদ্ধ হয় না। ক্রেতা টাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাহা প্রমাণ করিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইতে

(১) সম্পত্তির আয়ে যদ্যপি তৎকার্য্য সম্পন্ন না হয়।

(২) I, L, R, 18 Bom, 320, 13, Mad, 119,

(৩) 16, B, L, R, 143,

(৪) I, L, R, 10 Cal 823,

(৫) I, L, R, 11 Cal 526,

(৬) 2, C, L, R, 474,

(৭) I, L, R, 10 Cal, 345. 6 Cal 157,

(৮) 2, Sutherland's Privy Council Judgments 275,

(৯) 3, Sutherland's privy Council Judgments 43,

পারে, নতুবা যে টাকার প্রকৃত আবশ্যক ছিল ভাবী উত্তরাধিকারী সেই টাকা ক্রেতাকে ফেরৎ দিলে বিক্রীত সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে। (১) বিধবা স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি উইল দ্বারা কাহাকেও দিলে তাহা কার্য্যকর হয় না। (২)

মহম্মদীয় আইন।—যৌতুক মুসলমানদিগের বিবাহ চুক্তির একটী আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান। যৌতুক দুই প্রকার "মওরাজ্জল" অর্থাৎ যাহা সদ্য দেয় এবং "মুওয়াজ্জল" বা বিলম্বে দেয়। যৌতুক স্বামীর নিকট হইতে কিম্বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে পত্নী কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী পাইয়া থাকে। পত্নী যত দিন পর্য্যন্ত নিজ যৌতুকের জন্য নালিশ ও ডিক্রীজারী দ্বারা স্বামীর সম্পত্তি ক্রোক না করেন, ততদিন উহা যৌতুকের জন্য দায়সংযুক্ত হয় না। (৩) যৌতুকের সম্পত্তি দান বিক্রয়াদি করিবার মুসলমান মহিলাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। (৪)

অভিভাবক নাবালকের সম্পত্তি সম্বন্ধে হিতকর চুক্তি করিতে পারেন, নতুবা তাহা অসিদ্ধ হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্কের ভরণ পোষণ ও বিদ্যাভাসের জন্য অভিভাবক যদ্যপি প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করেন, তাহা নাবালকের সম্পত্তি হইতে পরিশোধ হইবে। নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সে ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। অভিভাবক আবশ্যক হইলে নাবালকের সম্পত্তি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন।

মহম্মদীয় শাস্ত্রে স্বোপার্জ্জিত বা পৈত্রিক সম্পত্তির কোন পার্থক্য নাই। সম্পত্তির অধিকারী সে সমস্ত ইচ্ছামত হস্তান্তরাদি করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

অপরাপর জাতির ন্যায় মুসলমানেরাও উইল করিতে পারেন। উইল মুসলমানদিগের মধ্যে "ওসিয়ৎ" নামে খ্যাত। অপরাপর উইলের ন্যায় মুসলমান-দিগের উইলেও সাক্ষীর আবশ্যক। প্রোবেট আইন মতে সে সকল উইলের প্রোবেটও লইতে হয়। মুসলমানেরা মৌখিক উইল করিতে পারেন। তবে সমস্ত সম্পতি উইল হয় না।

মহম্মদীয় শাস্ত্রানুসারে উত্তরাধিকরিগণকে একেবারে নিরাশ করা যায় না

(১) I, L, R, 4 All, 163, (২) 20 W, R, 93 (৩) I, L, R, 9 All, 178,
(৪) See Hamilton's translation of the Hedaya, Vol, I, P, 127,

উত্তরাধিকারিগণের অসম্মতিতে (১) কেহ স্বীয় সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত উইল দ্বারা কাহাকেও দান করিতে পারেন না। (২)

জারজ সন্তান পিতৃধনের অধিকারী হন না, তবে মাতার ও তাঁহার সম্পর্কিত ব্যক্তির দায়াধিকারী হইয়া থাকে। (৩) জারজ সন্তানগণ পরস্পরে পরস্পরের দায়াধিকারীও হইতে পারে না। (৪)

মহম্মদীয় শাস্ত্রানুসারে পোষ্যপুত্র-গ্রহণের বিধান নাই, তবে স্বীকৃত পুত্র সম্বন্ধে বিধান আছে। কেহ যদ্যপি অজাতজন্মা কোন ব্যক্তিকে স্বীয় সন্তান বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহাদের বয়ঃক্রম দৃষ্টে সেরূপ সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে সেই সন্তানের দায়াধিকারীত্বে স্বত্ব জন্মে। (৫)

---

(১) সম্পত্তি মৃত্যুর পর দেয় অন্যথা তাহা অকর্ম্মণ্য হয়।

(২) I, W, R, 49,

(৩) 13, W, R, 295,

(৪) 14 W, R, 125.

(৫) I, L, R, 8 Cal, 422, 8 All, 234, 10 All 289, 10 Cal, 593,

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

দলিল লিখিবার ধারা।

দলিলাদি বড়ই প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী বস্তু, সুতরাং সেগুলি যাহাতে সরল ভাষায়, ভাল কালিতে ও পরিচ্ছন্ন ভাবে লিখিত হয়, তাহা সকলেরই করা কর্ত্তব্য।

ইংরাজী দলিল অতি সুন্দরভাবে লিখিত হয়। যেমন সুন্দর কাগজ, তেমনি পরিষ্কার লেখা। আমরা এ কথা বলি না যে, সকলে ইংরাজি দলিল লেখাইবেন, তবে তেমন পরিষ্কারভাবে দলিল লিখিবার বা লেখাইবার চেষ্টা কেন না করা হয়।

বাঙ্গালা দলিল লিখিতে হইলে প্রথমতঃ ষ্ট্যাম্পের নীচে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান ফাঁক রাখিয়া লেখা সুরু করিতে হয়। ষ্ট্যাম্প বা কার্ট্রিজ কাগজ যাহাতে দলিল লেখা হয়, তাহার বাম পার্শ্বে এক চতুর্থাংশ বাদ দিবেন এবং কাগজের উপর ও নীচে অন্ততঃ দুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান রাখিবেন, অক্ষরগুলি যেন ছোট বড় না হয় এবং ছত্রগুলি যেন সমপরিসর যুক্ত হয়, কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখিবেন।

সকল দলিলেই দাতা ও গ্রহীতা এবং তাহাদের পিতার নাম, জাতি, পেসা ও বাসস্থান লিখিতে লইবে। পাট্টায় অনেকে কেবলমাত্র গ্রহীতার নাম দিয়া আপনি স্বাক্ষর করেন, তাহা চলিবে না। এরূপ স্থলে পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা অনুসারে দলিল না লিখিয়া কাগজের দুই পার্শ্বে দাতা ও গ্রহীতার নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়া পার্শ্বে সহি করিলেই ভাল হয়। যথা—

গ্রহীতা।	দাতা (১)
শ্রীরামধন বন্দ্যোপাধ্যায়,	শ্রীহরিপদ মিত্র, পিতা
পিতা ৺দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	শ্রীযুক্ত হরিচরণ মিত্র,
দ।	ইত্যাদি।

শ্রীহরিপদ মিত্র।

(১) সকল দলিলেই যে দাতা ও গ্রহীতা লিখিতে হইবে, তাহা নহে। বিক্রয় কোবালায় "ক্রেতা" "বিক্রেতা" দানপত্রে "দাতা" "গ্রহীতা" বন্ধকনামায় "বন্ধকদাতা" "বন্ধক গ্রহীতা" এইরূপে "পাট্টাদাতা" "পাট্টাগ্রহীতা" "কবুলতি দাতা" "কবুলতি গ্রহীতা" ইত্যাদি নানা প্রকার লেখা হইতে পারে।

দলিলে স্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ করা গেলে, সেই সম্পত্তি যে জেলা, থানা ও মৌজা ইত্যাদির এলাকাধীন, তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে এবং তাহার চৌহদ্দি (১) দিতে হইবে। সহরের বাটী হইলে চৌহদ্দি ব্যতীত কোন্ গলির কত নম্বর বাটী, তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে। কলিকাতার দলিলাদিতে কোন কোন স্থলে কেবল নম্বর দেওয়া হয়, চৌহদ্দি দেওয়া হয় না।

দলিলে লিখিত সম্পত্তির সংলগ্ন যে কোন জমির সমস্ত বা একটু অংশও থাকিবে, তাহা চৌহদ্দি মধ্যে না লিখিলে ঠিক চৌহদ্দি দেওয়া হয় না।

কালেক্টরীভুক্ত মহাল হইলে তৌজি নম্বর ও পরগণা ইত্যাদি লিখিতে হয়; যথা—"জেলা হুগলি কালেক্টরীর ৩৩৬নং তৌজিভুক্ত মহাল সমরসাহী, পরগণা ও থানা জাহানাবাদের অধীন মৌজে রাধানগর" ষোল আনা সম্পত্তি না হইলে কত অংশ তাহা উল্লেখ করিতে হয়। যেথানে সরকারী জরিপ (Cadastral survey) হইয়াছে সেখানে সেই নম্বর দিতে হইবে।

কোবালায় জমি ও ইমারত ইত্যাদি থাকিলে জমি ও ইমারতের মূল্য স্বতন্ত্র ভাবে লিখিয়া দিতে হয়। অনেকগুলি গ্রাম মধ্যে জমি থাকিলে দলিলের শেষে কোন্ গ্রামে কত জমি, তাহা লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

লেখা শেষ হইলে বামদিকে যে স্থান থাকে, তাহারই উপর সমান দূরবর্ত্তী চারিটি ছিদ্র করিয়া সরু লাল বা অন্য রঙের ফিতা সেই ছিদ্র মধ্যে দিয়া এক

(১) চৌহদ্দি নিম্নলিখিত প্রকারে লিখিতে হয়, যথা—

জেলা হুগলি থানা হরিপালের অধীন বসন্তপুর গ্রামে নিষ্কর বাস্তু ১/০ ...	পূর্ব্ব শ্রীরামচন্দ্র দত্তের বসত বাটি, পশ্চিম উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের আম্রবাগান, উত্তরে আশুতোষ সিংহের বাঁশবাগান, এবং দক্ষিণে মিউনিসিপালিটির রাস্তা।

অথবা অগ্রে দিকগুলি উল্লেখ করিয়া তাহার নীচে সম্পত্তির অধিকারীর নাম লিখিলেও হয়; যথা—

	পূর্ব্ব	পশ্চিম	উত্তর	দক্ষিণ
জেলা বর্দ্ধমান থানা মেমারীর অধীন কনকপুর গ্রামে মৌরশি মোকররী জমি ১ কিতা, ১/০ বিঘা	শ্রীরামদত্তের বসতবাটী	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের আম্রবাগান,	শ্রীআশুতোষ সিংহের বাঁশবাগান,	মিউনি-সিপ্যালিটির রাস্তা
ঐ ঐ ঐ ৪/০	সদর রাস্তা	হরিদাস মুচির বাস্তু	সামন্তদের বড় পুষ্করিণী	বিনোদলাল করের বসত বাটী।

স্থানে বাঁধিয়া দিলে বেশ পরিষ্কার দেখাইবে। অথবা ষ্ট্যাম্পের দুই ধারে বাঁধা যাইতে পারে। আঠা দিয়া আঁটা ভাল হয় না। দলিলের আবশ্যকীয় কথা যথা—"পণের টাকা" "খাজনা" ইত্যাদি যেরূপ অক্ষরে দলিল লেখা হয়, তদপেক্ষা বড় অক্ষরে লিখিয়া তাহার নীচে লাল কালিতে দুইটী করিয়া রেখা টানিয়া দিলে দেখিতেও সুন্দর হয় এবং সেই সকল অংশগুলি শীঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

"কোবালা-পত্র" "১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা পণ গ্রহণে"

বিক্রয় করিলাম ইত্যাদি। দলিলখানি লেখা শেষ হইলে কাগজটীকে চারি ভাঁজ করিয়া মধ্যের ভাঁজটীর উপর নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়া রাখিলে দলিল খুঁজিয়া বাহির করিবার সুবিধা হয়।

কোবালা (১)
দাতা
শ্রীতারাপদ মিত্র।
গ্রহীতা
শ্রীমতী আনন্দসুন্দরী দাসী।
পণ
১৫০০৲ টাকা।
—
সম্পাদনের তারিখ
১৫ই আষাঢ়, ১৩৪২ সাল

দলিলের কোন অংশ কাটিয়া, মুছিয়া বা চাঁচিয়া দিলে দলিলের বামপার্শ্বে যে স্থান থাকে, সেই স্থানে দলিল সম্পাদনকারীর সংক্ষেপ সহি (initial) করিয়া দিতে হয়। কাটা বা মোছার উপরে বা তাহার ঠিক পার্শ্বে স্বাক্ষর করিয়া বাম পার্শ্বের শূন্য স্থানে সহি করিলে অপরিষ্কার দেখায় না। দলিলের শেষে কৈফিয়তে সেই সমস্ত কাটকুটের বিষয় লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলেও হয়।

(১) রুলগুলি লাল কালিতে টানিলে আরও ভাল দেখায়। দলিল যদি ১ পৃষ্ঠা হয়, তাহা হইলেও তাহাতে কার্ট্রিজ গাঁথিয়া এইরূপে লিখিত হইবে, কারণ প্রথম পৃষ্ঠায় রেজিষ্টারি ইণ্ডর্সমেণ্ট লিখিত হয় বলিয়া তাহাতে আর কিছু লেখা যাইতে পারে না।

দলিলের প্রত্যেক পৃষ্ঠা স্বাক্ষর করাই ভাল। যাহারা সহি করিতে পারে না, তাহাদের নাম ব-কলমে দস্তখত করিয়া ঢেরা বা টিপ সহি করিয়া দিতে হয় এবং "দলিলদাতাকে দলিলের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলাম বা দলিল পাঠ করিয়া শুনাইলাম" এই কথাগুলি লিখিয়া স্বাক্ষর করিলে ভাল হয়। যদি একের অধিক ষ্ট্যাম্প থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক ষ্ট্যাম্পে সহি করা আবশ্যক এবং প্রত্যেক ষ্ট্যাম্পেই দলিলের কতক পরিমাণ প্রয়োজনীয় অংশ লিখিত হওয়া প্রয়োজন। যে সকল দলিলের সম্পাদনকারী লিখিতে জানে না, তাহাদের টিপ সহি লওয়াই ভাল। সত্য বটে যে সকলে টিপ সহি লইতে পারে না, কিন্তু এই গ্রন্থে লিখিত টিপ সহি লইবার বিষয় পাঠ করিয়া তাহা দলিল লেখকের অভ্যাস করা উচিত। ব-কলম, ঢেরা সহী অস্বীকার করা চলে, কিন্তু টিপ সহিতে তাহা চলে না।

দলিলের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সাক্ষীর সহি করিবার আবশ্যক নাই, কেবলমাত্র শেষ পৃষ্ঠায় সহি করিলেই হয়। প্রত্যেক দলিলে ঢেরা সহিকারীর সাক্ষী ব্যতীত দুইজন স্বাক্ষরকারীর সাক্ষী থাকা আবশ্যক। মোক্তারনামা বা হ্যাণ্ডনোটে সাক্ষীর আবশ্যক নাই। উইল হইলে অন্ততঃ দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে দলিল সহি করিতে হইবে এবং সাক্ষীরা ও উইলকারীর সম্মুখে সহি করিবে। (১) দানপত্র বিক্রয় কোবালা ও বন্ধকনামার অন্ততঃ দুইজন সাক্ষী থাকা আবশ্যক।

দলিলে সম্পত্তির চৌহদ্দির স্থানে সম্পত্তি কোন থানা ইত্যাদির অধীন তাহা লিখিতেই হইবে, থানা লেখা না থাকিলে তাহা রেজিষ্টারির জন্য গৃহীত হয় না। দলিল যত সংক্ষেপে লেখা যায় ততই ভাল, তবে সমস্ত আবশ্যকীয় কথা থাকা আবশ্যক।

দলিল পাকা করিতে যাইয়া অনেকে অনেক অনাবশ্যক কথা লিখিয়া থাকেন। তাহাতে আদালতে কোন ফল পাওয়া যায় না, অধিকন্তু সময়ে সময়ে দলিল ইম্পাউণ্ড হইয়া থাকে।

---

(১) Indian Succession Act of 1865 sec 50 (Rule third)

ষড়ত্রিংশ অধ্যায়।

প্রসিকিউসন সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

যখন বুঝিতে পারিতেছি, যে রেজিষ্ট্রী আইন ঘটিত কোন অপরাধ হইলে কি করা কর্ত্তব্য তাহা অনেকেই অনবগত, সুতরাং তাহাদের সুবিধার জন্য আমায় কিছু লিখিতে হইতেছে।

মোকর্দ্দমা রুজু করিবার ভয়ে অনেকে মোকর্দ্দমা মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা করিবেন না। যে অপরাধী তাহার প্রতি দয়া প্রকাশে কোন মহত্ত্ব নাই। বরং উপরওয়ালা এ সকল জানিতে পারিলে বিপদ আছে। সহজেই মনে হইবে এমনটা কেন হয়। আপনি সাধু হইলেও দুষ্ট লোকে বা অপরাধীর শত্রু পক্ষ আপনার অযথা দুর্নাম রটাইতে ক্ষান্ত হইবে না।

৭২ ধারার অপরাধের সাজা ৭ বৎসর লেখা আছে। তবে অপরাধের তারতম্য হিসাবে সাজারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত বিচার করিতে পারেন। সাজা বিনা পরিশ্রম বা সপরিশ্রম এই উভয় বিধই হইতে পারে। (18 W R,) (C R, 3,) এ সকল মোকর্দ্দমায় Sanction দিবার আবশ্যক নাই ; এবং Sanction দিবার হাঙ্গামাও অনেক। (I. L. R 11 Cal 556 (F B). False personation এবং forgery অপরাধে কোন সব্‌রেজিষ্ট্রার আসামীদিগকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিবার অনুমতি (Sanction) দেন। সেসন জজ বলেন অনুমতি আইন সঙ্গত হয় নাই। হাইকোর্ট বলেন জালের জন্যও সব্‌রেজিষ্ট্রারের sanction অনাবশ্যক। (I. L. R, 11 Mad 500.)

কোন অপরাধের সংবাদ পাইলে বা জানিলে তাহার তদন্ত করা আবশ্যক। এবং দেখা আবশ্যক যে ঘটনা সত্য কিনা এবং আসামীর বিপক্ষে প্রমাণ কিরূপ আছে। (I. L. R. 11. Cal, 570) প্রকৃত প্রস্তাবে বিনা তদন্তে মোকর্দ্দমা রুজু করা ঠিক নহে। এই তদন্ত অর্থে সাক্ষীদিগকে শমন করিয়া

একটা বিচার কার্য্য করা নহে। গোপন তদন্ত এবং কে কি বলেন সেগুলি লিপিবদ্ধ করা।

মিথ্যা কথা বলা বা false personation হইলে তদ্বারা কোন লোকের কোন অনিষ্ট হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। অন্যান্য আইন যথা Indian Penal Codeএ লিখিত অপরাধ ও রেজিষ্ট্রী আইন ঘটিত অপরাধের অনেক পার্থক্য। প্রথম আইনে উদ্দেশ্য দেখিতে হয় কিন্তু দ্বিতীয় আইনে তাহা দেখিতে হয় না। আফিসের কেরাণী দলিল ফেরত দিবার সময় রসিদ দাখিলকারী প্রকৃত সেই লোক কিনা তদন্ত করিয়াছিলেন, সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাই এই আইন সম্বন্ধে enquiry বটে। (23 W. R. Cr 55) জেলার রেজিষ্ট্রার কোন ডেপুটীকে কোন রেজিষ্ট্রী আইন ঘটিত বিষয়ের তদন্ত করিতে দেন। তাঁহার নিকট পক্ষেরা যে কথা বলেন তাহার জন্য তাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হয় নাই; কেন না আইনে বলে "Any officer acting in execution of this Act" কিন্তু ডেপুটি Registering officer নয় বলিয়া তাঁহার নিকট মিথ্যা কথা বলায় কোন অপরাধ ঘটে নাই। (I. L. R. 20 Cal 719)

সবরেজিষ্ট্রার রেজিষ্ট্রী আইন সম্বন্ধে যখন কোন enquiry করেন তখন তাঁহার নিকট কোন লোক কোন মিথ্যা কথা বলিলে তাহা false statement এবং তজ্জন্য তাহার সাজা হইবে (6 W. R, 81) (Cr R.) এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে এ তদন্ত ৮২ ধারার অপরাধ জনিত কোন তদন্ত নহে। সে স্থলে সবরেজিষ্ট্রার যে কোন তদন্ত করিবেন এমন লেখা নাই সুতরাং তদন্ত কোন কাজের নহে; কেবল দলিল রেজিষ্ট্রীর সময় যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাই enquiry বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে কোন অপরাধের তদন্ত না করিলে সবরেজিষ্ট্রার কি করিয়া আসামীকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিবেন। সুতরাং তাঁহার যাহা জানা আবশ্যক তাহা জানিতে পারেন তাহার জন্য জবানবন্দি লিখিতে পারেন, কিন্তু কেহ কোন কথা না বলিলে বা মিথ্যা বলিলে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

রেজিষ্ট্রী অপরাধে আমলারাই প্রধান সাক্ষী। তাহাদের এজাহার লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক এবং তাহাতে তাহাদের সহি লইতে হইবে। এরূপ করিলে তাহারা

আদালতে অন্য কথা বলিতে পারিবে না। যদি বলে সে বিষয় মোকৰ্দ্দমার বিচার ফল বাহির হইলে সদরে লিখিয়া পাঠাইবেন। তাহার departmental সাজা নিশ্চয়ই হইবে।

রেজিষ্ট্রীর সময় সনাক্তকারীকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে রেজিষ্ট্রীকারীর নাম কি? নতুবা মোকৰ্দ্দমার সময় উত্তর দেয় যে আমি উহাকে চিনি বলিয়াছিলাম কিন্তু ও যে অমুক লোক তাহা বলি নাই। জালের চাৰ্জ্জ দিতে হইলেই তাহাতে dishonestly or fraudulently (464 I. P. C., তাহা হইয়াছে কি না তাহা দেখিতে হইবে, নতুবা আসামীর সাজা হইবে না। কোন দলিলের ৪ মাস সময় গত হইবার পর তারিখ বদলাইয়া তাহা রেজিষ্ট্রীর জন্য দাখিল করিলে, ইহা জাল নহে। হাইকোর্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন যে ইহা ১৯২ ধারার (I. P. Code) অপরাধ for fabricating false evidence (I, L, R, 6, Cal. 482) কিন্তু পেনেল কোডের কোন অপরাধের জন্য কাহাকেও ফৌজদারী সোপরদ্দ করিতে হইলে জেলার রেজিষ্ট্রারের অনুমতি লইতে হইবে।

এ সমস্ত মোকৰ্দ্দমা রুজু করিবার জন্য সব্‌রেজিষ্ট্রারকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইতে হয় না। কেননা ইহা public prosecution. Prosecution দুই প্রকার; Public এবং Private রাজকর্ম্মচারীরা যে সকল মোকদ্দমা রুজু করেন তাহাই Public prosecution এবং sanction লইয়া বা নিজের কোন কারণ বশতঃ যে সকল Prosecution হয়, তাহাই Private Prosecution (I. L. R. 1 Cal 450)

আফিসের মধ্যে কোন অপরাধ হইলে সব্‌রেজিষ্ট্রার তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নিকটস্থ থানায় বা Sub Division হইলে ডেপুটীর নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন। তাহারা স্বীকার করিলে সেই স্বীকার উক্তিও লিপিবদ্ধ করান যায়। কেবল cognizable offence হইলে যে কেহ আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। রেজিষ্ট্রী আইনের ৮২ ধারার মোকৰ্দ্দমা cognizable offence ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোডের Sch, II. offences against other law দেখিলে ইহা বুঝিতে পারিবেন। সাজা ৩ বৎসরের উৰ্দ্ধ বলিয়া তাহা cognizable হইয়াছে। রেজিষ্ট্রী আইনের সাজা ৭ বৎসর এবং ইহা other law সুতরাং অপরাধ cognizable এ সকল মোকৰ্দ্দমা অনেক সময় করিতে

হয় বলিয়া ইহা লিখিয়া দিলাম। না জানিলে উকীল মোক্তারেরা বোকা সাজাইয়া দেয়।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি আবার বলিতেছি যে উদ্দেশ্য দেখিবার প্রয়োজন রেজিষ্ট্রী আইনে নাই। মিথ্যা কথা বলিয়াছে কি না, জাল সাজিয়াছে কি না ইহাই দেখিতে হইবে। (2 B, L. R. 25 A Cr.

যেখানে গোলমাল দেখিবেন সেখানে নিজে prosecute না করিয়া জেলায় রেজিষ্ট্রার'ক সমস্ত বিষয় লিখিয়া পাঠাইবেন। তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহা করিবেন। আর যেখানে প্রমাণ প্রয়োগ বেশ আছে, সেখানে নিজেই prosecution করিবেন।

Prosecution করিবার জন্য Sub Divisional officerকে একটী রিপোর্ট পাঠাইতে হয় এবং তন্মধ্যে সমস্ত বিষয় লিখিয়া পাঠাইতে হয়। আমরা নিম্নে তাহার একটী নমুনা দিলাম।

No.........

From

Babu Pulin Behari Dutta

Sub Registrar of.........

To

The Sub Divisional Officer of.........

Dated......the 26th July 1917.

Sir,

I have the honour to report that on the 30th day of June last a deed of sale for Rs. 1500 was presented before me by one Susila Sundari Dasi widow of late.........of.........alleging herself to be Charulata Debi widow of............of............and in that assumed character admitted the execution of the document.

One Akhoy Kumar Roy son of.........of... ...identified her as Charulata Debi, fully knowing that she was not Charulata Debi but Susila Sundari Dasi.

The Claimant of the document Ramsaday Ghose of ...... who is known to me was present in the office during the time of registration and it is obvious under the cirumstances that he was aware of the foul transaction.

. I have made a preliminary enquiry about the case and am satisfied * that the case is a true one and that the fcllowing persons have committed the following offences :—

1. Susila Sundari Dasi under section 82(a) and 82(c) of the Indian Registration Act.

2. Akshoy Kumar Roy under Section 82(a) 82(c) and 82(d).

3. Ram Saday Ghose under section 82(a) 82(c) and 82(d).

I believe that they are guilty and therefore I request you to prosecute them.

The following witnesses are to be summoned as witnesses for the prosecution :—

1. Babu............Sub Registrar of............

2. Babu.....................Head Clerk.

&c. &c.

The date of hearing may be fixed on............

I have the honour to be

Sir,

Your most obedient servant

A B,

Sub Registrar of...........

* এ কথাটি থাকা আবশ্যক। নিজে satisfy না হইলে মোকর্দ্দমা রুজু করা চলে না।

যদ্যপি সেদিন সমস্ত সাক্ষীর নাম দিবার সুবিধা না হয় তাহা হইলে আবার একখানি পত্র এই মর্ম্মে দিবেন। আর যদি কোন নাম দিতে না পারেন তাহা হইলে লিখিবেন "A list of witnesses will be forwarded hereafter." নতুবা এইরূপ হইবে :—

In continuation of this office No……dated the……I have the honour to submit a supplementary list of witnesses in the case Emperor *versus* Susila Sundari Dasi and request you to issue summons againt them.

1. A B of………
2 C D of………

&c. &c. &c.

I have &c.

এই সঙ্গে এক রিপোর্ট জেলার রেজিষ্ট্রার বরাবর দিবেন এবং তৎসহ S D. Oকে যে পত্র দিয়াছেন তাহার নকল পাঠাইয়া দিবেন।

দলিল লেখক যদ্যপি দলিলদাতার নাম বকলমে সহি করে তাহা হইলে তাহাকেও 467, 471 and 109 of The Indian Penal Code অনুসারে দায়ী করা যায় এবং রেজিষ্টারি আইনমতে সাহায্যকারী abetter বলা যায়। যাহার নামে বিশেষ প্রমাণ নাই তাহাকে prosecute করিবেন না।

সাধারণতঃ দেখা যায় মোকর্দ্দমা রুজু করিলেই কেমন একটা সাজা দিবার ঝোঁক হয়। ইহা যাহাতে না হয় তাহা করিবেন সব্‌রেজিষ্ট্রারের কর্ত্তব্য prosecute করা এবং যাহা সত্য তাহাই আদালতে বলা অসত্যের আশ্রয় কদাচ গ্রহণ করিবেন না। খালাস হউক বা সাজা পাউক তাহাতে আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

দলিল লেখার ক্রমোন্নতি।

বহু পূর্ব্বে যে দলিলাদি লিখিবার ধারা অতি কদর্য্য ছিল তাহা উল্লেখ বাহুল্য। কেননা পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষারই যখন উন্নতি ছিল না তখন বিশুদ্ধভাবে দলিলাদি লেখাপড়ার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য পাদাধিক শত বর্ষ পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে দলিলপত্র কিরূপ ভাষায় লিখিত হইত তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

"ইয়াদি আত্ম বিক্রয় পত্র মিদং—

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ ওলদে গদাধর সিদ্ধান্ত সাকিম চান্দশী পরগণে বাঙ্গরোডা

সুচরিতেষু—

শ্রীমতী কুঞ্জমালা ওমর ২৭ সাতাইস বরিষ রঙ্গশ্যাম জওজে রাম রুদ্রতে সাকিম পিঙ্গলাকাঠি পরগণে আজীমপুর কস্য লিখনং আগে। আমী মহাকষ্ট পালিত—খোরাক পোষাক আজিজ হইয়া মারা যাই এবং আমার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া ওমর সাত বরিষ রঙ্গশ্যাম এহারও অন্ন বস্ত্র দিয়া পরিপোষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমাট ঘর অন্ন বস্ত্র দিয়া পরবিষ করে এমত না য়াছে অতএব আপন রাজি রকবতে সচ্ছন্দে আক্লেবহাল তবিয়তে সেইচ্ছা পূর্ব্বক আমি ও আমার কন্যা বহায় আপন স্থানে মবলগ ৩ তিন রূপাইয়া পূরোওজন দহমাসী চলন সহি দস্তবদস্ত পাইয়া আত্ম বিক্রয় হইলাম। আপনে লওয়া জিম্মা খোরাক পোষাক দিয়া মুদত ৭০ সত্তরী বরিস দাসী অর্থ কর্ম্ম দান বিক্রীরধিকারী হইয়া করাইতে রহ জদি এই মুদ্দত মৈদ্ধে আচাদ হইতে চাহি তবে ১।০ সোয়ামণ হলদি সিধা দিয়া আচাদ হইব এই করারে আত্ম বিক্রয় হইলাম ইতি সন ১১৯৫ এগার শত পচানবৈ শাল তেরিখ ১৪ চৌদ্দহী মাহে অগ্রহায়ণ।

পাঠক দেখিবেন তখন ন্যায়ভূষণ পণ্ডিত মহাশয়ের বাটীতে কিরূপভাবে দলিল লেখা পড়া হইত। ইহাতে তৎকালীন ভাষা, লিখন প্রণালী এবং

দেশের আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি অনেক বিষয় জানা যায়। তখন যে দেশে দাস দাসী বিক্রয় হইত তাহাও বেশ বুঝা যায়। এই প্রথা রহিত হইয়াছিল ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দণ্ডবিধিতে বিধিবদ্ধ হইয়া। কিন্তু তাহা হইলেও ১২৭৩ সালের মন্বন্তরের বৎসর গোপনে অনেক পুত্র কন্যা বিক্রিত হইয়াছিল।

উক্ত দলিলে দেখা যায় তখনও পরগণা লিখিবার প্রথা ছিল, কিন্তু থানা লেখা হইত না।

এইবার একখানি রাঢ় অঞ্চলের দলিলের নমুনা দিলাম ইহা ১২১৪ সালে লিখিত।

ইসাদিকিদ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীবনরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ওলদে ৺মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবনে ৺সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিম জয়কৃষ্ণপূর পরগণে বিষ্ণুপুর জেলা জঙ্গল মহাল সচুদার চরিতেষু। লিখিতং শ্রীগঙ্গানারায়ণ গোস্বামী ওলদে ৺কৃষ্ণ চৈতন্য গোস্বামী এবনে ৺রসিকানন্দ গোস্বামী সাকিম নিজ বিষ্ণুপুর সহরের মাদ্দমান রথশীপাড়া জেলা জঙ্গল মহাল কস্য ব্রহ্মত্তর জমি বিক্রয় কওয়ালা পত্র মিদং সন ১২১৫ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে। আমার পৈত্রিক ব্রহ্মত্তর সামিল জেলা জঙ্গল মহান বিষ্ণুপুর পরগণার তরফ ওঙ্গমহল মৌজে সুত্রে আজ দরোবস্তি অর্দ্ধ মোজা শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কওালা সেত্তায় সালিজমি শ্রীভাগবৎদেও শ্রীভুবন কুণ্ড ও শ্রীনিতাই দে ও শ্রীনিমাই দে ও শ্রীনুই সামুই ও শ্রীনন্দরাম তেলিদিগের জোত দরুন ৪৩।০ তেচল্লিস বিঘা আট কাঠা সাম্বক প্রকার অন্যের হক রহিত একাল পর্য্যন্ত আমার কাবেজ দখলে আছে এক্ষণে ঐ তেচল্লিষ বিঘা আট কাঠা সালি জমি ২৭০৲ দুই সও সত্তোর টাকা কিম্মতে স্থিরচিত্তে সুদ্ধ অন্ত করণে সুস্থ শরিরে হোশবহালে বিনা উপরোধে বিক্রয় করিলাম কিম্মতের দুই সত সত্তোর টাকা সিক্কী রাএজন ওক্ত কামল ওজন আপন দস্তে দস্তবদস্ত নগদ লইয়া আপন তছরূপে আনিলাম আপনি ঐ মূল্যতে খরিদ করিয়া লইলেন ঐ দরোবস্তি অর্দ্ধ মোজা বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় কওালা সেত্তায় সালি জমি তেচল্লিষ বিঘা আট কাঠা আপন মালিক স্বরূপ কাবেজ দখলকার হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ দান বিক্রয় স্বত্বাধিকার তোমার আজিকার তারিখ হইতে হইল ঐ তেচল্লিষ বিঘা আট কাটা সালি জমি

তোমার কাবেজ দখল হইল ইহাতে আমার ওয়ারিসান ও আত্মস্বরূপজন ওগয়রহ কাহারো দাওা নাঞী কেহো কখন কান কানাঙ দাওা করি কিম্বা করে সে না-মঞ্জুর ও বাতিল এতদার্থে আপন খুসীতে জমি বিক্রয়কওালা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২১৪ সাল তারিখ ২৫শে মাঘ।

এই সময়ে দলিলাদি রেজিষ্ট্রী হয়। জেলার রেজিষ্ট্রার রেজেষ্ট্রী করেন। রেজেষ্ট্রী এই ভাবে হইত—

Registerd by me this day the 7th February 1809 at 10 Clock.

এত গেল পুর্ব্ববঙ্গ ও রাঢ়ের কথা। এখন সহর কলিকাতার খাস আদি ব্রাহ্ম সমাজের জমি ক্রয় কালে কিরূপ ভাবে দলিল লেখাপড়া হইয়াছে পাঠক তাহা দেখুন—

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীকালীপ্রসাদ কর ওলদে ৺বৈষ্ণবচরণ কর এবনে ৺রামশঙ্কর কর কস্য জমি বিক্রয় কবলা পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে সহর কলিকাতা স্থতানটী গ্রামের মধ্যের আমার পৈত্রিক বসতবাটী যে আছে ইহার চৌহদ্দী চিৎপুর রোডের পুর্ব্ব-ধার ফুলতিরতনের বাটীর দক্ষিণ ৺রামকৃষ্ণ করের বাটীর উত্তর রাধামণি ব্রাহ্মণির বাটীর পশ্চিম এই চত্তর সীমার মধ্যে আমার পৌত্রিক খরিদা পাট্টাই জমি মায় এমারত কমবেশ ৴৪৵ চারি কাঠা অর্দ্ধ পুয়া আমার অসাধারণ ভোগ দখলে আছে। ঐ চারি কাঠা অর্দ্ধ পুয়া জমি মায় এমারত মহাশয়দিগের নিকট চির-কাল ব্রহ্ম সমাজের নিমিত্ত মবলগে সিক্কা ৪২০০ চারি হাজার দুই শত টাকা পোনে বিক্রয় করিলাম। জমি মজকুরা আমূল মাযূল মাফিক আমল দখল করিয়া মহাশয়েরা ইচ্ছামত নওয়া ইমারত বানাইয়া জদাসএ খরিদ করিতেছেন

তদাসয় পুরস্ত চিরকাল করিবেন আমি কি আমার উত্তরাধিকারীর সহিত কস্মিনকালেও দাভা নাই দাওা করি কিম্বা কেহ করে সে ঝুটা ও বাতিল এতদার্থে পোনের বেবাক টাকা নগদ দস্ত বদস্ত পাইয়া বিক্রয় কবলা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৩৬ বার শত ছত্রীশ সাল তারিখ ২৮শে জ্যৈষ্ঠ।

ইসাদী—

শ্রীরামধন মালাকর — সাং সিমলা

শ্রীকালীনাথ কর — সাং সুতানুটী।

শ্রীবংশীধর আমদার — সাং কলিকাতা।

রসিদ রূপেয়া বাবুদি উপরের লিখিত জমি মায় এমারত বিক্রয়ের পোন সন ১৩২৬ সাল তাং

আসামী	রূপেয়া
নিজরোজ	
গুঃ খোদ	
রোকসিক্কা	১০০

দঃ চাবি হাজি [illegible]
সত টাকা [illegible]
শ্রীকালীপ্রসাদ কর
সাং সুতানুটী।

ইসাদী—

শ্রীকালীনাথ কর — সাং সুতানুটী।

শ্রীরামধন মালাকর — সাং সিমলা।

শ্রীবংশীধর আমদার — সাং কলিকাতা।

এত গেল পূর্ব্বের কথা এখনও অনেক সময়ে কোন কোন স্থানে Rectification অথবা Confirmation of previously executed কোবালা প্রভৃতির দলীল সর্ব্বব্যাপী "একরার" মধ্যে ঢুকিয়া যায়। এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

দলিলের আদর্শ।

[Specimen of document

ঋণ-স্বীকার পত্র। Acknowledgement of a debt

Schedule I Art I

(মন্তব্য।)

ব্যাঙ্কের পাশ বহি ইহার অন্তর্গত নহে হ্যাণ্ড নোট বণ্ড বা বন্ধকনামা ব্যতীত কারবার সূত্রে টাকা লেন দেন জন্য ইহার ব্যবহার আছে। ঋণের টাকা লইয়া খাতায় বা কোন কাগজে খাতক তাহার সহি করিয়া দেন। কুড়ি টাকার অধিক হইলে এক আনার ডাক ষ্ট্যাম্পের উপর সহি করিতে হয়। (Stamp Act Art I. See also I. L. R. 18 Bom. 641.) এরূপ স্বীকার পত্রে ঋণ পরিশোধের কোন প্রতিজ্ঞা বা সুদ দিবার বা মাল বা অপর সম্পত্তি সমর্পণ করিবার কোন সর্ত্ত বা সাক্ষী থাকিবে না। ইহা খাতক কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যক, অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্মতিসূত্রে সহি করিতে পারেন। I. L. R. 2 All. 641 ; I. L. R. 14 Bom ; I. I. R. 11 Bom, 526.

কোন স্বীকার পত্রে কত সুদ দিতে হইবে তাহা উল্লেখ ছিল এবং সাক্ষীও ছিল। হাইকোর্টের বিচারে সাব্যস্ত হয় যে যখন টাকা দিবার অঙ্গীকার নাই, তখন ইহা তমসুক নহে, ঋণ স্বীকার পত্র মাত্র (I. L. R. 22 Cal. 757)

বোম্বাই হাইকোর্টেরও এই মর্ম্মে নজীর আছে (I. L. R. 4 Bom, 326) সুতরাং দেখা যায় যে উপরের নজীর এখানে ঠিক মিলে না।

"ঋণ স্বীকার পত্র ও রসিদ পত্র" (Receipt)—প্রথমটী কেবল ঋণের জন্য দ্বিতীয়টিতে যে কোন প্রকার প্রাপ্তি স্বীকার বুঝায়।

(১)

হাত চঠায় দ্রব্যাদি ক্রয় জন্য ঋণ স্বীকার পত্র।

হিঃ শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র নিয়োগী।

হার্ডওয়ার মারচেণ্ট।

বড়বাজার কলিকাতা।

সন ১৩০৬ সাল ইংরাজী * * *

জমা	খরচ
২রা বৈশাখ—	১২ই বৈশাখ
মারফৎ * *	গুঃ খোদ—
পিতলের কব্জা——১২০০৲	রোক——১০০০৲
১৩ই বৈশাখ—	১০০০৲
মাঃ—* *	
নৌকার জলুই	
১০০ মণ ৭৲ হিঃ—৭০০৲	
১৯০০৲	

(১) প্রত্যেক ঠিকের নীচে সহি করিবার আবশ্যক নাই।

ষ্ট্যাম্প—।০ আনা (Schd, Art I)

রেজিষ্টারী···রেজিষ্ট্রী প্রায় হয় না। কেহ যত্তপি করেন, তাহা হইলে ৪নং বহিতে নকল হইবে এবং B fee লইতে হইবে।

তামাদি···৩ বৎসর অন্তর।

(২)

টাকা ধারের স্বীকারনামা। *

হিঃ শ্রীযুক্ত বাবু পান্নালাল জহরলাল। *

ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইং ১৯১৩ শাল।

জমা ———————————— খরচ ————————————

১০ই জানুয়ারি
নিম্নলিখিত নম্বর
বিমর্জ্জিম ১০০০৲ টাকার
নোট ৫ কেতা—— —৫০০০৲
৯ই ফেব্রুয়ারী—
নগদ———————১০০০৲

৬০০০৲

গিমো

শতকরা সুদ বার্ষিক ১৲ টাকা। (১)

শ্রী * * *

(৩)

সাধারণ ঋণ স্বীকার পত্র।

আমি অদ্য তারিখে শ্রীযুক্ত * * * নিকট হইতে কোং ২০০৲ টাকা পাইয়া এই রসিদ পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি।

শ্রী * * * (২)

(১) ইহার জন্ম অতিরিক্ত ষ্টাম্প দিতে হইবে না। কেননা সুদ দিব বলে নাই। দিব বলিলে একরার সুতরাং ৵৹ আনার ষ্টাম্প দিতে হইত।

(২) ইহাও ঋণ স্বীকার পত্র হ্যাণ্ড নোট নহে। কিন্তু ইহাতে যদি লেখা থাকে টাকা চাহিবা মাত্র দিব তাহা হইলে ইহা হ্যাণ্ড নোট। সাক্ষী থাকিলে তমসুক বলিয়া গণ্য হইবে।

ঋণ স্বীকার পত্রে সাক্ষী থাকিবার নিয়ম নাই।

(৪)

গচ্ছিত নামা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * * ইত্যাদি।

কস্য গচ্ছিতনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আপনি অদ্যকার তারিখে আমার নিকট কোং ১০০০৲ টাকা গচ্ছিত রাখিলেন। ইহার প্রতিমাসে শতকরা ॥০আনা হিসাবে সুদ পাইবেন। এতদর্থে গচ্ছিতনামা পত্র লিখিয়া দিলাম। (১) * *

এডমিনিষ্ট্রেশন বণ্ড। (Administation Bond)

(Schedule I Art 2.)

মন্তব্য।

Indian Succession Act (Act 10 of 1865 ; ২৫৬ ধারা ও প্রোবেট ও এডমিনিষ্ট্রেসন আইন (Act V. of 1881) ৭৮ ধারা অনুসারে মৃত ব্যক্তির বিষয়াদি তত্ত্বাবধান জন্য যিনি ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাঁহাকে লিখিয়া দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক আইন (Act V of 1873 ৬ ধারা অনুসারে টাকা জমা দিয়া কাহারও মৃত্যু হইলে যিনি ঐ মৃত ব্যক্তির টাকা গ্রহণ করেন তাঁহাকে লিখিয়া দিতে হয়। তদ্ব্যতীত সাক্সেসন সার্টিফিকেট আইন (Act VII of 1889) ৯ বা ১০ ধারা অনুসারে যিনি মৃত ব্যক্তির পাওনা আদায় জন্য ভার প্রাপ্ত হন তাঁহাকে লিখিয়া দিতে হয়। ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে Art 57 অনুসারে ক্ষতি নিষ্কৃতি পত্রের ন্যায় কার্য্যকর হইয়া থাকে। কোন স্থানে ১০৲ টাকার উর্দ্ধ ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। এ সকল দলিল আদালত সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যবহৃত হয় ও তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রথানুসারে লিখিত পঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা সকল প্রকারের নমুনা না দিয়া এক রকমের নমুনা মাত্র দিলাম।

---

(১) ইহাও ঋণ স্বীকারের প্রকারান্তর। যে সকল সম্ভ্রান্ত লোক টাকা ধার দেওয়া লওয়ার কার্য্য করেন, তাঁহারা কম সুদে টাকা লইয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিতে এইরূপ ভাবে ঋণ স্বীকার পত্র লিখিয়া দিয়া থাকেন। I. L. R. 35 Cal 111 মতে ইহা একরার, সুতরাং ৮০ আনা ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(৫)

এডমিনিষ্ট্রেশন বণ্ড। (Administration Bond)

১ জেলা যশোহর ডিষ্ট্রীক্ট-ডেলিগেট আদালত।

আমি শ্রীপতিতপাবন মিত্র পিতা মৃত বিশ্বনাথ মিত্র সাকিম্ নাকাইল, থানা মাগুরা, জেলা, যশোহর * * ও আমি শ্রীরাধাচরণ মিত্র পিতা ৺ * * * সাকিম নাকাইল, থানা মাগুরা জেলা যশোহর ও আমি শ্রীবামাচরণ মিত্র পিতা৺ * * সাকিম নাকাইল থানা মাগুরা জেলা যশোহর·· ···জমিদারগণ।

আমরা এই দলিলের দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করিতেছি যে, আমরা জেলা যশোহরের ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট বাহাদুর ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পরবর্ত্তীগণকে ১৬০০০৲ ষোল হাজার টাকা দণ্ডস্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিলাম। ঐ টাকা উপযুক্ত ও যথার্থরূপে দিবার জন্য আমরা সকলে একত্রে ও পৃথকরূপে এবং আমাদের প্রত্যেকের উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত এডমিনিষ্ট্রেটর ও একজিকিউটর-গণ বাধ্য থাকিবেন ও থাকিলাম। ইতি সন ১৩১৬ সাল তারিখ ১৫ই আষাঢ়।

যেহেতু ছায়েল শ্রীপতিতপাবন মিত্র দরখাস্ত করায় জেলা যশোহরের ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত ১৯০৯ * ২৪শে * তারিখে ১৮৮১ সালের ৫ আইনের বিধানানুযায়ী তাঁহাকে ১৯০৯—৫৪নং মোকর্দ্দমায় মৃত বিশ্বনাথ মিত্রের ত্যক্ত সম্পত্তির লেটার অব্ এডমিনিষ্ট্রেশন পাইবার আদেশ দিয়াছেন এবং যেহেতু উক্ত ছায়েল পতিতপাবন মিত্র উক্ত লেটার অব্ এডমিনিষ্ট্রেশন পাইয়া যথারীতি মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও আদায় আঞ্জাম ইত্যাদি জন্য বাধ্য থাকিবেন। এক্ষণে তাহাতে উপরের লিখিত চুক্তির নিয়ম এইরূপ হইল যে যদি উক্ত পতিত-পাবন মিত্র যথারীতি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও আদায় আঞ্জাম ও আইনানুসারে অন্যান্য সমুদয় কার্য্য করেন তবে উক্ত চুক্তির কোন সর্ত্ত খাটিবে না, নচেৎ তাহা প্রবল হইবে। (১) ইতি সন ১৩১৬ সাল তারিখ ১৫ই আষাঢ়।

---

(১) ষ্ট্যাম্প—১০০০৲ টাকার কম হইলে টাকার পরিমাণের উপর ১৫ নং তমস্থকের ষ্ট্যাম্প, বেশী টাকায় ১০৲ টাকা।

রেজিষ্টারি। "ই" (E) ফি লওয়া হয়। ৪নং A বহিতে ইহার নকল হইয়া থাকে।

দত্তক গ্রহণ পত্র। (Adoption Deed.)

(Schedule I Art 3.)

দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হইতে হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জন্মদাতা পিতা দান করিবেন ও গ্রহীতা পিতা গ্রহণ করিবেন। সকল জাতির মধ্যে ঐরূপ দান ও গ্রহণ আবশ্যক।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৃতোপনয়নের পূর্ব্বে শূদ্রদিগের মধ্যে যত বয়স হউক না কেন, বিবাহের পূর্ব্বে দত্তকরূপে গৃহীত হইতে পারে।

যাহাদের পুত্রাদি অর্থাৎ পুত্র প্রপৌত্র নাই, অথবা যাহাদের পুত্রাদি জন্মিয়া মৃত হইয়াছে, তাহারাই অপুত্রক বাচ্যান্তর্গত এবং তাহারাই দত্তক গ্রহণে ক্ষমতাবান। যাহার আদৌ বিবাহ হয় নাই, অথবা বিবাহ হইবাব পর পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তিও দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে।

পতি সদসৎ জ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলে অপ্রাপ্তব্যবহারকালেও দত্তক গ্রহণ করিতে পারে এবং আবশ্যক হইলে পত্নীকে দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি দিতে পারে। কিন্তু কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন কোন অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি উক্ত কোর্টের অসম্মতিতে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে প্রাপ্তব্যবহার হইয়া থাকে। (১)

স্বামীর অনুমতি প্রদান সময়ে যদি পত্নী অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থায় থাকে, তাহা হইলেও ঐ পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে।

কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু গ্রহণের পূর্ব্বক্ষণে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ঐ ব্যক্তি অশুচি বলিয়া অভিহিত হয়, আর অশুচি ব্যক্তি পুত্রেষ্টিযাগাদি দত্তক গ্রহণ ক্রিয়া করিতে অধিকারী নয়। ফলতঃ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহার দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ঐ ব্যক্তি তাহার পত্নীকে দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি দিতে পারে। দত্তক গ্রহণ করিতে পত্নীর সম্মতি না থাকিলেও চলে। *

---

(1) I. L. R. 1 Cal. 249

* 7 W. R. (P. C.) 57

স্বামী জীবিতকালে যদি পত্নীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন, তবে সেই অনুমতি অনুসারে তদীয় বিধবা পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু স্বামী জীবিতকালে যদি অনুমতি না দিয়া গিয়া থাকেন, তবে তদীয় বিধবার দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা অর্শিবে না। *

দত্তক গ্রহণের অনুমতি বাচনিক, উইল বা অন্য প্রকার দলীলের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। যদি উইলে অনুমতি না দিয়া কোন প্রকার দলীলে অনুমতি দিতে হয়, তবে কুড়ি টাকার রুসুম দিয়া তাহা রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। রেজিষ্ট্রী আইনের ৪৯ ধারা দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে উক্ত অনুমতি পত্র রেজিষ্ট্রী না হইলে তাহার মূলে দত্তক গ্রহণ হইতে পারে না। এখন ভাবিবার বিষয় যে এবং প্রকার নাবালক কর্ত্তৃক সম্পাদিত দলিল রেজিষ্ট্রী হইবে কি না ?

যদি স্বামী বিশেষ বালকের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়া থাকেন, তবে তদীয় পত্নীকে সেই বালককেই গ্রহণ করিতে হইবে। একটীমাত্র দত্তক লইবার অনুমতি থাকিলে, যদি গৃহীত দত্তকের পুত্রাদি হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু হয়, তবে উক্ত স্ত্রী আর দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। ব্যভিচারিণী, বিধবা ও ক্ষিপ্ত ব্যক্তির দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আদৌ নাই।

স্বামী তদীয় পত্নীকে দত্তক গ্রহণ করিবার অনুমতি পত্র দিয়া মারা যাইবার পর যদি উক্ত স্ত্রীর দত্তক পুত্র লইবার মানস না হয়, তবে কোন আত্মীয় ব্যক্তি উক্ত বিধবাকে দত্তক গ্রহণে বাধ্য করিতে পারিবেন না। দত্তক গ্রহণ করা না করা তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

এককালে একাধিক দত্তক গৃহীত হইতে পারে না। যদি তাহার বহুপত্নী থাকে এবং এককালে প্রত্যেকে এক একটী দত্তক গ্রহণ করে, তবে শাস্ত্রানুসারে তাহা অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু তাহারা মাতৃত্যক্ত অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ আদেশ দিয়া যান যে, যদি পুত্র বা দত্তক অবাধ্য হয়, তবে সে অন্য দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। তাহা হইলে ঐ আদেশ শাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু উল্লিখিত দত্তক বা পুত্র যদি অপুত্রক অবস্থায় মৃত হয় এবং যদি স্বামীর দত্তকান্তর গ্রহণ করিতে অনুমতি থাকে, তাহা হইলে দত্তক গ্রহণ

---

* Saddar Dewani Adalat Decision 197

করিলে অসিদ্ধ হইবে না। স্বামী যতগুলি দত্তক গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়া যাইবেন, এক একটীর অবর্ত্তমানে স্ত্রী ততগুলি দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু যদি দত্তক পুত্র বা ঔরস পুত্র পত্নী রাখিয়া মারা যান তাহা হইলে মাতা দত্তক গ্রহণ করিলে অসিদ্ধ হইবে।

যদি দুই বা তদধিক পত্নী থাকে, তবে স্বামী যে পত্নীকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন সেই দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। পত্নী ব্যতীত আর কাহাকেও দত্তক গ্রহণে অনুমতি দিতে পারা যায় না।

যাহাকে দত্তক লওয়া যায় সেই বালক স্বজাতীয় হওয়া আবশ্যক, ভিন্ন জাতীয় হইলে দত্তকরূপে গৃহীত হইতে পারিবে না। দানকালে পিতা মাতার সম্মতির আবশ্যক, সেই জন্য মাতা ও পিতৃহীন পুত্র দত্তকরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

শাস্ত্রানুসারে স্বগোত্র ও নিকট সম্পর্কীয় বালককেই দত্তক গ্রহণ করা প্রশস্ত। ভ্রাতুষ্পুত্র থাকিতে অন্য কোন সপিণ্ড পুত্র গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য, শাস্ত্রে আছে যে সহোদর ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনের পুত্র থাকিলে সকলে পুত্রবান হয়, সুতরাং ভ্রাতুষ্পুত্র দত্তক গ্রহণ সম্ভব হইলে অন্য দত্তক গ্রহণ করিবে না।

ভ্রাতুষ্পুত্রের অভাবে সগোত্র সপিণ্ড সন্তান দত্তক গ্রহণ করিবে। সগোত্র সপিণ্ড সন্তান অভাবে ভিন্ন গোত্র সপিণ্ডাদি গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু গ্রহীতা ইচ্ছা করিলে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বা নিকট সম্পর্কীয় বালককে গ্রহণ না করিয়া দূর সম্পর্কীয় পুত্র গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ করা অপ্রশস্ত হইলেও অসিদ্ধ হইবে না।

দ্বিজগণের দৌহিত্র, ভাগিনেয়, ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল, মাতৃস্বসাপুত্র প্রভৃতি কয়েকটী নিকট সম্পর্কীয় ব্যতীত স্বজাতীয় অন্য যে কোন বালক দত্তকরূপে গৃহীত হইতে পারে *

ইংরাজী ভাষার ব্যবহার-গ্রন্থ-লেখকগণ বলেন, যে স্ত্রীলোক কুমারী থাকিলে গ্রহীতার তাহাকে বিবাহ করিতে কোন দোষ হইত না, সেইরূপ স্ত্রীলোকের পুত্রই দত্তকরূপে গৃহীত হইতে পারে।

* I, L. R, 8 All ; I, I , R, 12 A'l 57

জৈন ও শূদ্রগণের পক্ষে এই নিয়ম বর্ত্তিবে না। তাহারা তাহাদিগের দৌহিত্র ভাগিনেয়, ভ্রাতা, পিতৃব্যপুত্র, মাতুল, মাতৃস্বসাপুত্র প্রভৃতিকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। (১)

কোন হিন্দু-বিধবা তাহার স্বামীর ভাগিনেয়কে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এক পুত্র বা জ্যেষ্ঠ পুত্র দান বা গ্রহণ করা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। এক পুত্র দত্তকরূপে গৃহীত হইলে সিদ্ধ হইবে কি না তদ্বিষয়ে বিস্তর বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি আছে। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এক পুত্র দান বা গ্রহণ করিলে অধর্ম্ম হয় সত্য, কিন্তু অসিদ্ধ হইতে পারে না। (২) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর পিতার এক পুত্র, অথচ পোষ্য পুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছেন।

পিতা ও মাতার দত্তকদানে অধিকার আছে। দত্তকদানে পিতা ও মাতা ভিন্ন অন্য কাহারও অধিকার নাই। পিতা নিজ ক্ষমতায় দত্তক দান করিতে পারেন, এবং ঐ দত্তক অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু পিতা জীবিত থাকিলে তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকে মাতা দত্তক দান করিলে তাহা অসিদ্ধ। পিতার অবর্ত্তমান অবস্থায় মাতা দান করিতে পারিবেন এবং ঐ দান সিদ্ধ হইবে। (৩)

পিতার মৃত্যুর পর ঔরস-পুত্র যে সকল স্বত্বে অধিকারী হয়, দত্তকেরও সেই সমস্ত স্বত্বে অধিকারী হইতে কোন বাধা হইবে না। অর্থাৎ সে গ্রহীতার সপিণ্ডাদির ধনে অধিকারী হইবে।

দত্তকগ্রহণের পরে ঔরস-পুত্রের জন্ম হইলে, ঔরস-পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ ও দত্তক পুত্র এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। বারাণসী প্রদেশে এক চতুর্থাংশ পাইয়া থাকে (See Macnaughten's Hindu Law page 185 Vol II)

গ্রহীতার সম্পত্তি ঔরসপুত্র ও দত্তকের মধ্যে যেরূপে বিভাজিত হইয়া থাকে, পৌত্র ও প্রপৌত্র সম্বন্ধেও সেইরূপে বিভাজিত হইবে।

---

(১) I. L. R, 1 All, 288.

(২) I. L. R, 2 Cal, 363

(৩) I. L. R 11 Mad 43

দত্তক ঔরসের ন্যায় মাতুল বা মাতামহাদির সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে কি না সে বিষয় অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন স্থির হয় নাই। পরে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত এইরূপ নিষ্পত্তি করিলেন যে, ভগিনীর দত্তক-পুত্রের ধনে মাতুলের অধিকারী হইতে কোন বাধা হইবে না। অর্থাৎ মাতুল ভগিনীর দত্তক-পুত্রের ধনে অধিকারী হইতে পারিবে. পক্ষান্তরে মাতুলের ধনে দত্তক অধিকারী হইবে কি না এ বিষয়ের বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি সেই সময় পর্য্যন্ত ছিল, পরে কিয়দ্দিন হইল, শ্যামকুমার বঃ গয়াদিনের (১) মোকদ্দমায় স্থির হয় যে, দত্তক মাতুল বা মাতামহাদির ধনে অধিকারী হইবে। দুহিতা ভগিনী প্রভৃতির দত্তকপুত্র মাতামহ মাতুলাদির ধনে যে অধিকারী হইতে পারিবে, এ বিষয়ে হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। প্রিভিকাউন্সিলও ঐরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন। উল্লিখিত নিষ্পত্তি অনুসারে মাতামহ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এক কন্যার দত্তকপুত্র অন্য কন্যার গর্ভোৎপন্ন পুত্রের সহিত তুল্য অংশে অধিকারী হইবে।

মাতামহাদির পরিত্যক্ত ধন ঔরস ও দত্তক সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইবে। যদি দত্তকপুত্র লইবার পর ঔরসপুত্রের জন্ম হয়, তবে গ্রহীতার ভ্রাতার কিম্বা অন্য কোন জ্ঞাতির সম্পত্তিতে যদি গ্রহীতার পুত্রগণের শাস্ত্রমত অধিকার হয়, তবে দত্তক এবং ঔরসপুত্রের মধ্যে দত্তক গ্রহীতার সম্পত্তি যে প্রকারে বিভক্ত হয়, জ্ঞাতির সম্পত্তিও সেই প্রকারে বিভক্ত হইতে কোন বাধা হইবে না।

যদি শাস্ত্রানুসারে দত্তক গৃহীত হয়, তবে বিধবা পত্নীর স্বত্ব লোপ হইয়া যাইবে এবং দত্তক সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হইবে। গ্রহীতার দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকিলে, এক পত্নী যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণ করিলে অন্যান্য সকল পত্নীর স্বত্ব লোপ হইয়া দত্তক সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হইবে। কিন্তু যদি মূলধনী এই অনুমতি-পত্র লিখিয়া দিয়া যান যে, পত্নীর দত্তক গ্রহণ করিবার পরেও সে তাঁহার সম্পত্তিতে অধিকারিণী থাকিবে, তাহা হইলে বঙ্গদেশে সেইরূপ অনুমতি অনুসারে আজীবন

(১) I. L. R, I All 255.

স্বত্ব থাকিবে (১) কিন্তু মিতাক্ষরা মতে পুত্রের জন্ম হইলেই পিতার সম্পত্তিতে স্বত্ব হয়, সুতরাং উক্ত মতে গ্রহীতার অনুমতিপত্রের স্বত্ব থাকিলেও দত্তকের স্বত্বের বিঘ্ন হইতে পারে না।

দত্তক দান করিবার সময়ে তাহার জনক গ্রহীত্রীর সহিত যদি এইরূপ চুক্তি করে যে গ্রহীত্রী আজীবন সমুদয় সম্পত্তি ভোগদখল করিবে অথবা অন্য যে কোন চুক্তি করে, সেই চুক্তি ঐ বালক পালন করিতে বাধ্য হইবে।

১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের ১১৭ প্রকরণ অনুসারে দত্তক রহিতের নালিশ করিতে হইলে যেদিন বাদী দত্তক গ্রহণের সংবাদ জ্ঞাত হয়, সেই দিন হইতে ছয় বৎসরের মধ্যে নালিশ করিতে হইবে।

(৬)

দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র।

(Adoption Deed)

লিখিতং শ্রীরাসবিহারী দত্ত * * ইত্যাদি। কস্য দত্তক গ্রহণানুমতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার সন্তান জন্মে নাই এবং জন্মিবার সম্ভাবনাও দেখা যায় না ; অতএব আমি এতদ্দ্বারা অনুমতি করিতেছি যে, আমি যদ্যপি কোন ঔরসজাত পুত্র না রাখিয়া বা স্বয়ং কোনও দত্তক গ্রহণ না করিয়া লোকান্তরিত হই বা দত্তক গ্রহণের পর দত্তকপুত্র উত্তরাধিকারী না রাখিয়া পরলোক গমন করে, তাহা হইলে আমার পত্নী শ্রীমতী বিমলাসুন্দরী দাসী আমার পরলোকান্তে আমার জন্য একটী উপযুক্ত দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সেই পুত্র আমার ত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদি সেই দত্তকপুত্র পুত্র কন্যা বা পত্নী না রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, অথবা অপর কোন কারণে আমার ও আমার পিতৃপুরুষগণের জলপিণ্ড দানে বা আমার বিষয়াদির উত্তরাধিকারের অধিকারী না হয়, তাহা হইলে আমার উক্ত পত্নী উপযুক্ত দ্বিতীয় দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন। গৃহীত দত্তক যতবার ঐরূপে কালগ্রাসে পতিত হইবে

: Suddar Dewan Adalat deeision 117.

অথবা ঐরূপে অনুপযুক্ত হইবে তত বারই আমার পত্নী দত্তকান্তর গ্রহণে অধিকারিণী হইবেন। ইতি সন * * তারিখ। (১)

(৭)

দত্তকগ্রহণ পত্র। (Rec'rd'ng an Adoption)

(প্রকারান্তর)

এতদ্দ্বারা সাধারণের বিদিতার্থ আমি শ্রী * ইত্যাদি এই নিবন্ধনপত্র সম্পাদন করিলাম যথাঃ—

আমার ঔরসে আমার স্ত্রী শ্রীমতী কিরণবালা দাসীর গর্ভে কোন সন্তানাদি না হওয়ায় স্বগ্রামনিবাসী আমার নিকট কুটুম্ব পরমাত্মীয় শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ ঘোষকে আমার দত্তক গ্রহণার্থ দান করিবার বিশেষ অনুরোধ করায়, তিনি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং অদ্য প্রায় দুই বৎসর হইতে উক্ত শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ আমার গৃহে পুত্রনির্ব্বিশেষে লালিত পালিত হইতেছে।

অদ্য শাস্ত্রানুযায়ী পুত্রেষ্টি যাগাদি ক্রিয়ার সমাপনান্তে সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতির সম্মুখে উক্ত শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথকে আমার দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিলাম। আমার সমস্ত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ও আসবাব পত্র, স্বোপার্জ্জিত বা পৈত্রিক, যাহা কিছু আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তাহাতে উক্ত দত্তকপুত্র আমার স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইবে। আমার অবর্ত্তমানে উক্ত শ্রীমান্ যোগেন্দ্র নাথ আমার ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় আমার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া আমার যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবে তাহাতে আমার জ্ঞাতি কুটুম্ব বা অপর কাহারও কোন প্রকার আপত্তি চলিবে না। করিলেও তাহা সম্পূর্ণভাবে অকর্ম্মণ্য হইবে। ইতি * * (২)

---

(১) ষ্টাম্প। ষ্টাম্প আইনে প্রথম তপশীলের ৫ সিডিউল মত ২০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। রেজিষ্টারি। ইহার রেজিষ্টারি অবশ্যকরণীয়। উইল মধ্যে দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকিলে তাহার রেজিষ্টারি করা ইচ্ছাধীন। রেজিষ্টারি ফি (C) ৮৲ টাকা। ইহা ৩নং বহিতে নকল হইবে।

(২) রেজিষ্টারী ও ষ্ট্যাম্প পূর্ব্ব দলিলের ন্যায়। ইহাই recording an adoption ইহার রেজিষ্টারী ফি ইত্যাদি পূর্ব্ব দলিলের ন্যায়।

(৮)

দত্তকগ্রহণ পত্র। (Adoption deed)

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রীমতী বিমলাসুন্দরী দাসী স্বামী ৺রাসবিহারী দত্ত ইত্যাদি। কস্য দত্তক গ্রহণপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার স্বর্গীয় স্বামী মহাশয় * * সালের * * তারিখে দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র দিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গারোহণ করায় আপনার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার ঘোষকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করণে আগ্রহান্বিতা হয় এবং আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকার করায় শাস্ত্রানুযায়ী পুত্রেষ্টি যাগাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জ্ঞাতি কুটম্ব প্রভৃতির সাক্ষাতে উক্ত শ্রীমানকে শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার দত্ত নাম করণে দত্তকরূপে গ্রহণ করিলাম। আমার ...জাত সন্তানের, আমার স্নেহ, যত্ন, বিষয় বিভব প্রভৃতিতে যে প্রকার অধিকারের সম্ভাবনা ছিল, শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমারের অদ্য হইতে তাহাই বর্ত্তিল ইত্যাদি। (১) ইতি সন * * তারিখ।

(৯)

দত্তকগ্রহণ পত্র।

(প্রকারান্তর)

মহামহিম * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য পুত্রকে দত্তকস্বরূপ দানপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাকে দান করিলাম, আপনি তাহাকে যথাবিধি বৈধ ক্রিয়াদি দ্বারা তাহার নাম গোত্র ও প্রবরাদি পরিবর্ত্তনে দত্তক পুত্র স্বরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আমার কোন ওজর আপত্তি নাই। শ্রীমান্ হারাধন বাবাজীবনে আমার যে অধিকার ও স্বামিত্ব ছিল, তাহা অদ্য হইতে আপনাতে বর্ত্তিল। আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে তাহার আর কোন স্বত্ব রহিল না, আপনার সম্পত্তিতে

(১) ষ্ট্যাম্প আইনের ১ তপশীলের ৩ প্রকরণ অনুসারে ২০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

পুত্রানুরূপ স্বত্ব বর্ত্তিল এবং আপনি লালন পালনের সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন। (১)

এফিডেভিট বা প্রতিজ্ঞাপত্র। (Affidavit)

(Schedule I Art 4)

মন্তব্য।

যে সকল লোকের হলফ দিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের নিকট হলফ বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কোন বিষয় লিখিয়া দেওয়াকে এফিডেভিট কহে। রেজিষ্টারী আফিসে এরূপ দলিল লিখিত পঠিত করিয়া রেজিষ্টারি করান যাইতে পারে। কারণ রেজিষ্টারি কার্য্যকারকের রেজিষ্টারি আইনের ৬৩ ধারা মতে হলফ দিবার ক্ষমতা আছে।

আদালতে যে সমস্ত এফিডেভিট হয় তাহাতে ২৲ টাকার কোর্ট ফি দেওয়া হয় কিন্তু যে সকল এফিডেভিট রেজিষ্ট্রী হয় তাহা ২৲ টাকার (Nonjudicial)

---

(১) দত্তক গ্রহণের পরও স্ত্রীকে দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে; যথা—"আমি শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারি মিত্রের দ্বিতীয় পুত্রকে শ্রীমান্ বিপিনবিহারী দত্ত নামকরণে দত্তক গ্রহণ করিয়াছি। ঈশ্বর না করুন যদ্যপি আমার পরলোকগমনের পর বিপিনবিহারীর পুত্র কন্যা বা পত্নী না রাখিয়া লোকান্তর হয় তাহা হইলে তুমি পুনর্ব্বার দত্তক গ্রহণের অধিকারিণী হইবে।" ইত্যাদি।

ষ্ট্যাম্প। ইহা সাধারণতঃ conferring or purporting to create an authority to adopt বলিয়া মনে হয় এবং ২০৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা কর্ত্তব্য; কেন না recording an adoption" কথাগুলি বিধিবদ্ধ হওয়ায় আদ্যাই ঘটীত নজির আর খাটে না। বোর্ড সম্ভবতঃ সেই নজিরের বলে নিম্নলিখিত মত দিয়াছেন। A document executed by A in favor of B authorizing the latter to adopt his son was held in 1895 not to be liable, to stamp duty under Act 58 Schedule of Act 1, 1879 on the ground that it does not record an adoption nor does it give authority to adopt but is merely the parent's consent to the adoption of his child by another person. The Board have adhered to the ruling in a similar case in 1910. (Board's file 161 of 1910

রেজিষ্টারি। রেজিষ্টারি করা পক্ষগণের ইচ্ছাধীন। রেজিষ্টারি খরচা E ফি ২৲ টাকা ইহা ৪নং এ বহিতে নকল হইবে।

ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সকল দলিল দ্বারা কোন প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া তদন্যথাচরণ করা যায় না। Affiidavit acts as stoppel as contemplated in the Evidenee Act.

একরার আর এফিডেভিট এক নহে। একরার দ্বারা যে প্রতিজ্ঞা করা হয় তাহার অন্যথাচরণ করিলে ক্ষতির দায়িক হইবার কথা থাকে, আর এফিডেভিট দ্বারা সুদ্ধ প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করা হয়।

এফিডেভিট। (Affidavit,)

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রীমতী * * * ইত্যাদি। কস্য এফিডেভিট পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্বীকার করিতেছি যে আমার স্বামী ৺ * * * মহাশয় ইংরাজী ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতা রেজিষ্টারি আফিসে ৪০২ নং দলিল দ্বারা আপনার নামে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ১৫ নং * * * লেনস্থ ভবন বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হইয়াছিলেন এবং তদবধি আপনি উক্ত বাটী প্রজাবিলি দ্বারা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে কু লোকে উক্ত সম্পত্তি আপনার নামে বেনামা মাত্র আছে বলিয়া রটনা করায়, আমি এই এফিডেভিট পত্র দ্বারা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি যে উক্ত সম্পত্তি আমার স্বর্গীয় স্বামী মহাশয় আপনাকে ন্যায্য মূল্য গ্রহণে বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন এবং আমি তদ্বিষয় সম্পূর্ণ অবগত আছি। আমি তাঁহার একমাত্র বিধবা পত্নী এবং তাঁহার কোন সন্তানাদি নাই, সুতরাং তাঁহার একমাত্র ওয়ারিশ হেতু এতদ্দারা প্রকাশ করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিতে আমার কোন প্রকার দাবী দাওয়া নাই বা থাকিতে পারে না। (১) ইতি *

---

(১) ষ্টাম্প আইনের প্রথম তপশীলের ৪ প্রকরণ মতে ইহার ষ্ট্যাম্প ২৲ টাকা মাত্র। রেজিষ্টারি। "ই" ফি লওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যদ্যপি এমন লেখা থাকে যে উহাতে আমার যে দাবি দাওয়া থাকা সম্ভব তাহা আমি ত্যাগ করিলাম।" তাহা হইলে ইহা "না দাবি" হইবে এবং তদনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(১১)

ট্রেড মার্ক ডিক্লারেশন

(Declaration of Trade mark . (১) ।

সকলের অবগতির জন্য প্রচার করা যাইতেছে যে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও শ্রীনলিনীমোহন বিশ্বাস আমরা এই কয় ভ্রাতায় অন্যের সংশ্রববিহীনে "এস বিশ্বাস এণ্ড ব্রাদার্স" নামে ২৩১ নং অপার চিৎপুর রোডে ঔষধের কারবার করিয়াছি। আমাদের প্রস্তুত "সালসা" ও প্রমেহ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ "নেকটার"। এই ঔষধদ্বয়ের অধিকার স্বামিত্ব বজায় রাখিবার জন্য কতকগুলি সুরঞ্জিত লেবেল ও কালীর প্রতিমূর্ত্তি সম্বলিত ট্রেড মার্ক প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে আমাদের একমাত্র অধিকার স্থাপন মানসে তাহা প্রচার ও প্রকাশ করিলাম। আমাদের ঐ ঔষধের নিম্নলিখিত ট্রেড মার্ক করিলাম।

যথা।—Edward Sarsa Parilla

এইখানে ট্রেডমার্কের বিবরণ দিতে হইবে।

নেক্‌টার

এইখানে ট্রেডমার্কের বিবরণ দিতে হইবে। (২)

এক্ষণে সাধারণের জ্ঞাতার্থে ইহা প্রচারিত হইল যে কেহ যদ্যপি আমাদের ট্রেডমার্ক বা তাহার কোন অংশ বা উহার এমন অনুকরণ করেন যাহাতে লোকে

---

(১) অনেকের ধারণা যে এই দলিল সকল আফিসে রেজিষ্ট্রী হয় না, কিন্তু তাহা নহে। ইহা সাধারণ Affidavit মাত্র Indian merchandize and marks act নামক আইনের বলে কোন মার্কা নমুনা বা নামে আপন স্বত্ব ও স্বামিত্ব বজায় রাখিবার জন্য ইহার প্রচলন। যিনি যে নমুনা বা কোন বিশেষ নামে আপন অধিকার জ্ঞাপন করিয়া এফিডেভিট করেন তাহাতেই তাঁহার স্বত্ব জন্মায়। অপর কেহ তাহার অনুকরণ করিলে তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

(২ (কেহ হয়ত কোন দেব দেবীর চিত্র দিয়া নানা কথা লিখিয়াছেন। এস্থলে সেই দেব বা দেবীর যেরূপ মুর্ত্তি হইল; কিরূপ রং দেওয়া হইল, কি কি কথা লেখা হইল সে সমস্ত লিখিত হইবে।

ষ্ট্যাম্প আইনের ৪ প্রকরণ মতে ইহার ষ্ট্যাম্প ২৲ টাকা এবং রেজিষ্টারী E fee ২৲ টাকা।

দলিলের সঙ্গে "ট্রেডমার্ক" বা লেবেল যাহার স্বত্ব সংরক্ষিত হইবে তাহা দিতে হইবে এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যের আর এক কাপি সহি করিয়া দাখিল করিবেন। সবরেজিষ্ট্রার তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া নকল বহিতে যেভাবে ম্যাপ ইত্যাদি সংরক্ষিত হয় তদ্রূপ রাখিয়া দিবেন।

আমাদের ঔষধ বলিয়া ভ্রমে পতিত হন বা কোনরূপ বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি বা তাঁহারা ১৮৮৯ সালের ৪ আইনের বিধান মতে ফৌজদারী সোপরদ্দ হইয়া আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

এই সর্ত্তে আমরা পরস্পরে এই দলিল স্বাক্ষর ও সম্পাদন করিলাম।

(১২)

বয়ক্রম সম্বন্ধে এফিডেভিট।

সকলের অবগতির জন্য আমি এতদ্দারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে, আমার পুত্র শ্রীমান * * * কের বয়ঃক্রম তাহার Service bookএ যাহা লিখিত হইয়াছে তদপেক্ষা ২ বৎসর কম হইবে। অর্থাৎ তাহার জন্ম সন * * সালের * * তারিখে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সন * * সালের * * তারিখ হইবে। আমি যাহা উল্লেখ অর্থাৎ (affirm) করিলাম তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সমস্ত সত্য, কোন কথা আমি স্বেচ্ছাক্রমে গোপন করি নাই বা মিথ্যা বলি নাই। ইতি (২)

(১৩)

পূর্ব্ব সম্পাদিত দলিল বাহাল করণ পত্র।

(DEED OF CONFIRMATION.)

গ্রহীতা। দাতা

পূর্ব্ব সম্পাদিত দলিল বাহাল করণপত্র (Deed of Confirmation) সম্পাদন করিয়া অঙ্গীকার ও প্রকাশ করিতেছি যে, আমার পিতৃদেব ৺অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয় ইংরাজি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে আমার মাতা ঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা অম্বুজাসুন্দরী দাসী তিনটী নাবালক পুত্র ও কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা দাসীকে লইয়া বিধবা হইয়া স্বামী ত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার (Letters

(২) সাধারণতঃ এই ভাবের এফিডেভিট ২৲ টাকার কোর্ট ফি দিয়া সিভিল বা Criminal. কোর্ট হলফ দিয়া থাকেন। তাহা না করিয়া কেহ রেজিষ্ট্রী আফিসে ইহা রেজিষ্ট্রী করিলে তাহা সমান বলবৎ ও কার্য্যকর হইয়া থাকে।

ইহা ৪ ধারা মতে এক টাকার কাগজে সম্পাদিত করিয়া রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিলে ইহার রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পাদিত হইবে। রেজিষ্ট্রীর জন্য ২৲ টাকা E ফি দিতে হয়।

of Administration) গ্রহণ করিয়া সম্পত্তি সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও আমাদের বিদ্যা শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার কৃতকার্য্যে আমাদের এষ্টেটের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

আমার পিতৃদেবের উল্টাডিঙ্গিতে একটী সর্ষপ তৈলের কল ছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সেই কলটী সুদক্ষ কর্ম্মচারীদিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইলেও ক্রমিক তিন বৎসর কাল তাহাতে কিছুমাত্র লভ্যাদি হয় নাই। এই কারণে আমার মাতা ঠাকুরাণী সেই কল কারখানা মায় মাল মশলা সাজ সরঞ্জাম (good will, stock in trade) প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল এবং যাহার চৌহদ্দি, তালিকা ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহা চব্বিশ হাজার টাকা পণ গ্রহণে আপনাদিগকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে শিয়ালদহ সবরেজিষ্ট্রী অফিসের ৩৫৯৭ নং দলিল দ্বারা (যাহা উক্ত আফিসের এক নম্বর বহির ৩৫ নং ভলুমে ১৯৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৪৫ পৃষ্ঠায় নকল হইয়াছে) বিক্রয় করেন। আমি এক্ষণে আদালতের অনুজ্ঞা অনুসারে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে সাবালক সাব্যস্ত হওয়ায় এবং আপনারা আমার মাতার প্রদত্ত কোবালার অনুকূলে এই (deed of confirmation) লিখিয়া দিতে বলায় আমি অতীব সন্তুষ্টচিত্তে এতদ্বারা জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমার মাতাঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা অম্বুজাসুন্দরী দাসী আপনাদিগকে যে বিক্রয় কোবালা সম্পাদন করিয়া উল্টাডিঙ্গি অয়েল মানুফেক্চারিং কোং" নামক অয়েল মিল মায় তলস্থ জমি যাহাতে আমাদের ঠিকা স্বত্ব মাত্র ছিল, তাহা এবং ঐ কোং সম্বন্ধীয় যাবতীয় মাল মসলা, সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি যাহা কিছু আপনাদের নামে চব্বিশ হাজার টাকা পণে হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং যাহার বিস্তৃত তালিকা ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহাতে আমার কোন প্রকার আপত্তি নাই এবং সেই কোবালা এতদ্বারা আমি কায়েম (Confirm) করিলাম অর্থাৎ উক্ত মিলে আমার বা আমার ওয়ারিশান স্থলাভিষিক্ত প্রভৃতি কাহারও কোন প্রকার স্বত্বাধিকার, (claim) ইত্যাদি কিছুই নাই বা থাকিবে না। এতদর্থে এই (Deed of confirmation) পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি তারিখ * * *

চৌহদ্দি ইত্যাদি *

---

* ষ্ট্যাম্প আইনের ৪ প্রকরণানুসারে ইহার ষ্ট্যাম্প ২৲ টাকা এবং রেজিষ্ট্রী খরচা ২৲ টাকা।

(১৪)

সম্মতি জ্ঞাপক পত্র। (Deed of Consent)

গ্রহীতা দাতা

আমি এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতরূপে স্বীকার ও অনুমোদন করিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে আমার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দত্ত মহাশয় আপনার নামে ইংরাজি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যে কোবালা সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন এবং যাহা শিয়ালদহ সবরেজেষ্ট্রী আফিসে ঐ ৩৪০৫ নং দলিল স্বরূপে রেজিষ্ট্রী হইয়া ৩৬ সংখ্যক ১ নম্বর বহির ১৯৮ পৃষ্ঠায় নকল হইয়াছে তাহাতে আমার পৈতৃক কোন স্বত্ব ছিল না। আমার পিতার জীবদ্দশায় আপনারা একান্নবর্ত্তী থাকার সময় উক্ত সম্পত্তি আপনি ক্রয় করিলেও তাহা আপনার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি এবং তাহাতে আমার ৺পিতৃদেবের কোন স্বত্ব ছিলনা বলিয়া বিশেষরূপে জানিয়া ইহা স্বীকার করিতেছি যে বিক্রীত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বধিকার ছিল না বা নাই, ভবিষ্যতে আমি বা আমার ওয়ারিশান কেহ কখন কোন দাবি দাওয়া করে বা করি তাহা সর্ব্বতোভাবে নামঞ্জুর ও অকর্ম্মণ্য হইবে, ইতি। (১)

দলিল সংশোধন পত্র।

(Rectification of previously executed document.)

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য দলিল সংশোধন পত্র কার্য্যঞ্চাগে।

আমি ইংরাজি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টম্বর তারিখে জাহানাবাদ রেজেষ্টারি আফিসের ৩০০১ নম্বর রেজিষ্টারি যুক্ত কোবালা দ্বারা ২৫০০৲ টাকার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি উক্ত কোবালার ৫ ও ৬ দফার

---

(১) এরূপ দলিল ষ্ট্যাম্প আইনের ৪ ধারা মতে ২৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া হইবে। (See I. L. R. 13 Bom 281.) রেজিষ্টারী খরচা ২৲ টাকা। এরূপ দলিল (release) না-দাবি নয় কেননা এতদ্বারা কোন দাবি (renounce a claim) ত্যাগ করা হইতেছে না।

রী—E ফি ২৲ টাকা।

সম্পত্তির চৌহদ্দি ভুল হইয়াছে, অতএব এতদ্দারা সেই চৌহদ্দি সংশোধন করিয়া দিলাম। এখন হইতে এই দলিল খানি উক্ত দলিলের অংশ স্বরূপে গণ্য হইবে। ইতি (১)

পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত দলিল।

(Altered and Corrected document)

(১৬)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু * * * ইত্যাদি।
লিখিতং শ্রী * * * ইত্যাদি।

কস্য পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত দলিল পত্র।

বিগত সন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে আমার দ্বারা সম্পাদিত ১০০০৲ টাকার বিক্রয় কোবালা যাহা বারুইপুর রেজিষ্টারি আফিসে ৪৫১৭ নং দলিল রূপে রেজিষ্টারি হইয়া উক্ত আফিসের উক্ত সালের ১নং বহির ৩২ ভলুমে নকল হইয়াছিল তাহাতে বহুত ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হওয়ায় আমি এই নূতন দলিল লিখিত পঠিত করিয়া দিলাম। এই দলিলখানি আমার পূর্ব্ব সম্পাদিত উক্ত দলিলের স্থানাধিকার করিয়া ফলবৎ ও বলবৎ হইবে। এবং পূর্ব্বের লিখিত দলিল সম্পাদনের পর উক্ত বিক্রীত সম্পত্তিতে আপনার যে অধিকার স্বত্ব প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে, নূতন সম্পাদিত দলিল দ্বারা তাহার কোন স্বত্ব প্রভৃতি নষ্ট, ভ্রষ্ট বা পরিবর্ত্তিত হইবে না।

পরিবর্ত্তনাদি এইরূপে হইল যথা ঃ—

১। আমার বিধবা ভ্রাতৃবধুর উক্ত বিক্রীত সম্পত্তিতে স্বামীযোগ্য স্বত্বাধিকার ছিল, তিনি পূর্ব্ব দলিলে পক্ষভুক্ত ছিলেন না। এই দলিলে তিনি আমার সহিত

---

(১) দলিল সংশোধন পত্র ষ্ট্যাম্প আইনের ৪ ধারা মতে ২৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া হইবে, কিন্তু যদ্যপি কোন দলিল দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী দলিল রহিত করা হয় তাহা হইলে পূরা মূল্যের ষ্টাম্প দিতে হইবে। See B, D Jha. V. M. P, Dubain 20 W, R 36, মনে রাখিবেন যে বিক্রয়, বন্ধকনামা ও সেটেলমেণ্ট মাত্র ৪ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং অন্য দলিল সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটিবে না।

রেজিষ্ট্রী—E ফি ২৲ টাকা। ৪নং A বহিতে নকল হইবে।

একযোগে তাহা সম্পাদন করিয়া আপন স্বত্ব লভ্য যাহা কিছু তাহা ক্রেতার অনুকূলে ত্যাগ করিলেন।

২। পূর্ব্ব দলিলের সম্পত্তির তপশীলে ৪ দফা সম্পত্তি ৫৴ বিঘা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল, তাহা ৫ বিঘা না হইয়া ৭ বিঘা হইবে।

৩। দলিলের জায়ে ৩ খানি মাত্র দলিল দেখান হইয়াছে, এক্ষণে দেখিতেছি মধুসূদন দত্ত সম্পাদিত আমার পিতামহ বরাবর একখানি নাদাবি পত্র আছে, তাহাও আপনাকে দিলাম।

৪। পাঠের ও বোধের সুবিধার জন্য এই দলিলে পূর্ব্বদলিলের যাবতীয় চৌহদ্দি দিলাম এবং দলিলের জায়ও সংশোধিত ভাবে সন্নিবিষ্ট হইল। ইতি (১)

একরার নামা বা একরার নামার মর্ম্মাত্মক লিপি।

(Agreement or Memorandum of an Agreement.)

(Schedule I. Art 3.)

মন্তব্য।

একরারনামা বড়ই সাধারণ কথা। এমন কোন কাজ আছে যাহা একরার নহে? বন্ধক, বিক্রয়, দানপত্র, তমসুক প্রভৃতি সমস্তই একরার, তবে সাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্য তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন ষ্ট্যাম্প নির্দ্দেশ হইয়াছে। ষ্ট্যাম্প নির্দ্দেশ জন্য একরার নামা ঠিক করিতে অনেক সময় গায়ে ঘাম দেয়। বস্তুতঃ কোন দলিলের কোন্ সর্ত্ত একরার, আর কোনটী নহে তাহা ঠিক করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য ও বিবেচনাসাপেক্ষ।

কতকগুলি দলিলের কতকগুলি সর্ত্ত (Covenant) আছে, যাহার জন্য একরার-নামার ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। সে সকল ষ্ট্যাম্প আইনের না হইয়া অন্য আইনের আদেশমত হইয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত উল্লিখিত হইল না।

"একরার" কি, এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আইনবেত্তা Pollock বলেন "Agreement is an act in the law whereby two or more persons declare

---

(১) ইহাতে কোবালার পুরা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। এবং রেজিষ্ট্রী জন্য A ফি দিতে হইবে। কেবল মাত্র আংশিক পরিবর্ত্তন জন্য ৪ ধারার নিয়ম খাটে।

their consent as to any act or thing to be done or forborne by some or one of those persons for the use of the others or other of them. এবং এই মত বিচারকালে আইনসঙ্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (L. R. 36 Ch. D. 698.)

Indian Contract Aet (Act IX. of 1872) Sec 2 (e) h) বলে "Every promise and every set of promises forming the consideration of each other, is an agreement. An agreement enforcible at law if a contract."

কোন দলিলেই একরারের ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না, যতক্ষণ তাহা ঠিক একরার বলিয়া না বুঝায়। কোন উল্লেখ যাহা ভবিষ্যতে একরার (contract) বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া লেখা হয় তাহার জন্য ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহাতে দাতা গ্রহীতা বাধ্য—তাহাই এগ্রিমেণ্ট। (L. R. 1892 2 Q. B. 490.)

কোন লোক কোন জিনিষ কাহাকেও বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়া লিখিয়া দেন যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে তাহা অপর কাহাকেও বিক্রয় করিতে পারিবেন না, করিলে ৫০০০৲ টাকার ক্ষতি পূরণ করিবেন। ইহা এগ্রিমেণ্ট (7 B L R. 510.)

এতদিন চাকরী করিব, যদি না করি ১০০০৲ টাকা ড্যামেজ দিব। ইহা এগ্রিমেণ্ট (I. L. R. 14 Mad. 18.)

নীল সাট্টায় সাক্ষী না থাকিলে এবং ড্যামেজ দিবার কথা থাকিলে তাহা এগ্রিমেণ্ট (Res. No. 6509 of 9th Decr. 1887.) Bengal Stamp Manual 192.)

রেল কোম্পানীর মালের রসিদ হারাইয়া গেলে যে ক্ষতি নিস্কৃতিপত্র লিখিয়া দিয়া মাল লইতে হয় তাহা এগ্রিমেণ্ট (I. L. R 14 Bom. 316.)

কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে স্বীকার করিয়া যে বায়না পত্র সম্পাদিত হয় তাহা একরার (I. L. R. 14 Bom. 316 I. L. R. 22 Bom. 785)

আবগারী লাইসেন্স যাহা লিখিত আছে তাহার সমুদয় সর্ত্ত প্রতিপালনে স্বীকারোক্তি একরার (I. L. R. I5 Mad, 134)

কোন টাকার প্রতি স্বীকার করিয়া সেই টাকার কোন নির্দ্দিষ্ট সুদ দিবার কথা এগ্রিমেণ্ট। (23 W. R. 430 ; I. L. R. 15 Cal 150 ; I. L. R 25 Bom 373)

কোন কারবারের লভ্যাংশ ট্রষ্টির হাতে জমা রাখিবার কথা শুধু এগ্রিমেণ্ট বলিয়া গণ্য না হইয়া declaration of trust বলিয়াও গণ্য হইবে। ((I. L. R 11 Mad, 216)

আমি অমুক মাঠে ১০০ গরু চরাইব। গরু প্রতি মাসিক ৷৷০ হিসাবে দিব। ৬ মাস অন্তর টাকা দিব, না দিই শতকরা ১৮৲ টাকা হিসাবে সুদ দিব। অতিরিক্ত গরু চরাইলে গরু প্রতি অতিরিক্ত ৷৷০ আনা হিসাবে দিব। মহিষ চরাইলে প্রত্যেক মহিষের জন্য ৫৲ টাকা হিসাবে দিব। ইহা এগ্রিমেণ্ট, lease নহে। ৸০ বার আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবে। (I. L. R. 13 Bom 87)

কোন জিনিস যথা—চেয়ার বেঞ্চ, হারমোনিয়ম প্রভৃতি ভাড়া লওয়া agreement এবং তাহার জন্য ৸০ আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। (I. L. R 1899 I. Q. B 250)

OTHERWISE PROVIDED FOR—Leaseএর একরারে লিস্ ষ্ট্যাম্প, (Art 35) সেটেলমেণ্টের একরারে সেটেলমেণ্টের ষ্ট্যাম্প (See Sec. 2 (24) ও বণ্টননামার একরারে পার্টিসন ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। (See Sec. 2 (15) কিন্তু বিক্রয়ের একরারে ৸০ আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। Sec 2 (10)

THE SALE OF GOODS OR Merchandise ;—এ সকল একরারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। কিন্তু তুলার বীজ লইয়া তুলা দিতে অঙ্গীকার, ইহার মধ্যে পড়ে না, সুতরাং ৷৷০ আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (I L. R. 52 Bom 696)

একরারনামা। (Agreement)

মহামহিম শ্রী * * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * * ইত্যাদি। কস্য একরারনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি আপনার নিকট হইতে ১০০৲ টাকা লইয়া এই অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি অদ্য হইতে আপনার কারবারে লৌহের হাতা তৈয়ার করিতে নিযুক্ত হইলাম। মণ করা মজুরী ১।০ এক টাকা চারি আনা হিসাবে পাইব, লোহা আপনি দিবেন। আমার পারিশ্রমিক আপনার অগ্রিম প্রদত্ত টাকা হইতে মণ প্রতি ৵০ হিসাবে বাদ যাইবে। আপনার সমস্ত টাকা উক্ত রূপ হিসাবে পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি অন্য কোথাও কার্য্য করিতে পারিব না। যদি করি তাহা হইলে আপনি চুক্তিভঙ্গের নালিশ করিয়া আমাকে দণ্ডবিধি আইনানুসারে দণ্ডনীয় করিতে পারিবেন, তদ্ব্যতীত আপনার কার্য্যের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ ১৫০ টাকা অর্থদণ্ড দিব। উক্ত টাকা আমার সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তের কোন প্রকার ওজর আপত্তি চলিবে না। (১) ইতি * *

(১) ষ্ট্যাম্প। ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম তপশীল ৫ (খ) সিডিউল মতে এরূপ একরার ৸০ আনার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হয়।

রেজেষ্টরী fee ২৲ টাকা।

যদ্যপি একরারে এমন সর্ত্ত থাকে যে "আপনাকে মাসিক ৫।০ মণ হিসাবে হাতা দিব এবং সুদের পরিবর্ত্তে বাজার দর ছাড়া মণ প্রতি ।০ আনা হিসাবে কম লইব।" অথচ অন্য কোথাও কার্য্য করিবার কথা না থাকে; তাহা হইলেও একরারের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। দলিলে যদি এরূপ লেখা থাকে যে "এই কার্য্যের জন্য ২৪০৲ টাকা দাদন স্বরূপ অগ্রিম লইলাম এবং আমার তৈয়ারী মাল হইতে উক্ত টাকা ।০ আনা হিসাবে মণ প্রতি বাদ যাইবে" তাহাও সাধারণ একরার; কিন্তু যদি লেখা হয় যে "যদি মাল পত্র না দিই তাহা হইলে আমার অগ্রিম লওয়া টাকা মায় শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদ সহ আদায় দিব।" তাহা হইলে অগ্রিম লওয়া টাকার উপর তমসুকের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এবং রেজিষ্টরী জন্য "এ" ও "ই" ফি উভয়ই দেয়। কিন্তু মনে রাখিবেন যে এরূপ সর্ত্ত থাকিলে আর তাহাকে দণ্ডবিধি আইনানুসারে বাধ্য করিয়া কাজ করান যায় না।

(১৮)

দলিল দর্শাইবার একরার। (Deed of Covenant)

কভেনেণ্ট গ্রহীতা। কভেনেণ্ট দাতা।

* * * * * *

কস্য Deed of Covenant পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। যেহেতু ২৪ পঃ জেলার ২৪ নং ডিহি ৫৫ গ্রাম সংক্রান্ত থানা বালিগঞ্জের এলাকাধীন মৌজে পূর্ব্ব বাড়িয়া গ্রামে ৫ ডিঃ (F Sub di হোল্ডিং নম্বর ৪০ হাল নং ১৯৩ ভুক্ত তিলজলা ফার্ষ্ট লেন ৩০নং প্রেমিসেস ভুক্ত জমির মধ্যে ॥০ দশ কাঠা জমি যাহা অদ্য তারিখে আমি আপনাদিগের বরাবর বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হইয়াছি, উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত সাবেক দলিলাদি সমস্তই আপনাদিগকে দিয়াছি, কেবল মাত্র নিম্নের লিখিত দুই কেতা রেজিষ্টারি যুক্ত আমার নিজ নামের খরিদা দলিল আমার উপরোক্ত হোলডিংয়ের অবশিষ্ট জমি ভুক্ত থাকায় আপনাদিগকে দিতে পারি নাই। তাহার খসড়া নকলে দস্তখৎ করিয়া দিয়াছি, উক্ত মূল দলিল (original dced) যাহা আমার নিকট রহিল, তজ্জন্য আমি অত্র দলিল লিখিয়া দিয়া একরার করিতেছি যে, ভবিষ্যতে উক্ত দুই কেতা আসল দলিল যখন বা যে কোন সময়ে আপনাদিগের পরস্পরের ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণের দেখিবার বা কাহাকেও দেখাইবার বা কোন আদালতে দাখিল করিবার আবশ্যক হইবে, বিনা ওজরে আমি বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণ তাহা দেখাইতে বা দাখিল করিতে বাধ্য রহিলাম ও থাকিবে। যদি যথাসময়ে তাহা না দেখাই বা দাখিল না করি তাহা হইলে আমি বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণ তাহার উপযুক্ত ক্ষতি পূরণের দায়ী হইব বা হইবে। এতদর্থে এই ডিড্ অফ্ কভেনেণ্ট পত্র Deed of Covenant) লিখিয়া দিলাম। ইতি ১৯০৯। ১০ ফেব্রুয়ারি।

তপশীল দলিল ইত্যাদি। (১)

(১) ষ্ট্যাম্প • আনা।
রেজিষ্ট্রী—E ফি ২৲ টাকা।

(১৯)

একরারনামা।

(Agreement for contractor's work.)

মহিমহিম শ্রী * * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * * ইত্যাদি।

আপনার কলিকাতার * * হ্যারিংটন ষ্ট্রীটস্থ বাটী মেরামত করিবার জন্য আমাকে কণ্ট্রাক্টর নিযুক্ত করায় আমি এতদ্দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে, নিম্নের লিখিত মত সমস্ত দ্রব্য সরবরাহ করিয়া উক্ত ইমারত দস্তরমত মেরামত করিয়া আগামী ১৫ই জুলাই মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া দিব। (১) যদি না পারি বা কণ্ট্রাক্ট মত কার্য্য না করি তাহা হইলে আমার টেণ্ডার দেওয়া ৪০০৲ টাকা হইতে বঞ্চিত হইব। ইহাতে কোন প্রকার ওজর আপত্তি করিতে পারিব না। বাটী মেরামত শেষ হইলে আমার প্রাপ্য টাকার বিল করিব, তৎপূর্ব্বে টাকা চাহিতে পারিব না, বা আপনি দিতে বাধ্য রহিলেন না। এতদর্থে সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দ মনে এই এগ্রিমেণ্ট পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি (২)

(২০)

ইজমেণ্টের একরার

(Agreement for Easement)

এগ্রিমেণ্ট গ্রহীতা। এগ্রিমেণ্ট দাতা।

* * * * * *

কস্য একরার নামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। বিবরণ এই যে নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি আমাদের এজমালি পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল। পরে ১৯০৭ সালে আপনি ও আমি আমরা উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিভাগ বণ্টন করিয়া লইয়াছি ও ভোগবান ও দখলিকার আছি। আমাদের ভোগদখলি উভয় বাটীর মধ্যে ২০ ফিট লম্বা ১৫ ফিট চওড়া একটী রাস্তা বর্ত্তমান আছে ও ঐ

---

(১) তামাদি। কার্য্য সমাধা করিবার নির্দ্দিষ্ট দিন হইতে ৩ বৎসর মধ্যে

(২) ষ্টাম্প ৮০ আনা।

রেজিষ্ট্রী—E ফি ২৲ টাকা।

রাস্তায় আমার ড্রেন ও জল যাইবার পাইপ আছে। আপনার কেবল চলাচলের স্বত্ব ব্যতীত অন্য কোন স্বত্ব নাই। এক্ষণে মিউনিসিপ্যালিটি হইতে আপনার বাটীতে ড্রেণ পাইখানা ও অপরিষ্কার জলের পাইপ লইবার জন্য নোটীশ জারী হইয়াছে। আপনার বর্ত্তমান পাইখানা ভাঙ্গিয়া ড্রেণ পাইখানা করিতে হইলে এই এজমালি রাস্তা দিয়া পাইপ লইয়া যাওয়া সুবিধা ও কম ব্যয়সাপেক্ষ। এ কারণ আপনি আমাকে বিশেষ করিয়া বলায় ও আপনার যথার্থ উপকার হয় বিবেচনা করিয়া আমি এতদ্দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি এবং আপনি আমাকে অদ্য তারিখে ১০০৲ টাকা দেওয়ায় আমি এই এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিতেছি যে আপনি উক্ত এজমালি রাস্তা দিয়া আপনার আবশ্যক মত ড্রেণ করিতে পারিবেন ও জলের পাইপ লইয়া যাইতে পারিবেন ও আবশ্যকমত রাস্তা খুলিয়া মেরামত করিতে পারিবেন ইহাতে আমি বা আমার স্থলাভিষিক্ত ও ওয়ারিশানগণ কেহ কখন কোন ওজরাপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না। অদ্য হইতে এই রাস্তায় আপনার ও আমার সমান সর্ত্ত রহিল, এতদর্থে স্বইচ্ছায় বিনা অনুরোধে অত্র একরারনামা লিখিয়া দিলাম ইতি। (১)

(২১)

চাকরি করিবার একরার।

(Agreement for Personal Service)

একরার গ্রহীতা	একরার দাতা।
* * *	* * *

আমার কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আমি আপনার নিকট অদ্য তারিখে ১০০৲ টাকা লইয়া নিম্নলিখিত সর্ত্তে তাহা পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার বদ্ধ হইতেছি। কোন সর্ত্তের কোন প্রকার অন্যথা সাধন

(১) স্থানান্তরে কোবালার ইজ্‌মেণ্ট রাইটের হস্তান্তর পত্রের আদর্শ দেওয়া হইয়াছে, কোবালার ষ্টাম্পে তাহা সম্পাদিত হয়, কিন্তু এই ভাবের দলিল ইম্পাউণ্ড করায় কলিকাতার কালেক্টর সাহেব বলেন যে উভয়ের সমান সর্ত্ত দলিলে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ইহা সাধারণ একরার মাত্র এবং ॥৹ আনার ষ্টাম্পে লেখা পড়া হইবে। এক্ষণে ৵৹ আনার ষ্টাম্প লাগিবে।

করিতে পারিব না এবং ইচ্ছা করিয়া কোন নিয়ম ভঙ্গ জনিত অপরাধ করিলে দণ্ডবিধি আইনানুসারে আমার নামে চুক্তি ভঙ্গের নালিশ করিয়া আমাকে সমস্ত সর্ত্ত পালনে বাধ্য করিতে পারিবেন এবং আমি বিনাপত্তিতে তাহা করিব এবং উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিব।

সর্ত্ত।

১। অদ্য হইতে ৩ বৎসরের জন্য আপনার নিকট চাকর থাকিবার অঙ্গীকার করিলাম। (১)

২। প্রতিদিন আপনার বাটীতে উপস্থিত থাকিয়া আপনার আদেশ মত চাষ আবাদ বা অন্য যে কোন কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন তাহা সম্পাদন করিব।

৩। আপনার বাটীতে দুই বেলা আহার করিব এবং বৎসরে ৪ খানি পরিধেয় বস্ত্র ও দুইখানি গামছা পাইব।

৪। কোন কারণে আপনার কার্য্য ছাড়িয়া অপরের কার্য্য করিতে পারিব না, বা আপনার প্রদত্ত টাকা পরিশোধ করিতে চাহিলে আপনি তাহা লইতে বাধ্য রহিলেন না।

৫। প্রতি মাসে বেতন বাবদে ৪৲ টাকা হিসাবে পাইব এবং সেই টাকা আপনার অগ্রিম প্রদত্ত টাকায় বাদ যাইবে।

---

(১) ৩ বৎসরের অধিক দিনের জন্য কণ্ট্রাক্ট হয় না।

Sec 21 Cl, 9 of the Specific Relief Act says, "A contract for performance which involves the performance of the continuous duty extending over a longer period than 3 three years from its date, cannot be specially enforced,

Read also Sec, 2&33 Act XIII of 1859

৬। অসুখ বিসুখ জন্য কামাই হইলে যত দিন আপনার কার্য্যে অনুপস্থিত থাকিব, ততদিন আমার কড়ার গত হইবার পরও খাটিয়া দিব। (১) ইত্যাদি; ইত্যাদি।

(২২)

বায়না পত্র।

মহামহিম শ্রী * * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * * ইত্যাদি। কস্য বায়না পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। জেলা হুগলী, থানা ও সবরেজিষ্টারী আরামবাগের অন্তর্গত মৌজে বৃন্দাবনপুর গ্রামস্থিত নীচের তপসিলের লিখিত আনুমানিক ৫০/০ পঞ্চাশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর শালি জমি আমি আপনাকে ৫০০৲ টাকা পণে বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া উক্ত পণের টাকার মধ্যে অদ্য ২০০৲ টাকা বায়না স্বরূপ গ্রহণ করিলাম। এক্ষণে এই বায়না পত্র দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে, অদ্য হইতে তিন মাসের মধ্যে আপনি অবশিষ্ট পণের টাকা দিতে প্রস্তুত হইলে আমি উক্ত সম্পত্তি আপনাকে বিক্রয় করিয়া রীতিমত কোবালা লিখিয়া দিয়া রেজিষ্টারী করিয়া দিব। যদি না দিই আপনাকে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ ৫০০৲ টাকা দিব। কিন্তু আপনি যদ্যপি ঐ কড়ার মধ্যে বক্রি টাকা দিতে ত্রুটী করেন তাহা হইলে আমি অপর যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিব এবং আপনি বায়নার টাকা হইতে বঞ্চিত হইবেন। এতদর্থে উপরোক্ত বায়নার টাকা নগদ পাইয়া এই বায়নাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি তারিখ * *

---

(১) ইহা ঠিক আইন সঙ্গত নহে; কোন কারণে ৩ বৎসরের অধিক দিন খাটান যায় না। ৪।৫ বৎসর চুক্তি করিলে চুক্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় এবং একরারদাতাকে আইন সঙ্গত কারণে একদিনও বাধ্য করা যায় না।

ষ্ট্যাম্প। ৸৹ আনার ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হয়।

রেজিষ্ট্রী। (D) "ডি" ফি রেজিষ্ট্রীর জন্য গৃহীত হইয়া থাকে। ইহা ঠিক personal service কোন কারবারে খাটা personal service মধ্যে গনা হয় না এবং তাহার জন্য D ফি না হইয়া E fee হইয়া থাকে।

তপশীল সম্পত্তি।

শ্রী * * *

লেখক সাক্ষী

শ্রী * * * *(১)

(২৩)

বায়না পত্র।

(প্রকারান্তর)

মহামহিম শ্রী * * ইত্যাদি।

আমি শ্রী * * ইত্যাদি।

এতদ্দ্বারা এই অঙ্গীকার বদ্ধ হইতেছি যে অদ্য তারিখে আপনার নিকট বায়না স্বরূপ কোং ৫০০৲ টাকা লইয়া নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলাম। এই বৎসরের ১৫ই আষাঢ়ের মধ্যে কোবালা সম্পাদন করিয়া দিব এবং আপনিও ঐ তারিখের মধ্যে পণের দরুণ আমার বাকি পাওনা ২১০০০৲ টাকা দিবেন। সম্পাদন করিতে ত্রুটী করি, প্রচলিত আইনানুসারে কার্য্য দ্বারা আমাকে তৎকার্য্য সম্পাদনে বাধ্য করিবেন, কিন্তু আপনি ঐ তারিখ মধ্যে আমার প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া না দিলে আমি কোবালা সম্পাদন করিয়া দিতে বাধ্য রহিলাম না, অধিকন্তু উপযুক্ত সময়ে টাকা পাওয়ার জন্য আমার যে ক্ষতি হইবে আপনি তাহার জন্য দায়ী রহিলেন। এতদর্থে এই বায়না পত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি * *

তপসীল সম্পত্তি। (২)

(১) ষ্ট্যাম্প ৷৷০ আনা।

রেজিষ্ট্রী—E ফি ২৲ টাকা।

(২) ষ্ট্যাম্প।—বায়না পত্র একরারনামার মত বার আনার ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখাপড়া করিতে হয়; ইহা এক প্রকার একরার মাত্র।

(২৪)

বায়না পত্র।

(প্রকারান্তর)

এগ্রিমেণ্ট দাতা। এগ্রিমেণ্ট গ্রহীতা।

* * * * * *

আমি নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি যাহা ওয়ারিশ স্থত্রে প্রাপ্ত হইয়া প্রায় দ্বাদশবর্ষ কাল বিনাসর্ত্তে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি উক্ত সম্পত্তি (এইখানে বিক্রয়ের কারণ নির্দ্দেশ করুন) বিক্রয় করা আবশ্যক এবং আপনি উক্ত সম্পত্তি * * টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় আমি অদ্য তারিখে আপনার নিকট বায়না স্বরূপ ১০১৲ টাকা লইয়া নিম্নলিখিত সর্ত্তে আবদ্ধ হইলাম, যথা—

১। অদ্য হইতে সপ্তাহ মধ্যে আপনার নিয়োজিত উকিল (বা অন্য লোক) মহাশয়কে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কিছু দলিলাদি আছে তাহা রসিদ লইয়া পরীক্ষার্থ দিব।

২। দলিলের টাইটেল ঠিক আছে সাব্যস্ত হইলে আপনি আমাকে * * দিন মধ্যে বিক্রয় কোবালার মুসুবিদা আমার অনুমোদন জন্য পাঠাইবেন ; আমি তাহাতে আমার অনুমোদন জ্ঞাপক মর্ম্মলিপি স্বাক্ষর করিয়া এক সপ্তাহ মধ্যে ফেরত পাঠাইব।

৩। আপনি মুসুবিদা ফেরত পাইবার সপ্তাহ মধ্যে দস্তুর মত ষ্ট্যাম্পে আপনার ব্যয়ে লেখাপড়া ঠিক করিয়া আমায় পাঠাইলে আমি তাহাতে স্বাক্ষরাদি করিয়া

রেজিষ্টারি। বায়না পত্র রেজিষ্টারি না করা পক্ষগণের ইচ্ছাধীন। রেজিষ্টারি জন্য E ফি ২৲ টাকা লাগে।

তামাদি। বায়না পত্র লেখাপড়ার তারিখ হইতে তিন বৎসর মধ্যে নালিশ করিয়া বায়নাপত্র দাতা অথবা তাহার স্থলাভিষিক্তগণের নিকট হইতে সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইতে অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিতে পারা যায়। বায়না পত্রে কোন সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে যে তারিখ হইতে গ্রহীতা জানিতে পারেন যে বিক্রেতা তাহার কৃত চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে, সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসর মধ্যে নালিশ হইতে পারে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে রেজিষ্ট্রী আফিসে উপস্থিত হইয়া পণের দরুণ বাকি টাকা লইয়া তাহা রেজিষ্ট্রী করিয়া দিব। রেজিষ্ট্রী খরচা প্রভৃতি যাহা হয় তাহা আপনি দিবেন।

৪। যদ্যপি আমার সম্পত্তির টাইটেল ঠিক না থাকার জন্য আপনার আইন উপদেষ্টা আপনাকে এই সম্পত্তি ক্রয় করিতে যুক্তি না দেন, তাহা হইলে আমি বিনা ওজর বা আপত্তিতে বায়নার দরুণ প্রাপ্ত ১০১৲ টাকা ও টাইটেল পরীক্ষার জন্য যাবতীয় উকিল খরচ ফেরত দিব, যদি না দিই আপনি যথাবিধি আইনের সাহায্য লইয়া উক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন এবং তাহাতে আপনার যাহা ব্যয় হইবে তাহা আমি আপনাকে ফেরত দিতে ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকার-ক্রমে বাধ্য রহিলাম।

৫। বিনা কারণে আপনি যদ্যপি উক্ত সম্পত্তি ক্রয় না করেন বা ক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করেন, তাহা হইলে বায়নার টাকা হইতে আপনি বঞ্চিত হইবেন। (১) অধিকন্তু আপনাকে নোটীশ দেওয়ার ২ সপ্তাহ পরে আর আমার উক্ত সম্পত্তি আপনাকে বিক্রয় করাইতে পারিবেন না। ইতি তারিখ * * * ইত্যাদি।

(২৫)

তামাদির সময় বৃদ্ধি।

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * * ইত্যাদি।

কস্য তামাদির সময় বৃদ্ধি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে।

আমি মহাশয়ের নিকট ইংরাজি * * সালের * তারিখে জেলা যশোহরের অন্তর্গত আমার জমিদারী লাট গড়াইগাছি বন্ধক রাখিয়া ১০০০০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার উপর নালিশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অথচ আরও ৫।৬ মাস অবকাশ না দিলে আমি কোন ক্রমেই

---

(১) এই একরার আইন সঙ্গত এবং ইহা রেজিষ্ট্রী না হইলেও আদালত গ্রাহ্য। (I. L. R. Cal (1882) page 856.)

ষ্টাম্প ৷৷০ আনা।

রেজিষ্ট্রী E ফি ২৲ টাকা।

আপনার প্রাপ্য টাকা আসল মায় সুদ পরিশোধ করিতে পারি না। আরও দুঃখের বিষয় যে আপনি আর সময় দিতে অনিচ্ছুক, কেন না উক্ত বন্ধকী তমঃসুকের তামাদি কাল সন্নিকট, অতএব আমি এতদ্দ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া স্বীকার করিতেছি যে তামাদির সময় উপস্থিত হইলেও আমি একরারনামায় বদ্ধ হইয়া আরও ৫ মাস কাল সময় লইয়া উক্ত দলিলের তামাদি কাল বৃদ্ধি করিয়া দিলাম আপনি ঐ সময় গতে বা তন্মধ্যে যে কোন সময়ে আমার নামে টাকা আদায় জন্য নালিশ রুজু করিতে পারিবেন, তাহাতে আমি বা আমার স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। আরও প্রকাশ থাকে যে তামাদি কাল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্য আপনার কোন প্রকার ক্ষতি হইবে না, অর্থাৎ সেই বর্দ্ধিত সময় পর্য্যন্ত উক্ত বন্ধকী তমস্থকে যেরূপ সুদ ছিল সেইরূপই চলিবে, তাহাতে আমি কোন প্রকার ওজর আপত্তি করিতে পারিব না। এতদর্থে এই তামাদির কাল বৃদ্ধির একরারনামা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। (১)

(২৬)

সালিশের একরার।

(Agreement of Arbitration)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু * * *

পিতার নাম * * ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত বাবু * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * পিতা ৺ * ইত্যাদি।

ইত্যাদি। ও শ্রী * * ইত্যাদি।

আমাদের উভয় ভ্রাতার মধ্যে আজ ৩ বৎসর ধরিয়া মনোমালিন্যের সূত্রপাত হওয়ায় পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির অংশ সম্বন্ধে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত

(১) ষ্ট্যাম্প ৸৹ আনা।

রেজিষ্ট্রী E ফি ২৲ টাকা।

তামাদি আইনের ৪ ধারা মতে এরূপ একরারনামা আইন সঙ্গত এবং কলিকাতার বড় বড় উকিলগণ এরূপ তামাদির সময় বৃদ্ধির একরারনামা লিখিত ও পঠিত করিয়া রেজিষ্ট্রী করিয়া লয়েন; এরূপ একরারনামা রেজিষ্ট্রী করা একান্ত কর্ত্তব্য নতুবা নানা প্রকার গোলমালের সম্ভাবনা।

হইয়াছে এবং সেইজন্য বহুবিধ দেওয়ানি মোকর্দ্দমা রুজু হওয়ায় আমরা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। এক্ষণে আমরা এই একরারনামা দ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে, আপনারা উভয়ে এই বিবাদ বিসম্বাদের যাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন তাহাতে আমরা উভয়ে বাধ্য হইব এবং তাহার কোন অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। যদ্যপি কেহ আপনাদের মধ্যস্থতায় অমত করেন তাহা হইলে তিনি অপর পক্ষকে কম্পেনসেসন স্বরূপ ৫০০০৲ টাকা দিতে বাধ্য রহিলেন। যদি না দেন আদালতের সাহায্যে তাহা মায় খরচা আদায় হইবে। এই অঙ্গীকার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমরা এই একরারনামা পত্র লিখিয়া দিলাম। (১) ইতি * *

(২৭)

মাসহারা ও দেব-সেবার একরার।

আমি এতদ্দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি আপনাকে প্রতি বৎসর ১৫০০৲ টাকা দিব। আপনি তন্মধ্য হইতে আমার জননী শ্রীমতী * * দাসীকে মাসিক ৫০৲ হিসাবে তাঁহার ভরণপোষণ ও ধর্ম্ম ক্রিয়াদি করিবার জন্য দিবেন এবং বাকী টাকা হইতে আমার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺বিরূপাক্ষ জিউ শিব ঠাকুরের নিম্ন চৌহদ্দিস্থিত শ্রীমন্দির ও লাটমন্দির প্রভৃতি মেরামত ও নিয়মিত সেবাদি চালাইবেন। আপনার অবর্ত্তমানে আপনার পুত্র পৌত্রাদি উক্ত দেবকার্য্য সম্পাদন করিবেন এবং আমার অবর্ত্তমানে এই একরারনামার বলে আমার ওয়ারীশানগণ আপনাকে প্রতি বৎসর ঐ টাকা দিতে বাধ্য রহিলেন। আমার মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণান্তে আপনি বার্ষিক ১০০০৲ টাকা হিসাবে পাইবেন। ইতি। (২)

---

(১) সচরাচর একরারনামা দ্বারায় সালিস মান্য করা হয়। ঐ একরারনামাকে অচলনামাও কহে। ইহার ষ্ট্যাম্প ৫ (গ) প্রকরণ অনুসারে ৸০ আনা। Read also I, L., 9 Bom, 50,
রেজিষ্ট্রী E ফি ২৲ টাকা।

নীল সাট্টা যাহা এগ্রিমেণ্ট মধ্যে গণ্য তাহা স্থানান্তরে নীল সাট্টার স্থানে দেখান গেল।

(২) ইহার ষ্ট্যাম্প একরারের ন্যায়। রেজিষ্ট্রী জন্য E ফি লওয়া হইবে এবং Book IV A বহিতে নকল হইবে। ইহা স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল নহে।

(২৮)

মাঠে গরু চরাইবার একরারনামা।

আপনার পত্তনি তালুক, লাট গঙ্গাজল ঘাটীর অন্তর্গত মৌজা হটবন হাটের স্বনামপ্রসিদ্ধ "হাসনা" মধ্যে গরু মহিষ প্রভৃতি জন্তু চরাইবার জন্য আমি এ বৎসরের জন্য ইজারা লইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, উক্ত কালের জন্য মহাশয়কে বার্ষিক ৫০৲ টাকা হিসাবে রাজস্ব কিস্তিমত দিব। কিস্তি খেলাপ করিলে টাকা প্রতি ।১০ আনা হিসাবে কিস্তি খেলাপি সুদ দিব। যদি না দিই বা ত্রুটী করি মহাশয় নালিশ দ্বারা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। আর প্রকাশ থাকে যে অন্য কাহারও গো মহিষাদি চরিতে দিব না। যদি দিই প্রত্যেক মহিষের জন্য মাসে অতিরিক্ত ।০ আনা ও গরুর জন্য ৵০ হিসাবে দিব। তাহাতে অন্যথা করিতে পারিব না। ইতি (১)

(২৯)

প্রেস ভাড়া লইবার একরার।

মহাশয়ের একটী ডিমাই এলবিয়ন প্রেস আছে, তাহা মাসিক ৫৲ টাকা ভাড়ায় লইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় এবং আপনি তাহাতে সম্মত হওয়ায় অদ্য হইতে উক্ত প্রেস ভাড়া লইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে প্রথম মাসের ভাড়া ৫৲ টাকা অদ্য দিলাম। ইহার পরবর্ত্তী প্রতি মাসের প্রথম তারিখে আপনার ভাড়া অগ্রিম দিব। যদ্যপি না দিই বা দিতে ত্রুটী করি তাহা হইলে মহাশয় তৎক্ষণাৎ আপনার প্রেস তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন এবং আমি খেসারাৎ স্বরূপ ২৫৲ টাকা আপনাকে দিতে বাধ্য রহিলাম।

প্রেসটী আপনার বাটী হইতে আমার ছাপাখানা Reliance Pressএ লইয়া চলিলাম। আমার কোন প্রকার ত্রুটীতে যদ্যপি উক্ত প্রেসের কোন ক্ষতি

---

(১) ঘাস অস্থাবর সম্পত্তি, সুতরাং ইহা কবুলতি নহে- একরারনামা। স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন কবুলতি হয় না। (S. 2 (26) উল্লিখিত একরার জন্য ৸০ আনার ষ্টাম্প দিতে হইবে। I. L. R, 13, Bom 87

রেজিষ্টারি ফি E, fee ২৲ টাকা। B বহিতে নকল হইবে।

হয় তাহা বিনা আপত্তিতে পুরণ করিব। আপনি বা আপনার লোক যখন ইচ্ছা আপনার প্রেস দেখিয়া আসিতে পারিবেন, তাহাতে কোন আপত্তি করিব না। ১ বৎসর মধ্যে ভাড়া বৃদ্ধি হইবে না, তাহার পর আপনার ইচ্ছামত ভাড়া বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। ইতি (১)

(৩০)

বীজের পরিবর্ত্তে তুলা দিবার একরার।

মহাশয় আমাকে অদ্য ৩ মণ মার্কিন কার্পাসের বীজ প্রদান করিলেন। আমি ঐ বীজ লইয়া আপনার আদেশ মত চাষ আবাদ করিব। প্রতি বিঘা জমীতে ১১০০ শত গাছের বেশী চারা থাকিতে দিব না তুলা উৎপন্ন হইলে আপনি প্রথম বৎসর কিছু পাইবেন না। দ্বিতীয় বৎসর হইতে বিঘা প্রতি ১ মণ হিসাবে তুলা দিব, তাহাতে কোন প্রকার ওজর আপত্তি করিতে পারিব না। ইতি (২)

(৩১)

পয়ঃনালীতে ভবিষ্যৎ অধিকারের একরার।

আমরা দুই ভ্রাতা পরস্পরে পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়াছি। ভদ্রাসন বাটীও বিভক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার কনিষ্ঠ সহোদর আবদার করিতেছ যে তোমার ভদ্রাসন বাটীর বর্ষার জল আমার অন্দর মহলের পয়ঃপ্রণালী দিয়া নিকাশ হইলে তোমার বিশেষ সুবিধা হয়, কিন্তু আমি এক্ষণে

---

(১) ইহা ৮৺ আনার ষ্টাম্পে লেখাপড়া হইবে। National Telephone Co, Inland Revenue Commissioner I. L. R (1899) 1 Q B, 250 নজির দেখ।

(২) ৫ প্রকরণের বর্জ্জিত বিধান অনুসারে ব্যবসায় সংক্রান্ত মাল পত্র বিক্রয় জন্য কোন ষ্টাম্প কুসুম দিতে হয় না কিন্তু বোম্বাই হাইকোর্ট উল্লিখিত দলিলখানি বিক্রয়পত্র না বলিয়া বিনিময় পত্র বলিয়াছেন সুতরাং তুলার বীজের দাম ধরিয়া ষ্টাম্প নির্ণয় করিতে হইবে (I. L. R, 25 Bom, 695) সাধারণতঃ ইহা Lease বলিয়া মনে হয়। Lease এবং agreementও বলা যায়।

রেজিষ্ট্রী—এ ফি লওয়া হইবে। ১ নং বহিতে নকল হইবে।

তোমাকে সে অধিকার না দিয়া এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে তুমি যদি কখন পাকা দোতালা ইমারত প্রস্তুত করিতে পার তাহা হইলে তোমার বাটীর বর্ষার জল কেন, দৈনিক যে সমস্ত জল নিকাশ হয় তাহাও আমার অন্দর মহলের নর্দ্দামা দিয়া নিকাশ হইবে এবং আমি নিজ খরচায় তোমার জল নিকাশের সমস্ত সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিয়া দিব। ইতি (১)

(৩২)

একরারের মর্ম্মাত্মক লিপি।

(Memorandum of an Agreement)

শ্রীযুক্ত * * * * ইত্যাদি। (২)

জমা		খরচ
সন ১২১৯ সাল ২রা বৈশাখ কোং	৫০০৲	
সন ১২১৯ সাল ৫ই শ্রাবণ কোং		
মোট	৬০০৲	

* পার্শ্বলিখিত টাকার বার্ষিক শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে সুদ দিব।
শ্রীবিনোদবিহারী শীল
২রা বৈশাখ সন ১২১৯ সাল।

(১) এলাহাবাদ হাইকোর্ট (6 A, L, J, 871) বলেন এতদ্দ্বারা কোন অধিকার হস্তান্তরিত হয় নাই কেবল easement Actএর 8 ধারার অধিকার মাত্র দলিল্ গ্রহীতা প্রাপ্ত হইবেন। ইহা ৸৹ আনা'র ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। রেজিষ্টরী না করিলে কোন ক্ষতি নাই। রেজিষ্টরী হইলে ৪নং A বহিতে নকল হইবে। E ফি ২৲ টাকা।

(২) ইহা acknowledgment of debt নহে Memorandum of an agreement (I, L, R, 35 Cal, III) সুদের মিমো দিলে বোম্বাই হাইকোর্ট আপত্তি করেন নাই, কিন্তু এখন তাহা হইবে না। ইহা ৵৹ আনার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হইবে। (Art 5 (c))

দলিল গচ্ছিত রাখার একরার।

(Agreement relating to deposit of Title deeds.)

(Schedule 1. Art 6. (V)

মন্তব্য।

এখানি অস্থাবর সম্পত্তির দলিল। Transfer of Property Act ৫৯ ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, করাচী ও রেঙ্গুনে অস্থাবর সম্পত্তির দলিল রাখিয়া টাকা ধার লইতে পারে। অন্য কোন স্থানে এরূপ করা যায় না। মহাজনদিগের কার্য্যের সুবিধার জন্য ইহার প্রবর্ত্তন। তাঁহারা সচারাচর ইহার লেন দেন করেন বলিয়া অতি কম মূল্যের ষ্ট্যাম্পে ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই প্রকরণের সমস্ত বন্ধকনামায় বন্ধকদাতার সম্পত্তিতে দখল থাকা আবশ্যক।

দলিল মহাজনকে দিবার একটী লেখা পড়া করা হয়, তাহাকে Memorandum of Equitable mortgage বলে। ইহাতে দলিল রাখার উদ্দেশ্য লিখিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ টাকার জন্য সম্পত্তিতে charge দেওয়া হইল বলিয়া লিখিত হয়। (I. L. R, 27 Cal. 587) ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধকনামা সম্পাদন করিয়া দিবার একরার নহে, বা এই টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকারে দায় সংযোগ করিব না বলিলেও তাহা মর্টগেজ নহে। See I. L. R. 3 Cal 336 ; I L. R. 7 Cal, 195 ; I. L. R. 2 All 449. বন্ধকনামা সম্পাদিত হইলে বন্ধকগ্রহীতার বন্ধকি সম্পত্তিতে অধিকার জন্মায়, কিন্তু equitable বন্ধকনামায় তাহা জন্মায় না। *

দলিল গচ্ছিত রাখিবায় বন্ধকনামা সম্পত্তির অধিকারীর অভিপ্রায় মত অপরেও সম্পাদন করিতে পারেন এবং যে কোন দেশের সম্পত্তি এরূপভাবে বন্ধক রাখা যায়, অর্থাৎ যেখান হইতে টাকা লওয়া হইতেছে সেখানকার সম্পত্তি

---

* In equitable mortgage the legal ownership remains vested in the mortgagor or in some other person than the mortgagee, and the security can only be enforced under the euquitable jurisdiction of the Court. (Wharton Fisher on Mortgage.)

না থাকিলেও টাকা লওয়া যায়। (I. L. R. 14 All 238.) ইহাতে বুঝা যায় যে equitable মর্টগেজে সম্পত্তি সম্বন্ধে ৪০ প্রকরণের specified property সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ইহা ৪নং A বহিতে নকল হওয়া কর্ত্তব্য এবং যে কোন রেজিষ্ট্রী আফিসে ইহার রেজিষ্ট্রী হইতে পারে। তবে গচ্ছিত রাখাটি কলিকাতায় হইবে। সম্পত্তির চার্জ্জ থাকিলেও তপশীলে সম্পত্তির চৌহদ্দি দেওয়া যায় না। দিলে charge upon specified property হয় বলিয়া তাহা mortgage বলিয়া গণ্য হওয়া কর্ত্তব্য এবং তদ্রূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হয়, কিন্তু কলিকাতায় তাহা হয় না। এরূপ equitable mortgage ১নং বহিতে নকল হয়। কেননা ইহা relates to immoveable propeıty.

(৩৩)

দলিল বন্ধকনামা।

(Deposit of title deeds.)

দলিল গ্রহীতা।	দলিল দাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু·········ইত্যাদি—	নবাব * * C. S. I.
	পিতা নবাব * * ইত্যাদি।

আমি প্রকাশ করিতেছি যে নিম্নলিখিত প্রথম তপসীলে লিখিত সম্পত্তির দলিলাদি যাহা আমার নিকট ছিল এবং যে সকল সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল, তাহাতে আমার নিজস্ব স্বত্বাধিকার আছে এবং সে সমুদয় সর্ব্বপ্রকার দায় বিবর্জ্জিত। আমি অদ্য তারিখে সেই সমস্ত দলিল বাবু * * * নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দশ হাজার টাকা গ্রহণ করিলাম এবং অঙ্গীকার করিতেছি যে অদ্য হইতে ৩ মাস মধ্যে উক্ত টাকা ও তাহার বার্ষিক সুদ ১০ পারসেণ্ট হিসাবে পরিশোধ করিব। না করি বা না করিতে পারি তাহা হইলে তিনি বা তাঁহার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত যে কেহ নালিশ দ্বারা মায় খরচা সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন এবং তাহার মাতব্বরিতে নিম্নলিখিত জায় মত দলিল আপনার দখলে দিলাম। দলিলের জায় ১ দফা তফসিলে লিখিত হইল এবং যে সম্পত্তির দলিল তাহা ২ দফা তফসিলে বর্ণিত হইল। এতদর্থে দলিলের লিখিত ১০ হাজার টাকা সমস্ত নিম্নলিখিত মিমোরেণ্ডাম মত নোট ও

মগদে বুঝিয়া পাইয়া এই দলিল গচ্ছিত পত্র colleteral security লিখিয়া দিলাম। ইতি (১)

বন্ধকনামার একরার।

(Agreement to Mortgage.)

মন্তব্য।

পূর্ব্বাধ্যায়ে আমরা যে ভাবের বন্ধক রাখার কথা বলিয়াছি, তদ্ব্যতীত অন্য রকমেও দলিল বন্ধক দেওয়া হয়। তাহাতে দলিল মহাজনের নিকট রাখিয়া দিয়া হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার লওয়া হয় এবং নিম্ন প্রকারের একটী একরারনামা লিখিয়া দেওয়া হয় যথাঃ—

(৩৪)

বন্ধকনামার একরার।

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। আমি অদ্য তারিখে আপনার নিকট ৪০০০৲ টাকা হ্যাণ্ডনোট দ্বারা বার্ষিক শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে সুদে কর্জ্জ করিলাম। মাতব্বরির জন্য আমার খরিদা সম্পত্তি সহর কলিকাতার ১৩নং রাধাবিনোদ গোস্বামীর লেনস্থ ত্রিতল বাটীর কোবালা পত্র আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে আপনি যখন আদেশ করিবেন তখনি উক্ত বাটীর বন্ধকনামার পত্র সম্পাদন করিয়া তাহা রেজিষ্ট্রী করিয়া দিব। যদি না দিই আপনি আইনানুসারে তাহা সম্পাদান করাইয়া লইবেন এবং তজ্জন্য

---

(১) এতদ্দ্বারা সম্পত্তিতে চার্জ্জ দেওয়া গেলেও সম্পত্তি Specify করা চলে না, করিলে তাহাতে ৪০ প্রকরণ মতে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। ইহা ৪নং বহিতে নকল হয় এবং রেজিষ্ট্রী জন্য A fee দিতে হয়। কিন্তু আজ কা'ল অন্যরূপ হইতেছে। ইহা মর্টগেজের ন্যায় ১নং বহিতে নকল হইতেছে কিন্তু তাহা কতদূর সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না। Section 2 Cl 17 মতে যাহাকে বন্ধকনামা বলে তাহা কোন মতেই হইতে পারে না।

আপনার যে কিছু খরচা হইবে তাহার দায়ী আমি ওয়ারিশান ক্রমে হইব। ইতি (১)

ইকুইটেবল বন্ধকনামা।

(Equitable Mortgage.)

অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকনামা ও দলিলাদি গচ্ছিত রাখিয়া টাকা ধার লওয়াকেই equitable মর্টগেজ কহে। এবারকার আর্টিকেলটী ১৯০০ সালের Act X দ্বারা সংশোধন করিয়া লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বেকার ষ্ট্যাম্প আইনে "hypothecation" শব্দ ছিল, এখন তাহার পরিবর্ত্তে "pawn or pledge" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রকরণটীর অর্থ সুগম ও সুবোধ্য হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যেস্থলে কোন অস্থাবর সম্পত্তি মহাজনের দখলে না দিয়া বন্ধক দেওয়া হয়, সেখানে এই প্রকরণের বিধান খাটিবে না। তখন তাহাতে বন্ধকনামার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(৩৫)

অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকনামা।

(Mortgage of moveable property.)

মহামহিম * * *

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেখ ইসমাইলের বিবাহের খরচ পত্রের জন্য আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই জন্য আমার দুইখানি নৌকা আপনার নিকট নিম্নলিখিত সর্ত্তে বন্ধক রাখিয়া ২৫০৲ টাকা কর্জ্জ লইলাম। যে পর্য্যন্ত সমস্ত টাকা মায় বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা হিসাবে সুদ সহ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে না পারি সে পর্য্যন্ত উক্ত নৌকা দুখানি কাহাকে বিক্রয় বা কোন প্রকারে দায় সংযোগ করিতে পারিব না। এতদর্থে নগদ ২৫০৲ টাকা

(১) ইহা ৸৹ আনার ষ্ট্যাম্পের উপর লিখিয়া দিতে হইবে এবং রেজিষ্টারী ফি E fee ২৲ টাকা মাত্র। ইহা ৪নং A বহিতে নকল হইবে।

নিম্নলিখিত জায়মত বুঝিয়া পাইয়া এই নৌকাবন্ধকি খতপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি (১)

(৩৬)

অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকনামা।

(প্রকারান্তর)

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * * ইত্যাদি।

কস্য ছাপাখানার সদখল বন্ধকনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।

আমি জেলা হুগলীর অন্তর্গত প্রতাপপুর থানার এলাকাধীন রামধন মিত্রের গলির ১০নং বাটীতে "বিশ্বসখা" নামে একটী প্রেস চালাইতেছিলাম; কিন্তু নানা কারণে সুবিধা মত কার্য্য পরিচালনে অক্ষম হওয়ায় অনেকের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। উক্ত ঋণ সমূহ পরিশোধ না করিলে নালিশ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া অদ্য তারিখে আপনার নিকট উক্ত বিশ্বসখা প্রেস ও তদসংক্রান্ত টাইপ র‍্যাক, ইঙ্ক টেবল প্রভৃতি নিম্নলিখিত জায়মত সমস্ত দ্রব্যাদি বন্ধক রাখিয়া ২০০০৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া, আপনার বাটীতে উক্ত প্রেস মায় সাজ সরঞ্জাম রাখিয়া আপনার দখলে রাখিলাম। অদ্য হইতে তিন মাসের পর আপনার প্রাপ্য ২০০০৲ টাকা মায় মাসিক শতকরা ১৲ টাকা হারে সুদসহ পরিশোধ করিব, না করি আপনি আইনানুসারে উক্ত যাবতীয় আবদ্ধিয় সম্পত্তি

(১) কেহ কেহ ষ্ট্যাম্প আইনের ৬ প্রকরণ মতে ইহার ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করেন, কিন্তু আমার মতে তাহা হইতে পারে না। ইহার ষ্ট্যাম্প বন্ধকনামার ন্যায় হইবে। উক্ত ধারায় পূর্ব্বে hypothecation শব্দ ছিল এখন তৎপরিবর্ত্তে pawn or pledge বসিয়াছে। বন্ধকনামায় কেবল মাত্র দায় সংযুক্ত হয় (Fisher "mortgage" para 215) কিন্তু pledge বলিলেই সম্পত্তি বন্ধক গ্রহিতার দখলে দিতে হইবে। (Mortgage para 215, See also Donald V Suckling 1, R. I, Q. B, 594)

পূর্ব্বে শস্যাদি বন্ধক এই প্রকরণের অন্তর্গত ছিল। Note No 1280 5th June 1885) কিন্তু এখন তাহা ৪১ প্রকরণের অন্তর্গত।

গরু, গরুর গাড়ী প্রভৃতি সদখল বন্ধক দিলেও এই নিয়ম খাটিবে।

বিক্রয় দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশান প্রভৃতি কাহারও কোন দাবি দাওয়া থাকিবে না। ইতি (১)

অছিনিয়োগের ক্ষমতা পত্র।

(Appointment in Execution of a power)

(Art 7. Schedule 1)

মন্তব্য।

এইটী একটী জটীল ধারা। অনেকের ধারণা যে কোন সম্পত্তি দেব সেবায় অর্পণ করিয়া যে সেবাইত নিযুক্ত হয় তাহা এই ধারার বলে, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। ইহার আদর্শ দেখিলে অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। কাহারও মতে ইহা দেওয়ানি আদালত সংক্রান্ত একটী দলিল এবং তাহা কেবলমাত্র আদালতের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Indian Succession Act X of 1865) Sec. 56 লিখিত হইয়াছে "Where a man is invested with power to determine the disposition of property of which he is not the owner, he is said to have power to appoint such property. এখানে appoint

(১) ইহাতে অস্থাবর সম্পত্তি দখল দেওয়া হইল, সুতরাং ইহার ষ্ট্যাম্প ৬ প্রকরণের বিধান মত ১৩নং বিল অব এক্সচেঞ্জের ন্যায় হইবে। এই ২০০০৲ টাকার দলিলের ষ্ট্যাম্প হইবে ৩।৵০ টাকা মাত্র। যদ্যপি ৩ মাস মধ্যে টাকা দিবার অঙ্গীকার থাকে, তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র stamp duty দিতে হইবে। এই দলিলে সাক্ষী থাকিবে। যদ্যপি সাক্ষী পর্য্যন্ত না থাকে, তাহা হইলে ৬ প্রকরণের exemption মতে ইহা সাদা কাগজে লেখা পড়া হইবে।

রেজিষ্ট্রী—ইচ্ছা করিলে ইহার রেজেষ্টী হইবে। রেজিষ্ট্রী খরচা "এ" ফি দিতে হইবে। ইহা ৪নং B বহিতে নকল হইবে।

ment শব্দের অর্থ to fix, to settle, to determine বুঝাইবে। To designate to an office অর্থাৎ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত এ অর্থ ধরিবেন না। তবে কলিকাতার এটর্ণী মহাশয়েরা ইহার স্বতন্ত্র অর্থ করেন এবং তাঁহাদের অর্থানুযায়ী যে সকল দলিল লিখিত হয় তাহার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ; আমিও তাঁহাদের অনুমোদন করি। ইহাতে apointment of trustee or of property উভয়ই দেখিতে পাইবেন। আদালতে 'অছি' শব্দের অর্থ guardian বা trustee উভয়ই হয়।

(৩৭)

অছি নিয়োগ করিবার ক্ষমতা।

Appointment in execution of a power.

লিখিতং শ্রী ইত্যাদি।

আমি সপরিবারে তীর্থবাস মানসে আমার স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি আমার জীবিতকাল পর্য্যন্ত কিরূপভাবে পরিচালিত হইবে তাহার বন্দোবস্ত পত্র লিখিত পঠিত করিয়া রেজিষ্টারী করিয়াছি। কিন্তু সেই সমস্ত ভার কাহার উপর ন্যস্ত হইবে এবং কে সেই সমস্ত কার্য্যভার সুচারুরূপে পরিচালনে সক্ষম হইবেন বা কে সেই সমস্ত দায়িত্বসূচক ভার গ্রহণে ইচ্ছুক হইবেন তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে না পারায় ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিতে পারি নাই। অতএব জেলা ও থানা হুগলীর অধীন দেবানন্দ গ্রাম নিবাসী ৺তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীমান্ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এতদ্বারা ক্ষমতা দিতেছি (১) যে তিনি বৈষয়িক কার্য্য সমূহ সুচারুরূপে পরিচালনের উপযুক্ত লোক মনোনীত করিয়া তাঁহার উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিবেন। তিনি যাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন তাহা আমার পক্ষ হইতে

(১) মোক্তারনামার এ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে না ইহা স্বতন্ত্র ক্ষমতা। মোক্তারনামার বলে উইল রেজিষ্টারিও হইতে পারে না।

নিযুক্তের ন্যায় গণ্য হইবে এবং তাঁহার নিয়োগপত্র আমার বন্দোবস্ত পত্রের অংশস্বরূপ গণ্য হইবে। (১)

(৩৮)

বন্দোবস্ত বা অছিনিয়োগ পত্র।

(Appointment of trustee)

লিখিতং * * ইত্যাদি।

কস্য অছি নিয়োগপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।

আমার বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হওয়ায় আমি সস্ত্রীক ৺বৃন্দাবন ধামে এই ক্ষণভঙ্গুর

(১) দলিল সম্পাদনকারী ইচ্ছা করিলে যাহাকে এইরূপ ক্ষমতা দিবেন তাহার উপর তাঁহার বৈষয়িক কার্য্যের বন্দোবস্ত স্বয়ং না করিবার ভারার্পণও করিতে পারেন।

কেহ মনে করিতে পারেন যে আমমোক্তারনামাও যা বন্দোবস্ত পত্রও তা কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। মোক্তারনামার বলে কেহ দাতার অনুমতি ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারেন না করিলেও অসিদ্ধ; কিন্তু ট্রষ্টির ট্রাষ্ট সম্পত্তিতে যথেচ্ছ ব্যবহারে পূর্ণ ক্ষমতা আছে। See Smiles Equity, 341,

একটী স্ত্রীলোকের সম্পত্তি তাহার পিতা, স্বামী ও নাবালিকা কন্যা তুল্যাংশে প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকটির পিতা ও স্বামী আপনাদের অংশ হইতে প্রত্যেকে ১৫৲ টাকা করিয়া ৩০৲ টাকা নাবালিকা কন্যাটিকে দেন এবং এগ্রিমেণ্ট হয় যে নাবালিকার সম্পত্তি ও ৩০৲ টাকা নাবালিকার স্বামীর তত্বাবধানে থাকিবে এবং নাবালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি ঐ সমস্ত টাকা তাহার স্ত্রীকে পুনঃ সমর্পণ করিবেন। ইহা একরার নহে বন্দোবস্ত পত্র (Declaration of Trust.)

একজনের দুই স্ত্রীর গর্ভজাত দুইটী পুত্র ছিল, তিনি সম্পত্তি বিভাগ কালে এইরূপ অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে প্রথম পুত্রের পুত্র যাহার তৎকালে সেই সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব বা অধিকার বর্ত্তে নাই, তাহাকে কিছু দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পুত্রের নিকট সেই টাকা থাকে এবং নাবালক ভ্রাতুস্পুত্র সাবালক হইলে তাহাকে সেই টাকা দিবার কথা থাকে। কতক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতাও থাকে এবং সম্পত্তির অপরাংশ তাঁহার মৃত্যুর পর কি ভাবে ব্যয়িত হইবে তাহারও নির্দ্দেশ করা থাকে। সাব্যস্ত হইয়াছে ডিক্লারেসন অব ট্রাষ্টের জন্য ষ্ট্যাম্প এবং তদ্ব্যতীত বণ্টননামা ও নিরূপণ পত্রের (Settlement) জন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। See Madras Boards proceeding, No 1541 of June 1893

ষ্ট্যাম্প।—ষ্ট্যাম্প আইনের ১ তপশীলের ৭ ধারা মতে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

রেজিষ্টারি। (E) ই ফি লাগিয়া থাকে, বড় দলিল হইলে গীত ফি (N fee) দিতে হয়।

জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিবার মানস করিয়া আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির নিম্নলিখিত রূপ বন্দোবস্ত করিলাম।

আমার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী দাসী ও নাবালক পুত্র শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বসু ব্যতীত অন্য কো সন্তানাদি নাই। শ্রীমতী মনোমোহিনীকে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন [redacted]রিখে ২৮৯৫ নম্বর একখানি দানপত্র দ্বারা কতক সম্পত্তি দিয়াছি, এক্ষণে আমার যে সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত রায়না থানার এলাকাধীন দামিন্যা গ্রাম নিবাসী ৺বিমলাচরণ মিত্রের পুত্র আমার একমাত্র বৈবাহিক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়কে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিলাম। ট্রাষ্টি মহাশয়ের হস্তে আমার সমস্ত বিষয় পচািলনার ভার রহিল। আমি স্বয়ং যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম ছিলাম, ট্রাষ্টি মহাশয় আমার ন্যায় সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ ক্ষমবান হইলেন, আবশ্যক মত আমার হিতার্থে সম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধকপ্রদান বা অন্য কোন প্রকার কার্য্য করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিল। (১)

ট্রাষ্টি মহাশয় বিষয়ের আয় হইতে আমাকে মাসিক ৩০০৲ টাকা করিয়া ৺বৃন্দাবনধামে পাঠাইবেন এবং আমার কন্যাকে মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিবেন। গৃহ দেবতার পূজার নিমিত্ত মাসিক ২৫৲ নির্দ্দিষ্ট রহিল এবং * * গ্রাম নিবাসী আমার ইষ্টদেবতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত * * মহাশয়কে ৫০৲ টাকা ও স্বগ্রাম নিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত * * পুরোহিত মহাশয়কে বার্ষিক ৩০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিবেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় ও আপনার পারিশ্রমিক স্বরূপ বার্ষিক ৬০০৲ টাকা বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা আপনি যেরূপে রাখিতে ইচ্ছা করেন রাখিবেন। আমার নাবালক পুত্রের ২১বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে তাঁহাকে বা তদভাবে তাঁহার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তকে

---

(১) এই ক্ষমতা পত্রের বলে ট্রাষ্টি নিয়োগ করিতে হইলে ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম তপশীলের ৬৪ আর্টিকেল হতে ২২৷৹ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হয় ইহার রেজিষ্টারি হওয়া আবশ্যক অন্যথা তাহা কার্য্যকর হইবে না।

ট্রাষ্ট সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া আপনি অবসর লইবেন। এতদর্থে সুস্থদেহে স্বইচ্ছায় এই অছি-নিয়োগপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। (১)

জায় স্থাবর সম্পত্তি।

* * *

জায় অস্থাবর সম্পত্তি।

(৩৯)

নিয়োগ পত্র। (Appointment)

বিগত ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রেল তারিখে শ্রীআবদুল রহমন ও ত্বদীয় ভ্রাতা গইসদ্দিন আহম্মদ পিতার নাম ৺জানমহম্মদ খানসামা একখানি অর্পণনামা (Settlement) দ্বারা একটী ভজনামন্দির (mosque) প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফকির ইত্যাদি ভোজন ও অন্যান্য ধর্ম্ম-ক্রিয়া সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং উক্ত দেব-সেবাদি কার্য্যের জন্য আপনারা মাতোয়ালি নিযুক্ত হইয়া এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু অধুনা বার্দ্ধক্য হেতু উভয়েই কার্য্যে অপটু হওয়ায় তাঁহাদের সেই মাতোয়ালি কার্য্যের সুচারু সম্পাদন জন্য * * গ্রাম নিবাসী পীরের উপস্বত্বভোগী খোন্দকার দীন মহম্মদের পুত্র আবদুল গফুর তাঁহার সম্পত্তি ক্রমে উক্ত মাতোয়ালি পদে বরিত হইয়াছেন।

এক্ষণে এই দলিল দ্বারা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইল যে উক্ত আবদুল রহমান ও গইসদ্দিন আহম্মদের উক্ত ভজনামন্দির বা তৎসংক্রান্ত বিষয় সম্পত্তি যাহার আয়ে

---

(১) ১৮৮২ সালের ২ আইনের ৬ ধারা মতে এই দলিল সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঐ আইনের ৫ ধারা মতে ইহার রেজিষ্টারি হওয়া বিধেয়, নতুবা তাহা অসিদ্ধ হয়।

দলিলদাতা বা ট্রাষ্টি উভয়েই সম্পাদন করিতে পারেন।

অছিনিয়োগ পত্র ও একরারনামার প্রভেদ এই যে অছিনিয়োগ পত্রে সম্পাদনকারী নিজের কায্য করেন কিন্তু একরারনামায় তাহা হয় না। অছিনিয়োগ পত্র রহিত করা যায়, কিন্তু একরার নামা রহিত করা নিজের ইচ্ছামত হয় না।

বৈধ ক্রিয়াদি নির্ব্বাহিত হয় তৎসমুদয়ে তাঁহাদের যে ক্ষমতা ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ও নিঃসঙ্কোচে নব নিযুক্ত মাতোয়ালিকে বর্ত্তিল। এই ক্ষমতা অপরিবর্ত্তনীয় (irrevocable) হইবে, এবং আবদুল গফুর স্বয়ং বা পুত্র পৌত্রাদি ও ওয়ারিশ ক্রমে এই সম্পত্তি ও ধর্ম্মাদি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণ ও সম্পাদন করিবেন। ভবিষ্যতে উক্ত কার্য্যাদি সম্পাদনের বিধি ব্যবস্থা যাহা কিছু করিতে হয় সে সমস্ত ভার ও ক্ষমতা আবদুল গফুর সাহেবে বর্ত্তিল। ভবিষ্যতে এ বিষয় বা কার্য্যভার সম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর। এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছাক্রমে ও বিনা প্ররোচনায় এই নিয়োগপত্র সম্পাদিত হইল এবং নূতন মাতোয়ালি সাহেবও ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপনার্থ আমাদের সহিত একত্রে ও এক যোগে এই দলিলে সহি সম্পাদন করিয়া দিলেন * * * (১)

মূল্য নির্দ্ধারণ পত্র।

(Appraisement or Valuation)

(Art 8, Schedule I,)

মন্তব্য।

কোন মোকর্দ্দমায় আদালতের আদেশে যে মূল্য নির্দ্ধারণ পত্র সম্পাদিত হয় তাহা নহে। যে কোন লোক দ্বারা মূল্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে। হয়ত কোন লোক বণ্টননামা সম্পাদন করিবেন, তৎপূর্ব্বে পরস্পরের সম্পত্তির মূল্য কত তাহা নির্দ্ধারণ হওয়া আবশ্যক, এস্থলে সকলে মিলিয়া কোন ইঞ্জিনিয়ার, জহুরী বা অপর কাহাকেও একরারনামা বলে মূল্য নির্দ্ধারক appraiser নিযুক্ত করিতে পারেন। তিনি যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন তাহাই সকলকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। (See Aitkinson V Fell (5 M & S, 240,)

(১) ইহার ষ্টাম্প ২২॥• টাকা। ৬২ প্রকরণ ইহাতে খাটিবে না। তাহা a, b, c, উপধারা সংক্রান্ত বিধি জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। property অর্থে এখানে অস্থাবর সম্পত্তি যাহা a, b c তে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু এ দলিলখানি ৪নং বহিতে নকল হইবে। ভজনা মন্দির বা অন্য সম্পত্তি সংক্রান্ত কথা থাকিলেও তাহা অস্থাবর সম্পত্তির দলিলের মধ্যে গণ্য হইবে।

1 Madras Law Journal page 30.

(৪০)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল দত্ত
" " জহরলাল দত্ত
" " অমরলাল দত্ত

মহাশয়গণ বরাবরেষু—

আপনারা আমাকে আপনাদের স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার জন্য appraiser নিযুক্ত করায়, আমি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে, আপনাদের অভিপ্রায় মত ও একরারনামার বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া নিম্নলিখিতরূপ তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ক, খ, গ তপসীলে স্থাবর সম্পত্তি ও চ, ছ, জ তপসীলে অস্থাবর সম্পত্তির বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া নিম্নলিখিতরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম, আপনারা এক্ষণে আপনাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী সম্পত্তির বিভাগ বণ্টন প্রভৃতি করিয়া লইতে পারেন।

(ক) সম্পত্তির মূল্য	১০,০০০৲
(খ) সম্পত্তির মূল্য	৯৮০০৲
(গ) সম্পত্তির মূল্য	১১০০০৲
(চ) অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য	২৫০০৲
(ছ) ঐ ঐ	২৪০০৲
(জ) ঐ ঐ	২১০০৲

ইতি তারিখ * *

শ্রীব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী †

* অস্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ থাকিলেও তাহার চৌহদ্দি দিবার বিশেষ আবশ্যক দেখা যায় না। তবে দিলেই ভাল। ইহা রেজিষ্টরী করিতে হইলে ৪নং বহিতে নকল হইবে এবং E fee লইতে হইবে।

† স্বাক্ষর দলিলের নীচে থাকিলে কোন বাধা হয় না।

শিক্ষানবিশি চুক্তিপত্র।

(Apprenticeship deed.)

(Art 9. Schedule I.)

মন্তব্য।

বাণিজ্য বা কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিবার নিমিত্ত শিক্ষানবিশ বা চাকর রাখিলে তাহার সম্বন্ধে যে চুক্তিপত্র হয় তাহাকেই বলে। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে এই একরারনামা স্বাক্ষর করিতে পারেন।

(Act XIX of 1850.) The Apprentices Act ইহার প্রচার উদ্দেশ্য "for better enabling children, and especially orphans and poor children brought up by public charity to learn trades, crafts and employments, by which when they come to full age, they may gain a livelihood,"

ইহাতে বুঝা যায় নাবালকের চুক্তিই ইহার উদ্দেশ্য। নাবালকের দলিল রেজিষ্ট্রী হয় না ; কিন্তু এই নিয়মে সাবালকও এরূপ দলিল সম্পাদন করিতে পারেন।

ইহা চাকর থাকিবার বা টাকা লইয়া মজুরি করিবার একরার নহে। তাহা ৸০ আনার কাগজে সম্পাদিত হয়। ১১ আর্টিকেলের "আর্টিকেল্‌স্ অভ ক্লার্কসিপ পত্রও নহে। "Placed with any master to learn," যেখানে প্রসঙ্গ, সেইখানেই এই নিয়ম খাটিবে।

(৪১)

নমুনা।

সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থ জ্ঞাপন পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি শ্রী * * * পিতা * * ইত্যাদি কলিকাতা ২০১নং অপার চিৎপুর রোডস্থিত "আদরিণী" প্রেসে কার্য্য শিক্ষার জন্য উক্ত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত * * * মহাশয়কে এই অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিলাম যথা :—

১। অদ্য হইতে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত প্রেসে নিয়মিত প্রত্যহ উপস্থিত থাকিয়া আপনার আদেশমত কার্য্য শিক্ষা করিব।

২। সময় মধ্যে আমি অন্য কোথাও যাইতে পারিব না, যদি যাই দণ্ডবিধি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইব।

৩। কাজকর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষা করিলে আপনি যখন বিবেচনা করিবেন, তখন আমার বেতন নির্দ্ধারণ করিবেন। আপনি সে বিষয়ে যাহা বিহিত বিবেচনা করিবেন তাহার উপর আমার কোন কথা বলিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

ইত্যাদি।

কোম্পানী সমবায়ের নিয়মাবলী।

(Articles of Association of a Company,)

(Art 10, Schedule I.)

মন্তব্য।

সেয়ার বিক্রয় করিয়া যে সকল লিমিটেড কোম্পানী সংগঠিত হয় তাহাদের একটা নিয়মাবলী কোম্পানী সম্বন্ধীয় ১৯১৩ সালের ৭ আইনের (Indian Companies Act. VII of 1913) ১৭ ধারা অনুসারে রেজিষ্ট্রী হইয়া থাকে। এই রেজিষ্ট্রী কলিকাতা ভিন্ন অন্যত্র হয় না।

Article 10 ও article 39 সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রথমের ষ্ট্যাম্প ৫০৲ এবং দ্বিতীয়ের ৮০৲ কিন্তু উভয় দলিল একত্রে রেজিষ্ট্রী হইলে ষ্ট্যাম্প ৩০৲ টাকা। অর্থাৎ প্রথম যে ২৫৲ টাকা দেওয়া হয় তাহা বাদ যায়।

নমুনা

(৪২)

জামনগর দেশীয় ভাণ্ডার লিমিটেডের আর্টিকেল্‌স্ অব এসোসিয়েসন্ অর্থাৎ সংস্থিতি নিয়মাবলী।

(Articles of Association)

১। ভারতবর্ষীয় কোম্পানী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ৫ আইনের প্রথম তপশীলের টেবলের অবধারিত যে সকল বিধি অপরিবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তিত বা পরি-

বর্দ্ধিত রূপে নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল এবং তদ্ব্যতীত অন্য যে সকল বিধি নূতন বিধিবদ্ধ করা গেল তাহা এই কোম্পানির আর্টিকেলস্ অব্ এসোসিয়েসন্ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা আইনের বিধান মত অথবা কোম্পানি কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিবে।

২। কোম্পানী শব্দে "জামনগর দেশীয় ভাণ্ডার লিমিটেড" বুঝাইবে।

৩। এই কোম্পানীর কার্য্যাদি বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সন ও মাসানুসারে নির্ব্বাহিত হইবে।

৪। এই কোম্পানীর কর্ম্মচারী শব্দে কোম্পানীর কার্য্য চালাইবার বেতন-ভোগী ও অবৈতনিক যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদিগের সকলকেই এবং ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী শব্দে কেবল ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর ও সেক্রেটারীকে বুঝাইবে।

৫। স্বাক্ষর করা শব্দে চিহ্ন দেওয়াও বুঝাইবে।

৬। পুরুষবাচক শব্দে স্ত্রীলোকদিগকেও বুঝাইবে।

৭। এক বচন শব্দে বহুবচন ও বহুবচন শব্দে একবচন বুঝাইবে।

৮। স্পেশ্যাল ও একষ্ট্রা অর্ডিনারী রেজলিউসন্ শব্দে কোম্পানী বিষয়ক আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থ বুঝাইবে।

১০। ডিরেক্টরগণ উচিত মনে করিলে এই কোম্পানির সমস্ত মূলধন সংগ্রহ না হইলেও তাহার কতকাংশ লইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন এবং ডিরেক্টরগণ ঐ অংশ যাহাকে যাহাকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেন তাহাদিগকে দিবেন। ঐ সমস্ত অংশ ডিরেক্টরগণের আয়ত্বাধীনে থাকিবে।

১১। অংশীদারগণ যত অংশ লইবেন তাহার মূল্য ডিরেক্টরগণ আবশ্যক অনুসারে একযোগে বা নগদ আদায় করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক অংশীদার কোম্পানীর ব্যয়ে কোম্পানীর সাধারণ মোহরযুক্ত একখণ্ড সার্টিফিকেট পাইবেন। গৃহীত অংশের সংখ্যা ও প্রদত্ত টাকার পরিমাণ ঐ সার্টিফিকেটে লিখিত থাকিবে ও তাহা একজন বা ততোধিক ডিরেক্টর কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

সালিসী বা মধ্যস্থের মীমাংসাপত্র।

(Award)

(Art, 12, Schedule 1,)

মন্তব্য।

আমাদের এই মোকর্দ্দমা প্রধান দেশে "সালিস" কাহাকে বলে তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। সালিসের ইংরাজি বোল্ (arbitrator) মধ্যস্থ (umpire) এবং মধ্যস্থ যাহা চূড়ান্ত বলিয়া মীমাংসা করিয়া দেন তাহাকে Award বলে এই সকল Awardকে private award কহে। Land acquisition আইনানুসারে যে award হয়, তাহার ষ্ট্যাম্প কস্থম নাই। (See Sec, 51 Act I, of 1894) সালিসরা মতভেদ সময় যে মধ্যস্থ মান্য করে তাহার জন্য ষ্ট্যাম্প কস্থম দিতে হয় না। (4 Taunt 704) যে award দ্বারা সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় তাহাতে বিভাগ পত্রের (partition deed) ন্যায় ষ্ট্যাম্প কস্থম দিতে হইবে। কেহ কাহাকেও পত্র দ্বারা সালিস হইতে অনুরোধ করিলে তাহার ষ্ট্যাম্প কস্থম নাই। (I,L, R, 19 Bom, 32)

(৪৩)

সালিসের মীমাংসাপত্র।

শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।

কস্য সালিশের মীমাংসা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।

আপনারা উভয় ভ্রাতায় একরারনামা দ্বারা বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সালিস মান্য করায় আমরা উভয়ে আপনাদের বাচনিক ও দলিলাদির প্রমাণ লইয়া এইরূপ মীমাংসা করিয়া দিলাম যে, আপনি শ্রী (অমুক) তপশীলের লিখিত (ক) চিহ্নিত সম্পত্তি সমূহ পাইলেন এবং আপনি শ্রী (অমুক) (খ) চিহ্নিত সম্পত্তি সমূহ এবং (গ) চিহ্নিত অস্থাবর সম্পত্তি পাইলেন। অমুক ও অমুক জেলার জজ আদালতে এবং কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টে যেসকল মোকদ্দমা দায়ের আছে তৎসম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করা গেল যে, * * ইত্যাদি। আমরা যেরূপ নিষ্পত্তি

করিয়া দিলাম, তাহাতে আপনারা কেহ কখন কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না, বা করিলেও একরারনামার সর্ত্তে তাহা সম্পূর্ণভাবে আদালতে অগ্রাহ্য হইবে। (১) ইতি * *

(৪৪)

সালিসের মীমাংসাপত্র।

(প্রকারান্তর)

মহামহিম শ্রী * * * ইত্যাদি ও শ্রী * * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * * ইত্যাদি ও শ্রী * * * ইত্যাদি।

আপনারা উভয়ে আমাদিগকে আপনাদের সম্পত্তি বিভাগ ও বণ্টন করিয়া দিবার জন্য মধ্যস্থ করায় আমরা নিম্নলিখিতরূপে তাহা নিষ্পন্ন করিয়া দিলাম। আপনারা সকলে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে আমাদের মধ্যস্থতায় বাধ্য রহিলেন, তাহাতে কোন অন্যথা করিতে পারিবেন না করিলেও তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে।

১। "ক" চিহ্নিত সম্পত্তি আপনি শ্রীঅমুক পাইবেন।

২। "খ" চিহ্নিত সম্পত্তি আপনি শ্রীঅমুক পাইবেন। (২) ইত্যাদি।

তপশীল।

(ক) * *

(খ) * * ইত্যাদি

(১) ষ্ট্যাম্প আইনের ১২ প্রকরণ মতে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

রেজিষ্টরী। ই, ফি ২৲ টাকা।

(২) ইহার ষ্ট্যাম্প প্রথম তপশীলের ১২ সিডিউল মতে না হইয়া ষ্ট্যাম্প আইনের ২১ ধারার ৪৫ প্রকরণ অনুসারে অংশনামায় সম্পত্তির মূল্যের উপর ১৫নং তমসুকের তুল্য অংশনামার ষ্ট্যাম্প মাশুল দেয়।

রেজেষ্টারি "এ" ফি দিতে হইবে।

(৪৫)

সালিসের মীমাংসাপত্র। (Award)

জেলা হুগলীর দ্বিতীয় সবজজ বাহাদুর

সমীপেষু।

বাদী প্রতিবাদী

১৮৭৫ সালের ২০২ নং মোকর্দ্দমা।

নিঃ স্বাক্ষরকারী সালিশগণের নিবেদন এই যে, উক্ত আদালতের ২রা মে তারিখের ৫৬৮ নং পত্রের মর্ম্মানুযায়ী আমরা সকল সালিশ একত্র হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমা উভয়পক্ষের উপস্থিতে এবং সাক্ষীগণের জবানবন্দী গ্রহণে নিম্নলিখিত রূপে নিষ্পন্ন করিলাম, যথা—

১। * *

২। * * ইত্যাদি।

শেষে মোকর্দ্দমার খরচা কোন পক্ষ দিবে বা উভয় পক্ষের খরচা উভয় পক্ষ দিবে ইত্যাদি যাহা লিখিতে হয় লিখিয়া সালিশগণ সহি করিবেন ও সম্পত্তির তারিখ লিখিয়া আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। (১)

(৪৬)

মধ্যস্থের মীমাংসাপত্র।

লিখিতং শ্রীরামলাল মিত্র পিতা ৺রামধন মিত্র নিবাস হালিসহর জাতি কায়স্থ পেশা জমিদারী, থানা ও সবরেজেষ্টী নৈহাটী, জেলা ২৪ পরগণা (প্রথম পক্ষ) ও শ্রীহরলাল মিত্র পিতা ৺রামধন মিত্র নিবাস হালিসহর জাতি কায়স্থ, পেশা জমিদারী (দ্বিতীয় পক্ষ) এবং * * * ইত্যাদি। (সালিশ) (তৃতীয় পক্ষ ও * * * * ইত্যাদি (সালিশ) (চতুর্থ পক্ষ) এবং * * ইত্যাদি (সালিশ) (পঞ্চম পক্ষ)

(১) ষ্ট্যাম্প আইনের ১২ ধারা মতে ইহার ষ্ট্যাম্প হইবে। ইহাতে আদালতের সহি মোহর হইলে ডিক্রীর ন্যায় গণ্য করা হইবে।

সন ১৯০৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের একরারনামা দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষকে সালিশ মান্য করায় সালিশগণ প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের সমস্ত প্রমাণাদি গ্রহণ করেন; কিন্তু উভয়ের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পঞ্চম পক্ষকে মধ্যস্থ মান্য করেন। উক্ত মধ্যস্থ মহাশয় চতুর্থ পক্ষের মীমাংসার সহিত একমত হওয়ায় তাঁহার মধ্যস্থতাই প্রবল হইল এবং নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল যে প্রথম পক্ষ (ক) তপশীল লিখিত সম্পত্তি পাইলেন এবং দ্বিতীয় (খ) চিহ্নিত সম্পত্তি পাইলেন এবং আরও নির্দ্দিষ্ট হইল যে প্রথম পক্ষ যে সকল মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন তাহা উঠাইয়া লইবেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দ্বিতীয় পক্ষকে ৪০০৲ টাকা দিবেন। (১) ইত্যাদি।

(৪৭)

বিল অফ এক্সচেঞ্জ।

(Bill of Exchange.)

(Art. 13 Schedule I.)

মন্তব্য।

ব্যবসা উপলক্ষে ইহার প্রচলন। আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ না লিখিয়া কতকগুলি হুণ্ডি প্রভৃতির আদর্শ দিলাম। প্রকৃত বিল যাহা ব্যাঙ্কে প্রচলিত তাহা সাধারণতঃ ইংরাজিতে লিখিত ও সম্পাদিত হইয়া থাকে। (২)

(১) সালিশ (**Arbitrator**) এবং মধ্যস্থ (Umpire) যেখানে সালিশদিগের মতভেদ হয়, সেখানে মধ্যস্থ নিয়োগ করিতে হয় এবং মধ্যস্থের মতানুসারে মীমাংসা হয়। See Civil **Procedure Code.**

ইহার ষ্টাম্প অংশনামার ন্যায়। রেজিষ্টারিও তদ্রূপ।

(২) চাহিবামাত্র দিবার সর্ত্ত থাকিলেই হ্যাণ্ডনোট বলিয়া গণ্য হইবে এবং ৴০ আনার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হইবে। হ্যাণ্ডনোটে সুদের কথা উল্লেখ থাকিলে তাহার জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। হ্যাণ্ডনোটে প্রায় সাক্ষী থাকে না। চাহিবামাত্র দিবার কথা না থাকিলে, বা সাক্ষ্য থাকিলে তাহা তমসুক বলিয়া গণ্য হইবে। হ্যাণ্ডনোটে সাক্ষী থাকিতে পারে যদি তাহাতে "bearer or order" দুইটি থাকে অর্থাৎ "আপনি অথবা আপনার আজ্ঞাপ্রাপ্ত লোককে দিব।" তাহা ত সাক্ষী থাকিবে অন্যথা জরিমানা হয়। হ্যাণ্ডনোটের নমুনায় তাহার বিশেষ উল্লেখ রহিল।

(৪৮)

বরাতি চিঠি।

শ্রীযুক্ত বাবু কিষণচাঁদ আগড়ওয়ালা।

মোঃ কাণপুর, মহাশয় বরাবরেষু।

কলিকাতা জানবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরগোবিন্দ বসু মহাশয় ৺বৃন্দাবন ধামে যাইতেছেন, তাঁহার আবশ্যক মত যত টাকার প্রয়োজন আপনার উপর দর্শনী হুণ্ডী কাটিবেন। (১) আপনি ঐ দর্শনী হুণ্ডী প্রাপ্তমাত্র তাঁহাকে টাকা দিবেন এবং আমাদের কার্য্যের হিসাবে খরচ লিখিবেন।

শ্রীরামদয়াল ব্রজকিশোর।

---

(১) সচরাচর যাহাকে সমাচারী, বরাতী এবং কিফারিসি চিঠি বলিয়া থাকে তদ্রূপ চিঠি ব্যবহার করিয়া কোন কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল ফাঁকি দেওয়া হইয়া থাকে, একথা বোর্ড অবগত হইয়াছেন। এই সমস্ত চিঠির যে সকল নমুনার বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে যথা :—

১। প্রকৃত সমাচারী চিঠি। ইহার উপর ১৮৯৯ সালের ২ আইনের কোন বিধান অনুসারে ষ্ট্যাম্প রসুম দিতে হয় না।

২। বরাতী চিঠি যত টাকা হউক, উহার উপর ১৮৯৯ সালের ২ আইনের ২ তপশীলের ৪১ দফা অনুসারে এক আনা ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়।

৩। হুণ্ডী বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ। ইহার উপর ১৮৯৯ সালের ২ আইনের ১ তপশীলের ১৩ দফা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হারে মাশুল দিতে হয়।

শেষোক্ত দুই শ্রেণীর সহিত প্রথম শ্রেণীর প্রভেদ স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা তত স্পষ্ট নয়। বোর্ডের মতে প্রধান প্রভেদ এই যে বরাতী চিঠিতে ঠিক কত টাকা দিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ থাকে না। (যত টাকা পর্য্যন্ত ধার দেওয়া যাইতে পারিবে ইহার নির্দ্দেশ থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে) কিন্তু হুণ্ডীতে ঠিক কত টাকা দিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ থাকে।

টাকার কথা উল্লেখ না থাকিলে যত টাকা হুণ্ডীর দ্বারা লওয়া হয় বরাত পত্র প্রেরককে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয়। এরূপ পত্রের জন্য কোন প্রকার ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হয় না।

(৪৯)

হুণ্ডী।

শ্রীযুক্ত বাবু কিষণচাঁদ আগড়ওয়ালা।

মোঃ কাণপুর, মহাশয় বরাবরেষু।

কলিকাতা জানবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরগোবিন্দ বসু মহাশয় ৺বৃন্দাবন বাসী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়কে দিবার জন্য আমাদের নিকট ১০০০৲ টাকা জমা দিয়াছেন। উক্ত বরদাপ্রসাদ বাবু চাহিলে বা তাঁহার অর্ডারক্রমে ঐ টাকা দিবেন এবং উহা আমাদের হিসাবে খরচ লিখিবেন। ইতি

শ্রীরামদয়াল ব্রজকিশোর।

(৫০)

হুণ্ডী।

(প্রকারান্তর)

শ্রীযুক্ত বাবু কিষণচাঁদ আগড়ওয়ালা।

মোঃ কাণপুর, মহাশয় বরাবরেষু।

পত্রবাহক শ্রীযুক্ত * * বা তিনি কাহাকেও ইহাতে পৃষ্ঠলিপিক্রমে অর্ডার করিলে, তাঁহাকে এই পত্র পাঠমাত্র ১০০০৲ টাকা দিবেন এবং ঐ টাকা আমাদের হিসাবে খরচ লিখিবেন। ইতি

শ্রীরামদয়াল ব্রজকিশের।

(৫১)

হুণ্ডী।

(প্রকারান্তর)

শ্রীযুক্ত বাবু কিষণচাঁদ আগড়ওয়ালা।

মোঃ কাণপুর মহাশয় বরাবরেষু।

কলিকাতা * * নং বলরাম দের ষ্ট্রীট নিবাসী বাবু * * সদর মোকামের কুঠীতে ১০০০৲ টাকা জমা দেওয়ায় এই দর্শনী হুণ্ডী তাঁহাকে দিয়া আদেশ

করা যায় যে, আপনি ইহা পাইবামাত্র উক্ত বাবু মহাশয় যাঁহাকে বরাত করিবেন তাঁহাকে ১০০০৲ টাকা এই হুণ্ডীর পৃষ্ঠে টাকা প্রাপ্তির দস্তুর মত রসিদ লইয়া দিবেন। ইতি (১)

শ্রীরামদয়াল ব্রজকিশোর।

(৫২)

তমস্থক (Bond)

(Art 15 Schedule I.)

মন্তব্য।

হ্যাণ্ডনোটে কেবল টাকা পাইবার স্বীকারোক্তি থাকে, কিন্তু তমস্থকে টাকা কর্জ্জ লইলাম লিখিত হয়। হ্যাণ্ডনোটে তাহা লিখিলে তাহা তমস্থক মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

(১) তমস্থক শব্দে—

(ক) যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এই নিয়মে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন যে নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্য করা গেলে কিম্বা স্থলভেদে না করা গেলে ঐ নিবন্ধন ব্যর্থ হইবে সেই নিদর্শনপত্র।

ইহাতে অনেকে মনে করেন যে, এই বিধানের মর্ম্মানুসারে একবারে তমস্থকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয় কিন্তু তাহা নহে। "কোন কার্য্য করা গেলে" অর্থাৎ মনে করুন যদি সর্ত্ত থাকে যে "প্রজার দেয় খাজনা তামাদি করিলে জামিনী টাকা হইতে সেই টাকা মায় খরচা আদায় হইবে।" সুতরাং গোমস্তা খাজনা তামাদি হইতে দিলে তিনি তাহার দায়ী, কারণ উক্ত ব্যাখ্যানুসারে তিনি নিয়ম ভঙ্গ করিতেছেন। এখানে যে কার্য্য করা নিষেধ তাহা করা হইতেছে, সুতরাং নিবন্ধ ব্যর্থ হইল না। আর "না করা গেলে" অর্থাৎ দলিলে আছে, "টাকা তছরূপ করিলে সমস্ত টাকা মায় খরচা দিতে হইবে" সুতরাং তছরূপ না করা গেলে নিবন্ধ ব্যর্থ হইতেছে।

---

(১) বহুকাল হইতে আমাদের দেশে হুণ্ডীর প্রচলন আছে। মুসলমানদের আমলেও ছিল। শেঠিরাই হুণ্ডীর কারবার করিতেন, এখন অনেক বাঙ্গালীতে করিয়া থাকেন। ব্যাঙ্কওয়ালারা হুণ্ডী ক্রয় বিক্রয় করে। বিলাতে হুণ্ডী যায়, তাহাকে draft বলে আমাদের দেশী হুণ্ডীও ব্যাঙ্কওয়ালা আদায় করিয়া দেন তাহার জন্য কমিশন লইয়া থাকেন।

(খ) চাহিবামাত্র (on demand) অথবা বাহকের (bearer) নিকট দেয় নয়, সাক্ষীর স্বাক্ষরিত এমন যে নিদর্শন পত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য কাহাকে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহা—(ইহাই সাধারণ তমস্থকের কথা।)

(গ) উক্ত মতে স্বাক্ষরিত যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য কাহার নিকট শস্য বা কৃষিজাত অন্য দ্রব্য অর্পণ করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন, তাহাও বুঝাইবে।

ইহাও সাধারণ তমস্থকের কথা। (খ) দফায় টাকার কথা লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে অর্থাৎ (গ) দফায় শস্য বা কৃষিজাত দ্রব্যের কথা লেখা হইয়াছে। তমস্থক, টাকা লইয়াও হয় এবং শস্যাদি লইয়াও হয়; তাহাই এই দুই দফায় বর্ণিত হইয়াছে। শস্যাদি লইলে তাহার সেই দিনের বাজার দর ধরিয়া ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। স্থদ শস্যে দেওয়া চলে। (I. L. R. 7. Bom. 134.)

তমস্থকে যে টাকা কায়দা করা হয় তাহার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হয় "আমাদের ১০০৲ টাকা দেনা আর ১০০৲ টাকা মোট স্থদ দিব।" এখানে ২০০৲ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (I. L. R 26 Cal, 173.)

"নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিব, না করিলে ৫ দফার টাকা ক্ষতিপূরণ করিব।" ইহা এগ্রিমেণ্ট (I. L. R. 2 All 659)

"এতদিন রংঙ্গের কাজ করিব, না করি ১০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ করিব।" ইহা এগ্রিমেণ্ট (I. L. R. 14 Mad 18.)

(৫৩)

তমস্থক (Bond)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় * * ইত্যাদি

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পিতা * * ইত্যাদি। কস্য তমস্থক পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ও আমি শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আমার কনিষ্ঠা ভ্রাতুষ্কন্যা উক্ত শ্রীমতী প্রিয়ম্বদার শুভ বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মহাশয়ের নিকট কোম্পানী ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা কর্জ্জ

লইলাম, ইহার সুদ মাসিক ফি শতে ১৲ এক টাকার হারে দিব। (১) আগামী সন ১৩০২ সালের ফাল্গুন মাসে মায় সুদ সমুদয় টাকা পরিশোধ করিব। যদি কোনও গতিকে উক্ত সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে না পারি, তবে ঐ সময়ের পর ও সমস্ত টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত হারে সুদ ও সুদের সুদ চলিতে থাকিবে। আর যদি একেবারে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে না পারি তবে যখন যে টাকা আদায় দিব তাহা প্রথমতঃ সুদের পাওনায় ওয়াশীল যাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে আসলে ওয়াশীল যাইবে। আপনার সুদের টাকা বাকী থাকিতে কখনও আসলে মুসমা পাইব না। আর এই টাকা মহাশয়কে যখন যত আদায় দিব, এই তমসুকের পৃষ্ঠে ওয়াশীল পাড়াইয়া দিব। পৃষ্ঠের ওয়াশীল ভিন্ন অন্য কোন আপত্তি করিতে পারিব না, বা করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। (২) এতদর্থে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া এই তমসুক লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৯ সাল ২২শে আশ্বিন।

---

(১) সুদের সুদ লইবার কল্পনা থাকিলে এইরূপ লিখিত হইবে যথা "যদি ক্রমিক ৩ মাসের সুদ ৬ মাস বা ১ বৎসর যাহা ইচ্ছা) বাকী পড়ে তাহা হইলে উক্ত সুদ আসলে গণ্য হইয়া তাহার উপরও মাসিক শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে সুদ চলিবে।

(২) এই সর্ত্তে যে খাতক বাধ্য হইবে তাহা নহে। খাতক রসিদ লইয়া বা অন্য কোন প্রকার টাকা দিলে সে টাকা খতের পৃষ্ঠে ওয়াশীল হয় নাই বলিয়া তিনি দায় হইতে যে অব্যাহতি পাইবেন তাহা নহে, তবে উভয় পক্ষের সুবিধা বলিয়া ইহার সমধিক প্রচলন।

"আমি আপসে টাকা না দিলে আপনি নালিশাদি দ্বারা আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আপনার প্রাপ্য মায় সুদ সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমি বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত কাহারও কোন আপত্তি চলিবে না।" ইত্যাদি সর্ত্ত সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক, কারণ এ সর্ত্ত না থাকিলেও সম্পত্তি ক্রোকের কোন বাধা হয় না এবং সর্ত্ত থাকিলেও কোন বিশেষ ফললাভ নাই।

তামাদি সম্বন্ধে কথা :—

১। তমসুকের টাকা পরিশোধের কড়ারের তারিখের পর ৩ বৎসর অন্তে তামাদি হয়। কড়ার মধ্যে মহাজন নালিশ করিতে পারেন না।

(৫৪)

তমস্থক (Bond.)

(প্রকারান্তর।)

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য বাড়িধানের তমস্থক পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমরা তিন সহোদরে আমাদের সাংসারিক অভাব জন্য আপনার নিকট ১০০/ মণ ধান্য কর্জ্জ লইলাম। মোট ধান্যের উপর প্রতিবর্ষে ২০/ মণ ধান্য সুদ স্বরূপ দিব। আগামী মাঘ মাসে মায় সুদ সমস্ত ধান্য পরিশোধ করিব। যদি না করি তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত পরিশোধ না হয় সে পর্য্যন্ত উক্ত হিসাবে সুদ দিতে বাধ্য থাকিব। তাহাতে আমরা বা আমাদের উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশান প্রভৃতি কেহ কখন কোন প্রকার ওজর আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না, করিলে তাহা নামঞ্জুর হইবে। অদ্য তারিখে উক্ত ধান্যের বাজার দর মণ প্রতি ৷৵০ আনা। ধান্যে যদ্যপি ঋণ পরিশোধ করিতে অকৃতকার্য্য হই তাহা

২। তমস্থকের টাকা পরিশোধের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় উল্লিখিত না হইলে দলিল লিখিয়া দেওয়ার তারিখ হইতে তিন বৎসর পরে তামাদি হইবে।

৩। রেজিষ্ট্রী করা নির্দ্ধারিত সময় বিহীন তৎস্থক ছয় বৎসর পরে তামাদি হয়। এরূপ দলিলে সময় নির্দ্ধারিত না থাকিলে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর ছয় বৎসর পক্ষে তামাদি হইয়া থাকে।

৪। তামাদি হইবার পূর্ব্বে খাতক যদি সুদ বা আসল বাবৎ কিছু টাকা ওয়াশীল দেন, তাহা হইলে সেই ওয়াশীলের তারিখ হইতে ৩ বৎসর পরে তামাদি হইবে। রেজেষ্ট্রীযুক্ত তমস্থকে ছয় বৎসর সময় পাওয়া যায়। যতবার টাকা ওয়াশীল পড়িবে ততবার নূতন করিয়া তামাদির কাল গণনা হইতে থাকিবে, কিন্তু সাধারণতঃ তামাদির পূর্ব্বে নূতন করিয়া লেখা পড়া করিয়া লওয়াই হইয়া থাকে।

৫। তামাদির পরে ওয়াশীল দিলে তাহা কোন প্রকার কার্য্যকর নহে। ওয়াশীল দেনাদারের নিজের কিম্বা তাঁহার কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হস্তাক্ষরে হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা তদ্দ্বারা তামাদি রক্ষা হয় না। তামাদি রক্ষার নিমিত্ত মহাজন অনেক সময় নিজে বা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা কিছু না পাইয়াও পাড়াইয়া লইতেন, সেইজন্য এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

রেজিষ্টারি।—তমস্থক যত টাকার হউক রেজিষ্ট্রী করা পক্ষগণের ইচ্ছাধীন।

রেজিষ্টারি ফি।—(A fee) দিতে হয়।

ষ্ট্যাম্প।—ষ্ট্যাম্প আইনের ১৫ সিডিউল দেখুন।

হইলে যখন ঋণ পরিশোধ করিব তৎকালীন বাজার দর যাহা হইবে সেই হিসাবে দাম দিব। আর প্রকাশ থাকে যে আমরা তিন সহোদরে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ভাবে ধান্য লইলাম। অর্থাৎ আমি শ্রী * * লইলাম ৩০/ মণ, আমি শ্রী * * ৩০/ মণ, এবং আমি শ্রী * * ৩০/, অতএব পরিশোধ কালে আমরা আমাদের অংশ মত পরিশোধ করিব। (১) কিন্তু যদ্যপি এমন হয় যে আমাদের মধ্যে কাহারও উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা না থাকে বা ইচ্ছা করিয়া পরিশোধ করিতে তাচ্ছিল্য করে বা ফাঁকি দিবার চেষ্টা পায় বা দেয়, তাহা হইলে অপর দুই জনে বা একক অপর দুই জনের দেনা পরিশোধ করিতে আমরা প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম ও তাহাতে আমাদের ওয়ারিশগণ বাধ্য থাকিল। (২) এতদর্থে দলিলের লিখিত ধান্য সাক্ষীগণের সম্মুখে বুঝিয়া পাইয়া এই তমস্সুক পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি (৩)

(৫৫)

কিস্তিবন্দি তমস্সুক।

(Instalment Bond)

মহামহিম শ্রী * * * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * * * ইত্যাদি।

আমি ১৩৯৮ সালের বৈশাখ মাসে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আপনার নিকট হইতে তমস্সুক লিখিয়া দিয়া প্রতি শতে ২৲ টাকা হারে সুদ দিবার অঙ্গীকারে কোং ৩০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম। বৈষয়িক ও শারীরিক নানা প্রকার গোলযোগ বশতঃ এ পর্য্যন্ত আপনার সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে

(১) প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ভাবে বাধ্য হইতেছে বলিয়া ইহার ষ্টাম্প স্বতন্ত্র ভাবে দিতে হইবে। যথা ৸০ হিসাবে ত্রিশ মণের দাম ২২॥০ টাকা, সুতরাং প্রত্যেকের জন্য ।০ হিঃ ৸০ আনার ষ্টাম্প দিতে হইবে।

(২) ইহা ইনডেমনিটি বণ্ডের সত্ত, সুতরাং ইহার জন্য অতিরিক্ত ষ্টাম্প ৩০ সিডিউল অনুসারে দিতে হইবে।

(৩) রেজিষ্ট্রী ফি, (A vi.) ৸০ আনা (Cir, 5 of 1901) এবং ক্ষতি নিবৃত্তির জন্য ২৲ টাকা। মোট ২৸০ টাকা।

পারি নাই। অদ্য হিসাব মোকাবিলায় সুদ ও আসলে আপনার ৫৫০৲ টাকা পাওনা হইল। উক্ত টাকা এক্ষণে পরিশোধ করার ক্ষমতা না থাকায় এই কিস্তিবন্দি পত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত কিস্তিবন্দী অনুসারে আপনার প্রাপ্য টাকা আদায় দিব। কিস্তি খেলাপ করিলে মাসিক শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে কিস্তি খেলাপি সুদ দিব। যখন যত টাকা দিব, তাহা এই কিস্তিবন্দির পৃষ্ঠে ওয়াশীল পাড়াইয়া দিব। পৃষ্ঠের ওয়াশীল ব্যতীত অপর কোন প্রকার ওয়াশীলের আপত্তি করিতে পারিব না, যদি করি তাহা নামঞ্জুর। এতদর্থে পূর্ব্ব লিখিত তমসুক ওয়াপোস লইয়া এই কিস্তিবন্দি তমসুক পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ সন ১৩০১ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ। (১)

কিস্তিবন্দির জায়।

(৫৬)

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি বারুইপুর।

খত।

মহামান্য ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ১৯০৪ সালের ১০ আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত বারুইপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীর সভ্য আমি—

পিতা

সাকিম থানা বারুইপুর উপরোক্ত সমিতি হইতে অদ্য নগদ টাকা (কথায়) ঋণ লইলাম। ১৯ সালের মাসের- প্রথম / ষোড়শ দিবস হইতে এই টাকার উপর বার্ষিক শতকরা টাকা হারে সুদ দিব। আসল টাকা ও সুদ নিম্নলিখিত কিস্তি অনুসারে পরিশোধ করিব। যদি উপর্য্যুপরি দুই কিস্তি খেলাপি করি এবং যদি সমিতি আদালতের সাহায্যে এই ঋণের টাকা

(১) এইরূপ সর্ত্ত লেখা হইতে পারে- "আরও প্রকাশ থাকে যে কিস্তি খেলাপ করিলে কিস্তিবন্দির সর্ত্ত রহিত মতে সমস্ত কিস্তির টাকা আপনাকে এককালীন দিতে বাধ্য থাকিলাম। না দেই আপনি নালিশ দ্বারা সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তের কোন ওজর আপত্তি চলিবে না।

আদায় করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে সমুদয় কিস্তি খেলাপি বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনাদায়ী সমস্ত টাকার উপর প্রথম কিস্তি খেলাপের তারিখ হইতে অনাদায় কালতক শতকরা বার্ষিক * * টাকা হারে সুদ দিতে বাধ্য রহিলাম। এই ঋণের টাকা পরিশোধের পূর্ব্বে যদি আমি সভ্যপদ ত্যাগ করি তাহা হইলে আমার ঋণের সমুদয় টাকা এককালীন দেয় হইবে ও উপরোক্ত বর্দ্ধিত হারে সুদ সহ আসল সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিলাম। টাকা আদায় সম্বন্ধে সমিতির যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে বা ভবিষ্যতে যে সকল নিয়ম প্রচলিত হইবে তাহাতে আমি বাধ্য রহিলাম এবং তাহা এই খতের সর্ত্তরূপে গণ্য হইবে।

কিস্তি—

১।	২।
৩।	৪।
৫।	৬।

এই টাকা উদ্দেশ্যে খাটান হইবে। যদি ঐ উদ্দেশ্যে ঐ টাকা খাটান না হয় তবে এই খতের তারিখ হইতে এক মাসের পর চৌদ্দ দিবসের নোটীশে সুদ সহ সমুদয় টাকা এককালীন ফেরৎ দিতে বাধ্য রহিলাম।

উপরোক্ত সর্ত্ত সমূহে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের জামিনে এই খতের লিখিত সমুদয় টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া এই খত লিখিয়া দিলাম।

ইতি সন ১৯ সাল তারিখ।

স্বাক্ষর

পিতার নাম

নিবাস

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী জমীদারগণ সমবেত ও পৃথক পৃথক ভাবে এবং বিনা ওজর ও আপত্তিতে উপরোক্ত ঋণের পূরা টাকা উহার সুদ বা খেলাপী পেনাল্টী সুদ সহ সমুদয় টাকা আদায় করিতে এবং যে কোন খরচা হইবে তৎসমুদয় আদায় করিতে বাধ্য থাকিলাম। ইতি সন ১৯ সাল তারিখ।

১। নাম	২। নাম	৩। নাম।
পিতার নাম	পিতার নাম	পিতার নাম
সাকিম	সাকিম	সাকিম

এই টাকা আমাদের সাক্ষাতে প্রদত্ত হইল।

———————————সভাপতি।

———————————সুপারভাইজার (১)

(৫৭)

কিস্তিবন্দি তমস্থক।

(প্রকারান্তর)

কিস্তিবন্দি তমস্থকে যগুপি সম্পত্তি আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী তমস্থকের ন্যায় লিখিত হইবার পর লিখিতে হইবে যথা—"আমি উক্ত টাকার মাতব্বরীর জন্য লিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলাম, যে পর্য্যন্ত আপনার কিস্তিবন্দির দরুণ পাওনা সমস্ত টাকা মায় সুদ পরিশোধ না হয় সে পর্য্যন্ত আমি আবদ্ধীয় সম্পত্তি দান বিক্রয় বা কোন প্রকারে দায় সংযোগ করিতে পারিব না।"

কিস্তির টাকার যগুপি জায় থাকে তাহা হইলে তন্নিম্নে আবদ্ধীয় সম্পত্তির চৌহদ্দি দিতে হইবে। ইহার ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্ট্রী ও তামাদি সাধারণ তমস্থকের ন্যায়।

(৫৮)

সুদ সংযোগে তমস্থক।

আমি অদ্য তারিখে আমার বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ ১০০৲ টাকা কর্জ্জ লইলাম এবং অঙ্গীকার করিতেছি যে পরিশোধকালে আপনাকে সুদ ও আসলে মোট ২০০ টাকা দিব; এবং ইহাও প্রকাশ থাকে যে ৮ বৎসর মধ্যে আপনাকে

(১) ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট নোটিফিকেসন নং ২৫২০ মতে এই সকল দলিলের রেজিষ্টারি ফি দিতে হয় না। কিন্তু কমিশন ফি, সময় গতে রেজিষ্ট্রী ফি দিতে হয়। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট নোটিফিকেশন নং ৬২২০ মতে ইহার ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

এই টাকা পরিশোধ করিব, যদি না করি আপনি নালিশ দ্বারা সমস্ত টাকা আমার বা আমার ওয়ারিশানের নিকট আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। ইতি (১)

রহিতকরণের নিদর্শন পত্র।

Instrument of Cancellation.

Art 17 Schedule 1.

(মন্তব্য)

অনেক দলিলই রহিত অর্থাৎ cancel করা যায়, তবে কেবল যে দলিল দ্বারা সম্পত্তিতে স্বত্ব স্বামীত্ব বা অধিকার হস্তান্তরিত করেন তাহা রহিত করা যায় না। যথা—কোবালা, বন্ধকনামা, বিনিময় পত্র, বণ্টনপত্র ইত্যাদি। কিন্তু দানপত্র রহিত করা যায়। সম্পত্তিতে দখল না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে দাতার অধিকার থাকে, সুতরাং দান কৃত সম্পত্তিতে দখল না লওয়া হইয়া থাকিলে তাহা রহিত করা যায়। এরূপ দলিলের ষ্ট্যাম্প ৭৷৷০ টাকা। ইহার কম বেশী হয় না। রেজিষ্ট্রীর জন্য E fee ২৲ টাকা দিতে হয়। স্থাবর সম্পত্তির রহিতকরণ পত্র ১নং বহিতে নকল হয়, অস্থাবর সম্পত্তির ৪নং বহিতে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি দলিলের রহিতকরণের জন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং সেগুলি সম্পাদনকালে সেইমত ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। যথা—(১) নাদাবি (৫৫নং) বণ্টননামা রহিতকরণ না হইলেও সম-স্বত্বাধিকারী (co-owner) তাঁহার দাবী মাসিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির জন্য ত্যাগ করিতে পারেন। (I. L. R. 24 All. 372)

(২) নিরূপণ পত্র রহিতফরণ (58) (b)

(৩) ভোগানুমতি পত্র রহিতকরণ (Surrender of lease)(61)

---

(১) ইহার জন্য ২০০৲ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হইবে, কেননা এতদ্বারা ২০০৲ টাকা Secure করা হইতেছে। তমসুকে সম্পাদনকারীর প্রকৃত দায়িত্বের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। (I. L. R. 26 Cal 179.)

(৫৯)

দানপত্র রহিতকরণ পত্র।

(Cancellation of a deed of Gift)

আমি শ্রী * * পিতা * * নিবাস ইত্যাদি। এতদ্বারা জ্ঞাপন করিতেছি যে সন ১৮১২ সালে * * তারিখে আমার জামাতা শ্রী * * * কে একখণ্ড দানপত্র সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়া নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি দান করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তি দখল না করায় এবং হস্তান্তর আইনের বিধান মতে তাহা অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হওয়ায়, আমি এতদ্বারা উক্ত দানপত্র রহিত করিলাম এবং দানপত্র লিখিত সমস্ত সম্পত্তি যেমন আমার দখলে থাকিয়া ষ্টেটভুক্ত আছে উহা তদ্রূপই রহিল। উক্ত সম্পত্তিতে আমার জামাতা বা তাঁহার উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশান কাহারও কোন প্রকার দাবী দাওয়া রহিল না। ইতি

অর্পণনামা রহিত করণ।

(Revocation ef a deed of Trust)

(মন্তব্য)

সাধারণতঃ অর্পণনামাকে Trust deed বলে কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম settlement, কেননা ষ্ট্যাম্প ঐ ধারানুযায়ী লওয়া হয়। Trust deed কাহাকে বলে তাহা আমরা অছিনিয়োগ পত্রে (Declaration of Trust) দেখাইয়াছি। এই দুই প্রকার দলিলে সাধারণতঃ লোকে যে ভ্রম করিয়া থাকেন তাহা হইতে সতর্ক হইবেন। তবে Revocation of Trust এবং Revocation of Settlement উভয়েরই ষ্ট্যাম্প একই প্রকার।

Settlement সহজে রহিত করা যায় কিন্তু অছি নিযুক্ত হইলে তাহা রহিত করিতে হইলে আইনসঙ্গত কারণ থাকা আবশ্যক।

(৬০)

আদর্শ।

আমি শ্রী * * পিতা * * জাতি * * পেশা * * নিবাস * * সন ১৮৯১ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে গৃহদেবতা শ্রীশ্রীধর জিউর নিত্যনৈমিত্তিক সেবাদি এবং পার্ব্বনাদি উপলক্ষে যথাবিহিত নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন জন্য এক অর্পণনামা সম্পাদন করিয়া * * রেজেষ্ট্রী অফিসে তাহা রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। উক্ত অর্পণনামায় লিখিত হইয়াছিল যে আমি যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন আমিই সেবাইতরূপে দেব সেবাদি কার্য্য সম্পাদন করিব এবং আমার অবর্ত্তমানে আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীযুত * * মহাশয়ের পুত্র আমার পরম স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান রজনীকান্ত ঘোষ সেবাইতরূপে আমার ন্যায় সম্পূর্ণ স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলিকার হইয়া শ্রীশ্রীধরজিউর সেবাদি কার্য্য সম্পাদন করিবেন এবং ভবিষ্যতে তিনি উক্ত কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহাই সিদ্ধ হইবে। উক্ত সেবাদি কার্য্যের জন্য আমি নিম্নলিখিত তপশীল মত স্থাবর সম্পত্তি * * নম্বরের দশহাজার টাকার কোম্পানির কাগজ সমর্পণ করিয়াছি। কিন্তু সমস্ত সম্পত্তির দখলিকার আমিই আছি, উহাতে শ্রীমান্ রজনীকান্ত কোন দখল প্রাপ্ত হন নাই বা আমার হইয়া উক্ত সংক্রান্ত কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার কোন স্বত্ব এখনও জন্মে নাই বা জন্মিতে পারে না।

এক্ষণে বক্তব্য যে আমি আমার অবর্ত্তমানে উক্ত শ্রীমানকে আর সেবাইত রাখিতে ইচ্ছা করি না, কেন না আমার মৃত্যুর পর আমার পত্নী শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাসীকে সেবাইত নিযুক্ত করিতে বাসনা করায় শ্রীমান রজনী-কান্তকে যে ক্ষমতা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম তাহা রহিতকরণ একান্ত আব-শ্যক বলিয়া এতদ্বারা তাহা সম্পূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে রহিত হইল; আমি অর্পণনামা সম্পাদনের পূর্ব্বে এই সম্পত্তিতে যেরূপ দখলিকার ছিলাম তদ্রূপ রহিলাম। ইতি (১)

---

(১) ইহার ষ্ট্যাম্প 58 B মতে হইবে।

এই দলিল দ্বারা স্ত্রীকে ভবিষ্যত সেবাইত নিযুক্ত করা যায় না। আবার স্বতন্ত্র দলিল সম্পাদন করিতে হইবে।

অছিনামা রহিত করণ।

(Cancellation of a Declaration of Trust)

Specific Relief Act (I of 1877) ৩ ধারা দেখুন। তদ্ব্যতীত Indian Trust Act (II of 1882) ৩ ধারা দেখুন। অছিনিয়োগ পত্রের মন্তব্য পাঠ করিলে আরও অনেক বিষয় জানা যাইবে। ইহার আদর্শ নানারূপ হইয়া থাকে। কেন অছি নিয়োগ পত্র রহিত করা হইবে তাহার আইন সঙ্গত কারণ উল্লেখ করিয়া তবে দলিল লিখিতে হইবে। তাহা আইন সঙ্গত হইল কিনা তাহা কোন উকীলের সহিত পরামর্শ করিলেই ভাল হয়। আমরা একটী সাদা-সিদে আদর্শ নিম্নে দিলাম।

(৬১)

আদর্শ।

আমাদের পৈত্রিক বিষয়াদি নানা প্রকারে দায়গ্রস্ত হওয়ায় আমাদের হিতার্থ আপনাকে যথা নিয়মে অছিনিয়োগ করিয়া আপনার উপর সমস্ত কার্য্য ভার প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি নিয়মপত্রানুসারে কার্য্য করেন নাই এবং সেই নিয়োগপত্রের নিম্নলিখিত ধারার অপব্যবহার করিয়াছেন———

যথা—১। দফা   ২। দফা ইত্যাদি

অতএব দেখা যায় যে আপনাকে আর উক্ত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে সমূহ ক্ষতি হইবে, সুতরাং আপনাকে উক্ত কার্য্য হইতে রহিত (Cancel) করা গেল। এই রহিত করণ পত্র সম্পাদনের পর আপনি আমা-দের এষ্টেট সংক্রান্ত কোন কার্য্য করিলে আর আমরা তাহাতে কোনক্রমে বাধ্য হইব না। (ইত্যাদি) ইতি।

নীলামের সার্টিফিকেট।

(Certificate of Sale,)

(Art 18 Schedule I.)

(মন্তব্য।)

আদালতে ইহার নমুনা আছে এবং কেবল মাত্র আদালত কর্ত্তৃক উহার ব্যবহার হয় বলিয়া আর এ স্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ করা হইল না। (See

Section 209—303; 314, 316 and 304 to 327 of the Civil Procedure Code.)

সম্পত্তি ক্রেতা ষ্ট্যাম্পের দাম দিবে এবং আদালত মূল সার্টিফিকেটের নকল রেজেষ্ট্রী আফিসে পাঠাইবেন। আদত দলিলখানি ক্রেতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা রেজেষ্ট্রী না করিলেও চলে কিন্তু সার্টিফিকেটখানি নষ্ট হইয়া গেলে আর পাওয়া যায় না বলিয়া অনেক স্থলে ইহা রেজেষ্ট্রী হয়। (I. L. R. 5 All, 568) (F. B)

রেজেষ্ট্রী। আদালতের সহি হইবার ৪ মাস মধ্যে কোন সেল সার্টি-ফিকেট যগুপি ক্রেতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট রেজেষ্ট্রী আফিসে দাখিল করা হয় তাহা হইলে তাহার রেজেষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। Presentation endorsement লিখিত হইবার পর কেহ কেহ লেখেন "Admitted to registration under Sec, 17 Proviso XII." কেহ বা কেবলমাত্র লিখিয়া দেন 'Ordered that this document may be registered" নকল হইবার final endorsement লিখিত হয়।

বন্দোবস্ত পত্র।

(Compositon Deed)

(Art 22 Schedule I.)

(মন্তব্য)

খাতক মহাজনের হিতার্থ বা ঋণের টাকা বা ডিভিডেণ্ড দিবার জন্য অথবা স্বীয় ব্যবসায় মহাজনের তত্ত্বাবধানে পরিচালন জন্য যে দলিল লিখিয়া দেন তাহাকে "বন্দোবস্ত পত্র" কহে। ইহার ষ্ট্যাম্প ১২॥০ টাকা।

মহাজনের হিতার্থে তাঁহার নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দেওয়া দলিল "কোবালা" না হইয়া "বন্দোবস্ত পত্রের" ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হইবে বলিয়া হাইকোর্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন। (I. L. R. 16 Mad. 89.)

(৬২)

আদর্শ।

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * *

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য বন্দোবস্ত পত্র বা composition deed পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।

আমি বিগত ১৮১৭ সালের জুন মাসে আপনার নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হারে সুদে দশ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া Ray, Mullick & Co. নামে ব্যবসা চালাইতেছিলাম, কিন্তু বহুতর চেষ্টাতেও এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র পরিশোধ করিতে পারি নাই এবং ব্যবসায়েরও দিন দিন যেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে তাহাতে যে কখন আপনার টাকা পরিশোধ করিতে পারিব সে আশা নাই। আপনি দয়া করিয়া আমার ব্যবসায়ের সমস্ত দ্রব্যাদি মায় good-will এবং liability ও asset লইতে ইচ্ছুক হওয়ায় এবং আমি আপনার হিতার্থ সেই সমস্ত হস্তান্তর করিয়া এই বন্দোবস্ত পত্র লিখিত পঠিত ও সম্পাদন করিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে তাহাতে আর আমার কোন প্রকার দাবি দাওয়া রহিল না আমার পরিবর্ত্তে আপনি ওয়ারিশানক্রমে তাহার স্বত্বাধিকারী হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহারে ভোগ দখল করিতে থাকুন। ইতি। (১)

(৬৩)

(প্রকারান্তর)

গ্রহীতা। দাতা।

শ্রীযুক্ত * * * ইত্যাদি। শ্রী * * *

কস্য কম্পোজিসন ডিড অর্থাৎ বন্দোবস্ত পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি ইংরাজি ১৮৮০ সালে কলিকাতা * * নং পুরাতন চিনাবাজারে প্রায় ২৪,০০০৲ মুদ্রা ব্যয়ে একটী কাটা পোষাক ইত্যাদির দোকান করিয়া ব্যবসা চালাইতেছি। মধ্যে দোকানের দ্রব্যাদি কম থাকায় ইং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আপনার নিকট হইতে ১০০০০৲ টাকা, শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা সুদে কর্জ্জ লইয়া

(১) ইহা কোবালা নহে Composition deed, কিন্তু ষ্ট্যাম্প কোবালার ন্যায়।

বিলাতের প্রসিদ্ধ ব্যবসাদার জেরিমিয়া লায়ন কোং'র নিকট হইতে বিলাতী বনাত, সার্জ্জ প্রভৃতি নানাবিধ শীত বস্ত্র আনয়ন করিয়াছিলাম, অদ্য প্রায় ৩ বৎসর হইল উক্ত দশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিলেও তাহার সুদ বা আসল কিছুই আদায় দিতে পারি নাই। এক্ষণে আর টাকা না পাইলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না দেখিয়া আপনার সহিত নিম্নলিখিত মত বন্দোবস্ত করিলাম।

১। আপনি একজন বিশ্বাসী লোক দিবেন। তিনি দোকানের সমস্ত ভার গ্রহণ করিবেন। দোকানের চাবি ও বিক্রয়ের টাকা ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার জিম্মায় থাকিবে। উক্ত ব্যক্তি দোকান হইতে তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে বেতন পাইবেন।

২। প্রতি মাসে আপনার পাওনা সুদ ১০০৲ টাকা করিয়া তিনি আপনাকে দিবেন, বাকী যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে প্রতি মাসের শেষে তাহার শতকরা ২৫৲ টাকা আপনার পূর্ব্ব দেনায় বাদ যাইবে, বাকী আমায় বুঝাইয়া দিবেন।

৩। ইণ্ডেণ্ট করিবার সময় আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া ইণ্ডেণ্ট দিব। যে মাসে ইণ্ডেণ্টের টাকা দেওয়া হইবে সে মাসের শেষে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিলেও শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে আপনার পূর্ব্বের দেনায় উসুল পাইবেন।

৪। দোকানের দরুণ যাহা অপরের পাওনা আছে, তাহা বিক্রয়ের টাকা হইতে দেওয়া হইবে, বকেয়া আদায় প্রভৃতি সমুদয় টাকা তহবিলে জমা হইবে।

৫। আমি নিজ খরচ বাবদ প্রতি মাসে ১০০৲ টাকা করিয়া লইব, সুতরাং ঐ টাকা ও কর্ম্মচারিদের বেতন, বাড়ী ভাড়া ও আপনাদের সুদ ইত্যাদি বাদে প্রতি মাসে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা হইতে আপনার আসল দেনায় শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে বাদ যাইবে।

৬। প্রতি মাসে যাহা বাদ যাইবে তাহা প্রথমে আপনার পূর্ব্ব পাওনা সুদের দরুণ কাটিয়া, পরে আসলে বাদ যাইবে। আসলে যাহা বাদ যাইবে তাহার সুদও সেই পরিমাণ কমিয়া যাইবে।

৭। আপনার পূর্ব্ব পাওনা সুদ ও সুদের সুদ ১৫০০০৲ টাকা হইতেছে। এখন হইতে আর সে সুদের সুদ চলিবে না।

৮। যতদিন পর্য্যন্ত আপনার মায় সুদ সমস্ত টাকা পরিশোধ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই বন্দোবস্ত পত্রের সমস্ত সর্ত্ত প্রবল ও বলবৎ থাকিবে,' তাহাতে আমি বা আমার অবর্ত্তমানে আমার ওরারিশান বা অপর কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। (১) ইতি তারিখ * *

বিক্রয় কোবালা।

(Conveyance.)

(Art 23 Schedule I.)

(মন্তব্য।)

সমর্পণ পত্র (conveyance) শব্দে বিক্রয়ের সমর্পণ পত্রও বুঝাইবে এবং যে নিদর্শন পত্র ক্রমে কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় এবং যাহার সম্বন্ধে প্রথম তফশীলে বিশেষ করিয়া প্রকারান্তরে বিধান করা হয় নাই ; সেই নিদর্শন পত্রও ঐ শব্দের অন্তর্গত। একজনার সম্পত্তি অপরকে হস্তান্তর করাই সমর্পণ পত্র (I. L. R. 13 Cal, 43 । এবং কোন কারবারের কোন অংশীদার অপরের সাপক্ষে আপন অংশ ত্যাগ করা বিক্রয় কোবালা। (I. L. R. 2 Ex. 46)

হস্তান্তর আইনের ৫৪ ধারা মতে মূল্য পাইয়া বা ভবিষ্যতে পাইবার আশায় বা কতক পাইয়া এবং কতক পরে পাইবার অভিপ্রায়ে কোন সম্পত্তির স্বামীত্বের হস্তান্তরের নামই বিক্রয় কোবালা। মূল্য শব্দে টাকা বুঝাইবে। সম্পত্তির বিনিময়ে বিক্রয় হয় না, কেননা তাহা "বিনিময় পত্র।" (I. L. R 11 Mad 467 I, L, R, 9 Mad 143, I. L. R. 25 Bom 696) টাকা শব্দে নোট, গিনি, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি বুঝাইবে। (I. L. R. 3 All 793)

---

(১) ষ্ট্যাম্প। প্রথম তপশীলের ২২ প্রকরণ মতে ১২॥০ টাকা।

রেজিষ্টারি। "ই" কি লওয়া হয়।

কনট্রাক্ট আইনের ৭৭ ধারায় বলে যে, মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তরই বিক্রয় এবং তাহার সঙ্গে বিক্রেতার সম্পত্তিতে যে অধিকার থাকে, তাহা ক্রেতায় হস্তান্তরিত হয়।

সকল সম্পত্তিই হস্তান্তরিত হইতে পারে। যাহা হয় না তাহা হস্তান্তর আইনের ৬ ধারায় লিখিত হইয়াছে।

আদালতের নিষ্পত্তি অনুসারে কোন বিধবার ভরণ পোষণ জন্য বাদী যে সম্পত্তি লিখিয়া দেন তাহা বিক্রয় কোবালা Settlement নহে। (I, L, R, 21 Mad 422,)

ষ্ট্যাম্প আইনের ২ ধারার ১০ উপধারায় লিখিত যাহার সম্বন্ধে প্রথম তপশীলে বিশেষ করিয়া অন্য বিধানের ব্যবস্থা করা হয় নাই তাহার নিম্ন লিখিতরূপ হস্তান্তর বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এগুলি বিক্রয় মধ্যে ধরিবেন না। যথা—

১। দানপত্র (Art 33) একটী হস্তান্তর, ইহা স্বেচ্ছাধীন ও বিনা মূল্য গ্রহণে সম্পন্ন হয়।

২। বন্ধকনামা (Art 40) ইহা দ্বারা সম্পত্তির উপস্বত্ব মাত্র হস্তান্তরিত হয়।

৩। ভোগানুমতি পত্র (Lease—Art 35) ইহাতে কেবল কোন সম্পত্তির ভোগ মাত্র হস্তান্তরিত হয়।

। বিনিময় (Exchange—Art 31) কোন সম্পত্তির বিনিময়ে কোন সম্পত্তির হস্তান্তর বুঝাইবে। ইহার কোনটী টাকা লইয়া নহে (See Transfer of Property Act, Sections 122, 58, 105, 18.)

৫। সেটেলমেণ্ট (Settlement Art 58) ইহাতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় (See Sec. 2 (24) of the Stamp Act.)

৬। ডিক্লারেশন অব ট্রাষ্ট (Declaration of Trust. Art 64) ইহাদ্বারা অপরের হিতার্থে কোন সম্পত্তির কার্য্যনির্ব্বাহক্ষমতা বর্ত্তে (See Indian Trust Act 1882. Sec. 3.)

৭। কম্পোজিসন ডিড (Composition Deed Art 22) ইহাদ্বারা অধমর্ণ উত্তমর্ণের হিতার্থে স্বীয় সম্পত্তি হস্তান্তর করেন।

৮। হস্তান্তর (Transfer. Art 62,) ইহা উক্ত ধারায় বর্ণিত বিশিষ্ট ভাবের হস্তান্তর এবং Transfer of Leaseও তাই ।

উল্লিখিত সমস্তগুলিই স্বেচ্ছাধীন হস্তান্তর, কেবলমাত্র Sale Certificate আদালতের অনুমতিক্রমে হস্তান্তর বুঝায়।

অস্থাবর সম্পত্তিতে দখল দিলেই তাহার হস্তান্তর সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ষ্ট্যাপ আইনের ২৭ ধারায় বিক্রীত সম্পত্তির সঠিক মূল্য দেওয়া বিধেয় কিন্তু যদি এমন হয় যে, সে সম্পত্তি লইয়া মালি মোকর্দ্দমা করিতে হইবে বা দখল পাওয়া যাইতেছে না—এমন স্থলে কম মূল্য ধরিলে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় না। (I. L. R. 20 Mad. 27.)

সম্পত্তির উপর দায় অর্থাৎ দেনা থাকিলে সেই দেনাও মূল্য মধ্যে ধরিয়া ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে (See Sec. 24 and I. L. R. 27 Bom. 150.)

বিক্রয় কোবালা নির্দ্দায় ও নির্দ্দোষ করিবার জন্য যে সকল সতর্কতা অবলম্বিত হয়, তাহা ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র মধ্যে গণ্য হইবে না (I. L. R 1 Mad. 133.) যথা—"যদি ভবিষ্যতে কোন বিঘ্ন ঘটে, তাহার ক্ষতি পূরণ করিব" ইত্যাদি।

(৬৪)

বিক্রয় কোবালা।

(প্রকারান্তর)

ক্রেতা। বিক্রেতা।

* * * * * *

পৈতৃক সকর ও নিষ্কর ভূম্যাদি ; পুষ্করিণী, বাঁশ ও বৃক্ষাদির অংশ ও আমার নিজ চিহ্নিত বসবাসের ঘর ইত্যাদি বিক্রয় কোবালা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। কালেক্টরী জেলা হুগলী সাবরেজিষ্টারী ও চৌকী এবং পুলিস ষ্টেসন আরামবাগের এলাকাধীন হাবেলী পরগণার কৃষ্ণবল্লভপুর, রাঘবপুর ও বনগ্রাম প্রভৃতি গ্রামসমূহে হুগলির কালেক্টারীর ১ ও ১২নং তৌজীর অন্তর্গত নিম্নের লিখিত ১নং হইতে ১৩নং পর্য্যন্ত চৌহদ্দির লিখিত ২৫৴৹ বিঘা নিষ্কর ভূমিতে আমার পৈতৃক অংশ ॥৹ আনায় ১১৴৹ বিঘা ও ১৪নং চৌহদ্দির লিখিত ॥২ কাঠা জমিতে আমার অংশ ৵৬॥ আনায় ৴১॥৴১২ কাঠা জমি ও ১৫নং হইতে ৩৬নং পর্য্যন্ত চৌহদ্দির লিখিত মোকররি মৌরসী ১০৮৪৶৫ বিঘা জমির ষোল আনা রকমের বার্ষিক খাজনা কোং ৩৩৮৶৹ টাকার মধ্যে ১৫নং হইতে

২১নং পর্য্যন্ত ৪১৶০ বিঘা জমির ষোল আনা রকমের বার্ষিক খাজনা ১১।৶৹ টাকা মালিক রাধাচরণ সেনের সরকারে ধার্য্য আছে, ইহাতে আমার অবিভক্ত অংশ ।৶৭ আনায় ১॥৪৶৬ বিঘা জমির হারাহারি মতে বার্ষিক খাজনা কোং ৪৸৴৪ টাকা ও ২২ নং হইতে ৩৩ নং পর্য্যন্ত চৌহদ্দির লিখিত ৬৷৩৷৹ বিঘা জমির ষোল আনা রকমের বার্ষিক খাজনা ১২॥৹ টাকা শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল সিংহ রায় মহাশয়দিগের সরকারে মোকরর আছে, উক্ত জমির কাত হারাহারি মতে বার্ষিক খাজনা কোং ৯৲ টাকা হইতেছে, উক্ত জমি সকল আমার অংশ মত আমি আপনাদিগের সহিত চিহ্নিত ও এজমালিতে সদর মফঃস্বল আদায় খেরাজে এবং নিষ্কর ভূমি নিষ্করে ভোগবান ও দখলিকার আছি। এক্ষণে আমার উপরোক্ত মতে নিজ অংশ ৪।২৸৴১৫ বিঘা সকর ও ১॥১৶=বিঘা নিষ্কর ভূম্যাদি এবং তদুপরিস্থিত ঘর ৪।২৸৴১৫ বিঘা সকর ও ১॥১৸=বিঘা নিষ্কর মায় সাজ, বাঁশ ঝাড়, বৃক্ষাদি ও পুষ্করিণীর অংশ সমেত দরবস্ত হকুক আমার বিক্রয় করা আবশ্যক হওয়ায় উক্ত সম্পত্তির সময়োচিত মূল্য ১০০০৲ টাকা পণ ধার্য্যে মহাশয়কে বিক্রয় করত এই বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিয়া নিঃস্বত্ব হইলাম। মহাশয় অদ্য হইতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান্ ও দান বিক্রয়াদি সর্ব্ব প্রকারের মালিক হইয়া নিষ্কর জমি নিষ্করে ও সকর মোকরারি মৌরসী জমির হারাহারি মতে রাজস্ব আদায় দিয়া পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে ইচ্ছামত পরম সুখে ভোগ দখল করিতে রহেন, কস্মিন্ কালে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণ কেহ কখন কোন দাবি দাওয়া বা আপত্তি করি কি করে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর, এতদর্থে আপন খুসীতে সুস্থ শরীরে বিনানুরোধে পণের দরুণ সমস্ত টাকা নিম্নের জায় মত বুঝিয়া পাইয়া (১) এই বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিলাম।

---

(১) অনেকের ধারণা যে পণের টাকা না পাইলে বিক্রয় সিদ্ধ হয় না, তাহা ভ্রম মাত্র। পণের টাকা দিয়া বা কতক দিয়া ও পরে দিবার অঙ্গীকারে বা সমস্ত টাকাই পরে দিবার সর্ত্তে বিক্রয় হইতে পারে এবং সে বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে আইনসঙ্গত ও সিদ্ধ। See Transfer of Property Act Sec. 54.

তামাদি। নাবালক সাবালক হইবার ৩ বৎসর মধ্যে অভিভাবক কর্ত্তৃক বিক্রয় রদ করিবার নালিশ করিতে হয়। See Sec. 44 of Act XV of 1877.

ষ্ট্যাম্প। শতকরা ১॥০ টাকা ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত, তাহার প্রতি ৫০০৲ টাকা ও তাহার অংশে ৭॥০ টাকা।

ইহার রেজিষ্ট্রী খরচা "এ" ফি ২৲ টাকা এবং তদ্ব্যতীত জমিদারি ফি দিতে হইবে।

উক্ত সম্পত্তির দলিল সরিকানগণের নিকট থাকায় দিতে পারিলাম না, পরে আবশ্যক ও তলব মত দিব এবং ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে, বিক্রীত সম্পত্তির আমিই সম্পূর্ণ মালিক ও দখলিকার। আমি ব্যতীত উক্ত সম্পত্তির আর কেহ সরিক বা ওরারিশ নাই এবং উক্ত সম্পত্তি আমি ইতিপূর্ব্বে অন্য কাহারও নিকট কোন প্রকার দায় সংযোগ বা হস্তান্তর আদি বা কাহাকেও মোকররি মৌরসী বিলি বন্দোবস্ত করি নাই। ভবিষ্যতে আমার স্বত্ব বা দখলের দোষে কি আমার কৃতকার্য্যের দ্বারা কি আমার সরিক কি ওয়ারিশ কর্ত্তৃক আপনার খরিদা স্বত্বের কোন বিঘ্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বিঘ্নজনিত ক্ষতিপূরণের দায়ী আমি আমার ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে রহিলাম। ইতি সন ১৩০১ সাল, তারিখ ১৩ই চৈত্র।

তপসিল চৌহদ্দি।

* * * *

(৬৫)

উত্তরাধিকারী স্বত্ব বিক্রয় কোবালা।

(Sale of Vested Reversionary Right,)

কস্য ভেসটেড রিভারসনারি রাইট অর্থাৎ প্রাপ্য ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর স্বত্ব বিক্রয় কোবালা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। নিম্নস্থ (ক) তপশীলে বর্ণিত সমগ্র সম্পত্তি যাহা আপনি মৃত মহেন্দ্রনাথ পালিতের উইল ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া ভোগবতী ও দখলকারিণী আছেন ঐ সম্পত্তিতে উক্ত উইল অনুসারে আপনার ও আমার মাতাঠাকুরাণী শ্রীমতী শরৎ কুমারী দাসীর অবর্ত্তমানে আমাকে ও মদীয় দুই ভ্রাতাকে উক্ত উইল কর্ত্তা মৃত মহেন্দ্রনাথ পালিত ভেসটেড রাইট দিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে আমার টাকার প্রয়োজন হওয়ায় নিম্নস্থ "ক" তপশীলের বর্ণিত সমগ্র সম্পত্তি ও তাহাতে আমার vested interest বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তাব করায় ও আপনি ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা মূল্যে তাহা খরিদ করিতে সম্মত হওয়ায়, পণের বেবাক টাকা নিম্নলিখিত জায়মত বুঝিয়া পাইয়া এই বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সমুদায় সম্পত্তিও তাহাতে আমার স্বত্ব স্বামিত্ব ও লভ্য যাহা কিছু আছে বা ভবিষ্যতে আমাতে বর্ত্তাইবে তৎসমুদায় আপনাকে বিক্রয় ও আপনার সানুকূলে পরিত্যাগ করিলাম। আপনি অদ্য হইতে

আমার স্বত্বে স্বত্ববতী হইয়া নিজের ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারিণী হইয়া ভোগ দখল করিতে থাকুন। তাহাতে কস্মিনকালে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ কোন প্রকার দাবী দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিবে না, যদি দাবি দাওয়া করি বা করে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। আর প্রকাশ থাকে যে, সমুদায় সম্পত্তিতে আমার সকল প্রকারের reversionary ও remaindary স্বত্ব vested ও contingent যাহা কিছু আছে ও ভবিষ্যতে বর্ত্তাইবে তৎসমুদায় আপনাকে বিক্রয় করিয়া অদ্য হইতে নিঃস্বত্ব হইলাম। আর প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সমুদায় সম্পত্তি ও তাহাতে আমার ভেসটেড রাইট অর্থাৎ প্রাপ্য ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিতার স্বত্ব দান বিক্রয় করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে এবং কেবল মাত্র কলিকাতা নিবাসী শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষের নিকট ২০০০৲ দুই হাজার টাকা এবং কলিকাতা নিবাসী শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা আমি ও আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান সৌরেন্দ্রনাথ দাস একযোগে উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ লইয়াছি, তদ্ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোনরূপ বন্ধকী দেনায় আবদ্ধ নাই ও উক্ত সম্পত্তিতে আর কোন প্রকার দায় নাই। এতদর্থে—ইতি * * (১)

(৬৬)

গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় কোবালা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। আমি * * পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে তাহার স্বত্ব বিক্রয় করা আবশ্যক হওয়ায় অদ্য আপনার নিকট ৫০০৲ টাকা লইয়া উক্ত পুস্তকের অধিকার স্বত্ব (Copyright) যাহা ছিল তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম। আপনি আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া উক্ত পুস্তক গ্রহণ করিয়া প্রচার ও বিক্রয় প্রভৃতি যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন করিতে পারিবেন, তাহাতে আমার বা আমার

---

(১) বন্ধকী টাকা ক্রেতার দেয় সুতরাং সে টাকার জন্যও ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। রেজিষ্টারি প্রভৃতি কোবালার ন্যায়। ১নং বহিতে ইহার নকল হইয়া থাকে। "এ" ফি দিতে হ

ওয়ারিশ স্থলাভিষিক্ত বা কাহারও কোন আপত্তি চলিবে না। পুস্তকে আমার নাম উক্ত গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া ছাপিতে হইবে। ভবিষ্যতে উক্ত পুস্তক পুনর্ব্বার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা, তবে আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি চলিবে না। এতদর্থে এই গ্রন্থ স্বত্ব ও স্বামিত্বের হস্তান্তর পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি * *

(৬৭)

বিক্রয় কোবালা।

পণের বিনিময়ে মাসহারা।

মহামহিম শ্রী * * ইত্যাদি। লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

অপরাপর বিষয় সাধারণ বিক্রয় কোবালা যেমন হইয়া থাকে তদ্রূপ, কেবল "টাকা লইলাম" না লিখিয়া এইরূপ লিখিত হইবে—"বিক্রীত সম্পত্তি পনের টাকার পরিবর্ত্তে আমি যতদিন জীবিত থাকিব, আপনি ততদিন আমাকে মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিবেন, এই সর্ত্তে বিক্রয় করিলাম। যদি বৃত্তির টাকা দিতে শৈথিল্য করেন, তাহা হইলে বিক্রীত সম্পত্তি হইতে নালিশ ও নীলামের দ্বারা বৃত্তির টাকা আদায় হইবে এবং যিনি ক্রয় করিবেন বা আপনি স্বেচ্ছাক্রমে কাহাকেও বিক্রয় করিলে, তিনিও এই নিয়মে বাধ্য হইবেন।" অথবা এইরূপ সর্ত্ত থাকিতে পারে, যথা—"বৃত্তির টাকা সহজে আদায় না দিয়া যদি ৬ মাসের টাকা বাকি পড়ে, তাহা হইলে বিক্রীত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন। এবং আমি নালিশের দ্বারা সম্পত্তি খাস দখলে আনিতে সম্পূর্ণ পারগ হইব। প্রতি মাস আমার মোহরাঙ্কিত রসিদ দ্বারা আমার বৃত্তির টাকা আদায় লইব।" ইত্যাদি

ষ্ট্যাম্প—২৫ ধারার বিধান মতে মাসহারা কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনের সহিত শেষ হইলে ১২ বৎসর মোট যাহা দেয় তাহার উপর ২৩ ধারার কোবালার ষ্ট্যাম্প। চিরস্থায়ী বৃত্তি হইলে ২০ বৎসরের মোট টাকার উপর কোবালার ষ্ট্যাম্প। (১)

(১) রেজিষ্টারি। "এ" ফি এক মাসের মাসহারার টাকার উপর; অথবা উল্লিখিত টাকার এক কিস্তির উপর।

(৬৮)

বিক্রয় কোবালা।

(ড্রেনেজের পাওনার জন্য বিক্রয়।)

মহামহিম শ্রী * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * ইত্যাদি। কস্য বিক্রয় কোবালা পাত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। জেলা হাওড়া থানা ডোমজুড়ের অধীন বেলডুবি গ্রামে নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত ৫ বন্দে ১০/০ বিঘা আমার পৈত্রিক মোকররী মৌরসী শালি জমি এ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আমার গ্রামনিবাসী জমিদার শ্রী * * * মহাশয় সহ আমার ভদ্রাসন লইয়া হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা হওয়ায় উক্ত মোকর্দ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সুদে আসলে ৩২৫৲ টাকা দেনা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত উক্ত নিষ্কর সম্পত্তির উপর ড্রেনেজ খরচা ৪০০৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে ১১০৲ টাকা আদায় বাদে এখনও ২৯০৲ টাকা পাওনা আছে। এই সমস্ত ঋণ আমার পরিশোধ করিবার উপায় না থাকায় উল্লিখিত ৫ বন্দে ১০/০ বিঘা মৌরসী মোকররী সম্পত্তি বিক্রয় করা আবশ্যক এবং আপনি ক্রয় করিতে সম্মত হইলে অদ্য পণ বাবদে নগদ ৩৮০৲ টাকা লইয়া বিক্রয় করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তিতে আমার যে কোন স্বত্ব লভ্য বা সংস্রব ছিল তাহা ত্যাগ করিলাম এবং অদ্য হইতে আপনি ওয়ারিশান ক্রমে আমার স্বত্বে স্বত্ববান ও দান বিক্রয়ের অধিকারী হইলেন। ভবিষ্যতে উক্ত বিক্রীত সম্পত্তিতে আমি ও আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণ কেহ কোন প্রকার দাবী দাওয়া করিতে পারিব না বা পারিবে না, যদি করি বা করে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর। আর প্রকাশ থাকে যে পূর্ব্ববর্ণিত মোকর্দ্দমা খরচের ঋণ ৩২৫৲ টাকা আমার মহাজন (অমুককে) দিবেন, আমার সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। ড্রেনেজ খরচা বাবদ যে ২৯০৲ টাকা দেনা আছে, তাহা হুগলীর ড্রেনেজ বিভাগে কিস্তি মত আদায় দিবেন, সে দেনার সহিতও আমার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। আরও প্রকাশ থাকে যে উক্ত সম্পত্তি দুই বৎসরের খাজনা মহীয়াড়ীর কুণ্ডু বাবুদের বার্ষিক ১৩৲ টাকা হিসাবে ২৬৲ টাকা পাওনা আছে, তাহাও জমিদার

শ্রীযুক্ত * * কে আদায় দিয়া চেক দাখিলা লইবেন। এতদর্থে স্বেচ্ছাক্রমে এই বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিলাম। ইতি (১)

(৬৯)

বিক্রয় কোবালা।

(প্রকারান্তর)

(ইংরাজী দলিলের অনুকরণে লিখিত

এই বিক্রয়পত্র মৃত জুম্মন মিস্ত্রির উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ এবং উক্ত মৃত ব্যক্তির ষ্টেটের এডমিনিষ্ট্রেটীকস্ ও এডমিনিষ্ট্রেটর শ্রীমতী শকুর নেছা বিবি স্বামী মৃত জুম্মন মিস্ত্রি । ২। শ্রীমতী বশিরণ নেশাবিবি স্বামী মৃত জুম্মন মিস্ত্রী। ৩। শ্রীমতী লছিমন নেছা বিবি স্বামী শ্রীসেখ মিটু উপরোক্ত তিন জনের জাতি মুসলমান পেশা গৃহস্থালী ও বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগী; সাং ১২ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট সহর কলিকাতা প্রথম পক্ষ—যাহাদিগকে একত্রে এই দলিলে ইহার পর বিক্রেতাগণ বলিয়া উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের কর্তৃক শ্রীযুক্ত বাবু * পিতা * শ্রী ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষের (যাঁহাদিগকে এই দলিলে ইহার পর ক্রেতা বলিয়া উল্লেখ করা হইল) তাঁহাদিগের অনুকূলে সম্পাদিত হইল। সহর কলিকাতা ১১২ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিবাসী সেখ জুম্মন মিস্ত্রী নামক জনৈক মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে জেলা ২৪ পরগণা শিয়ালদহ সবরেজিষ্টারীর অন্তর্গত ও ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামভুক্ত মৌজা নারিকেলডাঙ্গার অন্তর্গত ৩ ডিবিঃ ২১ সবডিঃ হোঃ নং ৯৪ ও মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেশ নং ১০ চমরু সিংহের লেনস্থিত নিম্নের তপসিলে বিশেষরূপ বর্ণিত ন্যূনাধিক ১৷৷৵০ এক বিঘা চৌদ্দ ছটাক ভূমি ও তদুপরিস্থিত একতলা পাকা আস্তাবল বাটী ও করগেটের লৌহ নির্ম্মিত চালা, ঘর, বৃক্ষাদি (যাহা একত্রে এই দলিলে ইহার পর এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইল) এতাবৎকাল ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিলেন। তদনন্তর উক্ত জুম্মন মিস্ত্রীর টাকা কর্জ্জ করিবার আবশ্যক

---

(১) এই কোবালার ষ্ট্যাম্প ৩৮০৲ টাকা পণ ধরিয়া ৪৲ টাকা হইবে না, ইহার পণ এইরূপ হইবে—মোকদ্দমার দেনা ৩২৫৲ টাকা ড্রেনেজে খরচা ২৬০৲ টাকা খাজনা ২৬৲ টাকা এবং পণ ৪৮০৲ টাকা মোট ১০২১ টাকা। সুতরাং ২২৷৷০ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। রেজিষ্টারি খরচাও সেই হিসাবে লইতে হইবে।

হওয়ায় উক্ত জুম্মন মিস্ত্রী * * বাজার নিবাসী বাবু অক্ষয় কুমার * বনিতা শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসীর নিকট সন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে ২৪০০৲ কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া উক্ত টাকা আদায়ের কারণ তাহার নিকট এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তির স্বত্ব সম্বন্ধীয় দলিলাদি Collateral Security রূপে গচ্ছিত রাখেন, তৎপরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তারিখে পুনরায় ১০০৲ টাকা লইয়া মোট ২৫০০৲ টাকার জন্য পূর্ব্বোক্ত স্বত্ব সম্বন্ধীয় দলিলাদি গচ্ছিত রাখিয়া উক্ত বন্ধক গ্রহীতার অনুকূলে এক Equitable mortgage দলিল লিখিয়া দেন। তদনন্তর উক্ত জুম্মন মিস্ত্রি সন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে পরলোক গমন করিলে তদীয় বিধবা পত্নীদ্বয় পূর্ব্বোক্ত শকুরনেছা বিবি ও বশীরণনেছা বিবি গর্ভধারিণী মাতা শ্রীমতী আবীরণ বিবি (এক্ষণে মৃত) এবং সহোদরা ভগ্নীদ্বয় শ্রীমতী নছিমন্নেছা বিবি ও শ্রীমতী উতালি বিবি (এক্ষণে মৃত) মুসলমান ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তদীয় উত্তরাধিকারিণী ও স্থলাভিক্ত স্বরূপে তৎপরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে এই বিক্রীত সম্পত্তিতেও স্বত্ববতী হইয়া ভোগ দখল করিতে থাকেন। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত শকুরনেছা বিবি, অবিরণ বিবি, নছিমন্নেছা বিবি ও মৃত উতালি বিবি সকলে একযোগে জেলা ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালতের ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১১১ নং ১৮০১ সালের ৫ আইন মতে মোকর্দ্দমায় উক্ত জুম্মন মিস্ত্রীর ষ্টেটে Letters of Administration প্রাপ্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিলে পূর্ব্বোক্ত আদালত হইতে সন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১১১ নং ৫ আইনের মোকদ্দমায় Letters of Administration প্রাপ্ত হইয়া উক্ত জুম্মন মিস্ত্রীর পরিত্যক্ত ষ্টেটের সহিত এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তি উক্ত জুম্মন মিস্ত্রীর ষ্টেটের Administration স্বরূপ এবং উক্ত জুম্মন মিস্ত্রীর উত্তরাধিকারী স্বরূপে স্বত্ববতী হইয়া দখল করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সেখ জুম্মন মিস্ত্রীর ষ্টেটের দেনা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত ও পূর্ব্বোক্ত সকলে একযোগে মৃত জুম্মন মিস্ত্রীর উত্তরাধিকারিণী ও স্থলাভিষিক্ত এবং উক্ত মৃত ব্যক্তির এডমিনেষ্ট্রেট্রিক্স স্বরূপে এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তি পূর্ব্বোক্ত ক্রেতাকে ৭২০০৲ টাকা মূল্যে আদালতের অনুমতি মতে বিক্রয় করিবার চুক্তি করায় ১৯০৯ সালের ২২শে আগষ্ট তারিখে উক্ত ক্রেতার নিকট হইতে উক্তরূপ নির্দ্ধারিত মূল্যের মধ্যে অগ্রিম

৫১৲ টাকা বায়না স্বরূপে গ্রহণ করে এবং উক্ত ক্রেতার অনুকূলে উক্ত ১৯০৯ সালের ২২শে আগষ্ট তারিখে ইংরাজি ভাষায় একখানি পাওনা পত্র রীতিমত সম্পাদন করিয়া দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মহাজনকে টাকা দিতে না পারায় মর্টগেজ গ্রহীতা জেলা ২৪ পরগণা দ্বিতীয় সব জজ আদালতে তাহার অনুকূলে লিখিত পূর্ব্বোক্ত Equitable mortgage বাবদ প্রাপ্য টাকার জন্য ১৯১০ সালের ১২৭ নং মোকদ্দমা উক্ত বিক্রেতাগণের বিরুদ্ধে উপস্থিত করিয়া উক্ত মকদ্দমা বন্ধকী ডিক্রী প্রাপ্ত হন। সেখ জুম্মন মিস্ত্রী জীবিতাবস্থায় বন্ধক বাবৎ ঋণ ভিন্ন অন্যান্য অনেক ঋণ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার কৃত উক্ত বন্ধকের ঋণে ও অন্যান্য ঋণের জন্য সুদ ও আসলে সর্ব্বসমেত ১৬০০০৲ টাকা দেনা হইয়াছে এবং উক্ত অপরাপর কতক মহাজন তাহাদের প্রাপ্য টাকার জন্য ডিক্রি করিয়াছেন এবং কতক মহাজন নালিশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য কোন উপায় না থাকায় পূর্ব্বোক্ত বিক্রেতাগণ এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তি পূর্ব্বোক্ত ক্রেতাকে বিক্রয় পূর্ব্বক বিক্রয় লব্ধ টাকার দ্বারায় পূর্ব্বোক্ত বন্ধক বাবৎ ডিক্রির টাকা এবং অন্যান্য কতক ঋণ পরিশোধের কারণ জেলা ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রীক্ট জজ সাহেব বাহাদুরের নিকট পূর্ব্বোক্ত ১৯০৯—১১১নং মকদ্দমায় এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অনুমতির দরখাস্ত করেন এবং উক্ত আদালত ১৯১১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অনুমতি বিক্রেতাগণকে দেন। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত বন্ধকের ঋণ ও অন্যান্য কতক ঋণ পরিশোধের জন্য এবং পূর্ব্বোক্ত ১৯০৯ সালের ২২ আগষ্ট তারিখের চুক্তিপত্রের নিয়ম প্রতিপালনার্থ পূর্ব্বোক্ত বিক্রেতার নিকট হইতে এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তির পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধারিত মূল্য ৭২০০৲ টাকার মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদনকালে প্রাপ্ত ৫১৲ টাকা বাদে বক্রি ৭১৪৯৲ টাকা নিম্নের জায় মত সমুদয় বুঝিয়া পাইয়া অদ্য তারিখে উক্ত ক্রেতা ও তাহার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত এডজিকিউটার এডমিনিষ্ট্রেটর ও এসাইনগণকে এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তি অর্থাৎ নিম্নের তপশীলে বিশেষরূপ বর্ণিত জেলা ২৪ পরগণা সাবরেজিষ্টারি শিয়ালদহের অন্তর্গত ও ডিহি ৫৫ গ্রাম ভুক্ত নারিকেলডাঙ্গার অন্তর্গত ৩ ডিবিসন ২১ সবডিবিসন হোল্ডিং নম্বর ৯৪ মিউনিসিপাল প্রেমিশেশ নং ১০ চামরু সিংহের লেনস্থিত ন্যূনাধিক ১৸৴০ ভূমি ও তদুপরিস্থিত একতালা পাকা আস্তাবল ইত্যাদি

আওলাদ বৃক্ষাদি যাহা কিছু আছে এবং উক্ত সম্পত্তিতে যে কিছু চলাচলের পথ পয়ঃপ্রণালী ড্রেণ জলাশয়, জল নির্গমের বা জল প্রবেশের পথ এবং বায়ু ও আলোক পাইবার স্বত্ব এবং সকল প্রকারের স্বত্ব (All rights liberties privileges advantages and appurtenances) যাহা উক্ত সম্পত্তির সহিত বর্ত্তমান আছে বা উক্ত সম্পত্তির সহিতসচরাচর ভোগ দখল করা হইয়া থাকে বা উক্ত সম্পত্তি সুচারুরূপে ভোগ দখল করিবার জন্য পূর্ব্বোক্তরূপে বা যে কোনরূপে স্বত্বের আবশ্যক হয় তৎসমুদয় এবং এতদ্বারা দ্বিতীয় সম্পত্তির স্বত্ব সম্বন্ধীয় যাবতীয় দলীল এবং এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তিতে পূর্ব্বোক্ত জুম্মন মিস্ত্রীর বা বিক্রেতাগণের all the right, title, interest, claim and demand ছিল বা আছে তৎসমুদয় জন্য মৃত জুম্মন মিস্ত্রীর ও তদাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত এবং উক্ত মৃত জুম্মন মিস্ত্রীর এডমিনিস্ট্রেট্রক্স ও এডমিনিষ্ট্রেটর উত্তরাধিকারী ও তাহার এষ্টেটের এডমিনিষ্ট্রেটর স্বরূপে নিস্বার্থে বিক্রয় করিলেন এবং ক্রেতা ও তাহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত একজিকিউটার এডমিনিষ্ট্রেট এসাইনিগণের সমস্ত স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিস্বত্ব হইলেন এবং উক্ত বিক্রেতাগণ এই বিক্রয় পত্রের নির্দ্ধারিত মূল্য ৭২০০৲ টাকা ও তাহার প্রত্যেক অংশ এতদ্বারা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া তাহার দাবী হইতে পূর্ব্বোক্ত ক্রেতাকে অব্যাহতি দিলেন। পূর্ব্বোক্ত বিক্রেতাগণ এতদ্বারা আরও স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন যে, অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত ক্রেতা তাঁহার উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত একজিকিউটার এবং এসাইনগণ ক্রমে এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে একমাত্র স্বত্বাধিকারী স্বরূপে বিবিধরূপে দখল করিতে থাকিবেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিক্রেতাগণ তাহাদিগের কোনরূপ বা তাহাদিগের প্রত্যেকের উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত একজিকিউটার এডমিনিষ্ট্রেটর এসাইনগণ বা তাহাদের সকলের ও প্রত্যেকের স্বত্ব সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি বা তাহাদের পক্ষী হইতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি কস্মিনকালে কোনরূপ আপত্তি করিতে বা কোনরূপ দাবী করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ এতদ্বারা একত্রে স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন যে এক্ষণে এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তিতে কোন প্রকার দায়সংযুক্ত নাই এবং তাহা সর্ব্বপ্রকার দায় বিমুক্ত এবং তাহাতে তাহাদিগের উত্তম স্বত্ব আছে এবং তাহাতে অপর কোন প্রকার দাবী

বা স্বত্ব নাই বা তাহাতে তাহাদিগের আর কোন স্বত্ব নাই বা তাহাতে আর কোন সরিক নাই বা কোন আদালত হইতে কোন প্রকার ক্রোক বা দায়াবদ্ধ নাই এবং উক্ত ইন্দুবালা দাসীর বন্ধকের যাহা দায় তাহাতে ছিল তাহা হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম এবং পূর্ব্বোক্ত ক্রেতাকে এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বেও নির্দ্দোষ ও নির্দ্দায় অবস্থায় বিক্রয় কবিবার বিক্রেতাগণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার আছে। পূর্ব্বোক্ত বিক্রেতাগণ এতদ্বারা আরও স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন যে তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ স্বয়ং বা এডমিনি-ষ্ট্রেটর স্বরূপ বা তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকারীগণ এতদ্বারা বিক্রিত সম্পত্তি সম্বন্ধে ইচ্ছা-পূর্ব্বক বা শৈথিল্য বশতঃ অপর কাহার সহিত সাক্ষাৎ বা আপসভাবে যোগ দিয়া এমন কোন কার্য্য করেন নাই বা কাহাকেও করিতে দেন নাই যদ্বারা ক্রেতা বা তাহার উত্তারাধিকারী স্থলাভিষিক্ত বা একজিকিউটার এডমিনিষ্ট্রেটর বা এসাইনগণের এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় ও নির্দ্দায় স্বত্ব কোনরূপে বিঘ্ন ব্যাঘাত বা ন্যূনতা হইতে পারে ও ভবিষ্যতে যদি এরূপ কোন কার্য্য প্রকাশ পায় বা বিক্রেতাগণ এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু পরিচয় বা বিবরণ দিয়াছেন বা ইহাতে যে সকল উক্তি করিয়াছেন ভবিষ্যতে তাহার কোনটী মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ পায়, বা কোন আবশ্যকীয় বিষয় গোপন করা প্রকাশ পায় তাহা হইলে বিক্রেতাগণ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ক্রেতা বা তাহার উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত একজিকিউটার এডমিনিষ্ট্রেটর এসাইনগণের যাহা কিছু ক্ষতি বা খরচ হইবে তৎসমুদায় উক্ত বিক্রেতাগণ বা তাহাদের সকলের বা প্রত্যেকের উত্তরাধিকারিকার, স্থলাভিষিক্ত, একজিকিউটর, এডমিনিষ্ট্রেটর এসাইনগণ পূরণ করিতে বাধ্য রহিলেন ও থাকিবেন। পূর্ব্বোক্ত বিক্রেতাগণ এতদ্বারা আরও স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন যে এতদ্বারা বিক্রিত সম্পত্তিতে পূর্ব্বোক্ত ক্রেতা বা উত্তাধিকারি স্থলাভিষিক্ত একজিকিউটার এডমিনিষ্ট্রেটর বা এসাইনগণের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে উত্তম ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বা উহা নির্দ্দোষ করিবার জন্য যদি ক্রেতাগণ বা তাহার উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত একজিকিউটার এডমিনিষ্ট্রেটর বা এসাইনগণের দ্বারায় বা অপর কাহারও দ্বারায় ভবিষ্যতে কোনরূপ ন্যায় সঙ্গত দলিল সম্পাদন করিয়া দিবার আবশ্যক হয় তাহা হইলে বিক্রেতাগণকে তাহাদের উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত একজিকিউটার এডমিনিষ্ট্রেটর

ও এসাইনগণ নিজ ব্যয়ে করিয়া দিবেন বা করাইয়া দিবেন। পূর্ব্বোক্ত বিক্রেতা-এতদ্বারা আরও স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন যে এতদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তির স্বত্ব সম্বন্ধীয় নিয়মাদি পক্ষগণের পরস্পর স্বত্ব ও দাবির প্রচলিত ভারতবর্ষের হস্তান্তর বিধির আইন Transfer of Property Act দ্বারা বা ভবিষ্যতে উক্ত বিষয়ক বর্ত্তমান আইনের পরিবর্ত্তে অপর যে কোন আইন প্রচলিত হইবে তদ্দ্বারা শাসিত হইবে, ইতি।

তপশীল চৌহদ্দি।

* * *

(৭০)

বিক্রয় কোবালা।

(প্রকারান্তর)

ক্রেতা | বিক্রেতা

শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি। | শ্রী * * ইত্যাদি।

এই দলিল দ্বারা আমি আপনার নিকট নিম্নলিখিতরূপে আবদ্ধ হইলাম।

১। নিম্ন চৌহদ্দিস্থিত আম্র বাগান আমার পৈতৃক সম্পত্তি, বহুদিন হইতে উহা আমি বিনাপত্তিতে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি উক্ত সম্পত্তিতে কোনরূপ দায় সংযোগ নাই বা উহার সীমানা সহরদ্দ সম্বন্ধে কাহারও সহিত কোনপ্রকার বিবাদ বিসম্বাদ নাই।

২। উক্ত বাগানটী নিষ্কর। উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জেলা হুগলি, থানা গোঘাটের অন্তর্গত রেলিডিহি জমিদারির অন্তর্গত।

৩। জমির মাপ ১৮ ইঞ্চ হাতের মাপের ১৬/ বিঘা মাত্র।

৪। আমি আপনার নিকট ইতিপূর্ব্বে ১০০০৲ টাকা লইয়া এই সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়াছিলাম, অদ্য নির্দ্ধারিত মূল্য ১৫০০৲ টাকার মধ্যে বন্ধকের দরুণ ১০০০৲ টাকা বাদে বক্রি ৫০০৲ টাকা লইয়া উক্ত সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ব হইলাম।

৫। উক্ত সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্ব ছিল তাহা অদ্যকার তারিখ হইতে রহিত হইয়া আপনার হইল। আপনি পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারিশ ক্রমে উহা আমার

ন্যায় দান বিক্রয়ের মালিক হইয়া নির্ব্বিবাদে ইচ্ছাক্রমে ফলভোগ বা বিক্রয়াদি দ্বারা আমার বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তের বিনাপত্তিতে ভোগ করিতে থাকুন।

(৭১)

বিক্রয় কোবালা।

(প্রকারান্তর)

ক্রেতা।	বিক্রেতা
শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।	শ্রী * * ইত্যাদি।

অপরাপর সমস্ত বিষয় পূর্ব্ব দলিলের ন্যায়, কিন্তু ৪ দফা নিম্নলিখিত রূপ যথা :—

৪। আমি ক্রেতার নিকট দশ মাস পূর্ব্বে ১০০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম, তাহার শতকরা ১২৲ টাকা হিসাবে সুদ হইতেছে ১০০৲ টাকা ঐ আসল টাকা ও সুদ এবং অন্য নগদ ৫০০৲ টাকা লইয়া উক্ত সম্পত্তি হইতে নিঃস্বত্ব হইলাম। ইত্যাদি।

এরূপ স্থলে ষ্ট্যাম্প ২০৲ টাকার লাগে; অর্থাৎ সুদের ১০০৲ টাকা পণের স্বরূপ ধরিতে হয়। কিন্তু বন্ধক গ্রহীতা ক্রেতা হওয়ার জন্য বন্ধকনামায় যে ষ্ট্যাম্প রুসুম দিয়াছেন তাহা এই কোবালার ষ্ট্যাম্প রুসুম হইতে বাদ পাই-বেন। অর্থাৎ ২০৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা বাদ যাইবে। ষ্ট্যাম্প আইনের ২৪ ধারা দেখুন।

(৭২)

আদালত কর্ত্তৃক বিক্রয়।

(Sale by order ef the Court,)

বিক্রয় কোবালা পত্রমিদং। নিম্নের তপশীলে বিশেষরূপ বর্ণিত চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি বিহারীলাল দাস বৈরাগীর স্বত্বাধিকৃত সম্পত্তি ছিল, উক্ত সম্পত্তি প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ শিবাদহের প্রথম মুন্সেফী আদালতের উক্ত বিহারীলাল দাস বৈরাগীর বিরুদ্ধে সন ১৯০৫।৭১৩নং ডিক্রীজারি মোকদ্দমায় প্রকাশ্য নিলামে খাস ডাকে তুল্যাংশে খরিদ করিয়া বয়নামা গ্রহণে বয়নামা জারির দ্বারা আদালতের সাহায্যে সম্পত্তিতে দখল লইয়া তাহাতে স্বত্ববান ও উভয়ে এজমালে

দখলকায় আছি। এখন দ্বিতীয় পক্ষ সন ১২১২ সালের ৮ই মাঘ ইং ১৯০৭।২১শে জানুয়ারি তারিখে তপশীলের লিখিত সম্পত্তির প্রথম পক্ষের অংশ রকম ॥০ আনা সম্পত্তি বাদে দ্বিতীয় পক্ষের রকম ॥০ আনা সম্পত্তির ১ম পক্ষকে বিক্রয় করিবার অঙ্গীকার জ্ঞাপনে এককেতা নিয়ম পত্র নামা চুক্তি পত্র সম্পাদন করিয়া না দেওয়ায় প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে শিবাদহের মাননীয় প্রথম মুন্‌সেফ আদালতে উক্ত চুক্তি অনুসারে বিক্রয় কোবলা সম্পাদন করিয়া লইবার জন্য উক্ত চুক্তি পালন ও বিক্রয় কোবালা সম্পাদন করণ জন্য উক্ত চুক্তিপত্রের বুনিয়াদে সন ১৯০৮ সালের ২৪২নং Specific performance of contract বাবদ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। উক্ত মোকর্দ্দমার শুনানি হইয়া ১৯০০ সালের গত ২৮শে জুলাই তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষকে বিক্রয় করিবার কোবালা সম্পাদন করিয়া দিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের উপর আদেশ হইয়াছে এবং প্রথম পক্ষ উক্ত মোকর্দ্দমার রায়ের মুজুরাত পনের বাকী ৩৬০৵ টাকা ও কোবালায় মুসাবিদা ও ষ্ট্যাম্প দাখিল করিয়াছেন। এক্ষণে শিবাদহের মাননীয় প্রথম মুন্‌সেফ আদালতের ১৯০৮।২৪৩নং মোকর্দ্দমার রায় ফয়সালার আদেশ ও মর্ম্মানুসারে প্রথম পক্ষের দাখিল উক্ত ৩৬০৵০ টাকা পোণে তপশীলের লিখিত চৌহদ্দিস্থিত নিষ্কর ।২ কাঠা জমি দ্বিতীয় পক্ষের অংশ রকম ॥০ আনার কাত ৬॥ কাঠা জমি মায় দরবস্ত হকুক যাবতীয় স্বত্বসহ ও নির্দ্দোষ অবস্থায় বিক্রয় করিয়া উক্ত দাখিল মুসাবিদানুসারে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষ বরাবর এই কোবালা সহি সম্পাদন করিয়া দিলেন। প্রথম পক্ষ অত্র কোবালার বুনিয়াদে তপশীলের লিখিত সম্পত্তিতে দ্বিতীয় পক্ষের যাবতীয় স্বত্বে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববান হইলেন এবং দান বিক্রয় বন্ধক ইত্যাদি সর্ব্ববিধ দায় সংযোগে হস্তান্তর করিবার স্বত্বাধিকারী হইয়া প্রথম পক্ষ পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারিসান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে এই সম্পত্তি যদৃচ্ছা ব্যবহার ভোগদখল করিতে পাইবেন, তাহাতে দ্বিতীয় পক্ষের বা অন্য কাহারও কোন প্রকার দাবি দাওয়া রহিল না, করিলে তাহা অগ্রাহ্য ও বাতিল হইবে। দ্বিতীয় পক্ষ আরও অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তপশীলের লিখিত তাঁহার অংশের সম্পত্তি তিনি কাহাকেও বা কাহার নিকট দান বিক্রয় বন্ধক জামিনী দায়ে আবদ্ধ বা মেয়াদী বা কায়েমী বন্দোবস্ত বা অন্য কোনরূপ হস্তান্তর করেন নাই। সম্পত্তি নির্দ্দায় অবস্থায় থাকা প্রকাশ করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ এই কোবালা সম্পাদন

করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় পক্ষ আরও স্বীকার করিতেছেন যে প্রথম পক্ষই এ কোবালার বুনিয়াদে তপশীলের লিখিত সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী। উহার প্রজা উচ্ছেদে নূতন প্রজাপত্তন ও প্রজার নিকট ষোল আনা খাজনা আপোষে বা নালিশের দ্বারা আদায় প্রভৃতি যদৃচ্ছা ক্রমে ব্যবহার করিতে পারিবেন। এই সম্পত্তি নিলাম খরিদ উক্ত বয়নামা শিবাদহের মাননীয় প্রথম মুন্‌সেফ আদালতে ১৯০৮।৬১০ নং মোকর্দ্দমার যাহা উক্ত ২৪২ নং মোকর্দ্দমার সহিত হমকালের বিচার হইয়াছে—তাহাতে দাখিল আছে। উক্ত বয়নামায় দ্বিতীয় পক্ষের যে কোন স্বত্ব ছিল তাহা দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে এই কোবালার বলে অর্পণ করিলেন। প্রথম পক্ষ উক্ত বয়নামা আদালত হইতে ফেরত লইবেন এবং তাহাতে দ্বিতীয় পক্ষ কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিবেন না, করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এই বিক্রীত কোবালার সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার ও প্রকাশ করিলেন যগুপি ভবিষ্যতে তাহা বা তাহার কোন অংশ মিথ্যা বা তঞ্চকমূলক বলিয়া প্রকাশ পায় এবং তাহাতে প্রথম পক্ষের দলিলের কোন স্বত্বহানি হয়, তাহা দ্বিতীয় পক্ষ পূরণ করিতে বাধ্য, এমতে মাননীয় প্রথম মুন্‌সেফ আদালতের ১৯০৮।২৪২ নং মোকর্দ্দমার রায় ফয়সালার আদেশ ও নিম্নের জায়মতে দাখিলী পোণের টাকা পাইয়া তপশীলের লিখিত সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষের অংশের রকম ॥০ আনা সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষ বিক্রয় করিয়া এই কোবালা সম্পাদন করিয়া দিলেন। ইতি

(৭৩)

গুড উইল বিক্রয় কোবালা।

(Sale of good will and stock in trade)

শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ ঘোষ পিতার নাম * * ইত্যাদি। (প্রথম পক্ষ) যাহা এক্ষণে এই দলিল মধ্যে "প্রথম পক্ষ" বলিয়া উল্লিখিত হইবে এবং জে, এম, পেটারসন সোল প্রোপ্রাইটার "কলিকাতা টাউন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" (দ্বিতীয় পক্ষ) বলিয়া উল্লিখিত হইবে। উক্ত জে, এম, পেটারসন ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে "কলিকাতা টাউন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ নামে একটী ছাপাখানা

১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে স্থাপন করিয়া স্বীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করিতেছিলেন, উহার সাজ সরঞ্জাম টাইপ মোল্‌ডিং, র‍্যাক্‌ ও প্রেস, ইস্কটেবিল, গেলি প্রভৃতি সমস্তই দ্বিতীয় পক্ষের মূলধনে ক্রীত হইয়া অপরের বিনা সংস্রবে বিনা দায় সংযোগে ও অবিবাদে ভোগ দখল চলিতেছে। এক্ষণে আর উক্ত প্রেস পরিচালন নানা কারণে অসুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় উক্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কসের নাম [গুড উইল] "কলিকাতা টাউন প্রিন্টিং ওয়ার্ক" এবং সাজ সরঞ্জাম (Stock in trade) যাহার বিস্তৃত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহা বিক্রয় করা আবশ্যক। আপনি প্রথম পক্ষ তাহা ক্রয় করিতে সম্মত হওয়ায় উক্ত দ্বিতীয় পক্ষ আপনার নিকট উচিত মূল্য গ্রহণে তাঁহার যে স্বত্বাধিকার ও দাবী দাওয়া ইত্যাদি ছিল, তৎসমস্ত তাহার উত্তরাধিকারী এক্সিকিউটার ও এসাইনি প্রভৃতি ক্রমে বঞ্চিত হইলেন এবং সেই স্বত্ব প্রথম পক্ষ স্বয়ং তাঁহার উত্তরাধিকারী, এক্সিকিউটার ও এসাইনি প্রভৃতি ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া দান বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান ও অধিকারী হইলেন। এখন হইতে দ্বিতীয় পক্ষের উক্ত ফারমের গুড উইল (Good will) কিম্বা মাল পত্রে (Stock in trade) কোন সংস্রব বা অধিকার বা কোন প্রকার নিকট বা দূর স্বত্ব বা স্বার্থ বা কোন প্রকার সম্পর্ক রহিল না এবং প্রথম পক্ষ সেই সমস্ত অধিকারে সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন।

প্রথম পক্ষ এখন হইতে উক্ত ফারমের নামের ও সমস্ত দ্রব্যাদির অধিকারী হইয়া ভোগবান ও দখলিকার হইয়া ফারমের নির্দ্দিষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট গ্রাহকগণের যাবতীয় কার্য্য পরিচালন ও পরিদর্শন প্রভৃতি করিয়া ইহার লভ্য বা ক্ষতির সম্পূর্ণ দায়িক হইলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের উক্ত প্রকার যে কোন স্বত্ব দায় ও ক্ষমতা ছিল তাহা সম্পূর্ণ ভাবে রহিত হইল। খরিদ্দারদিগের নামে যে সকল বিল আছে বা মহাজনের নিকট যাহা দেনা আছে তাহা লিষ্ট "ক" তপশীলের ১ ও ২ নম্বরে উল্লিখিত হইল। প্রথম পক্ষ সেই দেনা ও পাওনা (liability) এবং (assets) পরিশোধ ও আদায়ের স্বত্ববান হইলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের তাহাতে যে লভ্য বা দায় ছিল তাহা রহিত হইল। তবে তালিকার অতিরিক্ত যদ্যপি আর কোন দেনা বা পাওনা বাহির হয় তাহার দায় ও লভ্য দ্বিতীয় পক্ষের রহিল, প্রথম পক্ষের তাহাতে কোন স্বত্ব বা দায়িত্ব রহিল না। লিষ্ট ব্যতীত কোন দেনা বাহির হইলে

তাহা দিতে দ্বিতীয় পক্ষ উত্তরাধিকারী ও এসাইনি প্রভৃতি ক্রমে দায়ী রহিলেন এবং প্রথম পক্ষের বা তাঁহার উত্তরাধিকারী এসাইনি প্রভৃতির তাহাতে কোন প্রকার দায়িত্ব রহিল না। সে দেনার জন্য প্রথম পক্ষের কোন সম্পত্তি দায়ী হইবে না, হইলে দ্বিতীয় পক্ষ তাহার সম্পূর্ণ ক্ষতিপুরণ করিতে স্বয়ং উত্তরাধিকারী ও এসাইনি ক্রমে বাধ্য রহিলেন।

ফারম যে বাটীতে ছিল সেই বাটীতেই রহিল, কারবারের কর্ম্মচারী প্রভৃতি যাহারা ছিল প্রথম পক্ষ তাহাদের যাহাকে ইচ্ছা রাখিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে অন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ বা কারবার অন্য বাটীতে লইয়া যাইতে পারেন। বাটী ভাড়া বা কর্ম্মচারী ও সাধারণ চাকর, দরোয়ান প্রভৃতির বেতন অদ্য তারিখ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষ চুকাইয়া দিলেন বা দিবেন, প্রথম পক্ষ আগামী কল্য হইতে তাহার জন্য দায়িক হইবেন ও রহিলেন, দ্বিতীয় পক্ষের সহিত তাহাদের আর কোন সংশ্রব রহিল না।

উল্লিখিত সমস্ত সর্ত্ত সমূহে সম্পুর্ণ বাধ্য হইয়া "কলিকাতা টাউন প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের" গুড উইল এবং ষ্টক-ইন্ ট্রেডের সময়োচিত উপযুক্ত মূল্য ১০,০০০৲ টাকা নিম্নলিখিত জায় মত নোট ও নগদে দ্বিতীয় পক্ষ বুঝিয়া পাইয়া প্রথম পক্ষকে বিক্রীত যাবতীয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিলেন ও দ্বিতীয় পক্ষ নিম্ন স্বাক্ষরকারী সাক্ষীগণের সমক্ষে এই হস্তান্তর বা বিক্রয় বা সমর্পণ পত্রে আপন নাম সহি ও মোহর সংযুক্ত করিয়া যাবতীয় দ্রব্যাদি প্রথম পক্ষের দখলে দিলেন ইতি।

জায় সম্পত্তি।

গুড উইল—"কলিকাতা টাউন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস।"

ষ্টক্-ইন্ ট্রেড—(নিম্নের তালিকা মত।)

১। রয়েল প্রেশ—৩টী

ইত্যাদি।

দেনা।	পাওনা।
জন ডিকেন্সন কোং কাগজের দেনা ২১০০৲	বামার কোং ৭ নং কুইন ষ্ট্রীট ছাপাই বাবদে ১০৯ নং বিল অনুসারে ৩০০৲।
ইত্যাদি।	ইত্যাদি।

(৭৪)

বাটী বিক্রয় কোবালা।

(Conveyance of Dwelling House.)

কোবালা গ্রহীতা	কোবালা দাত্রী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু পিতা মৃত ইত্যাদি।	শ্রীমতী নৃত্যমণি দাসী স্বামী মৃত ইত্যাদি।

১২৫০৲ টাকায় সাফ বিক্রয় কোবালা।

কস্য কালেক্টরির সকর জমি ৷৴২॥০ সাড়ে সতরো কাঠা এবং ইমারত পুষ্করিণী মায় তলস্থ জমি ও পাহাড় আদি সর্ব্বপ্রকার দরবস্ত হকুকের সাফ বিক্রয় কোবালা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত থানা উল্টাডিঙ্গি ও সব-রেজিষ্টারী শিবাদহের এলাকাধীন ডিহি ৫৫ গ্রামের সামিল ২ ডিভিজন ১২ সবডিভিজন মৌজা গৌরীবেড়িয়া মধ্যে সাবেক ৮৬ নং হাল ১৮৯ নং হোলডিং ভুক্ত কালেক্টরী জমী কমবেশ ৷৴২॥০ সত্তেরো কাঠা আট ছটাক অর্থাৎ ইমারত পুষ্করিণী মায় তলস্থ জমি ও পাহাড় আদি সর্ব্বপ্রকার দরবস্ত হক হকুক যাহা ৭।২ নং ডাক্তারস্ লেন তালতলা নিবাসী বাবু চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের নিকট হইতে গত সন ১৩১৪ সালের ১৩ই আশ্বিন তারিখে খোস কোবালায় খরিদ করত আলিপুর কালেক্টারী সেরেস্তায় আমার নিজ নাম পত্তন পূর্ব্বক উহার বাবদ বার্ষিক ১৷৶৩ এক টাকা চারি আনা তিন পাই রাজস্ব উক্ত কালেক্টরীতে আদায় দিয়া উহা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে উক্ত পুষ্করিণী মায় পাহাড় আদি সর্ব্বপ্রকার দরবস্ত হক হকুক আমার বিক্রয় করিবার আবশ্যক হওয়ায় এবং মহাশয় উহা সম্পুর্ণ নির্দ্দায় ও নির্দ্দোষ অবস্থায় মমলগে ১২৫০৲ বার শত পঞ্চাশ টাকা পোণে খরিদ করিবার প্রস্তাব করায় আমি তাহাতে সম্মত হইয়া ধার্য্য পণের মধ্যে ৫১৲ টাকা বায়নার স্বরূপ গ্রহণ করিয়া মহাশয় বরাবর সন ১৩১৫ সালের ৮ই ভাদ্র তারিখে এক কেতা বায়না পত্র লিখিত পঠিত করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে অদ্যকার তারিখে মহাশয়ের নিকট হইতে ধার্য্য পণের বক্রী টাকা নিম্নের তপশীল ও জায়মত গ্রহণ করিয়া নিম্নের তপশীলের লিখিত সম্পত্তি ও চৌহদ্দিস্থিত উক্ত তপশীলে আরও বিশেষরূপে বর্ণিত, পুষ্করিণী মায়

তলস্থ জমী ও পাহাড় আদি কমবেশ ৮২॥০ সতেরো কাঠা আট ছটাক মায় সর্ব্ব-প্রকার দরবস্ত হক হকুক ও সর্ব্বপ্রকার ইজমেণ্ট (Easement) ও এপারটী-নেনস (Appurtenanees) ও উহাতে আমার ষোল আনা রকম স্বত্ব, সংস্রব, দাবি ও দাওয়ায় হক হকিয়াৎ তৎসমুদায় মবলগে ১২৫০৲ বার শত পঞ্চাশ টাকা মূল্যে আমি এতদ্দ্বারা মহাশয়কে বিক্রয় করিলাম ও উহাতে এককালে স্বত্বহীনা হইলাম ও মহাশয় অদ্যকার তারিখ হইতে এতদ্দ্বারা বিক্রীত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে সম্পূর্ণরূপে স্বত্ববান হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে দান বিক্রয় বন্ধক আদি সর্ব্বপ্রকার হস্তান্তরের ক্ষমতা সম্যকরূপে পরিচালন করত ও কালেক্টরী সেরেস্তায়, সাবেক নাম খারিজ দিয়া নিজ নাম পত্তন পূর্ব্বক পরম সুখে ভোগ দখল করিতে রহেন, তাহাতে আমি বা আমার ওয়ারিশান স্থলাভিষিক্তগণ কেহ কখনও কোন প্রকার ওজর আপত্তি দাবি দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিবে না, করিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বস্থানে বাতিল ও নামঞ্জুর ও আদালতে অগ্রাহ্য হইবে। প্রকাশ রহিল যে এতদ্দ্বারা বিক্রীত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ আমি ইতিপূর্ব্বে অপর কাহাকেও দান বিক্রয় আদির দ্বারা কোনরূপ হস্তান্তর বা বন্ধক আদির দ্বারা কোনরূপ দায় সংযোগ করি নাই ও এক্ষণে কোন প্রকার দায় সংযোগ নাই বা উহা আদালত হইতে ক্রোক হয় নাই বা উহা কোন প্রকার জামিনীতে আবদ্ধ নাই বা উহা কাহাকেও মৌরসি বা কায়েমী বিলি করি নাই, এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দায় ও নির্দ্দোষ আছে এবং উহার ষোল আনা রকম স্বত্ব বিক্রয় করিবার আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার আছে। ভবিষ্যতে উক্ত সমুদায় স্বত্বের মধ্যে কোন স্বত্বের কোনরূপ অন্যথা প্রকাশ পাইলে আমি ফৌজদারিতে দণ্ডনীয় হইব এবং তৎবাবদ মহাশয়ের ওয়ারিশান বা রেপ্রেজেনটেটিভ বা এসাইনি প্রভৃতি স্থলাভিষিক্তগণের আমার স্বত্বের দোষে কোনরূপ ক্ষতি খেসারত হয় তাহা পূরণ করিতে ও টাইটেল পারফেক্ট (সম্পূর্ণ) করিবার কারণ অপর যে কিছু দলিলাদি সম্পাদন ও কার্য্য করিবার আবশ্যক হইবে তাহা সম্পাদন করিতে আমি আমার ওয়া-রিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে বাধ্য রহিলাম। এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দচিত্তে বিনানুরোধে ধার্য্য পণের টাকা নিম্নের তপশীল আয়মত বুঝিয়া পাইয়া মহাশয় বরাবর অত্র সাফ বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিলাম ও বিক্রীত সম্পত্তি সংক্রান্ত

দলিলাদি বিমজ্জীম নিম্নের তালিকা মহাশয়কে বুঝাইয়া দিলাম এবং অদ্যকার তারিখে মহাশয়কে উক্ত সম্পত্তিতে দখল দিলাম। ইতি তাং ২১শে এপ্রেল ১৯০৯ সাল বঙ্গাব্দ ৮ই বৈশাখ ১৩১৬ সাল।

(৭৫)

ইজমেণ্ট স্বত্বের হস্তান্তর পত্র।

(Transfer of Easement Right)

লিখিতং শ্রী * * * ১ নং দলিলদাতা।

ও শ্রী * * * ২ নং দলিলদাতা।

কস্য বায়ু আলোক ও পথ চলাচলের ইজমেণ্ট রাইট হস্তান্তর পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি ১ নং দলিলদাতা ২৫ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থিত বাটীর মালিক হইতেছি ও আমি ২নং দলিলদাতা ২৬নং সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থিত বাটীর মালিক হইতেছি। এক্ষণে ২৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থিত বাটীর পশ্চিম গায় আমি ১নং দলিলদাতা আমার যে মেথর খাটিবার পথ, জানালা ও বায়ু ও আলোক যাতায়াতের পথ বহুকাল হইতে বর্ত্তমান আছে, উহা আপনি নং দলিলদাতা আপনার ২৬ নং বাটীর পার্শ্বস্থ পতিত জমীর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বিধায় আপনি সে সমস্ত জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দেন এবং আমি ১নং দলিলদাতা আমার বাটীর পশ্চিম গায় আর জায়গা না থাকায় আমিও বাধা হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করি সে জন্য আপনাতে ও আমাতে বহু দিবসাবধি মনোবিবাদ ও মামলা মোকদ্দমা চলিতেছিল এবং তজ্জন্য আমাদের উভয়েরই বহু ক্ষতি হইতেছিল, সেই সমস্ত কারণে আমরা উভয়ে অদ্য তারিখে এই এগ্রিমেণ্ট পত্র দ্বারা উভয়ে উভয়ের নিকট মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে এইরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ হইতেছি যে, আমি ১নং দলিলদাতা অদ্য আপনাকে নগদ ১০০০৲ টাকা দিলাম এবং আমি ২নং দলিলদাতা আপনার নিকট ১০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে আপনার যে সমস্ত জানালা ও আলো বায়ু গমনাগমনের এবং মেথর খাটীবার পথ বর্ত্তমান আছে তাহা চিরকাল মায় ওয়ারিশান স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে কখনও বন্ধ করিয়া দিতে পারিব না বা এরূপ কার্য্য কখনও করিব না যাহাতে

আপনার কোনরূপ ক্ষতি হয় এবং আমি ১নং দলিলদাতা অঙ্গীকার করিতেছি যে আমার যে সমস্ত জানালা ও আলো বায়ু গমনাগমনের এবং মেথর যাতায়াতের পথ বর্ত্তমান আছে তাহা ছাড়া আর নূতন জানালা ও আলো গমনাগমনের পথ ইত্যাদি বাড়াইতে বা তৈয়ার করিতে পারিব না। এতদর্থে আমরা ১নং ও ২নং দলিলদাতা এই এগ্রিমেণ্ট পত্র লিখিত পঠিত ও দস্তখত করিলাম। ইতি। তারিখ * * (১)

(৭৬)

সম্মতি (Consent) সূত্রে বিক্রয় কোবালা

গ্রহীতা। দাতা।

* * * শ্রীপ্রমদাচরণ মিত্র।

শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী।

কলিকাতা সুতাপটীর অন্তর্গত * * লেনস্থিত ১৮১নং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস যাহার চৌহদ্দি নিম্নে প্রদত্ত হইল উক্ত সম্পত্তি মায় দ্বিতল ইমারত ড্রেন পায়খানা গ্যাস ও ইলেক্‌ট্রিক ফিটিং ইত্যাদি যাহা আছে সেই সমস্ত ইজমেণ্ট (easement) রাইট (right) টাইটেল (title) ও ইণ্টারেষ্ট (interest) প্রভৃতি যে কিছু স্বত্ব স্বামীত্ব ও অধিকার আমার আছে সেই সমস্ত স্বত্বের দরবস্তু হকুক আপনাকে ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিলাম।

উক্ত সম্পত্তি আমার পিতা ৺ * * মহাশয় স্বোপার্জ্জিত অর্থে প্রস্তুত করিয়া বিগত ১২১৪ সালের বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করিলে আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী (heir) সূত্রে তাহাতে নিব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া

(১) ইহা দুই পক্ষ সহি করিয়া রেজেষ্ট্রী করিয়া দিবেন। ইহার ষ্ট্যাম্প কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প আইন ২৩ প্রকরণের মতে দিতে হয়। কিন্তু দলিলে টাকার উল্লেখ না থাকিলে বা থাকিলেও যদ্যপি দলিলে এরূপ লেখা থাকে যে উক্ত সম্পত্তিতে আপনার ও আমার উভয়েরই সমান স্বত্ব রহিল, তাহা হইলে ৸৹ বার আনার ষ্ট্যাম্পে একরারের ন্যায় সম্পাদিত হইবে। যে সকল দলিলে এরূপ লেখা থাকে যে ভবিষ্যতে যদ্যপি আমার বাটী গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটী হইতে কখন (acquire গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে আপনি কোন প্রকার কম্পেনশেসন পাইবেন না" তাহা হইলে আর একরার মধ্যে আসিবে না। কোবালায় স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় কিন্তু একরার নামায় তাহা হয় না। এ পার্থক্য মনে রাখিবেন।

দখলিকার হইয়াছি। অন্য কাহার তাহাতে কোন প্রকার স্বত্ব নাই কেবল মাত্র আমার মাতা পূজনীয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসীর তাহাতে হিন্দু বিধবার ভরণ-পোষণের ভাবী স্বত্ব আছে। সেই স্বত্ব রহিত ভিন্ন আপনি ক্রয় করিতে অস্বী-কার করায় আমার মাতাঠাকুরাণীও আমার সহিত একযোগে বিক্রয়ের সম্মতি জ্ঞাপক (consenting party) পক্ষরূপে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার উপস্থিত বা ভাবী দাবি দাওয়া হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং সেই সম্মতি সূত্রে এই বিক্রয় কোবালা লিখিত পঠিত হইয়া আপনাকে সমর্পণ করা গেল এবং উক্ত সম্পত্তিতে আমি শ্রীপ্রমদাচরণ মিত্র বা আমি শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী আমাদের যে কোন অধিকার বা স্বত্ব ছিল তাহা রহিত হইয়া উত্তরাধিকার বা এসাইনি প্রভৃতি সূত্রে তৎসমস্ত আপনাতে বর্ত্তিল। আমার বা আমাদের উত্তরাধিকার বা এসাইনি প্রভৃতি ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্তিতে কোন প্রকার দাবী দাওয়া করিবে না। আপনি এই দলিলের বলে মিউনিসিপ্যাল বিলে নাম খারিজ করাইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকুন। ইতি * * (১)

তপশীলের টাকা।

ক্রেতার নিকট হইতে আমার প্রাপ্য ২০,০০০৲ টাকা নিম্নলিখিত জায়মত বুঝিয়া পাইলাম ;—

গভর্ণমেণ্ট কারেন্সী নোট।

নং	০	০	০	১০০০৲ হিসাবে	
			১০ কেতা	১০,০০০৲	
নং	০	০	০	৫০০৲ টাকা হিসাবে	
			২০ কেতা	১০,০০০৲ টাকা	
				মোট ২০,০০০৲	

বিংশতি সহস্র মুদ্রা মাত্র। (২)

শ্রীপ্রমদাচরণ মিত্র।

---

(১) শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী consenting পার্টি হওয়ায় কোন প্রকার বেশী ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।

(২) এখানে তারাসুন্দরীর স্বাক্ষর অনাবশ্যক। সবরেজিষ্ট্রারের রেজেষ্ট্রীর সময় তাঁহাকে টাকা প্রাপ্তির প্রশ্ন করা অনাবশ্যক।

হেবা বিল এওজ (Conveyance)

(মন্তব্য।)

বিবাহের যৌতুক ইত্যাদির বিনিময়ে যে সম্পত্তি লিখিয়া দেওয়া হয়, তাহা দান পত্র নহে—বিক্রয় কোবালা। ইহা সমস্তই কোবালার ন্যায় লিখিত হয়, কেবল সামান্য মাত্র প্রভেদ থাকে যথা :—

আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত তোমার যৌতুক মুয়াজ্জলের ঋণ পরিশোধ করিতে পারি নাই এবং সেই সমস্ত নগদ টাকা দিয়া পরিশোধ করা আমার পক্ষে কষ্টকর বোধে নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত ১৫/ বিঘা নিষ্কর জমি যাহার সময়োচিত মূল্য ২০০০৲ টাকা তাহা তোমাকে হেবা করিয়া আমি ওয়ারিশান ক্রমে স্বত্বত্যাগী হইলাম। তুমি অদ্য হইতে উক্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক ও দান বিক্রয় প্রভৃতি যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকারিণী হইলে। তোমার মুয়াজ্জলের নিমিত্ত আমার নিকট ২৫০০৲ টাকা পাওনা ছিল, তাহার মধ্যে ২০০০৲ টাকার সম্পত্তি দিলাম এবং বক্রী ৫০০৲ টাকা অতি শীঘ্র পরিশোধ করিব। (১)

(৭৮)

হেবা বিল এওজ (Conveyance :)

প্রকারান্তর।

পূর্ব্বের ন্যায় দলিল লিখিয়া যদি এমন লেখা যায় যে "আমার নিকট ২৫০০৲ টাকা তোমার পাওনা, তন্মধ্যে ২০০০৲ টাকা মূল্যের পরিমাণ মত নিম্নলিখিত ১৫/ বিঘা নিষ্কর সম্পত্তি হেবা করিলাম এবং বক্রী ৫০০৲ টাকা নগদ দিলাম। ইতি" তাহা হইলে এই নগদ ৫০০৲ টাকার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

(৭৯)

অংশীদারের অংশ বিক্রয়।

(বিক্রয় কোবালা, রিলিজ নহে।)

কস্য নাদাবি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি শ্রীসুধীরকুমার বসু আমার উভয় পুত্র শ্রীমান জ্ঞানদাচরণ বসু ও বিরজাচরণ বসুর সহিত একত্রে ও একযোগে পরস্পরের মূলধনে কারবার চালাইয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার আর

---

(১) ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রী কোবালার ন্যায়।

বিষয় কার্য্য করিবার আদৌ ইচ্ছা না থাকায় উক্ত কারবারে আমার যে স্বত্ব লভ্য ছিল ও ঐ কারবারের লভ্যাংশ হইতে যে সকল স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে সেই সমস্ত আমার পুত্রদ্বয়ের অনুকূলে অদ্য নগদ ৫০,০০০৲ টাকা পাইয়া ত্যাগ করিলাম। এক্ষণে এই নাদাবি পত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত কারবার সমূহে ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তিতে ভবিষ্যতে আর কোন দাবীদাওয়া করিব না। ইতি *

(৮০)

অস্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর উল্লেখ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়।

এই বিক্রয় কোবালা পত্র দ্বারা আমি উল্লেখ করিতেছি যে সন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে খাট বিছানা, চেয়ার টেবিল, ছবি প্রভৃতি "ক" তপশীল উল্লিখিত অস্থাবর সম্পত্তি আপনাকে ১২০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া তাহা আপনাকে ঐ তারিখে সমর্পণ অর্থাৎ delivery দিয়া স্বত্বত্যাগী হইয়াছি এবং আপনি সেই অবধি উক্ত সম্পত্তি সমূহ ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন। ঐ সকল তৈজস পত্র আমার নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত। "খ" তপশীল ভুক্ত গৃহে ছিল ও এখনও আছে। আপনি এ যাবৎকাল ভাড়াটিয়া সূত্রে তাহা দখল করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এক্ষণে উক্ত গৃহ আমার বিক্রয় করা আবশ্যক এবং আপনিও ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় সময়োচিত মূল্য ৩৯০০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে স্বত্বত্যাগী হইলাম।

---

* ইহা নাদাবি বলিয়া লিখিত হইলেও কোবালা পত্র। একটা নাম দিলে দলিলের ভাবান্তর হইতে পারে না। (Boards Collection 8, File 167 of 1901) মূল কথা এই যে যেখানে "আমার স্বত্বে স্বত্ববান" কথা থাকে সেখানে স্বত্ব Conveyancy করা হয়, সুতরাং তাহা Sale আর যেখানে আমার "দাবী দাওয়া নাই" লেখা থাকে (Renouncing a Claim) তখন release. দলিলের ভাব দেখিয়া তাহা কি দলিল তাহা স্থির করিতে হইবে, নাম দেখিয়া নয়।

আপনিও আমার স্বত্বে নির্ব্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়া উত্তরাধিকার ক্রমে ও ওয়ারিশান সূত্রে ভোগবান ও দখলিকার হইলেন, তাহাতে ভবিষ্যতে আমার বা আমার ওয়ারিশান প্রভৃতি কাহারও কোন ওজর আপত্তি থাটিবে না।—ইতি তারিখ * * (১)

বিবাহ বন্ধনচ্ছেদ বা তালাকনামা।

(Deed of Divorce.)

(Art 29 Schedule I.)

এখানে যে বিবাহবন্ধন ছেদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল মুসলমানদিগের জন্য। ইংরাজদিগের divorce, আদালত কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

মহম্মদীয় আইনে ১৩ রকমের ফারখতের বিষয় লিখিত আছে। তন্মধ্যে ৭টী আদালতের আদেশ সাপেক্ষ, কেবল অবশিষ্ট ৬টী মাত্র তাহা নহে। (Baillie p 203) সাধারণ প্রথানুসারে এই ১৩টী ৩টীতে পরিণত হইয়াছে। যথা "তালাক" "খুলা" ও আদালতের আদেশ মতে বিচ্ছেদ। স্ত্রী দুশ্চরিত্রা না হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা যায়। স্বামী কর্ত্তৃক ত্যাগ সাধনকে "তালাক" কহে। পত্নীর ইচ্ছানুযায়ী বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার নাম "খুলা"। ইহাকে মুবারতনামাও বলে। তালাক লিখিত বা মৌখিক উভয় প্রকার হয়। (Wilson pp. 163—4)

তালাক মৌখিক ভাবে সম্পন্ন হইলেও যেখানে সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে তৎকার্য্য হয় এবং বিষয় বিভবের সম্পর্ক থাকে সেখানে লিখিত তালাক হওয়াই শ্রেয়ঃ। (20 W. R. 214.) "খুলায়" স্ত্রী আপন প্রাপ্য দাবী ত্যাগ করিয়া থাকেন। বোম্বাই প্রদেশস্থ কয়েকটি সম্প্রদায়ের বিবাহবন্ধনচ্ছেদ সম্ভবতঃ এই বিধানে সম্পন্ন হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ জন্য Mayne on Hindu Law S. 89 এবং I. L. R. 6 Bom 126 পৃষ্ঠা দেখুন।

---

(১) অস্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ (recitation) মাত্র, সুতরাং তাহার জন্য ষ্ট্যাম্প রসুম দিতে হইবে না। Read report of the select committee.

(৮১)

বিবাহ বন্ধনচ্ছেদ বা তালাকনামা।

(Deed of Divorce)

শ্রীমতী রবিয়ননেসাবিবি লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

পিতার নাম * ইত্যাদি। পিতার নাম * * ইত্যাদি।

কস্য বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি তোমাকে সন ১৩০১ সালের ১৯শে বৈশাখ তারিখে মহম্মদীয় সারা অনুসারে বিবাহ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে ইহা আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে তুমি দুশ্চরিত্রা, তজ্জন্য অস্য হইতে তোমার সহিত আমার বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল, অতএব এই তালাকনামা লিখিয়া দিলাম। আমি আর তোমার ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য থাকিলাম না; তুমি নিকা দ্বারা বা তোমার ইচ্ছামত অন্য উপায়ে কালযাপন করিতে থাক, তাহাতে আমার কোন প্রকার আপত্তি নাই। মুয়াজ্জল যৌতুক বাবদে তোমার যাহা পাওনা ছিল তাহা নগদ দিতে না পারায় স্বতন্ত্র নিদর্শন পত্র দ্বারা পরিশোধ করিলাম। (১) ইতি * *

ইসাদি।

(৮২)

খুলা (Divorce)।

মহামহিম শ্রীযুত মুন্সী * * *

লিখিতং শ্রীমতী * * খাতুন। কস্য খুলা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আপনি আজ প্রায় ৩ বৎসর হইল আমাকে মহম্মদীয় সারামতে বিবাহ করিয়া জওজিয়াতে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ৬ মাস মধ্যে আপনি আমার সহিত অত্যন্ত কুব্যবহার করিয়া আমার যথেষ্ট মনঃকষ্ট দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কবিন-নামার কোন সর্ত্ত প্রতিপালন করেন নাই, সুতরাং আপনাকে আমি আর কোন ক্রমে স্বামী ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব আমি এতদ্দারা

---

(১) ষ্ট্যাম্প।—তালাকনামাতে ১ম তপশীলের ২৯ প্রকরণ অনুসারে ২৲ টাকার ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

রেজিষ্টারি।—রেজিষ্টারী খরচা (E). ফি ২৲ টাকা।

আপনাকে ত্যাগ করিলাম এবং আপনিও তাহাতে সম্মত হওয়ায় এতদ্দারা নির্দ্দিষ্ট হইল যে আমার সহিত আর আপনার স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ রহিল না। গহনা পত্র যাহা দিয়াছিলেন তাহা আমরাই রহিল, তবে ময়াজ্জল হিসাবে আমার ১৫০০৲ টাকা পাওনা তাহা এ পর্য্যন্ত আপনি দেন নাই, আমি ঐ টাকার সমস্ত দাবী দাওয়া ত্যাগ করিলাম। *

(৮৩)

মুবারতনামা (Divorce)।

(প্রকারান্তর।)

শ্রীমতী * * * খাতুন ইত্যাদি প্রথম পক্ষ।

শ্রীযুত মৌলবী * * পিতা ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ।

প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে বৈধকারণ বশতঃ ত্যাগ করিলেন এবং এই ত্যাগ পত্র দ্বারা তৎকার্য্য সম্পাদিত হইল। দ্বিতীয় পক্ষের আর প্রথম পক্ষের উপর কোন প্রকার দাবী দাওয়া রহিল না, তিনি যথেচ্ছাক্রমে আবার পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকুন। দ্বিতীয় পক্ষের সহিত প্রথম পক্ষের ইচ্ছানুসারে বৈবাহিক সম্বন্ধ বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় পক্ষকে ২৫০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই সমবেত মজলিসে প্রদান করিলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ তাহা গ্রহণ করিলেন। ইতি

(৮৪)

তালাক (Divorce)।

(প্রকারান্তর।)

কস্য ইলাদনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আপনি কি কারণে জানিনা আমাকে বিবাহ করিয়াও জওজিয়াতে আনিতে অর্থাৎ সহবাস করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আমার ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের অনুনয় গ্রাহ্য করেন নাই, সুতরাং আমি আপনাকে মহম্মদীয় সারা অনুসারে তালাক দিতে ক্ষমতাবতী জানিয়া এই ইলাদনামা সম্পাদন করিয়া তালাকের কার্য্য সম্পাদন করিলাম। ভবিষ্যতে আমাদের আর স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ রহিল না। ইতি।

---

* এই দাবী পরিত্যাগ জন্য নাদাবীর ষ্টাম্প দিতে হইবে না। কারণ মহম্মদীয় আইনে তালাক সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম আছে। তবে স্বতন্ত্র দলিল হইলে স্বতন্ত্র ভাবে ষ্টাম্প দিতে হইবে।

বিনিময় পত্র (Exchange of property)।

(Art 31 Schedule I.)

মন্তব্য।

বিনিময় পত্র ও কোবালার বিভিন্নতা কোবালার মন্তব্যে পাঠ করুন। মূল্য না লইয়া অর্থাৎ সম্পত্তির বিনিময়ে সম্পত্তির হস্তান্তরই বিনিময় পত্র। তবে মূল্যের তারতম্য জন্য কতক সম্পত্তি ও কতক টাকা লওয়া প্রচলন আছে। অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময় সম্পত্তি হস্তান্তর দ্বারা বিহিত ভাবে সম্পন্ন হয়।

দুখানি দলিল দ্বারা বিনিময় সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু এক দলিলে দুইজনে স্বাক্ষর করিয়াই সাধারণতঃ বিনিময় পত্র সম্পাদিত হয়। প্রত্যেক পক্ষের জন্য আলাহিদা duplicate দলিল থাকে।

(৮৫)

বিনিময় পত্র (Exchange.)।

লিখিতং শ্রীদ্বারিকানাথ চৌধুরী * * ইত্যাদি—১ম পক্ষ।

শ্রীবিনোদবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় * * ইত্যাদি—২য় পক্ষ।

আমাদের উভয়ের বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত থানা ও সব রেজেষ্টারী রাণীগঞ্জের এলাকাধীন বৃন্দাবনপুর গ্রামে ১০/ বিঘা সিদ্ধ নিষ্কর ভূমি ও জেলা হুগলি থানা ও সব রেজিষ্টারী শ্রীরামপুরের অধীন গঙ্গাধরপুর গ্রামে ১০/০ বিঘা সিদ্ধ নিষ্কর ভূমি আছে। উক্ত সম্পত্তিদ্বয় পরস্পরের সুবিধার জন্য বিনিময় করা আবশ্যক বলিয়া আমরা নিম্নলিখিতরূপ বিনিময় করিলাম যে আমি শ্রীদ্বারিকানাথ চৌধুরী (১ পক্ষ) "ক" চিহ্নিত সম্পত্তি পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া দখলিকার আছি। অদ্য হইতে আপনি শ্রীবিনোদবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সেই সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া দান বিক্রয় প্রভৃতির মালিক হইলেন। প্রকাশ থাকে যে "খ" চিহ্নিত সম্পত্তি হইতে শ্রীবিনোদবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও স্বামিত্ব ছিল তাহা লোপ পাইল এবং শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ চৌধুরী মহাশয় উত্তরাধিকার ক্রমে উক্ত স্বত্বে স্বত্ববান হইলেন। আমরা পরস্পরে প্রকাশ করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিদ্বয় কোন প্রকারে দায় সংযুক্ত করি নাই, যদি করিয়া থাকি এমন প্রকাশ পায় তাহা হইলে

পরস্পরে পরস্পরের নিকট ক্ষতিপূরণের দায়ী রহিলাম। আমরা উভয়ে যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলাম তাহাতে আমাদের উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণ সম্পূর্ণরূপে বাধ্য থাকিবে। ভবিষ্যতে কেহ কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা কার্য্যকর হইবে না। আমরা ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে "ক" চিহ্নিত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য প্রায় ৯০০৲ টাকা এবং "খ" চিহ্নিত সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৯০০৲ টাকা। মূল্য সম্বন্ধে ইতর বিশেষ থাকিলেও তাহাতে কাহরও কোন প্রকার আপত্তি নাই। এতদর্থে পরস্পরে এই বিনিময় পত্র লিখিয়া দিলাম। (১) এই দলিল প্রথম পক্ষের নিকট ও ইহার প্রতিলিপি দ্বিতীয় পক্ষের জিন্মায় রহিল। আবশ্যক মতে মূল দলিল দ্বিতীয় পক্ষকে দর্শাইতে প্রথম পক্ষ বাধ্য থাকিলেন। (২)

(৮৬)

বিনিময় পত্র।

প্রকারান্তর।

মহামহিম শ্রী * * ত্যাদি। লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

আমার থামারের পশ্চাতে আপনার ১৴ বিঘা পতিত জমী আছে এবং আপনার চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চাতে আমার ১৴ বিঘা বাগান আছে। আমাদের পর-

---

(১) প্রতিলিপির ষ্ট্যাম্প ১॥• টাকার উর্দ্ধ নহে। ইহা মূল দলিলের অবিকল নকল মাত্র, তবে উভয় দলিলেই সাক্ষী ও পক্ষগণ স্বাক্ষর করিবেন। রেজিষ্ট্রী সম্বন্ধে প্রতিলিপি রেজিষ্টারির বিষয় দেখুন।

ষ্ট্যাম্প। কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম তপশীলের ৩১ সিডিউল দেখুন। যে দুইটী সম্পত্তি বিনিময় করা হইবে তাহার মধ্যে যে সম্পত্তিটীর মূল্য অধিক তাহারই উপর কোবালায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। আদর্শ লিখিত দলিলে ১১০০৲ টকোর পরিমাণ কোবালার ষ্ট্যাম্পে ২২॥ টাকা দিতে হইবে। রেজিষ্ট্রীর জন্য ১১০০৲ টাকার উপর "এ" ফি লইতে হইবে।

বিভাগ পত্র অর্থাৎ বণ্টননামা ও বিনিময় পত্র একই প্রকারের সুতরাং পক্ষগণকে একত্র ভাবে দলিল লিখিয়া দিতে হয়। এই সকল দলিলের প্রতিলিপি রাখিবার আবশ্যক হয়। পক্ষগণের প্রত্যেকে একখানা রাখিতে পারেন।

রেজিষ্টারি। (A fee)এ ফি দিতে হয় ১০০ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি হইলে রেজিষ্টারি করিতেই হইবে।

বিনিময়েও বিক্রয়ের ন্যায় কণ্ট্রাক্ট আইনের ১০০ ধারার স্বত্ব প্রবল হইয়া থাকে।

(২) সম্পাদনকারীদের উভয়কেই দলিলে সহি করিতে হইবে।

স্পরের সুবিধার জন্য উক্ত সম্পত্তিদ্বয় বিনিময় করা সুবিধাজনক বিবেচনায় আমি আপনার ১/ এক বিঘা পতিত জমি গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আপনার চণ্ডী-মণ্ডপ পশ্চাৎস্থিত নিম্ন চৌহদ্দিস্থিত ১/ এক বিঘা বাগান আপনাকে হস্তান্তর করিয়া তাহাতে আমার যে কিছু স্বত্ব স্বামীত্ব ছিল তাহা আপনার অনুকুলে ত্যাগ করিলাম এবং আপনি অদ্য হইতে উক্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে স্বত্বাধিকারী হইলেন। ইতি

(৮৭)

বিনিময় পত্র।

(প্রকারান্তর।

যেমন পাট্টায় কবুলতি সেই মত ইহার পাল্টা দলিল দ্বারা অপর বিনিময় পত্র লিখিত হইবে। পাঠক সহজে তাহা ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন বলিয়া আর এস্থলে তাহার আদর্শ প্রদত্ত হইল না।

বন্ধকী সম্পত্তি পুনর্ব্বার দায়সংযুক্ত করণ

Further Charge.

(Art 32 Schedule I.)

মন্তব্য।

বন্ধকী সম্পত্তিকে পুনর্ব্বার বন্ধক দেওয়াকে বলে। ইহাতে দখল দেওয়া বা না দেওয়া দুই হয়। প্রথম বন্ধকদাতা বা অন্য কাহাকেও পুনর্ব্বার বন্ধক দেওয়া যায়। ৪৬ (ক) প্রকরণে জমিদারের নজর আনা দিতে হয়, কিন্তু further chargeএ তাহা দিতে হয় না। Art 40 c দ্বারা বন্ধকী সম্পত্তি ছাড়া অন্য সম্পত্তির মাতব্বর বুঝায়, কিন্তু 32 Art দ্বারা পূর্ব্ব বন্ধকী সম্পত্তিতে দায় সংযোগ মাত্র বুঝায়। তন বন্ধকনামা করিয়া তাহাতে পূর্ব্ব বন্ধকী সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলে আর তাহা further charge না হইয়া mortgage হইবে I. L. R. 25 Bom. 370)

(৮৮)

দ্বিতীয় বন্ধকনামা।

Further Charge,

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য বন্ধকী সম্পত্তিতে পুনর্ব্বার দায় সংযুক্ত করণ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি বিগত সন ১৩০৮ সালের ১৩ই চৈত্র তারিখে একখণ্ড বন্ধকনামা দ্বারা (উলুবেড়িয়া রেজিষ্ট্রী আফিসের ১৯০২ সালের ১৩০৭ নং দলিল) জেলা হাওড়া থানা বাগনানের অন্তর্গত মানকুর গ্রামের ১৫ বিঘা নিষ্কর জমি আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া ৩০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলাম। পুনরায় আমার বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ সেই সম্পত্তি (যাহার চৌহদ্দি নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহাই আবার অদ্য আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া ২৯০৲ টাকা কর্জ্জ লইলাম। ইহার সুদ আদায় কাল পর্য্যন্ত ফি শতে মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে দিব। বন্ধকী সম্পত্তি হইতে যদ্যপি আপনার পাওনা সমস্ত টাকা আদায় না হয় তাহা হইলে আমার অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা আপনার পাওনা টাকা সুদ সহ সমস্ত আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশান কাহারও কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। ইতি (১)

(৮৯)

পুনর্ব্বার বন্ধক দেওয়া।

প্রকারান্তর।

আমি পূর্ব্বে নিম্নলিখিত সম্পত্তি ডায়মণ্ডহারবার নিবাসী * * কে ১০০০৲ টাকায় বন্ধক দিয়া রীতিমত রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি, কিন্তু আবার আমার টাকার আবশ্যক হওয়ায় আপনার নিকট বার্ষিক শতকরা ১৮৲ সুদে সেই সম্পত্তি যাহার চৌহদ্দি এইরূপ পূর্ব্ব * * পশ্চিম * * উত্তর * * দক্ষিণ * * ইত্যাদি তাহা বন্ধক দিয়া ৫০০৲ ঋণ গ্রহণ করিলাম ইত্যাদি।

---

(১) এই প্রকরণ মতে ইহার ষ্ট্যাম্প ১৸০ টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা টাকা আদায় হইবার কথা লেখার জন্য কোন অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না। কেননা ইহা অতিরিক্ত সিকিউরিটি নহে।

(৯০)

পুনর্ব্বার সদখল বন্ধক দেওয়া।

পূর্ব্বে এই সম্পত্তি ১৩ বৎসরের জন্য আপনার দখলে দিয়া ১০০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছি। এক্ষণে আবার টাকার প্রয়োজন হওয়ায় আরও ৫০০৲ টাকা লইয়া পুনর্ব্বার ঐ সম্পত্তি ৭ বৎসরের জন্য আপনার দখলে দিলাম। অর্থাৎ প্রথম প্রদত্ত মর্টগেজের দরুণ ১৩ বৎসর অতীত হইলে আবার ৭ বৎসর উক্ত সম্পত্তি আপনার দখলে থাকিয়া আপনার প্রাপ্য মায় সুদ সমস্ত টাকা পরিশোধ হইবে।

(৯১)

পুনর্ব্বার সদখল বন্ধক দেওয়া।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি * * দখল সংযুক্ত বন্ধকনামা দ্বারা ২০০৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছি। আগামী সন ১৯১৪ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখে ঐ টাকা বন্ধকনামার সর্ত্তানুসারে পরিশোধ হইবে। অতএব আপনার নিকট অন্য ১০০৲ টাকা লইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে ঐ টাকার মাতব্বরিতে ঐ সম্পত্তি ৩ বৎসরের জন্য আপনার দখলে থাকিবে এবং তাহাতেই মায় সুদ সমস্ত টাকা পরিশোধ হইবে। প্রথম মহাজনের দখল শেষ হইলে অর্থাৎ ৩রা মার্চ্চ হইতে উক্ত সম্পত্তি আপনার দখলে থাকিবে, তাহাতে কোন বাধা বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর। ইতি (১)

দানপত্র। (Gift)

Art 33 Schedule I

(মন্তব্য।)

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য না লইয়া এক ব্যক্তি যে সম্পত্তি অপর ব্যক্তিকে অর্পণ করেন এবং অপর ব্যক্তি দাতার জীবিত কাল মধ্যে তাহা গ্রহণ করেন তাহাকেই দানপত্র বলে। সম্পত্তিতে দখল না লইয়া গ্রহীতার মৃত্যু হইলে দান অসিদ্ধ। স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে

(১) এখানে possession agreed to be given সুতরাং হাইকোর্টের নজির অনুসারে এরূপ ভাবের লেখাপড়া সিদ্ধ (See I. L. R. 10 Cal, 274 I, L, R, 8 Bom 310)

এবং তাহাতে দুইজন সাক্ষী থাকা আবশ্যক। অস্থাবর সম্পত্তির দানপত্র সমর্পণ অর্থাৎ delivery See section 122 & 128 of the Transfer of Property Act (IV of 1882)

দানপত্র ও উইল—দানপত্র দ্বারা সম্পত্তিতে সত্ত্ব দখল পাওয়া যায়, কিন্তু উইলে দাতার মৃত্যুর পর ভিন্ন সম্পত্তিতে অধিকার জন্মে না। Settlementএ consideration আবশ্যক। কেহ কাহার প্রতিপাল্য হইলে সেই প্রতিপালন ভারই সমর্পণ পত্রের (Settlement) কারণ (Consideration.)

কোন হিন্দু বিধবা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি একটী আত্মীয়কে সমর্পণ করেন। সর্ত্ত ছিল তিনি বিধবার প্রতিপালন ভার লইবেন। ইহা দানপত্র I. L. R. 12 Mad. 89.)

মুসলমানদিগের মধ্যেও দানকৃত সম্পত্তিতে দাতার মৃত্যুর পূর্ব্বে দখল লইতে হয়। (I L. R. 9 Bom. 655.) মুসলমানরা সামান্য কোন দ্রব্য যথা—একখান কাপড় বা অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত মূল্যবান সম্পত্তি হস্তান্তর করেন তাহাও দানপত্র। মুসলমানদিগের "হেবা" আমাদের দানপত্রের অনুরূপ।

রেজিষ্ট্রীর পূর্ব্বে দাতা দানপত্র রহিত করিতে পারেন; সুতরাং সমন দ্বারা দাতাকে বাধ্য করিয়া দানপত্র রেজিষ্ট্রী করান কার্য্যকর নহে। 6 Madras Law Journal 207)

দানপত্র রেজিষ্ট্রীর পূর্ব্বে দাতার মৃত্যু হইলে তাঁহার ওয়ারিশকে আইন মতে বাধ্য করিয়া তৎকার্য্য সম্পাদিত করান যায় না। (13 Mad. Law Journal 303) কিন্তু দাতার উত্তরাধিকারী স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলে সেই রেজিষ্ট্রী করণ জন্য দলিল অসিদ্ধ নহে। (I. L. R 2 All. 392. 10 B. L. R. 536. I. L. R. 20 All. 392. II All 319.)

(৯২)

দানপত্র।

পরম পূজনীয় পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত * * গুরুদেব

শ্রীচরণাম্বুজেষু।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য দানপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। স্বর্গীয় পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকালে তাঁহার স্বর্গার্থে আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি দানের বাসনা বড়ই বলবতী হইয়াছিল; কিন্তু তখন ভ্রাতৃগণের অপ্রাপ্ত ব্যবহারতা প্রভৃতি কারণে সে কামনা সফল করিতে পারি নাই। এক্ষণে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কালেক্টরী ১৩নং তৌজিভুক্ত থানা ও সবরেজিষ্টারি গড়বেতার এলাকাধীন লাট গঙ্গাধরপুরের পত্তনি তালুক আপনাকে দান করিয়া নিঃস্বত্ব হইলাম। উক্ত সম্পত্তির সদর মালগুজারি বার্ষিক ৫০৫৮৲ টাকা নাড়াজোলের রাজসরকারে দিতে হয়। আপনি আমার নাম খারিজে আপন নামে উক্ত খাজনা ও রোডসেস ইত্যাদি বৈধ রাজকরাদি যাহা দিতে হয়, তাহা নিম্নের কিস্তি অনুসারে উক্ত রাজসরকারে আদায় দিয়া উক্ত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকুন। ভবিষ্যতে আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের কেহ কখন উক্ত সম্পত্তিতে কোন প্রকার দাবি দাওয়া করিতে পারিবে না। যদি করে তাহাতে কোন প্রকার ফল পাইবে না। অদ্যকার তারিখ হইতে আমি উক্ত সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিয়া আমার কর্ম্মচারীদিগকে আমার পক্ষ হইতে প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। মহলে বাকী বকেয়া প্রভৃতি যাহা কিছু প্রাপ্য আছে তাহা আপনার, আমার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ রহিল না। চলিত মাস পর্য্যন্ত যাহা রাজকর প্রাপ্য ছিল তাহা পরিশোধ করিতে আদেশ করিলাম বকেয়া খাজনা আপনাকে দিতে হইবে না।

বিগত বৎসর উক্ত লাটের সদর কাছারির জন্য পাকা ইমারত প্রস্তুত করিয়াছি, তাহার মায় সরঞ্জাম আপনি দখলিকার হইলেন। আমার তাহাতে কোন প্রকার দাবি দাওয়া রহিল না। প্রকাশ থাকে যে এই সম্পত্তির

উপস্থিত মূল্য মোট ২০,০০০৲ টাকা। ইতি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ, তারিখ ১লা ফেব্রুয়ারি। (১)

জায় মূল্য।

বাকি খাজনা	...	...	...	১০০০৲
ইমারত	...	...	...	২৫০০৲
তালুক	...	...	...	১৬৫০০৲
			মোট	২০,০০০৲

(৯৩)

দানপত্র।

(প্রকারান্তর)

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য দান পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত, এ যাত্রা যে পরিত্রাণ পাই সে আশা অতি কম, অতএব নিম্নের লিষ্ট বিনির্দ্দিষ্ট আমার অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ তোমাকে দান করিলাম। তুমি আমার মরণান্তে ঐ সমস্ত দ্রব্যাদির স্বামিত্ব ও অধিকারত্বের মালিক হইবে, ইহাতে আমার স্থলাভিষিক্ত, ওয়ারিশান বা এসাইনি প্রভৃতি কাহারও কোন আপত্তি চলিবে না।

---

(১) দান পত্রেও জমিদারের ফি দিতে হয়।

দানপত্রে সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করিতে হয়, নতুবা ষ্ট্যাম্প নিরূপণ করা হয় না। উপরে যে দলিলের আদর্শ দেওয়া গেল তাহার মূল্য ২০,০০০৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে, কিন্তু ঐ বিশ হাজার টাকা প্রজার নিকট বাকী খাজনা ও পাকা ইমারতের মূল্য সমেত দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা বেশী ষ্ট্যাম্প লাগিবে। সেইজন্য জায় দিয়া স্বতন্ত্র মূল্য দেখান হইল।

ষ্ট্যাম্প। কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। প্রথম তপশীলের ৩২ সিডিউল দ্রষ্টব্য। রেজিষ্টারী ফি (A) দিতে হয়।

তালিকাভুক্ত সমস্ত দ্রব্য তোমার নিকটই রহিল, যদি ঈশ্বরানুগ্রহে বাঁচিয়া উঠি, তাহা হইলে ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি আমার আদেশানুসারে আমায় বুঝাইয়া দিবে, অন্যথা তোমার হইল। (১) ইতি * *

সম্পত্তির তালিকা।

(৯৪)

দানপত্র।

(প্রকারান্তর)

গ্রহিত্রী	দাতা।
শ্রীগোবিন্দবাসিনী দেবী স্বামী শ্রীভুবনমোহন পাঠক জাতি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।	শ্রীভুবনমোহন পাঠক পিতা ৺আনন্দ চন্দ্র পাঠক জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা ইত্যাদি

তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী কিন্তু তোমার গর্ভজ সন্তানাদি না থাকায় আমার অবর্ত্তমানে আমার পিণ্ডাধিকারী ওয়ারিশানগণের সহিত তোমার বনিবনতা না হইবার সম্ভাবনা, তখন তুমি বিপন্না হইবে এবং অর্থের অসচ্ছলতা হইলে তুমি হিন্দু শাস্ত্রমতে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অনধিকারিণী প্রযুক্ত কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা। আমি এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া জেলা ২৪ পরগণা থানা ও সবরেজিষ্টারি নৈহাটীর এলাকা হাবিলী পরগণার মৌজে ভাটপাড়া গ্রামে আমার নিজ খরিদা নিষ্কর ব্রহ্মত্তর বাস্তু জমি আন্দাজী /৩ তিন কাঠা মায় তদুপরিস্থ সসাজ পোক্তা ৪ চারি কুঠারি ঘর পাতকুয়া, পায়খানা, প্রাচীর ও দরদালান এবং আমার পৈতৃক আন্দাজী /৩ তিন কাঠা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর বাস্তু জমী মায় ইমারতাদির মধ্যে সরিক ৺যদুনাথ পাঠকের অংশ আন্দাজী ৸০ তিন পোয়া বাস্তু জমি ও পূর্ব্বদিকের এক কুঠারি বাদ আমার নিজাংশ /২৷০ সওয়া দুই কাঠা সিঁড়ি প্রাচীরাদি একুন ২ দুই দফায় মোট ৫৷ সওয়া পাচ কাঠা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত সদর অন্দর সসাজ পোক্তা ৫ কুঠারি দরদালান সিঁড়ি

(১) ইহার ষ্ট্যাম্প কোবালার ন্যায়। দাতার মৃত্যু না হইলে গ্রহীতা দ্রব্যাদি হইতে বঞ্চিত হইবেন। মৃত্যু হইলে দানপত্রের সর্ত্ত প্রবল হইবে। See Sec. 178 of the Indian Succession Act, ইহা কেবল অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রযুজ্য।

পাইখানা, পাতকুয়া ও প্রাচীরাদি দরবস্ত হকুম যাহার মূল্য কোং ১০০০৲ হাজার টাকা হইবে তৎসমুদায় আমি তোমাকে দান করিয়া এককালীন নিঃস্বত্ব হইলাম। দান কৃত সম্পত্তিতে আমার যে কোন প্রকার স্বত্ব স্বামীত্ব ছিল তাহা রহিত হইয়া তোমার ও তোমার ওয়ারিশানের স্বত্ব লভ্য হইল। তুমি অদ্য হইতে দান কৃত সম্পত্তি আপন দখলে আনিয়া আমার স্বত্বে স্বত্ববতী ও দখলে দখলকারিণী হইয়া দান বিক্রয় ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকারে হস্তান্তর করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতার সহিত পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক তাহাতে আমার কি আমার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণের কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিল না। কস্মিনকালে আমি আমার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ কেহ কখন উক্ত সম্পত্তিতে দাবি দাওয়া করিব না বা করিবে না, যদি করি কি করে তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বস্থলে অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক সুস্থ শরীরে বিনানুরোধে এই দানপত্র লিখিয়া দিলাম এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলাদি যাহা আমার নিকট ছিল তাহা তোমাকে অর্পণ করিলাম। ইতি

(৯৫)

হেবা। (Gift)

(হেবা ও হেবা-বিল-এওয়াজ সম্বন্ধে বক্তব্য।)

মুসলমানদিগের হেবা ও আমাদের দানপত্রে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। দান-পত্রে যেমন গ্রহীতা কর্ত্তৃক গ্রহণ ও অধিকার প্রাপ্তি আবশ্যক হেবাতেও তদ্রূপ। স্থাবর ও অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তিরই হেবা করিতে পারা যায়। ফলে সম্পত্তির অস্তিত্ব ও তাহা দাতার অধিকারে থাকা আবশ্যক। বিভাগ-যোগ্য সম্পত্তি অবিভক্ত ভাবে এবং অবিভাজ্য সম্পত্তির পরিমাণ ও অংশ নিরূপণ না করিয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাবে দান করিলে ঐ প্রকার দান মহম্মদীয় শাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ হইয়া থাকে। (১) কিন্তু গ্রহীতা সম্পত্তিতে অধিকার প্রাপ্ত হইলে দান সিদ্ধ হয়। (২) সুস্থ ও নীরোগ শরীরে হেবা হওয়া কর্ত্তব্য। পীড়িতাবস্থায় দান

(১) I, I. R, 16 Cal, 1112, (২) I. L- R II, All, 490.

করিয়া দাতার মৃত্যু হইলে ঐ দান উইলের লিখিত দানের ন্যায় পরিগণিত হয়। এতৎসম্বন্ধে "দলিল লেখকের কর্ত্তব্য" শীর্ষক অধ্যায়ের "মহম্মদীয় আইন" পাঠ করুন।

হেবা করিতে হইলে ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দলিল লিখিতে হইবে; হেবার ষ্ট্যাম্প ও রেজেষ্টারী ইত্যাদি সমস্তই দান পত্রের ন্যায়।

সাধারণ দান ব্যতীত দুই প্রকার দান সম্বন্ধে মহম্মদীয় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। কোন বস্তুর বিনিময়ে দানকে "হেবা-বিল এওয়াজ" এবং দান গ্রহীতা বিনিময়ের সর্ত্ত বা অঙ্গীকার করিলে যে দান হয় তাহাকে "হেবা-সর্ত্ত-উল-এওয়াজ" কহে।

কেহ হয় ত স্নেহ বা প্রেম প্রযুক্ত অঙ্গুরী, এক থান কাপড় বা অপর কোন সামান্য মূল্যের বস্তুর বিনিময়ে কোন মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তি বিনিময় করিতেছেন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে দান পত্র এবং তাহার ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্টারির নিয়মও তদ্রূপ।

(৯৬)

হেবা। (Gift)

শ্রীমতী নসিবন নেছা বিবি জওজে মুন্সী হবিবর রহমান ওলদে মৌলভী মসিহুদ্দিন আহাম্মদ। জাতি সেখ সাং হলদিবাড়ী, থানা রহমৎপুর, জেলা মালদহ প্রথম পক্ষ।

শ্রীরসিদল নবী পিতা ৺ * * সাং * * ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ।

এই দলিলের সর্ত্ত সমূহ উল্লেখকালে যে সকল স্থানে অর্থবোধ বা অসংলগ্ন না হইবে সে স্থলে দাতা (donor) স্থলে দ্বিতীয় পক্ষ এবং গ্রহীতা (donee) স্থলে প্রথম পক্ষ বুঝাইবে।

যে হেতু অত্র দানপত্র সম্পাদনকারী শ্রীযুক্ত রসিদল নবী নিম্নলিখিত ভাড়াটীয়া বাটী যাহার হোল্ডিং নম্বর ৯৬ এবং মিউনিসিপ্যাল নং ১৩৬ কলিকাতা সুবার্ব্বস এরিয়া মধ্যস্থ রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন স্থিত, যাহা তিনি নিজ ধনে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখে ২৫০০ টাকা মূল্যে কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট ক্রয় করিয়া নির্ব্যূঢ় স্বত্বাধিকারে

দখলিকার ও মিউনিসিপ্যাল কর আদী দিয়া নির্ব্বিবাদে ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। উক্ত বাটী মায় ইমারত দরজা, জানালা, পয়ঃপ্রণালী, বায়ু সঞ্চলনের পথ ও চতুঃসীমার যে সমস্ত ঘর হকুকাদি ও উক্ত সম্পত্তি ও (messuage, tenament, land heriditament) প্রেমিসেস প্রভৃতিতে উক্ত দ্বিতীয় পক্ষের যে সমস্ত অধিকার বা স্বত্ব বা দাবী বা ভোগাধিকার আছে তাহা প্রথম পক্ষ যিনি তাঁহারি ভগ্নীর একমাত্র কন্যা ও যাঁহার স্নেহ যত্ন বিনয় সৌজন্য প্রভৃতিতে দ্বিতীয় পক্ষ প্রীত ও মুগ্ধ এবং তজ্জন্য দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে যে ভাবে উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর সাধন করিলেন তাহা পরে বিশিষ্টভাবে উল্লিখিত ও লিপিবদ্ধ হইল।

এই হেবানামা দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ প্রকাশ করিতেছেন যে প্রথম পক্ষের প্রতি স্নেহ ও যত্ন পরবশ হইয়া তিনি বিনানুরোধে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রথম পক্ষকে তাঁহার ওয়ারিশ এসাইন প্রভৃতি ক্রমে উল্লিখিত সম্পত্তি যাহা আন্দাজি প্রায় ৩ কাটা ভূমির উপরিস্থিত এবং যে জমিতে নিষ্কর স্বত্বে স্বত্ববান এবং যাহার চৌহদ্দি এইরূপ যথা: পূর্ব্ব * * * পশ্চিম * * * উত্তর * * * দক্ষিণ * * * * * * এবং উক্ত বাটী সমস্ত আসবাব সরঞ্জাম ইত্যাদি যাহা উক্ত প্রেমিসেস ভুক্ত বাটী নামে আখ্যাত এবং উক্ত সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষের স্বত্ব, ভাবি স্বত্ব, খাজনা আদায়, লভ্য দাবী দাওয়া টাইটেল প্রভৃতি ও দলিল দস্তাবেজ পালটা, বিক্রয় কোবালা, দাখিলা মিউনিসিপ্যাল বিল বা অন্যান্য লেখাপড়া যাহা কিছু বা যে সমস্ত উক্ত সম্পত্তির দলিল বলিয়া গণ্য বা খ্যাত তাহা সমস্ত দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে দিলেন এবং আরও প্রকাশ করিতেছেন যে প্রথম পক্ষ এই দলিল সম্পাদনের পর যে কোন তারিখে উক্ত সম্পত্তিতে দখল লইয়া উক্ত বাটীর ভাড়াটীয়ার নিকট হইতে ভাড়া প্রভৃতি আদায় করিয়া স্বীয় স্বাক্ষরিত রসিদ দিবেন এবং সেই রসিদ উক্ত ভাড়া আদায়ের আইন সঙ্গত রসিদ বলিয়া গণ্য হইবে।

এই দলিল দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ আরও প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার অজ্ঞাতে বা পরোক্ষে বা কৃতকার্য্য দোষে যদ্যপি প্রথম পক্ষের দানকৃত সম্পত্তিতে ভোগাধিকার সম্বন্ধে কোন দোষ বা সর্ত্তহানি বা কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটে, তাহার বিহিত

উপায় করিয়া দিবেন, অথবা কোন আইন আদালতে কোন সাক্ষ্য বা কোন দলিল দাখিল বা অপর যে কোন প্রকার কার্য্য দ্বারা বা যাহার অনুকূলে এই দানকৃত সম্পত্তির পুর্ণাধিকার স্বত্ব স্বামীত্ব ও দখল পুর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে, তাহা করিতে বা করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ স্বয়ং পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান বা এসাইন ক্রমে বাধ্য রহিলেন।

এতদর্থে নিম্ন স্বাক্ষরিত সাক্ষীগণের সম্মুখে দ্বিতীয় পক্ষ এই দলিল সম্পাদন করিয়া প্রথম পক্ষকে ইংরাজী ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে সমর্পণ করিলেন।

(৯৭)

হেবা-বিল-এওয়াজ। (Conveyance)

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী * * * স্বামী শ্রীযুক্ত * * * সাং * * ইত্যাদি প্রথম পক্ষ।

শ্রীহবিবর রহমান পিতা ৺ * * * সাং * * ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ।

আমি শ্রীহবিবর রহমান এই হেবা-বিল-এওয়াজ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ ও অঙ্গীকার করিতেছি যে বিগত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে আমি মহম্মদীয় সারানুসারে বৈধ ক্রিয়াদি দ্বারা তোমাকে বিবাহ করিয়া অর্থাৎ জও-জিয়তে আনিয়া একাল পর্য্যন্ত সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি এবং তোমরা গর্ভে আমার ঔরসে তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাদের নাম পর্য্যায়ক্রমে শ্রী * * শ্রী * * শ্রী * * ও শ্রীমতী * *

এক্ষণে এতদ্দ্বারা বিশিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করিতেছি যে আমি যখন তোমায় বিবাহ করি, তখন তোমার নামে ৫০০০৲ টাকার দেন মোহর সম্পাদন করিয়া আইন সঙ্গত উপায়ে পরে রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়া তোমায় সমর্পণ করিয়াছি উক্ত দেনমোহরের দরুণ তোমার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ যাহা সত্ত দেয় অর্থাৎ "মুয়াজ্জল" তাহা তোমাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা তৎকালে পরিশোধ করিয়াছি, বক্রী অংশ ২৫০০৲ টাকা যাহা মহম্মদীয় আইনানুসারে বিলম্বে দেয় অর্থাৎ "মওয়াজ্জল" তাহা

এ পর্য্যন্ত পরিশোধিত না হওয়ায় আমি স্বয়ং ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে তোমার নিকট ঋণী আছি। এক্ষণে তুমি ঐ ২৫০০৲ টাকা প্রাপ্তির আশা আমার নিকট প্রকাশ ও পরিজ্ঞাত করায় এবং তাহা পরিশোধ করিতে আমি ধর্ম্মতঃ ও আইনানুসারে বাধ্য বলিয়া আমার ভোগদখলি পৈত্রিক সম্পত্তি যাহার পরিচয় ও চৌহদ্দি নিম্নে বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইল তাহা তোমাকে হেবা-বিল-এওয়াজ করিয়া দিয়া আমি স্বয়ং পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ক্রমে স্বত্ব রহিত মতে তোমাকে পূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী করিলাম। অদ্য হইতে তুমি উক্ত সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী হইলে ও পুত্র পৌত্রাদি ও ওয়ারিশান ক্রমে আমার স্বত্বে স্বত্ববতী হইয়া ভোগ দখল বা বিক্রয়ের পূর্ণ ক্ষমতাবতী হইলে এবং আমার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে স্বত্ব রহিত হইল। ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্তির অধিকার বা স্বত্বের বিঘ্ন জন্য যদ্যপি আমাকে কোন দলিল সম্পাদন বা সাক্ষ্য প্রভৃতি বৈধ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়, তৎকার্য্য সম্পাদনে আমি ওয়ারিশান ক্রমে বাধ্য রহিলাম। এতদর্থে সুস্থ শরীরে এই "হেবা-বিল-এওয়াজ" পত্র সম্পাদন করিয়া দলিলের লিখিত সম্পত্তিতে দখল দিলাম। ইতি তারিখ সন

(৯৮)

অস্থাবর সম্পত্তি উল্লেখে স্থাবর সম্পত্তির দান পত্র।

বিক্রয় কোবালায় অস্থাবর সম্পত্তি বিনা ষ্ট্যাম্প রুসুমে হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আছে। হস্তান্তর আইনের ১২৩ ধারায় অস্থাবর সম্পত্তির দান ও বিনা রেজেষ্ট্রীতে হইতে পারে, যদি সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি সমর্পণ (delivery) করা হয়। এরূপ দানপত্রও ঠিক অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের ন্যায় কার্য্যকর।

(৯৯)

প্রতিপালন বিনিময়ে দানপত্র।

তুমি আমার দেবর পুত্র ও অতি স্নেহের পাত্র। আমার বয়স হইয়াছে এবং স্বামী ত্যক্ত সম্পত্তি সমূহ দেখা শুনার কার্য্য করিতে ক্রমশঃ ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িতেছি। অতএব আমার নিম্নলিখিত চৌহদ্দি মত যে সমস্ত সম্পত্তি আছে এবং যাহা নিম্নে বিশেষ ভাবে বিবৃত ও লিখিত হইল তাহা তোমাকে

দান করিলাম। তুমি উক্ত সমস্ত সম্পত্তিতে অদ্য হইতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া ভোগ দখল করিতে থাক, তাহাতে আমার কোন প্রকার আপত্তি রহিল না। তবে প্রকাশ থাকে যে আমি জীবিত কাল পর্য্যন্ত তুমি আমায় ভরণ পোষণ করিবে এবং আমার জীবনাবধি আমার দানকৃত সম্পত্তি আমার ভরণ পোষণ জন্য প্রতিভু (charge) স্বরূপ রহিল। আমার মৃত্যুর পর যথাসাধ্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া আমার দানকৃত সম্পত্তিতে দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইবে। ইতি (১)

(১০০)

হেবা-বিল-এওয়াজ। (Gift)

পরম স্নেহভাজন শ্রীমান * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান * * * কের একমাত্র পুত্র। পরম করুণাময় আল্লার দয়ায় আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার ন্যায় স্নেহ ও হৃদয়বান বিদ্বান ধর্ম্মানুরত সদ্বিবেচক পৌত্র রত্নের অধিকারী হইয়া অশ্রুসিক্ত লোচনে সেই সর্ব্ব করুণাময় জগদীশ্বরের অপার দয়ার বিষয় ভাবিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া থাকি। যে ঈশ্বর ক্রীড়াকৌতুক পরবশ হইয়া চন্দ্র সূর্য্যের স্রষ্টা—যাঁহার আদেশ—ইচ্ছায় ঈঙ্গিতে এই সেদিন ভীষণ ধুমকেতু পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া ভীষণ বেগে নির্দ্দিষ্ট পথে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আবার শতবর্ষ পরে মানব নয়নপথে পতিত হইয়া লোক সকলকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিবে, সেই মহানুভব—মহা শক্তিশালী পরম গৌরবান্বিত খোদাতাল্লার একটী দয়াকরুণার নিদর্শন জন্য তুমি আমার চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত হইয়া আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছ—কি উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আমার হিত বা অহিত সাধন করিতেছ, তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু আমি সুখের স্রোতে ভাসিয়া স্তিমিত প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের ন্যায় তেজ ও দীপ্তিহীন নেত্রে

---

(১) ইহা Anuity bond নহে। কেন না সে দলিল যিনি মাসহারা দিবেন তিনি লিখিয়া দেন। ইহা সেটেলমেণ্ট Settlement নহে, কেন না দাতা কর্ত্তৃক অপরের অনুকূলে তাহার ভরণ পোষণ জন্য সম্পাদিত হয়। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন যে ইহা দানপত্র। (I. L' R 12 Mad, 89.)

তোমার সরোজ প্রতিম স্বর্গীয় দ্যুতিসম্পন্ন বদন প্রতি চাহিয়া কেবল ভাবি তোমায়—আর সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবানকে! আর তুমিও কেবল তাঁহারই মহিমায় আমায় দিন দিন তোমার ঐন্দ্রজালিক স্নেহের স্রোতে ভাসাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছ কে জানে!

এই সে দিনের কথা—সেই চাঁদমুখের হাসি আজিও আমার প্রাণে জাগিতেছে। সেই চম্পক কলিকাসম অঙ্গুলি সাহায্যে আমার অঙ্গুলিতে যে হীরার অঙ্গুরিয়ক পরাইয়া দিয়াছ, আমার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত আমি তাহা তোমার স্মৃতি ও স্নেহ চিহ্ন এবং প্রীতির উপহার স্বরূপ ধারণ করিব, কিন্তু ভাবিয়া পাই না যে তাহার কি বিনিময় দিব? তোমার যৌবন স্বভাব সুলভ প্রেমবিকাশে অঙ্গুরিয়ক অতি মূল্যবান। প্রণয়ী প্রণয়ীকে যে অঙ্গুরিয়ক উপহার দেয়, তাহার মূল্য নাই এবং প্রকৃতই তাহা অমূল্য জ্ঞানে রক্ষিত ও ব্যবহৃত হয়। আমিও সেই ভাবে তোমার প্রেমোপহার স্বরূপ অমূল্য অঙ্গুরিয়ক রক্ষা ও ব্যবহার করিব বটে, কিন্তু তাহার কি বিনিময় দিব? বাল্যের স্বভাব, যৌবনে থাকে না, যৌবনের কথা প্রৌঢ়ে ভালবাসি না, আবার যাহা প্রৌঢ়ের তাহা বার্দ্ধক্যের জিনিস নহে; তাই অঙ্গুরীয়কের বিনিময়ে অঙ্গুরিয়ক না দিয়া নিম্নের তপশীলে উল্লিখিত সম্পত্তি লাট অমরপুর যাহার সদর মালগুজারি ১২০০৲ টাকা কালেক্টরিতে আদায় দিতে হয় তাহার দরবস্ত হকুক প্রভৃতি আমার যে কোন স্বত্ব আছে বা থাকা সম্ভব তাহা তোমাকে সমর্পণ করিলাম। তুমি অদ্য হইতে উক্ত সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইয়া নির্ব্বিবাদে পরমসুখে পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ক্রমে তাহা ভোগ দখল করিতে থাক। এতদর্থে সুস্থ শরীরে বিনা উত্তেজনায়, প্রবর্ত্তনায় বা প্ররোচনায় এই "হেবা-বিল-এওয়াজ" পত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। প্রকাশ থাকে যে উক্ত সম্পত্তির সময়োচিত মূল্য পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা। ইতি তারিখ * * *



(১০১)

হেবা-সর্ত্ত-উল-এওয়াজ।)Gift)

শ্রীসামস্থল হুদা পিতা ৺রহিম বক্স সাং * * জাতি খাঁন ইত্যাদি। প্রথম পক্ষ।

শ্রীমতী করিমন নেসা বিবি স্বামী শ্রীযুত মৌলভী সামস্থল হুদা * * ইত্যাদি। দ্বিতীয় পক্ষ।

শ্রীআল্লারাখ্যু পিতা শ্রীযুত সামস্থল হুদা * * ইত্যাদি ইত্যাদি তৃতীয় পক্ষ।

শ্রীমতী আলিবন নেছা বিবি পিতা শ্রীযুত সামস্থল হুদা স্বামী শ্রীযুত * * ইত্যাদি। চতুর্থ পক্ষ।

এই দলিলের প্রথম পক্ষ দাতা (donor) দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহীত্রী (donee) তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষ সম্মতিদাতা ও দাত্রী (consenting party) বলিয়া অভিহিত হইবে এবং যে পক্ষ বলিয়া যে স্থলে উল্লিখিত হইবে দলিলের স্বত্ব সম্বন্ধে সেই সেই পক্ষ স্বত্বভেদে সেই লোক, যথা (donor, donee or consenting party) বুঝাইবে।

এক্ষণে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার স্বোপার্জ্জিত নিম্নের তপসীল বিমর্জ্জিম ৫০৫০০৲ হাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট প্রমিশরী নোট যাহার নম্বর ও অন্যান্য বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইল, তাহা তাঁহার বনিতা শ্রীমতী করিমন নেসা বিবি দ্বিতীয় পক্ষকে দান করিয়া নিঃস্বত্ব হইলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ অদ্যকার তারিখ হইতে সেই সকল কাগজের সুদ আদায় করিয়া লইবেন। প্রথম পক্ষ সমস্ত কোম্পানির কাগজ দ্বিতীয় পক্ষের নামে এণ্ডাস করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের স্থানে উক্ত যাবতীয় কোম্পানীর কাগজের স্বত্বাধিকারিণী ও দান বিক্রয়ের মালিক হইলেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত দানে সম্মতি প্রদান করিয়া এই দলিলে স্বাক্ষর করিয়া দানকৃত কোম্পানীর কাগজ নিজ দখলে (accept) লইলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষ দাতা ও গ্রহিত্রীর পুত্র ও কন্যা তাঁহারাও আপনাপন সম্মতি জ্ঞাপন (consent) পূর্ব্বক দলিলে আপনাপন স্বাক্ষর প্রদান করায় উক্ত কাগজ সমূহ তাঁহাদের ভাবী (reversionary interest) স্বত্ব বা দাবী (claim) হইবার যে সম্ভাবনা ছিল তাহা হইতে স্বেচ্ছাক্রমে বঞ্চিত হইলেন, এতদর্থে "হেবা সর্ত্ত-উল-এওয়াজ" পত্র সম্পাদিত ও সমর্পিত হইল।

ক্ষতি-নিষ্কৃতি পত্র। (Indemnity Bond)

(মন্তব্য।)

(Art 34 Schedule I.)

ইহাও তমস্থক শ্রেণী মধ্যে গণ্য। তমস্থকে নিজে কোন টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু ক্ষতি-নিষ্কৃতি পত্রে অপরে টাকা না দিলে বা কোন ত্রুটী করিলে তাহার ক্ষতি-নিষ্কৃতি জন্য বাধ্য হইতে হয়। (L. R. (1894) 2 Q B P, 896.)

(১০২)

ক্ষতি-নিষ্কৃতি পত্র। (Indemnity Bond)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু * * ইত্যাদি।

লিখিতং * * ইত্যাদি। কস্য ক্ষতি-নিষ্কৃতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার ভগ্নী শ্রীমতী * * বিধবা হওয়ার পর তাঁহার সম্পত্তি লইয়া হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। মোকর্দ্দমায় জয়লাভ হইলেও বাদীর নিকট হইতে খরচা আদায় হয় নাই, তজ্জন্য ২৫০০৲ টাকা ঋণ হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত টাকা পরিশোধ না করিলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনায়, তিনি আপনার নিকট তাঁহার কলিকাতা কলুটোলা ষ্ট্রীটের * নং বাটী বন্ধক রাখিয়া ৩০০০৲ টাকা, শতকরা বার্ষিক ৯৲ টাকা হার সুদে কর্জ্জ করিয়াছেন।

এক্ষণে আমি এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে, আমার ভগ্নী যদ্যপি ঐ টাকা বা তাহার কোন অংশ বা সুদ, আদায় না দেন, বা ঐ টাকা আদায় করিতে যে সকল খরচ পত্র হয় তাহা দিতে শৈথিল্য করেন, বা তাঁহার ষ্টেট হইতে আদায় না হয়, অথবা আমার ভগ্নীর যে পুত্র সম্ভাবিতা কন্যা আছেন, তিনি বা তাঁহার গর্ভজাত সন্তানাদি ভবিষ্যতে ঐ টাকা দেওয়ার বৈধতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে আমি আপনার মায়সুদ ও অপরাপর খরচা সমেত সমস্ত টাকা আদায় দিতে স্বয়ং ও উত্তরাধিকার ক্রমে বাধ্য রহিলাম। আপনার টাকা

আদায় হইয়া যাইলে এই ক্ষতিনিস্কৃতি পত্রের সর্ত্ত সকল রহিত হইবে, অন্যথা তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রবল রহিবে। (১)

(১০৩)

ক্ষতিনিষ্কৃতি পত্র।

প্রকারান্তর।

আমি আপনাকে * * তারিখে এক কোবালা পত্র লিখিয়া দিয়া নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সমূহ বিক্রয় করিয়াছি। এখন এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তি লইয়া ভবিষ্যতে যদ্যপি কোন প্রকার গোলযোগ হয় তাহা হইলে আপনার যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিতে আমি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত-গণ ক্রমে বাধ্য রহিলাম। (২)

(১০৪)

ক্ষতিনিষ্কৃতি পত্র।

প্রকারান্তর।

পূর্ব্বের ন্যায় দলিল কিন্তু সর্ত্ত এইরূপ—"উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে আপনার যে কিছু ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিতে বাধ্য রহিলাম, এবং সেই টাকা আদায় করিবার জন্য আমার স্বত্ব দখলি নিম্নলিখিত সম্পত্তি চার্জ্জ রহিল। (৩)

---

(১) ইহাতে সম্পত্তিও আবদ্ধ রাখা যায়; যথা—"যদ্যপি আমি সহজে আপনার সমস্ত ক্ষতি পূরণ না করি তাহা হইলে তপশীল লিখিত সম্পত্তি নীলাম প্রভৃতি করাইয়া আপনার সর্ব্বপ্রকার ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। আবদ্ধ সম্পত্তি হইতে সমস্ত টাকা আদায় না হয় আমার অপরাপর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লইবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিল।"

(২) ষ্ট্যাম্প। ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত তমসুকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প; কিন্তু ৭॥০ টাকার বেশী ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম তপশীলের ৩৪ সিডিউল দেখুন।

(৩) রেজিষ্টারী—(E fee) "ই" ফি দিতে হয়। সম্পত্তি আবদ্ধ থাকিলে অপরাপর নিয়ম বন্ধকী তমসুকের ন্যায়।

(১০৫)

ক্ষতিনিষ্কৃতি পত্র।

প্রকারান্তর।

আমার মাতুল পূজ্যপাদ শ্রী * * আপনাকে * * তারিখে এক কেতা কোবালার দ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তি তাঁহার নাবালক পুত্রের অভিভাবকরূপে বিক্রয় করিয়াছেন। আমি এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত নাবালক সাবালক হইয়া ভবিষ্যতে যদ্যপি কোন দাবী দাওয়া করে এবং তজ্জন্য যদ্যপি আপনার কোন ক্ষতি খেসারত হয় তাহার জন্য আমি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে বাধ্য রহিলাম। ইতি।

ভোগানুমতি পত্র। (Lease)

Art 35 Schedule I.

(মন্তব্য।)

কোন স্থাবর সম্পত্তির অধিকার, যাহার জন্য খাজনা দিবার বা অর্পণ করিবার কথা থাকে, তাহাকে ভোগানুমতি পত্র (lease) কহে। (Sec. 2 (16) of the Stamp Act,) খোঁয়াড়ের কবুলতিতে স্থাবর সম্পত্তিতে কোন অধিকার না থাকায় তাহা তমসুক, lease নহে।

চিরস্থায়ী মোকররী মৌরশী বন্দোবস্তে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখলের অধিকার ও খাজনার কমিবেশী না হইবার কথা একান্ত আবশ্যক। শুধু মৌরশী (hereditary) বা মোকররী (fixed rate) হইলে চিরস্থায়ী বলা যাইবে না। চিরস্থায়ী স্বত্বে ঐ উভয়বিধ অধিকারের সংযোগ হওয়া আবশ্যক।

অনেকের মতে রোডশেষ বা পাবলিকওয়ার্কশেষের টাকা খাজনার মধ্যে ধরিতে হয় না, কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে ঠিক নজির নাই। হাইকোর্টে এইরূপ একটী বিষয় মীমাংসা হয় যথা :—কতকগুলি মৌজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, কথা থাকে ১৫৫৪৷৵৭ টাকা সরকারী খাজনা কবুলতিদাতা গভর্ণমেণ্টকে দিবেন, আর ৪০০৲ টাকা খাজনা স্বরূপ পাট্টাদাতাকে দিবেন। এখানে সাব্যস্ত হয় ১৯৫৪৷৵৭ টাকা খাজনা স্বরূপ ধরিয়া তাহার উপর ষ্ট্যাম্প্ রুসুম দিতে হইবে। (I. L. R. 7 Mad. 155.)

কতক খাজনা অগ্রিম দিলে তাহা সেলামী বলিয়া গণ্য হইবে না এবং সেই অগ্রিম দেয় টাকার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না (I. L. R. 7 Mad. 203) এই পাট্টার দ্বারা আর একটী সুন্দর বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছে, অর্থাৎ lease ও বন্ধকনামার বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে। একখানি দলিলে লেখা ছিল ৪৯৯৫৹ দেনার জন্য নয় বৎসর একটী সম্পত্তি ভোগ দখল করিলে তাহা শোধ হইবে এবং বার্ষিক নগদ ৩৪৲ টাকা করিয়া দিবে। সাব্যস্ত হয় ইহা বন্ধকনামা নহে, ভোগানুমতি পত্র। বন্ধকনামার সমস্ত টাকা পরিশোধ জন্য দলিলদাতা বাধ্য; কিন্তু ভোগানুমতি পত্রে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সম্পত্তি ভোগ করিতে দেওয়া হয় মাত্র। The debt was satisfied and not secured. এই কথাগুলি বড় কাজের। "তোমায় ৯ বৎসরের জন্য এই সম্পত্তিটী এত টাকা পাইয়া ভোগ করিতে দিলাম" সুতরাং দলিল সম্পাদন মাত্র টাকায় আমার দায়িত্ব গেল। খাজনা আদায় হোক না হোক, শস্য উৎপন্ন হউক না হউক, আমার আর টাকার জন্য দায় রহিল না; এইখানেই debt satisfied হইল। সুতরাং ইহাই zeri-Pesgi lease, আর যেখানে সদখল বন্ধক দেওয়া যায় সেখানে প্রকারান্তরে মায় সুদ সমস্ত টাকা (secured money) পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত দায়িত্ব যায় না। এতদ্ব্যতীত জেরি পেসগি কবুলতির ফুটনোট পাঠ করুন।

(১০৬)

মোকররি পাট্টা (Perpetual Lease)

কস্য মোকররি পট্টক পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। জেলা হুগলি থানা বনিয়াখালি সামিল আমার পৈতৃক জমিদারী লাট গঙ্গারামপুরের অন্তর্গত মৌজা ভরতপুরের মধ্যস্থ তপশীলের লিখিত চৌহদ্দিস্থিত আনুমানিক ২৫/০ বিঘা জমি আপনার নিকট ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা সেলামী গ্রহণে বিঘা প্রতি বার্ষিক ১৲ টাকা হারে খাজনা ধার্য্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলাম। কখন কোন কারণে উক্ত খাজনার কমবেশী করিতে পারিব না। খাজনা ব্যতীত রোডসেস্ পাবলিক ওয়ার্কসেস্ প্রভৃতি যে সমস্ত সেস প্রচলিত আছে বা ভবিষ্যতে যাহা প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা আপনাকে দিতে হইবে। কিস্তি খেলাপ করিলে শতকরা বার্ষিক

১২৲ টাকা হিসাবে কিস্তি খেলাপী সুদ দিতে হইবে। আপনি নিম্নলিখিত কিস্তি মত খাজনা আদায় দিয়া উক্ত জমিতে জোত আবাদ, ইমারত নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, বাগিচা প্রস্তুত বা প্রজাবিলি দ্বারা যথেচ্ছাক্রমে দান বিক্রয়ের মালিক হইয়া ভোগ দখল করিতে থাকুন, তাহাতে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত বা এসাইনি প্রভৃতি কেহ কখন কোন প্রকার আপত্তি করিতে পারিবে না।

সরকারী কার্য্যের জন্য সমস্ত জমি বা তাহার কোন অংশ গৃহীত হইলে আইনানুসারে আমার অংশের ক্ষতি পূরণ (কম্পেনসেসন) পাইব ও সেই পরিমাণে জমা কমাইয়া দিব। আমার কোন স্বত্বের দোষে বা কৃতকার্য্যে বা কোন ত্রুটিতে উক্ত জমিতে আপনার স্বত্ব দখলের কখন কোন ব্যাঘাত হইলে আপনার নিকট ক্ষতি পূরণের দায়ী হইব। এতদর্থে কবুলতি গ্রহণে এই মোকররি পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি * *

(১০৭)

পত্তনি তালুকের পাট্টা।

কস্য পট্টক পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার ৺ দেবোত্তর সম্পত্তি লাট বাহাদুরপুরের সামিল পরগণে * * ডিঃ চৌকী ও সব রেজিষ্টারী * * ডিষ্ট্রীক্ট * রেজিষ্টারী * কালেক্টরী জেলা * * ও জেলা অমুকের কালেক্টারী তৌজি বিলাসপুর ২২ পটী পত্তনি বিলি করিবার আবশ্যক হওয়ায় আপনার নিকট সেলামী স্বরূপ ১০০৯০৲ টাকা লইয়া বার্ষিক ৩৫০০৲ টাকা খাজনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া এই পট্টক পত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই জমার উপর কখন কমিবেশী হইবে না, হাজা, নাজাই, পতিত, শুকা, নদীসিকস্তি, দোএম বাজে আপ্তী, সরকারী পুলগত, চেয়োগত বা রাস্তাগত ইত্যাদি লোকসানি কোন প্রকার ওজর আপত্তি করিতে পারিবেন না। মালগুজারি সন সন কিস্তি কিস্তি নিম্নলিখিত কিস্তিবন্দী অনুসারে আমার জমিদারী কাছারি বরাবর বিনা ওজরে সরবরাহ করিবেন। কিস্তিমত তলবের টাকা দিতে ত্রুটী করিলে দ্বিতীয় মাসের ১লা তারিখ হইতে মাসিক শতকরা ১৲ এক টাকা হিসাবে সুদ দিবেন। পত্তনি তালুকের মধ্যে কোন মৌজা আদি সাবেক কি খাস আমলে কেহ বে দখল

করিয়া থাকে, কি করে, তাহাদের নামে আদালতে নালিশ করিয়া আপনি দখল করিবেন ও তাহার আদালত খরচা যাহা হইবে তাহা আপনি নিজে দিবেন, আমার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। জগদীশ্বর না করুন যদি আদালতের বিচারে ঐ বে-দখলী মৌজা আদিতে দখল না পান তথাচ জমা কমির নালিশ করিতে পারিবেন না ও করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না, বিনা ওজরে পূরা মাল গুজারি সরবরাহ করিবেন। এই পত্তনি তালুক সম্বন্ধে নদী ভরাটি বা নূতন চর পয়স্তি হয় তাহার মালগুজারি আলাহিদা সরবরাহ করিতে হইবে না। পত্তনি তালুকের মৌজা ভিন্ন বে-বন্দোবস্ত মৌজা ইত্যাদি ঐ তালুকের সামিল আপনার দখল করা প্রকাশ হয়, তবে তাহার জমা আপনার দখল ইস্তক পৃথকরূপে সরবরাহ করিবেন, না করিলে নালিশের দ্বারায় মায় সুদ খরচা আদায় করিয়া লইতে পারিব। মালগুজারি বাকী থাকিলে মোতাবেক আইন বৎসরের মধ্যে এক বা ততোধিক বারে অর্থাৎ প্রথম ষষমাহী ও আখেরি ষষমাহী সন ১৮১৯ সালের ৮ আইন ও অন্য অন্য প্রচলিত আইন মতে নালিশ করিয়া সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় করাইয়া বাকী মায় সুদ খরচা আদায় করিয়া লইব। তাহাতে যদ্যপি বেবাক পাওনা আদায় না হয় তবে ঐ বাকী আপনার অপর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যাহা আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তাহা ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করিয়া লইব। তাহাতে আপনার বা আপনার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত বা কায়েম মোকাম ব্যক্তিগণের কোন ওজর আপত্তি থাকিবে না, এবং করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। মফস্বল আইন কানুন মাফিক সীমা সরহদ্দ বজায় মতে মালেক হকুক দখল করিবেন। এই বন্দোবস্তের পূর্ব্বে আমার সনন্দমতে পুষ্করিণী খাদ দিগর যে সকল জমিনের মালগুজারি আয়মা দপ্তর সামিল হইয়াছে তাহার সহিত আপনার কোন এলাখা রহিল না। সরকারি খাসবাস গৃহাদি পুষ্করিণী ও জমিন ইত্যাদি যে সকল সরকারি খাস দখলে ও বে-বন্দোবস্তিতে আছে তাহার সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ রহিল না। আর বাকী দপ্তর সামিল গ্রামের চৌকিদার প্রভৃতি বাহাল করিতে হইলে নূতন চৌকিদার নিযুক্ত করণের আবশ্যক হইলে ফৌজদারি আদালতের হুকুম মতে আপনি করিবেন। চাকরাণ জমি সদর বাজে আপ্তি হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে আমার সহিত বন্দোবস্ত হইলে সেই

জমি আমি ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করিব। ফৌজদারী কালেক্টরী পোলিশ প্রভৃতি কাছারি আদি বর্ত্তমান যাহা জারি আছে বা ভবিষ্যতে হইবে সেই সমস্ত কাছারি হইতে যখন যে নক্সা, কাগজ তলব বা মোহরি, পাটওয়ারি ইত্যাদি বাহাল হইবে তাহার আনজাম করিবেন ও মাহিনা ও খরচ খরচা দিবার বিষয়ে যে হুকুম হইবে তাহা আপনি দিবেন। ফৌজ প্রভৃতির রসদ সরবরাহের বিষয় যখন যে হুকুম কালেক্টারি বা রাজসরকার হইতে হইবে তাহা আপনি আমলে আনিবেন। ফৌজলোক আপনার তালুকের সরহদ্দে পৌহুছিবা মাত্র পরওয়ানা প্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া রসদ সরবরাহ করিবেন, রসদের দ্রব্যাদির ওয়াজীব মূল্য খরিদ্দারগণের স্থানে বুঝিয়া লইবেন। রসদ সরবরাহের বিষয় ক্রটী করিলে তদর্থে যে হুকুম ও জরিমানা বা আমার যে কোন ক্ষতি হইবে তাহা আপনি নিজে আদায় দিবেন আমার সহিত কোন সম্বন্ধ রহিল না। আর এই তালুকের সরহদ্দে জেলখানার কয়েদ খালাসী সমূহ বদমাইস লোক থাকিলে তাহার এবং নগিদ আদি আপনি যাহা বাহাল করিবেন তাহার ইসমনবিশী মোতাবেক আইন পোলিশের কর্ম্মচারীর নিকট দিবেন এবং বদমাইস লোককে রাত্রিতে গরহাজির হইতে দিবেন না। যদি হয় তাহার এত্তালা পোলিশের কাছারিতে দিবেন। ডাকাইতি, চুরি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা ইত্যাদি উপস্থিত হইলে তাহার এত্তালা পোলিশে ও জেলার মাজিষ্টারিতে দিবেন, গ্রামের মণ্ডল গোমস্তা প্রভৃতি লইয়া পোলিশের সহায়তা করিবেন, তাহাতে অন্যথা হইলে যে হুকুম ও জরিমানা হইবে তাহা আমলে আনিয়া নিজে আদায় দিবেন; আমার সহিত কোন এলাখা রহিল না। ফৌজদারী আদালতের হুকুম মতে যেখানে যেখানে মোকাম ডাক চৌকীর ঘর ও ডাক দৌড়ের আমলা মোকরোর আছে তাহাদের দরমাহা ও খরচা আপনি দিবেন। এই পত্তনি তালুক যে তৌজির সামিল সেই তৌজির বাবদ সন ১৮৬২ সালের ৮ আইন অনুসারে ডাক বেতন বাবদে আমার এই পত্তনি তালুক সম্বন্ধে সন সন যত টাকা ধার্য্য হইবে তাহা আপনি আলাহিদা দিবেন। যদি না দেন আর ডাক দৌড়ের দরমাহা আদি আমার পক্ষ হইতে সরবরাহ হয় তবে সেই টাকা মায় সুদ আমার জমিদারী কাছারি বরাবর বিনা ওজরে দাখিল করিবেন, না করিলে আপনার নামে নালিশ করিয়া মায় সুদ খরচা বেবাক টাকা আদায়

করিয়া লইব। ফৌজদারি কালেক্টরি, আবগারি, সরভিয়ারি ও মিউনিসিপ্যাল ইত্যাদি হইতে যখন যে আইন ও সারকুলার জারি ও নূতন যরিঅঙ্ক আদায় দিবার হুকুম হইবে তাহা বিনা ওজরে আমলে আনিয়া আদায় দিবেন। পত্তনি তালুক সম্বন্ধে রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কসেস যাহা ধার্য্য আছে তাহা বিনা ওজরে আদায় দিবেন। কালেক্টরি কাছারি হইতে পাটোয়ারি আদি যখন যে মোকরোর হইবে তাহার মাহিয়ানা ও খরচ খরচা আপনি দিবেন। আমিন মোকরোর হইলে আমিনের নিকট আপন তরফ রুজুনবিশ তৎক্ষণাৎ মোকরোর করিয়া দিবেন। এই তালুকের সরহদ্দে নদী নালা খাল ইত্যাদি যাহা থাকে তাহার পারাপারি হইতে যে নৌকা ডোঙ্গা ভেলা ইত্যাদি প্রস্তুত রাখিবার বিষয় হাকিমাণের হুকুম হইতে যে কোন হুকুম হইবে তদনুসারে কর্ম্মানুবর্ত্তী হইবেন ও তাহার যাহা খরচা হইবে তাহা দিবেন। মহালের সামিল জমি জায়গা যাহা রেলওয়ের রাস্তাগত হইবে বা অন্য কোন প্রকারে গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন তৎসূত্রে যত টাকা জমা আমি সদর মালগুজারিতে কমি পাইব তাহা আপনি এই পত্তনি জমায় কমি পাইবেন। পণ কিম্বা পুরস্কার বাবদ যত টাকা গভর্ণমেণ্ট হইতে পাওয়া যাইবে তাহার দুই অংশ আমি লইব ও এক অংশ আপনি পাইবেন। তালুকের সরহদ্দের মধ্যে নদী ভরাটী হইয়া নূতন চর পয়স্তী হয় আপনি তাহা পাইবেন, আর মহাল মজকুরের সরহদ্দের মধ্যে ধাতুময় আকর, কয়লা আদির খনি বা অপর কোন দ্রব্যাদি বাহির হইলে বা প্রকাশ পাইলে তাহা আমার হইবে। তাহাতে আপনি কিম্বা আপনার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ বা কায়েম মোকামগণের কোন দাওয়া দাবি চলিবে না। করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। আপনার অবর্ত্তমানে আমার এই লিখিয়া দেওয়া পাট্টার সর্ত্ত সকল আপনার ওয়ারিশান ও স্থালাভিষিক্ত ও কায়েম মোকামের প্রতি সমান রূপে আমলে আসিবে। আইন ও দস্তুর এবং পাট্টার সর্ত্ত বহির্ভূত কোন কার্য্য করিবেন না। যদি করেন তাহার জওয়াবদিহী আপনার, এতদ্ব্যতীত পাট্টার সর্ত্ত অনুসারে সন সন মাস মাস কিস্তী কিস্তী উক্ত অবধারিত মালগুজারি আদায় করিয়া উপরোক্ত * * নং তৌজির লাট বিলাসপুরের সাবেক দখলী * * বিঘা জমির উপরিস্থিত মাল ও খামার ও জমি ও ও পুষ্করিণী ও বাগিচা ও বিল, ঝিল, ফলকর, বনকর ইত্যাদি যাবতীয়

মালের হকুক পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে পারিবেন। এতদর্থে কবুলতি পাইয়া পট্টক পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯১ সাল ২রা কার্ত্তিক।

(১০৮)

পাট্টা।

(প্রকারান্তর)

পাট্টাগ্রহীতা	পাট্টা দাতা
শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।	শ্রী * * ইত্যাদি।

পাট্টার যে সকল সর্ত্ত লেখা আবশ্যক তাহা লিখিবার পর এইরূপ সর্ত্ত লিখিত হইয়া থাকে যথা—

"অদ্য পণ স্বরূপে ৩০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে নিম্নলিখিত জায় মত মহাল সমূহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলাম অর্থাৎ আপনি ঐ সকল সম্পত্তি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল ও বিক্রয়াদির মালিক হইলেন। খাজনা বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইল ঐ খাজনার আর কস্মিন্ কালেও কমি বেশী হইবে না। তবে রোডসেস পাবলিক ওয়ার্কসেস প্রভৃতি যে সকল ট্যাক্স প্রচলিত আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তাহা আপনি দিবেন, আমার সহিত কোন সম্বন্ধ রহিল না। খাজনার দরুন ৩০০০৲ টাকার মধ্যে নিম্নলিখিত (ক) দফার লিখিত কিস্তী বিমর্জ্জিম ২০০০৲ টাকা বর্দ্ধমান রাজ ষ্টেটে মাস মাস কিস্তী কিস্তী আদায় দিয়া দাখিলা লইবেন, বক্রি ১০০০৲ টাকা (খ) লিখিত কিস্তিমত আমার মহালের কাছারীতে আদায় দিয়া রীতিমত ছাপান দাখিলা গ্রহণ করিবেন। দাখিলা ভিন্ন কোন টাকা মুসমা পাইবেন না। খাজনার টাকা দিতে ক্রটি করেন, প্রতি শতে মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে সুদ দিতে হইবে।"

(১০৯)

চাকরাণ জমির পাট্টা ।

পাট্টাদাতা ।

বর্দ্ধমানাধিপতি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন নাবালক মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মহাতাপ বাহাদুরের রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কাপুর পিতা ৺রাসবিহারী কাপুর জাতি ক্ষত্রিয়, পেশা জমিদারী আদি, সাং সহর বর্দ্ধমান; জেলা বর্দ্ধমান ।

পাট্টা-গ্রহীতা ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সিংহ রায় পিতা ৺দুর্গাপ্রসাদ সিংহ রায়, জাতি ছত্রী, পেশা তালুকদারি আদি সাং গড়বেতা ডিঃ গড়বেতা পঃ বগড়ি, সব্ রেজিষ্টারী গড়বেতা চৌকী গড়বেতা; ডিঃ রেজিষ্ট্রী ও কালেক্টরী জেলা মেদিনীপুর ।

সুচরিতেষু—

বর্দ্ধমান রাজ-ষ্টেটের জমিদারী, জেলা বর্দ্ধমানের কালেক্টরী ১০নং তৌজী-ভুক্ত, জেলা হুগলী সংক্রান্ত লাট পাণ্ডুগ্রাম মৌজার ৫৯।৩৷৷ বিঘা চৌকীদারী চাকরাণ জমি যাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজষ্টেটের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছে উক্ত জমি পত্তনি বিলির অভিপ্রায়ে নোটীশ জারী হইলে তুমি উক্ত লাট মজকুরের পত্তনি স্বত্বেও দখলিকার থাকা প্রকাশ করায়, উক্ত জমি সালিয়ানা ৯৩৷৷০ তিরানব্বই টাকা আট আনা জমায় ও ৪৭৲ সাতচল্লিশ টাকা পণ দিয়া পত্তনি বন্দোবস্ত করিয়া লইবার প্রার্থনা করায় তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। এক্ষণে তোমাকে এই পাট্টা লিখিয়া দেওয়া যাইতেছে যে যদ্যপি ইহার বিলি কৃত জমির কোন অংশ লাট পাণ্ডুগ্রামের চাকরণ না থাকা সাব্যস্ত হয় ও ঐ জমি ত্যাগ করিতে রাজ-ষ্টেট তোমাকে আদেশ করেন তাহা হইলে বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করিবে ও ত্যাগকৃত জমির হারাহারি মত খাজনা কমি পাইবে। যদি ত্যাগ না কর ও তৎসূত্রে রাজ-ষ্টেটকে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা পূরণ করিতে তুমি সম্পূর্ণ বাধ্য হইবে। অবধারিত ৯৩৷৷০ টাকা জমার মধ্যে রাজ-ষ্টেটের দেয় চৌকীদারী ফণ্ডের দেনা বার্ষিক ৬২৷৷৭৷৷০ টাকা সন ১৩০৭ সাল হইতে প্রতি সন বৈশাখ মাহার ৭ই

তারিখ মধ্যে স্থানীয় চৌকীদারী ফণ্ডে জমা হইবার জন্য বরাত সুরত গভর্ণমেণ্টে নিয়োজিত কালেক্‌টিং পঞ্চায়তের নিকট আদায় দিয়া দাখিলা লইবে এবং অবশিষ্ট ৩১৵৫॥ টাকা প্রতি সন চৈত্র মাসের মধ্যে রাজ-ষ্টেটের জমিদারী কাছারী বরাবর রীত্যনুসারে চালান যোগে দাখিল করিবে। যদি রাজ-ষ্টেটের চৌকীদারী ফণ্ডের দেয় উক্ত ৬২॥৭॥ টাকা তুমি স্থানীয় চৌকীদারী ফণ্ডে আদায় না দাও এবং রাজ-ষ্টেট হইতে তাহা দিতে হয়, তাহা হইলে রাজ ষ্টেটে উক্ত টাকার মায় সেই সনের ৭ই বৈশাখ হইতে আদায় কালতক মাসিক শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে সুদসহ আদায় দিবে এবং তোমা কর্তৃক উক্ত টাকা চৌকীদারী ফণ্ডে দাখিল না হওয়া জন্য রাজ-ষ্টেটের যে কোন ক্ষতি হইবে তাহা মায় সুদ খরচা তোমার নামে চলিত আইনানুসারে নালিশ করিয়া তোমার উক্ত জমি ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বিক্রয় ও তোমাকে গ্রেপ্তার দ্বারা আদায় লইতে পারিবেন। আমি ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত নোটীশ দিয়া তোমাকে চৌকীদারী ফণ্ডের টাকা আদায় দিতে নিষেধ মতে উপরোক্ত ২ দফায় লিখিত ৭ই বৈশাখ তারিখের দেয় কিস্তির টাকা নিজে আদায় লইতে পারিব। ঐরূপ নোটীশ পাইলে চৌকীদারী ফণ্ডের এই পাট্টায় লিখিত টাকা তোমার আদায় করিবার অধিকার থাকিবে না। হাজা, শুখা, নদী সিকস্তি, দোএম বাজেয়াপ্তা ও সরকারী পুলগত, রেলগত, রাস্তাগত ইত্যাদি লোকসানি কোন দফার ওজরে নালিস করিতে পারিবে না, তবে এই জমির কোন অংশ যদি অ্যাকুইজিসন আক্ট মতে গৃহীত হয় ও তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রাজস্ব রাজসরকারকে কমি দেওয়া হয় ও তদতিরিক্ত কমপেন্সেসনের টাকা দেওয়া হয় তাহা গৃহীত জমির বাবদে যে টাকা রাজসরকার কমি পাইবেন তাহাই তোমার পত্তনি খাজনায় কমি পাইবে ও কমপেন্সেসনের টাকার তিন ভাগের এক ভাগ তুমি ও দুই ভাগ রাজ-ষ্টেট পাইবে ও পাইবেন।

তোমার এই চৌকিদারী চাকরাণ জমি যে ষ্টেটের সামিল সেই ষ্টেটের বাবদ চলিত ডাক বেতন সংক্রান্ত যে আইন জারী আছে তাহা বা তৎস্থলে অপর যে কোন আইন প্রচার হইবে তাহার দরুণ ডাক বেতন বাবুদি বা ডাকের বন্দোবস্তের খরচা কারণ যে কোন টাকা দিতে হইবে তাহা তোমার এই পত্তনি জমার উপর রাজ সরকারের চলিত নিয়ম অনুযায়ী হারাহারি মতে যাহা পড়তা

হইবে, তাহা মায় বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা হারে সুদ সহ বিনা ওজরে রাজ-ষ্টেটের সেরেস্তা বরাবর আদায় দিবে। না দাও নালিশ দ্বারা রাজ-ষ্টেট আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে তুমি কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। খাজনা আদি মোতাবেক আইন কিস্তিবন্দী অনুসারে কিস্তী কিস্তী টাকা আদায় দিবে, না দাও সন ১৮৯৯ সালের ৮ আইন ও অন্যান্য আইন যাহা প্রচলিত আছে বা হইবে তদনুসারে নালিশ করিয়া জমি মজকুর নিলাম বিক্রয় করাইয়া ও তোমার অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে বাকি মায় সুদ খরচা আদায় করিয়া লইব ও তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারা যাইবে। জমি মজকুরা বা তাহার কোন অংশ বাজেয়াপ্তের পূর্ব্বে বা খাস আমলে কেহ বে-দখল করিয়া থাকে, কি করে তবে তাহাদের নামে আদালতে নালিশ করিয়া তুমি দখল করিবে ও তাহার আদালত খরচা যাহা হইবে তাহা তুমি নিজে দিবে, রাজ সরকারের সহিত কোন এলাকা নাই। যদি আদালতের বিচারে ঐ বে দখলি জমি না পাও তথাচ জমা কমির নালিশ করিতে পারিবে না ও করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। বিনা ওজরে পুরা মালগুজারী সরবরাহ করিবে। জমি মজকুর উত্তরাধিকারিত্বে বা উইলসূত্রে বা দান বিক্রয়ে হস্তান্তর হইলে, ওয়ারিশান ব্যক্তি দখল পাওয়ার তারিখ হইতে এক মাহার মধ্যে দরখাস্তের দ্বারা রাজ-ষ্টেটে সংবাদ এবং আইন মত ফি ও জামিন দিয়া আপন নাম সেরেস্তায় পত্তন করিবে। ঐ নিয়ম মতে নাম পত্তন না করিলে রাজ-সরকার আপন এক্তারে জমি মজকুরে সাঁজোয়াল নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

মফঃস্বল আমুল মামুল মাফিক সীমা সরহর্দ্দ বজায় মতে এই চাকরাণ বাজাপ্তী জমি ও তৎসংক্রান্ত হক হকুক দখল করিবে। জমি মজকুরের লভ্যের কোন হানিজনক কার্য্য করিতে পারিবে না। মফঃস্বল হস্তবুদ ও জমা ওয়াশীল বাকী ও কাগজাৎ সকল, সন আখেরি হইলে সন সন জমিদারী সেরেস্তায় দাখিল করিবে। আদালত ফৌজদারী কালেক্টরী ও পুলিশ ওগায়রহ কাছারী হায় বর্ত্তমানে যাহা জারী আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তত্তাবৎ কাছারী হায় মোতালক হইতে যখন যে নকসা মাফিক কাগজ ও মহরার পাটয়ারী ও রুজুনবীশদিগের তলব হইবে তাহার আঞ্জাম করিবে ও তাহার মাহিয়ানা খরচ খরচা দিবার বিষয় যে হুকুম হইবে তাহা তুমি দিবে, রাজসরকারের এলাকা নাই। সরকার বাহা-

হুরের তরফ হইতে সীমা বন্দীর সময় আমিন মোকরর হইলে তাহার নিকট রুজু নবীশ মোকরর করিয়া দিয়া যথার্থ মতে সীমানা সরহদ্দ সীমাবন্দী করাইয়া দিবে। কারসাজি করিয়া এই জমির সীমানার সীমাবন্দী করাইয়া দিবে না। যদি দাও, তাহাতে রাজ সরকারের যে ক্ষতি হইবে তাহার নিশা তুমি করিবে এবং জমি রেকর্ড অফ রাইট অর্থাৎ প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় খতিয়ান প্রস্তুত ও রক্ষণ সম্বন্ধে বেঙ্গল কাউন্সিলের সন ১৮৯৫ সালের ৩ আইন যাহা জারি আছে, অথবা তৎস্থলে অন্য যে আইন জারি হইবে সেই আইন ও উপরোক্ত আইন সংক্রান্ত যে বাবদের নিয়মাবলী প্রচলিত আছে বা ভবিষ্যতে হইবে, তদনুসারে উচিত মত আবশ্যকীয় কার্য্যাদি করিবে ও সেই স্থানে যেরূপ দরখাস্ত ও সংবাদ আদি দিতে হইবে তাহা উচিত সময় মধ্যে দিবে তৎসম্বন্ধে যে সংবাদ বা বৃত্তান্ত রাজ-ষ্টেটকে জানান আবশ্যক হইবে বা রাজষ্টেট জানিতে চাহিবেন তাহা জানাইবে, এই বিলিকৃত জমী সম্বন্ধীয় মাপ বা রেকর্ড অফ রাইট প্রস্তুত বা রক্ষণ সম্বন্ধে উপরোক্ত বা অন্য যে কোন আইন বা নিয়মাবলী জারী আছে বা হইবে, তদনুসারে জমীদারের অংশে দেয় টাকা যাহা ধার্য্য হইবে তাহা সমস্ত তুমি বিনা আপত্তিতে আদায় দিবে ; রাজ-ষ্টেটকে তাহা দিতে হইবে না, যদ্যপি তুমি না দাও এবং রাজ-ষ্টেটকে দিতে হয় তাহা হইলে টাকা দিবার তারিখ হইতে আদায় কালতক শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হারে সুদসহ তোমার নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করিয়া লওয়া যাইবে, তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবে না, করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। জমী মজকুরে সীমাসরহদ্দের মধ্যে আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ ধাতু মায় আকর অর্ন্তর কয়লা আদির খনি বা অপর কোন দ্রব্যাদি বাহির বা প্রকাশ হইলে তাহা রাজসরকারের হইবে তাহাতে তোমার কিম্বা তোমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তের বা কায়েম মোকামানের কোন দাবী দাওয়া চলিবে না, করিলেও গ্রাহ্য হইবে না। আপনি তদ্দরুণ উপযুক্ত জমা পত্তনী খাজনায় কমি পাইবেন। এই পাট্টার সর্ত্ত আপনার প্রতি যেরূপ বলবৎ, আপনার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধেও সম্যকরূপে সেইরূপ তুল্যরূপে বলবৎ হইবে। আপনি যাহা করিতে বাধ্য আপনার উত্তরাধিকার ও স্থলাভিষিক্তগণ সেইরূপভাবে তুল্যরূপ করিতে বাধ্য। এতদর্থে কবুলতি গ্রহণে পাট্টা দেওয়া গেল। ইতি।

(১১৮)

কবুলতি।

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * ইত্যাদি। * * * কস্য কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আপনার জমিদারী ৪৬০৫ নং তৌজিভুক্ত পং বায়ড়া থানা আরাম-বাগ জেলা হুগলীর অন্তর্গত আনারপুর গ্রামের মালের সেরেস্তায় ৫৮২ বিঘা জমীর কাত যাহা ২০॥০ টাকা জমায় ৺ধর্ম্মদাস খাঁকে বিলি ছিল, পরে রাজ-ষ্টেটের খাস হওয়ায় ঐ জমী জমা আমি সালিয়ানা ২০৲ টাকা জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইবার প্রার্থনা করায় ম্যানেজারী আপিসের ১০১০ নং হুকুম অনুসারে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ায় নিম্নের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত ৫৮২ বিঘা জমীর কাত বার্ষিক সালিয়ানা ২০৲ টাকা জমা স্বীকার করিয়া এই কবুলতি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি।

১। উক্ত ৫৮২ বিঘা জমীর কাত বার্ষিক ২০৲ টাকা জমা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া আপনার প্রচলিত ছাপা ফরমে দাখিলা গ্রহণ করত খাজনার টাকা নিম্ন লিখিত কিস্তিবন্দী অনুসারে উক্ত লাটের মালের সেরেস্তায় আদায় দিয়া চেক মুড়িতে রসিদ দিব; বিনা দাখিলায় টাকা দিব না, দিলে তাহা মুসমা পাইব না। কিস্তি খেলাপ করি, কিস্তি শেষ হইবার তারিখ হইতে বার্ষিক শতকরা ১৲ টাকার হিসাবে সুদ দিব। খাজনা না দিই, আপনি ইচ্ছানুসারে সন ১৮৮৫ সালের ৮ আইন ও সন ১৮৮০ সালের ৭ আইন ও অন্যান্য প্রচলিত আইন অনুসারে সন সন বা কিস্তি নালিশ বা সার্টিফিকেট জারি আদি দ্বারা তৎকালে আমার স্বনামী বেনামী যে কোন সম্পত্ত্যাদি থাকিবে তাহা নিলাম বিক্রয় দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন।

২। বর্ত্তমান সনের পূর্ব্ব সন, অর্থাৎ ১৩০০ সাল হইতে পূরা মালগুজারী আদায় দিবার সর্ত্তে অদ্য কবুলতি লিখিয়া দিতেছি।

৩। বন্দোবস্তি জমির সম্পূর্ণ বা কোন অংশে দখল না পাওয়া আদি বা হাজা সুকা সিকস্তী আদি কোন কারণ উল্লেখে জমা জমি বা খাজনা দিবার আপত্তি করিতে পারিব না, করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

৪। উক্ত নির্দ্ধারিত জমার কিস্তি অনুসারে হিসাব মত পথকর পূর্ত্তকর ডাক-সেস্ ও গবর্ণমেণ্ট হইতে ভবিষ্যতে অন্য কোন প্রকার দরি অঙ্ক দিবার আবশ্যক হইবে তত্তাবৎ আদায় দিব, না দিই নালিশ আদি দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন।

৫। যে ৫৮২ বিঘা জমির কাত ২০৲ ধার্য্য হইল, ভবিষ্যতে ঐ জমির পরিমাণ ১৮ ইঞ্চি হাত কাঠির মাপ অনুসারে বেশী হইলে যে পরিমাণ বেশী হইবে মোট জমার হারাহারি সুরত সেই বেশী জমির জমা উক্ত নির্দ্দিষ্ট জমার উপর বার হইবে ও তাহা পরবর্ত্তী সন হইতে আদায় দিব। আর যদি তঞ্চক মতে অপর জমার বা খাস খামারের জমি ঐ জমায় সামিলে দখল করা প্রমাণ হয়, তবে বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করিব ও খেশারতের দায়ী হইব।

৬। আইন সঙ্গত কারণে এই জমির উপর নিরিখ করিবার ক্ষমতা আপনার সম্পুর্ণ আছে এবং নিরিখ সুরত যে জমা বেশী হইবে তাহা ঐ বন্দোবস্ত জমার উপর বার হইবে ও তাহা কিস্তিবন্দী মত আদায় দিব।

৭। জমির উপর যে বৃক্ষাদি আছে তাহার লিষ্টি (তালিকা) নিম্নে প্রকাশ থাকিল, ঐ সকল বৃক্ষ বাদ আমা কর্ত্তৃক যে সকল বৃক্ষ তৈয়ার হইবে তাহার ফল-ভোগ করা ব্যতীত ছেদন বা বিক্রয় করিবার স্বত্ব আমার থাকিবে না কোন বৃক্ষ শুষ্ক হইলে রাজষ্টেটে জানাইয়া অনুমতি মত কার্য্য করিব, না করি খেসারতের দায়ী হইব, তবে রাজষ্টেট ইচ্ছানুসারে ঐ সকল বৃক্ষ বিক্রয় বা কর্ত্তন করিতে পারিবেন। *

৮। বন্দোবস্তী জমির সম্পুর্ণ বা কোন অংশে পৃথিবীস্থ কোন ধাতু বা কয়লা অভ্র ইত্যাদির খনি বাহির বা প্রকাশ হইলে বা আকাশস্থ কোন ধাতু আদি বর্ষণ হইলে তাহা রাজ-ষ্টেটের হইবে তবে ঐ সূত্রে যে পরিমাণ জমি গৃহীভ হইবে তাহার মোটা জমার হারাহারি সুরত জমা কমি পাইব।

৯। গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের জন্য বন্দোবস্তী জমার কোন অংশ গ্রহণ করিলে কেবল হারাহারী সুরত জমার কমি আমি পাইব, পণ বা পুরস্কার বাবদে টাকার সহিত আমার সংশ্রব থাকিবে না।

---

* নূতন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ২৩ক ধারানুসারে কোন রায়তের দখলী কোন ভূমি সম্বন্ধে স্বত্ব থাকিলে তিনি সেই ভুমির উপর বৃক্ষ রোপণ তাহার ফুল ফল ভোগ ও বৃক্ষ কাটিতে বা সেই কাঠ বিক্রয় বা নিজে ভোগ করিতে পারিবেন এই ধারাটী নূতন সংযোজিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ২৩ ধারায় রায়তের পক্ষে গাছ কাটা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল।

১০। এই জমা আমি ৯ বৎসরের মধ্যে ইস্তফা করিতে পারিব না, তবে রাজ-ষ্টেট আইন সঙ্গত কারণে খাস দখল করিয়া লইতে পারিবেন।

১১। ঐ বন্দোবস্তী জমা জমির কোনপ্রকার আকার পরিবর্ত্তন বা লভ্যের হানিজনক কোন কার্য্য করিতে পারিব না, করিলে খেসারতের দায়ী হইব।

১২। এই কবুলতির সর্ত্ত সকল উভয় পক্ষের উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত ও কায়েম মোকামগণের প্রতি তুল্যরূপে আমলে আসিবে। এতদর্থে আপন খুসীতে সুস্থ শরীরে স্থির চিত্তে এই কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। (১) ইতি

(১১১)

কৃষিকার্য্যের কবুলতি।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় পিতা * * * ইত্যাদি। লিখিতং শ্রী * * * ইত্যাদি।

কস্য কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। রেজিষ্টারী ডিষ্ট্রীক্ট হুগলী, সব-রেজিষ্টারী জাহানাবাদের সামিল বায়ড়া পরগণার অন্তর্গত কপসিট্ট গ্রামের নিম্নের চৌহদ্দি লিখিত ৫/০ বিঘা জমি উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধানাথ মান্না বার্ষিক ১৫৲ টাকা খাজনায় বহু দিবসাবধি চাষ আবাদাদি দ্বারা দখলকার ছিল। রাধানাথের মৃত্যু হওয়ায় তদীয় বিধবা পত্নী শ্রীমতী রাধারাণী দাসী উক্ত জমি আবাদ দ্বারা ভোগ দখলে অসক্তা হইয়া বিগত পৌষ মাসে ঐ সমস্ত ইস্তফা করিয়াছে এবং আপনিও তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত জমি আমি লইতে প্রার্থনা করায় আপনি আমার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া তাহার দরুণ সালিয়ানা কোং ১৭৲ টাকা জমা ধার্য্য করিয়া দিলেন। আমি উক্ত জমা স্বীকারে কবুলতি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে মালকাছারীতে আদায় দিয়া চেক দাখিলা লইব বিনা দাখিলায় টাকা আদায়ের ওজর অগ্রাহ্য হইবে। কিস্তী খেলাপ হয় আইন মত সুদ দিব, রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কসেস যাহা ধার্য্য আছে ও ভবিষ্যতে অন্য যে কোন দরিঅঙ্ক ধার্য্য ইবে তাহা আমলে আনিয়া আদা দব, এবং জমি মজকুরা চাষ আবাদে ভোগ দখল করিব। জমিতে যে সকল বৃক্ষাদি আছে

(১) ষ্ট্যাম্প—ষ্ট্যাম্প আইনের ৩৫ (৪) প্রকরণ দেখুন। খাজনার উপর কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

(১) বা ভবিষ্যতে হইবে তাহা বজায় রাখিয়া ফল ভোগ করিব; ছেদন বিক্রয় করিতে পারিব না। ভবিষ্যতে আইন মত বৃদ্ধি খাজনা আমলে আনিয়া আদায় দিব। জমিতে মৎস্য জিওন জন্য পুষ্করিণী খনন, কি ইটখোলা পত্তন, ইট গঠন অথবা দড়ির কল বা হাটবাজার গোলাগঞ্জ স্থাপন বা আইন বিরুদ্ধ অন্য কোন কার্য্য করিতে পারিব না। মহাশয়ের লিখিত অনুমতি ভিন্ন জমাই স্বত্ব কাহাকেও কোন প্রকার হস্তান্তর করিতে পারিব না। উল্লিখিত নিষিদ্ধ কার্য্যের মধ্যে কোন কার্য্য করিলে আমার দখল উচ্ছেদের কারণ হইবে। এই সকল সর্ত্ত স্বীকারে অত্র কবুলতি পত্র লিখিয়া দিবাম। ইতি (২)

(১১২)

ভ গজোতের কবুলতি।

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য ভাগজোতের কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে।

নিম্ন চৌহদ্দিস্থিত ৫/ বিঘা জমি মহাশয় ভাগজোতে বিলি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমি তাহার প্রার্থী হই এবং আপনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করায় এই কবুলতি পত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে উল্লিখিত জমিতে ধান্য বা অপরাপর ফসল যাহা হইবে তাহার রাজস্ব স্বরূপ অর্দ্ধেক আপনি পাইবেন। বপন, রোপন, কর্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা কিছু ব্যয় হইবে তাহা সমস্ত আমার, আপনার সহিত কোন সংশ্রব রহিল না। আপনার প্রাপ্য ধান্য ও

---

(১) অনেকে এই বৃক্ষাদি দেখিয়া ইহা সাদা কাগজে লেখাপড়া হইবে না বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, উহা একটি মামুলি কথা মাত্র। কোন জমির আইলে যদি একটি গাছ থাকে, প্রজা তাহার ফলভোগ করিবে বলিয়া কবুলতি ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া হইবে না। লেখার উদ্দেশ্য যদি গাছ থাকে এবং প্রজা তাহা কাটিয়া লয় এই আশঙ্কায়।

কৃষিকার্য্যের পাট্টা বা কবুলতিতে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম তপশীলের ৩৫ সিডিউলের বর্জ্জিত স্থল দেখুন।

পাট্টা ও কবুলতি রেজিষ্টারির জন্য একত্রে দাখিল হইলে এক ফিতে রেজিষ্টারি হয়। দুইখানি দলিলের জন্য আর স্বতন্ত্র ফি দিতে হয় না। পাত ফি (N fee) ইত্যাদি উভয় দলিলেরই দিতে হইবে। এক বৎসরের অধিক মিয়াদি বা বে-মিয়াদি কবুলতি হইলে রেজিষ্টারি করিতেই হইবে।

(২) ৪৩৮ পৃষ্ঠার নোটে ইহার বিষয় দেখুন।

খড় কাটাই তোলাই ঝাড়াই করিয়া আমি স্বয়ং বা আমার লোক দ্বারা আপনার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিব, অপরাপর ফসল যাহা উৎপন্ন হইবে তাহাও অৰ্দ্ধেক আপনার বাটীতে সময় মত পৌঁছাইয়া দিব তাহাতে কোন ত্রুটি হইবে না। যদি আপনার অংশ মত ফসল আপনাকে যথাসময়ে পৌঁছাইয়া না দিই বা ক্রটী করি তাহা হইলে আপনি উক্ত ফসলের আনুমানিক মূল্য বাবদ ৫০৲ টাকা আমার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন এবং যতদিন না ঐ টাকা আদায় দিব ততদিন ঐ টাকার উপর শতকরা মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে সুদ দিব। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই ভাগজোতের কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম, (১) ইতি।

(১১৩)

বাটীভাড়ার এগ্রিমেণ্ট।

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য বাটীভাড়ার এগ্রিমেণ্ট পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি আপনার সহর কলিকাতাস্থ * * গলির * * নং বাটী যাহার উত্তর * * ইত্যাদি, অদ্যকার তারিখ হইতে ৩ বৎসরের জন্য মাসিক ১৫০৲ টাকা হিসাবে ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে,—

১। ভাড়ার টাকা প্রতি ইংরাজী মাসের ৫ই তারিখে আদায় দিব; না দিই শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে সুদ দিতে বাধ্য হইব। ক্রমান্বয়ে তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়িলে আপনি আমাকে বাটী হইতে উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

২। কড়ার গত হইবার পূর্ব্বে আমি বাটী ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে পারিব না। যদি যাই ৩ বৎসরের ভাড়ার টাকার দায়ী হইব।

৩। বাটীর অবস্থার পরিবর্ত্তনকর কোন কার্য্য করিব না, বা দরজা জানালা প্রভৃতি কোন প্রকারে নষ্ট করিব না। যদি আমার ইচ্ছায়, অমনোযোগিতায় বা অসতর্কতায় আপনার কোন প্রকার ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিলাম।

(১) ফসলের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া দিতে হইবে, নতুবা তাহার রেজিষ্ট্রী হয় না। ১০০৲ টাকার অধিক মূল্য হইলে আর সাদা কাগজে হইবে না, দস্তুরমত ষ্ট্যাম্প দিয়া লেখাপড়া করিতে হইবে। ভাগের উপরে যদি খাজনা নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার জন্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

৪। বাটীর আবশ্যকীয় মেরামত আপনি করিয়া দিবেন, না দেন আমি স্বয়ং তাহা করিয়া লইব এবং আপনার প্রাপ্য ভাড়া হইতে তাহা বাদ যাইবে।

৫। বাটীর মিউনিসিপাল টেক্স আদি যাহা আমার দেয় তাহা আমি দিব আপনাদের দেয় টেক্স আপনি দিবেন। (১) ইতি * *

(১১৪)

ভাড়া আদায় করিবার এগ্রিমেণ্ট।

গ্রহীতা দাতা

কস্য এগ্রিমেণ্ট পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে সহর কলিকাতা মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে মহাশয়গণ যে নূতন তেতলা পাকা ইমারত বাটী ও তাহার উপর করগেট আইরণ সেড তৈয়ার করিয়াছেন উক্ত বাটীর এসেসমেণ্ট হইয়া নিচুতলা ১২ নং ও দোতলা ও তেতলা ও করগেট আইরন সেড প্রভৃতি ১।২।১ নং হোল্ডিং ভুক্ত হইয়া উক্ত বাটী সমুদায় আপনারা এক্ষণে খাসে ভাড়া বিলি দ্বারা দখ ার আছেন। সমুদয় ঘরে ভাড়াটীয়া নাই একারণ আমি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালা ও করগেট আইরনের সেড সমুদয় ঘরে আপনাদের তরফ হইতে ভাড়াটীয়া যোগাড় করাইয়া বসাইব এবংপ্রতি পর মাহার দুই দিবস মধ্যে মাসিক ১০০০৲ এক হাজার টাকা আপনাদের নিকট জমা দিয়া উক্ত বাটীতে থাকা ভাড়াটিয়া গণের নামের আপনাদের দস্তখতি বিল লইয়া আগামী সন ১৯১১ উনিশ শত এগার সালের ১লা জানুয়ারী হইতে সন ১৯১৩ উনিশ শত তের সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন বৎসর ভাড়া আদায় করিয়া লইব। এইরূপ সর্ত্তে স্বীকার হইয়া মহাশয়গণের নিকট অগ্রিম ১০০১৲ এক হাজার এক টাকা

---

(১) নামে ইহা এগ্রিমেণ্ট হইলেও কার্য্যতঃ ইহা কবুলতি ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহার ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্টারি ইত্যাদি সমস্তই কবুলতির অনুরূপ।

কড়ার গত হইলে যদি ভাড়াটিয়া একদিনও সে বাটীতে বাস করেন তাহা হইলে এক মাসের ভাড়া দিতে হয়। ভাড়াটীয়া উঠাইবার একমাস পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হয়। মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক মাস গণ্য হইয়া থাকে। এ মাসের কতক এ মাসে ও অপর মাসের কতক ধরিয়া এক মাস অর্থাৎ ৩০ দিন পূর্ণ করিলে হয় না। ইংরাজী মাস ধরিতে হইবে।

আমানত রাখিয়া রসিদ লইলাম। উক্ত বাটী মহাশয়গণের দখলে থাকিবে। মাস অতীত হইলে পর মাসের ২০ দিবস মধ্যে কোং ১০০০৲ এক হাজার টাকা দিয়া আপনাদের দস্তখতি প্রজাগণের নামীয় বিল লইতে না পারি তাহা হইলে আমার আমানতি উক্ত ১০০১৲ এক হাজার এক টাকা ফরফিট হইবে। পুনরায় অন্য কোন সময় উক্ত টাকা দিয়া বিল লইতে বা ভাড়া আদায় করিতে পারিব না। মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স সমুদায় মহাশয়গণ দিবেন আমি কেবল জলের কলের অতিরিক্ত ট্যাক্স যাহা লাগিবে তাহা নিজ হইতে আলাহিদা দিব; এতদর্থে আপন খুসিতে সুস্থ শরীরে বিনানুরোধে অত্র এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিলাম (১)। ইতি

(১১৩)

জেরি-পেসগী কবুলতি।

(Zeri pesgi Lease.)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু পিতা ৺

ইত্যাদি বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

মহাশয়ের জেলা গয়ার অধীন থানা নওয়াদাভুক্ত জমিদারী লাট কল্যাণপুর ১৮ পটী ইজারা বিলি করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করায় আমি তৎপ্রার্থী হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলে আপনি আমার নিকট ১০০০০৲ টাকা অগ্রিম গ্রহণে নিম্নলিখিত সর্ত্তে আমাকে তাহা বিলি করিয়া দিলেন :—

১। কল্যাণপুরের কালেক্টরী মাল গুজারি ১১০০৲ টাকা আমি সন সন কিস্তি কিস্তি আদায় দিয়া তাহার দাখিলা আপনার সরকারে দাখিল করিব। ইহাতে কোন প্রকার ত্রুটী করিব না, করিলে আপনি সেই টাকা কালেক্টরীতে জমা দিয়া আমার নামে নালিশ দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন। যদি সেরূপ ঘটনা ঘটে তাহা হইলে আপনি যত টাকা জমা দিবেন তাহার উপর আদায় কালতক মাসিক শতকরা ৬৲ টাকা হারে সুদ দিব।

---

(১) ইহা কবুলতি, একরার নহে। এই দলিলে এটর্ণীরা ৷৹ আনার ষ্ট্যাম্পে সম্পাদন করায় কলিকাতা অরেন্ট আফিস হইতে ইহা ইম্পাউণ্ড হয়। কলিকাতার কালেক্টর ইহা লিজ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া ফাইন আদায় করিয়াছেন।

২। খাজনার টাকা আদায় করিবার জন্য আপনি কোন প্রকার দায়ী রহিলেন না। যদি কোন খাজনা আদায় না হয় আমি নিজ খরচায় তাহা আদায় করিব, আপনার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই।

৩। আপনাকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় তারিখে ৩০০৲ টাকা হিসাবে দিব। দিতে ত্রুটি করিলে আপনি নালিশ দ্বারা মায় খরচা সেই টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

৪। আপনার তালুক অদ্য হইতে ১০ বৎসর আমার অধিকারে থাকিবে অর্থাৎ ঐ সময় পর্য্যন্ত আমি উক্ত সকল সর্ত্তে বাধ্য থাকিব ও আমার প্রতি যে সকল ক্ষমতা প্রদান করিলেন তাহা পরিচালনা করিব ঐ দশ বৎসর কাল অতীত হইলে আপনার সম্পত্তি বিনা ওজরে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব। সেলামীর জন্য যে দশ হাজার টাকা আপনাকে অগ্রিম দিলাম তাহার সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।

৫। উক্ত সম্পত্তি আমার অধিকার ভুক্ত থাকা কালে কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানি মামলা মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার জন্য যে সকল খরচ পত্র হয় তাহা আমি করিব আপনার সহিত কোন সম্বন্ধ রহিল না।

উপসংহারে আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি, আমি উল্লিখিত সমস্ত সর্ত্তে বাধ্য হইয়া এই কবুলতি পত্র স্বাক্ষরিত করিয়া আপনাকে দিলাম। ইহার সমস্ত সর্ত্তে আমি আমার উত্তরাধিকার ও স্বত্বাধিকারী ক্রমে বাধ্য রহিলাম ও আপনি রহিলেন * ইতি।

---

* Zeri pesgi lease ও usufructuary mortgage দলিলের ষ্টাম্প কস্থম একই তবে রেজিষ্ট্রী আইনে ইহার প্রভেদ আছে। কবুলতিতে জমিদারী নজর আনা লাগে না কিন্তু সদখল বন্ধকনামায় লাগে।

এইটী lease বলিয়া ১০ বৎসর জন্য ইহা বিলি হইল। ঐ সময় মধ্যে সেলামী দশ হাজার টাকা পরিশোধ না হইলেও ঐ টাকার উপর কোন দাবি থাকিবে না তাহার উপর আবার মাসে ৩০০৲ টাকা হিসাবে দিতে হইবে। কিন্তু বন্ধকনামায় দাবীর টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধকী সম্পত্তিতে বন্ধক দাতার অধিকার জন্মে না। কোন সদখল বন্ধকনামায় কেবল সুদ পরিশোধ হয় আসল দিতে হয়, অন্যত্র সুদ ও আসল কিছু কিছু পরিশোধ হয়। সেই হিসাবে সমস্ত পরিশোধ হইলে তবে সে সম্পত্তিতে বন্ধকদাতার অধিকার বর্ত্তে কিন্তু উক্তরূপ ভোগানুমতি পত্রে নির্দ্দিষ্ট সময় জন্য ভোগ করিলেই টাকার দাবী গেল। খাজনা আদায় হয় নাই বা হাজাশুখায় কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। ভোগানুমতি পত্র সম্বন্ধে মন্তব্য পাঠ করুন।

(১১৬)

পাট্টা ও কবুলতি। (একত্রে)

যেহেতু আমি শ্রী পিতা ৺ জাতি ইত্যাদি প্রথম পক্ষ (Lessor) এবং আমি শ্রী পিতা • ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ (Lessee) আমরা উভয়ে পরস্পরে ও একত্রে নিম্নলিখিতরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ রহিলাম, এবং দলিলে অপ্রাসঙ্গিক ও অনিয়মিত বা অর্থশূন্য বোধ না হইলে পুনরুল্লেখ স্থলে আমাদের নামের পরিবর্ত্তে পর্য্যায়ক্রমে প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ মাত্র উল্লিখিত হইবে এবং প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ শব্দে উক্ত পক্ষদ্বয়ের স্থলাভিষিক্ত, উত্তরাধিকারী ও এসাইনি প্রভৃতিও বুঝাইবে।

কলিকাতা সাউথ রোড ইটালীর ৭৯নং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিশেস ভুক্ত ডিষ্ট্রীক্ট ২৪ পরগণার অন্তর্গত সব ডিষ্ট্রীক্ট শিবাদহের হোল্ডিং নং ৫৫ পাকা দ্বিতল ইমারত যাহার স্বত্বাধিকারী প্রথম পক্ষ তাহা উক্ত প্রথম পক্ষ মাসিক ৭৫৲ টাকা ভাড়ায় দ্বিতীয় পক্ষকে ৩ বৎসরের জন্য ভাড়া বিলি করিলেন।

দ্বিতীয় পক্ষ প্রতি মাসের ২রা তারিখে বিল লইয়া প্রথম পক্ষকে ভাড়া আদায় দিবেন। ত্রৈমাসিক মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ৩০৲ টাকার অর্দ্ধেক যাহা জমিদারের দেয় (Owner's share) তাহা প্রথম পক্ষ দিবেন। প্রজার দেয় (Occupier's share) দ্বিতীয় পক্ষ দিবেন।

সময় মত ভাড়া আদায় না দিলে দ্বিতীয় পক্ষকে উচ্ছেদ (eject) করা হইবে।

দ্বিতীয় পক্ষ বাটী অপর কাহাকেও ভাড়া বিলি করিতে পারিবেন কিন্তু এমন ভাড়াটিয়া বিলি করিতে পারিবেন না যাঁহারা জটলা করিয়া প্রতিবাসীর অসন্তুষ্টি সাধন করে বা ভারতেশ্বরের বিপক্ষে কোন বিদ্রোহতার বা তদনুরূপ কার্য্য করে বা করিবার প্রয়াস পায়।

দ্বিতীয় পক্ষ বাটীর দরজা জানালা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া বসবাস করিবেন অর্থাৎ বাটীর হানিকর কোন কার্য্য করিবেন না।

এই দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে এগ্রিমেণ্ট মিয়াদ ৩ বৎসর গণ্য হইবে কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ যদি এই এগ্রিমেণ্টের সমস্ত সর্ত্ত বজায় রাখেন তাহা

হইলে তিনি সময় অন্তে আরও ৩ বৎসরের জন্য উক্ত বাটীতে উক্ত নিয়মাধীনে বসবাস করিতে পারিবেন। সময় গত হইলে দ্বিতীয় পক্ষ বিনা ওজরে বাটীর অধিকার ত্যাগ করিবেন তাহাতে কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিবেন না।

(১১৭)

চাকরাণ জমির কবুলতি।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু * * জমিদার

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

মহাশয়ের তালুক হুগলী জেলার অন্তর্গত থানা পোলবার অধীন লাট ধুলিয়াড়া ৭ পটির জনৈক পাইকের কার্য্য খালি হওয়ায় আমি তৎকার্য্য পাইবার প্রার্থনা করি এবং আপনি দয়া প্রকাশে আমাকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করায় আমি নিম্নলিখিতরূপে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলাম যথা :—

১। আপনার মহালে যখন যিনি গোমস্তা থাকিবেন তাঁহার তলব মত হাজির হইয়া তাঁহার স্বাক্ষরিত চেক দাখিলা গ্রহণে প্রজাগণের খাজনা আদায় করিব।

২। আদায়ি খাজনা প্রাপ্তিমাত্র গোমস্তা মহাশয়ের নিকট হাজির করিব কোন কারণে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিব না।

৩। যে সকল খাজনা শস্যে আদায় হয় বা যে সকল জমি ভাগজোতে বিলি আছে, তাহার অংশ মত শস্য আদায় লইয়া নিজ হেপাজতে রাখিব এবং গোমস্তা বা আপনার আদেশ মত নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা খামারে হাজির করিব, কোন প্রকার তঞ্চকতা করিব না।

৪। সরকারী বাগান বা পুষ্করণী বা বিল খাল যাহা আছে তাহার তদারক করিব। যাহাতে ফল বা মৎস্যাদির তছরূপ না হয় তাহার সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

৫। গোমস্তা মহাশয় যখন আদায়ি টাকা সদর কাছারীতে বা কালেক্টরীতে আমানত করিতে হুকুম করিবেন, তখনি তাহা করিব।

জমিদারী মধ্যে খুন জখম বা ডাকাতি প্রভৃতি কার্য্য ঘটিলে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট তৎসংবাদ দিব ; কোন প্রকার গাফিলি করিব না।

৭। উল্লিখিত কোন কার্য্যের জন্য কোন বেতন বা পুরস্কার পাইব না কেবলমাত্র উক্ত কার্য্যের জন্য যে ১২৴ বিঘা চাকরাণ জমি আছে তাহাই চাষ আবাদ দ্বারা ভোগ দখল করিব।

৮। দ্বাদশ বর্ষের উর্দ্ধকাল উক্ত জমি ভোগ দখল করিলেও তাহাতে আমার দখলি স্বত্ব বর্ত্তিবে না, বা তাহা আমি কোন প্রকারে হস্তান্তর বা দায়সংযোগ করিতে পারিব না। করিলেও তাহা কোন প্রকার কার্য্যকর হইবে না।

৯। আমার অবর্ত্তমানে আপনি আমার পুত্র বা অপর কোন ওয়ারিশকে উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত বিবেচনা করিলে নিযুক্ত করিবেন, কার্য্য পাইবার কাহারও কোন দাবী দাওয়া রহিল না বা থাকিবে না।

১০। আমি যদ্যপি আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে অন্যথা বা তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করি তাহা হইলে আমার অবহেলা জন্য আপনার যে কোন প্রকার ক্ষতি হইবে তাহা আমি পূরণ করিব এবং আপনি আমার কার্য্যের শৈথিল্য বশতঃ অপরাধ জন্য যখন ইচ্ছা তখনই আমাকে আমার কার্য্য হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবেন। তাহাতে আমার কোন প্রকার ওজর আপত্তি চলিবে না।

১১। উপরের লিখিত সমস্ত সর্ত্ত আমি বিশেষরূপে অবগত হইয়া এই চাকরাণ জমির কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। (১) ইতি * *

তপশীলের চৌহদ্দি।

* * *

(১১৮)

প্রতিমা গঠনের একরার।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * পিতা ৺ * * ইত্যাদি। কস্য একরারনামা পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চগে। আমি প্রতিমা গঠনের কার্য্য করি, মহাশয়ের বাটীতে

(১) ইহাও একরার নামা। Lease নহে।

প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হইয়া থাকে, সেই প্রতিমা গঠন কার্য্যে আপনি আমায় নিযুক্ত করিয়া নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত ৩/ বিঘা নিষ্কর শালি জমি আমায় অর্পণ করিলেন। আমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে উক্ত জমি যথেচ্ছা মত চাষ আবাদাদির দ্বারা দখল করিব এবং সেই ভোগ দখল জন্য প্রতি বৎসর যথাসময়ে আপনার ৮ শ্রীশ্রীদুর্গার প্রতিমা গঠন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিব। কোন প্রকার গাফিলি করিলে আপনি অপর লোকদ্বারা তৎকার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইতে পারিবেন এবং সেজন্য আপনার যে ক্ষতি হইবে তাহা আমি বিনা আপত্তিতে পূরণ করিতে বাধ্য রহিলাম এবং আমার গাফিলি জন্য আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে যে জমি প্রদান করিলেন তাহা প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবেন। আমার অবর্ত্তমানে আমার পুত্র বা অপর কেহ ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবে, যদি না দেয় বা দিতে অক্ষম ও অপারগ হয় তাহা হইলে আপনি উক্ত জমি নিজ দখলে আনিয়া যথেচ্ছাক্রমে বিলি বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন; তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত কাহারও কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। ইতি (১); * *

তপশীল সম্পত্তি।

(১১৯)

ফলকর কবুলতি।

লিখিতং শ্রী * * * ইত্যাদি।

এই ফলকর কবুলতি পত্র সম্পাদন করিয়া প্রকাশ ও অঙ্গীকার করিতেছি যে :—

১। অদ্য হইতে ২ বৎসরের জন্য এই বাগান ইজারা লইলাম, বার্ষিক খাজনা ১২০০৲ টাকা ধার্য্য হইল। এবং দুই বৎসরের খাজনার জন্য দায়ী রহিলাম।

২। খাজনার টাকা নিম্নলিখিত কিস্তি মত আদায় দিয়া আপনার সরকারে প্রচলিত চেক দাখিলা গ্রহণ করিব। সময় মত খাজনা দিতে ত্রুটী করি যে খাজনা বাকী পড়িবে তাহার শতকরা বার্ষিক ২৪৲ টাকা হারে সুদ দিব।

(১) ইহাও একরারনামা মাত্র। ইহার ষ্ট্যাম্প আইনের ৫ ধারামত ৮৹ আনা। রেজিষ্টারী।—রেজিষ্টারি না করিলে কার্য্যকর হইবে না। রেজিষ্টারী ফি (D fee) ১৲ টাকা।

৩। বৃক্ষাদিতে যে সকল ফল হইবে তাহার হেফাজতি ভার আমার। তলস্থ জমি বা পুষ্করিণী আদিতে আমার কোন সম্বন্ধ রহিল না।

৪। ফলকর বজায় রাখিতে বৃক্ষাদির শাখা যে পরিমাণে কর্ত্তনাদি করিতে হয় তাহাই করিব, তাহার অতিরিক্ত কোন কার্য্য জন্য কোন বৃক্ষ শুষ্ক হইলে তাহার দায়ী আমি হইব।

৫। কোন শুষ্ক বৃক্ষ আমি কর্ত্তন করিতে পারিব না। তবে গাছের গোড়ায় জঙ্গল হইলে তাহা পরিষ্কার করিবার ভার আমার রহিল।

৬। নির্দ্ধারিত খাজনা ব্যতীত আপনার সরকারে প্রতি বৎসর ১০০ নারিকেল, ২৫০ হিমসাগর আম, ২০০ বড় সাহী, ২০০ পেয়ারাফুলি এবং ২৫টী ফজলি দিব। যদি না দিই বা দিতে না পারি তাহা হইলে ঐ সকলের মূল্য বাবদে ১০০৲ টাকা দিব। (১)

সম্পত্তির চৌহদ্দি।

(১২০)

বায়নাপত্র (মোকররি পাট্টা সম্বন্ধে।)

(Agreement to Lease.)

আমি আমার নিম্ন চৌহদ্দিস্থিত ১৩/ বিঘা হুগলি কালেক্টরির বি রেজিষ্টার-ভুক্ত সিদ্ধ নিষ্কর সম্পত্তি আপনাকে বার্ষিক বিঘা প্রতি ৭॥০ টাকা খাজনায় ও বিঘা প্রতি ৫০৲ টাকা সেলামিতে মোকররি মৌরসী বিলি করিতে অঙ্গীকার করিয়া অদ্য সেলামীর মধ্যে মোট ২০০৲ টাকা পাইয়া লিখিয়া দিতেছি যে অদ্য হইতে ১৫ দিন মধ্যে সেলামীর বাকী টাকা লইয়া দস্তুর মত পাট্টা সম্পাদন

(১) ষ্ট্যাম্প আইনের ১৫ Art মতে ইহার ষ্ট্যাম্প ২৪০০৲ টাকার উপর দিতে হইবে। কেননা ইহা কবুলতি নহে Bond, অস্থাবর সম্পত্তির কেবলমাত্র Lease হয়। যে স্থানে বৎসর বৎসর ফল পাড়িয়া লইয়া যাইবার কথামাত্র থাকে, তখন ইহা একরার বলিয়া গণ্য হইবে।

রেজেষ্ট্রী। এ ফি ৮৲ টাকা। এবং ৪ নং বহিতে নকল হইবে। চৌহদ্দি থাকার জন্য ইহা স্থাবর সম্পত্তির কবুলতি নহে কেননা এতদ্বারা কবুলতি-দাতা জমির উপর কোন সত্বাধিকার প্রাপ্ত হইতেছেন না। রেজেষ্ট্রী। আইনের ২ ধারা মতে ফল অস্থাবর সম্পত্তি মধ্যে গণ্য।

করিয়া রেজেষ্ট্রী করিয়া দিব, যদি না দিই এই দলিলই পাট্টা স্বরূপ ও কার্য্যকর হইবে। ইতি *

(১২১)

পাট্টা ও খাজনা বিক্রয় সম্বন্ধে একরার।

(Agreement to Lease and Sale of Arrears of rent.)

শ্রী * * * ইত্যাদি ... ... প্রথম পক্ষ।

শ্রী * * * ইত্যাদি ... ... দ্বিতীয় পক্ষ।

এতদ্বারা যাঁহাদের এ সম্পত্তি সম্বন্ধে স্বার্থও প্রয়োজন আছে তাঁহাদের ও পক্ষগণের পরস্পরের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যায় যে, প্রথম পক্ষের জমিদারী জেলা * * পরগণে * * রেজিষ্ট্রেশন সবডিষ্ট্রীক্ট * * অন্তর্গত তরফ * * দিগরের দরবস্ত হকুক দ্বিতীয় পক্ষের আবেদন মত তাঁহার সম্পত্তি পত্তনি বন্দোবস্ত করিতে প্রথম পক্ষ সম্মত হইয়া উভয়ে নিম্নলিখিত মত চুক্তিতে নিম্নলিখিত নিয়ম মত বাধ্য হইলেন এবং এই চুক্তি তাঁহাদের পক্ষে যেমন প্রবল হইল তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত ও ওয়ারিশান মধ্যেও তদ্রূপ প্রবল ও কার্য্যকর হইবে।

১। দ্বিতীয় পক্ষ * * টাকা বার্ষিক খাজনা ব্যতীত * * টাকা রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কসেস প্রথম পক্ষকে নিম্ন কিস্তিবন্দি মত দিবেন। দিতে বিলম্ব করিলে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হিসাবে সুদ দিতে বাধ্য রহিলেন। সেলামী * * টাকা মধ্যে * * টাকা অদ্য দিলেন বাকী * * টাকা কবুলতী সম্পাদন করিয়া পাট্টা গ্রহণকালে দিবেন।

---

* হস্তান্তর আইনের ৫৪ ধারায় বায়না পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং রেজেষ্ট্রী আইনের ১৭ ধারায় তাহার রেজিষ্ট্রী না করিলেও চলে। ষ্ট্যাম্প ৷৵০ মাত্র। কিন্তু মোকররী মৌরসী জমি বিলি করিবার জন্য বায়না পত্র হয় না। ইহা একরার মধ্যে গণ্য হইলেও ইহার রেজিষ্ট্রী না হইলে চলিবে না। (10, W. R. 117.) তাহার উপর ষ্ট্যাম্প আইনের ৩৫ ধারা মতে ইহা পুরা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হইবে, ৷৵০ আনার ষ্ট্যাম্পে হইবে না। (I, L. R. 17 Mad, 280, I. L. R, 17 Cal 548.) তবে পাট্টার একরারনামা পুরা মূল্যে সম্পাদিত হইলে মূল পাট্টা কেবলমাত্র ৷৵০ আনার ষ্ট্যাম্পে হইবে।

২। অবধারিত খাজনার কমি বেশীর কথা ভবিষ্যতে কোন উত্থাপন করিতে পারিবেন না। সর্ব্ববিধ কায়েমী বন্দোবস্ত প্রজার জোত বাহাল বা উচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রথম পক্ষের যে ক্ষমতা ছিল তাহা দ্বিতীয় পক্ষকে দিবেন।

৩। বর্ত্তমান বর্ষের পূর্ব্ব সন পর্য্যন্ত এই বন্দোবস্তভুক্ত প্রজাদিগের নিকট যাহা বাকী বকেয়া আছে, তাহা তুমুর মোকাবিলা করিয়া যাহা স্থির হইবে তাহা দ্বিতীয় পক্ষ শতকরা ২৫৲ টাকা বাদে নগদ দিয়া ক্রয় করিবেন এবং প্রথম পক্ষ তাহা নগদ টাকা লইয়া দ্বিতীয় পক্ষকে কোবালা দ্বারা হস্তান্তর করিবেন।

৪। এই তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে এই বন্দোবস্ত সম্বন্ধে পৃথক পাট্টা কবুলতি ও কোবালা পক্ষগণ স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা মত সম্পাদন করিয়া রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবেন। তাহাতে ক্রটী করিলে যে পক্ষের ক্রটী হইবে তিনি অপর পক্ষের ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য রহিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের ক্রটী ঘটিলে তিনি বায়না স্বরূপ যে টাকা দিলেন তাহার কোন দাবী দাওয়া থাকিবে না বা তিনি এই বন্দোবস্তের জন্য আর প্রথম পক্ষকে পাট্টা সম্পাদনের জন্য বাধ্য (Specific performance) করাইতে পারিবেন না। ইতি * *

(১২২)

দুই বৎসর নিশ্চিত ও অনিশ্চিত দুই বৎসরের কবুলতি।

দুই বৎসরের জন্য এই কবুলতি পত্র দেওয়া গেল কিন্তু আমি ইচ্ছা করিলে আরও দুই বৎসরের জন্য এই সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট খাজনায় ভোগ করিতে পারিব। *

---

* (Instrument Relating to Several Distinct matter) নহে। ইহাতে কবুলতির ভাবান্তর হয় না। কবুলতি দাতা আরও দুই বৎসর সম্পত্তি দখল করিবেন কি না তাহা অনিশ্চিত (Auxiliary) সুতরাং অতিরিক্ত দুই বৎসর দখল করিবার কথা (Covenant) মাত্র ইহার জন্য ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না বা অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রী খরচাও লাগে না। (I, L. R, 24 Mad, 3,)

নয় বৎসরের রায়তি কবুলতিতে এরূপ সর্ত্ত থাকিলে তাহা Sec, 85 (2) B, T, Act, মতে Refuse করা যায় না। জমিদার এরূপ দলিল লিখিয়া দিলে ১২ বৎসর অতীত হইবার পর প্রজার জমিতে দখলিস্বত্ব জন্মিয়া যায়।

(১২৩)

মাস মাস অগ্রিম ভাড়া দিবার কবুলতি।

আমি আপনার *নং বাটীর একটী ঘর মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে ২ বৎসরের জন্য ভাড়া লইলাম। প্রতি মাসে ভাড়ার টাকা দিব এবং অন্ত এক মাসের ভাড়ার হিসাবে ১০৲ টাকা অগ্রিম দিলাম। শেষ মাসে অর্থাৎ যখন তুই বৎসর পূর্ণ হইবে তখন অগ্রিম প্রদত্ত টাকা পরিশোধ হইবে। *

(১২৪)

এক যোগে বন্ধকনামা ও পাট্টা (Lease)।

আমি মহাশয়কে ১৫নং * ষ্ট্রীটের আমার ভাড়াটিয়া ত্রিতল বাটীর একটী ঘর মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম এবং আপনার নিকট হইতে নগদ ৫০০৲ টাকা অগ্রিম লইয়া এতদ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে, ঐ টাকার মাসিক শতকরা ১৲ টাকা হারে সুদ স্থির হইল। ঐসুদের টাকা প্রতি মাসে আপনার ভাড়ায় শোধ যাইবে। আসল ৫০০৲ টাকা আমি ৫০৲ টাকা হিসাবে কিস্তিবন্দি দ্বারা পরিশোধ করিতে পারিব। পারিব। যতদিন না আপনার টাকা শেষ হয় ততদিন আপনাকে বাটী হইতে উঠাইতে (eject) পারিব না, বা আপনার ভাড়া বৃদ্ধি করিতে পারিব না। †

(১২৫)

জলকরের কবুলতি।

নিম্নলিখিত জলকরের ইজারার সময় অতীত হওয়ায় এবং আমার সহিত অনুগ্রহপূর্ব্বক নূতন বন্দোবস্ত করায় আমি নিম্নলিখিত নিয়মে ৩ বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে আবদ্ধ রহিলাম। অর্থাৎ

প্রতি বর্ষে বার্ষিক * * টাকা খাজনা নিম্নলিখিত কিস্তিবন্দিমত আদায় দিব। এবং তদ্ব্যতীত পথকর ও পাবলিক ওয়ার্ক কর যাহা প্রচলিত বা উত্তর

---

* ইহা একটী মাত্র সর্ত্ত। ৫ ধারা এখানে খাটে না। অগ্রিম টাকার জন্য কোনও খরচা দিতে হয় না। (I, L. R, 26 Mad.473.)

† বোর্ড বলেন (Board's Cir. O, No. 5 of June 1905.) ইহা (Art, 35 (a) VI,) প্রকরণের পাট্টা এবং দখল সংযুক্ত বন্ধকনামা।

কালে যে সকল নূতন কর প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা বিনা ওজরে আদায় দিব। কিস্তি অনুসারে খাজনা দিতে ক্রটী করি কিস্তিখেলাপি টাকার উপর শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হিসাবে সুদ দিব।

খাজনা আদায় পক্ষে হাজা, শুকা, মৎস্য অজন্মা, বালি ভরাটী ইত্যাদি কোন ওজর আপত্তি উথাপন করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

জলকরে নৌকা ইত্যাদি গমনাগমনের কোন ব্যাঘাত যাহাতে না জন্মায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মৎস্য শিকার করিব। জলকরের তলস্থ ভূমির সহিত আমার কোন সংস্রব থাকিবে না। সর্ব্বসাধারণের বা পশ্বাদির জল ব্যবহারে কোন আপত্তি করিব না। অধিকন্তু এই জলকরে যে সকল ছিপ বন্দোবস্ত আছে তাহাতে কোন বাধা জন্মাইব না।

কিস্তিবন্দির টাকা আদায় দিবার পূর্ব্বে যদ্যপি মৎস্য ধরিবার সময় উপস্থিত হয় তাহা হইলে অগ্রে সেই কিস্তির খাজনা আদায় দিয়া তবে মৎস্য ধরিব। অন্যথা করি, মহাশয় আমার কার্য্যে বাধা দিবেন বা আমি যে মৎস্য ধরিব তাহা আটক করিয়া বিক্রয় দ্বারা আপনার প্রাপ্য খাজনা আদায় করিয়া লইবেন।

ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিব না বা ইজারার কাল উত্তীর্ণ হইলে যে সকল মৎস্য জলে থাকিবে তাহার সহিত অমোর কোন সংস্রব থাকিবে না। যদি অন্যথা করি আপনাকে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য রহিলাম।

এই কবুলতির কোন সর্ত্ত প্রতিপালন করিতে অন্যথা করিলে আপনি বিনা নোটীশে খাসদখল লইতে পারিবেন। ইতি

(১২৬)

হাটের ইজারার কবুলতি।

আপনার * * অন্তর্গত হাট আমি নিম্নলিখিত সর্ত্তে উত্তরাধিকার ক্রমে বাধ্য হইয়া ৩ বৎসরের জন্য (ইং * নাঃ *) ইজারা করিয়া লইলাম। ইহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে মহাশয় হাট মজকুর খাসদখল করিয়া লইতে পারিবেন।

নিয়ম।

১। হাটের বার্ষিক খাজনা * * টাকা নির্দ্ধারিত হইল, তাহার কম বেশীর ওজরাপত্তি করিতে পারিব না।

২। খাজনা ভিন্ন পথকর ও পাবলিক ওয়ার্কসেস যাহা প্রচলিত আছে তাহা দিব। (১)

৩। খাজনা ৪ চারিটী সমান কিস্তিতে আদায় দিব। ক্রটী করিলে টাকায় প্রতি মাসিক ৶১০ আনা হিসাবে স্থদ দিব।

৪। হাটস্থিত জমিতে পুষ্করণী খনন, ইমারত প্রস্তুত বা অন্য কোন প্রকারে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না।

৫। ইজারার স্বত্ব কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিব না, এবং সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিব।

৬। ক্রেতা বিক্রেতার নিকট অবধারিত হার অনুসারে কর আদায় করিব এবং তাহাদের প্রতি যাহাতে কোন প্রকারে অত্যাচার বা পীড়ন না হয় তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিব।

৭। যে সকল সরকারী চালা বা ঘর বর্ত্তমান আছে তাহাদের যথাবিহিত সংস্কার কার্য্য করিব।

৮। হাট দস্তর মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিব। কোথাও কোন প্রকার আবর্জ্জনা রাখিব না।

৯। এই কবুলতির কোন সর্ত্ত প্রতিপালন করিতে ক্রটী করিলে মহাশয় হাট খাসদখল করিয়া লইতে পারিবেন। ইতি * *

(১২৭)

ময়দার কল বসাইবার কবুলতি

১। নিম্নচৌহদ্দিস্থিত ১॥৪ জমি ময়দার কল বসাইবার জন্য মহাশয়ের নিকট ৮ বৎসরের জন্য বিলি করিয়া লইলাম। প্রথম চারি বৎসর প্রতি কাঠা ২৲ টাকা হিসাবে ও শেষ চারিবৎসর প্রতি কাঠা ৩৲ টাকা হিসাবে খাজনা দিতে অঙ্গীকার করিলাম।

২। ইহার মেয়াদ * * হইতে * * পর্য্যন্ত রহিল মোট ভাড়া * * টাকা মাত্র চুক্তি হইল, তাহা প্রতি মাস * * টাকা হিসাবে আদায় দিব। ক্রটী করি শতকরা ১২৲ টাকা হিসাবে আদায়তক স্থদ সহ দিতে বাধ্য রহিলাম।

---

(১) ইহা আইন সঙ্গতরূপে আদায় হইবে। Boards Circular Order of 1890, অন্যকরে পথ ও পাবলিক ওয়ার্কস কর ধার্য্য করা আইনসঙ্গত নহে। (I. L. R. 9 Cal 183.)

৩। কল কারখানা গৃহ ড্রেন ইত্যাদি যাহা কিছু প্রস্তুত করিবার আবশ্যক তাহা নিজ ব্যয়ে করিব। মিউনিসিপ্যাল টেক্স্ ইত্যাদি যাহা অপনার ও আমার দেয় তাহা সমস্ত আমি দিব। লোকের অস্বাস্থ্যকর কোন কার্য্য করিব না করিলে আইন আদালতে যাহা দণ্ড হইবে তাহার সম্পূর্ণ দায়ী আমি রহিলাম।

৪। উক্ত জমি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে কম্পেনসেসন ইত্যাদি আপনি পাইবেন কেবল কল ঘর আদির জন্য যাহা প্রাপ্য হইবে তাহাই মাত্র আমি পাইব।

৫। প্রতি মাস গতে তাহার পরবর্ত্তি মাসের প্রথম দিবস ভাড়া দিব ও রীতিমত বিল লইব।

৬। মিয়াদ মধ্যে উক্ত জমি কাহাকেও কোর্ফা বিলি অর্থাৎ (Sublet) করিতে পারিব না, বা আপনার ভাড়া বা সরকারী বা মিউনিসিপ্যাল টেক্স বাকী থাকিলে আমি কল কারখানা স্থানান্তরিত করিতে পারিব না।

৭। মিয়াদ মধ্যে জমি ইস্তফা দিলে পূর্ণ মিয়াদের ভাড়া ও টেক্স না দিয়া ফল উঠাইতে পারিব না।

৮। ক্রমান্বয়ে তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়িলে আপনি আমার নামে ইজেক্টমেণ্ট স্যুট করিতে পারিবেন।

৯। সময় অন্তে আমি কারখানা বয়লার ইত্যাদি যাহা কিছু মায় পোস্তা, গাঁথুনি, থাম, বিম নিজ ব্যয়ে উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিব। তবে উঠাইতে যে মৃত্তিকা খনন করিব তাহা সমতল (level) করিয়া দিব।

১০। উপরোক্ত সর্ত্তে আমি পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে বাধ্য রহিলাম।

(১২৮)

বাজারে বসতি প্রজার কবুলতি।

(Lease of Tenant-at-Will)

লিখিতং শ্রী * * * ইত্যাদি।

আমি মহাশয়ের * * বাজারের নিম্নলিখিত চৌহদ্দি ভুক্ত ১৮ ইঞ্চি মাপের * * * বর্গহাত জমিতে অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্বেচ্ছাধীন প্রজাস্বরূপ

বসবাস জন্য প্রজা শ্রেণীভুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে এই কবুলতি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি—

১। চৌহদ্দিভুক্ত জমির জন্য মোট বার্ষিক খাজনা * * টাকা চারি কিস্তিতে প্রতি কিস্তি * * টাকা হিসাবে দিব। কিস্তি খেলাপ করিলে খেলাপি টাকার উপর প্রতি মাসে /০ আনা হিসাবে সুদ দিব। খাজনার টাকা ব্যতীত রোডসেস ইত্যাদি যে সকল প্রচলিত কর আছে বা ভবিষ্যতে প্রচলিত হইবে তাহা বিনা আপত্তিতে আদায় দিব।

উক্ত জমিতে দোকান ঘর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিব। ভাড়া বিলি বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিবার আমার ক্ষমতা রহিল না।

উক্ত জমি মহাশয়ের যে কোন সময়ে আবশ্যক হইলে আমাকে এক মাস পূর্ব্বে নোটীশ দিলে আমি বিনা ওজরাপত্তিতে উঠিয়া যাইতে বাধ্য রহিলাম। আমি সেই সময় মধ্যে ঘর দরজা মাল মসলা উঠাইয়া লইব অথবা মহাশয় ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বাজারে বসবাস কালে অন্য প্রজার মনোবেদনা উপস্থিত হয় বা ধর্ম্মসংক্রান্ত হানি হয় এমন কোন ব্যবসা করিতে পারিব না। বাজারের উৎকর্ষ সাধন জন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে আমি তাহাতে সাধ্যমত কার্য্য করিব।

ইহার কোন সর্ত্ত উল্লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ আমার উচ্ছেদ সাধনের কারণ হইবে। ইতি * *

(১২৯)

ফেরি ঘাটের কবুলতি।

(Ferry farmer's Lease)

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

জেলা হুগলীর অন্তর্গত * * থানার অধিন স্বনামখ্যাত গুজার ঘাট আমরা ছয় সহোদরে ৩ বৎসরের মেয়াদি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া লিখিয়া দিতেছি যে নিম্নলিখিত সর্ত্ত অনুসারে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর * * টাকা নিম্নলিখিত কিস্তিতে আপনাদের মালের কাছারীতে কিস্তি কিস্তি আদায় দিয়া দাখিলা লইব। ত্রুটি করিলে খেলাপি টাকার প্রতি মাসিক অর্দ্ধ আনা হিসাবে সুদ

দিব। এই কবুলতি লিখিত নিয়মানুসারে আমরা পরস্পরে একত্রে এবং পৃথক ভাবে পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ক্রমে বাধ্য রহিলাম।

নির্দ্দিষ্ট খাজনা ব্যতীত জলকর প্রভৃতি যে সকল কর বর্ত্তমান আছে বা ভবিষ্যতে জারি হইবে তাহা দিতে বাধ্য রহিলাম।

ঘাটের উভয় পারে ছাউনি করিয়া দিবা রাত্র মনুষ্য ও পশু পারাপারের জন্য লোক মোতাএন রাখিব। পারাপার জন্য ৪ খানি মজবুত নৌকা রাখিব এবং তাহার উপযুক্ত পাটাতন করিব।

লোকজনের নৌকায় উঠিবার সুবিধার জন্য উভয় পারে নিজ ব্যয়ে ঘাট বাঁধিয়া দিব। যে নৌকায় যেরূপ বোঝাই লইবার আদেশ করিয়া দিবেন সেই মত বোঝাই লইব। আমাদের ত্রুটিতে অতিরিক্ত বোঝাই জন্য বা অন্য কোন কারণে নৌকা ডুবি হইলে তাহার সম্পূর্ণ দায়ী আমরা হইব।

মহাশয়ের কোন কর্ম্মচারী বা মাল পারাপার জন্য কোন মজুরী পাইব না। সরকারী ডাক যথাসময়ে পার করিব, কিন্তু কোন ত্রুটি হইলে তাহার জবাবদিহি আমাদের রহিল।

সাধারণের নিকটে পারাপারের জন্য নিম্নলিখিত হার মত কর আদায় করিব, তাহার অতিরিক্ত কিছু লইতে পারিব না।

কর আদায়ের হার।

মনুষ্য	৲১০
গো মহিষ ঘোটকাদি প্রত্যেকটী	৶০
মাল প্রতি মণ	৲৫

(১৩০)

জামনগর দেশীয় ভাণ্ডার লিমিটেডের মেমোরেণ্ডাম অব্ এসোসিয়েসন অর্থাৎ সৃষ্টি পত্র।

(Memorandum of Association of Company.)

(মন্তব্য।)

ইহার রেজিষ্ট্রী সকল আফিসে হয় না। ইহার নিয়ম অন্যবিধ। ইহার ষ্ট্যাম্প ৮০৲ টাকা। Articles of Association সহিত দাখিল হইলে ৩০৲ টাকা। Art. 39 of Shedule I.

১। এই কোম্পানি "জামনগর দেশীয় ভাণ্ডার লিমিটেড" নামে অভিহিত হইল।

২। এই কোম্পানির রেজিষ্টার্ড কার্য্যালয় * * মিউনিসিপালিটির এলাকার মধ্যে সংস্থাপিত হইবে, কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণ পত্রের দ্বারা কোম্পানি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থানে করিতে ইচ্ছা করেন সেই খানেও হইতে পারিবে।

৩। এই কোম্পানি ভারতবর্ষ ইংলণ্ড বা এসিয়া মহাদেশস্থ জাপান প্রভৃতি ও অন্যান্য স্থানের দ্রব্যাদি নানাস্থান হইতে খরিদ করিয়া তাহা বিক্রয় করিবেন যে কোন স্থানে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করা সুবিধা মনে করিলে সেই স্থানে ব্রাঞ্চ দোকান স্থাপন করিবেন।

৪। অংশীদারগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৫। এই কোম্পানীর মূলধন ২০০০০৲ টাকা স্থির হইল এবং প্রত্যেক অংশের মূল্য ২০৲ টাকা ধার্য্য করিয়া ঐ মূলধন হাজার অংশে বিভক্ত করা গেল; কোম্পানি নূতন অংশ সৃষ্টি করিয়া মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৬। এই সংসৃষ্টি পত্রের বিধান অনুসারে আমরা কোম্পানি স্বরূপে সংবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি, আমাদিগের নাম ও নিবাসাদি নিম্নভাগে দেওয়া গেল। আমাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তির নামের পার্শ্বে যত অংশ লিখিত হইল আমরা কোম্পানীর তত অংশ লইতে চাহি।

ক্রমিক নম্বর	স্বাক্ষরকারীদিগের নাম	স্বাক্ষরকারীদিগের পরিচয় ও ঠিকানা	স্বাক্ষরকারীদিগের অংশের পরিমাণ।	সাক্ষীর স্বাক্ষর।
১।	শ্রীযুক্ত খা * *	জমিদার	দশ অংশ	সাক্ষীর স্বাক্ষর
২।	* * *	আপনপুর জাম-		
	ইত্যাদি।	নগর মহাজন ঐ	দশ অংশ	

তারিখ ৩০শে জানুয়ারী ১৯০৪ সাল। মোট * * অংশ।

৭। কোন অংশীদারের কোন অংশের টাকা বাকি থাকিলে ডিরেক্টরগণ ঐ অংশের টাকা যখন তলব করিবেন সেই সময় হইতে এক মাস মধ্যে ঐ টাকা

অংশীদারকে দিতে হইবে, তাহা না [illegible] রগণ ঐ অংশীদারের নামে নোটীশ দিয়া তাঁহার নিকট সুদ খরচাসমেত আদায় করিবেন, অন্যথা তাঁহার প্রদত্ত টাকা কোম্পানীতে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং তাঁহার নাম রেজিষ্টারী বহি হইতে উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

৮। ঐ বাজেয়াপ্তি অংশ ও টাকা ডিরেক্টরগণ কোম্পানীর সম্পত্তিগণ্যে তাহা পুনরায় অন্য লোককে বিক্রয় বা বিলি করিতে পারিবেন।

৯। যদি কেহ কোন অংশ হস্তান্তর করেন তবে হস্তান্তরপত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের স্বাক্ষর থাকিবে। ঐ অংশ সম্পর্কে গ্রহীতার নাম যতকাল অফিসের অংশ-রেজিষ্টারী বহিতে না লেখা থাকিবে ততকাল দাতাকেই সেই অংশের অংশী জ্ঞান করা যাইবে।

১০। কোন অংশীদার কোম্পানীর নিকটে কোন প্রকারে ঋণী থাকিলে ডিরেক্টরগণ অন্যরূপ বিবেচনা না করিলে তাঁহার অংশে হস্তান্তর রেজিষ্টারী করা যাইবে না।

১১। রেজিষ্টারী বহির লিখিত অংশীদার ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি হস্তান্তর-কারী হইলে তাঁহার স্বত্ব প্রমাণ জন্য ডিরেক্টারগণ যে প্রমাণ আবশ্যক মনে করিবেন, হস্তান্তর পত্রের সহিত তাহাও উপস্থিত করিতে হইবে। কোম্পানী কর্ত্তৃক মঞ্জুর বা রেজিষ্টারী না হইলে কোন হস্তান্তর সিদ্ধ হইবে না।

১২। হস্তান্তর দ্বারা যিনি অংশ প্রাপ্ত হইবেন তাঁহার নাম রেজিষ্টারি করার সময় ॥• আনা ফি দিতে হইবে।

১৩। মৃত অংশীদারের এক্‌জিকিউটার ও এডমিনিষ্ট্রেটর ও আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁহার অংশের স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না।

১৪। কোন অংশীদারের মৃত্যু হেতু কিম্বা দেউলিয়া পড়া হেতু (Bank-ruptcy) কিম্বা যোত্রহীনতা (Insolvency) কিম্বা কোন স্ত্রী অংশীর বিবাহ হেতু কিম্বা হস্তান্তর ভিন্ন অন্যরূপে কোন ব্যক্তি কোন অংশের স্বত্বাধিকারী হইলে ডিরেক্টারগণ সময়ে সময়ে যে প্রমাণ প্রদর্শনের অনুমতি করেন তিনি সেই প্রমাণ উপস্থিত করিবেন। অংশীদার স্বরূপে তাঁহার নাম রেজিষ্টারি করা যাইবে কিম্বা তিনি আপন নাম রেজিষ্টারি না করাইয়া স্বেচ্ছামত অন্য ব্যক্তির

নাম ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে ঐ অংশের গ্রহীতাস্বরূপ রেজিষ্টারি করাইতে পারিবেন।

১৫। ডিরেক্টারগণ সময়ে সময়ে কোম্পানীর কার্য্যের সুবিধার জন্য কোন অংশীদারের নিকট বা অপর কোন ব্যক্তির নিকট টাকা কর্জ্জ করিতে পারিবেন।

১৬। ডিরেক্টারগণ ঐ কর্জ্জ টাকা যে উপায়ে পরিশোধ করা সুবিধাজনক মনে করেন সেই উপায় ও তৎসম্বন্ধে নিয়ম ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৭। কোম্পানী সাধারণ সভা করিয়া সময় সময় বা কোন সময় নূতন অংশ সৃষ্টি করিয়া মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১৮। যে মূলধনের নূতন অংশ সৃষ্টি করিয়া বৃদ্ধি করা যাইবে তাহা আদি মূলধনের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং আদি মূলধনের অংশের ন্যায় ঐ নূতন অংশের প্রতি এই সকল বিধানই বর্ত্তিবে।

১৯। ডিরেক্টরগণ সময়ে সময়ে কোম্পানির লভ্যাংশের টাকার যে অংশ তাঁহারা উপযুক্ত মনে করেন তাহা পৃথক্‌রূপে রিজার্ভফণ্ড স্বরূপে রাখিতে পারিবেন এবং তদ্দারা কোম্পানির ঋণ পরিশোধ ও ডিভিডেণ্ডের টাকা প্রদান করা বা অন্য কোন আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিবেন।

২০। যে টাকা রিজার্ভফণ্ডে থাকিবে তাহা ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের বিবেচনা মত কোন ব্যাঙ্কে আমানত বা সুদে খাটান বা গভর্ণমেণ্টের কাগজে ইনভেষ্ট করিতে পারিবেন।

২১। ডিরেক্টরগণ সময় সময়, যে সময় ও যে স্থান নিরূপণ করিবেন সেই সময় ও সেই স্থানে প্রতি বৎসর একবার সাধারণ সভা হইবে। উক্ত সাধারণ সভা সকল নিয়মিত বা (অর্ডিনারি মিটিং) এবং অন্য সাধারণ সভা সকল অতিরিক্ত (একষ্ট্রা অর্ডিনারি) অথবা বিশেষ (স্পেশ্যাল) সভা নামে অভিহিত হইবে।

২২। ডিরেক্টরগণ যখন উপযুক্ত বোধ করিবেন তখন অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন এবং কোম্পানীর অংশীদারগণের পঞ্চমাংশের অন্যূন ব্যক্তির আদেশপত্র (requisition) প্রাপ্ত হইলেও ডিরেক্টরগণ ঐরূপ সভা আহ্বান করিতে বাধ্য হইবেন। অংশীদারগণের ঐরূপ আদেশপত্রে সভার

উদ্দেশ্য ব্যক্ত থাকিবে এবং তাহা কোম্পানির রেজিষ্টার্ড কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

২৩। সাধারণ সভা করিবার অন্যূন ৭ দিন পূর্ব্বে অংশীদারদিগকে তাঁহাদিগের রেজিষ্টারির লিখিত ঠিকানায়, সভা করিবার স্থান, সময় ও ঘণ্টার সংবাদ এবং বিশেষ কার্য্য থাকিলে সেই কার্য্যের সাধারণ বিবরণের সংবাদ দেওয়া যাইবে কিন্তু কোন অংশীদার এরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া কোন সভার কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না।

২৪। কোন অংশীদার কোন সভার অন্যূন ৭ দিন পূর্ব্বে, নোটীশের বিবেচ্য বিষয়ের অতিরিক্ত কোন বিষয় মীমাংসার প্রস্তাব করিতে পারিবেন। এ নোটীশের একখণ্ড কোম্পানির রেজেষ্টারি আফিসে ও একখণ্ড অংশীদারদিগের নিকট প্রেরণ করিলেই ঐরূপ নোটীশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৫। যত জনের উপস্থিতিতে কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা জন্মে ততজন উপস্থিত না থাকিলে অর্থাৎ কোরম্ (Quorum) গঠিত না হইলে সভাপতি মনোনীত ভিন্ন কোন সাধারণ সভাতে কোন কার্য্য সম্পাদিত হইবে না। পাঁচজন অংশীদার স্বয়ং অথবা প্রক্সী দ্বারা উপস্থিত থাকিলেই কোরম্ গঠীত হইয়া সভার কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা জন্মিবে।

২৬। সভা করিবার নিরূপিত সময়ের পর ১ ঘণ্টার মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক অংশীদারগণ উপস্থিত না হন, তবে (অংশীদারদের আদেশমতে সভা হইলে) সেই সভা ভঙ্গ হইবে এবং ঐ সভা অন্যরূপে আমন্ত্রিত হইয়া থাকিলে পরবর্ত্তী সপ্তাহের সেই দিনে, সেই সময়ে, সেই স্থানে পুনরায় সভা হইবে যদি সেই সভাতে পুনরায় উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত না হন, তবে অনিশ্চিত দিন পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে।

২৭। যদি ডিরেক্টরদিগের সভার সভাপতি থাকেন, তবে তিনি অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি কোম্পানীর প্রত্যেক সভাতে সভাপতি স্বরূপে আধিপত্য করিবেন।

২৮। কোন সাধারণ সভাতে যদি অন্যূন ৫ জন অংশীদার কোন কার্য্যের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ লোকদিগের সংখ্যা করিবার আদেশ না করেন; তবে কোন নির্দ্ধারণ গ্রাহ্য হইয়াছে, সভাপতির এইরূপ উক্তি (declaration) এবং কোম্পা-

নীর রিজলিউসন বহিতে অর্থাৎ কার্য্যাবলীর বহিতে ঐরূপ উক্তি লিখিত থাকাই ঐ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে, সেই নির্দ্ধারণের স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ কত জন হইয়াছে তাহার প্রমাণ লওয়ার কোনই আবশ্যক হইবে না।

২৯। যদি ৫ জন কিম্বা অধিক সংখ্যক অংশীদার কোন নির্দ্ধারণের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ লোকদিগের সংখ্যা করিবার আদেশ করেন তবে সভাপতি যেরূপ আদেশ করিবেন, স্বপক্ষ ও বিপক্ষ লোকের সংখ্যা সেইরূপেই গৃহীত হইবে। সাধারণ সভাতে ঐরূপ গৃহীত লোকসংখ্যার অধিকাংশ অভিমতের ফল অনুসারেই কোন বিষয় গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হইয়াছে স্থিরীকৃত হইবে, কিন্তু যদি স্বপক্ষ ও বিপক্ষ মত তুল্যসংখ্যক হয় তবে সভাপতি একটী অতিরিক্ত অভিমত (casting vote) প্রকাশ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে প্রবল পক্ষের মতামতই গ্রাহ্য হইয়াছে বলিয়াই স্থিরীকৃত হইবে।

৩০। প্রত্যেক অংশীদারের প্রত্যেক অংশের জন্য এক এক অভিমত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

৩১। প্রত্যেক সভাতে সভাপতির অংশীদারের স্বরূপে যত অভিমত প্রকাশ করিবার অধিকার থাকিবে তদতিরিক্ত তাঁহার আর একটী প্রাধান্য অভিমত (casting vote) প্রকাশের ক্ষমতা থাকিবে।

৩২। অভিমত স্বয়ং কিম্বা প্রতিনিধির দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারি.ব। অংশীদার ভিন্ন অন্য কেহ প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না। কিন্তু নিকট সম্পর্কীয় ও একান্নভুক্ত আত্মীয় অংশীদার না হইলেও, অংশীদারের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

৩৩। প্রতিনিধি নিযুক্ত-পত্র লিখিতরূপে দাখিল করিতে হইবে এবং ঐ ক্ষমতা পত্র নিয়োগ কর্ত্তার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে। যদি নিয়োগ কর্ত্তৃগণ সমবায়িত লোক corporation হন, তবে তাহাতে তাঁহাদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত হইলেও তাঁহাদের নিয়মানুসারে স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতাবান ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকিবে এবং এক কিম্বা একাধিক ব্যক্তি সাক্ষী স্বরূপে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

৩৪। প্রতিনিধি নিযুক্ত পত্রে যে ব্যক্তির নাম প্রতিনিধি স্বরূপ লিখিত হইবে তিনি সেই সভাতে অভিমত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইবেন সেই সভা

হইবার অন্যূন ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে সেই ক্ষমতাপত্র কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড কার্য্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিনিধিপত্র লিখিত হইবার তারিখ হইতে দ্বাদশ মাস গত হইলে তাহা বাধ্যকর হইবে না।

৩৫। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কোম্পানীর প্রথম ডিরেক্টারগণ মনোনীত হইলেন :—

ডিরেক্টরগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু * * ও শ্রীযুক্ত বাবু * * এই কোম্পানীর সলিসিটার (আইন উপদেষ্টা) হইলেন।

৩৬। প্রতি বৎসরের প্রথম সাধারণ সভার নির্দ্ধারণক্রমে অংশীদারদিগের মধ্য হইতে ৫ জনের কম নহে ১১ জনের অধিক নহে, এমন সংখ্যক ডিরেক্টর নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন অবৈতনিক ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও একজন সহকারী ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু ২০০৲ টাকা কিম্বা তদূর্দ্ধ মূল্যের অংশ গ্রহণ না করিলে কেহই ডিরেক্টর হইতে পারিবেন না।

৩৭। কোম্পানীর সমস্ত কার্য্যের উপর ডিরেক্টরদিগের উপর তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

৩৮। ডিরেক্টরদিগের পদ নি ম্নলিখিত কারণে শূন্য হইবে :—

(ক) যদি কোম্পানির অধীন লাভজনক অন্য কোন পদ কি কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

(খ) যদি দেউলিয়া ও যোত্রহীন হন কিম্বা যদি ক্ষিপ্তমনাঃ বা শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু কর্ম্মক্ষম না থাকেন। ইত্যাদি।

৩৯। এই নিয়মাবলীর বিধি অনুসারে যাঁহারা ডিরেক্টর নিযুক্ত হইবেন, পর বৎসরের সাধারণ সভায় নূতন ডিরেক্টর নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

৪০। কোন ডিরেক্টর ইচ্ছা করিলে কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিসে নোটিশ দিয়া ডিরেক্টর পদ হইতে অবসর লইতে পারেন।

৪১। কোম্পানি সময়ে সময়ে সাধারণ সভা করিয়া ডিরেক্টরগণের সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৪২। ডিরেক্টরেরা আপনাদের সভার (চেয়ারম্যান) সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মনোনীত ও তিনি যতকাল পদ ধারণ করিবেন তাহাও নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৪৩। একজন সেক্রেটারী ও আবশ্যকতানুসারে উপযুক্ত পরিমাণ মুহুরী ও কার্য্যকারক প্রভৃতি বেতনভোগী কর্ম্মচারীর দ্বারা কোম্পানীর কার্য্যাদি পরিচালিত হইবে।

৪৪। সকল প্রকারের টাকা, হিসাব পত্র ও দ্রব্যাদি সেক্রেটারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। ইত্যাদি।

৪৫। ডিরেক্টর নিযুক্তের যে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই নিয়মানুসারে কোম্পানির একজন অডিটার নিযুক্ত হইবেন, তিনি প্রতি বর্ষে কোম্পানির হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া তাহার দোষ গুণের রিপোর্ট অংশীদারগণের নিয়মিত সাধারণ সভায় উপস্থিত করিবেন।

৪৬। ডিরেক্টরগণ সাধারণ সভার অনুমতিক্রমে যে ডিভিডেণ্ড অর্থাৎ লভ্য নিরূপণ করিবেন তাহা অংশীদারদিগকে অংশানুসারে দেওয়া যাইবে।

৪৭। কোম্পানির ব্যবসায়ের দ্বারা যে লভ্য হইবে তাহা হইতে খরচ বাদে যে টাকা বাকি থাকিবে সেই বক্রী লভ্যের টাকা হইতে ডিভিডেণ্ড দেওয়া যাইবে।

৪৮। বৎসরান্তর একবার করিয়া ডিভিডেণ্ড অর্থাৎ লভ্যের টাকা নিরূপিত হইয়া অংশীদারদিগকে দেওয়া যাইবে।

৪৯। ডিরেক্টরগণ নিম্নলিখিত বিষয়ের যথার্থ হিসাব রাখিবেন। কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত দ্রব্যাদির ও মালামালের, কোম্পানির আয় ব্যয়ের ও যে বিষয়ে যত টাকা ব্যয় হয় তাহার কোম্পানীর প্রাপ্যের ও ঋণের ও ডিরেক্টরগণ অন্য যে যে বিষয়ের হিসাব রাখা আবশ্যক বিবেচনা করিবেন তাহার, ডিরেক্টরগণ সময় সময় যে প্রকারে ও যে প্রণালীতে ঐ সকল হিসাব রাখা স্থির করিবেন তদনুসারে রাখা যাইবে।

৫০। প্রতি বৎসর উদ্বৃত্ত পত্র (Balance-Sheet) প্রস্তুত করিয়া সাধারণ সভাতে উপস্থিত করা যাইবে। কোম্পানির যত সম্পত্তি ও দায় থাকে তাহা ১৯১৩ সালের ৭ আইনের তৃতীয় তফসিলের ফরম এফ (F) লিখিত ফরমে,

কিম্বা অবস্থানুসারে যতদূর খাটে তদদূর সেই ফারমে কিম্বা ডিরেক্টরেরা অন্য যে ফারম প্রচলিত করেন সেই ফারমে শ্রেণীবদ্ধরূপে লিখিতে হইবে। (ইত্যাদি)

(১৩২)

বন্ধকনামা। (Mortgage deed)

(Art, 40 Schedule 1.)

(মন্তব্য।)

বন্ধকনামা কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আজ কাল আর কাহাকে বুঝাইতে হইবে না; Transfer of Property Act 58 Sectionএ ইহার বিষয় কথিত হইয়াছে। স্বীয় সম্পত্তি আবদ্ধ রাখাই mortgage তৃতীয় পক্ষ নিজ সম্পত্তি Security রাখিলে তাহা mortgage নহে, Charge, (Sec 100 Transfer of Property Act.)

Specified property অর্থে যে সম্পত্তি রেজিষ্ট্রী আইনে ২১ ধারা মতে নির্দ্দিষ্ট ও পরিচিত করা যায় তাহাই বুঝাইবে (I. L. R. 7 Cal. 196.)

Bond, Mortgage, Promissory note এ তিনটী একই জিনিষ, তবে তমসুকে টাকা দিতে বাধ্য থাকে, বন্ধকনামার টাকা দিতে বাধ্য থাকার সহিত টাকা না দিলে আবদ্ধ সম্পত্তি হইতে আদায় দিবার সর্ত্ত থাকে। হাণ্ড নোটে টাকা দিবার অঙ্গীকার মাত্র থাকে। (I. L. R. 2 All. 481.)

বন্ধকনামায় লেখা ছিল যে, যে টাকা লইলাম তাহা ৯ বৎসরে পরিশোধ হইবে সে জন্য সম্পত্তি আপনার দখলে দিলাম, আপনি কেবলমাত্র প্রতি বৎসর আমায় ৩৫৲ টাকা দিবেন। ইহা ৯ বৎসরের জন্য সেলামী সংযুক্ত পাট্টা অর্থাৎ জেরী পেসগী লিজ। (I. L. R. 7 Mad 203) Zeri pesgi lease সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ভোগানুমতি পত্রের মন্তব্যে পাঠ করুন।

বন্ধকনামা রেজেষ্ট্রী করিতেই হইবে এবং অন্ততঃ দুইজন সাক্ষী থাকা আবশ্যক। সাক্ষী না থাকিলে রেজেষ্ট্রী পক্ষে বাধা হয় না, তবে দলিল কাঁচা হয়।



(১৩৩)

বন্ধকনামা। (Mortgage)

বন্ধক গ্রহীতা। বন্ধক দাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু জানকীবল্লভ সেন। শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়রত্ন দাস।

পিতা ৺ * * ইত্যাদি। পিতা ৺ * * ইত্যাদি।

লাটগঙ্গারামপুরের কালেক্টরির খাজনার টাকা অকুলান পড়ায় অদ্য তারিখে আপনার নিকট নিম্নের জায় মত কোং ৫০০০৲ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণে এই বন্ধকী তমসুক পত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে, উল্লিখিত ৫০০০৲ টাকার সুদ বার্ষিক শতকরা ৯৲ টাকার হিসাবে দিব। টাকা পরিশোধের সময় আগামী ১৩১৩ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত রহিল। যদি ঐ সময় মধ্যে টাকা আদায় দিতে না পারি, তাহা হইলে কড়ার গতে সমস্ত টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত হারে সুদ দিব। প্রতি ৩ মাস অন্তর সুদের টাকা আদায় দিব, অন্যথায় সুদের টাকা আসলে গণ্য হইয়া তাহারও উপরোক্ত হারে সুদ চলিবে। সুদের টাকা বাকি থাকিতে আসলে মুসমা পাইব না। আসল টাকা এককালে ৫০০৲ টাকার কম ওয়াপস দিতে পারিব না, বা আপনি তাহার কম টাকা ওয়াপস লইতে বাধ্য হইবেন না। তমসুকের টাকার মাতব্বরি কারণ আমার পৈত্রিক সম্পত্তি হুগলী কালেক্টরির তৌজিভুক্ত লাট বাহাদুরপুর রকম ॥০ আনা আবদ্ধ রাখিলাম। যে পর্য্যন্ত আপনার প্রাপ্য সমস্ত টাকা মায় সুদ পরিশোধ না করি সে পর্য্যন্ত আপনার স্বত্বের বিরুদ্ধে উহা কাহাকেও হস্তান্তর, দরপত্তনি বিলি বা কোন প্রকারে দায় সংযুক্ত করিতে পারিব না, করিলেও আপনি তাহাতে বলবৎ হইবেন না। (১) লাট বাহাদুরপুরের সদর মালগুজারি আমি নিজ হইতে

---

(১) খাতক এক ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া আবার তাহা অপর ব্যক্তির নিকট আবদ্ধ রাখিতে বা হস্তান্তর করিতে পারে, তাহা বে-আইনি কার্য্য নহে। মহাজনের ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, তবে রেজিষ্টারির গোলমাল থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনকে ঠকিতে হয়। সম্পত্তি বিক্রয় হইলে প্রথম মহাজনের টাকা পরিশোধ হইয়া টাকা থাকিলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মহাজন পাইয়া থাকেন। তবে পরবর্ত্তী মহাজন ইচ্ছা করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনের পাওনা পরিশোধ করিয়া তাহার দাবি হইতে সম্পত্তি মুক্ত করিয়া লইতে পারেন। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনকে নালিশ করিবার সময় এই জন্যই পরবর্ত্তী মহাজন বা ক্রেতাকে পক্ষভুক্ত করিতে হয়।

আদায় দিব, যদ্যপি আমার অনবধানতায়, শৈথিল্য বা অন্য কোন দৈব কারণ বশতঃ খাজনার দায়ে সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে আপনি সময়ের অপেক্ষা না করিয়া আমার নামে পাওনা টাকার নালিশ করিতে পারিবেন এবং পাওনা না হইলেও যতদিনের কড়ারে টাকা লইয়াছি ততদিনের সমস্ত সুদ সহ আসল টাকা আপনাকে আদায় দিতে বাধ্য রহিলাম। নিলামে খাজনা বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে সেই পণ ফাজিলের টাকা আপনি আদায় লইবেন (১) আপনার টাকা পরিশোধ হইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে আমি পাইব, অভাব থাকিলে আমার অন্যান্য সম্পত্তি হইতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। (২)

আবদ্ধীয় সম্পত্তি আমি নির্ব্বিবাদে খাস দখলে দখলিকার আছি এবং তাহা এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট কোন প্রকারে দায়সংযুক্ত নাই। এই বন্ধকী তমসুকের সমস্ত সর্ত্তে আমি যেরূপ আবদ্ধ রহিলাম, আমার ভাবী উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণও তদ্রূপ আবদ্ধ রহিলেন। এতদর্থে এই বন্ধকী তমসুক পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩০১ সাল, তারিখ ৫ই বৈশাখ। (৩)

(১৩৪)

খাইখালাসী বন্ধকনামা।

(Usufructuary Mortgage.)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * (ইত্যাদি) কস্য খাইখালাসী পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।

আমি বিগত ১২৯৮ সালের চৈত্রমাসে একখণ্ড তমসুক দ্বারা মহাশয়ের নিকট ২৫৫৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম, কিন্তু উক্ত ঋণ এ পর্য্যন্ত পরিশোধ করিতে

(১) বন্ধকনামায় যদি লেখা থাকে যে "বন্ধকি সম্পত্তি হইতে যদ্যপি আপনার সমস্ত টাকা পরিশোধ না হয় তাহা হইলে আমার অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে টাকা আদায় হইবে" ইত্যাদি তাহা হইলে বন্ধকনামায় যে ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।

(২) ষ্ট্যাম্প আইনের ৪০ (গ) সিডিউল অনুসারে ইহা additional Security নহে সুতরাং ইহার জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

ষ্ট্যাম্প ৪০ (খ) সিডিউল অনুসারে ৩৭॥০ টাকা।

না পারায় আমার স্বত্বদখলি নিম্নচৌহদ্দিস্থিত মৌরসীস্বত্বের আনুমানিক ১৫/০ বিঘা জমি, ১৩০০ সাল হইতে ১৩০৫ সাল পর্য্যন্ত ৫ সনের জন্য আপনার দখলে দিয়া ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। আপনি উক্ত জমি প্রজাবিলি বা নিজ-জোতে যদৃচ্ছা ভোগদখল করিতে পারিবেন। জমিদারের খাজনা বিঘা প্রতি ৵০ আনা হিসাবে দিতে হয়, আপনি মোট ১৸৵০ খাজনা এবং রোডশেষ পাবলিকওয়ার্ক সেস প্রভৃতি যে সকল টেক্স দেয়, তাহা জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের পারুলের মালের কাছারিতে আদায় দিয়া ভোগ দখল করিবেন। আমার কোন কার্য্যদোষে উক্ত সম্পত্তিতে দখল না পাইয়া বা দখল পাইয়া বে-দখল হইলে আপনি তৎক্ষণাৎ আপনার পাওনা বাবৎ আমার নামে নালিশ করিতে পারিবেন। হাজা, শুখা, পতিত, আদায় অনাদায় প্রভৃতির দায়ী আপনি। সময়ান্তে আমি উক্ত জমি খাস দখলে লইব, তাহাতে আপনার কোন আপত্তি চলিবে না। এতদর্থে এই খাইখালাসী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। ১২৯৯ সাল ২২ ফাল্গুন।

(১৩৫)

কট্ কোবালা।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য কট কোবালা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি ইতিপূর্ব্বে যে ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় দায়রা সোপরদ্দ হই, তাহাতে আমার অনেক লোকের নিকট অনেক টাকা দেনা হইয়াছে। সেই সমস্ত দেনা শীঘ্র পরিশোধ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে অদ্য তারিখে আপনার নিকট কোং ১০০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত সম্পত্তি সমূহ আবদ্ধ রাখিলাম। আগামী ১৩০৬ সালের চৈত্র মাস মধ্যে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হারে সুদ সহ আপনার প্রাপ্য সমস্ত টাকা পরিশোধ করিব। যদি না করি আবদ্ধ সম্পত্তি সমূহ হইতে আমি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে স্বত্বরহিত হইব এবং আপনি বা আপনার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণ আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইবেন, তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তের কোন ওজর আপত্তি খাটিবে না।

যদি আমার কোন ত্রুটিতে কটের সম্পত্তি কোন প্রকারে নষ্ট হয়, বা আমি কোন প্রকার ক্ষতিজনক কার্য্য করি, অথবা আবদ্ধ সম্পত্তিতে আমার স্বত্বের

কোন দোষ থাকা বা ঐ সম্পত্তি কোন প্রকারে দায়সংযুক্ত থাকা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে আপনি মেয়াদের অপেক্ষা না করিয়া নালিশ দ্বারা আমার যে কোন সম্পত্তি হইতে আপনার মায় সুদ প্রাপ্য বেবাক টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। এতদর্থে এই কট কোবালা পত্র লিখিয়া দিলাম। সন ১৩০১ সাল ১৪ই কার্ত্তিক। (১)

(১৩৬)

ইকুইটেবল বন্ধকনামা।

(Equitable Mortgage)

এই নিয়মপত্রের নির্দ্দেশানুসারে সকলে অবগত হউন যে আমি শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী পিতার নাম ৺ভুধারী গোস্বামী সাং * * ষ্টেশন ও সবরেজিষ্ট্রী * * জেলা * * জাতি * * পেশা * * কস্য ইকুইটেবল বন্ধক পত্র লিখিয়া দিলাম। জেলা হুগলীর অধীন * * গ্রাম নিবাসী জাতি * * পেশা * * ৺গঙ্গাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমার পৈতৃক সম্পত্তি সহর কলিকাতার গদাই খানসামার লেন মধ্যস্থ * নং বাটীর কোবালা পত্র গচ্ছিত রাখিয়া ২৫০০৲ টাকা নিম্নলিখিত তপসীল অনুযায়ী নোট ও নগদে বুঝিয়া পাইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী (প্রথম পক্ষ) (দ্বিতীয় পক্ষ) শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অদ্য তারিখে প্রাপ্ত ২৫০০৲ টাকার শতকরা সুদ মাসিক ৵০ আনা হিসাবে দিব। এবং অস্যকার তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিব। না করি মায় সুদ বেবাক টাকা

---

(১) রেজিষ্টারি করা আবদ্ধ সম্পত্তির উপর দাবি ১২ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। তমঃসুকে টাকা পরিশোধের নির্দ্ধারিত সময় না থাকিলে লেখাপড়ার তারিখের পর দিবস হইতে এবং কড়ার থাকিলে কড়ার গত হওয়ার পর দিবস হইতে ১২ বৎসর গণ্য করিতে হইবে। বন্ধকী তমঃসুকে সুদ বা আসল টাকা ওয়াশীল থাকিলে ওয়াশীলের তারিখের পর দিবস হইতে আবার বার বৎসর সময় পাওয়া যায়।

সম্পত্তি দখলে থাকিলে মহাজনের পাওনা তামাদি হয় না। সময় গতের পরে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত খাতকের সম্পত্তি উদ্ধারের অধিকার থাকে।

আমার নিকট হইতে প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবে। তাহাতে আমি বা আমার স্থলাভিষিক্ত বা এসাইনি কাহারও কোন আপত্তি চলিবে না। যে পর্য্যন্ত আমার সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিতে পারি সে পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তি কোন প্রকারে দায় সংযোগ করিব না। এতদর্থে এই ইকুইটেবল বন্ধকনামা সম্পাদন স্বাক্ষর ও সমর্পণ করিলাম * * (১)

* * *

সাক্ষী।

(১৩৭)

কট কোবালা। (English Mortgage)

(প্রকারান্তর।)

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।

আমি শ্রী * * ইত্যাদি এই সর্ত্তে কট কোবালা লিখিয়া দিতেছি যে আমার স্বত্ব দখলি নিম্ন চৌহদ্দিস্থিত ৫/০ বিঘা নিষ্কর জমির ৷৷৵০ আনা অংশ অদ্য তারিখে আপনার নিকট ৩০০৲ তিন শত টাকা লইয়া বিক্রয় করিলাম। আপনিও উক্ত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান্ হইলেন কিন্তু এই নিয়ম রহিল যে, আগামী ১৩০৪ সালে ৩০শে চৈত্র তারিখে আপনার দেয় তিন শত টাকা মায় বার্ষিক ১০৲ টাকা হিসাবে সুদ সহ যদ্যপি আদায় দিই তাহা হইলে আপনি ঐ সম্পত্তি আমাকে প্রত্যর্পণ করিবেন তাহাতে আপনি কোন প্রকার ওজর আপত্তি করিতে পারিবেন না। যদি ঐ তারিখে টাকা দিতে না পারি, আপনি যেমন দখল করিতেছেন তেমনি করিবেন ও সেই সম্পত্তিতে আমার আর কোন দাবি দাওয়া থাকিবে না। যদি কোন দাবি দাওয়া করি তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর।

---

(১) ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম তপশীলের ১৫ সিডিউল মতে ইহার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

তামাদি—কটের মিয়াদ গত হইবার পর দিবস হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে দখল পাইবার নালিশ রুজু করিতে হয়।

ষ্ট্যাম্প। কাহারও মতে ষ্ট্যাম্প আইনের ৪০ (ক) অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সম্পত্তি যখন দখলে দেওয়া হইল না, তখন (৪০ ক) না হইয়া (খ) হইবে হাইকোর্টের নজিরও ঐ মত সমর্থন করে। See I. L. R, 10. Cal. 2747. I. L, R. 8. Bom, 310.

আপনি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে উক্ত সম্পত্তির দান বিক্রয়ের মালিক হইবেন এবং আমার ও আমার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তের স্বত্ব লোপ হইবে; এতদর্থে পণের লিখিত ৩০০৲ তিন শত টাকা নোট ও নগদে বুঝিয়া পাইয়া এই কট কোবালা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি, তারিখ ১৫ই বৈশাখ ১২০০ সাল। (১)

তপসীল সম্পত্তি।

* * *

সাক্ষী ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

(১৩৮)

বন্ধক নামা।

(প্রকারান্তর)

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।

লিখিতং * * * ইত্যাদি। কস্য অতিরিক্ত সিকুরিটী সংযুক্ত বন্ধকনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি বিগত ইংরাজী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আপনার নিকট জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাশীপুরের বাগানবাটী বন্ধক রাখিয়া শতকরা বার্ষিক ৯৲ সুদে ১০০০০৲ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম কিন্তু এই বৎসরের ভূমিকম্পে সেই দ্বিতল ইমারত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সম্পত্তির মূল্য যথেষ্ট হ্রাস হইয়াছে। সেই জন্য আমার নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি উক্ত পাওনা দশ হাজার টাকার জন্য অতিরিক্ত সিকুরিটী স্বরূপে আবদ্ধ রাখিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতেছি যে আমি যদ্যপি আপনার প্রাপ্য দশ সহস্র টাকা মায় সুদ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হই এবং আপনাকে যদ্যপি নালিশ করিয়া সম্পত্তি নিলাম দ্বারা টাকা আদায় করিতে হয়, আর উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ টাকা দশ হাজার টাকার ন্যূন হয়, তাহা হইলে অন্য যে সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলাম তাহা বিক্রয় দ্বারা যে টাকা বাকি থাকিবে তাহা আদায় করিয়া লইতে আপনি বা

---

(১) ইহার ষ্টাম্প ৪০ (ক) অনুসারে দিতে হইবে। রেজিষ্টারি ও অন্যান্য নিয়ম পূর্ব্ব লিখিত কট কোবালার ন্যায়।

আপনার স্থলাভিষিক্ত বা ওয়ারিশান কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না। ইতি (১)

(১৩৯)

বন্ধক নামা।

(প্রকারান্তর।)

Mortgage with Additional Security.

মহামহিম শ্রীযুক্ত * ইত্যাদি।

লিখিতং * * * ইত্যাদি। কস্য বন্ধকনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমরা তিন সহোদরে বিগত সন ১৩০৯ সালের ১২ই আশ্বিন তারিখে আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি জেলা হা । উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত ফুলেশ্বর গ্রামস্থিত নিষ্কর পুষ্করিণী সজল, পাহাড় ও বাগান আন্দাজি ১০/০ আবদ্ধ রাখিয়া শতকরা মাসিক ১৲ টাকা সুদে ৫০০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম, অদ্য তারিখে আবার ৫০০৲ টাকা লইয়া নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত আরও ১০/০ বিঘা নিষ্কর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, অদ্যকার গৃহীত ৫০০৲ টাকারও উপরোক্ত শতকরা মাসিক ১৲ টাকা সুদ দিব। সুদের টাকা মাস মাস আদায় দিব। যদি না দিই প্রতি মাস অন্তর সুদ আসলে গণ্য হইয়া তাহারও উক্ত প্রকারে মাসিক শতকরা ১৲ টাকা হারে সুদ চলিবে। পূর্ব্ব গৃহীত ৫০০৲ টাকা এবং অদ্যকার ৫০০৲ টাকার জন্য তপশীল লিখিত সম্পত্তি দায়ী রহিল। আবদ্ধ সম্পত্তি হইতে যদ্যপি আপনার প্রাপ্য টাকা আদায় না হয়, তাহা হইলে আমাদের অন্যান্য সম্পত্তি হইতে টাকা আদায় হইবে। ইতি (২)

---

(১) এই দলিল ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম সিডিউলের ৪০ (গ) প্রকরণ অনুসারে কেবলমাত্র ৭॥০ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া হইবে। রেজে জন্য ২২৲ টাকা এ ফি লাগিবে।

(২) ৪০ (খ) প্রকরণ মতে ইহার ৭।০ টাকা ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। পূর্ব্ব ও আধুনিক উভয় ঋণের জন্য ষ্ট্যাম্প ক্রমে দিতে হইবে। Read Board's Cir. No, 33 dated the 2nd May 1884 to the Presidency Commissioner.)

(১৪০)

ভ্রম সংশোধন ও অতিরিক্ত সিকুরিটী।

(Additional Security and Deed of Rectification.)

বন্ধকের Additional Security ও পূর্ব্ব বন্ধকের Rectification একরার পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি আমার ভোগ দখলি এই দলিলের (ক) তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আপনার নিকট হইতে এক হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া আপনার নিকট সুদে ও আসলে ১০২৫৲ টাকা ঋণী হইলাম।

এক্ষণে আমার পূনর্ব্বার কিছু টাকার প্রয়োজন হওয়ায় আমি আপনার নিকট ৪৯৭৫৲ চারি হাজার নয় শত পঁচাত্তর টাকা কর্জ্জ গ্রহণের প্রার্থনা করি এবং তাহাতে মহাশয় সম্মত হইয়া আমার নিকট হইতে ১৯০৯ সালের ১৪ই মে তারিখে রেজিষ্টারিযুক্ত বন্ধকি তমসুক গ্রহণে আমাকে ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা কর্জ্জ দেন ; উক্ত টাকা আদান প্রদানের পরিচয় উক্ত দলিলে বিশেষরূপে বিবৃত আছে কিন্তু উক্ত দলিলে অতিরিক্ত যে সমস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিবার চুক্তি ছিল তাহার পরিচয় তৎসমস্তে প্রাপ্ত না হওয়ায় তাহার বিবরণ দেওয়া হয় নাই এবং উপযুক্ত দলিলাদি তৎসময়ে না পাওয়ায় উক্ত ১৯০৯ সালের ১৪ই মে তারিখে দলিলের পরিচয়ে ভ্রম হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় আপনি আমার নিকট হইতে Additional Security ও deed of Rectificationএ নিম্নের সর্ত্ত মত আপনার বরাবর এই দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্টারি করিয়া দিলাম। এবং নিম্ন-লিখিত আরও কতকগুলি সম্পত্তি পূর্ব্ব সম্পত্তি সহ আবদ্ধ রাখিলাম। *

(১৪১)

বন্ধকনামা। (Mortgage.)

(ক্রমে ক্রমে টাকা পাইবার সর্ত্ত সংযুক্ত।)

এই বন্ধকনামা যাহাতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মিত্র, নিবাস হাটখোলা কলিকাতা পিতার নাম * * * জাতি কায়স্থ জমিদার (প্রথম পক্ষ) ও শ্রীরাধামাধব হালদার নিবাস * * জাতি * পেশা *

---

* ইহার ষ্ট্যাম্প rectification জন্য ২৲ ও বন্ধকনামার জন্য ৪৫৲টাকা মোট ৪৭৲টাকা। See. Board's Orders No 233 B Dated 2nd May 1884 to the Pressidency Commissioner. রেজিষ্টারি ফি rectification জন্য E ২৲ ও A ১৪৲ মোট ১৬৲ টাকা।

* * (দ্বিতীয় পক্ষ) ভাবের ও সর্ত্তের বিপর্য্যয় ভাবাপন্ন না হইলে এবং অর্থবোধের ব্যতিক্রম না ঘটিলে প্রথম পক্ষ অর্থে বন্ধকদাতা (Mortgagor) এবং দ্বিতীয় পক্ষ অর্থে বন্ধক গ্রহীতা (mortgagee) বুঝাইবে এবং লেখার সুবিধার জন্য ইহার পরে প্রথম পক্ষ স্থলে "বন্ধকদাতা" এবং দ্বিতীয় পক্ষ স্থলে "বন্ধক গ্রহীতা" কথা ব্যবহৃত হইবে এবং অর্থ বোধের ও আইনের সর্ত্ত প্রবল রাখিতে বন্ধক দাতা ও বন্ধক গ্রহীতা স্থলে তাহাদের উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত ও এসাইনিও বুঝাইবে।

যেহেতু বন্ধকদাতার জেলা হুগলীর অন্তর্গত পোলাবা থানার অধীন বালোড় গ্রামে তেতলা ইমারত ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য দশ সহস্র টাকার আবশ্যক এবং দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত দশ সহস্র টাকা বার্ষিক শতকরা ৯ টাকা সুদে দিতে ইচ্ছুক হইলে, বন্ধকদাতা তাঁহার স্বত্বদখলি কলিকাতার * * লেনের * নং বাটী যাহা তিনি বিগত * *সালের * তারিখে ২৫০০০৲ মূল্যে ক্রয় করিয়া ভাড়া বিলির দ্বারা নির্ব্বিবাদে অন্যের সংশ্রব রহিতে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ইত্যাদি আদায় দিয়া ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন এবং যাহার চৌহদ্দি এইরূপ যথা:—উত্তর * * পূর্ব্ব * পশ্চিম * দক্ষিণ * উক্ত সম্পত্তি উক্ত টাকার মাতব্বরীতে আবদ্ধ রাখিয়া দশ হাজার টাকা কর্জ্জ করিলেন এবং সর্ত্ত রহিল যে বন্ধকদাতা উক্ত দশ হাজার টাকার মধ্যে অদ্য তারিখে ২০০০৲ টাকা মাত্র গ্রহণ করিলেন এবং বক্রী ৮০০০৲ টাকা বন্ধকগ্রহীতার নিকট জমা রহিল, বন্ধকদাতার তলব মত বন্ধক গ্রহীতা সেই টাকা বন্ধকদাতাকে দিতে বাধ্য রহিলেন। যখন যত টাকার আবশ্যক তাহা লইবার সপ্তাহ পূর্ব্বে বন্ধকগ্রহীতাকে বন্ধকদাতা লিখিত নোটীশ দিবেন এবং সেই টাকা বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতাকে দিয়া স্বতন্ত্র রসিদ গ্রহণ করিবেন। ইহাতে শৈথিল্য করিলে বা পুনর্ব্বার টাকা দিতে ক্রটী করিলে বন্ধকদাতার যে কিছু ক্ষতি খেসারত হইবে বন্ধকগ্রহীতা তাহা পূরণ করিতে বাধ্য রহিলেন। বন্ধকদাতা সেইরূপ টাকা যখন যাহা গ্রহণ করিবেন, তাহার বার্ষিক ৯৲ টাকা হিসাবে সুদ সেই দিন হইতে চলিবে। এই ভাবে বন্ধকনামার লিখিত দশ হাজার টাকা প্রদত্ত হইবে এবং বন্ধকদাতা এই দলিল সম্পাদনের তারিখের ৩ বৎসর পরে আসল সুদ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিবেন, যদি না করেন বন্ধকগ্রহীতা উক্ত টাকা আদায় জন্য যে কোন

বৈধ ক্রিয়াদি অবলম্বন করিয়া উক্ত টাকা আদায় করিতে পারেন তাহা করিবেন এবং সেজন্য যে কিছু খরচপত্র হইবে তাহা বন্ধকদাতা আদায় দিতে ওয়ারিশান স্থলাভিষিক্ত ক্রমে বাধ্য রহিলেন। আরও প্রকাশ থাকে যে যত টাকা লওয়া হইবে কেবল তাহার সুদ চলিতে থাকিবে এবং সেই সুদ বন্ধকদাতা মাস মাস আদায় দিবেন, যদি না দেন, তাহা হইলে তিন মাস অতিক্রান্ত হইলে উক্ত অনাদায়ী সুদের উপর শতকরা বার্ষিক ৯৲ টাকা হিসাবে সুদ চলিবে। এ সকল সর্ত্তে বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা পরস্পর পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণভাবে বাধ্য হইয়া এই বন্ধকনামা সম্পাদন করিয়া পার্শ্বের লিখিত সাক্ষীগণের সাক্ষাতে অদ্য সন ১৯১১ সালের ২রা জুলাই তারিখে বন্ধক গ্রহীতাকে সহি সম্পাদন সম্বলিত এই দলিল সমর্পণ করিলেন।

বন্ধকদাতা আমাদের সম্মুখে এই দলিল সম্পাদন ও মোহরযুক্ত করিয়া বন্ধক গ্রহীতাকে সমর্পণ করিলেন। *

সাক্ষী—
শ্রী
শ্রী

(১৪২)

ফসল বন্ধকনামা।

(Mortgage of Crops.)

(মন্তব্য।)

এই দলিল নিতান্ত কম মূল্যের ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বন্ধকের সময় ফসল জমিতে না থাকিলেও তাহা এই ধারায় আসিবে কিন্তু পূর্ব্বেকার ষ্ট্যাম্প আইনে (Is or is not in existence) কথা না থাকায় হাইকোর্ট সাব্যস্ত করেন যে ওরূপ দলিল বন্ধকনামা মধ্যে (Art. 40) গণ্য হইবে কিন্তু এখন কথাগুলি সংযুক্ত হওয়ায় উক্ত নজির অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। তাহা হইলেও একটী ভাবিবার কথা আছে। ইহা ১নং না ৩নং বহিতে নকল হইবে তাহা দেখিতে হইবে। অস্থাবর সম্পত্তির উদাহরণে (Sec. 2 (7) লিখিত আছে (growing crops) সুতরাং যাহা ভবিষ্যতে grow হইবে তাহা স্থাবর সম্পত্তি মধ্যে গণ্য

* ইহাতে ১০ হাজার টাকার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এবং রেজিষ্ট্রী ফিও সেই টাকার উপর দেয়।



হওয়া কর্ত্তব্য। (5 Central Provinces Law Report 6) কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট বলেন যে, ভবিষ্যতে যে নীলগাছ উৎপন্ন হইবে তাহার বন্ধক নামা অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের বন্ধক নামা (I. L. R. 13 Cal. 262.) কেননা নীল crop মধ্যে গণ্য। যদিই তাহা হয় তাহা হইলে আবার খট্‌কা লাগে। যাহাই হউক ইহা ৪নং বহিতে রেজেষ্ট্রী হওয়াই ঠিক।

এক বৎসরের অতিরিক্ত সময় মধ্যে টাকা পরিশোধ করিবার কড়ার থাকিলে আর এ বিধান খাটিবে না, তখন বন্ধকনামার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

"আমি প্রায় ১৫/ বিঘা জমি আবাদ করিয়াছি। কিন্তু অর্থাভাবে তাহাদের চাষাবাদ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে না বলিয়া উক্ত ১৫/ বিঘা জমির মধ্যে নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত ৫/ বিঘা জমির ফসল আপনার নিকট ২০০৲ টাকা লইয়া বন্ধক রাখিলাম, অদ্যকার তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে উক্ত টাকা মায় প্রতি শতে মাসিক ১৲ টাকা হারে সুদ সহ ফেরৎ দিব। যদি না দিই আবদ্ধীয় ফসল বিক্রয় দ্বারা আপনার টাকা মায় সুদ পরিশোধ লইতে পারিবেন ইতি।" *

(১৪৩)

ফসল বন্ধকনামা।

(প্রকারান্তর।)

পূর্ব্বের ন্যায় দলিল কিন্তু সর্ত্ত এইরূপ।

জমিতে আমি ধান চাষ করিয়াছি, পৌষ মাসে ঐ ধান পাকিলে অর্থাৎ অদ্য হইতে ৮ মাস মধ্যে টাকা মায় সুদ পরিশোধ করিব। *

---

* রেজেষ্ট্রী। ইহা ৪নং বহিতে নকল হইবে। A ফি লইতে হইবে।

ষ্ট্যাম্প। প্রতি ২০০৲ টাকা বা তাহার অংশে দেড় আনা মাত্র। যদি মোট ২০০৲ টাকার হয় তাহা হইলে দেড় আনার ডাক ষ্ট্যাম্পে হইবে। See Sec. 11 of the Stamp Act.

এক বৎসর মধ্যে টাকা পরিশোধের কড়ার থাকিলে প্রতি শতে বা তাহার অংশ ৹'৹ আনা।

* এখানে চাষের পর ধান গাছ বলিয়া Growing Crop মধ্যে গণ্য।

(১৪৪)

ফসল বন্ধকনামা।

(প্রকারান্তর।)

জমিতে আমি আগামী আষাঢ় মাসে অর্থাৎ আর দুই মাস পরে ধান চাষ করিলে উহাতে যে ফসল্ হইবে তন্মধ্যে আপনার টাকা পরিশোধ করিব, না করি আপনি স্বয়ং ভাবী ফসল আপনার লোক দ্বারা বিক্রয় করাইয়া আপনার টাকা পরিশোধ করিয়া লইবেন। *

(১৪৫)

(প্রকারান্তর।)

আমার উক্ত জমিতে যে ধান্য হইয়াছে তাহা আপনার দখলে ছাড়িয়া দিলাম আপনি উক্ত ফসল কাটিয়া লইয়া যাইবেন। আমি যে ১০০৲ টাকা লইলাম তাহাতেই তাহা পরিশোধ হইবে। †

(১৪৬)

বণ্টননামা (Deed of partition)।

(Art. 45 Schedule I.)

মন্তব্য।

ষ্ট্যাম্প আইনের ৪৫ আর্টিকেল মতে বণ্টন পত্রের সম্পত্তির পৃথকীকৃত অংশ বা অংশ সমূহের মূল্যের টাকার উপর ১৫নং তমসুকের ন্যায় মাশুল। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। অর্থাৎ

পৃথকীকৃত অংশ অর্থে বড় অংশ হইতে ছোট অংশ পৃথক করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যথা—

(ক) চারিটি সমান অংশ থাকিলে তাহাদের বণ্টননামায় বার আনার উপর অর্থাৎ তিন অংশের উপর ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হইবে।

---

* এখানে আর ধান্য Growing Crop নহে। তাহা হইলেও ৪নং বহিতে নকল যোগ্য।

† পূর্ব্বে ৬ প্রকরণের বলে ফসল বন্ধক দেওয়া হইত। তাহা Pawn বা pledge মধ্যে ছিল কিন্তু এখন অন্যবিধ হইয়াছে। সেই হিসাবে এই দখিলখানি pawn বা pledge বা mortgage of crops নহে। Crop বিক্রয় পত্র বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদ্রূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে

(খ) কোন সম্পত্তির তিনজন অংশীদার। একজনার $\frac{১}{২}$ অপরের $\frac{১}{৩}$ এবং তৃতীয়ের $\frac{১}{৬}$ ইহাদের মধ্যে দুইজন সম্পত্তি পার্টিসন করিতে চাহিলে সম্পত্তির অর্দ্ধেকের মূল্যের উপর রুসুম দেয়।

(গ) একজনের সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ আর দুই জনের $\frac{১}{৩}$ অংশ। সেই দুই জন একত্র থাকিয়া অংশনামা করিলে $\frac{১}{৩}$ অংশের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

যতজন সম্পাদনকারী থাকেন ততগুলি অনুলিপি লেখাপড়া হওয়াই কর্ত্তব্য। মূল দলিলে যত টাকার ষ্ট্যাম্প থাকুক না, অনুলিপিতে ১॥০ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

(১৪৭)

লিখিতং শ্রীশ্যামলাল শূর, শ্রীহর্ষলাল শূর ও শ্রীসুশীলচন্দ্র শূর পিতার নাম ৺মথুরামোহন শূর এবং শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসী স্বামী ৺ * * ইত্যাদি।

কস্য বণ্টননামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। ইংরাজী ১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ৺মথুরামোহন শূর পিতাঠাকুর মহাশয় আমাদিগের তিন ভ্রাতাকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া লোকান্তরিত হওয়ায় আমরা তিন সহোদরে এ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার ত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি দখল করিয়া আসিতেছি। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আমি শ্রীহর্ষলাল শূর কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টের আদিম বিভাগে আমাদের পরস্পরের সম্পত্তি চিহ্নিতরূপে বণ্টন করিয়া লইবার প্রার্থনা করিয়া ৬০৭নং পার্টিসান সুট রুজু করিয়াছি এবং আমি শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসী স্বামীত্যক্ত সম্পত্তিতে আমার ভরণ-পোষণ জন্য অংশ পাইবার প্রার্থনায় এক মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছি। উক্ত মোকদ্দমাদ্বয়ে বহুল পরিমাণে অর্থব্যয় হইতেছে দেখিয়া আমরা পরস্পরে পরস্পরের সম্মতি ও অভিপ্রায়ানুযায়ী চারিজনে তুল্যাংশে সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইলাম। শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসীকে যে সম্পত্তি জীবনস্বত্বে ভোগ দখলের জন্য দেওয়া গেল, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা তিন ভ্রাতায় বা আমাদের কাহারও অবর্ত্তমানে আমাদের উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত ক্রমে প্রাপ্ত হইব ও হইবে।

অস্থাবর সম্পত্তি নিম্নলিখিত ১—২—৩—৪ দফার জায় মত পর্য্যায়ক্রমে আমারা চিহ্নিত করিলাম। স্থাবর সম্পত্তি মধ্যে কলিকাতার অমুক ষ্ট্রীটের * নং বাটী, অমুক ষ্ট্রীটের * নং বাটী ইত্যাদি ৪ দফার সম্পত্তি আমরা চারিজনে

তুল্যাংশে "ক," "খ," "গ," ও "ঘ" চিহ্নিত তপশীল অনুযায়ী বণ্টন করিয়া লইলাম, 'খ' ও 'গ' ২ দফার অস্থাবর সম্পত্তি আমি শ্রী * * ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভদ্রাসন বাটী নিম্নলিখিত নক্সা অনুযায়ী আমরা পরস্পরে চিহ্নিত করিয়া লইলাম। পরস্পরের সদর দরজাও পৃথক করিয়া লওয়া হইল।

এক্ষণে আমরা পরস্পরে এতদ্দ্বারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতেছি যে, আমাদের মাতাঠাকুরাণী ব্যতীত আমরা তিন সহোদর অদ্য হইতে আপনাপন চিহ্নিত সম্পত্তিতে দান বিক্রয়ের অধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশক্রমে যদৃচ্ছাক্রমে ভোগ দখলের অধিকারী হইলাম, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি চলিবে না, ভবিষ্যতে এই বিভাগ সম্বন্ধে ন্যূনাধিক্যের কোন প্রকার ওজর আপত্তি চলিবে না।

বিষয়ের দলিলাদি আমি শ্রীশ্যামলাল শূর আমার নিকট রহিল, আবশ্যক মতে পরস্পরকে দেখাইতে বা কোন আদালতে দাখিল করিতে বাধ্য রহিলাম। আর এই বণ্টননামার মূল দলিল আমার নিকট এবং তিনখানি রেজিষ্ট্রীকৃত প্রতিলিপি অপর সরিকত্রয়ের নিকট রহিল। দলিলের যাবতীয় সর্ত্ত সকলে আমরা ও আমাদিগের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ বাধ্য রহিলাম ও রহিলেন। আমাদের সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য এক লক্ষ টাকা এবং প্রত্যেক অংশের মূল্য ২৫০০০৲ হাজার টাকা। (১) ইতি

(১৪৮)

বণ্টননামা।

প্রকারান্তর।

দলিলের সকল কারণ নির্দ্দেশের পর এইরূপ লিখিত হয়। আমি শ্রীঅমুক ক-দফা সম্পত্তি লইলাম ও অমুক খ-দফা (বা যেরূপ হয়) লইলেন। আমরা পরস্পরে ভিন্ন ভিন্ন দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম। (২)

---

(১) সাধারণতঃ প্রায়ই দেখা যায় যে, বণ্টননামার মধ্যে দানপত্র প্রভৃতি সর্ত্ত আসিয়া পড়ে সেগুলি পরিহার করাই ঠিক। অন্যথা যে সকল স্থলে বণ্টননামার উপর দানপত্র ও মুক্তি পত্রের সর্ত্ত থাকে তথায় সেই সকল ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

(২) এইভাবে একাধিক দলিলে বণ্টননামা সম্পাদিত হইতে দেখা গিয়াছে কিন্তু তাহার ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ে বড় গোলমাল হয় বলিয়া সেরূপ দলিল না লেখাই কর্ত্তব্য।

অংশনামা। (Partnership.)

(Schedule 1 No. 46.)

কারবারের অংশিদারগণের একরারের এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ডের ষ্ট্যাম্প আইনে এরূপ বিধান নাই। ইহা Indian Contract আইনের ২৩৯ ধারা মতে সম্পাদিত হয়। কোন কারবারের অংশীদার ২০ জনের অধিক হইলে এবং যদি কারাবারে অংশীদার ১০ জনের বেশী হইলে ইহা কোম্পানীর আইনানুসারে রেজিষ্ট্রী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। (See Indian Companies Act VII of 1913) পলক (Polock) বলেন অংশীদার মধ্যে কোন কারবারের লভ্যাংশের বখরা লইয়া অঙ্গীকার পত্রই অংশনামা।

কোন অংশীদার আপনার অংশ টাকা লইয়া ছাড়িয়া দিলে তাহা বিক্রয় পত্র।

(১৪৯)

অংশনামা। (Co Partnership.)

শ্রী * * * পিতার নাম * * * ইত্যাদি (প্রথম পক্ষ)
শ্রী * * * ঐ * * * ঐ (দ্বিতীয় পক্ষ)
শ্রী * * * ঐ * * * ঐ (তৃতীয় পক্ষ)

যেহেতু আমি শ্রী * * (প্রথম পক্ষ) আমি শ্রী (দ্বিতীয় পক্ষ) আমরা পরস্পরে উভয়ে তুল্যাংশে ৫০০০৲ টাকা হিসাবে মোট ১০,০০০৲ টাকা দিয়া কলিকাতা বেলিয়াঘাটায় একটী চাউলের আড়ত খুলিয়াছি এবং আমি শ্রী * * (তৃতীয় পক্ষ) নগদ টাকা দিতে না পারায় শূন্য বখরাদার নিযুক্ত হইয়াছি। এই কারবারের নাম হইয়াছে "জেনারেল রাইস ট্রেডিং কোম্পানি।" খরিদ বিক্রী হিসাব পত্র যাহা কিছু করিতে হয় তাহা আমি শ্রী * * (তৃতীয় পক্ষ) সম্পাদন করিব। তহবিলে ৫০০৲ টাকা মজুত রাখিয়া বাকী টাকা কলিকাতা ন্যাসন্যাল ব্যাঙ্কে জমা দিব, আবার আবশ্যক মত টাকা বাহির করিয়া আনিব। টাকা আমার নামেই জমা থাকিবে, প্রতি বৎসর আখেরিতে হিসাব প্রস্তুত করিয়া নিকাশ হইলে প্রথম পক্ষ আমি শ্রী * * ও দ্বিতীয় পক্ষ আমি শ্রী * * মোট লভ্যের ।৵০ আনা হিসাবে

৮৹ আনা অংশ পাইব এবং আমি শ্রী * * (তৃতীয় পক্ষ)।৹ আনা লভ্যাংশ পাইব। হিসাব নিকাশে ভুল চুক হইলে আমিই তাহার দায়ী রহিলাম সে ত্রুটির জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ কোন প্রকারে ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য রহিলেন না ইত্যাদি। (১)

(১৫০)

অংশনামা রহিত করণ পত্র।

(Dissolution of Partnership.)

শ্রী * * ইত্যাদি। শ্রী * * ইত্যাদি। শ্রী * * ইত্যাদি।

আমরা ইংরাজী ১৮৮৯ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখে যে অংশনামা পত্র সম্পাদন করিয়া কারবার চালাইতেছিলাম এবং যাহা ডোমজুড় সব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ঐ সালের ৪ নং বহির ৬০১ নং দলিলরূপে দ্বিতীয় ভলুমের ১৩ পৃষ্ঠায় নকল হইয়াছিল, তাহা অদ্য তারিখ হইতে রহিত হইল। ষ্টকের দ্রব্যাদি প্রকাশ্য নীলাম বা অপরভাবে বিক্রয় করণান্তর যে টাকা আদায় হয় তাহা আমি শ্রী * * (প্রথম পক্ষ) এবং আমি শ্রী * * (দ্বিতীয় পক্ষ) আদায় লইব। আমি শ্রী * * (তৃতীয় পক্ষ) কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম। আমার ঐ কারবারে আর কোন সম্বন্ধ রহিল না বা কোন প্রকার দায়িত্বের জন্য বাধ্য রহিলাম না। ইত্যাদি ইত্যাদি। (২)

---

(১) ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম তপশীলের ৪৬ Art মতে ইহার ষ্ট্যাম্প ২০৲ টাকা দিতে হইবে। রেজিষ্টারি "E" ফি ২৲ টাকা।

(২) ষ্ট্যাম্প। প্রথম তপশীলের ৪৬ (খ) প্রকরণ মতে ইহার ষ্ট্যাম্প ১০৲ টাকা।

রেজিষ্টারি। "ই" ফি ২৲ টাকা।

আংশিক রহিত করা চলিবে না। যদ্যপি তৃতীয় পক্ষকে বাদ দিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ আবার নূতন করিয়া যেভাবে কার্য্য চালাইবেন তাহা লিখিত হয়, তাহা হইলে ইহাতে রহিত করণের জন্য ৫৲ টাকা ও নূতন অংশনামার ১০৲ মোট ১৫৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এবং তাহা নূতন অংশনামা বলিয়া গণ্য হইবে। কোন পক্ষ অর্থাৎ যে পক্ষ টাকা দিয়া কারবার চালাইতেছেন তিনি যদ্যপি আপন প্রাপ্য টাকা লইয়া বা দেনার জন্য আপন অংশ ত্যাগ করেন তাহা হইলে অংশনামা রহিত করা" বা "মুক্তিপত্র" নহে—বিক্রয় কোবলা। নগদ টাকা যাহা লইবেন বা যে সকল দেনা বরাত দিবেন, তাহার উপর কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। রেজিষ্ট্রী জন্য "এ" ফি লওয়া হইবে।

মোক্তারনামা। (Power o fAttorney.)

(Schedule 1 Art. 48.)

মন্তব্য।

মোক্তার নামা স্বেচ্ছাক্রমে প্রদত্ত হয়। মোক্তার, দাতার হইয়া অনেক কার্য্য করিতে পারেন। ইহা রহিত করা যায় আবার রহিত করা যায় না এমন মোক্তারনামাও হয়।

মোক্তারনামার বলে উইল বা বন্দোবস্ত পত্র (Declaration of Trust) রেজেষ্টারি হয় না। কারণ এ সকল ক্ষমতা অন্যবিধ, সুতরাং উইল দাতা বা বন্দোবস্ত পত্রকারককে রেজেষ্টারি করিতে হইবে। মোক্তার মোক্তারনামার বলে রেজেষ্টারি আফিসে উইল দাখিল পর্য্যন্ত করিতে পারেন না। See Sec. 40 of the Registration Act.

খাস ও আমমোক্তারনামা ৪৮ article schedule I মতে লিখিত হইয়া থাকে এবং ইহা রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের সম্মুখে স্বাক্ষর করিতে হয়; ঘরে সহি করিয়া দাখিল করিলে চলে না। কেবলমাত্র যে সকল স্ত্রীলোকের মোক্তারনামা কমিশন দ্বারা রেজিষ্ট্রী হইবে তাহাই স্বাক্ষর করণান্তর রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিতে হয়। দলিল দাখিল ও সম্পাদন কার্য্য স্বীকার একই কার্য্য সুতরাং ইহার জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না, ৸০ আনার ষ্ট্যাম্পেই হইয়া থাকে (See N. B. of Art 41 of the Stamp Act) 9Bom. C. R. 43 in re Kishna V. Kashi Nath কিন্তু মোক্তারনামায় যদি এরূপ ক্ষমতা থাকে যথা—আমার নাম আপন বকলমে লিখিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিবেন এবং তাহা রেজিষ্ট্রী আফিসে উপস্থিত করিয়া সম্পাদন স্বীকারে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবেন ইত্যাদি” তাহা হইলে ১৷৷৹ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া করিতে হইবে, (Art 44 c) কারণ দলিল সম্পাদন করা এক কার্য্য এবং সম্পাদন স্বীকার আর এক কার্য্য। টাকা গ্রহণ রসিদ সহি করা প্রভৃতি রেজিষ্ট্রী সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যই ৸০ আনার ষ্ট্যাম্পে হইবে। Read Report of thc Select Committee.

এক একটী দলিল রেজিষ্ট্রী জন্য একটী করিয়া খাসমোক্তারনামা আবশ্যক, কারণ খাস মোক্তারনামায় একাধিক দলিলের রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

তবে যদি কোন কারণ বশতঃ একটী কার্য্যের জন্য একাধিক দলিল লেখাপড়ায় আবশ্যক হয় তাহা হইলে সেই সমস্ত দলিলের রেজিষ্টারী কার্য্য একখানি মোক্তারনামা দ্বারাই হইতে পারে। যথা একটী দলিলের পাঁচটী অনুলিপি অর্থাৎ duplicate আছে, এস্থলে সে গুলির রেজিষ্ট্রী কার্য্য ঐ মোক্তারনামার বলেই সম্পন্ন হইবে যদি কোন ডিক্রীর টাকা মাসিক কিস্তি অনুসারে আদালত হইতে আদায় করিতে হয় তাহা হইলেও তাহা খাস মোক্তারনামার বলে হইবে। কেননা উহা একটী কার্য্য মাত্র; এক টাকাই মাসিক হিসাবে আদায় হইতেছে।

অপরাপর বিষয় "মোক্তারনামা" শীর্ষক অধ্যায়ে দেখুন।

খাস মোক্তারনামা তছদিকের খরচা P. fee ২৲ টাকা, আমমোক্তার নামা ৪৲ টাকা, মোক্তারনামা যত বড়ই হউক না তছদিক ফি ব্যতীত অপর কোন খরচা লাগে না। যে সকল মোক্তারনামা তছদিক হয় তাহার নকল রেজিষ্ট্রী আফিসে থাকে না সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ হয় মাত্র। কেহ ইচ্ছা করিলে মোক্তার-নামা রেজিষ্ট্রী ও করাইতে পারেন, তাহা হইলে তাহার নকল থাকে এবং তাহার ফি ২৲ টাকা E fee বড় দলিল হইলে N fee অর্থাৎ পাত ফি লাগে।

(১৫১)

দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়া দিবার খাস-মোক্তারনামা।

জেলা হুগলি থানা পোলাবার অধীন ব্রাহ্মণ জাতিয় ব্যবসাজীবী আমি শ্রীজ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পিতার নাম ৺রামহরি মুখোপাধ্যায়, এই দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার খাস মোক্তারনামা লিখিয়া দিয়া জ্ঞাপন করিতেছি যে ১৮৯৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে কলিকাতায় শ্যামবাজার ১নং রামকান্ত মিত্রের গলি নিবাসী শ্রীযুক্ত বামাচরণ মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নামে আমার যশোহর কালেক্টরির ৭৮নং তৌজীভুক্ত লাট পলাশপুর রকম ষোল আনা কোম্পানি ১২০০৲ মঃ বার হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া কোবালা লিখিয়া দিয়াছি। কিন্তু যশোহর যাইয়া তত্রস্থ রেজিষ্ট্রী আফিসে উপস্থিত হইয়া উক্ত দলিলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকারে রেজিষ্ট্রী কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেওয়া অসুবিধা জনক বোধে উক্ত জেলার ঝুমঝুমপুর গ্রাম নিবাসী

শ্রীযুক্ত * * রায়ের মধ্যম পুত্র কায়স্থ জাতীয় চাকরী জীবি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় মহাশয়কে খাস মোক্তার নিযুক্ত করিলাম। তিমি যশোহরের রেজিষ্ট্রী আফিসে উপস্থিত হইয়া উক্ত দলিল দাখিল ও আমার সম্পাদন স্বীকারে তাহা রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবেন ও রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য যে কোন কার্য্য করা আবশ্যক তাহা করিবেন এবং রসিদে স্বাক্ষর করিয়া দলিল ফেরত লইবেন। মোক্তার মহাশয়ের কৃত কার্য্য আমার স্বীয় কৃত কার্য্যের ন্যায় সর্ব্বাংশে গণ্য হইবে ইতি সন ১৮৯৬ সাল তারিখ ৩রা জানুয়ারী। (১)

(১৫২)

খাস মোক্তারনামা।

(মাসহারা আদায় জন্য)

আমি আমার স্বামী * * নামে খোরপোষের দাবীতে নালিশ করিয়া ডিক্রি পাইয়াছি। এক্ষণে সেই ডিক্রীর দরুণ মাসহারা ২৫৲ টাকা হিসাবে যাহা আমার প্রাপ্য তাহা প্রতি মাসে আদায় করিবার জন্য (অমুককে) খাসমোক্তার নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা দিতেছি যে তিনি প্রতি মাসে ডায়মণ্ডহারবারের ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত হইতে আমার প্রাপ্য ২৫৲ টাকা মাসহারা রসিদ দিয়া আদায় করিবেন এবং তাঁহার কৃত কার্য্য আমার কৃত কার্য্যের ন্যায় গণ্য হইবে। *

(১৫৩)

খাস মোক্তারনামা।

(একটী বির্দ্দিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত।

বারাকপুরে নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত বাগানবাটী বিক্রয় করার আবশ্যক হওয়ায় আমি * * কে খাস মোক্তার নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা দিতেছি যে তিনি উপযুক্ত খরিদ্দার স্থির করিয়া উক্ত সবৃক্ষাদি বাগানবাটী বিক্রয় করিবেন। বাগানের দুই পার্শ্বে যে কয়টী মেহগ্নী গাছ আছে তাহা কাটিয়া আমার বাটীতে

(১) মোক্তারনামার বলে উইল বা বন্দোবস্ত পত্র Declaration of Trust রেজে হয় না।

* ইহার ষ্ট্যাম্প (48c) অনুসারে দেড় টাকা মাত্র হইবে কেননা টাকা আদায় Single transaction মাত্র। অর্থাৎ একটী বিষয় সম্বন্ধে।

পাঠাইয়া দিবেন। বিক্রয় লব্ধ টাকা আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিবেন এবং বিক্রয় কোবালা আমার হইয়া স্বীয় নাম বকলমে সহি করিয়া বারাকপুর রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিয়া রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবেন। রসিদে আপন নাম সহি করিয়া দলিল ফেরত লইবার ক্ষমতা দিবেন এবং উক্ত বাগানবাটী বিক্রয় করিবার জন্য অন্যবিধ যে কোন কার্য্য করিতে হয় তাহা করিবেন †

(১৫৪)

খাস মোক্তারনামা।

(রেজিষ্ট্রী আফিসে আপীল করিবার জন্য)

লিখিতং শ্রী * * পিতার নাম শ্রী * * নিবাস খাটোরা থানা ডোমজুড়, জেলা হাওড়া জাতি * পেসা * কস্য খাস মোক্তারনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে।

খাটোরা নিবাসী শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী কর্ত্তৃক বিগত সন ১৩০৮ সালের ৫ই বৈশাখ তারিখে আমার নামে লিখিয়া দেওয়া ৫০০৲ টাকার নিষ্কর ভূমির বিক্রয় কোবালা আমি ডোমজুড় রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিয়া সমনের প্রার্থনা করিলে উক্ত রাজেশ্বরী দেবী উক্ত দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করায় রেজিষ্ট্রী নামঞ্জুর হইয়াছে। এক্ষণে তাহার আপীল করা আবশ্যক, অতএব আমি ঝাপড়-দহ নিবাসী (অমুককে) খাসমোক্তার নিযুক্ত করিয়া এতদ্বারা ক্ষমতা দিতেছি যে, তিনি রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য নকল লইয়া হাওড়া রেজিষ্টারি আফিসে আমার হইয়া আপীল রুজু করিয়া উকীল মোক্তার প্রভৃতি নিয়োগ দ্বারা নিয়ম মত মোকর্দ্দমা চালাইবেন এবং তৎসংক্রান্ত যেকোন কাগজে আমার নাম আপন বকলম দস্তখত করিবেন। আপীল আদালতে দলিল দাখিল ও ফেরত লওয়া প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃতের ন্যায় গণ্য হইবে। ইতি (১)

---

† ইহাও 48c মতে সম্পাদিত হইবে। ইহাও single transaction other than the case mentioned in cl, (a),

(১) ইহা রেজিষ্টারি হইবে তছদিক হইবে না। ই ফি ২৲ টাকা রেজিষ্ট্রী আপীল করার জন্য খাস মোক্তারনামা ১৷৹ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হইবে।

(১৫৫)

খাস মোক্তারনামা।

(খাস মোক্তারনামার বলে দলিল সম্পাদন ইত্যাদি)

কস্য খাস মোক্তারনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে (১) আমি শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ পিতা শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ নিবাস বর্দ্ধমান জাতি কায়স্থ পেশা চাকরী এত দ্বারা বালোড় নিবাসী ৺রসিকচন্দ্র নিয়োগীর পুত্র শ্রীযুক্ত প্যারিলাল নিয়োগী জাতি সৎগোপ, পেশা চাকরী উক্ত মহাশয়কে খাস মোক্তার নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা প্রদান করিতেছি যে, তিনি আমার নাম বকলম দস্তখত করিয়া নৈহাটী থানার অন্তর্গত অমুক গ্রামস্থিত নিম্ন চৌহদ্দিভূক্ত ৩৵ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী (২) ভাটপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিক্রয় কোবালা সম্পাদন করিয়া নৈহাটী রেজিষ্ট্রী আফিসে তাহা দাখিল করিয়া তাহার সম্পাদন কার্য্য স্বীকারে রেজিষ্ট্রী কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া উক্ত সম্পত্তির মূল্য ৩০০৲ টাকা গ্রহণ করিবেন। ইতি। (৩)

(১৫৬)

নালিশ রুজু করিবার জন্য খাস মোক্তারনামা।

লিখিতং শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু পিতা ৺ অম্বিকাচরণ বসু সাকিম কাপসীট, থানা আরামবাগ, জেলা হুগলী, জাতি কায়স্থ, পেশা কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য কস্য খাস মোক্তারনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।

---

(১) ৪৮ (গ) অনুসারে ১৷৽ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। See also I. L. R. 9 Mad 385; I. L. R. 15 Mad. 356.

(২) কোন কোন সব রেজিষ্ট্রার চৌহদ্দি না দিলে এ সকল মোক্তারনামা তহদিক করেন না কেহ কেহ বা চৌহদ্দি দেওয়া অনাবশ্যক মনে করেন। আমার মতে চৌহদ্দি দেওয়াই ঠিক। মোক্তারনামা শীর্ষক অধ্যায় দেখুন। দলিল মোক্তার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইলে তাঁহাকে আর রেজিষ্ট্রীর জন্য রেজিষ্ট্রী আফিসে মোক্তারনামা দাখিল করিতে হয় না। রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারককেও আর মোক্তারনামার নম্বর ইত্যাদি নোট করিতে হয় না। যাহা স্বাক্ষরকারী সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করিতেছেন বলিয়া রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। See Circular No 9 for 1914.

(৩) কোন কোন সব রেজিষ্ট্রার এইরূপ টাকা লইবার ক্ষমতা 48 F ধারার অন্তর্গত দলিল বলিয়া মনে করেন এবং সেইরূপ ভাবে কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে বলেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

আমি বিগত ১২৯৯ সালে বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুকে বন্ধকী তমসুক দ্বারা ১৫০০৲ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐ টাকা পরিশোধ না করায় এবং তাঁহার নামে বৰ্দ্ধমান সবজজ আদালতে নালিস করার আবশ্যক হওয়ায়, আরামবাগ ষ্টেশনাধীন গৌহাটী গ্রাম নিবাসী উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ মিত্র (১) মহাশয়কে খাসমোক্তার নিযুক্ত করিলাম। মোক্তার মহাশয় আমার পক্ষ হইতে নালিশের আরজি, মোক্তারনামা প্রভৃতি দাখিল, উকীল প্রভৃতি নিযুক্ত করা, আবশ্যক হইলে টাকা আমানত করা বা আমনতি টাকা উঠাইয়া লওয়া, রাজিনামা বা সোলেনামার দ্বারা মোকর্দ্দমা আপস নিষ্পত্ত করা, এবং মোকর্দ্দমার ডিক্রী প্রাপ্ত হইলে ক্রোক বা নিলাম দ্বারা টাকা আদায় করা অথবা আদালত বা ট্রেজারি হইতে পাওনা সমস্ত টাকা বা তাহার কোন অংশ আদায় লওয়া প্রভৃতি উক্ত মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যে কোন কার্য্য করিবেন, তাহা আমার স্বীয় কৃতের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর হইবে, এতদর্থে এই খাস মোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩০৯ সাল, ২রা আষাঢ়। (২)

(১৫৭)

কলিকাতা ছোট আদালত বিষয়ক মোক্তারনামা।

IN THE COURT OF SMALL CAUSES OF CALCUTTA.

Suit No of 190 Returnable on 190

Before the Bench. Book···

Page···

Plaintiff

Against

Claim Rs······ *Defendant.*

Accepted
Pleader

Above named

(১) এরূপ আম বা খাস মোক্তার নামায় মোক্তারের পিতার নাম ও অন্যান্য পরিচয় না দিলেও রেজিষ্টারির পক্ষে বাধা হয়, তাহাতে মোক্তারের পিতার নাম জাতি পেশা ইত্যাদি যাহা দ্বারা তাঁহার পরিচয় জানা যায় তাহা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

(২) ষ্ট্যাম্প, ৪৮ (গ) ধারা অনুসারে ১॥০ টাকা।

do hereby authorize and empower jointly and severally to be lawful pleaders and attorneys, to institute above suit, to appear for and represent (১) in the said court, to make any application to sign and subscribe name in any application, to conduct and prosecute the above suit, to deposit cost, to the entire satisfaction on my bahalf and to receive all powers here-to-before executed by me, to file and receive back any papers or books filed as exhibits, to compromise the above suit, to make and appear for any application for New Trial, to apply for execution, to issue any process, to draw out money from court, to issue any commission respecting the above suit to examine and cross-examine any witness and to refer the above suit to High Court, to any arbitrator for final decision and to do all needful and lawful acts on behalf. And do hereby ratify act as own act and deed.

Dated the day of 19

Witness *Signature,*

(১৫৮)

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার ওকালতনামা ও মোক্তারনামা।

মহামহিম জেলা হুগলীর শ্রীযুক্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ সাহেব বাহাদুর বরাবরেষু।
লিখিতং শ্রী—

(১) ৪৮ (খ) প্রকরণ অনুসারে ইহার ষ্ট্যাম্প ১৲ টাকা দিতে হইবে। Act V of 1882 উল্লিখিত রূপ মোক্তারনামা রেজিষ্ট্রী করিবার আবশ্যক হয় না।

ইংরাজিতে এই সকল মোক্তারনামা সাধারণতঃ দাখিল হয় বলিয়া ইহার ইংরাজি আদর্শ দেওয়া গেল।

কস্য ওকালতনামা (১) পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে হুজুর আদালতে নালিশ আরজী, দরখাস্ত ও বর্ণনাপত্র দাখিল, সওয়াল জবাব ও বক্তৃতা আদির জন্য (এইখানে উকীলদিগের নাম লিখিতে হইবে।)………………………কে নিযুক্ত করিলাম, ঐ উকীল মহাশয়গণের মধ্যে যে কেহ হুজুরে হাজির থাকিয়া আমার তরফ আরজি, বর্ণনা পত্র, দলিলের ফিরিস্তি ও দরখাস্ত দাখিল ও সওয়াল জবাব বক্তৃতা ও আমার নাম দস্তখতে বকলমে যে সকল দরখাস্ত আদি করিবেন ও দলিল দাখিল করিবেন ও আদালত হইতে ফেরত লইয়া রসিদ দিবেন ও মোকর্দ্দমায় রাজিনামা, সাফিনামা, সোলেনামা দাখিল করিবেন ও সালিস একরার নামা দিবেন ও ছানি নালিসী ক্লেম, ডিক্রিজারী, নকলের দরখাস্ত (২) আদি ও টাকা দাখিল করিবেন চেকের দরখাস্ত করিবেন ও দেনীর সম্পত্তি নিলাম ডাকিয়া সেলের বন্দে দস্তখত করিবেন ও দেনী যে টাকা আপসে দিবে তাহা লইয়া রসিদ দিবেন (৩) ও য়্যাডভাইস, রোবকারী ও আমার পাওনা টাকার চেক আদি আদালত হইতে রসিদ দিয়া লইবেন, চেক ভাঙ্গাইয়া ক্যাস করিবেন ও এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত যে কোন কার্য্য করিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃত কার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। এতদর্থে অত্র ওকালতনামা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৯১০ সাল তারিখ * *

(মোকর্দ্দমার পরিচয়)

(১৫৯)

খাস মোক্তারনামা।

এতদ্বারা সকলে অবগত হউন যে আমি ৺ * * ঘোষের পুত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ, নিবাস ১৮নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, জাতি কায়স্থ পেশা ব্যবসা, এই মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া ঐ ১৮নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের কায়স্থ জাতীয় চাকরী পেশাধারী বাবু দীননাথ সেনের পুত্র বাবু কমলাপতি

---

(১) মোক্তারনামা হইলে ওকালতনামা স্থানে "মোক্তারনামা" লিখিতে হইবে।

(২) উকীলকে রেকর্ডের নকল লইবার ক্ষমতা দিলে মোক্তারনামায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। (I. L. R. 9. Mad. 149)

(৩) ওকালতনামায় উকীলকে মোকর্দ্দমার টাকা লইবার ক্ষমতা দিলে ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয় না। (I. L. R. 31 Cal 767.)



সেনকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা প্রদান করিতেছি যে মোক্তার মহাশয় আমার পক্ষ হইতে আমার পৈত্রিক সম্পত্তি লাট ধরমপুর ৭ পটির বিক্রয় কোবালা আমার নাম বকলমে আপন নাম স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন করিয়া উক্ত দলিল বর্দ্ধমান সদর রেজিষ্টার আফিসে দাখিল করিয়া উক্ত দলিলের সম্পাদন স্বীকারে রেজিষ্টারি কার্য্য সম্পাদন করাইবেন এবং তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিতে হয় তাহাও করিবেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্য আমার নিজ কৃত কার্য্যের ন্যায় গণ্য হইবে। (১) * *

(১৬০)

আম মোক্তারনামা।

লিখিতং শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত পিতা ৺মাধবচন্দ্র গুপ্ত সাং ভাঙ্গামোড়া ষ্টেশন আরামবাগ, জাতি বৈদ্য, পেশা ব্যবসাদি, কস্য আম-মোক্তারনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।

শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ভারতসাম্রাজ্যস্থিত আমার যে সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও বাণিজ্য ব্যবসাদি এবং তেজারতি কারবার ইত্যাদি আছে বা ভবিষ্যতে হইবে, তৎসংক্রান্ত কার্য্য সমূহ সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ জন্য আমি জেলা হুগলির অন্তর্গত ষ্টেশন আরামবাগের সামিল ভাঙ্গামোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকামদাচরণ মুখোপাধ্যায় জাতি ব্রাহ্মণ পেশা চাকরী ও * অমুক ও অমুক (২) ইত্যাদি এই পাঁচ জন ব্যক্তিকে

---

(১) এরূপ দলিল ১॥০ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা হইবে।

(২) এক হইতে পাঁচ জন মোক্তার নিযুক্ত হইলে আমমোক্তারনামায় ৭॥০ টাকার ষ্ট্যাম্প লাগে। ৫ হইতে ১০ পর্য্যন্ত ১৫৲ টাকা, তদতিরিক্ত প্রত্যেক জনের জন্য ১॥০ টাকা অতিরিক্ত মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

এক সম্পত্তির একাধিক স্বত্বাধিকারী হইলে তাঁহারা সকলে মিলিয়া মোক্তার নিযুক্ত করিতে পারেন। (I, L. R. 25 Mad, 386) কিন্তু প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ক্ষমতা দিলে বা অমুক মোক্তার অমুকের কার্য্য করিবেন ইত্যাদি ক্ষমতা দিলে তাহা স্বতন্ত্র মোক্তারনামা বলিয়া গণ্য হইবে এবং প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। প্রত্যেকের জন্য মোক্তারগণ একই কার্য্য করিতে পারেন ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় কার্য্য করিতে পারিবেন না, করিলে স্বতন্ত্র মোক্তারনামা সম্পাদন করাই শ্রেয়ঃ।

চারিজন মোক্তারের এক প্রকার ক্ষমতা আছে কিন্তু একজনকে মাত্র রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবার এবং দলিল সম্পাদন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল, এস্থলে ১৫৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া স্বীকার করিতেছি যে উক্ত আমমোক্তারগণের মধ্যে যে কেহ আমার পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের যে কোন প্রেসিডেন্সীর যে কোন জেলায় বা করদ রাজাদিগের রাজ্যাধিকার মধ্যস্থ যে কোন মহকুমায় যে সকল রাজকর্ম্মচারী আছেন বা ভবিষ্যতে হইবেন তাঁহাদিগের নিকট যে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন।

যে কোন হাইকোর্টের আদিম ও আপীল বিভাগে, চিফ কোর্টে, জজ বা সবজজ আদালতে, রেভিনিউ বোর্ডে ম্যাজিষ্ট্রেট বা তদধীনস্থ যে কোন ম্যাজি-ষ্ট্রেটের নিকটে এবং মুন্সেফ, রেজিষ্ট্রার, ডিষ্ট্রীক্ট সবরেজিষ্ট্রার, সবরেজিষ্ট্রার, চীফ কমিশনার ও ডিভিসন্যাল কমিশনার প্রভৃতির নিকট অর্থাৎ সকল প্রকার দেও-য়ানী বা ফৌজদারী বা রেভিনিউ আদালতে বা অফিসাদিতে এবং মিউনিসি-প্যালিটী ও পুলিশ আফিস বা পুলিশ কর্ম্মচারী সমীপে যে সরেনাও বা আপীল বা মোতফর্কা মামলা মোকর্দ্দমা উপস্থিত আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তৎসম্বন্ধে সর্ব্ব-শ্রেণীর বিচারপতি, কার্য্যকারক, সালিস, পঞ্চায়েৎ মেম্বর বা কমিশনারের সমক্ষে আমার পক্ষ হইতে যে সকল আর্জী, বর্ণনাপত্র, দরখাস্ত ও ষ্টেটমেণ্ট প্রভৃতি দাখিল করা আবশ্যক হইবে, সেই সকলে সত্যপাঠ লিখিবেন এবং আমার নাম বকলম দস্তখতে দরখাস্ত করিয়া উপযুক্ত আদালতে দাখিল করিবেন।

রাজিনামা, সোলেনামা, সফিনামা ইত্যাদি আমার নাম বকলমে দস্তখত করিয়া দাখিল করিতে পারিবেন এবং যে কোন মোকর্দ্দমায় আমার পক্ষ হইতে সালিশ মান্য করিতে পারিবেন।

উকীল, কৌন্সিলী, মোক্তার প্রভৃতি আমার পক্ষ হইতে নিযুক্ত করিবেন এবং ওকালতনামায় আমার নাম সহি করিয়া স্ব স্ব বকলম দিবেন।

যে কোন আদালতে আমার পক্ষ হইতে কোন প্রকার এফিডেভিড করিবার আবশ্যক হইলে তাহা এবং ডিক্রিজারী প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করিবার আবশ্যক হয় করিবেন। আদালতে টাকা আমানত করা বা আবশ্যক বোধে তাহা ফেরত বা আমানতি টাকা বাহির করা প্রভৃতি সকল প্রকার কার্য্য করিবেন।

আদালতে যে কোন প্রকার দলিল দস্তাবেদ দাখিল করিবেন এবং আবশ্যক মত ফেরত লইবেন। আমার দেয় খাজনা বা ডিক্রি ইত্যাদি বাবত কোন দেনার

টাকা দাখিল করিবার প্রার্থনা করিবেন এবং দাখিল করিবেন। প্রাপ্য খাজনা বা ডিক্রি বা বন্ধকি তমসুক ইত্যাদি বাবদ পাওনা টাকা উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে রসিদ দিয়া আমার নাম আপনাপন বকলমে দস্তখত করিয়া আদায় লইবেন। যদি ঐ সকল প্রাপ্য টাকা আদালতে জমা থাকে, উপযুক্তরূপ দরখাস্তাদি দ্বারা আদায় লইতে পারিবেন।

সাক্ষীর মেয়াদ বারবরদারি প্রভৃতি দাখিল করা, ফেরত লওয়া, সাক্ষী মান্য করিয়া ইসমনবিশী দাখিল করা বা সাক্ষীকে একরা দেওয়া প্রভৃতি সকল প্রকার কার্য্য করিবেন।

সকল প্রকার মামলা মোকর্দ্দমা তদ্বির করিবেন এবং আমার নামীয় সমন নোটিশ ও সকল প্রকার পরোয়ানা আমার পক্ষ হইতে রসিদ দিয়া গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বপ্রকার ফীস্ ও মেয়াদ ও সাক্ষী প্রভৃতির বারবরদারি প্রভৃতি দাখিল করিবেন ও ফেরত লইবেন। কোর্ট ফি বা নন্‌জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পের মূল্য কালেক্টারি হইতে আমার পক্ষ হইতে ফেরত লইবেন এবং তৎসংক্রান্ত যে কোন রসিদাদি দিতে হয় দিবেন।

দেওয়ানি, ফৌজদারী, কালেক্টরি প্রভৃতি যে কোন আদালতের ও কর্ম্মচারির সর্ব্বপ্রকার প্রকাশ্য নিলামে আমার হইয়া স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ করিবেন ও নিলামী টাকা আমানত করিবেন এবং নিলামী সার্টিফিকেট বাহির করাও সম্পত্তিতে দখল লওয়া প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করিতে হয় তৎসমুদয় করিবেন। লাটবন্দী প্রভৃতিতে আমার পক্ষে দস্তখত করিবেন এবং ফিস্ ও পণের টাকা দাখিল করিবেন ও বয়নামা লইবেন; নিলাম খরিদা সম্পত্তিতে দখল লইবেন ও দখলের রসীদ দিবেন। ডিক্রিজারির নিলামে খাস ডাকে খরিদ করিবার প্রার্থনা ও খাস ডাকে খরিদও পণের টাকা ডিক্রির পাওনা মুসমা পাইবার সর্ব্বপ্রকার প্রার্থনা আদি যাহা কিছু কর্ত্তব্য তৎসমুদায় করিবেন। ঈশ্বর না করুন, দৈবঘটনা বশতঃ আমার কোন সম্পত্তি যদ্যপি উক্ত কোন প্রকার নিলামে বিক্রয় হয়, তাহাদের উদ্ধার করিবার জন্য যে কোন কার্য্য করা আবশ্যক তাহা করিবেন বা আবশ্যক বোধে পণ ফাজিলের টাকা ফেরৎ লইবেন। ইন্‌কম ট্যাক্স ও লাইসেন্স ট্যাক্স ও রোডসেস, পবলিক ওয়ার্কসের বা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স সম্বন্ধীয় ষ্টেটমেণ্ট ও কাগজ ইত্যাদি আবশ্যক মত সত্যপাঠাদি সহ

দাখিল করিবেন ও তৎসংক্রান্ত দরখাস্ত ও আপীল আদি অপরাপর আবশ্যকীয় কার্য্য করিবেন। আমার প্রাপ্য সর্ব্বপ্রকার আমানতি টাকা রোবকারি রেকুইজিসন, মনিঅর্ডার, হুণ্ডী, ড্রাফ্‌ট্‌, চেক, সেভিংস ব্যাঙ্ক ও কোম্পানীর কাগজের সুদের টাকা আমার পক্ষে লইবার নিমিত্ত রসীদ লিখিয়া দিবেন ও ঐ সকল টাকা লইবেন। আমার অধীনস্থ পত্তনীদার দরপত্তনীদার প্রভৃতি ও খাতকদিগের নিকট আমার প্রাপ্য টাকা লইবেন ও রসিদ দিবেন। আমার উপরিতন ভূম্যধিকারী ও মহাজন বা অপর পাওনাদারদিগকে আমার দেয় সর্ব্বপ্রকারের টাকা দিবেন ও ঐ টাকা দিয়া রীতিমত রসিদ লইবেন বা তমসুক ইত্যাদিতে আমার দেনার টাকা না দিলে তাহার ওয়াশীল পাড়াইয়া দিবেন। যে কোন রেজিষ্টারী আফিসে রেজিষ্টারী জন্য সকল প্রকার দলিল দাখিল করিবেন। উইল ডিপজিট করিবেন ও আমার সম্পাদিত দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিয়া রেজিষ্টারী করাইয়া দিবেন এবং দলিল সম্পাদন স্বীকার বা তছদিকের নীচে আমার নাম আপন বকলমে দস্তখত করিবেন (১) আমার বরাবর অন্যের লিখিয়া দেওয়া দলিল দাখিল করিয়া সমন প্রভৃতির দরখাস্ত করিবেন ও আবশ্যক হইলে রেজিষ্টারি কার্য্যকারকের সমক্ষে দলিলের লিখিত টাকা লইবেন। সর্ব্বপ্রকার দলিল ও আদর্শের নকল লইবেন ও রেজিষ্ট্রী কর্ম্মচারীর আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবেন ও আপীলের দরখাস্তে সত্যপাঠ লিখিবেন এবং আমার হইয়া সহি করিবেন ও দলিলের কাট কুট আদির কৈফিয়ৎ লিখিবেন ও আমার হইয়া স্বাক্ষর করিবেন। রেজিষ্টারি অন্তে দলিল ফেরৎ লইবেন বা ফেরৎ লইবার জন্য বরাত রসিদ লিখিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতীত রেজিষ্টারি সম্বন্ধীয় যে কোন আবশ্যকীয় কার্য্য অথবা সর্ব্ববিষয়ে আইন ও নজির সঙ্গত যে কোন কার্য্য আমার পক্ষ হইতে করিবেন তৎসমুদায় আমার নিজকৃতের ন্যায় গণ্য হইবে এবং তদ্দ্বারা আমি বাধ্য হইব; এতদর্থে এই আমমোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১০ সাল তারিখ ২রা বৈশাখ।

---

(১) ইহার ষ্ট্যাম্প ৭৷৷০ টাকা তছদিক খরচা ৪৲ টাকা। ইহার নকল রেজিষ্ট্রী আফিসে থাকে না, সারমর্ম্ম মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। নকল রাখিবার আবশ্যক হইলে আরও ২৲ টাকা ফি (E fee) এবং বড় দলিলে পাত ফি (N fee) দিতে হয়।

(১৬১)

আম মোক্তারনামা।

(প্রকারান্তর।)

স্থচিপত্র।

(১)

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য আমমোক্তারনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের অধিকৃত ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানে আমার যে সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে বা ভবিষ্যতে হইবে, তৎসংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ শ্রী অমুক, অমুক ইত্যাদি পাঁচজনকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া নিম্নলিখিতরূপে ক্ষমতা প্রদান করিলাম উক্ত আমমোক্তারগণ বা তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ এই আমমোক্তারনামায় লিখিত ক্ষমতার বলে সকলে একত্র বা পৃথকরূপে আমার পক্ষে যে সকল কার্য্য করিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃতকার্য্যের ন্যায় গণ্য ও মঞ্জুর হইবে।

আমমোক্তারদিগের নাম। (২)

১। যে কোন প্রেসিডেন্সির যে কোন হাইকোর্ট বা চিফ কোর্ট যাহা স্থাপিত আছে বা ভবিষ্যতে হইবে, ঐ সকল বিচারালয়ের আদিম ও আপীল বিভাগে অথবা উক্ত হাইকোর্টের বা চিফ কোর্টের অধীন ডিষ্ট্রীক্ট সবডিষ্ট্রীক্ট সবডিভিজন ও চৌকী সমূহে সর্ব্ব প্রকার উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর দেওয়ানী ও ফৌজদারি কিম্বা অন্য কোনও আদলতে এবং ঐ সকল প্রেসিডেন্সির মধ্যে রেভিনিউ বোর্ডের

আদালত সমূহে মোকর্দ্দমা রুজু ও জবাব ইত্যাদি দিবার ক্ষমতার বিষয়।

(১) উক্ত রূপে সূচি পত্র লিখিয়া রাখিলে কোন পৃষ্ঠায় কোন্ বিষয় আছে তাহা জানিতে ক হয় না। সুচী শেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া কর্ত্তব্য।

(২) মোক্তার নামার পার্শ্বে এইরূপ বিষয়গুলি লাল কালিতে লিখিলে খুঁজিবার বিশেষ সুবিধা হয় এবং দেখিতেও বেশ পরিষ্কার দেখায়।

অধীন সর্ব্ব প্রকার রেভিনিউ কোর্টে বা কার্য্য বিভাগে অথবা আবগারি বা নিমক বিভাগের কাছারিতে আমার বিরুদ্ধে যে সকল সারেনাও বা আপীল বা মোৎফরকা রুজু আছে বা ভবিষ্যতে হইবে কিম্বা আমি কাহারও নামে কোন প্রকার মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছি বা করিব, বা কোন আপীল রুজু করিয়াছি বা করিব, বা কেহ আমার বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছে বা করিবে, ঐ সকল মোকর্দ্দমায় আমমোক্তারগণ বা তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ আমার পক্ষে তদ্বিরাদি করিবেন বা আমার পক্ষে আর্জ্জি অজুহাত, জবাব, বর্ণনাপত্র ও ডিক্রিজারি দরখাস্ত ইত্যাদি আমার নাম দস্তখতে আপন আপন ব-কলমে দাখিল ও এফিডেভিট ইত্যাদি করিবেন বা উকীলাদি নিযুক্তে উক্ত কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

উকীল এটর্ণি ও ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবার বিষয়।

২। আমার তরফে কোন মোকর্দ্দমায় উকীল, ব্যারিষ্টার, এটর্ণি কি সলিশিটার নিযুক্ত করা আবশ্যক হইলে তাহা নিযুক্ত করিতে ও ওয়ারেণ্টে আমার নাম আপন আপন বকলমে দস্তখত করিতে পারিবেন এবং আমার পক্ষ হইতে প্লেণ্ট বা রিটন্‌ষ্টেটমেণ্ট দাখিল করিতে বা এফিডেভিটাদি যে কোন কার্য্য করিতে বা রেজিষ্ট্রারের নিকট বিল ট্যাক্স ইত্যাদি করাইতে পারিবেন।

জষ্টিস্-অব-দি-পিস ও মিউনিসিপালিটি সংক্রান্ত কার্য্য সম্বন্ধে নিয়ম।

৩। ভারবর্ষের মধ্যে যে কোন জষ্টিস্-অব দি পীষ, মিউনিসিপ্যালিটী পঞ্চাইতের আফিস, কি সেল্‌ফ গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ আফিসে, কি কোন কমিশনার ও পঞ্চাইতগণের নিকট কি তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীর নিকট কি কোন প্রকার ট্যাক্স আফিসে অপর কোন আফিসে অথবা ঐ সমস্ত আফিসের এসেসর মেম্বার কমিশনার ও পঞ্চাইতগণের নিকট কি তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীর নিকট আমার বিরুদ্ধে কেহ কোন মোকর্দ্দমা উপস্থিত করে কিম্বা আমি কাহার নামে কোন মোকর্দ্দমা রুজু করি, তৎসম্বন্ধে যে কোন কার্য্য করা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিবেন।

৪। গভর্ণমেণ্ট ফৌজদারী বা দেওয়ানী যে কোন আদালত কি আফিস হইতে আমার নামে কোন পরওয়ানা, সমন, হুকুমনামা, বা নোটিশ জারি

হইলে আমার পক্ষে রসিদ দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ও তৎসংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

সমন নোটিশ ইত্যাদি গ্রহণের বিষয়।

৫। আমার জমিদারি ও তালুক ও সকর নিষ্কর কোন সম্পত্তির রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কসেস কি ইন্‌কম বা লাইসেন্স ট্যাক্স সম্বন্ধে কোন আদালতে কি আফিসে কোন কাগজ পত্র দাখিল কি ফরম ইত্যাদি পূর্ণ করিয়া দিতে হয় তবে আমার হইয়া ঐ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন অথবা উকীল বা মোক্তার নিযুক্ত দ্বারা তাহা করিবেন।

রোডসেস ও পাবলিক সেস ও ইনকম ট্যাক্স সংক্রান্ত কাগজ ইত্যাদি দাখিলের বিষয়।

৬। গভর্ণমেণ্টের অধান কোন শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ার কি সুপারভাইজার কি ওভারশিয়ার ইত্যাদির নিকট, অথবা তাঁহাদের আফিসে বাঁধ-বন্দী পুল-বন্দী, রাস্তা-বন্দী ও নদী ও জল প্রণালী কি জল ব্যবহার সম্বন্ধে আমার পক্ষে কোন দরখাস্ত কি কোন ষ্টেটমেণ্ট অথবা কৈফিয়ত দাখিল করিতে হয়, কিম্বা আমার তরফে কোন এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিতে হয়, তাহা আমার নাম দস্তখতে আপন সহি বকলমে করিতে পারিবেন ও সকল ইঞ্জিনীয়ারদিগের নিকটে কি তাঁহাদিগের আফিসে আবশ্যক মত গভর্ণমেণ্ট প্রমিসারী নোট কি নগদ টাকা দাখিল করিতে ও তাহা রসিদ দিয়া ফেরত লইতে পারিবেন।

বাঁধবন্দী, রাস্তাবন্দী, ইত্যাদির ইঞ্জিনীয়ার ও ও ভারসিয়ারদিগের নিকট কার্য্য সম্বন্ধে ক্ষমতার বিষয়।

৭। আমার নামে ব্যাঙ্কে বা ট্রেজারিতে বা আদালতে কোন জমা বা আমানতি টাকা থাকিলে তাহা রসিদ দিয়া ফেরত লইতে পারিবেন। অথবা আমার হইয়া যে কোন আদালতে যে কোন প্রকারের টাকা বা ফিজ দাখিল করিতে পারিবেন।

ব্যাঙ্ক ইত্যাদি হইতে টাকা বাহির করার বিষয়।

৮। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কি অপর কোন রেলওয়ে কিম্বা ট্রামওয়ে কোম্পানীর নিমিত্ত বা খাল খনন ইত্যাদির জন্ত অথবা গভর্ণমেণ্টের অন্য কোন প্রয়োজনার্থ আমার জমিদারি ও পত্তনি ইত্যাদি স্বত্ব যুক্ত তালুকের কি সকর নিষ্কর ভূম্যাদির অন্তর্গত কোন ভূমি গৃহীত হয়, তবে ঐ জমির আমার পক্ষে মূল্য ও কমপেনসেসন ধার্য্য করণ সম্বন্ধে দরখাস্ত ও তৎসংক্রান্ত সওয়াল জবাব ইত্যাদি

গভর্ণমেণ্ট কি কোন কোম্পানি কর্ত্তৃক ভূমি গ্রহণ ও তাহার কম্পেনসেসন লইবার ক্ষমতা।

সর্ব্ব প্রকার তদ্বির করিবেন এবং গৃহীত জমির মূল্য ও কমপেন্‌সেসনের টাকা আমার পক্ষ হইতে আমার নাম বকলম দস্তখতে রসিদ দিয়া লইবেন।

৯। এক্ষণে রাজা প্রজা সম্বন্ধীয় যে কোন আইন প্রচলিত আছে বা ভবিষ্যতে হইবে, তদনুসারে বাকি করের টাকা আদায়ের নিমিত্ত আমার অধিনস্থ কোন প্রজার জোতের ফসল ক্রোক ও বিক্রয় করা আবশ্যক হইলে আইন অনুসারে ক্রোক বিক্রয় করিয়া বাকি খাজনা আদায় করিতে যাহা কিছু করা আবশ্যক হইবে তৎসমুদয় করিতে পারিবেন

বাকী কর আদায়ের নিমিত্ত প্রজার ফসল ইত্যাদি ক্রোক ও তৎ-সংক্রান্ত বিষয়।

১০। দেওয়ানী, ফৌজদারী, রেভিনিউ, আবগারি বা মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত আইনানুসারে আমার জমিদারি, ও তালুকে ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমি যে কোন কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বাধ্য আছি তা উক্ত আমমোক্তারগণ কি তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ আমার সদৃশ কার্য্য করিতে পারিবেন।

আইনানুসারে কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহের বিষয়।

১১। আমার পক্ষে সন ১৮১৯ সালের ৮ আইন অনুসারে বাকি খাজনা আদায় জন্য পত্তনি নিলামের দরখাস্ত করিতে, পত্তনি মহল নিলাম করাইতে ও বাকী আদায় করিতে পারিবেন। কোন পত্তনিদার নিলাম রক্ষার্থ টাকা দিলে তাহা রসিদ দিয়া লইতে পারিবেন অথবা আমার দেয় পত্তনি মহলের টাকা আমানত করিতে পারিবেন। কি আমি অষ্টম কানুনের নালিশী কোন মহলের পত্তনিদার হইলে অথবা আমি দরপত্তনিদার হইলে আমার দরপত্তনি স্বত্ব রক্ষার্থ অষ্টম কানুনের বাকি গরবি সুরত আমানত করিতে পারিবেন ও আমমোক্তারগণ কি তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ ঐ অষ্টম কানুন সম্বন্ধে আমার নাম আপন বকলমে দস্তখত করিয়া যে কোন দরখাস্ত ও শওয়াল জবাব করা আবশ্যক তাহা করিবেন ও অষ্টম কানুন সংক্রান্ত কালেক্টর সাহেবের বিরুদ্ধে কমিশনর সাহেবের নিকট কি রেভিনিউবোর্ডে কোন দরখাস্ত কি আপীল দাখিল করিতে হয় তাহা করিতে পারিবেন। আর উপরোক্ত অষ্টম কানুনের নিলামে বা অপর যে কোন নিলামে কোন পত্তনি মহাল বা অপর কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি আমার নামে নিলাম খরিদ

সন ১৮১৯,৮ আইন সংক্রান্ত দরখাস্ত ও পত্তনি তালুক বা যে কোন নিলাম বিক্রয় ও তৎসংক্রান্ত আপত্তি ইত্যাদির বিষয়।

করিতেও নিলামী ফিস্ ও পনের টাকা দাখিল করিতে পারিবেন এবং জমিদার সরকারে নাম খারিজ ও দাখিলের ফিস্ দাখিল করিয়া সাবেক পত্তনিদারের নাম খারিজে আমার নাম জারি করাইতে ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করিতে পারিবেন।

১২। যে কোন আদালতে অথবা রাজকীয় কর্ম্মচারীগণের সমীপে বা কোন রাজসরকারের কোন জমিদারী তালুক কি সকর নিষ্কর ভূম্যাদি কি কোন অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম হইলে আমমোক্তারগণের মধ্যে যে কেহ আমার পক্ষে আমার নামে ঐ সম্পত্তি খরিদ করিতে ও আমার নাম দস্তখতে আপন বকলমে সেল ফিস্ ও পণের টাকা দাখিল করিয়া আমার নামে নিলাম খরিদের সার্টিফিকেট লইতে পারিবেন।

ডিক্রিজারিসংক্রান্ত নিলামে জমিদারী ও তালুক ইত্যাদি খরিদ ও সার্টিফিকেট গ্রহণের বিষয়।

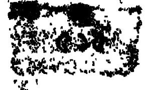
১৩। সারভে সংক্রান্ত কালেক্টর কি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি ডেপুটি কালেক্টর কি সব্ডেপুটি কিম্বা কানুনগো কি সেরেস্তাদার কি পেশকার কি আমীন প্রভৃতি হাকিম বা আমলাগণের নিকট আমার তরফে আমমোক্তারগণের মধ্যে যে কেহ হাজির থাকিয়া কোন মহালের কি ভূম্যাদির জরিপ ও সীমাবন্দী করাইয়া দিতে পারিবেন বা তৎসম্বন্ধে যে কোন কার্য্য করা আবশ্যক তাহা করিতে পারিবেন।

সারভে সংক্রান্ত সীমা বন্দির জরিপ ও তৎসংক্রান্ত মোকর্দ্দমা ইত্যাদির বিষয়।

১৪। সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের বিধান মতে সরকারী রাজস্ব বাকির নিলাম হইতে রক্ষা করিবার জন্য কালেক্টারি আদালতে সাধারণ কি বিশেষ রেজিষ্টারি করা প্রয়োজন হইলে আমমোক্তার গণের মধ্যে যে কেহ আমার নাম দস্তখতে আপন বকলমে সাধারণ বা বিশেষ রেজিষ্টারি জন্য দরখাস্ত ও দলিল আদি এবং রেজিষ্টারি ফিসের টাকা দাখিল করিতে পারিবেন। কিম্বা ঐ দরখাস্ত দলিল ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করিতে পারিবেন।

রাজস্ব সংক্রান্ত সন ১৮৯৯। ১১ আইন মতে পত্তনি ইত্যাদি সাধারণ ও বিশেষ রেজেষ্টারি করণ বিষয়।

১৫। কালেক্টারি তৌজিভুক্ত কোন মহলের কিংবা মহলের অংশ অথবা কোন ভূম্যাদিতে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের বিধান মতে আমার নাম



উক্ত আইনের মতে নাম খারিজ দাখিল ও এজমালি জমিদারির পৃথক হিসাব ও ৭ আইন মতে রেজেষ্টারি করণের বিষয়।

খারিজ দাখিল করা অথবা ঐ আইনের বিধান মতে আমার নামে কোন অংশের পৃথক হিসাব রাখাইবার ও ১৮৭৬ সালের ৭ আইন মতে আমার নাম রেজিষ্টারি করা আবশ্যক হইলে মোক্তারগণের মধ্যে যে কেহ আমার নাম আপন বকলমে দস্তখৎ করিয়া কালেক্টারিতে তৎসম্বন্ধে দরখাস্ত ও দলিল দস্তাবেজ ও ফিসের টাকা দাখিল করিতে কিম্বা ঐ সকল কার্য্য করিবার যে কোন অনুষ্ঠান আবশ্যক তাহা করিবেন।

সাধারণের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দলিল দস্তাবেজ রেজিষ্টারি করণের ক্ষমতার বিষয়।

১৬। আমি কোন ব্যক্তিকে কোবালা, বয়নামা, পাট্টা, কবুলতি একরার রসিদ জামিননামা, তমস্থক, বন্ধকী তমস্থক, দানপত্র, কি অন্য কোন প্রকার দলিল লিখিত পঠিত পূর্ব্বক খালি দস্তখত বা দস্তখত মোহর করিয়া দিলে আমমোক্তারগণের মধ্যে যে কেহ ঐ সকল দলিল কলিকাতার রেজিষ্টারি আফিসে কিম্বা যেকোন ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্টারি অথবা সব্ রেজিষ্টারি আফিসে দাখিল করিয়া রেজিষ্ট্রার বা সবরেজিষ্ট্রারের সম্মুখে আমার দস্তখত বা দস্তখত মোহর স্বীকারপূর্ব্বক রেজিষ্টারি করাইয়া দিবেন ও ঐ সকল দলিলের পৃষ্ঠ লিপিতে (endorsement) আপন বকলমে আমার নাম দস্তখত করিবেন ও রসিদ দিয়া উক্ত দলিল ওয়াপস লইতে পারিবেন এবং অপর কোন ব্যক্তি আমার নামে কোন দলিল রেজিষ্টারি করিয়া দিলে তাহা রসিদ দিয়া লইতে পারিবেন অথবা কেহ আমার স্বাপক্ষে দলিল সম্পাদন করিয়া রেজিষ্টারি না করিয়া দিলে তাহা আমার পক্ষ হইতে উপরোক্ত রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিয়া তাহার নামে সমন ইত্যাদি জারির দ্বারা উপস্থিত করাইয়া রেজিষ্টারি করাইয়া লইবেন কিম্বা আবশ্যক হইলে কোন রেজিষ্ট্রী নামঞ্জুরের আদেশের নকল লইয়া ডিষ্ট্রীক্ট আফিসে আপীল দায়ের করিতে অথবা ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রারের হুকুমের বিরুদ্ধে দেওয়ানিতে মোকর্দ্দমা রুজু করিতে বা তৎসংক্রান্ত যে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন এবং যে কোন রেজিষ্টারি অফিসে আমার তরফে দরখাস্ত ও সওয়াল জবাব ইত্যাদি করিতে বা আবশ্যক মতে টাকা বা কোন দলিল পত্র আমানত ও রসিদ দিয়া সে সমস্ত ওয়াপস লইতে পারিবেন।

১৭। যে কোন রেলওয়েতে আমার পক্ষ হইতে টাকা কি কোম্পানির কাগজ কি হস্তান্তর যোগ্য কোন শেয়ারের কাগজ ইত্যাদি আমানত করিতে কি রেলওয়ে অফিসারের কোন কার্য্যকারকের নিকটে রসিদ দিয়া ওয়াপস লইতে এবং ঐ সকল রেলওয়ের কোন ষ্টেশনে আমার নামে মাল ও জিনিষপত্র আমদানি হইলে তাহাও আমার নাম দস্তখতে আপন বকলমে রসিদ দিয়া লইতে পারিবেন।

রেলওয়ে সংক্রান্ত কার্য্যের বিষয়।

১৮। শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারতেশ্বরের সহিত সন্ধি-বদ্ধ কোন রাজ্য মধ্যে কোন আদালতে কিম্বা ঐ সন্ধি-বদ্ধ রাজ্যে শ্রীযুক্ত ভারতেশ্বরের যে রেসিডেণ্ট বা পলিটীকেল এজেণ্ট আছেন আমি তাঁহাদের নিকট কাহারও নামে নালিশ রুজু করি কিম্বা অপর কেহ আমার নামে নালিশ রুজু করে তবে ঐ মোকর্দ্দমার আমমোক্তারমধ্যে যে কেহ উপস্থিত হইয়া আমার নাম দস্তখতে আপন বকলমে আর্জ্জি, জবাব, বর্ণনাপত্র ও অন্যান্য দরখাস্ত ও দলিল ও দস্তাবেজ আদি দাখিল এবং টাকা আমানত করিতে পারিবেন ও কোন ব্যারিষ্টার কি এটর্ণি কি উকীল বা মোক্তার নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের নামে নাম দস্তখতে আপন বকলমে ক্ষমতা পত্র কি ওকালতনামা কি মোক্তারনামা লিখিয়া দিতে পারিবেন ও রসিদ দিয়া দলিলাদি কি আমানতি টাকা ফেরত লইবেন।

সন্ধি-বদ্ধ রাজার আদালতে কি রেসিডেণ্টের আফিস সংক্রান্ত কার্য্য সম্বন্ধে।

১৯। ঈশ্বর করুন আমার কোন সম্পত্তি যদি খাজনা দিবার শৈথিল্য বা অংশীদারদিগের ছলনায় বা কৌশলে দৈব ঘটনায় নিলাম হইয়া যায় তাহা হইলে উপযুক্ত আদালতে নালিশ দ্বারা সেই সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে যে সমস্ত কার্য্য করিতে হয় আমমোক্তারগণ তৎসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য করিবেন।

বিক্রীত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিবার ক্ষমতা।

২০। আমার নামে যে সমস্ত কোম্পানীর কাগজ আছে তাহার সুদ বাহির করিবার জন্য বেঙ্গল ব্যাঙ্কে বা স্থানীয় কালেক্টারিতে কাগজ দাখিল করিয়া সুদের চেক লইয়া তাঁহাতে আমার নামে আপনাপন বকলমে দস্তখত করিয়া সুদের টাকা গ্রহণ করিবেন এবং ব্যাঙ্ক বা কালেক্টারি হইতে কোম্পানির কাগজ ফেরত লইবেন।

কোম্পানীর কাগজের সুদ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা।

২১। ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সবপোষ্ট আফিস কি হেড পোষ্ট আফিস কি জেনারেল পোষ্ট আফিস কি যে কোন পোষ্টাফিসে আমার নামে টাকা জমা দিতে, কি জমার টাকা আবশ্যক মত বাহির করিতে কি পাশবুক দাখিল করিতে ও ফেরৎ লইতে এবং আমার নামে যে সকল চিঠি পত্র কি পার্শ্বেল কি রেজিষ্টারি চিঠি পত্র বা মনি অর্ডার আদি আসিবে, তাহা আমার নাম দস্তখতে আপনাপন বকলমে উক্ত আমমোক্তারগণের মধ্যে যে কেহ গ্রহণ করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত পোষ্টাফিস সংক্রান্ত যখন যে কোন কার্য্য করিবার আবশ্যক হইবে তাহা উক্ত আমমোক্তারগণ সকলে কি উহাদের মধ্যে যে কেহ করিতে পারিবেন।

পোষ্ট আফিস সংক্রান্ত কার্য্যের বিষয়।

২২ কলিকাতায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাঙ্কে আমার কোম্পানির কাগজ ডিপজিট আছে, তৎসমুদায়ের বা কারেণ্ট বা ফিক্সড্ ডিপজিট প্রভৃতিতে যে সমস্ত টাকা জমা আছে তাহার সুদ আমার নাম আপনাপন বকলম দস্তখতে লইতে পারিবেন বা আমার নামে টাকা বা কোম্পানিব কাগজ ডিপজিট দিতে পারিবেন। কোন কেম্পানির বা ব্যাঙ্কের সেয়ারে সুদ বাহির করিতে বা আবশ্যক মত তাহা বিক্রয় ইত্যাদি করিতে হইলে আমার স্বাক্ষর মতে তাহা করিতে পারিবেন।

ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা।

২৩। আমার নিজ নামে বা আমার আফিসের নামে ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান প্রভৃতি যে কোন দেশ হইতে যে সমস্ত মালপত্র বা ফারনিচার ইত্যাদি আসবাবাদি আসিবে তাহার ডেলিভারি লইতে যে সমস্ত কার্য্য করিতে হয় বা যে সকল রসিদ পত্র দাখিল বা সহি করিতে হয় তাহা করিবেন এবং কোন ডেমারেজ ইত্যাদি যাহা দিতে হয় বা টাকা কড়ি ডিপজিট করিতে হয় তাহা করিবেন।

কষ্টম সম্বন্ধে কাযা।

২৪। আমার স্বনামী বেনামী যে সমস্ত কারবার বাণিজ্য ব্যবসায় বা আড়ত ইত্যাদি আছে তাহার তত্ত্বাবধান বা মালপত্র খরিদ বিক্রয় সম্বন্ধে যে কোন কার্য্য বা দেনাদার বা খাতকের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় বা আদায় করিবার জন্য নালিশাদি যে কোন কার্য্য করিতে হয় তাহা করিবেন। যে কোন হাউস বা ফারম

ব্যবসায় ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্য্য।

হইতে মালপত্র সাধারণতঃ আসিয়া থাকে আবশ্যক মতে তাহাদের সহিত হিসাব নিকাশ বা আমার হইয়া তাহাদিগকে কোন রসিদাদি দিতে হইলে দিবেন। এতদর্থে আপন খুসিতে সন ১৮৯৫ সালের ২৪শে মে তারিখের আম-মোক্তারনামা রহিত করিয়া এই আমমোক্তারনামা লিখিয়া দিতেছি। এই আম-মোক্তারনামা ব্যতীত অপর কোন আমমোক্তারনামার বলে কেহ কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। ইতি সন ১৩০৩ সাল ১৬ ফাল্গুন। (১)

(১৬২)

আমমোক্তারনামা।

লিখিতং শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস পিতার নাম ৺বিনোদবিহারী দাস সাকিম ফরেস-ডাঙ্গা, জাতি নাপিত, পেশা তালুকদারী। কস্য মোক্তারনামা পত্রমিদং কার্য্য-ঞ্চাগে। আমি ১৮৯৮ সালে মহাশয়ের নিকট ৫৫৫০৲ টাকা শতকরা ১৲ টাকা সুদে কৰ্জ্জ লইয়াছিলাম। সেই টাকা মায় সুদে অদ্য হিসাব মোকাবিলায় ১০,০০০৲ টাকা হইয়াছে। সম্পত্তি বিক্রয় ভিন্ন উক্ত টাকা পরিশোধের অন্য উপায় না থাকায় এবং ভবিষ্যতে অন্য দেনার জন্য সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা থাকায় অদ্য নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত বন্ধকী সম্পত্তি ব্যতীত আর এক বন্দ নিম্নলিখিত চৌহদ্দি অনুযায়ী সম্পত্তি সহ আপনাকে বিক্রয় করিবার সম্মতি জ্ঞাপক এই আমমোক্তারনামা লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে আপনি আমার হইয়া ঐ সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পণের টাকা যাহা পাইবেন তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিবেন তাহাতে আমার বা আমার স্থলাভিষিক্ত এসাইনী বা অন্য কাহারও কোন আপত্তি চলিবে না। এই সম্পত্তি আপনি যাহাকে বিক্রয় করিবেন আমি স্বয়ং তাহাকে বিক্রয় করিবার ন্যায় তাহা বলবৎ ও কার্য্যকর হইবে এবং আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য আমায় স্বীয় কৃতকার্য্যের ন্যায় গণ্য হইবে। এতদর্থে আমার নিকট আপনার প্রাপ্য ১০,০০০৲ টাকা পণ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয় সর্ত্ত সম্বলিত এই মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি (২)

তপসীল সম্পত্তি।

---

(১) ষ্ট্যাম্প আইনের ৪৮ (ঘ) ধারা মতে ইহার ষ্ট্যাম্প ৭॥০ টাকা। তহুদিক খরচা (L. Fee) ৪৲ টাকা।

(২) ৪৮ (চ) ধারা মতে ইহার ষ্ট্যাম্প কোবালার জন্য ১০০৲ টাকা দিতে হইবে।

(১৬৩)

রহিত করণাযোগ্য মোক্তারনামা।

(Irrevocable Power of Attorney.)

আমি (অমুকের পুত্র অমুক ইত্যাদি) এতদ্বারা প্রকাশ ও পরিজ্ঞাপন করিতেছি যে আমি আমার মাতামহ ৺ * * কের ত্যজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হইতেছি এবং তন্মধ্যে মহামান্য হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত * * মহাশয়ের অভিমত (opinion) গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আমার মাতুল মহাশয়েরা সে কথায় কর্ণপাত না করায় এবং আমার অর্থাভাব জন্য এ পর্য্যন্ত উপযুক্ত আদালতে নালিশ রুজু করিয়া আমার প্রাপ্যাংশ আদায় করিবার কোন চেষ্টা করিতে পারি নাই। এক্ষণে কলিকাতা শ্যামবাজার ১৩নং রাধানাথ হালদারের লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র জাতি ব্রাহ্মণ পেশা বিষয়ভোগী আপনি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে অর্থসাহায্যদ্বারা মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া উক্ত সম্পত্তি পাইবার সুযোগ করিয়া দেওয়ায় আপনার সাহায্যে সম্পত্তি পাইলে আপনি স্বীয় পারিশ্রমিক ইত্যাদির জন্য যাহা পাইবেন তাহার জন্য একটী এগ্রিমেণ্ট লেখাপড়াও রেজিষ্ট্রী হইয়াছে এবং সেই একরারের সর্ত্তে আপনি উক্ত মোকর্দ্দমায় (হাইকোর্ট আদিম বিভাগের ১৮৯৮ সালের ৫৫৭ নং মোকর্দ্দমা) পক্ষ ভুক্ত হইয়াছেন, এক্ষণে আমি এই মোক্তারনামা দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আপনি উক্ত মোকর্দ্দমা আমার স্বরূপে আপনার অভিপ্রায় মত চালাইবেন। আমার নাম আপন বকলম স্বাক্ষর করিয়া মোক্তার উকিল এটর্ণি কৌন্সলি প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া মোকর্দ্দমা ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য চালাইবেন। ইচ্ছামত মোকর্দ্দমা মীমাংসা করিতে, তুলিয়া লইতে বা অপর যে কোন কার্য্য করিতে হয় তাহাতে আপনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিল। ঈশ্বর না করুন যদ্যপি দৈবঘটনায় আমরা মোকর্দ্দমা হারিয়াই যাই তাহা হইলে আপনি আমার হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমায় আপীল হাইকোর্ট ও প্রিভি কৌন্সিলে চালাইবেন। তাহার জন্য যে কিছু খরচপত্র হয় আপনি দিবেন এবং মোকর্দ্দমায় জয়লাভ হইলে খরচপত্র বাদে এবং একরার সর্ত্তানুসারে আপনার যাহা প্রাপ্য হয় তাহা বাদে যাহা থাকে আমাকে বুঝাইয়া দিবেন। মোকর্দ্দমার সমস্ত

যাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত এই মোক্তারনামা রহিত করিতে পারিব না বা করিলেও তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইবে না এবং আপনি তাহাতে কোন ক্রমে বাধ্য হইবেন না। ইতি * * * * (১)

(১৬৪)

GENERAL POWER-OF-ATTORNEY *

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that I, A. B. at Present residing at No. * * Road in Calcutta son of C. D. deceased Mahomedan, landholder, have nominated constituted and appointed and do hereby nominate constitute and appoint and in my place and stead put and depute * * son of * * of No. * Road in the Suburbs of the town of Calcutta. Mahamedan, landholder and * * son of * * by caste, Brahmin, Zamindar, to be my true and lawful attorney for me and in my name, as my said attorney shall think pro-

---

(১) ইহা ৭॥০ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হইবে। রেজিষ্টারির জন্য E ফি দুই টাকা। ইহাতে রেজিষ্টারি ক্ষমতাও দেওয়া যায়। তাহা হইলে পি ফি লইতে হইবে।

* The stamp duty of general power is Rs, 7/8 Five attorneys can be appointed in a general power. For evary attorney beyond five, an additional stamp duty of one rupoe eight annas is payable, See Art 48 of the Indian Stamp Act.

* This power is to be signed before the registering Officer. It is compulsory to write the additions of the principals and the attorneys L fee of Rs 4 is payable for authentication, No copy of a power is kept in registration office, but an abstract is made. If any body desires he can have the power registered also and copied in the register book on payment of an additional fee of two rupees under article E of the fee table, "N" fee is also payable at the rate of 8 annas per page if the document exeeds two pages.

per and for my own use and benefit to do all the following acts and things.

1. To commence any action or other legal proceeding in any court of Justice for the recovery of any debt or sum of money, right, title, interest, property, matter or thing whatsoever now due or payable or to become due or payable or in anywise belonging to me or conceived to be so by any means on my account whatsoever in the same action or proceeding and all other actions or proceedings now pending, to prosecute or to discontinue or adjust or compromise as my said attorney shall see cause or be advised.

2. For me and on my behalf to defend all actions, suits proceedings. applications or appeal that are now pending or may hereafter be brought, instituted or made against me in such manner as my said attorney shall think fit.

3. To prefer any appeal to any proper Court against any judgment given aginst me in any decree or order made in any of the said suit or suits actions proceeedings or applications and to prosecute or discontinue. adjust or settle the same as to my said attorney shall be deemed proper.

4. That the attorney for the purposes aforesaid to retain pleaders, vakeels, attorneys, counsels, and other legal practitioners as my said attorney shall think fit and shall sign and execute all retainers, vakalutnamas, warrants, plaints, written statements tabular statements petitions, memorandum and all other papers and documents as may be necessary to be signed and as my said attorney shall think fit and also shall verify the same when occasion shall arise.

5. To appear before any Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other registering officers and to present for registration any deed or document already executed or that may hereafter be executed by me and to admit the execution of such document or documents and otherwise to do all acts deeds matters and things and get the said deed or document registered in the form of law.

6. And I do hereby ratify and confirm and agree at all times during continuance of these presents to ratifiy and confirm whatever my said attorney shall lawfuly do or cause to be done in and about the premises aforesaid by virtue hereof. In witness whereof the said A. B. hath hereunto set and subscribed his hand and seal dated this 13th February One thousand nine hundred and eight.

(১৬৫)

SPECIAL POWER,

(FOR THE REGISTRATION OF A DOCUMNT)

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS shall come I ** son of ** by caste * * by occupation * * residing at No. * in the town of Calcutta send greeting whereas I have executed a Kabulyat in favour of His Highness Sriram Chundra Bhanj Dev, Chief of Mourbhunj on the * day of 1908 in respect of * mans of land forming Block No * Plot No. * Moujah * Purgana * situate in the Betnati Sanitary Settlement in the State of Mourbhunj, and whereas not being able to attend personally before the Registering officer at Baripada for the purpose of admitting execution of the said Kabulyat it has become necessary for me to appoint an

attorney for the purpose of admitting execution as aforesaid. Now Know ye that I the said * have nominated, constituted and appointed * * son of * * of 86/2 Harrison Road Calcutta by caste * by occupation * * my true and lawful attorney for me • in my name and on my behalf to present the said Kabulyat for rgistration before the proper Registering officer at Baripada and on my behalf to admit execution of the said kabulyat by me. In witness whereof I the said * * have hereunto set and subscribed my hand and seal this * day of 1908. Signed in the presence of the Sub-Registrar of * * †

(১৬৬)

SPECIAL POWER

(For the Institution of suit)

KNOWN ALL MEN BY THESE PRESENTS that I Pyari Mohon Halder son of late Umacharan Halder of 151 Balaram Dey's Street in the town of Calcutta by caste Brahman by occupation Head Clerk Municipal office Calcutta do hereby nominate constitute and appoint Mr. A. J. Apcar of Chinsurah as my lawful agent and attorney and do also hereby authorise and empower the said attorney to institute on my behalf a suit in the court of the first Subordinate Judge of District Hoogly against Masammat Suburannessa Bibi widow of the latc Moulavi Hedayet Ali of Chinsurah for the

---

† This shou'd be written upon stamp-paper of twelve annas only, A fee of two ruppees is payable under article L.

recovery of the sum of Rs. 10,000 as principal lent and advanced to the said Mosammat Suburannessa by deed of mortgage duly registered by her, together with Rs, 2000 as interest due accrued and owing to the same deed of mortgage by the lawful terms of the same and that the said attorney shall do and perform all sorts of works &c. on my behalf as shall be necessary for the institution of the said suit and shall also conduct the same by nominating and appointing pleaders &c and shall also compromise or withdraw the said suit if necessary and the said attorney is hereby authorized also to file any application, vakalatnama or any other document or petition application as may be necessary by signing my name by his pen and shall also do such act or acts which shall be required for the execution of decree, when a decree is obtained in my favour.

The attorney is fully authorized to realize all the money or monies either by private arrangement or after the sale of the mortgaged property by an order of the Court and to sign or grant any receipt in full or in partial discharge of the judgment debtors responsibility by signing my name by his pen.

I do hereby ratify and confirm and agree to confirm at all times whichever my said attorney shall lawfully do or cause to be done in about the said money, suit and decree and the realization of the said amount which may be due to me in virtue thereof.

In witness hereof I hereunto subscribe my name and seal on this the * day of * 1908.

1. (a) Authentication of a power of attorney purporting to come from two persons jointly.	It should be executed by both the principals.
(b) Do Do jointly and severally	Authentication would be invalid as regards a joint action if one of them fails to appear but can be, made when one appears and executes the power.
(c) Do Do who are exempted by law from personal appearance in court both jointly and severally.	The decision on point (a) and (b) as the case may be will apply. (Cir No. 4 for 1912.)

2. Where a power of attorney is in favour of more than one person in respect of more than one class of transactions the instrument must be held to relate to distinct matters in so for as the classes of transactions are distributed between the donees of the powers so that they all have not the the power to act in every class (Cir No b for 1912.)

3. A power of attorney executed jointly by a number of persons empowers the agent to perform on behalf of the executants certain acts in respect of which their interests are separate and distinct is an instrument composing or relating to several distinct matters under sec 5 of Indian stamp Act and requires under Article 48 of schedule I as

many stamps as there are separate and distinct powers given under it.

The High Court agree with the board that an instrument containing a general power of attorney conferred by each of the parties by whom or on whose behalf it is executed, requires a saparate stamp in respect of each power (Board's Circular order No 8 of december 1885) See psge 213 24 of the Bengal Stamp Manual 1911.

4. (a) A power containing authority to execute a docu'-ment and also to present it for registration, does not requireto be authenticated under the law ; such a power shall not be authenticated but may be registered at the desire of the parties.

(b) A power containing an authority to present a document for registration' i'e where the principal executes and the attorney presents, and the two persons are different the power must be authenticated.

(c) Where a general power gives among several powers a power to present documents executed by the principal for registration on behalf of the principal, it must be authenticated as a whole because of this authority to present.

Where a power to execute and present a document on behalf of the principal has however been authenticated, registering officers need not refer to it in their endorsements when the document is presented for registration, as they are only concerned with the executant who in such casses presents documents and they all have no occasion to refer to what



power he holds that being left to the claimant of the document to satisfy himself about (Cir No 5 for 1904.)

হ্যাণ্ডনোট।

Schedule 1 Act 49.

(মন্তব্য)

প্রমিসরি নোটকে সাধারণতঃ হ্যাণ্ডনোট বলিয়া থাকে। হ্যাণ্ডনোটে সাক্ষ্য থাকা চলে না, তবে (order) কথা থাকিলে অর্থাৎ আপনার আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মায় সুদ সমস্ত টাকা দিব লেখা থাকিলে সে হ্যাণ্ডনোটে সাক্ষী থাকিতে পারে। আজকাল এইরূপ হ্যাণ্ডনোটের প্রচলন এত বেশী যে তমসুক লেখা পড়া খুব কমিয়া গিয়াছে। কর্জ্জ লইলাম এ কথা হ্যাণ্ডনোটে থাকিতে পারে না। ইহা কেবল টাকা প্রদান করিবার অঙ্গীকার। কর্জ্জের কথা কেবলমাত্র তমসুকে থাকিবে। তমসুকে ও হ্যাণ্ডনোটে বিভিন্নতা জানিবার জন্য I. L. R. 29 Bom. 82 পাঠ করুন।

(১৬৬)

হ্যাণ্ডনোট। (Hand note)

আমি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ঘোষ (১) মহাশয়ের নিকট নগদ ২০০৲ টাকা লইয়া এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে তিনি বা তাঁহার আদেশ মত যে কেহ চাহিবামাত্র অদ্য হইতে আদায় পর্য্যন্ত বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা হিসাবে সুদ সহ পরিশোধ করিব, ইতি সন ১৮৯৬ সাল ২রা ফেব্রুয়ারি।

শ্রীব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাং দেবানন্দপুর। (২)

---

(১) অমুক গ্রাম নিবাসী অমুকের পুত্র অমুক এবং তাঁহার জাতি পেষা লিখিলেও কোন দোষ হয় না।

(২) ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত এক আনার ডাক ষ্ট্যাম্পে হ্যাণ্ডনোট লেখাপড়া হয়। ২৫০৲ টাকা ঊর্দ্ধ ১০০০৲ পর্য্যন্ত ৵০ দুই আনা তদূর্দ্ধ চারি আনা চাহিবা মাত্র টাকা না দেয় হইলে ১৩ নং Bill of Exchangeএর তুল্য মাশুল। ষ্ট্যাম্পের উপর সহি করা কর্ত্তব্য হ্যাণ্ডনোটে সাক্ষী থাকিতে পারে না বা লেখকের নাম থাকিবে না। সাক্ষী থাকিলে তাহাতে তমসুকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

তামাদি। যে দিন টাকা ধার দেওয়া যায়, সেই দিন হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে। তবে হ্যাণ্ডনোটে ওয়াশীল দিলে সেই ওয়াশীলের তারিখ হইতে আবার ৩ বৎসর।

(১৬৭)

হ্যাণ্ডনোট। (On demand note.)

চাহিবামাত্র আমরা পৃথক বা একত্রভাবে শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়কে বা তাঁহার আদেশ ও অর্ডার মতে তাঁহাকে বা তাঁহার ওয়ারীশ বা স্থলাভিষিক্ত বা মনোনীত যে কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট প্রাপ্ত নিম্নের জায় মত ২০০৲ টাকা বার্ষিক শতকরা ৮৲ টাকা হিসাবে সুদ সহ প্রত্যর্পণ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ ও বাধ্য হইলাম। ইতি তারিখ————

শ্রী * * *

শ্রী * * *

জায় তপশীল

ভি, ১৩।৩০৫৭০ একেকেতা ১০০৲

খুচরা নোট দশকেতা ১০০৲

মোট দুইশত টাকা মাত্র ২০০৲ টাকা।

শ্রী * * *

শ্রী * * *

(১৬৭)

প্রমিসারি নোট। (Promissory Note)

অদ্য হইতে ছয় মাস পরে আমি (অর্থাৎ নিম্ন স্বাক্ষরকারী) শ্রীযুক্ত বাবু ————————————নিকট হইতে প্রাপ্ত ১০০০৲ টাকা মায় বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা হিসাবে সুদ সহ প্রত্যর্পণ করিতে বা তাঁহার আদেশ মত ইহার পৃষ্ঠ লিপিক্রমে (endorsment) ও অনুজ্ঞা (order) মত যে কোন ব্যক্তিকে দিতে বাধ্য রহিলাম ইতি।

শ্রী * * *

(১৬৮)

ON DEMAND NOTE.

On Demand I promise to pay to Babu
or order, the sum of Rs. bearing interest at the rate of
per cent per annum, for value received in cash.

(Signature.)

(১৬৯)

ON DEMAND JOINT NOTE.

On demand we jointly or severally promise to pay to or order, the sum of Rupees only, with interest thereon at the rate of per cent per mensem, for value received as per memo of cosideratiou given below,

(Signature.)

Memo of consideration.

V

Govt. Currency Note No——00599···Rs 1000

13

(Signatures.)

(১৭০)

PROMISSORY NOTE.

Six months after date I promise to pay to Messrs. G, F, Co, of 19. street or order the sum of Rs. only, with interest at the rate of per cent per annum, for value received by pieces government currency notes for Rs. numbering. (1) * * *

(Signature)

(১৭১)

হাণ্ডনোট (রিনিউ করা)।

মহামহিম লিখিতং

শ্রী * * ইত্যাদি শ্রী * * ইত্যাদি।

আমি সন ১৯১২ সালের ৮ই জানুয়ারী মাসে আপনার নাম বরাবর এবং আপনাকে বা আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে শায় শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা

(1) Where hundi stamps are not available, ordinary nonjudicial stamps will do,

হিসাবে সুদ সহ ২৫০৲ টাকা দিবার অঙ্গীকারে একবেতা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়াছিলাম। তাহার সময় অতীত হইয়া যাইতেছে বলিয়া সেই ২৫০৲ টাকা আসল এবং তাহার এ পর্য্যন্ত ৩৬ মাসের সুদ মোট ৯০৲ টাকা একুনে ৩৪০ টাকা উক্ত রূপ বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা হিসাবে দিবার অঙ্গীকারে এই হ্যাণ্ডনোট রিনিউ করিয়া দিলাম। ইতি

(১৭২)

RENEWAL OF HANDNOTE.

On demand I promise to pay to Mr. or order, the sum of Rs,—with interest thereon at 12 per cent per anum. The value being the consideration of a hand note previously executed in his favour on the 9th day of January 1913.

রসিদ। (Receipt)

Art. 53 Schedule 1.

(মন্তব্য।)

কুড়ি টাকার উপর হইলে ✓০ আনার ডাক ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। ষ্ট্যাম্প ফাকি দিলে তাঁহার ২০০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইয়া থাকে।

(১৭৩)

রসিদ পত্র। (Receipt)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র সরকার, জাহানাবাদের প্রথম কোর্টের

সদর মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত সাং বাসুদেবপুর, ষ্টেশন জাহানাবাদ, কস্য রসিদ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। মহাশয়ের ফরমাইস মত সোণার চন্দ্রহার ও চুড়ি

প্রস্তুত করিবার জন্য অদ্য অগ্রিম স্বরূপে আপনার নিকট ১ কেতা ভি ১৮।২৭০৭২ নং নোটে মঃ ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পাইলাম। ইতি সন ১৩০২ সাল তারিখ ১লা বৈশাখ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত। (১)

(১৭৪)

রসিদ পত্র।

(প্রকারান্তর।)

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রীবামাচরণ দত্ত ইত্যাদি। কস্য রসিদ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি মহাশয়কে নিম্ন চৌহদ্দিস্থিত যে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি তাহার মূল্য বাবদে ১০,০০০৲ টাকা নিম্নের লিখিত মত গবর্ণমেণ্ট নোটে বুঝিয়া পাইয়া টাকার প্রাপ্তি স্বীকার স্বরূপ এই রসিদ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। * * (২)

শ্রীরামচরণ দত্ত।

তপশীল সম্পত্তি।

* * *

---

(১) স্বাক্ষর ১০ আনার ষ্ট্যাম্পের উপর করা আবশ্যক। ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম তপশীলের ৫৩ সাইটেন দেখুন।

কিন্তু যদ্যপি ইহাতে এইরূপ সর্ত্ত থাকে যে "গহনা আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম তারিখে দিব, যদি না দিই তাহা হইলে বাকির টাকা পাইব না। বা "যদি আমার তৈয়ারী গহনায় কোন ভঞ্চকতা প্রকাশ পায় তাহা হইলে আপনার যে কোন ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিব" ইত্যাদি, তাহা হইলে ১০ আনার ষ্ট্যাম্পে হইবে না, ইহা একরার মধ্যে গণ্য হইবে এবং ৮০ আনার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া করিতে হইবে।

রেজিষ্ট্রী করা না করা পক্ষগণের ইচ্ছাধীন।

(২) ষ্ট্যাম্প আইনের ৫৩ প্রকরণ মতে ইহার ষ্ট্যাম্প ১০ আনা মাত্র।

রেজিষ্টারি।- মুখ্য দলিল যদি রেজিষ্টারি হইয়া থাকে তাহা হইলে রসিদ রেজিষ্ট্রী খরচা "বি" নং (B) ৪৲ টাকা; অন্যথা শতকরা হিসাবে "এ" ফি দিতে হইবে।

ইহার রেজিষ্ট্রী অবশ্য কর্ত্তব্য। ১নং বহিতে ইহা নকল হইবে।

বন্ধকনামার টাকার রসিদও ঐ ভাবে রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। রেজিষ্ট্রী না হইলে তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। বন্ধকনামার সমস্ত টাকা পরিশোধ করিলে তাহা রেজিষ্ট্রী না করিলেই নয়, আংশিক টাকা পরিশোধ করিলে রেজিষ্ট্রী করা না করা পক্ষগণের ইচ্ছাধীন।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটী যে সমস্ত জমি, বিক্রয় করেন, তাহার দরুণ অধিকাংশ স্থলে কোবালা সম্পাদিত না হইয়া টাকার এইরূপ প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ মাত্র রেজিষ্ট্রী হয়।

বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃ সমর্পণ পত্র।

(Reconveyance of mortgaged property,)
(Art 54 Schedule I)

মন্তব্য।

বন্ধকের টাকা পাইয়া যে দলিল সম্পাদিত হয় তাহা না-দাবি (Release) কিন্তু ইংলিশ মর্টগেজ অর্থাৎ যে মর্টগেজ দ্বারা বন্ধকদাতার নামে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় কিন্তু লেখা থাকে যে অমুক সালের অমুক মাসে সমস্ত প্রাপ্য টাকা দিলে আপনি আমার সম্পত্তি পুনঃ সমর্পণ করিবেন। সেই সকল স্থানে এই দলিল সম্পাদিত হয়। (Sec. 58 (c) of the Transfer of Property Act.) সদখল বন্ধকনামায়ও এইরূপ দলিল দ্বারা টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়।

(১৭৫)

বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃ সমর্পণ পত্র।

আপনি আমার নামে সন * * সালের * তারিখে আপনার নিম্নলিখিত সম্পত্তি দশ হাজার টাকায় হস্তান্তরিত করেন কিন্তু দলিলে লেখা ছিল যে আপনি * * সালের * * তারিখ মধ্যে উক্ত দশ হাজার টাকা দিলে আমি তাহা আপনাকে পুনরার্পণ করিব। এবং আমার প্রাপ্য সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়ায় আমি এতদ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে অদ্য হইতে উক্ত সম্পত্তিতে আমার যে দাবী বা অধিকার সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়া আপনার ও আপনার ওয়ারিশান ও স্বত্বাধিকারীদিগের বর্ত্তিল। আমি বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন উক্ত সম্পত্তিতে আর কোন প্রকার দাবি দাওয়া করিব না করিলেও তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর। ইতি

(১৭৬)

পুনঃ সমর্পণ পত্র।

(RECONVEYANCE,)

(প্রকারান্তর।)

মহামহিম শ্রী ৬ * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি কস্য পুনঃ সমর্পণ পত্র অর্থাৎ রি-কনভেয়েন্স পত্র মিদং কার্য্যাঞ্চাগে। আপনি ইংরাজি ১৮৯৫ সালের—জানুয়ারি তারিখে নিম্ন

চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি আমার নিকট আবদ্ধ রাখিয়া শতকরা ৸৹ আনা সুদে ৮৪০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। অদ্য সেই টাকা মায় সুদ সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া লিখিয়া দিতেছি যে বন্ধকী সম্পত্তিতে আর আমার কোন প্রকার দাবি দাওয়া নাই। আপনি পূর্ব্বের ন্যায় তাহাতে দান বিক্রয়ের মালিক থাকিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ও পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকুন। আমার নিকট সম্পত্তি বন্ধক দিবার সময় যে সমস্ত দলিলাদি দিয়াছিলেন তাহা ফেরত দিলাম। ইতি * * (১)

(১৭৭)

মুক্তি পত্র। (Release.)

(Schedule I Art. 55.)

সম্পত্তির উল্লেখশূন্য মুক্তি পত্র। (Deed of Relinquishment.)

(কন্যা পিতাকে লিখিয়া দিতেছেন।)

ঈশ্বরানুগ্রহে আপনার তিন পুত্র শ্রীযুক্ত * * শ্রীযুক্ত * * ও শ্রীযুক্ত * * এবং আমি একমাত্র কন্যা। মহম্মদীয় আইনানুসারে আপনার অবর্ত্তমানে

---

১) ষ্ট্যাম্প।—৫৪ সিডিউল অনুসারে ১২৲ টাকার ষ্ট্যাম্প লাগিবে। সুদের দরুণ অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।

রেজিষ্টারি।—রেজিষ্টারি খরচ (E) ই ফি দিতে হইবে।

যে সকল বন্ধকনামায় সম্পত্তির দখল দেওয়া হয়, তাহার টাকা পরিশোধ কালে রি-কনভেয়েন্স লিখাইয়া লইতে হয়। কলিকাতায় এরূপ দলিল প্রায়ই লেখাপড়া হয়, কিন্তু মফস্বলে ইহার প্রচলন বড়ই কম। সাধারণতঃ লোকে বন্ধকনামার পৃষ্ঠে টাকার প্রাপ্তি স্বীকার লিখাইয়া লইয়া থাকেন, কেহ বা রসিদ পত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু সমস্ত টাকার প্রাপ্তি স্বীকারযুক্ত স্বতন্ত্র রসিদ রেজিষ্ট্রী না করিলে কার্য্যকর হয় না। (I, L, R. 6 All. 335.) সেই জন্য যাঁহারা রসিদ রেজিষ্ট্রী না করাইবেন তাঁহাদের বন্ধকনামার পৃষ্ঠে রসিদ লওয়াই কর্ত্তব্য।

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে ইংলিশ মটগেজ অর্থাৎ দখলযুক্ত বন্ধকনামার জন্য রি-কনভেয়েন্স লিখাইতে হয়। সাধারণ বন্ধকনামায় "না-দাবি পত্র" লিখাইয়া লওয়া হইয়া থাকে।

কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি (specified property) বা ব্যক্তির উপর দাবি ত্যাগ করার নামই না-দাবি। নিলামে অপরের টাকায় তাহার সম্পত্তি কিনিয়া আবার তাহাকে ফেরত দেওয়া না-দাবি (I, L. R. 24 All. 372.) এইরূপ নানাবিধ দলিল না-দাবির অন্তর্গত। টাকা লইয়াও না-দাবি হয় কিন্তু সে সকল অন্যবিধ দলিল।

আমি আপনার সম্পত্তির কিয়দংশের উত্তরাধিকারিণী হইব। কিন্তু আপনি ইচ্ছা করিয়াছেন যে আপনার ত্যক্ত সম্পত্তিতে আমি ভবিষ্যতে কোন অংশ না লইলে বড় সুবিধা হয় এবং সেই অভিপ্রায়ে অদ্য আপনি আমাকে নগদ ৯০০০৲ টাকা প্রদান করায় আমি এতদ্বারা অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আপনার অবর্ত্তমানে আপনার ত্যক্ত সম্পত্তিতে আর আমার কোন অধিকার (claim) সৃষ্ট হইবে না। যাহা কিছু দাবী (demand) বা অধিকার (claim) সৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল সেই ভাবিস্বত্ব (reversionery right) আমি সমস্ত স্বেচ্ছাক্রমে আপনার অনুকূলে পরিত্যাগ (relinquish) করিলাম। ভবিষ্যতে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন উহাতে কোন প্রকার দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না করিলেও তাহা আদালতে অগ্রাহ্য ও সর্ব্বতোভাবে নামঞ্জুর হইবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই না-দাবি পত্র (deed of relinquishment) লিখিয়া দিলাম ইতি (১)

মাসহারা ও না-দাবি।

(১৭৮)

আজ প্রায় ৭ বৎসর অতীত হইল আমার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহাব মৃত্যুর পর তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি তাঁহার দুই পুত্র আমি ও আমার কনিষ্ঠ সহোদর তুল্যাংশে প্রাপ্ত হইয়া ভোগবান ও দখলিকার আছি ও আছেন। আমার স্ত্রী পুত্র কেহ নাই—আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পত্তির ভাবী উত্তরা-

---

(১) বোম্বাই হাইকোর্ট বলেন (I. L. R. 7 Bom , 30, Bom 304) যে ২১ ধারা মতে ইহার রেজিষ্ট্রী নামঞ্জুর হইতে পারে না, কেন না ২১ ধারা ইহাতে আদৌ প্রয়োগ করা যায় না ইহা স্থাবর সম্পত্তির দলিল বলিয়া গণ্য করিলেও ইহার সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ অসম্ভব। বস্তুতঃ ইহা স্থাবর সম্পত্তি কেন অস্থাবর সম্পত্তি ঘটিত দলিলও নহে বলাই ঠিক। ইহা ১৭ ধারার কোন দলিল নহে, ১৮ ধারার d অথবা f ইহাতে প্রযুজ্য।

হাইকোর্টের নজীরের মর্ম্মানুসারে ইহা ৪ নং বহিতে নকল হইবে। দেবতার সেবাইত স্বত্ব হস্তান্তর যেমন ৪ নং বহির অন্তর্গত ইহাও তদ্রূপ। ইহা পাঠ করিলে অনেকে ভাবিবেন যে তবে সাধারণ (Indemnity Bond) কি করিয়া ১নং বহিতে নকল হয়। কিন্তু যখন সার্কুলার আছে, তখন আর মাথা ঘামান কেন?

কারী আমার ভ্রাতা ও তদীয় পুত্রগণ; কিন্তু আমার অনেক টাকা দেনা হওয়ায় এবং সম্পত্তি রক্ষা করিবার অন্য উপায় না থাকায় আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আমার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি যাহার চৌহদ্দি নিম্নে প্রদত্ত হইল সেই সমস্ত আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান রাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুকূলে স্বত্বত্যাগী হইয়া হস্তান্তর করিলাম এবং তিনি আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইলেন। আমার ভ্রাতা আমার যে সমস্ত দেনা আছে তাহা পরিশোধ করিবেন ও আমি যতকাল জীবিত থাকিব ততদিন ভরণপোষণ করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছেন। ইতি (১)

মুক্তিপত্র বা না-দাবি। [Release]

(১৭৯)

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রীমতী * ইত্যাদি। কস্য না-দাবি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে, আমার শ্বশুর ৺ * মহাশয়ের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ ৺কেনারাম চক্রবর্ত্তী ও কনিষ্ঠ আমার স্বামী মহাশয়। তিনি তাঁহার দুই পত্নী আমাকে ও আমার জ্যেষ্ঠা সপত্নী ৺দীনময়ী দেবীকে ও ভাশুর মহাশয় আপন পুত্র শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তীকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া লোকান্তরিত হন। আমরা দুই সপত্নীতে উক্ত ভাশুরপুত্র শ্যামাচরণের সহিত একান্নে এজমালে আমাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺নিস্তারিণী দেবী ঠাকুরাণী ও অন্যান্য দেবতাদির নিয়মিত সেবাদি করিয়া তপশীলের লিখিত দেবোত্তর ও অন্যান্য সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছি। স্বামী মহাশয়ের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই দীনময়ী দেবীর মৃত্যু হয়, তৎপরে শ্যামাচরণ পুত্র কন্যা বিহীনা

---

(১) এটি এখন কি দলিল হইবে? দলিলে দেনা শোধ ও খোরপোষের কথা উল্লেখ করিতেছেন দলিল সম্পাদনকারী এবং তাহা দ্বারা যখন তাঁহার ভ্রাতা রাধাচরণ বাধ্য নহেন তখন ইহা না (contract) বা (agreement) কেবল (recitation) মাত্র। এইরূপ একখানি দলিলকে বোম্বাই হাইকোর্ট না-দাবি অর্থাৎ মুক্তিপত্র বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। আর একখানি দলিল যাহা সম্পাদনকারী সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটি মাসিক বৃত্তি মাত্র লইয়াছিলেন, তাহাও মান্দ্রাজ হাইকোর্ট না-দাবি দলিল সাব্যস্ত করিয়াছেন। (I. L. R. 18 Mad 233)

অবিরাপত্নী এলোকেশী দেবীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া মৃত হইবার পর এলোকেশী নাবালিকা অবস্থাতেই পরলোক গমন করেন। এলোকেশীর মৃত্যুর তারিখ হইতে শাস্ত্রানুসারে ৺শ্যামাচরণের দঃ রকম ৷৷০ আট আনা অংশে তোমাদের পিতা স্বত্ববান হইয়া দখলিকার হইয়াছিলেন। তিনি আমার স্বামীর ভাগিনেয়। তোমাদের পিতামহীকে আমার শ্বশুর মহাশয় কুল গৌরব-জন্য স্বকৃত ভঙ্গ বহু বিবাহকারী কুলীনকে দান করিয়া আপন বাটীতে আপন কন্যা ও তাহার উত্তরাধিকারীদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে ভরণ পোষণ করিবার অঙ্গীকারে বাধ্য হইয়া তোমাদের পিতাকে শ্রীশ্রী৺শিবঠাকুরের সেবাইত নিযুক্ত করিয়া কতক সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইয়া গিয়াছেন ; ঐ সম্পত্তির আয় হইতে তোমাদের পিতামহের স্বচ্ছন্দে গুজরান হইবার সম্ভাবনা থাকায় এবং আমার স্বামী মহাশয় নিজে নিঃসন্তানবিধায়, আপন অংশের যাবতীয় সম্পত্তি ভাগিনেয়কে দিয়া দখল ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তদবধি তোমাদের পিতা প্রাগুক্ত দেব-দেবী সকলের সেবাদি কার্য্য ও দেবোত্তর ও অন্যান্য সম্পত্তি আদিতে স্বত্ববান মতে দখল করিতে থাকিয়া লোকান্তরিত হইলে তোমরা পূর্ব্ববৎ দখল করিতেছ। আমি ঐ সময়াবধি এ কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করি নাই। যদি কালমাহাত্ম্যে আমি কি আমার অবর্ত্তমানে আমার কোন উত্তরাধিকারী স্বত্ব দখল থাকার আপত্তি করি কি করে, তজ্জন্য এই না-দাবি পত্র লিখিয়া দিতেছি যে, উক্ত দেব-দেবী সকলের ও উক্ত দেব-দেবীর সেবাদি কার্য্য এবং তপশীলের লিখিত সম্পত্তিতে শ্যামাচরণের মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই আমার স্বত্ব দখল ছিল না। ভাবী কালে আমি বা আমার কোন উত্তরাধিকারী তোমাদের স্বত্ব দখলের উপর আপত্তি করিতে পারিব না ও পারিবে না ; তপশীলের লিখিত সম্পত্তি আদিতে আমার পতিযোগ্যাংশের রকম ৷৷০ আনা হইতেছে, তাহার উচিত মূল্য ৪০০৲ টাকা হইবে। আমি আপন ইচ্ছামতে বিনা অনুরোধে এই না-দাবি একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। (১)

---

(১) মুক্তি পত্রের ষ্ট্যাম্পের বিষয় ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম তপশীলের ৫৫ নিং ভি ল দেখুন। রেজেষ্টারি খরচা গোমস্তাগিরির কবুলতির অনুরূপ। ইহার রেজিষ্টারি হওয়া আবশ্যক

(১৮৫)

মুক্তিপত্র বা না-দাবি।

(প্রকারান্তর)

মহামহিম শ্রী * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। আপনার পিতা ৺ * * আমাকে লাট পাণ্ডুগ্রাম ১১ মৌজা কালেক্টরীর প্রকাশ্য নীলামে খরিদ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আমার উপর তাঁহার আমমোক্তারনামা না থাকায় উক্ত সম্পত্তি আমার নামেই খরিদ করা হয় এবং যথারীতি বায়নানামা জারি দ্বারা আমি আপনার পিতৃদেবের হইয়া উক্ত সম্পত্তি দখল লই। এ যাবৎকাল আমার নামেই চেক দাখিলা হাসিল দ্বারা প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা পত্র আদায় করিয়া আদায়ী সমস্ত টাকা নিয়ম মত আপনার জমিদারী সেরেস্তায় আদায় দিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আপনি উক্ত সম্পত্তি আপনার নিজনামে হস্তান্তর করণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আমি এই মুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়া স্বীকার করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিতে আমার কস্মিনকালে কোন দাবি দাওয়া ছিল না বা নাই। আপনিই উহার প্রকৃত ক্রেতা বা স্বত্বভোগী। ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্তিতে আমি বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণ কস্মিনকালে কোন দাবি দাওয়া করি কি করে তাহা সর্ব্বোতোভাবে অগ্রাহ্য ও অকর্ম্মণ্য হইবে। (১) ইতি * *

(১) অনেক স্থলে দেখা যায় যে, অনেক দিন হয় ত কেহ কোন বিষয় খরিদ করিয়া ভোগ দখল করিতেছেন কিন্তু তাহার কোন দলিল নাই। ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ হইবে কিম্বা বিক্রয় বিক্রেতার ওয়ারিশ হয় ত সেই বিষয় লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিবে বলিয়া না-দাবি লিখিয়া লওয়া হয়। সে সকল দলিলে এতদ্রূপ লেখা থাকে যথা—"আমার অমুক আপনাকে অমুক বিষয় বিক্রয় করিয়া দলিল লেখা পড়া না করিয়া দিয়া মারা গিয়াছেন এবং আপনি তাহাতে নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল করিতেছেন। এক্ষণে এই না-দাবি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি ইত্যাদি।" এরূপ দলিল কোবালার কার্য্য করে বলিয়া ইহা প্রকৃত মুক্তিপত্র বা কোবালা তাহা স্থির করিয়া ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। দলিল যেভাবে লেখাপড়াই হউক, দলিল কি উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে তাহা দেখিয়া ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করিতে হইবে।

(১৮১)

মুক্তিপত্র বা না-দাবি।

(প্রকারান্তর।)

মহামহিম শ্রী * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য মুক্তিপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার শ্বশুর মহাশয় তাঁহার উইলক্রমে আমায় সোনার ঘড়ি, চেন, হীরকাঙ্গুরীয় প্রভৃতি প্রায় ১২০০৲ টাকার অস্থাবর সম্পত্তি দান করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি সে সমস্ত সম্পত্তি আদৌ দখল পাই নাই, আপনার নিকটেই আছে। এক্ষণে আপনার নিকট হইতে অদ্য নগদ ৫০০৲ টাকা লইয়া তাঁহার প্রদত্ত সমস্ত সম্পত্তিতে আমার যে অধিকার জন্মিয়াছিল তাহা রহিত করণান্তর এই মুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি সমূহে আমার বা আমার ওয়ারিশ প্রভৃতি কাহারও কোন দাবি দাওয়া রহিল না। আপনি সে সমস্তের মালিক হইয়া ভোগ দখল করিতে থাকুন। (১) ইতি * *

(১৮২)

মুক্তিপত্র বা না-দাবি।

(প্রকারান্তর।)

গ্রহীতা।	দাতা।
শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।	শ্রী * * ইত্যাদি।

কস্য না-দাবি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আপনি বিগত ১৯০৪ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে আপনার পৈতৃক সম্পত্তি কলিকাতাস্থিত * নং রাধানাথ বোসের লেন, দ্বিতল পোক্তা ইমারত সমাজ বন্ধক রাখিয়া আমার নিকট ৫০০০৲ টাকা বার্ষিক শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্য

(১) ইহার ষ্ট্যাম্প ৫০০৲ টাকার উপর ৩৵০ টাকা মাত্র। See Madras Board's Proceeding No. 1453—of 5th June 1853—4. "An instrument by which the persons executing it relinquishes all moveable property valued at Rs. 9000, for Rs 500, should be stamped as if the value of the claim were Rs. 500."

তারিখে ঐ ঋণ মায় সুদ ছাড় রফা বাদে ৫৯৩০৲ টাকা দেওয়ায় আমি এই না দাবি পত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তিতে আমার বা আমার ওয়ারিশান প্রভৃতি কাহারও কোন দাবি দাওয়া নাই বা রহিল না। আপনি পূর্ব্ববৎ বিনা দায়িত্ব স্বত্বে ভোগবান ও দখলকার হইলেন, আমার উক্ত সম্পত্তিতে বন্ধকী সূত্রে যে অধিকার বা দায় সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে রহিত হইল (১) ইতি * *

তপশীল সম্পত্তি।

*　　*　　*

জামিন নামা। (Security Bond.)

(Sch. I Art. 57.)

মন্তব্য।

ইহা তমসুক ও বন্ধকনামা উভয়বিধ হইয়া থাকে। ১০০০৲ টাকা বা তাহার বেশী টাকার দলিল হইলেও ৭৷৷০ টাকার অধিক ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না (I. L. R. 27 Mad. 71.)

(১৮৩)

গোমস্তাগিরির কবুলতি।

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু * * ইত্যাদি

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

কস্য গোমস্তাগিরি কার্য্যের কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে।

১। জেলা * * অধীন সব রেজিষ্টারি * * সামিল * * পরগণার মধ্যে মহাশয়ের পত্তনি ও দর পত্তনি তালুক মৌজে * * ও তাহার পটী * * দিগর কয়েক মৌজার গোমস্তাগিরি কার্য্যে আমার প্রার্থনা মতে ডিবিজান ও সব রেজিষ্টারি * * অন্তর্গত * * পরগণার * * গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত * * মহাশয়ের স্বত্বদখলি সম্পত্তি মাল ও হাজির জামিনীর মাতব্বরিতে আমাকে নিযুক্ত করিলেন।

(১) ইহা না-দাবি, রি-কনভেয়েন্স (Re-conveyance) নহে। কারণ দখলযুক্ত ইংলিশ মর্টগেজ (English mortgage) না হইলে তাহার জন্য (Re-conveyance) লেখা হয় না। না-দাবি ও বন্ধকি সম্পত্তি পুনর্হস্তান্তর পত্রের এই পার্থক্য স্মরণ রাখিবেন।

২। আমি আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত মৌজা হায়ের গোমস্তাগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অত্র কবুলতি পত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি উক্ত মৌজে মজকুরাণে প্রত্যহ উপস্থিত থাকিয়া মাল, খামার, হাসিল, পতিত ইত্যাদি জমি সাবেক দস্তুর অনুসারে সময় মত আদায় করাইয়া এবং সর্ব্বপ্রকার মাল-গুজারিদারগণের নিকট হাল বকেয়া বাকী খাজনা রোডসেস ও পাবলিক সেসাদি ও কিস্তিখেলাপী সুদ ও ডাক বেতন ইত্যাদি নানা প্রকারের টাকা তলব মত আদায় করিয়া তৎক্ষণাৎ সরকারে প্রচলিত মোহরাঙ্কিত চেক বহিতে হাল বকেয়া খাজনা রোডসেস পবলিক ওয়ার্কসেস ও ডাকবেতন কিস্তিখেলাপী সুদ ও বকেয়া খাজনার জাতান পাড়াইয়া ষ্টেটের তরফ মহাশয়ের নাম আমার বকলম দস্তখতে অর্দ্ধখণ্ডের পৃষ্ঠে প্রজাগণের দাখিলা প্রাপ্তির রসিদ লইয়া, অর্দ্ধখণ্ড দাখিলা প্রজাগণকে দিব।

৩। বিনা দাখিলায় কোন রকমের কোন প্রজার নিকট আদায় লইব না ও কোন বে-আইন কর আদায় করিব না। যদি কোন প্রজা দাখিলা পাইবার আপত্তি করিয়া নালিশ করে তাহার দায়িক আমি হইব; মহাশয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই।

৪। মাস মাস পূরা তলবের টাকা আদায় করিয়া ৩০শে তারিখের পূর্ব্বে সমস্ত আদায়ী টাকার চালান লিখিয়া চালানে সমস্ত হাল বকেয়া খাজনা রোডশেস, পাবলিকওয়ার্কশেস ও ডাকবেতনাদি জাতান পাড়াইয়া চালান সহ * * সদর ডিহির কাছারি বরাবর ইরসাল করিব ও তৎক্ষণাৎ মহাশয়ের মোহরযুক্ত ও মহাশয়ের নিয়োজিত খাতাঞ্জির দস্তখৎযুক্ত দাখিলা লইব, তদ্ভিন্ন ইরসালের টাকার কোন আপত্তি করিতে পারিব না।

৫। মৌজা মজকুরাণের আদায়ী টাকা হইতে আমি নিজে কোন টাকা হাওলাত লইব না বা কাহাকেও হাওলাত দিব না। যদ্যপি কোন রকমে দিবার ও লইবার আবশ্যক হয় তাহা হইলে মহাশয়ের নিকট এত্তেলা দিয়া লিখিত হুকুম লইয়া হাওলাত দিব ও লইব। তদন্যথায় কাহাকেও হাওলাত দিই বা লই তাহা হইলে আইন মতে দণ্ডনীয় হইব এবং হাওলাতি টাকা মাসিক শতকরা ৩৵০ টাকা সুদ সহ নিজে আদায় দিব।

৬। বে-আইনি, বে-জাবেদা ও বে-হুকুমী কোন কর্ম্ম করিব না, যদি করি তাহার দায়িক আমি হইব।

৭। মহাশয়ের নিযুক্ত সদর আমলা মফস্বলে যাইয়া আমার ও প্রজাগণের মোকাবিলায় প্রজাগণের হাল বকেয়া বাকী খাজনা, রোডশেস ও পাবলিক ওয়ার্কশেস, ডাক বেতন ও সুদ ইত্যাদি হস্তবুদ যাহা স্থিত করিবেন তাহা সমস্ত বিনা ওজরে আদায় করিয়া দিব; আদায় করিতে না পারি তবে বিনা ওজরে নিজ হইতে আদায় দিব।

৮। কোন প্রজা যদ্যপি অন্যায় করিয়া খাজনা ইত্যাদি আদায় না দেয়, তবে উক্ত বাকীদার প্রজার উৎপন্ন শস্য ও ফসলাদি আইনানুসারে ক্রোক করাইয়া মায় খরচা বাকি আদায় করিব। আমার ক্রটিতে যে প্রজা উৎপন্ন ফসল আত্মসাৎ করিয়া বাকি ফেলাইবে, সেই বাকির দায়িক আমি হইব।

৯। যে সকল প্রজা বাকি খাজনা ইত্যাদি নষ্টামি করিয়া আদায় না দিবে, তাহাদের নামে বাকি খাজনার নালিশ করিবার জন্য উপযুক্ত সময় থাকিতে তাহার হিসাব ও সেই নালিশের প্রমাণের দলিল সংগ্রহ করিয়া তাহার ফর্দ্দ ও টাকা আদায় হইবার সম্পত্তির ফর্দ্দ সহ হিসাব মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া মহাশয়ের হুকুম লইয়া নালিশ করিয়া দিব ও রীতিমত প্রমাণাদি দিয়া ডিক্রী করিব ও সেই ডিক্রীজারি করিয়া টাকা আদায় করিব।

১০। আমার শৈথিল্য বা গাফিলিতে কোন প্রকারে বাকি খাজনা নালিশ না হইয়া যদি বাকি হয় বা কোন প্রকার ডিক্রীজারি না করায় ডিক্রীর টাকা যদি তামাদি হয়, তাহা হইলে সেই বাকি ও তামাদি ডিক্রীর টাকা আমি নিজে আদায় দিব।

১১। সাবেক রীতির বিপরীত বা সাবেক নাম উল্লেখ ভিন্ন নূতন নামে কাহাকেও দাখিলা দিব না।

১২। মহাশয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন প্রজাকে জমা কমি, বা মহকুপ রসিদ, হাতচিঠা, আমলনামা ও পাট্টাদি দিব না, যদি দিই তাহা হইলে গ্রাহ্য হইবে না এবং তদ্দারা মহাশয়ের যে কোন ক্ষতি হইবে তাহার দায়িক
।

১৩। মৌজে মজকুরাণ মধ্যে পুলিশে সংবাদ দিবার উপযোগী কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে, পুলিশে তৎক্ষণাৎ তাহার এতেলা দিব, না দিই তাহাতে যে জবাবদিহি ও ক্ষতি হইবে তাহার দায়িক আমি হইব।

১৪। সন সন আখিরীতে বা পর সনে কিম্বা যে কোন সময়ে হউক প্রজাদিগের নিকট ভূমার মোকাবিলা হিসাব নিকাশ করিয়া দিব।

১৫। মৌজা মজকুরাণের থোকা, শেহা, জমা-ওয়াশীল বাকি, জমা খরচ ও চেক বহির মুড়ির সহিত মিল করিয়া মহাশয়ের সদর ডিহির প্রধান আমলাদিগের নিকট আখেরি হিসাব বুঝাইয়া দিব এবং দাখিলী নওয়াজিমাদি কাগজাৎ মহাশয়ের নিয়োজিত মহাফেজের নিকট হইতে রসিদ লইয়া দিব, বিনা রসিদে কাগজ দাখিলের আপত্তি করিতে পারিব না।

১৬। উপরোক্ত হিসাব নিকাশে আমার যে কোন রকমের যত টাকা দেনা হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ আদায় দিব, আদায় না দিই তবে মাসিক শতকরা আদায় কালতক ৩৶০ হারে সুদ সমেত আদায় দিব।

১৭। মহল মজকুরাণের সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বদা তদারক রাখিব। তদন্যথায় মহাশয়ের যত টাকা ক্ষতি হইবে তাহার দায়িক আমি হইব।

১৮। মৌজা মজকুরাণের প্রজাগণের আদায়ী টাকা চেক বহির তরতিব নম্বরে সেহা করিয়া নকল চেক মুড়ির সহিত মিল মতে মজুত তহবিলে জমা খরচ নিকাশ সহ প্রতি মাসের ৫ তারিখ মধ্যে মহাশয়ের সদর ডিহির কাছারিতে দাখিল করিব; তাহাতে গাফিলি করি সেই মাসের বেতন বাজেয়াপ্ত হইবে ও কর্ম্মচ্যুত হইবার যোগ্য হইব।

১৯। ভূমার তকাতি বা কোন খরচা বাজেয়াপ্তিতে যত টাকা দেনা হইবে তৎক্ষণাৎ মহাশয়ের নিকট দাখিল করিয়া দিব, না দিই তবে মাসিক শতকরা ৩৶০ হারে সুদ সহ আদায় দিব।

২০। আমার গোমস্তাগিরির কার্য্যে হিসাব নিকাশ হইয়া বাবৎ মহাশয়ের নিকট ফারখৎ না পাই সে পর্য্যন্ত আমি ও আমার উত্তরাধিকারিগণ এই কবুলতির সর্ত্ত অনুসারে হিসাব নিকাশ দিতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য থাকিলাম ও থাকিবে। ঈশ্বর না করুন আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ ফৌৎ ফেরার

হই কি হয়, তাহা হইলে আমার জামিনদারের লিথিয়া দেওয়া জামিননামার সর্ত্তানুসারে তাঁহার নিকট হিসাব নিকাশ ও নওয়াঁজিমা থোকা সেহা, চেক, মুড়ি আদি কাগজ লইতে পারিবেন।

২১। আমার এই গোমস্তাগিরি কার্য্যের হিসাব নিকাশে যে দেনা হইবে তাহা আপসে আদায় দিব. না দিই তবে আমার জামিনদারের লিথিয়া দেওয়া জামিননামার আবদ্ধীয় সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা আদায় লইবেন। তাহাতে অকুলান হয় আমার স্বনামি বা বেনামি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা টাকা আদায় লইবেন ; তাহাতে আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিগণ কোন আপত্তি করিতে পারিব না ও পারিবে না।

২২। আমার উত্তরাধিকারি ও স্থলাভিষিক্তগণ এই কবলতির সমস্ত সর্ত্তে আমার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে বাধ্য থাকিল।

২৩। গোমস্তাদের কার্য্য সম্বন্ধে মহাশয়ের সরকারে যে নিয়মাদি আছে, তদনুসারে সমস্ত কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিলাম।

২৪। ভবিষ্যতে মহাশয়ের ষ্টেটের অন্য কোন মহলে যদ্যপি আমাকে পরিবর্ত্তন করেন তাহা হইলে সেই মহলের আদায় ওয়াশীলের ও হিসাব নিকাশাদি কার্য্যের জন্য আমার লিথিয়া দেওয়া এই কবুলতির সর্ত্ত সকল সেই মহলের কার্য্যের জন্য প্রবল থাকিবে।

২৫। ঈশ্বর না করুন চালানি টাকা দস্তুর মত হেপাজতে চালান পাঠান সত্ত্বেও যদি মহাশয়ের সদর কাছারিতে না পৌছায় এবং কোন রকমে পথিমধ্যে মারা যায়, তবে যে টাকা মারা যাইবে সে টাকার দায়িক আমি হইব।

২৬। আমার গোমস্তাগিরি কার্য্যের মাল ও হাজির জামিন জন্য শ্রীযুক্ত * * মহাশয়ের নিজ সত্ত্ব দথলি নিষ্কর সম্পত্তি, আনুমানিক মূল্য ১০০০৲ এক হাজার টাকা মেকদার জায়দাদ আবদ্ধ দিলেন। এতদর্থে আপন খুসিতে এই কবুলতি পত্র লিথিয়া দিলাম

(১৮৪)

গোমস্তাগিরির কবুলতি।

(প্রকারান্তর।)

নিজ সম্পত্তি জামিন দিলে আর দুইটি লেখা পড়া করিতে হয় না, একটীতেই হয় এবং জামিনী সম্পত্তি উল্লেখ জন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্পও দিতে হয় না। নিজ সম্পত্তি জামিন থাকিলে দলিলের নিম্নে "তপশীল" লিখিয়া তাহার নীচে সম্পত্তির উল্লেখ করিতে হইবে এবং দলিলের শেষে এইরূপ ভাবে লিখিবেন যথা—"যদি আমার অসদাচরণ বা কার্য্যের ত্রুটিতে আপনাকে কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা হইলে * * টাকা পর্য্যন্ত আপনার ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত আমার স্বত্ব দখলী তপশীলের লিখিত স্থাবর সম্পত্তি আপনার নিকট আবদ্ধ রহিল। আমি এই দলিল সম্পাদনের পর উক্ত সম্পত্তি কোন প্রকারে দায় সংযুক্ত বা হস্তান্তর করি, তাহা হইলে কথনই আপনার ক্ষতিপূরণের অধিকারের বিরুদ্ধে ফলপ্রদ হইবে না। উক্ত সম্পত্তি হইতে যদ্যপি আপনার ক্ষতিপূরণের সঙ্কুলান না হয় তাহা হইলে আমার অপরাপর সম্পত্তি হইতে সেই টাকা আদায় হইবে, তাহাতে আমার বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। ইতি। (১)

(১৮৫)

জামিনা কবুলতি। (Security Bond)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

১। কস্য মাল ও হাজির জামিনী পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চগে। জেলা * অধীন সব রেজেষ্টারি * সামিল * পরগণার মধ্যে মহাশয়ের পত্তনি ও দরপত্তনি তালুক মৌজে * ও তাহার পটী * ও * মৌজে দিগর কয়েক মৌজা গোমস্তাগিরি কার্য্যের আদায় তহশীল ও সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের আঞ্জাম কারণ জেলা * সব

(১) জামিনী কবুলতির রেজিষ্ট্রী আদি সমুদায় ঠিক স্থিত নিয়ম বন্ধকের ন্যায়;
ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম তপশীলের ৫৭ সিডিউল দেখুন।
রেজিষ্ট্রী ফি (E fee) ২৲ টাকা।

রেজিষ্টারি ও থানা * অধীন * গ্রাম সাকিমের শ্রী* কে আমার মাল ও হাজির জামিনীর মাতব্বরিতে গোমস্তাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন ;

২। নিম্নের তপশীলের চৌহদ্দির লিখিত নিষ্কর মোট ১২৮৩ বিঘা ভূম্যাদি যাহার মূল্য অনুমান ১০০০৲ এক হাজার টাকা ঐ নিষ্কর সম্পত্তি উক্ত * * মাল ও হাজির জামিনীতে আবদ্ধ রাখিয়া অত্র জামিননামা লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে গোমস্তা মজকুর উক্ত মহালের আদায় ওয়াশীল কার্য্যের ও ভবিষ্যতে আপনি উক্ত মহাল হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য কোন মহালের যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন সেই মহালে গোমস্তা মজকুর রুজু হাজির থাকিয়া তাঁহার লিখিয়া দেওয়া জামিন কবুলতির সর্ত্তমতে মাল ও খামার সাবেক দস্তুর মত আবাদে তরুদ্দুদ করাইয়া খাজনা আদায় ওয়াশীল প্রভৃতি কার্য্যে আঞ্জাম দিতে থাকিবে ও গোমস্তা মজকুর আপন লিখিয়া দেওয়া কবুলতির সর্ত্তের অন্যথা অর্থাৎ বে-আইনি বে-জাবেদা বা বে-হুকুমি কোন কার্য্য করিতে পারিবে না।

৩। প্রতিমাসে মাসকাবারী খাজনা আদায় সেহা ও চেক মুড়ি ও জমা খরচ ইত্যাদি ও শেষ আখেরিতে নওয়াজীমাদি কাগজাৎ দস্তুর মত দাখিল এবং আখেরি হিসাব নিকাশ আদি সমঝাইয়া দিবে। যদি না দেয় তবে মহাশয় আমার নামে উপযুক্ত আদালতে নালিশ করিয়া হিসাব নিকাশ ও নওয়াজীমাদি কাগজের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ও শেষ তপশীলের দেনার টাকা শতকরা ৩৵৹ টাকা হিসাবে সুদসহ ও নওয়াজীমাদি কাগজের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যত টাকা হইবে তাহা সমস্ত আমার আবদ্ধীয় সম্পত্তি বিক্রয়দ্বারা আদায় লইবেন, তাহাতে অকুলান হয় আমার অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লইবেন।

৪। গোমস্তা মজকুরের তুমার তফাতি নিকাসীতে কিম্বা কৃতকার্য্যের দ্বারা যে কোন রকমে যত টাকা মহাশয়ের ক্ষতি হইবে তাহার দায়িক আমি হইব।

৫। মহাল মজকুরায় ফৌৎ ফেরারি ইস্তাফাই প্রজা লোকের জমি জমা যথা সময়ে মহাশয়ের নিকটে এতেলা দিয়া লিখিত হুকুম লইয়া বিলির উপায় করিবে। যদি না করে তাহাতে মহাশয়ের যে ক্ষতি হইবে তাহার দায়িক আমি হইব।

৬। বাকীদার প্রজার খাজনা যথাসময়ে আদায় না করিয়া তামাদি করে, তবে যত টাকা তামাদি হইবে, ঐ সমস্ত টাকা শতকরা ৩৵৹ টাকা হিসাবে সুদ সহ নিজে আদায় দিব।

৭। বাকীদার প্রজার নামে টাকা আদায় করিতে নালিশ ইত্যাদি যাহা কিছু করিতে হয়, গোমস্তা মজকুর যথা সময়ে তাহা করিবে, না করে তবে ঐ কার্য্যে মহাশয়ের যে কিছু ক্ষতি হইবে তাহার দায়িক আমি হইব।

৮। আমার এই জামিননামার আবদ্ধীয় সম্পত্তি কাহার নিকট দায় সংযুক্ত কি কোন রকমে হস্তান্তর বা বন্ধক দেওয়া হয় নাই, ভবিষ্যতে যদি ঐরূপ করা প্রকাশ পায় তাহা হইলে দণ্ডবিধি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইব।

৯। উক্ত গোমস্তা মজকুর যাবৎ তুমার মোকাবিলায় হিসাব নিকাশ ও শেষ তহবিলের টাকা ও নওয়াজীমাদি কাগজাৎ মহাশয়কে সমঝাইয়া দিয়া মহাশয়ের নিকট হইতে দস্তখৎ মোহরের ফারখৎ না পায়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার এই জামিননামার আবদ্ধীয় সম্পত্তি কাহাকেও দান বা বিক্রয় কি কোন প্রকারে দায় সংযুক্ত করিতে পারিব না, করিলেও সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইবে।

১০। অত্র জামিননামার সমস্ত সর্ত্ত আমার ন্যায় আমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণের প্রতি সমতুল্যরূপে বর্ত্তিবে। এতদর্থে জামিনী কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি (১)

(১৮৬)

ম্যানেজারের জামিনী কবুলতি।

(Zamindari Manager's Security Bond.)

শ্রীযুক্ত বাবু * * মহাশয় বরাবরেষু—

এই নিবন্ধন পত্র দ্বারা আমি শ্রী * * ইত্যাদি প্রথম পক্ষ এবং আমি শ্রী * * ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ কর্ম্মচারী ও জামিনদার সূত্রে পরস্পরে বিভিন্ন বিভিন্ন সর্ত্তে ও নিয়মানুযায়ী স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশানক্রমে বদ্ধ হইয়া লিখিয়া দিতেছি যে আমি শ্রী * * প্রথম পক্ষ যথানিয়মে মহাশয়ের * * কাছারিতে উপস্থিত থাকিয়া আমার উপর ভারার্পিত ও ন্যস্ত কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিব কোন প্রকার শৈথিল্য বা গাফিলি করিয়া মহাশয়ের কোন প্রকার হানি করিব না। আপনার বিনা অনুমতিতে কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না। যাইলে তাহা আমার কর্ম্মচ্যুতির অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য হইবে।

---

(১) ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্টারি ইত্যাদির নিয়ম ও খরচা গোমস্তাগিরির কবুলতির ন্যায়।

উক্ত কাছারী সংসৃষ্ট যে সকল জমিদারী তালুক ও অপরাপর সম্পত্তি বা কারবার ইত্যাদি আছে, তাহার কার্য্য মহাশয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সম্পাদন করিব ও তৎসমুদয়ের উন্নতি পক্ষে যথাবিহিত চেষ্টা করিব।

পলাতকা, পতিত, খামার ও অন্যান্য জমি যাহাতে বন্দোবস্ত হয় তাহার চেষ্টা সর্ব্বদা করিব। আপনার বিনা হুকুমে কাহকে বে-মিয়াদি বা মোকররী মৌরসী পাট্টা দিব না।

মহাশয়ের সরকারের প্রচলিত নিয়মানুসারে রোকড় তৌজি খতিয়ান ইত্যাদি সেরেস্তার সমস্ত কাগজ রাখিব এবং আমদানি টাকার তৎক্ষণাৎ সেহা করিব। কোন টাকা কোন অছিলায় বাহির তহবিলে রাখিব না। টাকার রসিদ অগৌনে দাতাকে দিব।

কোন টাকা যাহাতে তামাদি হইয়া না যায় তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিব এবং কাহারও নামে কোন মোকদ্দমা রুজু করিবার আবশ্যক হইলে মহাশয়ের আদেশ গ্রহণান্তর তাহা করিব। ডিক্রি ইত্যাদি জারি করিয়া যাহাতে ডিক্রিকৃত টাকা সত্বর আদায় হয় তৎপক্ষে যথাবিহিত চেষ্টা করিব।

সরকারি টাকাকড়ি কাগজপত্র ও যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী উপযুক্ত হেপাজতে যথাস্থানে রাখিব। যাহাতে কোনরূপে তছরূপ বা নষ্ট না হয় তাহা করিব।

আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা যাহাতে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করে তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিব এবং তাহাদিগের নিকাশ গ্রহণ ও ওয়াশীলাত করিয়া তাহার ফল জ্ঞাত করিব। কোন ত্রুটি লক্ষিত হইলে তাহার প্রতিবিধান জন্য যত্নপর হইব। হিসাব নিকাশ কালে যে কর্ম্মচারীর যে দেনা হইবে তাহা আদায় পক্ষে কোন ত্রুটি করিব না।

নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে মাসিক বা ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক রিটার্ণ ষ্টেটমেণ্ট প্রভৃতি কাগজ যাহা দিতে হয় তাহা ঠিক সময়ে দাখিল করিব এবং মহাশয়ের দেয় খাজনা শেষ প্রভৃতি যাহা কিছু দেয় তাহা যথাসময়ে দাখিলি করিব।

মহাশয়ের যেরূপ ইশামনবিশী বা বজেট মঞ্জুর হয় তাহা করাইয়া তদনুসারে ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিব। কোন অন্যায় খরচ পত্র যাহাতে না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিব। যে কোন খরচ পত্র হইবে তাহার দস্তুর মত রসিদ গ্রহণ করিব। বিনা রসিদে কোন টাকা মঞ্জুরা পাইব না।

আমার অসাবধানতা বা ত্রুটি প্রযুক্ত কোন ক্ষতি হইলে তাহা পূরণ করিতে বাধ্য রহিলাম।

আর আমি শ্রী * * দ্বিতীয় পক্ষ এই নিবন্ধ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত উক্ত শ্রীযুক্ত * * আপনার সরকারে কার্য্য করিবেন এবং নিকাশাদি দিয়া ফারখৎ না লইবেন সেই পর্য্যন্ত আমার নিম্নলিখিত দায় রহিত ও স্বত্বাধিকৃত সম্পত্তি মহাশয়ের প্রাপ্য টাকার জন্য দায় সংযুক্ত থাকিবে। আমি কোনক্রমে কোন প্রকারে তাহা হস্তান্তর বা দায় সংযোগ করিতে পারিব না।

আমরা উভয়ে এতদ্বারা আরও প্রকাশ করিতেছি যে আবদ্ধ সম্পত্তি হইতে যদ্যপি মহাশয়ের সমস্ত প্রাপ্য পরিশোধ না হয় তাহা হইলে আমাদের অন্যান্য সম্পত্তি হইতে সে সমস্ত পরিশোধ করিয়া লইতে আপনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিল। ইতি * *

চৌহদ্দি।

* * * *

(১৮৭)

আমিনের জামিননামা।

[ইহার প্রারম্ভে অন্যান্য জামিননামা যেভাবে লিখিত হয়, সেইরূপই হইবে তবে তাহার যে গুলি বিশিষ্ট কার্য্য তাহাই মাত্র স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইবে।] যথা:--

মহাশয়ের সেরেস্তার প্রথানুযায়ী বাকীজায় সদর খাজনার হিসাব এবং জরিপ জমাবন্দী সংক্রান্ত কাগজ পত্র রাখিব। এবং মাল ও ইজারাদারগণও তহশীলদারগণের নিকট প্রাপ্য ও দেয় খাজনাদি পরিশোধ পক্ষে উচিত তদ্বির করিব।

যে সকল মহাল আমার জিম্মায় থাকিবে সে সকলের পলাতকা ও খামার জমি প্রভৃতির সন সন চর্চ্চা করিব এবং জরিপ জমাবন্দীর কাগজ সময়মত দাখিল করিব। এবং যে কোন সময়ে যে কোন মহাল জরিপ করিবার আদেশ করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। কোন বিষয় গোপন করিয়া রাখিব না, বা সরকারের কোন হানিকর কার্য্য কখন সম্পাদন করিব না।

মাসিক বাকীজায় ও অন্যান্য রিটার্ণ যথা সালতামামী বা জমাওয়াশীল বাকী তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দাখিল করিতে ক্রুটী করিব না।

মফস্বলস্থ তহশীলদারগণ নিয়মানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন কি না, তাহার তদারক এবং তাহাদের প্রদত্ত হিসাব ও কাগজপত্র বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখাইয়া লইব।

বিনা আদেশে সেরেস্তার কাগজে প্রজার নাম পত্তন বা জমায় পরিমাণ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কোন কার্য্য করিব না এবং সমস্ত কাগজপত্র বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষা করিব। কোন প্রজাকে আপনার আদেশ ব্যতীত কোন পাট্টা বা আমলনামা দিব না।

প্রধান কর্ম্মচারীর অনুপস্থিতিকালে তাঁহার হইয়া যে সকল কার্য্য করিবার আবশ্যক হয় তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করিব। এবং আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের কার্য্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিব। আমার ক্রুটী বা অসাবধানতায় তাহারা কোন ক্ষতি করিলে আমি তাহা পূরণ করিতে বাধ্য রহিলাম।

এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহের নিদর্শন জন্য নিম্নলিখিত জায় ও চৌহদ্দি মত আমার স্থাবর সম্পত্তি আপনার নিকট দায় সংযুক্ত রহিল এবং যে পর্য্যন্ত আমি মহাশয়ের অধীনে এই কার্য্য বা অন্য কোন কার্য্যে বাহাল থাকি ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তি আমি কোন প্রকারে হস্তান্তর বা দায় সংযোগ করিতে পারিব না। ইতি * *

(১৮৮)

খাজাঞ্চী বা তাহার অধীনস্থ সুমার নবিশের জামিনী কবুলতি।

[প্রথমে অন্যান্য জামিননামার মত আরম্ভ করিয়া পরিশেষে তাঁহার কার্য্য সংক্রান্ত যাহা বিশেষ বিধান তাহাই লিপিবদ্ধ হইবে।] যথা—

১। আমার নিকট যে টাকা জমা হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ আমদানি ও রোকড়ে জমা দিব ও তাহার দস্তরমত রসিদ দাতাগণকে দিব।

২। আমার সেরেস্তায় দস্তরমত খতিয়ান ও লওয়াজিমা কাগজ রাখিব।

৩। ভাউচারাদি উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট স্বাক্ষরিত করিয়া লইব।

৪। কোন কৃত্রিম মুদ্রা কি অপ্রচলিত নোট গ্রহণ করিব না, করিলে তাহার দায়ী হইব।

৫। সমস্ত খরচপত্র আপনার আদেশ অনুসারে করিব এবং তাহার ভাউচার রাখিব।

৬। অধীন কর্ম্মচারীদিগের মাসকাবার আমার সদর আফিসের রোকড় ভুক্ত করিয়া একজাই মাসকাবার ও বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া প্রধান কর্ম্মচারীর যোগে দাখিল করিব।

আমার বা আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর শৈথিল্যে মহাশয়ের কোন ক্ষতি হইলে আমি তাহা পূরণ করিব।

এই নিবন্ধপত্র নির্দ্দেশিত ক্ষতি পূরণ জন্য আমার খরিদা * * বিঘা নিষ্কর ভূমি স্থাবদ্ধ রহিল। এই দলিল লিখিত কোন সর্ত্তের অন্যথা করিলে তাহা প্রবল ও বলবৎ হইবে অন্যথা তাহা নিষ্ফল হইবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছাক্রমে এই জামিননামা স্বাক্ষর ও সম্পাদিত হইল এবং ইহার মর্ম্মানুসারে আমি ওয়ারিশানক্রমে বাধ্য রহিলাম। ইতি * *

(১৮৯)

মহাফেজের জামিননামা।

[খাতা ও কাগজপত্র ইহার জিম্মায় থাকে সুতরাং সাধারণ জামিননামার মর্ম্মানুসারে দলিল লেখা পড়া করিয়া তাঁহার কার্য্য সংক্রান্ত বিষয়াদির উল্লেখ করিতে হইবে।] যথা—

১। আমার জিম্মায় যে সমস্ত কাগজপত্র দলিলাদি থাকিবে তাহার দস্তুরমত হিসাব রাখিব।

২। সকল কাগজপত্রই মহাফেজখানায় থাকিবে এবং কাহাকেও তাহা দিতে হইলে আপনার আদেশমত দিব এবং রসিদ রাখিব। ঐ সকল কাগজ আবার অবস্থানুসারে যত শীঘ্র হয় ফেরত আনাইয়া সেরেস্তায় রাখিব।

৩। বিনা আদেশে কোন কাগজের নকল দিব না বা তাহার মর্ম্ম কাহাকেও জানাইব না।

৪। মহাফেজ খানায় কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিব না, বা কোন কাগজ পত্র দেখিতে দিব না।

৫। সেরেস্তার কাগজ বাহিরে পাঠাইতে হইলে তাহার জমা খরচ রাখিব।

৬। বিশেষ প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজের নকল রেজিষ্টার বহিতে রাখিব।

৭। পুরাতন ও জীর্ণ কাগজপত্রের নকল রাখিব।

৮। কোন দলিল ফেরত পাইলে ও তাহাতে কোন দোষ দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা মহাশয়কে জানাইব।

৯। আমার ত্রুটী বা অসাবধানতা জন্য কোন কাগজপত্র নষ্ট হইলে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য রহিলাম এবং তাহার মাতব্বরিতে নিম্নলিখিত সম্পত্তি মহাশয়ের নিকট দায় সংযুক্ত করিয়া রাখিলাম।

(১৯০)

মোহরারের জামিননামা।

[সকল জামিননামার ধরণ একই তবে কেবল কার্য্যের বিভিন্নতা দেখান আবশ্যক। এবং সেই ভাবে লেখাপড়া হইবে।] যথা—*

১। সদর কাছারী বাটীতে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে হাজির হইব।

২। মাসিক * টাকা হিসাবে বেতন পাইব, কিন্তু বিনা হুকুমে কামাই করিলে বেতন পাইব না।

৩। উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আদেশ অনুসারে কার্য্য করিব।

৪। রোকড়, করচা হিসাব, খতিয়ান মাসকাবার ও অন্যান্য রিটার্ণ প্রভৃতি যাহার প্রচলন আছে তাহা যথা সময়ে প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিব।

৫। নিকাশী সেরেস্তায় যাবতীয় কাগজপত্র ও রেজেষ্টার বহি প্রস্তুত করিব।

৬। যে কাগজ যেরূপ ভাবে প্রস্তত করিবার আদেশ পাইব সেইরূপভাবে করিব।

৭। যে প্রজার যে জমা আছে তাহা ঠিক রাখিব, আপনি ইচ্ছামত কাহার জমি জমার খারিজ দাখিল করিব না।

৮। বিনা রসিদে বা পরথাই দিয়া কাহার নিকট কোন টাকা আদায় করিব না।

---

* অন্যান্য বিষয় আবশ্যকমত পূর্ব্বলিখিত দলিলাদির ন্যায় লিখিত হইবে।

৯। আমদানি ও রোকড় ইত্যাদি প্রত্যহ উপরিস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা মবলক বন্দী করাইয়া দস্তখত করাইয়া লইব।

১০। আমার হাত দিয়া যে টাকা আ দায় হইবে তাহার হিসাব ও চালান সহ প্রধান কর্ম্মচারীকে রীতিমত সহিযুক্ত চালান ফেরৎ লইব। অন্য প্রকার ওয়াশীলের আপত্তি অগ্রাহ্য হইবে।

১১। বিনা হুকুমে কাহাকেও কোন কাগজের নকল দিব না বা তাহার মর্ম্ম অবগত করাইব না।

১২। কোন প্রজাকে জমি জমার আমলনামা বা আদায়ী টাকার দাখিলা দিবার আমার ক্ষমতা রহিল না।

১৩। মাসকাবার প্রভৃতি যে সকল রিটার্ণ আমার দেয় তাহা যথা সময়ে দিব। না দিলে তাহার ক্ষতিপূরণের দায়ী রহিলাম। তদ্ব্যতীত আমার ত্রুটী জন্য সরকারের যে কিছু ক্ষতি হইবে তাহা আমি পূরণ করিতে বাধ্য রহিলাম।

১৪। আমার কৃতকার্য্যের দোষে মহাশয়ের যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ জন্য আমার নিম্নলিখিত চৌহদ্দিমত সম্পত্তি আপনার নিকট আবদ্ধ রহিল। ইত্যাদি।

নিরূপণ পত্র (Settlement)

(Schedule I Art. 58.)

মন্তব্য।

(Specific Relief Act I of—1877) ৩১ প্রকরণে ইহার বিবরণ আছে। বিবাহের যৌতুক স্বরূপে এই দলিল সম্পাদিত হয় (Cl, a) কাহারও ভরণ পোষণ জন্য বিধি ব্যবস্থা। (Cl, b) কিন্তু দাতার সমস্ত সম্পত্তি এই জন্য দেওয়া যায় না (I. L. R. 7 Mad. 349.) নিরূপণ পত্রে স্পষ্ট লেখা থাকা আবশ্যক যে, কোন ব্যক্তি বিশেষের ভরণ পোষণ জন্য সম্পত্তি প্রদত্ত হইতেছে অন্যথা তাহা দান পত্র (I. L. R. 9 Mad. 350.) কাহাকেও কোন সম্পত্তি তাহার জীবিত কাল জন্য দান করিয়া যদি লেখা হয় যে গ্রহীতার মৃত্যুর পর আবার তাহা দাতার ষ্টেটভুক্ত হইবে তাহা Settlement (I. L. R. 21 Mad. 422.)

যদ্যপি সেটেলমেণ্টের একরারনামা পুরা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হয় তাহা হইলে সেটেলমেণ্ট মাত্র ৸০ আনার ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হইবে।

দখল দিবার পূর্ব্বে দানপত্রের ন্যায় Settlement রহিত করা যায়।

(১৯১)

নিরূপণ পত্র। (Settlement.)

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ * * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

কস্য নিরূপণ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। অদ্য আমার প্রাণাধিকা জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তরঙ্গিনী দেবীর সহিত তোমার শুভ বিবাহ দিয়া এই নিরূপণ পত্র দ্বারা নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, যাহার আনুমানিক মূল্য ৫০০০৲ টাকা, তাহা তোমায় দিলাম। তুমি অদ্য হইতে উক্ত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাক, তাহাতে আমার ওয়ারিশানের কোন আপত্তি চলিবে না। এতদর্থে সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দ মনে এই নিরূপণ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি

তপশীল স্থাবর সম্পত্তি।

* * *

(১৯২)

নিরূপণ পত্র। (Settlement.)

(প্রকারান্তর।)

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * * ইত্যাদি। কস্য নিরূপণ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। তুমি দূর সম্পর্কে আমার ভাগিনেয় এবং তোমার মাতার মরণাবধি আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছ। তোমার স্বভাব চরিত্রে ও আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্তিতে আমি নিতান্ত প্রীত হইয়া নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি তোমায় দিলাম, তুমি উক্ত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ও ওয়ারিশান ক্রমে অধিকারী হইলে; ইহাতে আমার যে স্বত্ব বা অধিকার ছিল তাহা অদ্য হইতে বিলুপ্ত হইল। ইতি

(১৯৩)

নিরূপণ পত্র।

(প্রকারান্তর।)

শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর জিউ সেবায়েত মহারাজা সতীশচন্দ্র গিরি মহোদয় মোকাম তারকেশ্বর, শ্রীচরণ কমলেষু—

আমার নিম্নলিখিত সম্পত্তি ৺তারকেশ্বর দেবকে অর্পণ করিলাম। অদ্য হইতে উহাতে আমার স্বত্বাধিকার লোপ পাইয়া উক্ত দেবতার ষ্টেটের অন্তর্গত হইল। আপনি উক্ত দেবতার সেবায়েত মহারাজ * * ৺তারকেশ্বর দেবের অন্যান্য সম্পত্তি যেরূপভাবে তত্ত্বাবধানাদি করিয়া দেবসেবাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন আমার সম্পত্তিরও তদ্রূপ করিবেন। আমি বা আমার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী কেহ কখন উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন দাবিদাওয়া বা আপত্তি করিতে পারিব না; করিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইবে। (১) ইতি।

তপশীল চৌহদ্দি।

(১৯৪)

(Settlement.)

নিরূপণ পত্র।

(প্রকারান্তর।)

জেলা মেদিনীপুর থানা চন্দ্রকোনার মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান মহাশয়েষু
লিখিতং শ্রী * - ইত্যাদি।

চন্দ্রকোণার দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যয়ে একটী চিকিৎসালয় করিবার অভিপ্রায়ে আমার নিকট উহার বাটী নির্ম্মাণের জন্য কতক জমি চাহিয়াছেন, আমি তদনুসারে সাধারণের উপকারার্থ নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত ৩/ বিঘা নিষ্কর ভূমি এই নিরূপণ পত্র দ্বারা অর্পণ করিলাম। আপনি স্থলাভিষিক্তক্রমে উক্ত জমিতে ইমারতাদি নির্ম্মাণ করাইয়া উক্ত কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিবেন, আমার বা আমার ওয়ারিশানদিগের তাহাতে আর কোন

---

(১) সেবাইত নিযুক্ত না করিয়া বা কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে ব্যবস্থা না করিয়া দলিল সম্পাদন করিলে তাহা নিরূপণ পত্র হইবে। নিরূপণ পত্র ধর্ম্মার্থে বা পরোপকারার্থে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

দাবি দাওয়া রহিল না। তবে উল্লেখ রহিল যে দৈব বিড়ম্বনায় যদ্যপি কখন উক্ত হাসপাতাল উঠিয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি আমার ষ্টেট ভুক্ত হইবে। এমারত আপনারা ভাঙ্গিয়া লইতে পারিবেন, তাহাতে আমি বা আমার ওয়ারিশ কোন আপত্তি করিব না, বা করিবেন না, করিলেও তাহা কোনক্রমে বলবৎ হইবে না। এতদর্থে এই নিরূপণ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি

চৌহদ্দি।

* * *

ওয়াকফনামা। (Deed of Trust)

(মন্তব্য)

ওয়াকফ কাহাকে বলে? সাধারণতঃ কোন সদুদ্দেশ্যে সম্পত্তি সমর্পণের নামই "ওয়াকফ"। ইংরাজীতে যাহাকে ট্রাষ্ট (trust) কহে, ইহা তাহারই অন্তর্গত। ইহাতে স্বীয় পরিবারের বা কোন সম্পর্কীয়ের হিতসাধন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। শিয়ামতে অর্পণ কর্ত্তা নিজের জন্য ওয়াকফ করিতে পারেন না।

কে ওয়াকফ করিতে পারে?...যাঁহার হেবা করিবার ক্ষমতা আছে তিনি ওয়াকফ করিতেও সক্ষম। অর্পণ কর্ত্তা হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক এবং অর্পণকালে সেই সম্পত্তির অধিকারী হওয়া আবশ্যক। কেহ মরিলে বা অন্য কোন প্রকারে ভবিষ্যতে যে সম্পত্তি পাইবার আশা থাকে তাহার ওয়াকফ হয় না। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর উপাসনা মন্দিরের জন্য ওয়াকফ হয় না। ঋণগ্রস্ত উত্তমর্ণকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য ওয়াকফ করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না।

কি কি নিয়মে ওয়াকফ সিদ্ধ হয়? হেবার ন্যায় ওয়াকফ সুস্থ শরীরে করা কর্ত্তব্য; পীড়িতাবস্থায় ওয়াকফ করিয়া সেই পীড়ায় মৃত্যু হইলে তাহা উইলের লিখিত দানের ন্যায় উত্তরাধিকারীর অসম্মতিতে ঐ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত হইতে পারে না। মৃত্যুর পর ওয়াক্‌ফ কার্য্যে পরিণত হইবে, এইরূপ সর্ত্ত থাকলে তাহাকে "ওয়াক্‌ফ বিল ওসিয়ৎ" কহে এবং উইলের সমস্ত নিয়ম তাহাতে বর্ত্তিয়া থাকে।

তত্ত্বাবধারক বা মাতওল্লি। অর্পণকর্ত্তা স্বয়ং বা অপরকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। অর্পণকর্ত্তা অর্পণকালে কাহার পর কে মাতওয়ালি নিযুক্ত

হইবে তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম না করিলে মাতওয়ালির মৃত্যুকালে স্বকীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যাইতে পারেন। মাতওয়ালিকে ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন কার্য্য করিতে হইলে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোক মাতওয়ালি হইতে পারে। সুন্নিকৃত ওয়াকফের শিয়া এবং শিয়াকৃত ওয়াকফের সুন্নি মাতওয়ালি হইতে পারে। মাতওয়ালি প্রাপ্তব্যবহার হওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহার বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আদালত অপর মাতওয়ালি নিযুক্ত করিবেন। মাতওয়ালি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ৩ বৎসরের অধিক মিয়াদে বা প্রকৃত খাজনার কমে ইজারা দিতে পারেন না। উইলের অছির ন্যায় বিশেষ কার্য্যে আদালতের আদেশ আবশ্যক।

ওয়াকফ নামা।

(১৯৬)

লিখিতং শ্রী * ইত্যাদি। কস্য ওয়াক্‌ফনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত আনুমানিক ৫০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি জেলা (১) হুগলীর থানা আরামবাগের এলাকাধীন চাঁতুর গ্রামস্থিত শ্রীশ্রী৺অমুক পীর (বা মসজিদ) সাহেবকে অর্পণ করিয়া আমি উক্ত সম্পত্তি সমূহ হইতে উত্তরাধিকার ক্রমে নিস্বত্ব হইলাম। কস্মিন্‌কালে আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত বা এসাইন কোন প্রকার দাবী দাওয়া করিতে পারিব না বা পারিবেন না, করিলেও তাহা বাতিল ও না-মঞ্জুর হইবে। আমার বা আমার উত্তরাধিকারী ইত্যাদির দেনায় এই সম্পত্তি কস্মিন্‌কালে বিক্রয় হইবে না। সম্পত্তির আয় হইতে পীরের আস্তানে আলোক দান, নেমাজ পাঠ এবং মুসলমান

---

(১) ষ্ট্যাম্প। ওয়াককৃফকৃত সম্পত্তি যদি কেবলমাত্র কোন দেবতার উদ্দেশে দেওয়া হয় এবং তাহার আয় কিরূপে ব্যয় হইবে তাহার নিয়ম করিয়া দেওয়া না হয় বা মাতওলি নিযুক্ত করা না হয় তাহা হইলে তাহা Trust deed অন্যথা Settlement. ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় যদ্যপি ওয়াকফকারী স্বয়ং বা তাঁহার কোন ওয়ারিশ মাতওলী স্বরূপ ভোগ করেন তাহা হইলেও ইহা Settlement বলিয়া গণ্য হইবে deed of Appointment বা declaration of trust নহে। যেখানে সেটেলমেণ্ট দেখা যায় ঠিক দেবোদ্দেশে ও সাধারণের হিতার্থ সম্পত্তি দেওয়া হয় নাই সেখানে দানপত্রের ষ্ট্যাম্প দেয়।

রেজিষ্টারি।—রেজেষ্টারি খরচা "এ" ফি লওয়া হয়।

রাহি মোশাফেরের আহারাদির যে সমস্ত ব্যয় হইবে তাহা নির্ব্বাহিত হইবে। ইদ্ বকরিদ প্রভৃতি যে সমস্ত পর্ব্বানুষ্ঠান আছে তাহাতে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ব্যয়ভূষণ হইবে। প্রতি শুক্রবারে অভ্যাগত কাঙ্গালিদিগকে ১৴ মণ চাউল মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া হইবে। (গ) তপশীল লিখিত সম্পত্তির আয়, যে সকল দরিদ্র-লোক শ্রীশ্রী৺মক্কাধামে যাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের জাহাজ ভাড়ায় ব্যয়িত হইবে ঈশ্বর না করুন আমার উত্তরাধিকারিগণ যদ্যপি দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং তাহাদের খরচ পত্রের নিতান্ত অভাব হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রত্যেককে সম্পত্তির আয় হইতে মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। সমস্ত খরচ পত্র বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তদ্দারা পীর সাহেবের নামে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা হইবে এবং সেই ক্রীত সম্পত্তিও এই ওয়াকফকৃত সম্পত্তির অংশ মধ্যে পরিগণিত হইবে।

ওয়াকফকৃত সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ জন্য আমার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত আমি মাতওল্লি রহিলাম। আমার অবর্ত্তমানে আমার পত্নী লুৎফুন্নেসা বিবি ইহার মাতওল্লি হইবেন। তাহার পর হইতে আমার পুত্র-পৌত্রাদি যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও ধর্ম্মশীল হইবেন তিনিই মাতওল্লি হইবেন। মাতওল্লি ইচ্ছা করিলে আপন খরচের জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি লইতে পারিবেন। ইতি—

(১৯৬)

অর্পণনামা। (Settlement)

শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জীউ।

লিখিতং শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার পিতা ৺রাধাকান্ত মজুমদার সাং বিহারীপুর থানা ও সব রেজিষ্ট্রী আরামবাগ জেলা ও রেজিষ্টা হুগলী কস্য অর্পণনামা মিদং। আমি উপরিউক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি; এবং যাহাতে তাহার সেবাদি কার্য্য চিরদিন সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হয় তাহার জন্য অত্র অর্পণনামা দ্বারা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিলাম।

তপশীলের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে আমার যে, ১২০০ বারশত বিঘা খরিদা শালি শুনা জমি আছে এবং যাহার আনুমানিক বার্ষিক উপস্বত্ব অন্যূন ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা তাহা আমি উপরিউক্ত শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জীউর সেবার জন্য

অর্পণ করিলাম। ঐ ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে তাঁহার নিত্য সেবা এবং রাস, দোল ও জন্মাষ্টমী পর্ব্বের খরচাপত্র নিম্নোক্ত প্রকারে চলিবে।

প্রতিদিন উক্ত দেবতার পূজার জন্য একখানি দুইসের আতপ চাউলের নৈবেদ্য উপযুক্ত উপকরণ ও এক পোয়া সন্দেশ দিতে হইবে এবং তাহা পূজক ব্রাহ্মণ পাইবেন।

প্রতিদিন মধ্যাহ্নে /৫ পাঁচসের আতপ তণ্ডুলের অন্ন ভোগ দিতে হইবে, তাহার সহিত ॥৵০ আড়াই পোয়া ডাউল, শাক এবং /২॥০ আড়াই সের তরকারিতে একটী ডালনা, ভাজা ও অম্ল দিয়া অন্ততঃ তিনটী ব্যঞ্জন, /২॥০ আড়াই সের দুগ্ধের পরমান্ন দিতে হইবে। রাত্রিকালে শীতলের জন্য /১।০ পাঁচপোয়া ময়দার লুচি /১।০ পাঁচপোয়া সন্দেশ এবং /১॥০ সের দুগ্ধ দেওয়া হইবে। মধ্যাহ্নের ভোগে নিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জনাদিতে প্রতিদিন পাঁচটী করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে এবং পূজক ব্রাহ্মণ ও টহলে দুইজনে খাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা গরীব দুঃখী ও অতিথি অভ্যাগতকে দেওয়া হইবে। রাত্রিকালে শীতলের লুচি, সন্দেশ ও দুগ্ধ দুইটী ব্রাহ্মণকে ভোরপুর খাইতে দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা পূজক ব্রাহ্মণ ও টহলে দুইজন পাইবে।

পূজক ব্রাহ্মণ প্রতি মাসে ১৫৲ টাকা হিসাবে পাইবেন, যিনি রন্ধন করিবেন তিনি মাসিক ৮৲ টাকা করিয়া বেতন পাইবেন। মাসিক ৫৲ বেতনে একজন টহলে থাকিবে; সে পুষ্পচয়ন করিবে, দেবালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে ভোরে মঙ্গল আরতির সময়, মধ্যাহ্নে ভোগের সময় ও রাত্রিকালে শীতলের সময় খোল বাজাইবে পূজক ব্রাহ্মণ এবং টহলে উভয়েই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈষ্ণব হইবে। এতদুভয়ের কাহাকেও আচারভ্রষ্ট বিবেচনা হইলে কর্ম্মচ্যুত করা যাইবে।

রাস, দোল ও জন্মাষ্টমীতে যথাক্রমে ১০০৲ ৭৫৲ ও ৫০৲ টাকা হিসাবে ব্যয় করিতে হইবে। ঐ টাকাতেই প্রথমোক্ত দুই পর্ব্বে তিন দিন করিয়া ছয়দিন এবং জন্মাষ্টমী ও তাহার পরদিন এই দুইদিন শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইবে, তজ্জন্য উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া সদাচারশীল সদ্ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি যাবজ্জীবন এই কাজ করিবেন।

যথাসময়ে দেবালয়ের মেরামতাদি কার্য্য উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতেই করিতে হইবে। উদ্বৃত্ত আয় হইতে যে সকল সম্পত্তি ক্রীত হইবে তাহা দেবত্তয় সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আমার জীবদ্দশায় আমিই সেবাইত থাকিব, আমার পরলোকান্তে আমার আইন সঙ্গত যে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারী থাকিবেন তিনি সেবাইতের কার্য্য করিবেন কিন্তু যদি তিনি আমার কুলধর্ম্ম বর্জ্জিত হয়েন তাহা হইলে তাঁহার অপেক্ষা পরবর্ত্তী বয়ঃকনিষ্ঠ যে কেহ আমার কুলধর্ম্মী হইবেন, তিনিই উপরি উক্ত প্রকারে দেবসেবা চালাইবেন। উপরোক্ত বন্দোবস্তের কেহ কখন কোন ব্যত্যয় করিতে পারিবেন না, করিলে তিনি সেবাইত চ্যুত হইবেন। এতদর্থে সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দ মনে এই অর্পণনামা সম্পাদন করিলাম। (১)

(১৯৭)

নিরূপণ পত্রের একরার।

এই একরারনামা দ্বারা আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই দলিলের চৌহদ্দি-স্থিত ১০/ বিঘা ব্রহ্মত্তর সম্পত্তি আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্ * * কে তাহার ভরণপোষণ নির্ব্বাহের আনুকুল্য জন্য প্রদান করিব। আপাততঃ আমার পক্ষে উক্ত সম্পত্তির বিস্তারিত চৌহদ্দি সংগৃহীত হওয়া কষ্টকর বলিয়া নিরূপন পত্র সম্পাদিত হইল না কিন্তু যত্তশীঘ্র পারি তাহা সম্পাদন করিয়া দিব। কিন্তু ঈশ্বর না করুন ইতিমধ্যে আমার যদ্যপি মৃত্যু হয় আর আমার পুত্রদ্বয় যদ্যপি উক্ত সম্পত্তি তোমাকে দিতে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে তুমি এই একরারনামার বলে উক্ত

(১) অর্পণনামা ও ওয়াক্‌ফনামার ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রী ইত্যাদি একই প্রকারের। উক্ত অর্পণনামা খানি trust deed, settlement নহে। উহার ষ্ট্যাম্প ২২॥০ টাকা। রেজেষ্ট্রী ফি ২৲ টাকা। মাত্র। কিন্তু অর্পণনামা সম্পাদনকারী যদি এমন লিখিতেন যে, উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে তিনি বা তাঁহার পরবর্ত্তী সেবাইত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন বা পারিশ্রমিক স্বরূপ মাসিক এত টাকা হিসাবে পাইবেন তাহা হইলে উহা settlement হইত এবং সম্পত্তির মূল্যের উপর তমস্থকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইত এবং রেজেষ্ট্রি "এ" ফি দিতে হইবে।

সম্পত্তি আদালতের সাহায্যে গ্রহণ করিতে পারিবে এবং সে জন্য তোমার যাহা কিছু খরচপত্র হইবে তাহা আমার ষ্টেট হইতে পাইবে। ইতি *

ইস্তফানাম

(SURRENDER OF LEASE.

(Schedule I No. 61)

মন্তব্য।

প্রজা জমিদারের সম্পত্তি ক্রমে যে ভোগানুমতির স্বত্ব ত্যাগ করেন তাহাই ইস্তফানামা। (See Sec. 3 of the Transfer of Property Act.) আংশিক ইস্তফা হয় না।

যদ্যপি কোন একটা কবুলতির ইস্তফা দেওয়া যায় তাহা সাদা কাগজে সম্পাদিত হইবে। যে সকল কবুলতি Act 9 (16) মতে সম্পাদিত ও লিখিত দলিল তাহারই রুস্থম লাগিবে। কোন মৌখিক চুক্তিতে চাষা কবুলতী দেওয়া হইলে তাহার ইস্তফাও সাদা কাগজে সম্পাদিত হইবে।

(১৯৮)

ইস্তফানামা।

(SURRENDER OF LEASE.)

মহামহিম শ্রী * * ইত্যাদি।

লিখিতং * * ইত্যাদি কস্য ইস্তফানামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি বিগত ১২৯৯ সালে আপনার নিকট হইতে থানা খানাকুলের অধীন মহাশয়ের পত্তনি তালুক লাট বৃন্দাবন বাজারের সামিল মৌজে গোবিন্দপুরের নিম্নের তপশীল লিখিত মেয়াজি ১৫/ বিঘা শালি জমি বার্ষিক ৪৫৲ খাজনায় জমা লইয়া চাষ আবাদ করত দখল করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আমি উক্ত জমি আর দখল করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় এতদ্বারা ইস্তফা করিতেছি যে উক্ত জমিতে আমার আর কোন স্বত্ব রহিল না, আপনি নূতন প্রজা বিলি বা অন্য কোন প্রকারে ইচ্ছামত দখল করিতে পারেন। আমি আর কোন

* এক সম্পত্তির দুইবার ষ্ট্যাম্প আদায় না হয় বলিয়া পাটিসন, পাট্টার একরার বা কবুলতির একরারনামায় এইরূপ ষ্ট্যাম্পের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকার দাবী দাওয়া করিব না এবং আগামী সন হইতে উক্ত জমির খাজনারও দায়ী হইব না।

ইস্তফানামা। (টাকা লইয়া)

(১৯৯)

আমি মহাশয়ের জমিদারী * * অন্তর্গত লাট * মধ্যে ১৫/ বিঘা জমি আজ ৭ বৎসর বার্ষিক ৪৫৲ টাকা খাজনায় জমা করিয়া লইয়া তাহা দখল করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আমি উক্ত জমি ইস্তফা দিতে চাহিলে এবং ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ আপনি আমাকে ১০০৲ টাকা দেওয়ায় আমি ঐ টাকা অদ্য তারিখে বুঝিয়া পাইয়া এতদ্বারা নিম্ন চৌহদ্দিস্থিত ১৫/ বিঘা জমি ইস্তফা করিলাম। এক্ষণে উক্ত জমি আপনার খাসে হইল এবং আপনি যাহাকে ইচ্ছা উহা বিলি করিতে পারিবেন তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশানগণের কোন ওজর আপত্তি রহিল না। ইতি *

হস্তান্তর পত্র। (Transfer.)

Schedule I Art. 62.)

মন্তব্য।

ইহা বিক্রয় কোবালার অনুরূপ, তবে ষ্ট্যাম্প আইনে ইহার বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে বলিয়া এই স্থানে ইহা প্রদর্শিত হইল।

* মূল্য লওয়ার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হইবে না। চাষী কবুলতির প্রজাও টাকা লইয়া ইস্তফা দিলে তাহার রুসুম দিতে হয় না। (Advocate General's opinion dated 8th February 1909.) Board's file 112 of 1908.

টাকা লইয়া জমিদার ভিন্ন অন্য কাহাকেও দিলে তাহা (Transfer of Lease) হইবে।

(২০০)

হস্তান্তর পত্র।

মহামহিম * * ইত্যাদি

মহশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবিনোদবিহারি রায় পিতা ৺ দিগম্বর রায় জাতি কায়স্থ পেশা চাকরী সাকিম রাজবলহাট থানা ও সবরেজিষ্ট্রী হরিপাল জেলা ও রেজিষ্ট্রী হুগলী, কস্য স্থিতাবদ্ধ তমসুক বিক্রয় কোবালা পত্র।

বিবরণ এই যে, জেলা ও রেজিষ্ট্রী বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত থানা ও সবরেজিষ্ট্রী জামালপুরের অধীন মোহনপুর নিবাসী ৺হরচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীমান প্রিয়নিধান রায় নিজগ্রামে তপশীলের লিখিত নিষ্কর বাস্তু উদ্বাস্তু ও বাগান এবং শালি ও শুনা জমি আন্দাজ ১৫৸০ পনর বিঘা পনর কাঠা উপরি উক্ত জামালপুর সবরেজিষ্ট্রী আফিসের ইং সন ১৯০৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে ৬৫ নং রেজিষ্ট্রী করা স্থিতাবদ্ধ তমসুক সম্পাদন করিয়া আমার নিকট ৪০০৲ চারি শত টাকা বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা হার সুদে কর্জ্জ লইয়া এ বাবৎ পরিশোধ করিতে না পারায় এবং আদালতে উক্ত বন্ধকী তমসুকের টাকা নালিশ দ্বারা আদায় করিবার শ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ায় উক্ত তমসুক বাবদ সুদে আসলে চারি বৎসরে ৫৯২ টাকা পাঁচ শত বিরেনব্বই টাকা পাওনা হইয়াছে, তন্মধ্যে ছাড় রফা বাদে ৪৫০৲ চারি শত পঞ্চাশ টাকা মূল্যে আপনাকে ঐ বন্ধকী তমসুক বিক্রয় করিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে ঐ বন্ধকী তমসুকের স্বত্ব স্বামিত্ব সমস্তই আপনার হইল। আপনি আমার স্থলাভিষিক্ত ঐ বন্ধকী তমসুকের টাকা আদায় সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য সমস্তই করিবেন, তাহাতে আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের কাহারও কোন দাবী দাওয়া রহিল না; করিলে তাহা সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে অকর্ম্মণ্য হইবে। প্রকাশ থাকে যে ঐ বন্ধকী তমসুক পত্র অত্র সহ আপনাকে দিলাম। এতদর্থে সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দ মনে এই বন্ধকী তমসুক বিক্রয় কোবালা সম্পাদন করিয়া দিলাম। (১) ইতি তারিখ ১৫ই চৈত্র সন ১৩১৩ সাল।

---

(১) ষ্ট্যাম্প আইনের ৬২ (গ) সিডিউল মতে তমসুক বা বন্ধকনামায় যে ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছিল সেই হারে দেয়। দলিলে চৌহদ্দি দিতে হইবে, যদ্যপি ক্রেতা আবার তাহা অন্য কাহাকেও হস্তান্তর করেন তাহাও (transfer) ভিন্ন আর কিছু নহে।

(২০১)

ডিক্রি হস্তান্তর পত্র। (Sale of decree.)

(প্রকারান্তর।)

মহামহিম * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রীধুরন্ধর চৌধুরী পিতা ৺রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জাতি সৎগোপ, পেশা মহাজনী সাং রামেশ্বরপুর থানা ও সবরেজিষ্ট্রী আরামবাগ। জেলা ও রেজিষ্ট্রী হুগলি কস্য ডিক্রি বিক্রয় কোবালা পত্র মিদং। উপরি উক্ত জেলা প্রভৃতির অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া গ্রামের ৺গোপালচন্দ্র মজুমদারের পুত্র শ্রীহরচন্দ্র মজুমদার সন ১৩০৫ সালের ১২ই পৌষ তারিখে এককেতা রেজিষ্ট্রী খতে আমার নিকট শতকরা মাসিক ৩৲ তিন টাকা হার সুদে ১৫০৲ একশত পঞ্চাশ টাকা কর্জ্জ লইয়া কড়ার কাল মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় উক্ত আরাম-বাগের প্রথম মুন্সেফী আদালতে মায় সুদ ১৯৫৲ একশত পচানব্বই টাকার দাবীতে আমি নালিশ করিয়া ইং সন ১৯০৪ সালের ৭ই এপ্রেল তারিখে মায় খরচায় ২২১৲ টাকার ডিক্রী হাসিল করিয়াছি। এক্ষণে আমার টাকার প্রয়োজন হওয়ায় আমি ঐ ডিক্রি আপনাকে ১৮২ একশত বিরাশি টাকায় বিক্রয় করিয়া অদ্যকার তারিখে উহাতে নিঃস্বত্ব হইলাম এবং উহার যাবতীয় স্বত্ব স্বামিত্ব আপনার হইল। আপনি অবস্থাক্রমে আপোষে বা ডিক্রিজারী দ্বারা সমস্ত টাকা আদায় লইবেন, ইহাতে আমার অথবা আমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণের কাহার কোন দাবী দাওয়া রহিল না, করিলে তাহা সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইবে। এই সকল সর্ত্তে ১৮২৲ একশত বিরাশী টাকা বুঝিয়া লইয়া সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দ মনে এই ডিক্রি বিক্রয় কোবালা সম্পাদন করিয়া দিলাম। (১) ইতি ১৩০৮ সাল ১৯শে ফাল্গুন।

---

(১) ইহাতে কেবল বিক্রেতার স্বাক্ষর করা আবশ্যক, ইহার ষ্ট্যাম্প কোবালার ন্যায়। ইহা সাধারণতঃ ৪নং বহিতে নকল হইয়া থাকে এবং "এ" ফি লওয়া যায়। বিক্রয়ের পর ক্রেতাকে উপযুক্ত আদালতে দরখাস্ত দিয়া ডিক্রিতে কায়েম মোকাম হইতে হয়।

প্রজাই স্বত্বের হস্তান্তর পত্র।
(TRANSFER OF LEASEHOLD RIGHT.)
(Schedule I Art, 63.)

(মন্তব্য।)

ইস্তফায় প্রজার স্বত্ব জমিদারের আনুকুল্যে ত্যাগ করা হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা প্রজার যে স্বত্ব থাকে তাহাই হস্তান্তরিত হয়। ইহা মূল্য লইয়া সম্পাদিত হয় বলিয়া বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। খাজনার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। (I. L. R. 24 Bom. 257.)

(২০২)

প্রজাই স্বত্বের হস্তান্তর পত্র।

গ্রহীতা	দাতা
শ্রী * ইত্যাদি	শ্রী * ইত্যাদি।

আমি সন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি মাসে বারুইপুর নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিজ খরিদা নিষ্কর ৭৷০ বিঘা জমি বার্ষিক বিঘা প্রতি ৫৲ টাকা হিসাবে মোট ৩৫৲ টাকা জমা ধার্য্যে ১৫ বৎসরের জন্য জমা করিয়া লইয়া আজি ৩ বৎসর কাল উক্ত সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে প্রজা বিলির দ্বারা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে উক্ত জমিতে পাটের কল বসাইবার অভিপ্রায়ে আপনি উক্ত জমির বাকী ১২ বৎসরের প্রজাই স্বত্ব গ্রহণের ইচ্ছুক হওয়ায় আমি আপনাকে উক্ত জমিতে আমার যে স্বত্বসামিত্ব বা অধিকার ছিল তাহা আপনার নিকট হইতে নগদ ১৯৯৲ টাকা গ্রহণে অত্র দলিল দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে হস্তান্তর করিলাম। এখন হইতে আপনি আমার হইয়া উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক খাজনা ৩৫৲ টাকা জমিদার সরকারে আদায় দিয়া আমার স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলীকারী হইয়া মেয়াদের বাকী সময়ে অর্থাৎ ১২ বৎসর পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকুন, তাহাতে আমি ওয়ারিশান ক্রমে কখন কোন আপত্তি করিতে পারিব না। (১) ইতি তারিখ *

---

(১) ষ্ট্যাম্প আইনের ৬৩ প্রকরণ মতে ইহার ষ্ট্যাম্প ৬৲ টাকা দিতে হইবে। রেজিষ্ট্রীর জন্য "এ" ফি দিতে হইবে। কিছু টাকা না লইলে এরূপ হস্তান্তর পত্র লিখিত হয় না। খাজনার টাকা যদি স্বয়ং লওয়া যায় তাহা হইলে পাট্টা হইয়া যায়, হস্তান্তর পত্র হয় না। উভয় দলিল মধ্যে এই পার্থক্য স্মরণ রাখিতে হইবে।

(২০৩)

ট্রাষ্ট সম্পত্তি অপর ট্রাষ্টির অনুকূলে হস্তান্তর।

(TRANSFER OF TRUST PROPERTY FROM ONE TRUSTEE TO ANOTHER.)

শ্রী * * প্রথম পক্ষ।

শ্রী * * দ্বিতীয় পক্ষ।

জেলা * থানা * অধীন * গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত * * ইং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমাদিগকে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়া একখানি ট্রাষ্ট দলিল সম্পাদন করিয়া দেন। আমি এক্ষণে অসমর্থ বিধায় ট্রাষ্ট দাতার সম্মতি ক্রমে আমার ক্ষমতা আপনার অনুকূলে হস্তান্তর করিয়া দিলাম। এখন হইতে আপনি যাহা করিবেন তাহাই সাব্যস্ত হইবে। ইতি

(২০৪)

ট্রাষ্টির ক্ষমতা ট্রাষ্টদাতার অনুকূলে সমর্পণ।

আপনি আমাকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া একটী ট্রাষ্ট দলিল * * সালের * তারিখে সম্পাদন করিয়া * রেজিষ্ট্রী আফিসে তাহা রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন এবং আমি তদবধি আমার উপর যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল তদনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার সময় পূর্ণ হওয়ায় ট্রাষ্ট সম্পত্তি উক্ত ট্রাষ্ট দলিলের নিয়মানুসারে আপনার অনুকূলে পরিত্যাগ করিলাম। এখন হইতে আবার আপনি আপনার সম্পত্তি নিজ দখলে আনিয়া যথেচ্ছা ক্রমে ভোগদখল করিতে থাকুন। *

অছি নিয়োগ পত্র।

(DECLARATION OF TRUST,)

(Schedule I Art, 64)

(মন্তব্য।)

ট্রাষ্ট আইন (Act II of 1882) অনুসারে এই দলিল সম্পাদিত হয় ট্রাষ্ট দলিল দাতা বা গ্রহীতা উভয়ে বা উভয়ের মধ্যে যে কেহ সম্পাদন করিতে পারেন এবং তাহার রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে (Sec, 5.)

---

* ইহা ৪নং "এ" বহিতে রেজিষ্ট্রী হইবে। "E" fee charge হইবে।

পরের সম্পত্তিতে দলিলের বলে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত যে অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই ট্রাষ্ট দলিল। ট্রাষ্ট সম্পত্তির অপব্যবহার করিলে ট্রাষ্টি তাহার জন্য দায়ী (Sec, 23.) ট্রাষ্টি হিসাব নিকাশ দিতে বাধ্য।

ট্রাষ্ট দলিল রহিত করণ ট্রাষ্ট আইনের ৭৭ ধারার নিয়মানুসারে হইয়া থাকে, কিন্তু ট্রাষ্ট দলিল রহিত করণের বিধান না থাকিলে তাহা সহজে রহিত করা যায় না। তবে উক্ত ক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতায় সহজে রহিত করা যায়। (Sec, 28.)

ট্রাষ্ট ও মোক্তারনামা এক প্রকারের দলিল নহে। মোক্তার, মোক্তারনামা-দাতার আদেশানুসারে কার্য্য করেন কিন্তু ট্রাষ্টি তাহা করেন না। তাঁহার কার্য্যে প্রতিবন্ধকতা সাধন করা চলে না।

কেহ কোন লোককে কোন সম্পত্তি দিয়া সর্ত্ত র‍্যখিলেন যে গ্রহীতা দাতার জীবনাবধি তাঁহাকে প্রতিপালন করিবে, ইহা দানপত্র (I, L, R, 11 Mad, 216) অন্যের ভরণ পোষণ জন্য যে দলিল দেওয়া হয় তাহা (Settlement) কোন সম্পত্তি দেবোদ্দেশে দান করিয়া তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলে তাহা Settlement ; Declaration of Trust নহে। Declaration of Trustএ উর্দ্ধ সংখ্যায় ২২॥০ টাকা Duty এবং লোকে Declaration of Trust করিয়া Stamp duty ফাকি দিতেন বলিয়া ব্যবস্থাপক সভা নূতন ষ্ট্যাম্প আইন প্রকাশ কালে Settlementএর Defination এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন যে তদ্দারা আর Trust সম্পত্তি Settlement ভিন্ন Declaration of Trust হইবে না। (See Sec. 2 (24.)

(২০৫)

বিশ্বাস স্থাপনার স্বীকার পত্র।

(Declaration of Trust!)

দাতা। গ্রহীতা।

* * * * * *

আমি এই বিশ্বাস স্থাপনার স্বীকার পত্র (Declaration of Trust) সম্পাদন করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছি যে (সম্পত্তির বিবরণ

দাও) সম্পত্তিতে আমার কোন স্বত্ব বা সংস্রব নাই। এই দলিলের গ্রহীতা শ্রীযুক্ত * * * আমার নামে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন মাত্র, তাহতে আমার বা আমার ওয়ারিশান প্রভৃতি কাহারও Vested বা Contingent কোন প্রকার স্বত্ব নাই। যদি কখন কোন প্রকার দাবী দাওয়া করি তাহা সর্ব্বতোভাবে বাতিল ও নামঞ্জুর। উক্ত গ্রহীতা বা তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত যিনি ন্যায়সঙ্গত অধিকারী হইবেন তিনি বা তাঁহারা বলিবামাত্র দখল ছাড়িয়া দিব বা উহা তাঁহাদের নামে যথাবিহিতরূপে হস্তান্তর করিতে স্বয়ং ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে বাধ্য রহিলাম। ইতি *

(২০৬)

বিশ্বাস সংস্থাপনের স্বীকার পত্র ও একরারনামা।

(Declaration of Trust and Agreement.)

শ্রী * * * প্রথম পক্ষ (Benificiary.)
শ্রী * * * দ্বিতীয় পক্ষ (Do.)
শ্রী * * * তৃতীয় পক্ষ (Trustce)

এই দলিল দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ তাঁহাদের কারবারের উদ্বৃত্ত টাকা তৃতীয় পক্ষের নিকট গচ্ছিত রাখিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং তৃতীয় পক্ষ সেই গচ্ছিত টাকা স্বতন্ত্র Trust দলিলের মর্ম্মানুসারে যেরূপে ব্যয়িত হইবে তাহা যথা নিয়মে সম্পাদন করিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হইলেন, ইহাতে কেহ কোন প্রকার ক্রটী করিতে পারিবেন না। (ইত্যাদি) *

---

* ইহা না-দাবি নহে। না-দাবীতে দাবী ত্যাগ করা হয় কিন্তু ইহাতে তাহা হয় না। বেনাম সম্পত্তি পরের দখলে না-দাবী না লেখাইয়া লইয়াও এইরূপ দলিল দ্বারা তাহা রাখা যায়। এই দলিলে দাবী ত্যাগ করিলাম বলিলেই তাহা না-দাবী হইল।

* ইহাতে টাকা উল্লেখ নাই সুতরাং (Declaration of Trust) জন্য ২২॥০ টাকা ও তৃতীয় পক্ষের একরার জন্য ৸০ আনা মোট ২৩।০ টাকা চারি আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (I. L. R. 11 Mad. 216.)

(২০৭)

অছিনিয়োগ পত্র।

(Appointment of Trustee.)

শ্রী * * * ইত্যাদি।
শ্রী * * * ইত্যাদি।
শ্রী * * * ইত্যাদি। } প্রথম পক্ষ।
শ্রী * * * ইত্যাদি। দ্বিতীয় পক্ষ ;

যেহেতু আমাদের ট্রাষ্টি নিয়োগ করিয়া তাঁহার হস্তে বৈষয়িক যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ ও পর্য্যবেক্ষণ ভার সমর্পণ ভিন্ন আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা হইবার উপায়ান্তর নাই কেননা প্রথমপক্ষের অসাবধানতায় অবিমৃষ্যকারিতায় ও দায় সূত্রভার জন্য অনেক ঋণ হইয়া তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অতএব আমরা (প্রথম পক্ষ) ওয়ারিশান ক্রমে বাধ্য হইয়া এইরূপ অঙ্গীকার বদ্ধ ও নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় পক্ষকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিলাম। এক্ষণে এই দলিল মধ্যে যেখানে যেভাবে ও অর্থে প্রথম পক্ষ উল্লিখিত হইবে সেস্থানে এই দলিল সম্পাদনকারিগণকে বুঝাইবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ স্থলে ট্রাষ্টি মহাশয়কে বুঝাইবে।

১। এক্ষণে নিয়ম হইল যে, প্রথম পক্ষ তাঁহাদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির পরিদর্শন পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনার দ্বিতীয় পক্ষকে অর্পণ করিলেন।

২। এই দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষ আমাদের পূর্ব্ব কর্ম্মচারিগণকে বহাল রাখিয়া বা নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া যদৃচ্ছভাবে সম্পূর্ণ স্বীয় কর্তৃত্ব পরিচালনে ভার বিষয় বিভব রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

৩। ট্রাষ্টি মহাশয় প্রথম পক্ষের প্রত্যেককে মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিবেন। তদ্ব্যতীত কন্যার বিবাহে ২০০০৲ টাকা ও পুত্রের বিবাহে ১০০০৲ টাকা হিসাবে দিবেন। তদতিরিক্ত কোন টাকা প্রথম পক্ষ পৃথকভাবে দাবী করিবেন না বা দ্বিতীয় পক্ষ দিবেন না।

৪। দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি যে সমস্ত কৌলিক ও পৈত্রিক ক্রিয়া কলাপাদি প্রচলিত আছে তাহা নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ১০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত

হইল। ট্রাষ্টি মহাশয় ঐ টাকায় ঐ সমস্ত পর্ব্বাদি যথাসম্ভব নির্ব্বাহ ও সম্পাদন করিবেন।

৫। যে টাকা আদায় হইবে তাহা হইতে জমীদারী খাজনা পাঠাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা ট্রাষ্টি মহাশয় যেরূপে রাখিতে ইচ্ছা করেন রাখিবেন। প্রতি তিন মাস অন্তর যে টাকা সঞ্চিত হইবে তাহাতে মহাজনের দেনা পরিশোধ হইবে।

৬। ট্রাষ্টি মহাশয় অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে জানাইয়া আমাদিগের কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ বা অন্য বিষয় ক্রয় করিতে পারিবেন।

৭। ট্রাষ্টি মহাশয় অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ স্বীয় পারিশ্রমিক জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন।

৮। যে সকল মোকর্দ্দমা দায়ের আছে বা ভবিষ্যতে রুজু হইবে তাহাতে ট্রাষ্টি মহাশয় পক্ষভুক্ত হইয়া চালাইবেন। আমাদের আর কোন প্রকার সংস্রব রহিল না।

৯। দ্বিতীয় পক্ষ প্রতি বৈশাখ মাসের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব দিবেন এবং প্রথম পক্ষ তাহার যথার্থ (Correctness) সম্বন্ধে যে ছাড় সহি করিয়া দিবেন তাহাই পূর্ণ দাবি রাহিত্য (absolute release) স্বরূপ গণ্য হইবে এবং তাহার বলে আর দ্বিতীয় পক্ষ বা তাঁহার ওয়ারিশ ও এসাইনি প্রভৃতি কেহ কোন দায়ী হইবেন না।

১০। যে পর্য্যন্ত না সমস্ত দেনা পরিশোধ হয় সে পর্য্যন্ত প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন না। তবে যদ্যপি দ্বিতীয় পক্ষ কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক বা অপারগ হয়েন বা তাঁহার বৈধ কার্য্যে তঞ্চকতা বা প্রবঞ্চনা প্রকাশ পায় তাহা হইলে দ্বিতীয় পক্ষ কার্য্য হইতে অপসৃত হইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। (১)

---

(১) See Sec. 76 and 78 of the Trusts Act (II of 1885) ট্রাষ্টির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় উক্ত আইনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এখানে উদ্ধৃত হইল না।

এই সকল দলিল Public Demand's Recovery Act Section 7 clause 8 অনুসারে রেজেষ্টারী হওয়া কর্ত্তব্য।

দলিলে দলিলদাতা যে কয় বৎসরের জন্য দলিল লিখিয়া দিতেছেন সেই কয় বৎসরের টাকার উপর তমসুকের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এবং রেজিষ্ট্রী খরচাও সেই টাকার উপর "A" fee লইতে হইবে।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দ চিত্তে প্রথম পক্ষ পরস্পরে আপনাপন নাম স্বাক্ষর করিয়া এই দলিল সম্পাদন করিয়া দ্বিতীয় পক্ষকে সমর্পণ করিলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষও এই সকল নিয়মাধীনে কার্য্য করিবার ইচ্ছাজ্ঞাপন জন্য এই দলিলে আপন নাম স্বাক্ষর করিলেন।

উইল। (Will)

(উইল সম্বন্ধে বক্তব্য)।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে উইল লেখার প্রচলন ছিল না, তবে মৃত্যুকালে যে কেহ ইচ্ছামত আপন আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবকে সম্পত্তি দান করিতেন। অনেকে আবার ইচ্ছাস্বত্বেও পীড়ার প্রাবল্য হেতু হয় ত কোন কথা বলিতে পারিতেন না।

এ সম্বন্ধে ইংরাজদিগের প্রথা ভাল বলিয়া আমরা তাঁহাদের উইলের অনুকরণে উইল সম্পাদন করিয়া থাকি। পীড়িতাবস্থায় দানপত্র করিয়া যদ্যপি দাতা জীবিত থাকেন, তাহা হইলে, সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যায়, এই জন্য উইল করাই ভাল। ১৮৭০ সালে হিন্দুদিগের উইলের নিয়ম প্রথম বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন দ্বারা ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের কতকগুলি ধারা হিন্দুদিগের প্রতি প্রযুজ্য হইয়াছে।

উইল করিয়া বিলাতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। উইলকারীকে হত্যা পর্য্যন্ত করিয়া লিগেটী সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে, সেই জন্য উইল গোপন করা উচিত এবং সেই অভিপ্রায়েই উইলদাতার মৃত্যু না হইলে রেজিষ্টারী বিভাগ হইতে উইল সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার উপায় নাই। শীলকভার করা উইলের গোপনীয় সম্বন্ধে ত কথাই নাই।

যে কোন সাবালক ও প্রকৃতিস্থ লোক উইল করিতে পারেন। (১) উইলে অন্যান্য দলিলের ন্যায় উইলকারী স্বাক্ষর করিতে পারেন। স্বাক্ষর করিতে না পারিলে বা না জানিলে স্বাক্ষরসূচক চিহ্ন ব্যবহার করিবেন, অথবা অপর কেহ তাঁহার অনুমতি অনুসারে তাঁহার নাম লিখিয়া দিবেন। (২) উইলকারীর স্বাক্ষর বা চিহ্ন সংযুক্ত হওয়ার পরই অন্ততঃ দুইজন লেখাপড়া জানা লোক সাক্ষী

(১) Read Act XXI of 1870.

(২) See Sec. 50 of The Indian Succession Act.

করিবেন ; ঢেরা সহিকারী সাক্ষ্য নহে। অর্থাৎ অন্ততঃ দুইজন লেখাপড়া জানা লোকের সম্মুখে উইলকারীকে সহি করিতে হইবে। সকল সাক্ষীর সম্মুখে যে সহি করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। উইলকারী যদ্যপি বলেন যে, "এই আমার উইল আর আমার স্বাক্ষর" তাহা হইলেই তাঁহারা সাক্ষী হইতে পারেন। উইলের সাক্ষীগণকে যে উইলের বিষয় অবগত হইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই।

উইলে পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা থাকিতে পারে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। উইলে সম্পত্তি চৌহদ্দি না দিলেও চলে। যে কোন রেজিষ্ট্রী আফিসে উইল রেজিষ্ট্রী হইতে পারে।

উইলে একজিকিউটার থাকে, একজিকিউটারের নাম, পিতার নাম, জাতি পেশা ও নিবাস দিতে হয়।

যে দলিল দ্বারা উইলের কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হয় তাহাকে উইলের ক্রোড়-পত্র বা Codicil বলে। ইহার রেজিষ্ট্রী উইলের ন্যায় হইয়া থাকে কিন্তু ক্রোড়-পত্র দ্বারা উইল রহিত করণ হয় না। উইল রহিত করণ কার্য্য সাদা কাগজে হইবে। ষ্ট্যাম্প আইনের ১৭ সিডিউল মতে ৭৷৷৹ টাকার ষ্ট্যাম্পে লিখিতে হইবে না। তাহার রেজিষ্ট্রী ফি ৮৲ টাকা (C fee.) এবং ৩নং বহিতে রেজেষ্ট্রী হইয়া থাকে।

উইল বা উইলের ক্রোড়পত্রের কোন অংশ কাটিয়া বা মুছিয়া দিলে সেই স্থানে বা কৈফিয়তে উইলকারী বা সাক্ষীগণের স্বাক্ষর হওয়া আবশ্যক। (Sec. 58 of the Indian Succession Act.)

উইল প্রমাণ বা প্রোবেট দান।—উইলকারীর মৃত্যুর পর জজ সাহেবের নিকট উইল সম্পাদন প্রমাণ করিয়া প্রমাণ পত্র (Probate) বা কার্য্য নির্ব্বাহ নিয়োগ পত্র (Letter of Administration) লইতে হয়। প্রোবেট শীঘ্র লওয়াই কর্ত্তব্য নতুবা সন্দেহের কারণ হয়, কিন্তু বিলম্ব হেতু তামাদি হয় না (See I. L. R. 6 Cal. 707.)

উইলের সম্পাদন প্রমাণ অর্থাৎ উইলকারী সাবালক এবং প্রকৃতিস্থ অবস্থায় উইল করিবার পরে মৃত্যু হওয়ার প্রমাণ করিলেই প্রোবেট প্রদত্ত হয়। স্বত্ব বা

অন্য কিছু সম্বন্ধে বিচার প্রোবেটের মোকদ্দমায় হইতে পারে না। (See. I. L. R. 4 Cal I.)

একজিকিউটারের দায়িত্ব।—একজিকিউটার উইলকারীর সম্পত্তি নির্দ্দেশানুসারে বণ্টন করিয়া দিতে ও ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য, নতুবা দায়ী হইতে হয়। (See Sec. 100, 146, 147. of Act 5 of 1881.)

উইল সকল জাতি ও ধর্ম্মাবলম্বীরই করিবার অধিকার আছে, তবে রীতিমত লেখাপড়া হওয়া কর্ত্তব্য। মুসলমানেরা মহম্মদীয় সরা অনুসারে মৌখিক উইল করিতে পারেন।

রেজিষ্টারি।—উইল রেজিষ্টারি করিবার জন্য স্বয়ং উইলকারীকে রেজিষ্টারি আফিসে উইল দাখিল ও তাঁহার সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করিতে হয়। আমমোক্তার দ্বারা এ কার্য্য সম্পাদন হয় না। (See, Sec. 41 of the Registration Act.)

উইল শীলমোহর করা খামে পুরিয়া রেজিষ্টারি আফিসে গচ্ছিত রাখিতে হইলে স্বয়ং না যাইয়া আমমোক্তার দ্বারা পাঠাইলেও হইতে পারে। সে উইল, উইলকারীর জীবদ্দশায় কাহারও খোলাইবার অধিকার নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে কোন একজিকিউটার বা যাঁহারা উইলকৃত সম্পত্তি পাইবার অধিকারী তাঁহারা রেজিষ্টারী আফিসে উইলকর্ত্তার মৃত্যু সপ্রমাণ করিলে ও উপযুক্ত ফি দিলে তাহা খোলা ও রেজিষ্টারি বহিতে নকল করা হয়।

উইল যতবার ইচ্ছা করা যাইতে পারে, কিন্তু যে উইল দ্বারা পূর্ব্বকৃত রেজিষ্টারি করা উইল রহিত করা হয়, তাহার রেজিষ্টারি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা রেজেষ্টারি উইল রেজিষ্টারি বিহীন উইলের অপেক্ষা ফলপ্রদ।

দলিল লেখাপড়ার ৪ মাস মধ্যে রেজিষ্ট্রী না হইলে রেজিষ্টারির পক্ষে তামাদি দোষ ঘটে, কিন্তু উইল সম্বন্ধে তাহা হয় না। অর্থাৎ চারি মাস অতীত হইলেও উইল রেজিষ্ট্রী হয় (Sec. 27 of the Registration Act.)

ইচ্ছাপূর্ব্বক উইল ছিন্ন, দগ্ধ বা অন্য প্রকারে বিনষ্ট করিলে উইল নষ্ট হয়। অন্য উইল দ্বারা উইল প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে। উইল করার পরে বিবাহ করিলেও উইল প্রত্যাখ্যাত হয়। (See Sec 57 of the Indian Succession Act.)

উইল সম্পাদনের পরে তাহার কোন অংশ কাটিয়া দিলে সেই অংশ প্রত্যাখ্যাত হয়। (See Sec. 57 of the Indian Succession Act.) কিন্তু সেই স্থলে বা তাহার কৈফিয়তে উইলকারী ও সাক্ষীদিগের স্বাক্ষর হওয়া আবশ্যক।

উইলের আংশিক প্রত্যাখ্যান হইলে "উইল প্রত্যাখ্যান পত্র" হইবে না; "উইল সংশোধন বা উইলের ক্রোড়পত্র" (Codicil) হইবে। পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যাখ্যান পত্র লেখাপড়া হইবে।

উইল রেজিষ্টারি হইলে "প্রত্যাখ্যান পত্র" রেজিষ্টারি করিতে হইবে, নতুবা তাহা কার্য্যকর হইবে না। রেজিষ্টারি করা উইল না হইলে, উইল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বা দগ্ধ করিয়া উইল প্রত্যাখ্যান হইতে পারে। মোড়ক-যুক্ত উইল দাখিল করিলে তাহা রেজিষ্টারি আফিস হইতে ফেরত লইয়া নষ্ট করা যাইতে পারা যায়, সুতরাং তাহার জন্য আর "প্রত্যাখ্যান পত্র" লিখিবার আবশ্যক হয় না।

ষ্ট্যাম্প—উইল সাদা কাগজে সম্পাদিত হয় কারণ কখন কোথায় যে কাহাকে উইল করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই, তাই ইহার ষ্ট্যাম্প কুসুম রহিত হইয়াছে।

সম্পত্তি পাইবার নালিশের মিয়াদ ১২ বৎসর।

(২০৮)

উইল।

লিখিতং শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় পিতা ৺ * * কস্য উইল পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।

শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আজ প্রায় বৎসরাবধি নানাপ্রকার রোগ যন্ত্রণায় শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল জটিল ব্যাধির হস্ত হইতে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইব সে আশা অতি বিরল, অতএব আমার সম্পত্তি সমূহের ভোগাধিকার ও কার্য্যপ্রণালী নির্ব্বাহের সুবন্দোবস্ত এই সময় হইতে করা বিধেয় বলিয়া নিম্ন-লিখিত-রূপে ব্যবস্থা করিলাম। আমার জীবনান্তে আমার উত্তরাধিকারী বা অপরাপর লিগেটিগণ (legatee) এই উইলের সর্ত্তে সর্ত্তবান হইবেন।

১। কলিকাতার ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের * নং বাটী, মায় তলীয় জমি আন্দাজী ২/ বিঘা যাহা সন ১২৯০ সালে মিষ্টার জন হাউয়ার্ডের নিকট হইতে ৩০,০০০ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়া নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি, ঐ বাটীর মাসিক যে ভাড়া হইবে তাহা আমার পত্নী শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দেবী পাইবেন। ঐ বাটীর বার্ষিক সংস্কার এবং ত্রৈবার্ষিক পূর্ণ সংস্কার কার্য্য আমার ষ্টেটের আয় হইতে সম্পন্ন হইবে। মেরামতের ত্রুটিতে বাটীর ভাড়া কমিবার সম্ভাবনা বোধ করিলে কলিকাতার মেকিণ্টস বারণ বা বারণ কোং প্রভৃতি খ্যাতনামা যে কোন কনট্রাক্টরের দ্বারা বাটী মেরামত করাইতে উক্ত সরলাসুন্দরীকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইল। উক্ত কনট্রাক্টরদিগের বিলের টাকা আমার এষ্টেট হইতে আদায় হইবে। উক্ত বাটীর আয় ব্যতীত ৩৷৹ টাকা সুদের * ও * নম্বরের ১০ হাজার টাকা করিয়া দুই-খানিতে মোট ২০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিলাম। কোম্পানীর কাগজ দান বিক্রয় প্রভৃতি করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিল। বাটী ভাড়ার আয় সরলাসুন্দরী কেবল জীবনাবধি ভোগ করিবেন।

পত্নী শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দেবীর প্রাপ্য।

২। সর্ব্বমঙ্গল বিধান জগদীশ্বরের মহতী ইচ্ছায় আজি আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র-হীন। বিগত ১২৮৭ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের কালরাত্রে আমার প্রাণাধিক পুত্র শ্রীমান বিরাজমোহনকে হারাইয়াছি। পতিশোকবিধুরা প্রাণসম পুত্রবধূও তাহার তিন মাস পরেই একটী মাত্র পুত্র শ্রীমান বিমানবিহারী ও একমাত্র কন্যা শ্রীমতী হেমপ্রভাকে রাখিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। সেই প্রিয়পুত্রের প্রিয় সন্তানগুলি আমার প্রাণসম প্রিয়। আজি ঈশ্বরানুগ্রহে বিরাজমোহন জীবিত থাকিলে তাহাকে যে পরিমাণ সম্পত্তি দিয়া পুলকিত হইতাম, সেই পরিমাণ সম্পত্তি সেই পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক বালিকাকে না দিলে মনে হয় আমার বিরাজমোহনের প্রেতাত্মার মনঃক্ষুণ্ণ করা হইবে। সুতরাং জেলা হুগলী ১৮০নং তৌজীভুক্ত লাট গঙ্গাধরপুর, জেলা চব্বিশ পরগণার ১৮ তৌজি-ভুক্ত লাট বিরামপুর, কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের * নং বাটী ইমারত মায় তলীয় জমি ও তন্মধ্যস্থ ঝাড়, লণ্ঠন প্রভৃতি আসবাব ও তৈজসাদি যাহা কিছু আছে এবং ৩৷৹ টাকা সুদের নং * ও * দুইখানি কোম্পানীর কাগজ ২০০০০৲

জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র শ্রীমান বিমানবিহারী চট্টোপাধ্যায় ও কন্যা শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবীর জন্য।

টাকা, এই সমস্তই বিমানবিহারীর হইল। আমি একাগ্রচিত্তে কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্বমঙ্গলময় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে আমার পৌত্রটি যেন সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবী হইয়া ঐ সকল সম্পত্তি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করে। কিন্তু যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে আমার অপরাপর সন্তান বা তাহাদের ওয়ারীশানগণ তুল্যাংশে তাহার দখলকারী হইবেন।

শ্রীমতী হেমপ্রভার বিবাহোপযোগী সমস্ত অলঙ্কারাদি আমি ইতিমধ্যে দিয়াছি বরাভরণ ও বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ১০ সহস্র টাকা জমা রহিল। বিবাহের পূর্ব্বে এই উইলের একজিকিউটারগণের মধ্যে যে কেহ তাঁহা বাহির করিয়া উপযুক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। যদি বিবাহকাল পর্য্যন্ত আমার পত্নী জীবিত থাকেন, তাহা হইলে বিবাহ সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য তাঁহার পরামর্শ মত করিতে হইবে। আমার পত্নীর ভরণপোষণ জন্য ধর্ম্মতলার * নং বাটি দিলাম তিনি তাহাতে জীবনস্বত্ব উপভোগ করিবেন মাত্র। তাঁহার জীবনান্তে উক্ত সম্পত্তি হেমপ্রভা তাঁহার ওয়ারিশক্রমে পাইবেন। ঈশ্বর না করুন কিন্তু সম্পত্তি পাইবার পূর্ব্বে যদ্যপি তাঁহার দেহান্ত হয় বা তাহার কোন গর্ভজাত ওয়ারিশ না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তিও আমার পুত্রগণ তাঁহাদের ওয়ারিশ ক্রমে তুল্যাংশে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীমান বিমানবিহারীর মাতার অলঙ্কারগুলি আমার পত্নীর কাছে আছে এবং থাকিবে। বিবাহকালে বিমানের পত্নীকে সেই সমস্ত যৌতুক স্বরূপ দেওয়া হইবে। যদ্যপি প্রাণাধিক পৌত্রের বিবাহ সন্দর্শন সুখভোগ আমার পত্নীর অদৃষ্টেও না থাকে, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ব্যক্তির হস্তে সেই সমস্ত অলঙ্কার বিমানবিহারীর পত্নীকে প্রদানের ভার ন্যস্ত করিতে পারিবেন। বিমানের সুন্দরী সৎপাত্রীর সহিত বিবাহ হওয়া এবং বিবাহকালে বাদ্যাদির বাহুল্য থাকা আমার পত্নীর একান্ত বাসনা, আমারও তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে। সে ব্যয় ভার সমস্তই আমার পত্নী বহন করিবেন বা তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। এষ্টেট হইতে দিতে হইবে না। তবে আমার পুত্রগণ স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহাদের স্বকীয় অর্থ হইতে সেই আয়োজনের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি মানসে যে সকল ব্যয়ভূষণ করিবেন তাহা স্বতন্ত্র। যদ্যপি ঐ বিবাহের পূর্ব্বেই আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়, এবং তিনি তাহার কোন ব্যবস্থা করিয়া না যান, তাহা

হইলে আমার এষ্টেট হইতে ঐ কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫ হাজার টাকা দেওয়া হইবে। আর বিমানবিহারার নববধূকে নূতন অলঙ্কার দিবার জন্য আমি ২৫০০৲ টাকা দিলাম। বিবাহকালে ঐ মূল্যের অলঙ্কার আমার স্ত্রীর সহিত পরামর্শানুসারে একৃজিকিউটারগণ ক্রয় করিয়া দিবেন।

ভদ্রাসন বাটী।

৩। ভদ্রাসন বাটি, তৎসংলগ্ন বাগান পুষ্করিণী আদিতে আমার সকল পুত্রের সমান অধিকার রহিল। পূজা ও ক্রিয়াকলাপাদি যাহা কিছু হইয়া থাকে আমার অবর্ত্তমানে সে সমস্ত সাধারণ সম্পত্তির আয় হইতে তদ্রূপ ভাবে নির্ব্বাহিত হইবে। কোন পুত্র ইচ্ছা করিয়া তাহার স্বকীয় বাটীতে পূজা ও ক্রিয়াকলাপাদি করিলেও আমার ভদ্রাসন বাটীর পূজা বন্ধ হইবে না। তাঁহার এবং তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের ওয়ারিশগণ উক্ত নিয়মে বাধ্য থাকিবেন। আমার অবশ্য প্রতিপাল্যগণ একাল পর্য্যন্ত এই ভদ্রাসন বাটীতে বসবাস করিতেছেন তাঁহারা আমার অবর্ত্তমানেও বসবাস করিবেন এবং গ্রাসাচ্ছাদনাদি পাইবেন। কেহ ইচ্ছা করিয়া প্রাচীর দ্বারা ভদ্রাসন বাটী চিহ্নিত করিয়া লইতে পারিবেন না, ইহা সাধারণের বাটী স্বরূপে রহিল।

পুত্রগণের প্রাপ্য।

৪। জেলা হুগলি, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা ও বীরভূমে আমার যে সমস্ত স্বোপার্জ্জিত ও পৈত্রিক (১) জমিদারী, নীল ও কয়লার কুঠি এবং নিষ্কর ও সকর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহা আমার চারি পুত্রের মধ্যে মধ্যম শ্রীমান বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় শ্রীমান বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ নাবালক পুত্র শ্রীমান রাজেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই তিন জন (ক) (খ) (গ) চিহ্নিত ক্রমে পাইবেন। আমার বিভাগ বণ্টনে কেহ **কোন আপত্তি উত্থাপন করিয়া যদ্যপি** কোন মোকদ্দমা রুজু করেন, তাহা হইলে আদালত ইহার অন্যরূপ করিবেন না, অধিকন্তু মোকদ্দমার সমস্ত ব্যয়ভার তাঁহার ষ্টেট হইতে আদায় হইবে।

---

১) দায়ভাগ অনুসারে পিতা আপন পুত্রকে পিতামহ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। 18 W. R. 349 9 B. L. R 366. কিন্তু মিতাক্ষরা মতে উইলকারীর পৈতৃক সম্পত্তি হইতে পুত্রকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা নাই।

৫। আমার পুত্রগণকে যে সমস্ত সম্পত্তি দিলাম, তদ্ব্যতীত আর যে সকল সম্পত্তি রহিল তাহার আয় হইতে গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺দামোদরজীউর পূজা এবং দোল ও তুর্গোৎসবাদি যাহা কিছু মহোৎসব হইয়া থাকে তৎসমূহের যথাযথ ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ১২০০০৲ টাকা খরচা নির্দ্দিষ্ট রহিল। আর ঐ সম্পত্তির অবশিষ্ট আয় হইতে অবশ্য প্রতিপাল্যদিগের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ ও খুচরা দানের জন্য সাপ্তাহিক ৫০৲ টাকা ব্যয়িত হইবে। যদি কোন সপ্তাহে ৫০৲ টাকা খরচা না হয়, তাহা হইলে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা অন্য কোন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

সাধারণ কার্য্য।

৬। স্বগ্রামে যে দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্কুল আছে তৎসমূহ পরিচালন জন্য নিম্নলিখিত জায় মত এক লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দিলাম। পূর্ব্বেই ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া স্কুল ও চিকিৎসালয় পরিচালনের ভার তাঁহাদিগের হস্তে দিয়াছি এক্ষণে একজিকিউটারগণের উপর ভার রহিল যে তাঁহারা ঐ টাকার যান্মাসিক সুদ নিয়মমত ট্রাষ্টিদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। যদি ট্রাষ্টিদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাঁহার পরিবর্ত্তে ট্রাষ্টি নিয়োগ ভার আমার পুত্রও তদভাবে তাঁহাদের ওয়ারিশগণের রহিল। ট্রাষ্টিদিগের মধ্যে কাহারও কার্য্যে ত্রুটি লক্ষিত হইলে অন্য ট্রাষ্টি নিয়োগের ভার পূর্ব্বলিখিত সন্তানদিগের উপর থাকিল।

দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদির ভার।

৭। আমার একমাত্র প্রিয় কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবীর জন্য ২৫ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিলাম। তাঁহার বিংশতি বৎসর বয়ক্রম পূর্ণ হইলে তাঁহার হস্তে ঐ কাগজ দেওয়া হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত বিংশতি বৎসর পূর্ণ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কেবল সুদের টাকা পাইবেন। ঈশ্বর না করুন কিন্তু ঐ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার গর্ভজাত সন্তানসন্ততিগণ সাবালক হইলে ঐ টাকা পাইবেন। অভাবে আমার ষ্টেটে ঐ টাকা মজুত থাকার ন্যায় গণ্য হইয়া পুত্রগণ বা তাঁহাদের ওয়ারিশান মধ্যে অংশ মত বণ্টন হইবে। আমার প্রাণাধিক জামাতা শ্রীমান অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা সহরের আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের * নং বাটী পাইবেন এবং ওয়ারিশান ক্রমে ভোগ করিবেন। আমি যে নূতন ওয়াচটী ১৫০০৲ টাকা মূল্যে বিলাত হইতে

আনাইয়াছি, বাবাজীবনকে সেই ঘড়ীটীর প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি, অতএব সেই ঘড়ীটী যায় চেন তিনিই পাইবেন।

৮। জগদাশ্বর না করুন, যদি আমার বর্ত্তমানে আমায় কোন সন্তানের মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাঁহার সন্তানাদি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বিষয়ের অধিকারী হইবেন। সন্তান না থাকিলে আমার অপর সন্তানগণ মধ্যে সেই সম্পত্তি তুল্যাংশে বিভক্ত হইবে। যদ্যপি আমার ইতিমধ্যে কোন সন্তান হয় ও আমি তাহার কোন ব্যবস্থা না করিয়া দিয়া মরিয়া যাই বা আমার স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় আমার মৃত্যু হয় এবং তাহাতে পুত্র সন্তান জন্মে তাহা হইলে আমার স্ত্রী ক, খ, ও গ, চিহ্নিত সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিবেন এবং তিনি যাহা করিয়া দিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃত বিভাগের ন্যায় গণ্য হইবে। যদ্যপি কন্যা জন্মে তিনি প্রথমা কন্যার ন্যায় এবং সেই নিয়মাধানে ২৬ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ পাইবেন। সন্তানদিগের নামে যে কাগজ রহিল তাহা হইতে তুল্যাংশে সেই টাকা দেওয়া হইবে এবং তাহার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দশ হাজার টাকা সন্তানদিগের এষ্টেট হইতে দেওয়া হইবে।

৯। আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান ব্রজেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের অসচ্চরিত্রতার পরিচয় পাওয়ায় তাঁহাকে কলিকাতা .পটলডাঙ্গার * নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটের বাটী যায় আসবাব এবং নগদ ১০ হাজার টাকা মাত্র দেওয়া হইবে এবং (ঘ) চিহ্নিত সম্পত্তির আয় হইতে মাসিক ২৫০৲ টাকা মাত্র পাইবেন, বাকি আয় তাঁহার এষ্টেটে জমা হইবে। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার সন্তান সন্ততি ঐ সমস্ত পাইবেন। ঈশ্বর না করুন যদি সন্তানাদি হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে সেই সম্পত্তি আমার সন্তানগণ তুল্যাংশে ওয়ারিশান ক্রমে পাইবেন। তাঁহার বিধবা পত্নী জীবনাবধি মৃজাপুরে বা ভদ্রাসন বাটীতে বসবাস ব্যতীত মাসিক ২০০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবেন। সম্পত্তির সহিত কোন সংশ্রব থাকিবে না।

১০। আমার অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিম্নলিখিতরূপে দেওয়া হইবে। যথা—

(ক) অমুক, অমুক দ্রব্য পাইবেন।

১১। আমার পুত্র শ্রীমান বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও আমার জামাতা শ্রীমান অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই জনে আমার উইলের একজিকিউটার হইবেন

এবং আমার নাবালক সন্তানগণের অপরাপর কার্য্য ও বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণ কালীন যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও বিজ্ঞ হইবেন তিনিই একজিউটার হইবেন। একজিকিউটার হইবার জন্য আপত্তি উত্থাপিত হইলে সকলকে অন্ততঃ ৫ জন সালিশ মান্য করিতে হইবে এবং সেই সালিশগণ যাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিবেন তিনিই একজিকিউটার হইবেন।

১২। আমার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের জন্য বেঙ্গল ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে তাহা হইতে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। আমার পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদির জন্যও ঐ পরিমাণ টাকা ন্যাসন্যাল ব্যাঙ্কে জমা আছে, তাহাই ব্যয় হইবে। আমার স্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী ঐ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ২৫ হাজার টাকার আয় হইতে নিরাশ্রয় বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাদিগকে সাধ্যমত মাসিক বৃত্তি প্রদত্ত হইবে, বাকি ২৫ হাজার টাকা অন্যান্য ক্রিয়ায় ব্যয়িত হইবে। বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আরও ১ লক্ষ টাকা জমা আছে তাহা হইতে আমার যদি কোন দেনা থাকে তাহা পরিশোধ হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা আমার সন্তানগণ মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হইবে। এতদর্থে স্বইচ্ছায় বিনা প্ররোচনায় এই উইল পত্র লিখিত হইল এবং ইহাই আমার শেষ ও চূড়ান্ত উইল বলিয়া গণ্য হইবে ইতি। সন ১৩০১ সাল তারিখ ১লা বৈশাখ।

লেখক শ্রী * *

সাক্ষী শ্রী * *

(২০৯)

উইল।

(প্রকারান্তর।)

লিখিতং শ্রীবলরাম চট্টোপাধ্যায় * * ইত্যাদি।

কস্য উইলনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আজি প্রায় বিংশতি বৎসর অতীত হইল আমার পিতৃদেব কেবলমাত্র আমাকে তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী রাখিয়া লোকান্তরিত হইলে আমি তাঁহার ত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি অর্থাৎ পলাশপুরের ভদ্রাসন বাটী ও যৎসামান্য নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমির উত্তরাধিকারী হইয়া কিছু দিবস ভোগ দখল করিয়া ব্যবসায়োপলক্ষে মিরাটে গমন করি। আমার পিতার বাটী

ও সামান্য ভূসম্পত্তি ব্যতীত অপর কোন স্থাবর সম্পত্তি ছিল না। ঈশ্বরানুগ্রহে আমি ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়াছি, কিন্তু সংসারে আমার বৃদ্ধা জননী ও একমাত্র কন্যা শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী ভিন্ন অপর কেহ না থাকায় এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী বিষয় বিভবের অধিকারী হইতে পারিয়াছি জানিয়া ব্যবসা উঠাইয়া দিয়া কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন মানসে ও স্বদেশে স্থায়ীভাবে বাস করিবার অভিপ্রায়ে মিরাট হইতে যাত্রা করিয়া কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু সহসা কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবনের আশা শূন্য হওয়ায় এবং কন্যা অবিবাহিতা ও নাবালিকা বলিয়া আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির আমার মরণান্তে ভোগাধিকারের ব্যবস্থা এবং আমার অভিপ্রায়ানুযায়ী কন্যার লালনপালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবার জন্য নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিলাম।

পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি ভিন্ন আমার আর কোন স্থাবর সম্পত্তি নাই, স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির মধ্যে * * নম্বরের ২৫ হাজার টাকার ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ, কন্যার গাত্রের প্রায় ১৭০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কার ও তদ্ব্যতীত ৫ হাজার টাকা নগদ এবং আরও প্রায় ৩ হাজার টাকার শাল রুমাল, জামিয়ার রূপার বাসন ইত্যাদি তৈজসাদি আছে। আমার মৃত্যুর পর আমার কন্যা তৎসমুদয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইবেন।

সমস্ত বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমার জননী পূজনীয়া শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবীকে একজিকিউট্রিক্স নিযুক্ত করিলাম, তিনি যতদিন জীবিতা থাকিবেন ততদিন আমার কন্যা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমার মাতার ইচ্ছানুরূপ বৃত্তি পাইবেন মাত্র, বিষয় দখল পাইবেন না। দৈব ঘটনায় আমার কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে যদ্যপি তাঁহার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে পলাশপুর নিবাসী আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একজিকিউটার হইবেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার মধ্যম সহোদর জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং অবর্ত্তমানে কনিষ্ঠ শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ একজিকিউটার হইয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিবেন।

কন্যা শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী সাবালিকা হইলে মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবেন এবং একজিকিউটার ইচ্ছা করিলে প্রতি মাসে আপনার

পারিশ্রমিক স্বরূপ ২৫৲ টাকা লইতে পারিবেন। বাকী যাহা থাকে তাহা ষ্টেটে জমা থাকিবে এবং সেই টাকা হইতে বাটী মেরামত ইত্যাদি আবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে।

মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে এক হাজার টাকা ব্যয় হইবে এবং তিনি তীর্থ পর্য্যটনাদি ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য আরও এক সহস্র মুদ্রা পাইবেন।

প্রতিভার সন্তানাদি হইলে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে আমার জননীর মৃত্যুর পর যিনি এক্‌জিকিউটার থাকিবেন তিনি আমার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আমার কন্যাকে বুঝাইয়া দিবেন। ঈশ্বর না করুন সে সময়ে যদি আমার কন্যা জীবিতা না থাকেন তাহা হইলে দৌহিত্রকে ঐ নিয়মে সমস্ত বুঝাইয়া দিবেন।

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবীর যদ্যপি সন্তানাদি না হয় তাহা হইলে জীবদ্দশা পর্য্যন্ত তিনি আমার ত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে শ্রীমান মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েরা তিন সহোদরে সমস্ত সম্পত্তি তুল্যাংশে দখলিকার ও সত্ত্বাধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ও ওয়ারিশক্রমে ভোগ দখল করিবেন।

কন্যার সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা রহিল না, তবে এক্‌জিকিউ-টার যদ্যপি কোন সম্পত্তি হস্তান্তর বা কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়া অন্য সম্পত্তি ক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন, তাহা করিতে পারিবেন।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছাক্রমে কাহারও দ্বারা প্রণোদিত না হইয়া আমার শেষ অভিপ্রায় জ্ঞাপক এই উইলনামা লিখিয়া দিলাম। ইহার পর অন্য কোন উইল না করিলে ইহাই আমার শেষ ও চূড়ান্ত উইল বলিয়া গণ্য হইবে। ইতি তারিখ সন ১১৯৯ সাল ১২ আষাঢ়।

(২১০)

ওসিয়েৎনামা। (Will)

লিখিতং শ্রীসেখ কাদের বক্স পিতা মৃত * * ইত্যাদি কস্য ওসিয়েতনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার বয়ঃক্রম আন্দাজ ৬০ বৎসর হইয়াছে, জ্বর ও কাশির ব্যয়রামে প্রায় তিন বৎসর হইতে ভুগিতেছি, কখন কি

ঘটে তাহা বলা যায় না। আমার ঔরসজাত কন্যা শ্রীমতী আমিনা বিবি যাহার বয়স ৯ বৎসর হইবে ও আমার ভ্রাতুষ্কন্যা শ্রীমতী হামিদান বিবি, যাহার বয়স বার বৎসর হইবে, এই দুই কন্যা আমার তত্ত্বাবধানে আমার নিজ বাটীতে আছে, ইহারা দুই জনা ব্যতীত আর আমার পুত্র সন্তান বা নিকটবর্ত্তী আত্মীয় আর কেহ বর্ত্তমান নাই। নিম্নের তপশিলের বর্ণিত খোলার ছাউনী দুই খণ্ড আঠার কামরা ঘর মায় সাজপাট কপাট ও পাকা পাইখানা এবং সমস্ত আসবাব আদি ও সোণা রূপার অলঙ্কার প্রভৃতি ও তৈজসপত্র ও নগদ টাকা যাহা এক্ষণে আমার নিকট মজুদ আছে আমি যাবজ্জীবন তাহা নিজে ভোগ দখল ও তছরূপাত করিব। আমার অবর্ত্তমানে * * * একজিকিউটার পদে নিযুক্ত হইয়াআমার তজহিল তকফিল ও চেহারণ ইত্যাদি জন্য ৫০৲ টাকা খরচ করিবেন। যাহা মৌজুদ থাকিবে আমার উক্ত কন্যা শ্রীমতী আমিনা বিবিকে রকম ।।০ আট আনা অংশ ও ভ্রাতুষ্কন্যা শ্রীমতী হামিদান বিবিকে ।• আনা অংশ দিবেন বক্রী ।০ চারি আনা কিসবি নিল্লার্হ অর্থাৎ ২১ নং মৌলুবী এসমাইল ষ্ট্রীটের খানাখোদায় খরচা করিবেন। আর প্রকাশ থাকে যে তপশীলের লিখিত খোলার ছাউনী দুই খণ্ড আঠার কামরা ঘর যাহা আছে যদি জমিদার উহার জমিতে ঘর রাখিতে না দেন তবে আপনারা অন্য স্থানে ঘর সকল নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন এবং জমিদারের খাজনা ও ট্যাক্স আদায় দিয়া যাহা বাঁচিবে মেরামতের জন্য রাখিয়া বক্রী উপরের বর্ণিত মতে বিভাগ করিয়া দিবেন, আর আমার অবর্ত্তমানে আমার কন্যা শ্রীমতী আমিনা বিবির বিবাহে মঃ ২৫০৲ টাকা খরচ করিবেন, আর ইহাও প্রকাশ থাকে যে আমি কাহার কিছু ধারি না। এতদর্থে আপন খুসিতে হুস বাহাল তবিএতে এই ওসিয়েৎনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৯১১ সাল, তারিখ ২২শে এপ্রিল।

উইলের ক্রোড়পত্র। (Codicil)

লিখিতং শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় * * ইত্যাদি, কস্য উইলের ক্রোড়পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে।

আমি বিগত ১৩১১ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে এক খণ্ড উইল লিখিয়া ও রেজিষ্টারি করিয়া দিয়া আমার মরণান্তে আমার অস্থাবর সম্পত্তির ভোগাধি-

কার ও কার্য্যপ্রণালী নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি এক্ষণে এইরূপে তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় সংযোজনা করা গেল।

১। আমার কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবীর একটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমার এষ্টেট হইতে তিনি ৫০০০৲ টাকা পাইবেন। আমার মরণান্তে ঐ পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কেনা হইবে এবং সন্তানটীর বয়ঃক্রম ২১ বৎসর হইলেঁ সেই কোম্পানীর কাগজ তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে। ঐ কাল পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা আমার উইলের এক্‌জিকিউটারগণের হস্তে থাকিবে। ঈশ্বর না করুন সন্তানটীর উক্ত বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ঔরসজাত কোন সন্তানাদি না থাকে তাহা হইলে উক্ত টাকা যেমন ষ্টেটে আছে, তেমনি থাকিবে।

এই উইলের ক্রোড়পত্র আমার পূর্ব্বলিখিত উইলের অংশস্বরূপ গণ্য হইয়া পঠিত হইবে। ইতি তারিখ ২রা বৈশাখ, ১৩০২ সাল।

(২১২)

উইল প্রত্যাখ্যান পত্র।

(Cancellation of Will.)

লিখিতং শ্রীরাজকুমার দাস * * ইত্যাদি। কস্য উইল প্রত্যাখ্যান পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি বিগত ১২৯৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে একখণ্ড উইল সম্পাদন করিয়া গোঘাট রেজেষ্টারি আফিসে রেজেষ্টারি করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে আমার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হেতু উক্ত উইলের সমস্ত সর্ত্ত নষ্ট করিতেছি। আমি যদ্যপি ইহার পর অন্য কোন উইল সম্পাদন করি তাহা হইলে তদনুসারে আমার সম্পত্তিসমূহের ভোগাধিকার ও কার্য্যপ্রণালীর নির্ব্বাহ ভার নির্দ্দিষ্ট হইবে। তদন্যথায় প্রচলিত আইনানুসারে বিনা উইলকারীর সম্পত্তি সমূহ ওয়ারিশান ক্রমে যেরূপভাবে ন্যস্ত হইয়া থাকে, আমারও তদ্রূপ হইবে। উইল ক্রমে যে সমস্ত বিধান করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইল। আমার মরণান্তে সে উইলের বলে আর কোন কার্য্য সম্পাদিত হইবে না। এতদর্থে এই উইল প্রত্যাখ্যানপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি

(২১৩)

উইল প্রত্যাখ্যান পত্র।

(প্রকারান্তর)।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য উইল প্রত্যাখ্যান পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি বিগত জানুয়ারী মাসের ২৮শে তারিখে যে উইল সম্পাদন করিয়া কলিকাতা রেজিষ্ট্রী আফিসে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি এবং, যাহা উক্ত আফিসের ৩নং বহির উইল নম্বর ১২ এবং ক্রমিক নং ৭২৫ তাহার সমস্ত সর্ত্ত প্রত্যাখ্যাত হইল। সে উইল আর আমার কৃত উইল বলিয়া গণ্য হইবে না এবং যে কোন লিগেটী বা অন্য কাহারও সহিত কোন সংস্রব ছিল বা থাকিবার সম্ভাবনা ছিল তাহা রহিত হইল। ইতি

(২১৪)

সাইটেসেন বা ইস্তাহার।

শ্রীশ্রীঈশ্বর কৃপায় গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড নামক যুক্তরাজ্যের রাজা ধর্ম্ম রক্ষাকর্ত্তা ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত সপ্তম এডওয়ার্ড কর্ত্তৃক সুবা বাঙ্গালা ফোর্ট উইলিয়াম নামক ফ্যাক্টরিস্থিত সহর কলিকাতার সেরিফ বাহাদুরের প্রতি আহ্বান। আমরা আপনার প্রতি আদেশ করিতেছি যে সহর কলিকাতা ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ মৃত হিন্দু অধিবাসী রাজচন্দ্র দত্ত যিনি জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুকালে এই মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকা মধ্যে যে সমস্ত সম্পত্তি, আসবাব এবং পাওনা টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নিতান্ত আত্মীয়কুটুম্বগণকে আহ্বান করুন বা তাঁহাদের প্রতি এই মর্ম্মে ইস্তাহার জারি করুন যে তাঁহারা যেন উক্ত বাঙ্গালা ফোর্ট উইলিয়ম মধ্যে সহর কলিকাতাস্থিত আমাদের উক্ত মহামান্য হাইকোর্ট নামক বিচারালয়ের বিচারপতিগণের নিকট আগামী ১৯০৩ সালের ৭ই জানুয়ারী সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটীকা হইতে মধ্যাহ্ন দ্বাদশ ঘটিকার মধ্যে উপস্থিত হইয়া উক্ত মৃত ব্যক্তির সেই সমস্ত সম্পত্তি আসবাব ও পাওনা টাকা কড়ি সম্বন্ধে উইলের অনুলিপি সহ লেটারস্ অব য়্যাডমিনিষ্ট্রেসন্ বা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তৃত্ব পত্র গ্রহণ করেন বা গ্রহণ অস্বীকার করেন; এবং করিতে কোনরূপ অমত থাকিলে উপযুক্ত এবং প্রচুর কারণ দেখান যে কেন উক্ত উইলের অনুলিপি সহ উক্ত লেটারস্ অব য়্যাডমিনিষ্ট্রেসন শ্রীযুক্ত * * যিনি এক্ষণে উক্ত সহর কলিকাতা * * লেনস্থ * নং ভুক্ত বাটিতে বাস

করিতেছেন, এই উইলকারীর প্রপৌত্রকে প্রদত্ত হইবে না। মৃত ব্যক্তির আসন্ন বন্ধু ও কুটুম্বদিগের যাহাদের এই বিষয় সম্পর্কে স্বার্থ আছে তাহারা উপস্থিত না হইলে বা কারণ না দেখাইলে আইন অবজ্ঞা জন্য দণ্ডনীয় হইবে। তাঁহাদিগকে আইন ও ইস্তাহার সম্বন্ধে যাহা করিবেন তাহা আমাদিগের উক্ত বিচারপতিগণের স্বগোচর করিবেন। উক্ত কোর্ট উইলিয়মস্থ মহামান্য প্রধান বিচারপতি নাইট পদবীযুক্ত শ্রীযুক্ত * * স্যার সাক্ষ্য ইতি আমাদের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষের এবং আমাদের প্রভুর বিংশ শতাব্দির ৬ই জুন তারিখ।

* * * এটর্ণিগণ।

বিবিধ।

(মন্তব্য)।

যে সকল দলিল Article অনুযায়ী হওয়া সম্ভব তাহা ইহার পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। তদতিরিক্ত যে সকল দলিল আছে তাহা ও আরও কতকগুলি দলিলের আদর্শ যাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট নাই তাহা এইখানে সন্নিবেশিত হইল।

(২১৫)

খোঁয়াড়ের কবুলতি।

(POUND-KEEPER'S KABULIYAT,)

আমি এই * * জিলা বোর্ড কর্ত্তৃক খোঁয়াড়ের রক্ষায় নিযুক্ত হওয়ায় এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতেছি যে এতৎ সংযুক্ত তপশিলে লিখিত ইস্কেল অনুসারে খোঁয়াড় সম্বন্ধে যে জরিমানা ও খরচা আদায় করা হইবে তাহা মাসের * দিবস হইতে * মাসের * দিবস পর্য্যন্ত * বৎসরের জন্য নিজের ব্যবহার্থে গ্রহণ করিবার সনন্দ পাইলাম বলিয়া আমি উক্ত জেলা বোর্ডকে খাজনা স্বরূপ * টাকা * বার কিস্তিতে অর্থাৎ

মাসের	দিবসে	টাকা
মাসের	দিবসে	টাকা
*	*	*

দিব এবং আমি ইহাও স্বীকার করিতেছি যে বাৎসরিক খাজনার শতকরা ২৫৲

টাকার হিসাবে যে টাকা আমি উক্ত জেলা বোর্ডে আমানত করিয়াছি তাহা উক্ত বোর্ড উপরিউক্ত মতে ধার্য্য খাজনা যথাযথরূপে দিবার জামিন স্বরূপে রাখিবেন এবং খাজনা দেওয়া হইলে উক্ত জিলা বোর্ড ঐ টাকা বা উহার মধ্যে যত টাকা দরকার হয় তত টাকা খাজনা স্বরূপ লইতে পারিবেন এবং আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে জামিন স্বরূপে আমানত বা সমস্ত টাকা বা উহার কোন অংশ খাজনা স্বরূপ লওয়া গেলে কিম্বা এই কবুলিয়তে লিখিত নিয়মগুলি ভঙ্গ করার নিমিত্ত জামিনের টাকা দেওয়া হইলে আমি তৎক্ষণাৎ স্থলভেদে নূতন জামিন দিব, কিম্বা যত টাকা কম পড়ে তাহা পূরণ করিয়া দিব এবং আমি আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি আমার জিম্বা থাকা খোঁয়াড়বদ্ধ জন্তু সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিব যে তাহাদের কোনটী পলাইয়া যাইতে কিম্বা কোন ব্যক্তির বা অপর কোন জন্তুর অপকার করিতে না পারে এবং খোঁয়াড়বদ্ধ জন্তু কোন অপকার করিলে আমি নিজে তাহার জন্য দায়ী হইব এবং আমি ইহাও স্বীকার করিতেছি যে আমি উক্ত জিলা বোর্ডের লিখিত সম্মতি বিনা ঐ খোঁয়াড় জিম্বা করিয়া দিব না, বা দর ইজারা দিব না অথবা উহার দখল ছাড়িয়া দিব না। যাহারা আমার খোঁয়াড়ে গবাদি আনিবে তাহাদের কাহাকেও কোন পুরস্কার দিব না, আমি যতদিন খোঁয়াড় রক্ষক থাকিব ততদিন খোঁয়াড় ঘর ও বেড়া পরিষ্কৃত অবস্থায় ও উত্তমরূপে মেরামত করিয়া রাখিব এবং উক্ত জিলা বোর্ড লিখিত হুকুমক্রমে যে মেরামতি কার্য্য করিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ করিবেন আমি তাহা অযথা বিলম্ব না করিয়া সম্পূর্ণ করিব; যে জরিমানা লইবার অনুমতি থাকে ও খোঁয়াড়বদ্ধ গবাদিকে ভাল খাবার দিবার জন্য যে হার মঞ্জুর থাকে উহার অধিক লইব না বা দাবী করিব না। খোঁয়াড় বদ্ধ গবাদি জন্য ভাল খাদ্য ও জল উপযুক্ত পরিমাণে যোগাইব এবং আমি ১৮৭১ সালের ১ আইনের ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টারি রাখিব এবং রিটার্ণ পাঠাইব জিলা বোর্ড লিখিত হুকুম ক্রমে খোঁয়াড় ঘরের যে মেরামতি কার্য্য করিবার আমার প্রতি আদেশ করেন আমি তাহা অযথা বিলম্ব না করিয়া সম্পাদন করিতে ক্রটী করিব না, যদি করি উক্ত জিলাবোর্ড ঐ মেরামতি কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া আমার নিকট হইতে ঐ মেরামতি খরচা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। আমি যদি এই কবুলিয়তের কোন সর্ত্ত ভঙ্গ করি তাহা হইলে উক্ত জিলাবোর্ড খোঁয়াড় রক্ষকের পদ হইতে

আমাকে অপসারিত করিত পারিবেন এবং তাহা হইতে এই পাট্টা শেষ হইবে এবং পূর্ব্ব লিখিত কড়ার মতে আমানত করা জামিনের টাকা জব্দ হইবে এবং আমি তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিব না এবং খোঁয়াড়ের পুনরায় নীলাম হইলে, আমি সমস্ত ক্ষতির জন্য দায়ী হইব এবং ঐ ক্ষতির টাকা আমার নিকট হইতে খাজনার ন্যায় আদায় করিতে পারা যাইবে। ১৮৭১ সালের ১ আইনের ৬ ধারা মতে বোর্ডের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, বোর্ড সেই ক্ষমতা পরিচালন করিয়া এই কবুলিয়তের কোন সর্ত্ত ভঙ্গ করা ভিন্ন অন্য কোন কারণে আমাকে খোঁয়াড় রক্ষকের পদ হইতে অপসারিত করিলে যত দিনের জন্য খোঁয়াড় প্রকৃতপক্ষে আমার দখলে থাকে আমি কেবল ততদিনের খাজনা দিবার জন্য দায়ী হইব এবং যে টাকা আমাকে আমানত করিতে হইবে বলিয়া উপরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেই টাকা বা তাহার মধ্যে যত টাকা দেয় খাজনা দিবার পর বাকী থাকে তত টাকা ফেরত পাইতেও স্বত্ত্ববান হইব। আমি ইহাও স্বীকার করিতেছি যে এই গ্রীমেণ্টের দরুন আমি যে সকল টাকা দিতে দায়ী হই তাহা ১৮৯৫ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের বিধান মতে সরকারী প্রাপ্য স্বরূপ আদায় হইতে পারিবে। ইতি (১)

(২১৬)

কাবিলনামা বা দেনমোহর।

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী * * বিবি পিতার নাম * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। কস্য কাবিলনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। মৌলবী শ্রীযুক্ত * * রায়নার মুসলমানদিগের বিবাহ রেজিষ্ট্রার ও অমুক

---

(১) স্থাবর সম্পত্তির কবুলতি হয় সুতরাং ইহা কবুলতি নহে তমলুক (bond) (See Bengal Government Circular No. 9 J dated Calcutta the 24th March 1884.)

এই দলিল সকল Public Demands Recovery Act Section 7 clause 8 অনুসারে রেজিষ্টারী হওয়া কর্ত্তব্য।

দলিলদাতা যে কয় বৎসরের জন্য দলিল লিখিয়া দিতেছেন সেই কয় বৎসরের টাকার উপর তমসুকের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এবং রেজেষ্টী খরচাও সেই টাকার উপর "A" fee লইতে হইবে।

সাক্ষীগণের সম্মুখে তোমার সহিত আমার শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইবার জন্য ৫০০৲ টাকা "মোহর" ধার্য্য হইল, এবং তুমি উহাতে সম্মত হইয়া আমাকে স্বামী স্বীকার করায় আমি তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া তোমাকে স্ত্রী স্বীকার করিয়া বিবাহ করিলাম। অদ্য হইতে তুমি আমার পরিণীতা স্ত্রীর মধ্যে গণ্য হইলে এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইল।

চুক্তি অনুযায়ী যৌতুকের অর্দ্ধেক "মুয়াজ্জল" অর্থাৎ যাঁহা সদ্য দেয় তাহা নিম্নলিখিত অলঙ্কারাদি দ্বারা পরিশোধ করিলাম। অপরাংশ "মুওয়াজ্জেল" মহম্মদীয় যে নিয়মানুসারে দেয়, তাহা দিতে বাধ্য রহিলাম। (১) ইতি * *

(২১৭)

কাবিলনামা।

(প্রকারান্তর।)

গ্রহীতা।	দাতা।
শ্রীমতী বহারণ নেশা খাতুন	শ্রীসৈয়দ মহাম্মদ রেজা
ইত্যাদি।	ইত্যাদি

কস্য শুভ বিবাহের কাবিলনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। তোমার পক্ষের উকীল শ্রীমূজা মহম্মদ মেহন্দি পিতা মৃত মূজা মহম্মদ হাসন সাং ২৩নং মিতুস্ রোড ইণ্টালী থানা ইণ্টালী ও তৎসম্বন্ধে দুইজন সাক্ষী প্রথম শ্রীসৈয়দ মহম্মদ পিতা মৃত সৈয়দ মৌলবী হাশমতুল্লা, সাং ২৭নং আণ্টনি বাগান লেন ও দ্বিতীয় শ্রীমাহমুদ জি পিতা মৃত মহম্মদ এস্মাইল সাং ৭নং ধর্ম্মতলা লেন সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যে উক্ত উকিলের এজনদিহি মতে হাজিরান বিবাহের মজলিসে কোং ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দেন মোহর ধার্য্যে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া আপন জওজিয়তে

(১) ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের ৫৮৫৫ নং নোটিফিকেসন দ্বারা কাবিলনামা সাদা কাগজে লেখা হইয়া থাকে। See also Art 58 Schedule I of the Indian Stamp Act.

রেজিষ্টারি। রেজিষ্টারির জন্য (A) এ ফি দিতে হয়। রেজিষ্টারি করা পক্ষগণের ইচ্ছাধীন।

তামাদি। স্বামীর মৃত্যু বা তালাক দিবার ৩ বৎসরের পর তামাদি হয়। সবিশেষ ১৮৮০ সালের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তপশীলের ১০৩ ও ১০৪ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

দলিল লেখকের কর্ত্তব্য শীর্ষক অধ্যায়ের শেষাংশ দেখুন।

আনিলাম এবং উক্ত অবধারিত দেন মোহরের টাকার মধ্যে অর্দ্ধেকাংশ টাকা "মুয়াজ্জল" অর্থাৎ তোমার তলব করা মাত্রেই দিব ও বক্রী অর্দ্ধেকাংশ টাকা "মওয়াজ্জেল" অর্থাৎ উক্ত বিবাহ সাব্যস্ত থাকা কালতক সুসার মতে পরিশোধ করিব এবং নিম্নলিখিত চারি সর্ত্ত যাহা শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত আছে তাহাতে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ রহিলাম।

প্রথম সর্ত্ত। উভয়ে একত্র থাকিয়া ভদ্রের ন্যায় ঘরকন্না গোজরান করিতে থাকিব, কখন তোমাকে অন্নবস্ত্রাদির কষ্টমাত্র দিব না। কোন দোষ করিলে শাস্ত্রের বিপরীত শাস্তি করিব না।

দ্বিতীয় সর্ত্ত। তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও আত্মীয় আদির বাটীতে সাদী গোমি ও দেশস্থ চলন ও রস্থমাতে আসা যাওয়াতে বাধা দিব না, বিনা আপত্তিতে পাঠাইয়া দিব।

তৃতীয় সর্ত্ত। তোমার বিনা অনুমতিতে অন্য বিবাহ বা নেকাহ আদি করিব না, বা কোন উপপত্নী রাখিব না এবং তোমার পিতা মাতার দেওয়া সোণা রূপার অলঙ্কার ও তামা, পিতল, কাষ্ঠের দ্রব্যাদি যাহা কিছু তোমাকে জেহাজা দিয়াছেন ও পরে যাহা দিবেন, তাহা আমি কোনরূপে নষ্ট বা হস্তান্তর করিতে পারিব না ও করিব না।

চতুর্থ সর্ত্ত। ভবিষ্যতে যদি কোন কর্ম্ম উপলক্ষে আমি স্থানান্তরে বা বিদেশে গমন করি, তাহা হইলে তোমার খোরপোষের রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাইব। যদি আমার আসিতে বিলম্ব হয় তাহা হইলে তুমি ঋণ করিয়া দিনপাত করিতে এবং যে ঋণ করিবে তাহা আমি আসিয়া পরিশোধ করিব এবং ঐ দেনার দায়ী হইব। (১) এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুস্থ শরীরে অত্র বিবাহের কাবিলনামা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৩ সাল তারিখ ২৩শে মাঘ ও ইং সন ১৯০৭ সাল তারিখ ৬ই ফেব্রুয়ারি।

ইসাদি।

(১) কেহ কেহ বলেন খোরপোষের কথা থাকায় ইহাতে annuity বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। কোন কালে কোন দাবী হইবে কি না হইবে, তাহার জন্য ষ্ট্যাম্প লওয়া যায় না। (I. L. R. 2 All 539)

(২১৮)

জীবনস্বত্বে মাসহারা।

পূজনীয়া শ্রীমতী * * ইত্যাদি; শ্রীচরণাম্বুজেষু।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। আপনি আমার খুল্লতাত পত্নী এবং শৈশবাবধি আমায় বিশেষ স্নেহ যত্ন করিয়া থাকেন। আমিও সেইজন্য আপনাকে মাতার ন্যায় যত্নসহকারে আপন গৃহে আনিয়া রাখিয়াছি। আমার অবর্ত্তমানে যদি আমার পুত্রগণ আপনাকে আমার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা না করে এবং ভরণ-পোষণের ভার লইতে কুণ্ঠিত হয় তাহা হইলে বৃদ্ধাবস্থায় আপনি কষ্ট পাইবেন এই আশঙ্কায় আমি ব্যবস্থা করিলাম যে আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন আমার ষ্টেট হইতে মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবেন। প্রতি বাঙ্গালা মাসের প্রথম তারিখে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। যদ্যপি আমি বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন এই বৃত্তি দিতে তাচ্ছিল্য বা শৈথিল্য করিকি করে, তাহা হইলে আপনি আদালতে নালিশ করিয়া আপনার প্রাপ্য বৃত্তি মায় খরচা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। এতদর্থে এই জীবনস্বত্বে মাসহারা পত্র লিখিয়া দিলাম। (১) ইতি * *

(২১৯)

জীবনস্বত্বে মাসহারা।

(প্রকারান্তর।)

মাসহারার মাতব্বরীতে কোন সম্পত্তি আবদ্ধ থাকিতে পারে যথাঃ—"এই মাসহারার টাকার মাতব্বরি জন্য আমার নিম্নলিখিত সম্পত্তি আবদ্ধ রহিল।

---

(১) ষ্ট্যাম্প আইনের ২৫ ধারা মতে ইহার ষ্ট্যাম্প তমস্থকের ন্যায় হইবে। মাসহারা জীবনের সঙ্গে শেষ হইবে বলিয়া ১২ বৎসরের টাকার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (২৫ × ১২ অর্থাৎ ৩০০৲ টাকা এক বৎসরের মাসহারা, ইহাকে ১২ গুণ করিতে হইবে। ৩০০ × ১২ = ৩৬০০৲ ইহার উপর ষ্ট্যাম্প লাগিবে ৩০৲ টাকা।

কেহ কেহ বলেন ইহার ষ্ট্যাম্প কোবালার ষ্ট্যাম্পের ন্যায় কিন্তু তাহা নহে। কোবালার আদর্শ দেখুন। রেজেষ্টারি। এক মাসের দেয় টাকার উপর ফি দিতে হইবে। ২৫৲ টাকার "এ" ফি ॥০ আট আনা মাত্র।

আপনি যতদিন জীবিতা থাকিবেন ততদিন উক্ত সম্পত্তি আমি বা আমার স্থলাভিষিক্ত বা উত্তরাধিকারীর কেহ কখন কোন প্রকারে দায় সংযোগ বা হস্তান্তর করিতে পারিব না, বা পারিবে না। আমি আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন আপনার প্রাপ্য মাসহারা দিতে তাচ্ছিল্য করি বা করে তাহা হইলে নালিশ দ্বারা আবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আপনার পাওনা টাকা আদায় করিবেন। পণ ফাজিলের টাকা আমরা লইতে পারিব না, আদালতে জমা থাকিবে; আপনি সেই টাকা হইতে আপনার প্রাপ্য টাকা, যাহা সম্পত্তি বিক্রয়ের পরও পাওনা হইবে, তাহা আদায় করিয়া লইবেন।”

ইহার ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্টারি খরচ পূর্ব্ব দলিলের ন্যায়।

দুই বৎসর বা পাঁচ বৎসরের জন্যও মাসহারা হয়। তাহার ষ্ট্যাম্পও মোট টাকার উপর দেয়।

(২২০)

চিরস্থায়ী মাসহারা।

(Heriditary Annuity Bond.)

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী * * *

স্নেহাস্পদেষু।

তুমি আমার প্রথমা কন্যা। তোমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা এই সময় হইতে করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় এইরূপ ব্যবস্থা করিলাম যে, তুমি অদ্য হইতে পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারিশান ক্রমে আমার ষ্টেট হইতে চিরদিনের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবে। এই বৃত্তি নিয়ম মত দিতে আমি পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে বাধ্য রহিলাম। ইহাতে কোন প্রকার অন্যথা করিলে তুমি বৈধ উপায়ে তাহা আদায় করিতে ক্ষমতাবতী হইবে এবং তোমার অবর্ত্তমানে তোমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণও তদ্রূপ ক্ষমতাবান হইবে।

বৃত্তির টাকা প্রতি বাঙ্গলা মাসের প্রথম তারিখে পাইবে। যদ্যপি না পাও তাহা হইলে যতদিন না পাইবে ততদিন তোমার পাওনা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকা হিসাবে সুদ চলিবে। বৃত্তির টাকা তুমি ও তোমার উত্তরাধিকারিগণ মাত্র পাইবে, কিন্তু দান বিক্রয় বা কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবে না, বা করিলে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী কেহ সে টাকা

আদায় দিতে বাধ্য হইব না বা হইবেন না। এতদর্থে এই চিরস্থায়ী মাসহারা পত্র লিখিয়া দিলাম। (১) ইতি * *

(২২১)

নীলসাট্টা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত মেঃ * * সাহেব বাহাদুর, মোকাম কুঠি * * মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

কস্য একরার কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। জেলা * * কালেক্টরির তৌজির ৬১নং খাসমহল মৌজে * * অধীন নিজ * * গ্রামে আপনার যে নীলবুনানী কামাত আছে, তদন্তর্গত নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত মোওয়াজী ২৪/ বিঘা জমি নিম্নলিখিত সর্ত্তযুক্তে আমি বন্দোবস্তের প্রার্থনা করায় আমার প্রার্থনা মতে তপশীলের লিখিত মং ২৪/ বিঘা জমি সালিয়ানা ২৪৲ টাকা জমা মধ্যে নীলবুনানি ৬ন্য মঃ ১২৲ টাকা হাজত মহকুপ বাদ বাকী মঃ ১২৲ টাকা জমায় আমাকে উক্ত মোওয়াজি ২৪/ বিঘা জমির মধ্যে।০ চারি আনা রকম অংশ ৬/ বিঘা জমিনে নীলবুনানের ও অবশিষ্ট ৷৹ আনা অংশে ১৮/ বিঘা জমিতে ফসল বুনানের কড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াতে আমি এই কবুলিয়তের দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে,—

১। মোওয়াজী মজকুরের ধার্য্য জমার টাকা সন সন কিস্তি কিস্তি সাহেব সরকারের নিযুক্ত তহশীলদারের নিকট দাখিল করিয়া ছাপার দাখিলা লইব, বিনা দাখিলায় ওয়াশীলের আপত্তি করিতে পারিব না, খাজনার টাকা আদায় না দিলে শতকরা মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে কিস্তি খেলাপী সুদ দিব।

২। উক্ত জমির মোওয়াজী ৬/ বিঘা পরিমাণে জমি যাহা আপনার নীল-কুঠি সংক্রান্ত কামলাগণ সন সন চিহ্নিত করিয়া দিবেন তাহাতে সময় শিরে উত্তমরূপে চাষ প্রস্তুত করত নীলবুনানী করিব।

৩। সেই সঙ্গে কুঠির কর্ম্মচারীগণের অভিপ্রায় মত রাই, সরিষা, যব প্রভৃতি ফসল বুনান করিতে পারিব, কিন্তু যদি ঐ বুনানে ঐ চৈতলী ফসল বহাল

(১) ২০ বৎসরের মোট টাকায় উহার তমসুকের ন্যায় ষ্টাম্প। See Sec. 26 (Clause "d").

হইয়া উপযুক্ত নীলের চারা বহাল না হয়, তাহা হইলে কুঠির কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের হুকুম মতে ঐ জমিতে যে ফসল হইবে তাহা চাষ দিয়া ভাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার কেবল নীল বুনানি করিব, আর উক্ত ৬/ বিঘা পরিমাণ জমি মধ্যে যে জমিতে আগু চাতালের নীল বুনানী করিতে হুকুম হইবে, তাহাতে অন্য কোন ফসল বুনান না করিয়া চাষ দিয়া ঐ জমি প্রস্তুত করিব। যেমন হুকুম হইবে সেই সময়ে দস্তুর মত নীল বুনানী করিয়া দিব। চারা বহাল না হইলে কুঠির প্রধান কর্ম্মচারীর হুকুম মতে উক্ত জমি পুনর্ব্বার চাষ দিয়া সরকার হইতে নীল বীচি লইয়া বুনান করিয়া দিব ও তাহার রীতিমত হেফাজত করিতে থাকিব ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। কোন মতে নীল চারার ক্ষতিকর কার্য্য স্বয়ং করিব না ও অপরকে করিতে দিব না, যদি আমি স্বয়ং কি কৌশলাদি বা চক্রান্তে অন্যের দ্বারা ক্ষতির কার্য্য করি কি করাই তবে বিঘা প্রতি ১১৲ টাকা হিসাবে খেসারত দিব।

৪। উপযুক্ত সময়ে আমার নিজ ব্যয়ে নীল কাটিয়া কুঠিতে পৌছাইয়া দিব। সরকার হইতে নৌকা গাড়ী পাইব। নীলের পাতি ৬ ফুট সিক্কার মাপে যত বাণ্ডিল হইবে তাহা কুঠির মোহরারের নিকট হইতে চিঠায় উঠাইয়া লইব। নীল কাটা সমাধান্তে পাতির মূল্য ফি টাকায় প্রথম কাট ৮ বাণ্ডিল হিসাবে আমি পাইব। এই জমির অবধারিত খাজনা বা তাহার কোন অংশ বাকী থাকিলে উক্ত নীল পাতির মূল্য মধ্যে কর্ত্তন করিয়া দাখিলা দিবেন, খাজনা বাকী না থাকে সমস্ত নগদ পাইব।

৫। আমি সন সন উক্ত জমির ৬/ বিঘা পরিমাণ নীল আবাদ বুনান করিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার করিলাম। তৎসমুদয় বুনান করিয়া না দিলে অথবা নীল বুনান করিয়া নীড়ানাদি রীতিমতরূপে করিয়া দিতে ক্রটী করিলে আপন ইচ্ছা অনুসারে উক্ত জোতের সমুদয় জমি হইতে আমাকে উচ্ছেদ করিয়া জমি খাস দখলে লইবেন, বা অন্য প্রজা পত্তন করিবেন তাহাতে আমার কোন প্রকার দাবী বা আপত্তি চলিবে না, করিলেও গ্রাহ্য হইবে না।

৬। যদ্যপি আমি নীল বুনান না করি, তবে সেই বৎসরের আপনাদিগের যে ক্ষতি হইবে উক্ত ক্ষতি পূরণ বাবত প্রতি বিঘায় ১০৲ টাকা হিসাবে দিব, সহজে না দিই নালিশের দ্বারায় আদায় করিয়া লইতে পারিবেন,

তাহাতে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী কোন আপত্তি করিতে পারিব না ও পারিবে না।

৭। উক্ত জমি জরিপ আমলে বেশী হইলে উক্ত বেশী জমির রকম।৹ চারি আনা পরিমাণ জমিতে নীল বুনান করিয়া দিব এবং নিরিখে তাহার যে বেশী জমা হইবে তাহা নিরাপত্তিতে আদায় দিব, আর যদি জরিপে জমি কমি হয় তবে উক্ত নিরিখে তাহার যে জমা কমি হইবে তাহা মজুরা পাইব।

৮। যে কোন কারণে বর্ত্তমান নিরিখ অপেক্ষা বেশী নিরিখ ধার্য্য হওয়ার যোগ্য হইলে এবং তদনুসারে আপনি জমা বৃদ্ধি করিলে তাহাতে বাধ্য হইব, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তি করিব না।

৯। সরকার বাহাদুর হইতে কোন দরি অঙ্ক চলিত হইলে তাহা এবং প্রচলিত পথকর, পাবলিক ওয়ার্কসেস, ডাক বেতন প্রভৃতি যে সকল কর ধার্য্য আছে ও ভবিষ্যতে হইবে তাহা পৃথকরূপে দিব।

১০। আপনি যদ্যপি নীলকার্য্য বন্ধ করেন কিম্বা ভবিষ্যতে উক্ত জমি নীল বুনানী না করান, তাহা হইলে হাজত বাবত ১২৲ টাকা খাজনার সামিল করিয়া নিরাপত্তে আদায় দিব।

১১। এই জমির সীমানা সরহদ্দ সাবেক মত কায়েম রাখিব ও কাহার সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্ত কি হস্তান্তর করিতে পারিব না।

১২। আপনি স্বেচ্ছামতে এই কবুলিয়তের লিখিত জমি জমা যে কুঠির সামিল করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহা করিতে পারিবেন এবং আমিও সেই সামিল উপরোক্ত সর্ত্তমতে নীল বুনানাদি সমুদয় কার্য্য করিয়া দিব ও তৎসম্বন্ধেও এই কবুলতির সমুদয় সর্ত্ত বর্ত্তিবে। এই দলিলের লিখিত উপরোক্ত সমুদয় সর্ত্তে আমি ও আমার স্থলাভিষিক্ত ও ওয়ারিশান ক্রমে সর্ব্বতোভাবে বাধ্য থাকিব ও থাকিবেন এবং সকলে ইহার লভ্যের ফলভোগী ও দায়ী হইবে ও হইব। (১)

---

(১) কলিকাতা বোর্ডের ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ১৫২—৫৫নং মন্তব্য অনুসারে নীলসাট্টার ষ্ট্যাম্প আট আনা ষ্ট্যাম্প আইনের প্রথম তপশীলের ৫ সিডিউল অনুসারে দিতে হয়। রেজিষ্টারি খরচা (E Fee) ২৲ টাকা কিন্তু এ সকল সাট্টা তদন্তর্গত নহে। ইহাতে সাধারণ কবুলতির ও একরার ষ্ট্যাম্প দিতে হয় এবং রেজিষ্টারী খরচা কবুলতির ও একরার উভয়েরই লওয়া হয়।

জমাবন্দী।

আসামী	জমি জমা	দর	কাত	মহকুপ নীলবুনান	বাকী
ফসলী জমী	২৪।০ ...	১৲ ...	২৪৲ ...	১২৲ ...	১২৲

(২২২)

নীলসাট্টা।

(প্রকারান্তর।)

নীলসাট্টায় জমির কোন খাজনা উল্লিখিত না হইয়া যদি এইরূপ ভাবে লিখিত হয় যে, "নীল প্রস্তুত করিয়া দিব এবং তাহার দরুণ কতক টাকা দাদন স্বরূপ পাইব এবং নীল প্রস্তুত হইলে নির্দ্দিষ্ট ধারানুসারে পারিশ্রমিক পাইব এবং শৈথিল্য বা ক্রটীতে ক্ষতিপূরণ করিব।" তাহা হইলে সে দলিলে আর কবুলতির ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না, কেবলমাত্র একরারের ষ্ট্যাম্প ॥০ আনা মাত্র দিতে হইবে। রেজিষ্টারি "ই" ফি ১ টাকা মাত্র।

আজকাল কনট্রাক্ট সাট্টার প্রচলন খুব কম। সে জন্য তাহার বিস্তারিত নমুণা দেওয়া গেল না।

(২২৩)

আদালত খরচার একরার।

(SECURITY FOR COSTS)

মহামহিম আরামবাগের তৃতীয় মুনসেফ মহাশয়

বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি। হুজুর আদালতে * * গ্রাম নিবাসী * * সন ১৮৯৯ সালের ৬০৭ নং মোকর্দ্দমা রুজু করায় এবং প্রতিপক্ষ তাহার নিকট খরচা আদায় হইবার কোন উপায় নাই বলিয়া আপত্তি উথাপন করায়, বাদীর যদ্যপি মোকর্দ্দমায় পরাজয় হয় তাহা হইলে আমি আদালত খরচার দায়ী হইব বলিয়া দরখাস্ত করি এবং তদনুসারে বিপক্ষের সম্মতিক্রমে হুজুর আদালত হইতে আমার একরারনামা লিখিত পঠিত করিয়া দিবার আদেশ হওয়ায় আমি

এই দলিল সম্পাদন করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে ঐ ৬০৭ নং মোকর্দ্দমায় বাদী পক্ষ হইতে যদ্যপি খরচা আদায় না হয়, তাহা হইলে আমি ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্ত ক্রমে উক্ত খরচার দায়ী রহিলাম। সহজে টাকা আদায় না দিলে আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি আদালতের আদেশক্রমে ক্রোক ও নিলাম দ্বারা বিক্রয় হইয়া খরচার টাকা পরিশোধ হইবে, তাহাতে আমি বা আমার ওয়ারিশান ইত্যাদি কোন আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না। ইতি (১) **

(২২৪)

আদালতের ডিক্রীর জামিননামা।

(Security for Decretal Amount with Costs.)

মহামহিম শিয়ালদহের প্রথম কোর্টের

মুন্সেফ মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণলাল সুর পিতার নাম ৺পুলিনবিহারী সুর নিবাস ইটালী, থানা ইটালী, জাতি সদ্গোপ, পেসা চাকরী।

বিবরণ এই যে ইংরাজী সন ১৯০৬ সালের * * তারিখ বাগবাজার নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ১৩নং সাউথ রোড ইটালী নিবাসী শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষের নামে এই আদালতের * * নং মোকর্দ্দমায় ১৭৭১৲ টাকা ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া উক্ত টাকার জন্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই আদালতের কয়েকজন পেয়াদা সহ ক্রোক করিতে গিয়াছিলেন। দেনাদারের এই মোকর্দ্দমার আদেশের বিরুদ্ধে আলিপুর জজ আদালতে আপীল করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু এক্ষণে ডিক্রীর টাকা আদালতে দাখিল করিয়া অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য উক্ত দেনাদারের জামিন যোগ্য কোন স্থাবর সম্পত্তি না থাকায়, আদালত তাঁহাকে উপযুক্ত জামিন দিবার আদেশ করেন। আমি তাঁহার ভগ্নীপতি বলিয়া তাঁহার হইয়া জামিনহইতে সম্মত হওয়ায় এবং আদালত হইতে

(১) ইহাতে Indemnity Bond ষ্ট্যাম্প বা কোর্ট ফি আইনের ২য় তপশীলের ৬ প্রকরণ মতে॥৹ আনার কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এইরূপ নিয়ম ছিল। See I. L, R, II, All 6 F, B, Rep কিন্তু অধুনা তাহা রহিত হইয়াছে।

নাজির মহাশয় তদন্ত করিয়া আমাকে উপযুক্ত জামিন বলিয়া নির্দ্দেশ করায় আদালত তাহা গ্রাহ্য করেন। এক্ষণে আমি উক্ত দেনাদারের তরফে জামিন হইয়া এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে, দেনাদার যদ্যপি আপীল করেন এবং সে আদালতেও যদ্যপি পুনর্ব্বার ডিক্রীদার জয় লাভ করেন, তাহা হইলে আপীল শেষে উক্ত দেনাদারের নিকট যদ্যপি টাকা আদায় না হয় বা আদায় করিবার অসুবিধা হয়, তাহা হইলে আমি উক্ত ডিক্রীর সমস্ত টাকা মায় উভয় আদালতের খরচা বিনা আপত্তিতে আদায় দিব। অথবা যদ্যপি সময় মধ্যে দেনাদার জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ আপীল দায়ের করিতে অপারক হয়েন তাহা হইলে ডিক্রীর সমস্ত টাকা খরচা সহ আদায় দিতে সর্ব্বতোভাবে উত্তরাধিকারী ক্রমে বাধ্য রহিলাম। (১) ইতি

(২২৫)

আদালতের ডিক্রীর জামিননামা।

(প্রকারান্তর)

উপরের জামিননামা যে ভাবে লিখিত হইয়াছে। সেইরূপ লেখাপড়ার পর এইরূপ লেখা যাইতে পারে যথা :—

"উক্ত জামিননামার মাতব্বরির জন্য জেলা ২৪ পরগণা, থানা ইটালীর অধীন আমার ভদ্রাসনটি আন্দাজী ৪ কাঠা মায় দ্বিতল ইমারত আবদ্ধ

---

(১) See Civil Procedure order 4 Rule 5.

জামিনদার আপীল আদালতের সমস্ত খরচার জন্যও দায়ী হইয়া থাকেন। প্রথম আদালতের ডিক্রীর তুল্য জামিন নামা লিখিয়া দিতে হয় বটে কিন্তু জামিনদার সেই পরিমাণ টাকা দিয়ে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন।

এরূপ জামিনের টাকা আদায় করিবার জন্য জামিনদারের নামে পুনর্ব্বার নালিশ করিতে হয়। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হাইকোর্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন যে বিনা নালিশে টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে (See I. L. R 17, All 99, I. L, R. 23 Bom 478) কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট তাহার পক্ষপাতী নহেন।

ষ্ট্যাম্প। ষ্ট্যাম্প আইনের ১৫ প্রকরণ অনুসারে বণ্ড ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

রেজিষ্টারি। "এ" ফি দিতে হয়।

রাখিলাম। যে পর্য্যন্ত ডিক্রীদারের সমস্ত টাকা মায় খরচা আদায় না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি উক্ত সম্পত্তি কাহাকেও দান বা বিক্রয়ের দ্বারা কোন প্রকারে হস্তান্তর বা দায়সংযোগ করিতে পারিব না, বা করিলেও তাহা অগ্রাহ্য হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে আপীল শেষে আমার নিকট হইতে দাবীর টাকা মায় উভয় আদালতের খরচা আদায় হইবে। যদ্যপি আপোষে আদায় না দিই তাহা হইলে আমার প্রদত্ত জামীনি সম্পত্তি বিনা নালিশে ক্রোক নীলাম দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমার বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তের কোন ওজর আপত্তি চলিবে না।"

(২২৬)

জীবন-স্বত্ব ত্যাগ পত্র।

(Relinquishment of Annuity Claims.)

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী * * ইত্যাদি।

কস্য জীবন-স্বত্ব ত্যাগ পত্র কার্য্যঞ্চাগে। আপনি আমার অনুকূলে সন ১২০৩ সালের ৫ই বৈশাখ তারিখে একখণ্ড জীবন-স্বত্বের মাসহারা পাত্র সম্পাদন করিয়া আমার জীবনাবধি বার্ষিক ১৫০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ আছেন, কিন্তু অদ্য আপনার নিকট মোট ৯০০৲ টাকা লইয়া এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে অদ্য হইতে উক্ত মাসহারার সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিলাম। ভবিষ্যতে আর কোন প্রকার বার্ষিক বৃত্তির জন্য আপনাকে বা আপনার স্থলাভিষিক্ত বা ওয়ারিশানকে কোন প্রকারে দায়ী করিতে পারিব না। আপনার উপর উক্ত জীবন স্বত্বের জন্য যে দাবী (claim) দাওয়া (demand) স্বত্ব বা অধিকার প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল তাহা রহিত হইল। (১) ইতি * *

---

(১) ইহার ষ্ট্যাম্প ও রেজেষ্ট্রী মুক্তি পত্রের ন্যায়।

(২২৭)

জরিপ সম্বন্ধে হুকুমনামা।

জেলা হুগলি পরগণে শ্রীরামপুরের অধীন লাট বাহাদুরপুরের অন্তর্গত মৌজা বলরামপুরদিগরের মণ্ডল ও মাতব্বর প্রধান

প্রজাবর্গ সুচরিতেষু।

জমিদার শ্রী আশুতোষ বসু। সাং চন্দননগর।

আমার জমিদারী বাহাদুরপুরের অন্তর্গত তালুক বলরামপুরদিগর ২১ মৌজায় জমি ছাপ থাকা অবগত হওয়ার জন্য এবং এতাবৎকাল উক্ত মৌজা হারের দস্তুর মত জরিপী চিঠাদি না থাকায়, ঐ সমস্ত মৌজা মজকুরাণ এবং তৎসংক্রান্ত জমিনাদি থাকবন্দি ও কিতাওয়ারি জরিপ হওয়া আবশ্যক বোধে শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিংহকে আমীন নিযুক্ত করিয়া সদর ডিহিতে পাঠাইলাম। তোমরা উপস্থিত থাকিয়া আপন আপন জমি মাপ করাইবে এবং অপরাপর প্রজার জমিনাদি জরিপ করিবার বিষয়ে সাধ্যমত সাহায্য করিবে, তাহাতে কোন প্রকার গাফিলি বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবে না। স্ব স্ব জরিপী কাগজ স্বাক্ষর সম্বন্ধে ত্রুটি না হয় এবং কোন জমি জরিপ করিতে ছাপি করা না হয়, তদ্বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন জন্য আদেশ করা গেল। ইতি তারিখ * *

(২২৮)

তহশীলদারের নিয়োগের হুকুমনামা।

জেলা হুগলীর অন্তর্গত লাট ধূলিয়াড়ার মণ্ডল ও অপরাপর প্রজাগণ সুচরিতেষু।

জমিদার শ্রী

তামাদিগকে এতদ্দ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে আমার পূর্ব্ব কর্ম্মচারী * * নিবাসী শ্রী * * কে তহশীলদারের কার্য্য হইতে অবসর দিয়া তাহার স্থানে * * * গ্রাম নিবাসী শ্রী * * কে তহশীলদার নিযুক্ত করা গিয়াছে; অতএব তোমরা তাহাকে দস্তুর মত সমস্ত খাজনা আদায় দিয়া আমার সেরেস্তার প্রচলিত দাখিলা লইব। দাখিলা ভিন্ন টাকা দিবে না।

সরকারী কার্য্যে উক্ত গোমস্তা তোমাদের নিকট যে কিছু সাহায্য চাহিবেন তাহা পালনে ত্রুটি করিবে না। ইতি * *

(২২৯)

তহশীলদার নিয়োগের হুকুমনামা।

(প্রকারান্তর।)

শ্রীযুক্ত * *

সাং * * সুচরিতেষু।

তোমার প্রার্থনামত লাট ধুলিয়াড়ার তহশীলদার কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিয়া আদেশ করা যায় যে তুমি তোমার প্রদত্ত জামিননামার সমস্ত সর্ত্ত বজায় রাখিয়া ও সেই নিয়মাধীনে সকল কার্য্য আঞ্জাম করিবে, তাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি করিবে না। অত্রসহ প্রদত্ত প্রজাদিগের প্রতি ইস্তাহার দর্শাইয়া দস্তর মত আদায় ইরসালাদি করিয়া সদর কাছারিতে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিবে এবং সদরের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারিগণ পরিদর্শন কার্য্যে গমন করিয়া কার্য্য সুশৃঙ্খল সম্পাদন জন্য যাহা পরামর্শ দিবেন তাহা করিতে কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। ইতি তারিখ * *

(২৩০)

সম্পত্তিতে দখল দেওয়ার হুকুমনামা।

লাট ধুলিয়াড়ার শ্রী * ৬, শ্রী * * এবং অপরাপর মণ্ডল ও মাতব্বর প্রজাবর্গ সুচরিতেষু।

লাট ধুলিয়াড়া ২১ পটী * * নিবাসী শ্রীযুক্ত * * মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত * * কে দরপত্তনি বিলি করা গিয়াছে, সুতরাং উক্ত সম্পত্তিতে আমার যে সমস্ত স্বত্ব অধিকার ইত্যাদি ছিল তাহা রহিত হইয়া দরপত্তনিদার শ্রীযুক্ত * * কে বর্ত্তিল। তোমরা আমার কার্য্যে এতাবৎ কাল যে প্রকার সহায়তা করিয়াছ, আদায় তহশীলের যে প্রকার সাহায্যাদি করিয়াছ, দরপত্তনিদার মহাশয়ের কার্য্যে তদনুরূপ করিবে, তাহার অন্যথা করিবে না। দরপত্তনিদার মহাশয়ের সেরেস্তার প্রচলিত চেক দাখিলা গ্রহণে আদায়াদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবে। ইতি * *

(২৩১)

কর্ম্মচারীর নিয়োগ পত্র।

বরাবর শ্রীযুক্ত * * *

আপনাকে পরগণে * * * পদে নিযুক্ত করা হইল। এই পত্র প্রাপ্তির সপ্তাহ মধ্যে কার্য্য স্থানে উপস্থিত হইয়া জিম্বার কর্ম্মচারীর নিকট কাগজপত্র বুঝিয়া লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং সংবাদ যথা নিয়মে রিপোর্ট করিবেন।

. আপনার পদের কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন সম্বন্ধে যে নিয়ম অবধারিত হইয়াছে, সেই মমস্ত এবং আপনার প্রদত্ত জামিনী কবুলতির মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতে কোন ক্রমে যেন অবহেলা করা না হয়। ইতি

(২৩২)

না-দাবি ও বিভাগপত্র।

আমাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতে থাকায় গ্রামস্থ কতিপয় ভদ্রলোক মধ্যস্থ হইয়া আমাদের মধ্যে যাহা আপোষে নিস্পত্তি করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা পরস্পরে বাধ্য হইলাম যথা—আমার মৃত পুত্র * শেখের মহাজনি কারবারে খাতকগণের নিকট পাওনা টাকার মধ্যে খাতক শ্রী * * শ্রী * * নিকট তোমরা উভয়ে নালিশের দ্বারা * * টাকা আদায় করিয়া লইয়াছ এবং যাহাদিগের নিকট এখনও টাকা বাকী আছে তাহা আদায় করিয়া লইবে এবং আমার মৃত পুত্রের যাহা দেনা আছে তাহা তুমি ও তোমার কন্যা উভয়ে আদায় দিবে। তোমার কন্যা রূপা বিবির খরিদা যে সকল নিষ্কর জমী আছে তাহাতে আমার কোন দাবি দাওয়া চলিবে না। এতদ্ব্যতীত তৈজসপত্র ও আসবাব ইত্যাদি ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি যাহা আছে তাহা সালিস মহাশয়গণ যেরূপ অংশ করিয়াছিলেন তাহা পরস্পরে বুঝিয়া পাইয়া এই দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম। * ইতি

* ইহাতে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া নাদাবি ও বিভাগপত্রের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। রেজিষ্ট্রী খরচা E ও A fee উভয়ই দিতে হয়।

(২৩৩)

না-দাবি। (Realease)

(প্রকারান্তর।)

ইংরাজি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২রা তারিখে এই নাদাবি পত্র শ্রীমতী কারমননেছা খাতুন পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মিত্র মহাশয়ের অনুকূলে লিখিত ও সম্পাদিত হইল।

বিবরণ এই যে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত মুন্সী রবিয়ল আহম্মদ আমার পিতৃদেব মৌলভী * * * সাহেবের মৃত্যুর পরে পিতৃনির্ব্বিশেষে আমাকে লালন পালন করেন, এবং যথাবিহিত শিক্ষা প্রদানান্তর উপযুক্ত পাত্র শ্রীযুক্ত * * সাহেবের সহিত বিবাহ দেন। আমার পিতৃদেব বহুতর সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিলে মহাম্মদিয় ধারা অনুসারে আমিও সেই সমস্ত সম্পত্তির শাস্ত্রানুসারে আমার প্রাপ্যাংশের অধিকারিণী। কিন্তু আমার নাবালিকাবস্থায় আমার ভ্রাতা সহর কলিকাতার মধ্যস্থিত * * ষ্ট্রীটের * * নং বাটী যাহার চৌহদ্দি এইরূপ যথা * * পশ্চিম * * উত্তর * * পূর্ব্ব * * এবং দক্ষিণ * * তাহা ১১০০০৲ টাকা মূল্যে দলিল গ্রহীতা শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মিত্রের পরলোকগত পিতা ৺নলিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের অনুকূলে হস্তান্তর করেন এবং তিনি তদবধি প্রায় দশ বৎসরকাল উক্ত সম্পত্তি যথাবিধি ভোগ দখল করিয়া লোকান্তরিত হইলে এবং তাঁহার এক মাত্র পুত্র তাঁহার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া এতাবৎকাল ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু অধুনা আপনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে আমার গর্ভজাত সন্তানাদি যদি ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করে তাহার কোন আইন সঙ্গত প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য এবং সেই অভিপ্রায়ে আপনার আইন উপদেষ্টার অভিপ্রায় মতে আপনি আমাকে নাদাবি পত্র লিখিয়া দিতে বলায় এবং আমাকে অদ্য তারিখে নগদ ২৫০০৲ টাকা প্রদান করায় আমি এই দলিল দ্বারা উক্ত সম্পত্তির দাবি দাওয়া পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ক্রমে পরিত্যাগ করিলাম। ভবিষ্যতে আমি বা আমার ওয়ারিশান প্রভৃতি কেহ কখন উক্ত সম্পত্তিতে কোন প্রকার দাবি

দাওয়া করিতে পারিব না, করিলেও তাহা কোনক্রমে ফলবৎ বা বলবৎ হইবে না (১) ইতি তারিখ * *

(২৩৪)

ইটখোলার জন্য ইজারা।

শ্রী * * ইত্যাদি প্রথম পক্ষ (First part)
শ্রী * * ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ (Second part)

আমার জমির পার্শ্বে আপনার ইট খোলা বর্ত্তমান আছে কিন্তু তথায় ইষ্টক প্রস্তুতের উপযুক্ত জমি আর না থাকায় আপনি আমার জমিতে ইষ্টক প্রস্তুতের অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমি তাহাতে সম্মত হইয়া নিম্ন লিখিত চৌহদ্দিস্থিত ১০/ বিঘা জমি নিম্নলিখিত বন্দোবস্ত ও সর্ত্তে বাধ্য হইয়া আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ এইরূপ লিখিয়া দিতেছি যে ঃ—

১। আপনি দ্বিতীয় পক্ষ আমার জমিতে ইচ্ছামত ইষ্টক প্রস্তুত করিতে পারিবেন বা আবশ্যক মত মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করিয়া ইষ্টক প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

২। যত ইট প্রস্তুত হইবে তাহার জন্য হাজার প্রতি প্রথম পক্ষকে ৷৷০ আনা হিসাবে খাজনা অর্থাৎ royalty দিবেন।

৩। তিন বৎসর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত প্রকারে কার্য্য করিতে পারিবেন কিন্তু জমির উপর পাঁজা প্রস্তুত করিতে পারিবেন না, করিলে প্রতি লক্ষ ইষ্টক সম্বলিত পাঁজার জন্য অতিরিক্ত ১০৲ টাকা হিসাবে দিতে হইবে।

৪। জমি ছাড়িয়া দিবার সময় দ্বিতীয় পক্ষ যে সকল জমি খনন করিবেন তাহা সমস্ত এক চৌকাভুক্ত করিয়া দিবেন। নানাস্থানে খনন করিয়া সকল জমির অবস্থান্তর করিতে পারিবেন না। *

---

(১) ইহা নাদাবি কেন না এতদ্বারা claim renounce করা হইয়াছে মাত্র convey করা হয় নাই, সুতরাং ইহা conveyance নহে। যদি এমন লেখা থাকিত যে ২৫০০৲ টাকা পাইয়া উক্ত সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্বাধিকার আছে বা ছিল তাহা আপনার অনুকূলে ত্যাগ করিলাম এবং আপনি আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইলেন তাহা হইলে ইহা বিক্রয় কোবালা বলিয়া গণ্য হইত।

* ইহা agreement ইহার ষ্ট্যাম্প ৷৵০ আনা। রেজিষ্ট্রী খরচা E fee ২৲ টাকা। ইহা relates to land সুতরাং ১নং বহিতে নকল হইবে।

(২৩৫)

ইটখোলার জন্য ইজারা।

(প্রকারান্তর।)

আপনি সহর চুঁচুড়ার পিপুলপাতি মৌজার মধ্যে আমার জমিতে ইটখোলা পত্তন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমার নিম্ন চৌহদ্দিস্থিত ৫✓ বিঘা জমি আপনাকে ৯ বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া আপনাকে নিম্নলিখিত প্রকার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। যথা :—

১। আপনি উক্ত জমির যে কোন স্থান খনন করিয়া ইষ্টক তৈয়ার করিতে পারিবেন।

২। ইষ্টক বহিবার গাড়ী যাতায়াতের পথ যে স্থানে প্রস্তুত করা আবশ্যক তাহা নিজ ব্যয়ে করিবেন।

৩। পাগমিল প্রভৃতি যাহা বসাইবেন তাহাতে আমার কোন দাবি থাকিবে না। মেয়াদ অন্তে যখন আপনি আমার জমি ত্যাগ করিবেন তখন সে সমস্ত তুলিয়া লইয়া যাইবেন।

৪। ৯ বৎসর গত হইলে অর্থাৎ * * সালের * * মাসে আপনি উক্ত জমি ছাড়িয়া দিবেন।

৫। আপনার গোমস্তার থাকিবার জন্য যে ঘর প্রস্তুত করিবেন তাহাও আপনি ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

৬। জমির বার্ষিক খাজনা ৫০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। রোডশেস ইত্যাদি কিছুই দিতে হইবে না, কেবল মাত্র মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স যাহা আপনার দেয় তাহাই দিবেন।

এতদর্থে অদ্য তারিখে সেলামী বাবত নগদ ৫০০৲ টাকা বুঝিয়া পাইয়া এই ইটখোলার জন্য বন্দোবস্তি ইজারা পত্র লিখিয়া দিলাম। * ইতি

---

* ইহা lease ইহার ষ্ট্যাম্প সেলামী ও খাজনার উপর কোবালার হিসাবে দিতে হইবে রেজিষ্টী খরচা A fee ৩৲ টাকা।

(২৩৬)

একরার নামা। (Agreement.)

জমিদারির ম্যানেজার নিয়োগের।

মহামহিম শ্রীযুক্ত * * জমিদার মহাশয় বরাবরেষু—

আপনার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও কারবারাদি যাহা বর্ত্তমান আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তৎসমস্ত তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আপনি আমাকে ম্যানেজার নিযুক্ত করায় আমি যথা জ্ঞান ও যথাশক্তি সরলভাবে ষ্টেটের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত নিয়মে বাধ্য রহিলাম, যথা ঃ—

১। আমি অদ্য হইতে মাসিক ১৫০৲ টাকা হিসাবে বেতন পাইব। কাছারী যাতায়াতের প্রকৃত ব্যয় ও মফস্বল গমনাগমনের জন্য মাইল প্রতি ।০ হিসাবে বারবরদারি ও তথায় অবস্থিতি জন্য প্রতিদিন ১৷০ টাকা হিসাবে ভাতা পাইব। আমার সঙ্গে যে চাপরাশী প্রভৃতি যাইবে তাহারা ষ্টেটের নিয়মানুযায়ী স্বতন্ত্র খরচা পাইবে। উক্ত পদের জন্য সরকার হইতে উপরের লিখিতরূপ আমার যাহা ন্যয্য প্রাপ্য তদ্ব্যতীত কোন অন্যায় লাভ করিতে পারিব না।

২। আমার শৈথিল্য বা অমনোযোগীতা বা দুরভিসন্ধি বশতঃ যদ্যপি ষ্টেটের কোন ক্ষতিকর কার্য্য সমাহিত হয় তাহা হইলে আপনি তৎক্ষণাৎ আমাকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিতে পারিবেন।

৩। সদর মোকামের তহবিলাদি ডবল লকে (double lock) থাকিবে তাহার একটী চাবি আমি রাখিব ও অপরটী খাতাঞ্চী বা আপনার নিয়োজিত অপর কোন কর্ম্মচারীর নিকট থাকিবে।

৪। আপনার সরকারের প্রচলিত কোন কাগজ পত্রের কোন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধ করিলে আপনাকে তাহা জানাইব এবং আপনার বিনা আদেশে কোন পরিবর্ত্তনাদি করিবার আমার ক্ষমতা রহিল না।

৫। ম্যানেজমেণ্ট ও সরঞ্জমি খরচ যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিব। এবং বৎসরান্তে তৎপরবর্ত্তি বৎসরের আয় ব্যয়ের বজেট আপনার নিকট পাঠাইয়া তাহার মঞ্জুরি গ্রহণ করিব।

৬। পুরাতন কোন কর্ম্মচারীকে বরতরফ বা দণ্ড দিতে হইলে আপনার অনুমতি গ্রহণ করিব।

৭। সাধারণ কার্য্যব্যতীত কোন বিশিষ্ট কার্য্য সম্পাদন জন্য আপনার লিখিত আদেশ গ্রহণ ভিন্ন তাহা কখন সম্পাদন করিব না।

৮। ষ্টেটের দেয় রাজস্ব প্রভৃতি যাবতীয় ব্যয় যথা সময়ে নির্ব্বাহ করিব। অবশিষ্ট মুনফা আপনার আদেশানুসারে ব্যয়িত হইবে।

৯। প্রতি বৎসর সদরের রোকড়, একজাই, জমা ওয়াশীল বাকী, জমা খরচ, খতিয়ান ও রিটার্ণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আপনার নিকট দাখিল করিব, বাৎসরিক নিকাশ যাহাতে পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথম ৬ মাস মধ্যে হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিব। তদ্ব্যতীত প্রতি সনে চৈত্র মাসের ৩০ দিন মধ্যে পূর্ব্ব বৎসরের আয় ব্যয়ের একটী ষ্টেটমেণ্ট দাখিল করিব।

১০। আমার অধান কোন কর্ম্মচারী যাহাতে ষ্টেটের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে না পারেন তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিব।

১১। এই একরার নামা অদ্য হইতে এক বৎসরের জন্য প্রবল থাকিবে। অর্থাৎ এই সময় মধ্যে দোষ ব্যতীত অন্য কোন কারণে আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিলে আমি পুরা এক বৎসরের বেতনের টাকা আপনার নিকট হইতে পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী হইব। অবধারিত মিয়াদ অতিবাহিত হইলে একমাত্র নোটীশ না দিয়া আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন না এবং মিয়াদ অতীত হইয়াছে বলিয়া ইহা রহিত কিম্বা নিষ্ফল হইবে না। * ইতি।

(২৩৭)

অংশনামা রহিত করণ পত্র।

কস্য অংশনামা রহিতকরণ (Dissolution of Partnership) পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার স্বামী ৺উপেন্দ্রনাথ নন্দী সন ১৩২৩ সালের ২২শে বৈশাখ হইতে কলিকাতা ২০নং ক্রস ষ্ট্রীট বড়বাজার ঠাকুরবাড়ীর ভিতর একটী পিতল

* ইহা agreement সুতরাং ৮০ আনার কাগজে লিখিত হইবার উপযোগী। ইহা security bond নহে, কেননা bondএর definition মধ্যে আসে না। রেজেষ্ট্রী জন্য E fee ২৲ টাকা হইবে। ৪নং B বহিতে নকল হইবে।

কাঁসার দোকান আপনাদের সহিত যৌথভাবে স্থাপনা করেন এবং ঐ যৌথ কার-বার উপেন্দ্রনাথ নন্দী, গঙ্গারাম শেঠ ও হরেকৃষ্ণ নাম দিয়া স্থাপিত হয়। তাহাতে উক্ত তিনজনের অংশ ৵১০ হিসাবে মোট ‖৵১০ ছিল এবং শ্রীযুক্ত * যিনি কার-বার চালাইবার ও পর্য্যবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার ঐ কার্য্যাদি নির্ব্বাহের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমিক স্বরূপ ।৴১০ অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। উক্ত কারবার কতদিন একত্রে ও একযোগে চালাইবার পর আমার স্বামী মহাশয় পীড়িত হইয়া উক্ত কারবার চালাইতে অক্ষম হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় উক্ত কারবারের অংশ ও তাঁহার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি * এক খণ্ড দানপত্র দ্বারা আমাকে হস্তান্তর করিয়া উক্ত যাবতীয় সম্পত্তিতে আমাকে সম্পূর্ণরূপে স্বত্ববতী ও স্বত্বাধিকারিণী রাখিয়া সন * পরলোক গমন করেন এবং সেই পর্য্যন্ত তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে আমি ভোগবতী ও দখলকারিণী আছি। এক্ষণে স্ত্রীলোকবিধায় আমি উক্ত যৌথ কারবার চালাইতে অক্ষম এবং আপনারাও নানাবিধ অসুবিধা বোধ করায় উক্ত কারবারে আমার যে অংশ ও স্বত্বস্বামীত্ব আছে তাহা আপনারা আপনাদের অনুকূলে ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করায় আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আমার স্বত্ব ও অধিকারের ও মূলধনের মূল্যস্বরূপ নগদ ১০০০৲ টাকা লইয়া আপনাদের অনুকূলে তাহা পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, উক্ত কারবারে আমার কোন প্রকার স্বত্ব সংশ্রব বা দাবী দাওয়া রহিল না এবং আপনারা আমার স্বত্বে স্বয়ং ও ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তক্রমে সম্পূর্ণ মালিক ও স্বত্বাধিকারী হইলেন ও আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত-গণের কোন প্রকার দাবী দাওয়া বা স্বত্ব সংশ্রব রহিল না বা থাকিবে না, আপনারা ইচ্ছামত উক্ত দোকানের চলিত নাম উঠাইয়া দিয়া যে কোন নামে দোকান চালাইতে পারিবেন তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশানগণের কোন প্রকার আপত্তি খাটিবে না। আরও প্রকাশ থাকে যে অদ্যকার তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত কারবারে যে কোন প্রকার দাবী দাওয়া লাভ লোকসান বা দেনা পাওনা আছে বা ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহার সহিত আমার কোন দাবী দাওয়া বা স্বত্ব সংস্রব রহিল না আপনারা উভয়ে তাহার সম্পূর্ণভাবে দায়ী রহিলেন। আমি অদ্য তারিখে উক্ত কারবারের মালপত্র (Stock in

trade) আসবাব সরঞ্জাম প্রভৃতির উচিত মূল্য ১০০০৲ টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া এই দলিল সুস্থ শরীরে ও অন্যের বিনা অনুরোধে বা প্ররোচনায় আপনাদের উভয়ের অনুকূলে হস্তান্তর করিয়া দিলাম। ইতি *

(২৩৮)

জঙ্গলের কাষ্ঠ বিক্রয়ের একরারনামা।

কস্য জঙ্গলের কাষ্ঠ বিক্রয়ের একরারনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে পং বিষ্ণুপুর জেলা চৌকী কালেক্টরী থানা ও সবরেজেষ্টারী বাঁকুড়ার সামীল অর্জ্জুনপুর ওরফে নূতনগ্রাম মৌজার মধ্যে নিম্নের (ক) তপশীলের বর্ণিত এক চক কাশীবাকড়া নামক হাসিল পতিত বাঁধ পুষ্করিণী জঙ্গল মায় তৎতলীয় ভূমি আপনাদের পৈতৃক কোবালা খরিদা মোকরীর স্বত্বীয় দখলী। উক্ত মৌজার মধ্যে ঐ নিম্নের (ক) তপশীলের লিখিত কাশীবাকড়া নামক হকুক চক মধ্যে (খ) তপশীলের লিখিত আপনাদের সাবেক রাখা জঙ্গল বাদে ও সাহেব সিংহের বাঁদ পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপরিস্থ বৃক্ষাদি বাদে এবং অপর স্থানের রক্ষিত পুরাতন শাল বৃক্ষ ও পুরাতন বহড়া বৃক্ষ বাদে ও মোহন হরিতকী, চাকল্‌তা কুসুম মুরগা, কেন্দ ও বেল কয়েদ আম জাম কাঁটাল আদি মূল্যবান বৃক্ষ আপনাদের খাস বাদে নিম্নের (ক) তপশীলের লিখিত জঙ্গলের স্থিত অবশিষ্ট বৃক্ষ সকল বর্ত্তমান সন ১৩২৩ সালের চৈত্র মাহার শেষ দিবস পর্য্যন্ত কাটিয়া লইবার ও সন ১৩২৪ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে উক্ত জঙ্গল আপনাদের খাস দখলে ছাড়িয়া দিবার সর্ত্তে পঞ্চজনা ভদ্রলোক থাকিয়া নগদ ৭০০৲ সাত শত টাকা মূল্য ধার্য্য করিয়া আমাদিগকে বিক্রয় করিয়াছেন এবং উক্ত মূল্যের বাবদ নগদ ৭০০৲ সাত শত টাকা আমরা আপনাদিগকে দিয়াছি এক্ষণে আমাদের নিকট একরার চাহায় আমরা আপনাদের বরাবর এই একরারনামা পত্র লিখিয়া দিতেছি ও স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমরা পূর্ব্বোক্ত বিক্রীত জঙ্গলস্থিত উপরোক্ত নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষাদি বাদে বাকী বৃক্ষ সকল বর্ত্তমান সন ১৩২৩ সালের চৈত্র মাহার শেষ দিবস পর্য্যন্ত কাটিয়া লইব ও আমাদের কর্ত্তিত বৃক্ষাদি ঐ সময় মধ্যে উঠাইয়া লইব এবং সন ১৩২৪ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে উক্ত জঙ্গল আপনাদের খাস দখলে

---

* ইহার ষ্ট্যাম্প রেজেষ্ট্রী বিক্রয় কোবালার ন্যায়। Book IVতে রেজেষ্ট্রী হইবে।

ছাড়িয়া দিব ঐ বিক্রীত জঙ্গলের যে সকল বৃক্ষ আমরা কাটিয়া লইব তাহা কুড়াল ও কাটারী দ্বারায় ব্যতীত অপর কোন অস্ত্র সাহায্যে করিতে পারিব না, কি কোনও জঙ্গল কি জঙ্গলস্থিত কোনও বৃক্ষ একাধিকবার কর্ত্তন করিতে পারিব না এবং কোনও জঙ্গলের কি জঙ্গলস্থিত কোনও বৃক্ষের মূলোৎপাটন করিতে কি জঙ্গলের মুড়াতাড়িতে কি বিক্রীত জঙ্গল কি জঙ্গলস্থিত বৃক্ষ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তের বিপরীত আপনাদের কোন ক্ষতি কি অনিষ্ট করিতে কি ক্ষতি কি হানিজনক কোনও কার্য্য করিতে পারিব না, করিলে মায় ওয়ারিশান আদিক্রমে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইব। আর জঙ্গলস্থিত বৃক্ষাদি যদি বর্ত্তমান সন ১৩২৩ সালের চৈত্র মাহার শেষ দিবস পর্য্যন্ত কাটীয়া লইতে না পারি এবং উক্ত বিক্রীত জঙ্গলের কোন অংশ কাটিয়া লইতে বাকী থাকে ও কর্ত্তিত বৃক্ষাদি উঠাইয়া লইতে বাকী থাকে তাহা হইলে উক্ত জঙ্গলের যে অংশ যে সকল বৃক্ষ আমাদের কাটিয়া লইতে বাকী থাকিবে তাহাতে আমাদের মায় ওয়ারিসানের কোনরূপ দাবি দাওয়া কি আপত্তি থাকিবে না। উক্ত বাকী থাকা জঙ্গল ও বৃক্ষসকল আপনাদের খাস অধিকারে আসিবে। আর সন ১৩২৪ সালের ১লা বৈশাখ হইতে বিক্রীত জঙ্গলের সহিত আমাদের কোন স্বত্ব সংশ্রব থাকিবে না ঐ তারিখ হইতে আমরা কি আমাদের স্বত্ব কি সম্পর্ক মূলে কি আমাদের আদেশ মত কোনও ব্যক্তি উক্ত জঙ্গলে কোন কার্য্য করিতে কি প্রবেশ করিতে পারিব না ও পারিবে না এতদর্থে আপন আপন খুসিতে উপরোক্ত সর্ত্তে বাধ্য হইয়া অত্র একরারনামা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি *

(২৩৯)

রিলিস ও একরারনামা।

লিখিতং শ্রী ক খ সাকিম সহর * * কস্য নাদাবী একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন পৃথকান্ন ও পৃথক সংসার হই, তখন

---

* ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে কোবালা ও একরারনামা। ষ্টাম্প ১১॥০ টাকা। Book IV রহিতে রেজিষ্ট্রি হইবে। A ও E উভয় প্রকার ফি লইতে হইবে।

আমি পুলিশে সামান্য বেতনে চাকরি করিতাম বলিয়া আমার সাংসারিক কষ্ট নিবারণের জন্য * * ১৮৯৭ সালের * * ডিসেম্বর তারিখে তুমি একটি agreement বা একরারনামা পত্র লিখিয়া রেজেষ্টারী করিয়া দিয়াছিলে যে, তোমার চাকুরীর অবস্থায় আমাকে মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া দিবে এবং তোমার তিন শত টাকার উপর পেন্সন হইলে আমাদের জীবদ্দশাতক মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া দিবে। ঐ সর্ত্ত অনুসারে তুমি আমাকে ২৫৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলে। তাহার পর আমার বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় এবং তজ্জন্য আমি ২৫৲ টাকা করিয়া পেন্সন পাওয়ায় এবং আমার বৈবাহিক মহাশয়ের * * মৃত্যুতে তাঁহার সম্পত্তি আমার পুত্র প্রাপ্ত হওয়ায় এবং তাহা আমি ভোগ দখল করিতে থাকায় তুমি ঐ সাহায্য আজ কিছুদিন বন্ধ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদের উভয়ে ২০শে মে তারিখে সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত বিনিময় পত্র অনুসারে ৮* * চট্টোপাধ্যায়ের দরুণ তোমার খরিদা সহর * * * মহল্লায় নীচের (খ) তপশীল লিখিত আমার পৈতৃক বাস্তবাটী (ক) তপশীল লিখিত নিজ অংশের পরিবর্ত্তে আমি তোমার নিকট পাইয়াছি কিন্তু তাহাতে পাকা সিঁড়ি কূপ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমার অনেক টাকার আবশ্যক হইয়াছে আমি বৃদ্ধ ও শরীর জীর্ণ হওয়ায় এবং তোমারও পেন্সন লইবার সময় উপস্থিত হওয়ায় উক্ত agreement বা একরার বাবদ আমার জীবদ্দশাতক যাহা পাওনা হইবে তাহা অনির্দ্দিষ্ট ও অনিশ্চিত। এই সকল কারণে আমার ভূত ভবিষ্যত সমস্ত পাওনার পরিবর্ত্তে তুমি আমাকে তিন হাজার টাকা ৩০০০৲) দিতে সম্মত হওয়ায় আমি তাহা লইতে স্বীকার হইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, উক্ত মেদিনীপুরের ১৮৯৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে তোমা কর্ত্তৃক সম্পাদিত agreement বা একরারের সর্ত্ত জনিত আমার ভূত এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত দাবি দাওয়া পরিত্যাগ করিলাম। উক্ত agreement বা একরার আমার জীবন কালতক বলবৎ থাকায় আমি কিম্বা আমার স্ত্রী পুত্রাদি ওয়ারিশানগণ ঐ দলিলের সর্ত্ত অনুসারে তোমার নিকট কোন টাকা দাবী দাওয়া করিতে পারিব না বা পারিবে না, করিলে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। তোমার সম্পাদিত মেদিনীপুরের মূল agreement বা একরার পত্র দলিল আমি তোমাকে ফেরত দিলাম ও আমার বাটী নির্ম্মাণ কার্য্যে তুমি

আমার যথেষ্ট সাহায্য করায় এবং আমার ঐ নূতন (খ) তপশীল লিখিত স্থানের বাটী তোমার বাটীর সম্মুখে হওয়ায় আমি ইহা অঙ্গীকার করিতেছি যে যদি ঐ (খ) তপশীল লিখিত স্থানের বাটি মায় তলস্থ জমী আমি কিম্বা আমার পুত্রাদি ওয়ারিশানগণ কখন বিক্রয় করি বা করে তাহা হইলে তোমাকে বা তোমার ওয়ারিশানগণকে বিক্রয় করিব বা করিবে এবং বিধর্ম্মী ভিন্ন কোন Bonafide purchaser উপস্থিত হইলে পাঁচজনা সালীশে তাহাকে Bonafide purchaser স্থিরীকৃত করিলে, তোমাকে বা তোমার ওয়ারিশানগণকে তাহার প্রস্তাবিত উচিত মূল্যে বিক্রয় করিব ও করিবে। অথবা সেই মূল্যের মেকদার সম্ভবমত টাকায় তোমাকে বা তোমার ওয়ারিশানগণকে আবশ্যক মত বন্ধক দিব বা দিবে। অন্য কাহাকেও উক্ত (খ) তপশীল লিখিত বাটী বিক্রয় বা বন্ধক দিতে পারিব না বা পারিবে না। যদি অন্য কাহাকেও বিক্রয় করি বা বন্ধক দিই তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। তুমি বা তোমার ওয়ারিশানগণ আদালতে নালিশ করিয়া ঐ বিক্রয় বা বন্ধক রদ করিতে পারিবে ও পারিবে। তোমাকে বা তোমার ওয়ারিশানকে বন্ধক দিলে শতকরা ছয় টাকা (৬৲) হিসাবে সুদ চলিবে। তুমি কি তোমার ওয়ারিশানগণ উক্ত উচিত মূল্যে বা কোবালা বা বন্ধক লইতে অস্বীকার করিলে আমার উক্ত (খ) তপশীল লিখিত নূতন বাটী ও জায়গা আমি বা আমার ওয়ারিশানগণ অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে পারিব বা পারিবে। আমি নগদ তিন হাজার টাকা তোমার নিকট পাইতেছি বলিয়া তোমার সম্পাদিত মেদিনীপুরের ১০৯৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের agreement বা একরার পত্র মত তোমার যাহা কিছু liabilities আছে তাহা হইতে তোমাকে একবারে খালাস দিয়া ও উক্ত agreement বা একরার পত্র মত আমার যাহা কিছু দাবী দাওয়া আছে ও হইবে তাহা আমি বা আমার ওয়ারিশানগণ একেবারে পরিত্যাগ করিলাম ও করিল। উক্ত (ক) তপশীল লিখিত জায়গা ও পুরাতন বাটি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম এতদর্থে স্বজ্ঞানে ও

সুস্থ শরীরে শুদ্ধান্তকরণে অন্যের বিনানুরোধে এই নাদাবি একরারনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। আর তুমি এক্ষণে আলিপুরে চাকুরি করিতে থাকায় আমি কলিকাতায় আসিয়া এথানে এই দলিল সম্পাদন ও রেজেষ্টারী করিয়া দিলাম। ইতি ১৯১৭ সাল ২০ মে সন ১৩২৪ সাল ৬ই জ্যৈষ্ঠ।

(২৪০)

মাইনিং প্রসপেক্টিং লিস।

কস্য কয়লার ভূমি পরীক্ষা কারণ আমলনামা প্রসপেক্টিং লাইসেন্স পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার রাজ্যধিকার মধ্যে চাকলে পঞ্চকোট অধীন জেলা বাঁকুড়া পং মহিসাড়া মধ্যে ও জেলা মানভূম পং চৌরাশি মধ্যে নীচের বিশেষ বর্ণিত মৌজাসকলের সর্ব্বপ্রকার ধাতু কয়লা ও কয়লা খনি ও প্রস্তরাদি আমার খাস অধিকার আছে। উক্ত মৌজা সকলের কয়লা খনি ও কয়লা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে আপনারা উক্ত মৌজা সমূহের মধ্যে কয়লা আছে কি না তাহা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনাবান হইলে আপনাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া এই আলমনামা পত্র বা প্রসপেক্টিং লাইসেন্স লিখিয়া দিতেছি এবং এতদ্দ্বারা সর্ত্ত করিতেছি যে আপনারা অদ্য হইতে দুই বৎসর মধ্যে অর্থাৎ জানুয়ারি ১৯১৭ হইতে জানুয়ারি ১৯১৯ পর্য্যন্ত উক্ত মৌজা সমূহের মধ্যে কয়লা আছে কি না অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই আমলনামা পত্রের বলে আপনারা মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ উক্ত মৌজা সমূহের মধ্যে কয়লা দেখিবার ও পরীক্ষা করিবার জন্য বোরিং, খাদ ট্রায়েল নেক্টপীট কোয়ারি খাদ, ইন ক্লাইন বা যে কোনও রকমের পরীক্ষা করিতে পারিবেন ও কয়লা আছে কি না দেখিবার জন্য অপর আবশ্যকীয় কার্য্য করিতে পারিবেন। আর উক্ত মৌজা সমূহের মধ্যে উক্ত কার্য্যের জন্য ঘর বা ইমারতাদি করিতে পারিবেন। তবে তাহা এরূপভাবে করিতে হইবে যাহাতে দখলীকার ব্যক্তির স্বত্বের বা

অধিকারের কোনও চাষী জমির মধ্যে না হয় বা শস্যাদি নষ্ট না হয়। যদি শস্যাদি নষ্ট হয় তবে তাহার উচিত মূল্য দিবেন। আপনারা আমার বিনানুমতিতে বা বন্দোবস্তের পাট্টা গ্রহণ না করিয়া উক্ত মৌজাসমূহ হইতে কয়লা এই আমলনামার মেয়াদ মধ্যে বিক্রয় বা স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন না। তবে পরীক্ষা বা ট্রায়েল জন্য কয়লার নমুনা গ্রহণ করিতে ও অন্যত্র লইয়া যাইতে পারিবেন। আপনারা এই আমলনামার মেয়াদ মধ্যে পরীক্ষা কার্য্য রীতিমত চালাইবেন এবং উক্ত পরীক্ষা ও অনুসন্ধান দ্বারা উক্ত মৌজা সমূহের ব্যবসা উপযোগী কয়লা থাকা প্রকাশ পাইলে উক্ত মৌজা সমূহের কয়লা ও কয়লা খনির বন্দোবস্ত চাহিলে আমি আপনাদিগকে অনুরূপ কবুলতি গ্রহণে পাট্টা দ্বারা বন্দোবস্ত করিব। উক্ত মাইনিং লিজ বা পাট্টার মুসাবিদা আমার সেরেস্তা হইতে পূর্ব্বে যে মিঃ এস্, এইচ সিডন সাহেবকে যাহা দেওয়া হইয়াছে সেই পাট্টার সর্ত্ত ও নিয়ম অনুসারে হইবে। আপনারা এই আমলনামায় বর্ণিত যে যে মৌজা এইরূপে মাইনিং পাট্টা দ্বারা বন্দোবস্ত লইবেন তাহার বাবৎ দরোবস্ত মৌজার বিঘা প্রতি ১০৲ দশ টাকা হারে এককালীন সেলামী দিবেন এবং সর্ব্বপ্রকার চালানি ও বিক্রীত কয়লার উপর টন প্রতি ।০ চারি আনা হিসাবে রয়েলটী ও বাৎসরিক বিঘা প্রতি ৪৲ চারি টাকা হারে প্রত্যেক দরোবস্ত মৌজার পৃথক পৃথক মিনিমাম রয়েলটী দিবেন। আর প্রকাশ থাকে যে মাইনিং পাট্টা লইলে তাহার প্রথম তিন বৎসর আপনাদিগকে খাদ আদি প্রস্তুত জন্য সময় দিতে অঙ্গীকার করিলাম এবং উক্ত মিনিমাম রয়েলটীউক্ত মাইনীং পাট্টার চতুর্থ বৎসর হইতে বলবৎ হইয়া আদায় চলিবে। যদি উক্ত মৌজা সমূহের মধ্যে ব্যবসা উপযোগী কয়লা না পান বা কোন কারণে বন্দোবস্ত না লয়েন তাহা হইলে প্রসপেক্টীং লাইসেন্সের মেয়াদ গতে তাহা আমার খাস অধিকারে আসিবে। আর এই মৌজা সমূহের কয়লা ব্যতীত অপর কোনও ধাতু বা প্রস্তরাদি পরীক্ষা বা উত্তোলন করিতে পারিবেন না। কয়লা থাকা না থাকা পরীক্ষা করিবার জন্য

আপনারা বোরিং আদি যাহা করিবেন তাহার মাসিক রিপোর্ট আমাকে দিবেন এবং উপযুক্ত বিবেচনা করিলে সময়ে সময়ে আমি আমার পক্ষের কর্ম্মচারী দ্বারা অনুসন্ধান লইতে পারিব। আর এই আমলনামার মেয়াদ মধ্যে যদি মাইনিং পাট্টাদ্বারা বন্দোবস্ত না লয়েন তবে মেয়াদ গতে যদৃচ্ছাক্রমে আমি দোসরা বিলি বন্দোবস্ত করিতে পারিব। তাহাতে আপনাদের কোন আপত্তি চলিবে না। যদি আপনাদের ক্রটিতে আমার কোনও স্বত্বের বিঘ্ন হয় তাহার দায়ী আপনারা হইবেন এবং তাহাতে আমার যাহা ক্ষতি হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ আপনারা করিবেন। এতদর্থে আপনাদিগকে এই আমলনামা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি

(২৪১)

মুক্তিপত্র বা নাদাবি।

আমি আপনার জমিদারীর লাট * * অন্তর্গত মৌজা * * মধ্যে ১০/ বিঘা জমি বার্ষিক ৩০৲ টাকা খাজনায় বার বৎসরের ঊর্দ্ধকাল নির্ব্বিবাদে চাষ আবাদ প্রভৃতি করিয়া ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি এবং তাহাতে আমার দখলী স্বত্ব জন্মিয়াছে কিন্তু ঐ জমিতে আপনার আবশ্যক হওয়ায় এবং আপনি দেশের জমিদার ও রাজা বলিয়া আপনার অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত জমি জমায় যে অধিকার সর্ত্ত সংশ্রব প্রভৃতি জন্মিয়াছিল তাহা আপনার অনুকূলে ত্যাগ করিলাম। ভবিষ্যতে ওয়ারিশানগণ বা স্থলাভিষিক্তক্রমে আর উক্ত সম্পত্তিতে কোন দাবিদাওয়া করিতে পারিব না। ইতি *

---

* এখানে দেখিবেন যে ইস্তফা নহে নাদাবি সুতরাং ইহাতে release ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। consideration ১৫০৲ টাকা। [Board's collection No. 3 File 439 of 1902) আবার বোর্ডের ১৯০৮ সালের File No 112 দেখুন তাহাতে লিখিত হইয়াছে lease শব্দে লিখিত কবুলতি বুঝাইবে (See 2 (16) মৌখিক আদেশসূত্রে ভোগ দখলের ইস্তফা সাদা কাগজে হইয়া থাকে। তাহার পর বোর্ড আরও বলেন যে In the case of all verbal leases an instrument whereby a cultivator surrenders his tenant right is exempted under the exemption clause article 35 (exemption [a) তবে উপরের দলিলখানি সাদা কাগজে হইল না কেন ইহা ভাবিবার কথা। কারণ এই যে উহা নাদাবি লিখিত হইয়াছে। কথার মারপেঁচে কিরূপ দলিলের ষ্ট্যাম্পের তারতম্য হইয়া থাকে তাহা মনে রাখিবেন।

২৪২)

বন্ধকনামা ও পাট্টা।

আমি আপনাকে আমার ত্রিতল বাটীর একটী ঘর যাহার বিবরণ নিম্নে বিস্তারিত লেখা হইল তাহা আপনাকে মাসিক ৫৲ টাকা ভাড়ায় বন্দোবস্ত করিলাম এবং আরও প্রকাশ করিতেছি যে আপনি আমাকে মাসিক শতকরা ১ টাকা হারে সুদে ৫০০ টাকা অগ্রিম দিলেন। ঐ সুদের টাকা হইতে আপনার বাসা ভাড়া পরিশোধ হইবে। আমি ৫০৲ টাকা বা ততোধিক টাকা দিলে আপনি তাহা লইতে বাধ্য থাকিবেন এবং সেই টাকা আপনার প্রদত্ত অগ্রিম টাকায় বাদ যাইবে, যে পর্য্যন্ত আপনার সমস্ত টাকা পরিশোধ না হয় সে পর্য্যন্ত আপনাকে উক্ত ঘর হইতে উঠাইয়া দিতে পারিব না বা ভাড়া বৃদ্ধি করিতে পারিব না। যে টাকা দিব তাহার সুদ বাদ যাইবে এবং সেই পরিমাণ টাকা আপনি নিজ হইতে দিয়া আপনি দেয় ভাড়া পুরণ করিয়া দিবেন। ইতি *

---

* ইহা lease এবং usufructuary mortgage সুতরাং ইহার ষ্টাম্প দিতে হইবে মর্টগেজ জন্য ১০॥০ এবং 35 a (IV) জন্য ১.০ টাকা। মোট ১২৲ টাকা।

রেজিষ্টারির ফি দিতে হইবে ৪৲ টাকা।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ষ্ট্যাম্প আইন সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম প্রমাদ।

কার্য্যবিধিতে আমি সকল বিষয়ই স্থানে স্থানে লিখিয়াছি কিন্তু অনেকে তাহা সময় মত খুঁজিয়া পান না। একটী নির্ঘণ্ট (index.) থাকিলে অনেক উপকার হয় সত্য কিন্তু পুস্তক অনেক বড় হইয়া যায় বলিয়া এখন করিয়া উঠিতে সাহসী হই নাই এবং তজ্জন্য ষ্ট্যাম্প ও রেজেষ্ট্রী আইন সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ে ধোঁকা লাগে তাহাই দুইটী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিলাম। আশা করি ইহাতে সাধারণের বিশেষতঃ Pro. Sub Registrarদিগের পরীক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

১। হ্যাণ্ডনোটে শুধু promise থাকে, তমসুকে মায় সুদ টাকা দিবার অঙ্গীকার থাকে। (I. L. R. 29 Bom. 82) পাঠ করুন।

২। দানপত্র ও সেটেলমেণ্টে বড় গোল বাধে। Settlement বুঝিবার জন্য ষ্ট্যাম্প আইনের Sec 2 (24) পাঠ করুন। সেই কয়েকটী বিষয়ভুক্ত না হইলে Settlement হয় না। দানপত্র বিনা মূল্য গ্রহণে যে কোন কারণে হস্তান্তরকে কহে। Charitable purpose অর্থে যাহা সাধারণের হিতার্থে হয় তাহাই বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মার্থে শব্দেও ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্যে যে বন্দোবস্ত হয়, তাহা নহে বুঝিতে হইবে। আমার দেবতা, আমার বন্দোবস্তে নাতিপুতি বিনা বিঘ্ন বাধায় লুচি সন্দেশ খাইবে, ইহা দানপত্র settlement নহে। যেখানে দাতা সম্বন্ধ শূন্য হইয়া সাধারণের হিতার্থ বন্দোবস্ত করেন তাহাই settlement। I. G. R's Cir. No. 7 for 1917 দেখুন। কলিকাতার এরূপ কোন সম্পত্তি হস্তান্তর হইলে তাহার উপর কলিকাতা Improvement Trust জন্য অতিরিক্ত শতকরা ২ টাকা হিসাবে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। See also I. L. R. 7 Mad, 350. যতক্ষণ না দলিলে স্পষ্টভাবে লেখা থাকে যে অমুকের ভরণ পোষণ জন্য ইহা সম্পাদিত হইল, ততক্ষণ তাহা দানপত্র।

৩। সম্বন্ধ শূন্য হইয়া বিনামূল্যে হস্তান্তরকে দানপত্র কহে এবং জীবনান্তে যে বন্দোবস্ত হইবে তাহাকে উইল বলে। Settlement ও উইলেও সেইরূপ পার্থক্য আছে।

৪। সংশোধন পত্র কেবল বিক্রয় কোবালা, বন্ধকনামা ও সেটেলমেণ্টের কোন সংশোধর্ন সম্বন্ধে খাটিবে। বোর্ড স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে পাট্টার সংশোধন পত্রে পাট্টার পুরা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

৫। এক ব্যক্তি যদি তিন ব্যক্তিকে সমানাংশে তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করেন তাহার জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

৬। পরের নামে কেনা ষ্ট্যাম্প ব্যবহারে কোন দোষ হয় না। অনুর্ব্বর মস্তিষ্ক সবরেজিষ্ট্রারেরা ষ্ট্যাম্প আইনের ৬৯ ধারা পাঠ করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং পরের নামে কেনা ষ্ট্যাম্পে দলিল সম্পাদিত হইলে তাহা রেজেষ্ট্রী ত করেনই না, তাহার উপর নানাপ্রকার লাঞ্ছনা দিয়া থাকেন। আইন নিষেধ করিয়াছেন ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করা, কিন্তু আমার হইয়া রাধাকান্ত নিজ নামে ষ্ট্যাম্প কিনিয়া আনিলে দোষ কি? তাহার উপর ৬৯ ধারায় দলিল সম্পাদনকারীর অপরাধ হয় না; হয় বিক্রয়কারীর। কেহ বিক্রয় না করিয়া কোন ষ্ট্যাম্প দান করিলেও দোষ হয় না।

৭। এক তা কাগজে দেনাদার স্বাক্ষর করিয়া পাওনাদারকে লিখিয়াছেন টাকা ও সুদ দিবার বিষয়। ইহা ঋণ স্বীকার পত্র নহে একরার পত্র। (I. L. R. 35 Cal. 1 1 1.)

৮। কবুলতিতে যদি এমন লেখা থাকে যে মাসে এত হিসাবে খাজনা দিব এবং এত টাকা যাহা অগ্রিম দিলাম তাহা সর্ব্বশেষে খাজনা হইতে বাদ যাইবে তাহা হইলে তাহার জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। I. L. R. 25 Mad. 473. তবে যদি খাজনায় বাদ না যায় তাহা হইলে তাহা advance মধ্যে গণ্য এবং 35 a (v) & (c) অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

৯। হস্তান্তর বহুবিধ তাহা আমি পুস্তক মধ্যে দেখাইয়াছি, তাহার মধ্যে কতকগুলি হস্তান্তরে দাতার দায়িত্ব আছে। যথা বিক্রয় কোবালা, বন্ধকনামা পাট্টা ইত্যাদি। ঐ সকল দলিলে মায় সুদ ক্ষতি খেসারতের দায়িত্বের কথা থাকিলে তাহার জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। কিন্তু এ সকল দায়িত্ব

দানপত্র বা সেটেলমেণ্টে নাই। কেননা এ সকল দলিল বাধ্যবাধকতা সূত্রে না হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে সম্পাদিত হয়। দানকৃত সম্পত্তিতে কোন দায় থাকিলে তাহাতে দান গ্রহীতা দায়ী হইবেন। এ সকল দলিলে ক্ষতি খেসারত থাকিতে পারে না। থাকিলে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

১০। Annuity bondএও গোল বাধে। ইহার ষ্ট্যাম্পের ব্যবস্থা আছে ২৫ Sectionএ। এই ধারার বিক্রয় কোবালার কেবল কোবালার ষ্ট্যাম্প a—b—c উদাহরণ অনুসারে দেয়। Annuity bondএ bond ষ্ট্যাম্পই দিতে হয়।

১১। ২৪ ধারায় বন্ধকের দায় সম্বলিত বিক্রয়ের কথা আছে। বন্ধকের দায় সংযুক্ত সম্পত্তি বন্ধকদাতা ক্রয় করিলে কোবালার ষ্ট্যাম্প রুসুম হইতে বন্ধকনামার ষ্ট্যাম্প বাদ যায়। illustration (ও) দেখুন, কিন্তু ইহাতেও মহাজন একটু মজা করিয়া থাকেন। যথা মনে করুন দশ হাজার টাকার সম্পত্তি আবদ্ধ আছে। সুদ জমিয়াছে ২০০০ টাকা। সম্পত্তি বিক্রয় হইতেছে ১১ হাজার টাকায়। কোবালায় লিখিত হইল "আপনার আসল দশ হাজার টাকা এবং সুদ জমিয়াছে দুই হাজার টাকা। এক্ষণে পঞ্চজনা ভদ্রলোক ছাড়-রফা বাদে মোট মূল্য ১১ হাজার টাকা স্থিরীকৃত হইল। তাহা হইতে বন্ধকনামা প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প ডিউটি ৫০ বাদ দিয়া বাকী ষ্ট্যাম্পে এই দলিল সম্পাদিত হইল।" ইহা ঠিক হইল না। প্রথমে ছাড়রফা বাদ যাইবে না। মায় সুদ মোট টাকাই আসল ধরিতে হইবে। অপরে ক্রয় করিলে ছাড়রফা বাদ যাইতে পারে।

১২। হস্তান্তর পত্র (art 62) ইহার c উপধারায় বলে "The duty with which such bond, mortgage deed or policy of insurance is chargeable." এ স্থলে যে মূল্যে হস্তান্তর হইয়া থাকে তাহার উপর stamp duty লইতে হইবে এবং সেই duty bond প্রভৃতি অর্থাৎ যে দলিলের হস্তান্তর পত্র হয় সেই দলিলের অনুযায়ী ষ্ট্যাম্প লইতে হইবে। মূল দলিল হয় ত ৪০০

টাকার তমসুক। ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে ২৷৷৹ টাকা। ৮০০ টাকায় তাহার হস্তান্তর হইতেছে। এখন ইহার stamp duty হইবে "৮০০৲ টাকার উপর ৬৲" টাকা ২৷৷৹ টাকা নহে।

১৩। Surrender of lease কেবল জমিদারের অনুকূলে সম্পাদিত হয়। Transfer of lease যে কোন লোকের নামে হইয়া থাকে। পূর্ব্ব দলিলে প্রজার অধিকার জমিদারে বর্ত্তায়, দ্বিতীয় দলিলে দাতার যে স্বত্বাধিকার থাকে তাহাই হস্তান্তর হয়।

১৪। Partition দলিলে বড় অংশ হইতে অন্যান্য অংশ বিমুক্ত বা পৃথক করা হয় এবং ছোট যে কয়টি অংশ থাকে তাহার উপর তমসুকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

১৫। Cancellation—উইল সাদা কাগজে cancel করা যায় এবং তাহা ৩নং বহিতে নকল হয়।

১৬। Further charge—কোন সম্পত্তি একবার বাঁধা দিয়া আবার তাহাকে বন্ধক দেওয়াকে বলে। ষ্ট্যাম্প ডিউটীর কোন প্রভেদ নাই।

১৭। কবুলতি অর্থে counterpart of lease নহে। কবুল মানে consent, সেই অর্থে খোঁয়াড়ের কবুলতি নামকরণ হইয়াছে। কবুলতি counterpart হইলে বার্ষিক খাজনার উপর ষ্ট্যাম্প আদায় হয়। খোঁয়াড়ের কবুলতি bond নহে। উহা স্থাবর সম্পত্তির lease বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১নং বহিতে রেজেষ্টারি হইবে। দলিলের আদর্শ অধ্যায়ের ২১৫ নং আদর্শের ফুট-নোটে লিখিত নিয়ম পরে উক্তরূপে বদল হইয়া গিয়াছে।

১৮। মোক্তারনামায় গোলমাল প্রায় হয়। মোক্তারনামার ষ্ট্যাম্প ৭৷৷৹ টাকায় এক রকমের কাজ করা মাত্র চলে। দলিলে যদি থাকে যে,

(ক) আমার পক্ষে ও আমি যে অমুক ষ্টেটের ম্যানেজার আছি সেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য মোক্তার নিযুক্ত করিলাম। ইহা Sec. 5 মতে ১৫৹ টাকার ষ্ট্যাম্প হইবে।

(খ) মোক্তারগণের মধ্যে আমার স্বামী বিক্রয় কোবালা ও বন্ধকনামা সম্পাদন করিবেন এবং অপর মোক্তারগণ ঐ দুইটী দলিল ব্যতীত অন্যান্য দলিল

সম্পাদন করিবেন। ইহা distinct matter; stamp দিতে হইবে ১৫৲ টাকার। ইত্যাদি।

মোক্তারগণ একত্রে বা পৃথক ভাবে লিখিলে distinct matter হয় না। কিন্তু কোন প্রবীণ Govt. Pleader এই মত দিয়াছিলেন।

Art 48 (G) অর্থ এই যে পাঁচজনার উপর মোক্তার থাকিলে অতিরিক্ত প্রত্যেকের জন্য ১॥০ টাকা দিতে হইবে।

১৯। Handnoteএ সাক্ষী থাকিতে পারে যদি উহাতে pay to bearer or order লেখা থাকে।

২০। ২০ টাকার উর্দ্ধ না হইলে রসিদে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না তবে handnote ২৫০ টাকা পর্য্যন্ত /০ আনার ষ্ট্যাম্পে লিখিতে হইবে।

২১। Re-conveyance হয় যখন দখল সংযুক্ত বন্ধকনামা থাকে। এ স্থলে যত টাকায় বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল তাহার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। সুদ যত পাওনা হউক ধরা হয় না। কিন্তু releaseএ সুদ পর্য্যন্ত ধরিতে হয়। যে কোন বন্ধকনামার টাকা পাইয়া দাবী দাওয়ার জন্য release লেখা যায়। রসিদে তাহা হয় না। রসিদপত্রে কেবলমাত্র টাকার প্রাপ্তি স্বীকার হয়। যথা বন্ধকনামার বাবদ ৫০০ টাকা পাইয়া এই রসিদ লিখিয়া দিলাম।" কিন্তু নাদাবী হইবে এইরূপ :—"সুদ ও আসলে অমুখ তারিখের বন্ধকনামা বাবত আমার ১৫০০ টাকা পাওনা, তাহা পাইয়া এই নাদাবি পত্র লিখিয়া দিলাম।" এখানে সম্পাদনকারী দাবী relinquish করিতেছেন কিন্তু রসিদে কেবলমাত্র acknowledge করা হইতেছে।

২২। Security bond বা mortgage deed দেখিতে হইবে সম্পাদনকারী security for due execution of an office or to account for money or other property received by virtue

thereof দিতেছে কি না। যদি না হয় তবে তাহা একরারনামা বলিয়া গণ্য হইবে এবং ৸৹ আনার ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হইবে।

২৩। Deed of trust ওয়াকফনামা বা অর্পণনামাকে বলে। যেখানে নিজের সংশ্রব ও স্বার্থরহিতে কোন সম্পত্তি আমার হিতার্থে এককালে দেওয়া হয় তখন তাহা deed of trust অন্যথা settlement or gift হইবে।

(ক) নিজের management আছে কিন্তু লাভের কথা নাই। এমনভাবে দেবোদ্দেশে পরের হিতার্থ যে দান তাহাই settlement.

(খ) নিজের ও পরের উপকারার্থ অর্পণ দানপত্র।

(গ) নিজের নিজের সংশ্রব নাই অথচ পরহিতার্থ যে দান তাহাই ওয়াকফ বা অর্পণনামা। ইহার ষ্ট্যাম্প ২২৷৹ টাকার উর্দ্ধ নহে।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

রেজিষ্ট্রী আইন সম্বন্ধে ভ্রম প্রমাদ।

এই আইন সম্বন্ধে অনেক বিষয় "রেজিষ্ট্রী আইন সম্বন্ধে উপদেশ" শীর্ষক অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখন কেবল যে সকল বিষয়ে সাধারণতঃ ভুল হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব। সকল কথা বলা অসম্ভব, কেননা তাহা হইলে আর একখানি নূতন পুস্তক লিখিতে হয়। তাই বলি যে আমার প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিয়া নবীন সব রেজিষ্ট্রারগণ যদি মনোযোগের সহিত এই আইন-খানি পাঠ করেন তাহা হইলে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।

১৭ ধারা। এই ধারায় কোন প্রকারের কোন্ কোন্ দলিলের রেজিষ্ট্রী করিতেই হইবে তাহাই দেখান হইতেছে। এই ধারায় এক শত বা তদূর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তির হস্তান্তরের বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। a) দানপত্র (b) যে দলিলে purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish ইত্যাদি করে এমন দলিল মাত্র বুঝায় তাহাই বুঝিতে হইবে কিন্তু তাহা না বুঝাইলে তাহা যত টাকা মূল্যের সম্পত্তি হউক না কেন তাহা ১৭ ধারার মর্ম্মানুযায়ী দলিল বলিয়া গণ্য হইবে না। তাহার পর (c) ও (d) উপধারার পর provided বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে বুঝিতে হইবে তন্নিম্নে যে সকল উল্লিখিত হইয়াছে সে সকলের রেজিষ্ট্রী অবশ্য কর্ত্তব্য নহে।

১৮ ধারা। এই ধারাও ঠিক ১৭ ধারার ন্যায় তবে সম্পত্তির মূল্য ১০০৲ টাকার কম। এবং ইহাতে কোন কোন দলিলের রেজিষ্ট্রী ইচ্ছাধীন (optional) তাহাই দেখান হইয়াছে। এখন দেখিবেন যে ১৭ ও ১৮ ধারার রেজিষ্ট্রী যোগ্য দলিলের মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে আর যে সকল ১৭ ধারার বিধানমতে রেজিষ্ট্রী করিবার আবশ্যক হয় না তাহা ১৮ ধারার (f) অনুসারে রেজিষ্ট্রী যোগ্য হইয়াছে। Rough draft ও monthly returnsএর heading দেখিলে বুঝিতে পারিবেন কোন শ্রেণীর দলিল কোন headingএ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছি যে ১৭ ধারা মতে বায়নাপত্র যত টাকারই হউক না তাহার registry compulsory নহে। কেননা বায়নাপত্র ১৭ ধারায় proviso (v) অনুসারে registry হইয়া থাকে। সুতরাং বায়নাপত্র ১৮ (f) অনুসারে রেজিষ্ট্রী হয়।

১৯ ধারা। ভিন্ন ভাষায় লিখিত দলিলের অবিকল নকল ও তরজমা দিতে হয় তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু কোন সহি ভিন্ন ভাষায় লিখিত হইলে তাহারও তরজমা দিতে হইবে। নকল বহিতে তরজমা করা নামটী লিখিয়া লিখিবেন যে সহি উর্দ্দু (বা অন্য যাহা হয়) ভাষায় হইয়াছে।

২০ ধারা। এই ধারায় দলিলের কাটকুটে যদ্যপি সম্পাদনকারী attest না করেন বা দস্তুর মত কৈফিয়ৎ না থাকে তাহার রেজিষ্ট্রী হইবে না। কিন্তু (2) উপধারায় আবার বলা হইয়াছে যে রেজিষ্টারি কার্য্যকারক যদি তেমন কোন দলিল রেজিষ্ট্রী করেন তাহা হইলে রেজিষ্টারি বহিতে তাহা নোট করিবেন। এখন দেখিতে হইবে এক ধারার মধ্যে দুই রকম লেখা হইল কেন? ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে ঐ ধারায় (1) লিখিত হইয়াছে "The Registering Officer may in his discreation refuse to accept" অতএব ইহাতে তাঁহার বুদ্ধি ও বিবেচনা পরিচালনার কথা হইতেছে, সুতরাং তিনি কি করিতে পারেন তাহা ভাবিতে হইবে। এরূপ সবরেজিষ্ট্রারের কর্ত্তব্য যখন সে পরিবর্ত্তনে দলিল গ্রহীতার কোন ক্ষতি আছে, সেখানে তাহার দায়িত্ব গ্রহণ অবিধেয়। তখন তিনি রেজিষ্ট্রী জন্য সে দলিল গ্রহণ না করিয়া ফেরৎ দিবেন। ফেরৎ দিবার যখন ক্ষমতা আছে তখন সে ফেরতের জন্য তিনি দায়ী নহেন কিন্তু অন্যায় ভাবে পরিবর্ত্তিত কোন দলিল রেজিষ্ট্রী করিলে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয়।

এমন হয় যে গ্রহীতা দলিল দাখিল করিতেছেন কিন্তু তাহার কাটাকুটীর কৈফিয়ৎ নাই। গ্রহিতার সে কৈফিয়ৎ দিবার অধিকার নাই, এ অবস্থায় ২০ ধারা মতে দলিল গ্রহণে অস্বীকার করাই কর্ত্তব্য। গ্রহীতা আপীল করিয়া যাহা করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া লইবেন। অথবা সে দলিল সদরে দাখিল করিতে পরামর্শ দিলে ডিষ্ট্রীক্ট সবরেজিষ্ট্রার ৩০ ধারার বিধান মতে তাহার রেজিষ্ট্রী করা সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

২১ ধারা। এই ধারায় চৌহদ্দি দিবার কথা আছে। সার্ভে হইয়া থাকিলে সেই নম্বরও দিতে হয়। কিন্তু proviso পাঠে দেখিবেন যে দলিলে মাপ বা প্ল্যান থাকিলে তাহার অবিকল নকল দাখিল না করিলে তাহা রেজিষ্ট্রী জন্য গৃহীত হইবে না। তাহার পর ২২ ধারায় চৌহদ্দি দিবার প্রয়োজনীয়তা শিথিলীকৃত করা হইয়াছে। অর্থাৎ বলা হইয়াছে (3) Shall not disentitle··· to which it relates, is sufficient to identify the same. সুতরাং এরূপ ভাবের কোন দলিল রেজিষ্ট্রী করার দায়িত্ব রেজিষ্ট্রীকারকের। সম্পত্তির index করিতে হয় সুতরাং দেখিতে হইবে index করিবার উপযোগী উপাদান আছে কি না।

২৩ ধারা। এই ধারায় দলিল সম্পাদনের ৪ মাস মধ্যে দলিল দাখিল করিতে হইবে বলা হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যে দাখিল করা ও দলিলের সম্পাদন স্বীকার করা এই উভয় কার্য্য এই ধারায় সম্পন্ন হয়। দলিল দাখিল হইলে হয় সে দলিল রেজিষ্ট্রী হইবে অন্যথা আইনানুসারে refuse হইবে। তৎপূর্ব্বে দলিল ফেরত দেওয়া যায় না।

২৪ ধারা। একই সময়ে সম্পাদিত ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রেজিষ্ট্রী করিলে রেজিষ্ট্রী খরচা বারবার দিতে হয় না। তবে re-registration হইলে দিতে হয়।

২৫ ধারা। ৪ মাস সময় অতীত হইয়া গেলে রেজিষ্ট্রারের বিনা অনুমতিতে তাহা রেজিষ্ট্রী হইবে না। উহার জন্য দরখাস্ত (application) করিতে হইবে। এই application রেজিষ্ট্রারকে পাঠাইতে হইবে।

২৮ ধারা। ইহাতে কোন দলিল কোথায় রেজিষ্ট্রী হইতে পারে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এট বেশ ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। যে এলাকায় সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ আছে সেইখানকার রেজিষ্ট্রী আফিসে Sec. 17 Sub-Sec. (1) clause (a) (b) (c) and (d) এবং Section 18 clause (a) (b) (c) ধারার অন্তর্গত দলিল রেজিষ্ট্রী হইবে। বড় সাদা কথা, কিন্তু অনেকেই এই ধারা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া ইহা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইতেছে।

ইহাতে বুঝিবেন যে ১৭ ধারার সকল দলিল রেজিষ্ট্রীর জন্য সম্পত্তির এলাকা ভুক্ত রেজিষ্ট্রী আফিসের আবশ্যক নাই। মনে করুন একটী রায়নামা রেজিষ্ট্রী

হইবে। তাহা ১৭ a b. c বা d উপধারা ভুক্ত নহে, সুতরাং তাহা এই ধারার অনুসারে রেজিষ্ট্রী না হইয়া ২৯ ধারা মতে যে কোন রেজিষ্ট্রী আফিসে রেজিষ্ট্রী হইবে কিন্তু কাপি বা মিমো পাঠাইবার আবশ্যক হইবে না, কেন না ২৮ ধারায় বলা হইয়াছে যাহার এলাকায় whole or some portion of the property is situate আর ৬৪ ধারায় আছে not wholly situate. ইহাতে মনে হয় ২৮ ধারার রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলেরই copy এবং মেমো পাঠাইতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিবেন যে order বা decree ১৭ ধারার proviso মধ্যে উল্লিখিত হইলেও ২৯ ধারায় তাহার ভিন্ন ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২৯ ধারা। ২৮ ধারায় উল্লিখিত হয় নাই এমন যে কোন দলিল এই ধারার বলে রেজিষ্ট্রী হইবে। কেবল আদালতের order ও decree সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখানেও বুঝা যায় যে decree বা order সম্বন্ধে ৬৪ ধারার বিধান প্রবল নহে। উক্ত ধারায় document-এর কথাই বলা হইয়াছে decree বা order সম্বন্ধে কোন কথা নাই।

৩০ ধারা। রেজিষ্ট্রার তাঁহার অধীনস্থ যে কোন রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারকের এলাকাভুক্ত সম্পত্তির দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে পারেন; এই সকল রেজিষ্ট্রী Sadar Sub Registrar করিয়া থাকেন। এখানে may কথা লেখা আছে সুতরাং রেজিষ্ট্রী করা না করা তাঁহার ইচ্ছাধীন। তিনি রেজিষ্ট্রী না করিলে তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না। (3 C. L. R. 165) দলিল সম্পাদন অস্বীকার করিলে সবরেজিষ্ট্রার তাহার রেজিষ্ট্রী refuse করেন। কিন্তু Sadar Sub Registrar এরূপ দলিলের রেজিষ্ট্রী না-মঞ্জুর করিয়া ৭৪ ধারার বিধান অনুসরণ করিবেন এবং বিনা আপীল দায়েরে উহার সম্পাদন সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণে তাহার রেজিষ্ট্রি বা না-মঞ্জুর করিবেন। এরূপ না-মঞ্জুর হইলে তাহার বিরুদ্ধে আর আপীল চলিবে না। ৭৬ ধারা পাঠ করুন।

৩১ ধারা। ইহার বলে কেবল ২৮ ও ২৯ ধারার রেজিষ্ট্রী যোগ্য দলিল ও উইল পক্ষগণের বাটীতে দাখিল করা চলে। রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক যদি কোন special cause না থাকা সত্বেও কোন দলিল গ্রহণ করেন তাহার বিরুদ্ধে Civil Court কোন কথা কহিতে পারে না। (I. L. R. 6 Bom. 96)

৩২ ধারা। সম্পাদনকারী বা গ্রহীতা দলিল দাখিল করিতে ক্ষমবান, কিন্তু copy of a decree বা order অর্থে কেহ কেহ মনে করেন যে আপীলের পর রেজিষ্ট্রীও ইহার অন্তর্গত এবং claimant ভিন্ন তাহা দাখিল হয় না। এটী ভুল। এখানে copy of a order বা decree শব্দে আদালতের order ও decree বুঝাইবে।"

৩৩ ধারা। এই ধারায় authenticate করা মোক্তারনামার কথাই বলা হইয়াছে। এ সকল দলিল আইন মতে বাটীতে দাখিল হইবার কথা ৩১ ধারায় নাই। ৩১ ধারায় কেবল ২৮ ও ২৯ ধারার বর্ণিত দলিল বাটীতে দাখিল ও উইল ডিপজিটের কথা মাত্র আছে। তবে নূতন রুল মতে মোক্তারনামাও বাটীতে দাখিল হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। হইলেও তাহাতে J fee লওয়া অবিধি। আরও দেখিবেন যে মোক্তারনামা pending থাকিলে তাহা pending registerএ উঠিবে না। আবার যদি এমন হয় যে বাটীতে মোক্তারনামা দাখিল হইবে ও সব রেজিষ্ট্রার দেখেন যে মোক্তারনামা সম্পাদনকারী নাবালক বা বিকৃতমনা তাহা হইলে তাহার দলিল refuse না করিয়া তাহাকে ফেরত দিবেন। কেননা মোক্তারনামা নামঞ্জুরের ব্যবস্থা ৩৫ ধারায় নাই।

৩৬ ধারা। পর্দ্দানবীশ স্ত্রীলোকের পক্ষে সমন জারি না হইয়া ভিজিট বা কমিশন দ্বারা হইবে। ৩৮ ধারার সহিত একযোগে ইহা পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

৩৯ ধারা। MUTATIS MUTANDIS অর্থে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন (করিয়া with the necessary changes.)

৪০ ধারা। উইল, উইলদাতা ভিন্ন অপর কেহ রেজিষ্ট্রী জন্য দাখিল করিতে পারেন না। দাতা পীড়িত হইলে ৩১ ধারার কমিশন দ্বারা দাখিল করিতে হইবে। ইহা duly authorized attorney দ্বারা হইবে না।

৪১ ধারা। ৪০ ধারা মতে উইল রেজিষ্ট্রীর সময় উইলদাতা পাগল বা বিকৃতমনা হইলে ৩৫ ধারা মতে তাহার রেজিষ্ট্রী না-মঞ্জুর হইবে, কিন্তু ৪১ ধারা অনুসারে যখন দাতার মৃত্যুর পর প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তাহা রেজিষ্ট্রী হয়, তখন দাতা পাগল ছিল কি না সবরেজিষ্ট্রার তাহা না দেখিয়া a. b. c. উপধারার তদন্ত মাত্র করিবেন।

৫৭ ধারা। ৩ ও ৪ নং বহির তল্লাসী দাতার agent বা representative মাত্র করিতে পারেন। ইহাতে বুঝা যায় যে agentএর agent বা representative এর agent তল্লাস করিতে পারিবেন না।

৬০ ধারা। এই ধারা Registered সার্টিফিকেট দিবার কথা বলে এবং ৬১ ধারা উক্ত সার্টিফিকেট দেওয়ার পর তাহা নকল হইবার কথা বলে। কিন্তু আইনের এই মর্য্যাদা রক্ষা হয় না।

অন্যান্য ধারা সম্বন্ধে আর কিছু বলিলাম না। বলিবার অনেক কথা আছে কিন্তু নিরর্থক বলিয়া ফল কি? হয় ত অনেকে এ গুলি পড়িবেন না বা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন না। যদি করেন এমন বুঝি তাহা হইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

নূতন নাজরান্দি।

১। প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৫ ধারা নূতন ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন রহিত হইয়াছে। কায়েমী জোত ১১ ধারা মতে হস্তান্তর যোগ্য এবং হস্তান্তর শব্দে পাট্টা দেওয়া বুঝায়। ১৮ ধারা বর্ণিত রায়ত মোকররী মৌরশী বিলি করিতে পারেন। Calcutta Weekly Notes Vol XIX পৃষ্ঠা ১১২৭ দেখুন।

পূর্ব্ববর্ত্তী নজিরে (Calcutta Law Journal Vol XVI page 144) দেখা যায় রায়তের হস্তান্তর সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, Rayat at fixed rent বা rate of rent সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। নূতন ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত হস্তান্তরের ফী দিয়া হস্তান্তর করিতে পারিবে। কার্য্যবিধির পৃষ্ঠায় যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এতদ্দ্বারা সংশোধিত হইল।

পূর্ব্বে ৮৫ ধারায় যে কোর্ফা বিলির নিয়ম ছিল তৎসম্বন্ধে ৪৮, ৪৮ ক হইতে ৪৮ জ ও ৪৯ ধারা দ্রষ্টব্য। (হিতবাদী আফিস হইতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "প্রজাস্বত্ব আইনের" ঐ সকল ধারা ও ২৬ ক হইতে ২৬ ঞ ধারা ও তাহার মন্তব্য দেখুন।)

২। পত্তনি তালুক হস্তান্তর জন্য জমিদারী ফি দিতে হয় না। দরপত্তনি তালুকে দিতে হইবে।

৩। নিষ্কর সম্পত্তি মাত্রেই মোকররী মোরশী বিলি হয় সুতরাং সকল নিষ্করেই জমিদারি ফি লওয়া যায়। হস্তান্তর কারক রায়ত কি না তাহা না দেখাই ভাল। আর রায়ত হইলেও তাহাকে সাধারণ রায়তের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

প্রজাস্বত্ব আইনের ১৮ ধারার অন্তর্গত রায়ত যেমন সাধারণ রায়ত মধ্যে গণ্য নহে নিষ্করদারও তদ্রূপ।

সমাপ্ত।